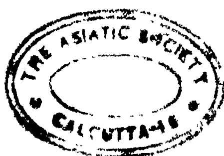
MAURICE HINDUS রচিত
MOTHER RUSSIA
গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ

মাদার রাশিয়া

ভবানী মুখোপাধ্যায়



কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মাদার রাশিয়া

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ—১৩৫৬

প্রথম প্রকাশ—স্বাধীনতা দিবস ১৯৪৯

দাম সাড়ে ছয় টাকা



কমলা বুক ডিপোর পক্ষে শ্রীক্ষীরোদলাল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীপতি প্রেস হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত

অবতরণিকা

সংশয়, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধায় যখন রাজনৈতিক আকাশ মেঘমলিন তখন মরিস হিন্‌ডাসের মাদার রাশিয়ার মত একখানি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার হেতু ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনুবাদক হিসাবে আমার বক্তব্যটা স্পষ্ট করে বলে রাখাই যুক্তিযুক্ত, সেই কারণেই এই অবতরণিকা।

মরিস হিন্‌ডাস তাঁর এই বিরাট গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে প্রশ্ন তুলেছেন "আমাদের কি রাশিয়ার সঙ্গে লড়তে হবে?" এখানে আমরা অর্থে আমেরিকানরা হলেও, লড়াই যদি বাধে তাহলে সেই উদ্দাম স্রোতে শুধু আমেরিকা নয় বহু বিভিন্ন রাষ্ট্র জড়িত হয়ে পড়বে এবং তার ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ, দুর্দশা আর ক্লেশের সীমা থাকবে না। পরিস্থিতি এখনও কুয়াশায় ঢাকা; কার কতদূর শক্তি তারই পরিমাপ চলেছে। য়ুরোপ এখন দুটি বিরাট দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রাবলীর (পোলাণ্ড, চেকোস্লাভকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও সোভিয়েট রাষ্ট্র) সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যা ৫,২৯১,৯০০, বিমান বহর ২৭,২১৫, আর শুধু সোভিয়েটের সৈন্যসংখ্যা ৪,০১০,০০০, বিমানবহর ২৫,০০০। অতলান্তিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত দলগুলির অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, আইসল্যাণ্ড, কানাডা, ফ্রান্স, পোর্তুগাল, ইতালী প্রভৃতির সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যা—৩,৭০২,০০০, বিমানবহর ৪০,৯০৫, আর শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যসংখ্যা ১,৬৫৫,০০০, বিমান বহর ৩২,৫০০।

এই যে বাহুবলের পরিমাপ চলেছে তা অতি দুর্লক্ষণ। পশ্চিম য়ুরোপ বর্তমানে সংকটের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ছে—অথচ সোভিয়েট ও অন্যান্য জনগণশাসিত দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই যুদ্ধে রাশিয়ার জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—এখন কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া ক্রমশঃই সেই ক্ষত নিরাময় করে নিয়ে অর্থনৈতিক দিক থেকে অতিশয় শক্তিশালী হয়ে উঠছে। পুর্নবসতি ও জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নে পূর্ব-য়ুরোপীয় দেশগুলি অপূর্ব সাফল্যলাভ করেছে। ওদিকে পশ্চিম য়ুরোপের ভাগ্যবিধাতা আমেরিকা এখন তার লাভের কড়ি গুনছে, এদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা পূর্ব-য়ুরোপে পুর্ণপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

আর একজন আমেরিকান মনীষী স্বর্গতঃ উইণ্ডেল উইলকী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'ওয়ান ওয়ার্লডে' রাশিয়া সম্পর্কে বিশেষতঃ আমেরিকা ও রাশিয়ার পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে বিশদভাবে লিখেছেন। তাঁর বক্তব্য বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ অনুধাবন যোগ্য—

উইলকী বলেছেন: "দেশে ফেরার পর সকলের মনে সমগ্র রাশিয়া সম্পর্কে একটা কৌতুহল লক্ষ্য করলাম—একটা শ্রদ্ধা ও ভয়মিশ্রিত মনোভাব—রাশিয়া কি করতে চায়? তারা কি আর একটি শান্তিনাশক রাষ্ট্র হয়ে উঠবে? যুদ্ধাবসানে তারা কি এমন এক সুবিধার দাবী করে বসবে যদ্বারা য়ুরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে? তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবাদর্শ কি অপর রাষ্ট্রের উপর চাপাবার চেষ্টা করবে? এসব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই, এমন কি স্বয়ং ষ্ট্যালিনও দিতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে এইটুকু জানি—ইউ, এস, এস, আর এর ২০০,০০০,০০০ অধিবাসী আছে, আর একটি মাত্র শাসনযন্ত্রের অধিকৃত পৃথিবীর বৃহত্তম জমি এরাই নিয়ন্ত্রণ করে; কাঠ, কয়লা, লোহা, তৈল প্রভৃতির অক্ষয় সরবরাহ এদের

নিজস্ব আছে—একরকম অক্ষত আছে। হাসপাতাল ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যবস্থার প্রসারে রাশিয়ার এই উত্তেজক ও দুর্ধর্ষ আবহাওয়ার অধিবাসীরা পৃথিবীর অন্যতম স্বাস্থ্যবান জাতি, গত পঁচিশ বছরব্যাপী সুদূর বিস্তারী ও আমূল সংস্কারক শিক্ষা বিস্তার ব্যবস্থার ফলে অধিকাংশ লোক শিক্ষিত হয়ে উঠেছে—রাশিয়ার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী থেকে অখ্যাত কৃষি-শ্রমিক বা কারখানার কারিকর পর্যন্ত সকলেই রাশিয়ার প্রতি উন্মত্তের মত আকৃষ্ট—রাশিয়া সম্পর্কে সকল প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই তবে এইটুকু জানি যে রাশিয়ার মত তেজ ও শক্তি সম্পন্ন এমন একটা জাতিকে উপেক্ষা বা নাসিকা কুঞ্চিত করে বাতিল করা চল্‌বেনা—

* * *

রাশিয়া ও আমেরিকার (এরাই সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে শক্তিশালী রাষ্ট্র) পক্ষে পৃথিবীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শান্তি সংস্থাপন করা সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস। উভয় রাষ্ট্র যদি একযোগে কাজ না করে তাহ'লে কিছুতেই দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও অর্থনৈতিক স্থায়ীত্ব আনা সম্ভব হবেনা।... ..(ওয়ান ওয়ার্লড)।"

যাঁরা রাজনীতির হালচাল লক্ষ্য করেন তাঁরা উপরোক্ত কথাগুলির যথার্থ মর্ম উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌বেন। বর্তমান জগৎ অতি দ্রুতগামী, এদিনের হিসাবে পরদিনের কথা ভাবা যায় না, তাই কখন কি ভাবে কোন দিক থেকে ঝড় উঠ্‌বে রাজনৈতিক আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্‌রা তার পূর্ব্বাভাষ দিতে পারেন না, তবে পৃথিবীর দুটি প্রবল পক্ষ যে পারস্পরিক মল্লযুদ্ধে নামার জন্য মালকোছা বাঁধ্‌ছে তা শিশুর কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মরিস হিন্‌ডাস স্বয়ং আমেরিকান, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভিতর যুদ্ধকালীন সোভিয়েট রাশিয়ার যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা সর্বত্র প্রশংসালাভ করেছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় তিনি বহুবার ভ্রমণ করেছেন—ভলগা থেকে ককেসস আর মস্কৌ, সর্বত্র বে-সামরিক ও সামরিক জনগণের সঙ্গে সমানভাবে মিশে যুদ্ধরত রাশিয়ার প্রকৃত রূপ 'মাদার রাশিয়ায়' ফুটিয়ে তুলেছেন! গেরিলা যুদ্ধের তরুণ-তরুণী নায়ক-নায়িকার অবিস্মরণীয় কাহিনীতে 'মাদার রাশিয়া' বিশ্ব সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ। বিগত মহাযুদ্ধের এক নির্ভরযোগ্য ইতিহাস।

বর্তমান কালে সোভিয়েট রাশিয়াকে বিশদভাবে জানার প্রয়োজন আছে, সাধারণতঃ আমাদের দেশে সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে দু রকমের ধারণা আছে,—রাশিয়া রূপকথার দেশ, সেখানকার সবই ভালো, যেন সব পেয়েছির দেশ। রাশিয়া অতি ভয়ংকর দেশ—তারা যদি সুবিধা পায় ত' সারা পৃথিবীটা ধ্বংস করে ফেল্‌বে—যাঁরা বেঁচে থাকবে তারা ওদের ক্রীতদাস হয়ে থাকবে। উভয়বিধ ধারনাই কতকাংশে সত্য কিন্তু ভিতরকার অবস্থাটা যে ঠিক কেমন তার একখানি নিখুঁত ছবি 'মাদার রাশিয়া'।

রাশিয়া সম্পর্কে এই যে সন্দেহ ও সংশয়, তার মূলে আছে, রাশিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব। রাশিয়া রূপকথার সেই সব পেয়েছির দেশ নয়, আবার দানবের দেশও নয়, তবে অল্পকালের ভিতর তারা যেন ইন্দ্রজাল প্রভাবে সারা দেশটাকে কল্পলোকে পরিণত করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাশিয়ার চিঠিতে বলেছেন—'রাশিয়ায় না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকত। ওখানে এরা যা করেছে তার ভাল মন্দ বিচার করার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয় কী অসম্ভব সাহস!...অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ!" কথাটা সকল দিক থেকে ভেবে দেখার মত, দুর্ধর্ষ প্রতিজ্ঞার জোরেই রাশিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, এই সর্ব-বিধ্বংসী যুদ্ধে পৃথিবীর

শ্রেষ্ঠতম যান্ত্রিক বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করেছে। কোথায় তার সেই শক্তির উৎস ? কোথায় পেল মনোবল ?"

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছেন :

"সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক কিছুই আমি অপছন্দ করি। সকল প্রকার বিরোধী মতবাদের নির্মম বিলুপ্তি, সর্বগ্রাসী সমরীকরণ, বিভিন্ন মতবাদ প্রচারে অযথা উৎপাত, আমি সমর্থন করি না, কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশসমূহেও উপদ্রব, জনমতের বিলুপ্তি সাধন প্রভৃতি নির্মমতার অভাব নেই। আমার কেবলই মনে হয় আমাদের সঞ্চয়কারী সমাজের ভিত্তি ত' এই নির্মমতার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। অত্যাচার ও নির্মমতা সর্বত্রই আছে তবে ধনতান্ত্রিক জগতের উৎপাত ও নিষ্ঠুরতা যেন সহজাত—আর রাশিয়ার নির্মমতা (খারাপ হলেও) শান্তি ও সহযোগীতা ও জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সকলপ্রকার ত্রুটি ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়া দুস্তর বাধা পার হয়ে নব-বিধান চালু করেছে। সারা পৃথিবী যখন ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়ছে তখন আমাদের চোখের ওপর এক বিরাট জগৎ গড়ে উঠল তার নাম সোভিয়েট রাশিয়া।...সেখানে যা কিছু ঘটেছে তা আমি আমার সহজাত প্রকৃতিতে অপছন্দ করলেও আমার বিশ্বাস সারা পৃথিবীতে সোভিয়েট রাশিয়া একটা নূতন আশা ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছে।"

মরিস হিন্‌ডাস্ মার্কিন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, তাঁর উপন্যাস যেমন বিশ্ব-সাহিত্যে স্বীয় মর্যাদায় আপন আসন পেয়েছে, তেমনই এই 'মাদার রাশিয়া' তাঁর অসীম খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। ইংরাজী ভাষায় লিখিত আর কোনো গ্রন্থ যুদ্ধরত সোভিয়েট রাশিয়ার এমন নিখুঁত চলচ্চিত্র হয়ে ওঠেনি। রাশিয়া পরিভ্রমণ করে কিভাবে সেখানকার কারখানা আর কৃষিশালা চলছে, কিভাবে সেখানে মানুষের মন গড়ে উঠেছে দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে, কি দুরপনেয় প্রচেষ্টা দেশকে শত্রু কবল থেকে মুক্ত করার কি অপূর্ব সংহতি কি কি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন। মাদার রাশিয়ার" প্রতিটি ছত্র তারই অপরূপ বিবরণ। সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রামাণিক গ্রন্থ 'মাদার রাশিয়া' তাই বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, আর লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হয়েছে।

'মাদার রাশিয়া' আমাদের দেশের পক্ষে উপযোগী, অনেক কিছুই স্বাধীন ভারতের জনগণের পক্ষে অনুকরণীয়। কি ভাবে একনিষ্ঠ সাধনায় ও রাষ্ট্রের প্রতি অবিচল আনুগত্য প্রকাশ করে রাশিয়া এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে 'মাদার রাশিয়া' তারই ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "অপরিসীম উৎসাহে রাশিয়া নিরক্ষরতা ও অস্বাস্থ্য দূর করে, এই বিরাট মহাদেশ থেকে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য মুছে দিয়েছে। এক সম্প্রদায় থেকে অপর জাতির বৈষম্য ও বিভেদ থেকে এদের সভ্যতা মুক্ত,—তাদের এই বিস্ময়কর দ্রুত প্রগতিতে আমি যুগপৎ আনন্দিত ও ঈর্ষান্বিত,—...যখন দেখি প্রায় দুশ রকমের বিভিন্ন জাতি -যারা কিছুকাল পূর্বেও কতদিকে অনগ্রসর ছিল আজ তারা মৈত্রীর বাঁধনে বাঁধা, একযোগে প্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে,—আর আমার দেশ, বুদ্ধি ও শিক্ষায় যা কত অগ্রসর, তা আজ ক্রমশঃই বর্বরতাও বিশৃঙ্খলতার পথে চালিত হচ্ছে..."

কিভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে 'মাদার রাশিয়ায়' তারই বিবরণ, 'মরিস হিনডাস্' অপূর্ব লিপি কুশলতায় ফুটিয়ে তুলেছেন, তাই আমাদের দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে এই গ্রন্থ গঠনমূলক কার্যে প্রেরণা ও উৎসাহ জাগিয়ে তুলবে এই বিশ্বাসেই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করতে প্রয়াসী হয়েছি।

অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া ফিরিয়ে এনেছে জাতীয়তার ভাবাবেগ, সেই পটভূমিতে রাশিয়ার আভ্যন্তরীন রূপ বিচার ও বিবেচনা করার সুযোগ দেবে 'মাদার রাশিয়া'।

'মাদার রাশিয়ায়' কোনো ইজমের কথা নেই, আছে সাম্প্রতিক ইতিহাসের কাহিনী, কি ভাবেও কি পথে সেই ইতিহাস গড়ে উঠেছে তারই কথা।

* * *

এই গ্রন্থ রচনার পর কয়েকটি বছর অতীত হয়ে গেল, রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তনশীল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ তৃতীয় মহাযুদ্ধের আয়োজন চলেছে। 'মাদার রাশিয়া'র—বাংলা সংস্করণও আরো পূর্বে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নানা দুর্বিপাকে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি, স্বয়ং সমগ্র প্রুফ না দেখায় এই গ্রন্থে অনেক মুদ্রাকর প্রমাদও আছে তজ্জন্য আমি লজ্জিত।

আমার বন্ধু 'ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহাতিশয্যে আমি এই গ্রন্থানুবাদে হাত দিই, তাই সর্বাগ্রে তাঁকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই। আর যাঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তন্মধ্যে কমলা বুক ডিপোর সুযোগ্য সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাঁর সহকর্মীদের এবং আমার স্নেহভাজন সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীশিশির সেনগুপ্ত এবং কল্যানীয় অনুজ শ্রীমান অরুণশঙ্কর মুখোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কমলকুটীর—বেহালা
কলিকাতা (৩৪)

ভবানী মুখোপাধ্যায়
জন্মাষ্টমী—১৩৫৬

—মুখবন্ধ—

অধুনালুপ্ত 'সেঞ্চুরী ম্যাগাজিনে'র এককালীন সম্পাদক গ্লেন ফ্রাঙ্কের দ্বারা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে প্রায় বিশ বছর আগে আমি প্রথম রাশিয়ায় গিয়েছিলাম। সেই ভ্রমণের ফলে লিখিত "Broken Earth" নামক গ্রন্থে আমার গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছিলাম :

"আমি রাশিয়ায় গিয়েছিলাম একটি মাত্র উদ্দেশ্যে, জনগণের কথা শোনাই ছিল আমার কাজ। এখানে 'জনগণ' কথাটি রুশীয় অর্থে বলা হয়েছে' রুশীয় ভাষায় 'পীপ্‌ল' কথাটির অর্থ জনসাধারণ—অর্থাৎ মুঝিক ও কিষান। যে রাশিয়া মন্তব্য রচনা করে, চরম পত্র পেশ করে, চুক্তি পত্র সই করে, রাষ্ট্রদূতের আপ্যায়ণ করে, বৈদেশিক সংবাদ পত্র প্রতিনিধিদের দর্শন দান করে সেই রাশিয়া নয়—যে রাশিয়া পরিশ্রম করে, উৎপন্ন করে, যুদ্ধ করে আর মরে···সাম্প্রতিক বিশ্লেষনে তারাই রাশিয়া···।"

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে উপরোক্ত কথাগুলি লিখিত। তারপর অনেক কিছু ঘটে গেছে, শুধু রুশীয় জমির রূপ পরিবর্তন হয়নি—পরিবর্তিত হয়েছে এই 'জন সাধারণে'র আকৃতি ও প্রকৃতি। যন্ত্রযুগ—উপকথার মত দ্রুত গতিতে যে শুধু রুশীয় পল্লী অঞ্চলের রূপ পরিবর্তিত করেছে তা নয়, তাদের মুখ থেকে দাড়ি উড়ে গেছে আর—বুক থেকে অন্ধকারের বোঝা নেমে গেছে। এই জনগণের ভিতর থেকেই এসেছেন বর্তমান রাশিয়ার কয়েক জন শ্রেষ্ঠ সেনা-নায়ক। আলেক্সী রডিমসেভ্, আন্দ্রে ইয়েরেমেংকো, ভাসিল চুইকফ্, সেমিয়ন টিমোসেংকো প্রভৃতি তাঁদের অন্যতম। ষ্ট্যালিনগ্রাদের রক্ষাকর্তা ও বিশিষ্ট জার্মান বাহিনী বিজয়ী বলে তাঁদের নাম কুটুজোভ্ ও সুভরোভ, (উভয়েই-সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর), বা আইভান দি ফোর্থ বা টেরিবেল, ও পীটার দি গ্রেট (উভয়েই জার) প্রভৃতির চাইতে কম ত' নয়ই বরং কিছু বেশী। ইয়েরোমেংকো আর টিমোসেংকো উভয়েই ইউক্রেনীয় তাই পশ্চিম ইউক্রেণ সম্পর্কে রুশো-পোলিশ বিরোধের পটভূমিতে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বব্যঞ্জক।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে প্রচীনকালের কিষাণ আর নেই। টলষ্টয়, চেকভ্ বুনিন ও অন্যান্য রুশলেখকগণ যে মুঝিক সম্প্রদায় সম্পর্কে যুগ যুগ ধরে কেঁদেছেন, ভৎর্সনা করেছেন, তাদের বেদনায় কাতর হয়েছেন, সরলতায় মুগ্ধ হয়েছেন সেই সম্প্রদায় রুশীয় পটভূমি থেকে মুছে গেছে। আর তাদের সঙ্গে *Narod*—বা জনগণ, কথাটির পূর্বতন নামটিও মুছে গেছে। তাই people কথাটির আর ঐতিহাসিক অর্থ নেই। আজ তাই Narod সারা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, এই কথাটিতে তাই সমগ্র রাশিয়ার লোক বোঝায়।

তবু দীর্ঘকাল ধরে রাশিয়া সম্পর্কে লেখার সময় আমি আমার সেই মূল পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত করিনি। আমি কোনোদিনই তা বিদগ্ধ বা সম্ভ্রান্ত সমাজের উপদেশ শুনতে চাইনি। কোনোদিন সংবাদ পত্রের গোড়ার পাতার বড় বড় শিরোনামার জন্য চেষ্টা করিনি। মলোটোভ, ষ্ট্যালিন প্রভৃতি বড় বড় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে

আমার প্রশ্নের জবাবে তাঁদের উত্তর পাঠকদের কাছে রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনামূলকভাবে পরিবেশন করার লোভে পড়িনি। এই ধরনের সরকারী জবাবে বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত যে রাশিয়ার কথা আমরা সোভিয়েট তন্ত্র চালু হওয়ার পর শুনে আসছি, তাদের কথা কমই জানতে পারতাম। তাই এই যুদ্ধকালেও আমি চিঠি হাতে করে ক্রেমলিনের দোর গোড়ায় গিয়ে ষ্ট্যালিনের দর্শন ভিক্ষা করিনি। আমি জানতাম কোনো গ্রামে একটি দিন অতিবাহিত করলে—বা কোনো তরুণের সঙ্গে কারখানায় বসে একবেলা আহার করলেই কোনো উচ্চপদস্থ নেতার কাছে যা পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশীই পাব।

এই পদ্ধতির পরিধি সীমাবদ্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৩৯ খৃঃ রুশো-জার্মান চুক্তি ও রুশো-জার্মান যুদ্ধের অনেক বিতর্কমূলক ঘটনার উপযুক্ত বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

১৯৩৯ এর ১৫ই অক্টোবর, সুইডেন থেকে ফিরে আসার পর ন্যুইয়র্ক হেরাল্ড্ ট্রিবিউনের সংবাদদাতা রুশো জার্মান চুক্তি সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে চান, জবাবে আমি বলেছিলাম:

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস রুশ ও জার্মানে যুদ্ধ বাধবে·· এখন ওরা যতই সহযোগীতা করুক না কেন সংঘর্ষ বাধার হেতুও ততই আসন্ন হয়ে উঠবে।"

যুদ্ধ যখন বাধলো, রাশিয়ার আসন্ন পতন সম্পর্কে বাতাস যখন কানাকানিতে মুখর হয়ে উঠেছে, কেউ বলছে ছ'মাস কেউ বা বলছে ছ'সপ্তাহ, আমি তখন 'Russia Fights on' নামক বইটি লিখছি। ১৯৪১ এর সেপ্টেম্বরে যখন জার্মান সৈন্যবাহিনী মস্কোর ভিতর ঢুকছে তখন বইটি আমেরিকায় ও জানুয়ারী ১৯৪২এ ব্রিটেনে প্রকাশিত হয়।

এই সব মতামত বা কানাকানি খুব আকস্মিক নয়, বিশেষভাবে তা শুধু ভবিষ্যৎবাণী বলতে পারি না—গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করে ও জনতার কথা শুনে যা বুঝেছি এই সব গুজব তারই যুক্তিসঙ্গত স্বাভাবিক পরিণতি।

এমন অনেক লেখক সম্পাদক, কূটনীতিবিদ্, সমরনীতি বিশারদ, সামাজিক ও অন্যবিধ ব্যাপারে সংগ্রামী ব্যক্তি আছেন যাঁদের কাছে যুদ্ধপূর্ব রাশিয়াকে রক্তপিপাসু হিংস্রতায় চিত্রিত না করে অন্য কোনো রঙে আঁকলে তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। রুশো জার্মান যুদ্ধ বাধার পরও তাঁদের অনেকেরই দৃষ্টি ভংগী আদৌ পরিবর্তিত হয়নি।

অবশ্য রাশিয়ার অবস্থা অন্য যে কোনো দেশের চাইতেও সন্ত্রাসকর ছিল! বিপ্লব মানে গৃহযুদ্ধ, মানুষের কাছে এর চাইতে নৃশংস সংঘাত আর কিছু নেই। যে দেশ আকারে যত বড়, তার সমস্যাও তেমনই জটিল, তার জাতিগত ও বর্ণগত বিভেদ ততই প্রবল, বৈপ্লবিক কর্মসূচী যতই দুরাশাজনক হয় তার বিপক্ষে ঘরে ও বাইরে বাধা ততই তীব্র ও প্রবলতর হয়ে ওঠে, সন্ত্রাসজনক অবস্থার নৃশংসতাও তেমনই বাড়ে। আর সেই ভয়ংকর সংঘাতের স্রোতে দোষী ও নির্দোষ উভয়েই ভেসে যায়।

কিন্তু রাশিয়াকে প্রধানতঃ এইসব ভয়ংকরত্ব ও বীভৎসতার নিরিখে বিচার করলে ক্রমওয়েলের বিপ্লবকে আয়ারল্যাণ্ডের হত্যালীলা, বা মার্কিণ গৃহযুদ্ধকে উত্তরাঞ্চলের সৈন্য-

বাহিনীর বিশেষতঃ জেনারেল সেরমানের কৌশলেব নিবিখে বা ফরাসী বিপ্লবকে গিলোটিনের হিসাবেই দেখ্‌তে হয়।

ফরাসী বিপ্লবের নৃশংসতায়, বিখ্যাত ব্রিটিশ উদারনীতিক, এডমণ্ড বার্কের মত আতংকিত আর কেউ হয়নি। তাঁর স্মরণীয় গ্রন্থ Reflections on the French Revolution এ এই সব অত্যাচারে বেদনাকাতর হয়ে তিনি লিখেছেন :

"অত্যন্ত চড়া দাম দিয়ে ফ্রান্স যে অপ্রচ্ছন্ন শোচনীয়তা কিনেছে কোনো জাত সেই দামে আশীর্বাদও কেনে না। অপরাধের বিনিময়ে ফ্রান্স দারিদ্র্য কিনেছে !--ফ্রান্স স্বার্থের খাতিরে তার নিষ্ঠা বিসর্জন করেনি, ফ্রান্স স্বার্থ বিসর্জন করেছে তার নিষ্ঠাকে ব্যভিচারী করার উদ্দেশ্যে···

যারা ধর্মের ভাবাবেগে, অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বার্থে, রাজনৈতিক প্রয়োজনে, সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি প্রীতিবশে বা যে কোনো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার (গণতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী) অনুরাগী তাঁদের কাছে উপরোক্ত কথাগুলি পরিচিত ও স্বাভাবিক মনে হবে—তাঁরা বিপ্লবের মত একটা বাঁধভাঙা উদ্দামতাকে পরিহার করে চলেন। ঐতিহাসিক নিয়মে বা যেসব কারণ তাঁদের কাছে অজ্ঞাত তার ভিতর থেকেও যদি বিপ্লব জাগে তাহলেও তাঁদের চোখে তা পরিহারযোগ্য।

তবু উত্তরকালে এডমণ্ড বার্ককেও স্বীয় ত্রুটী স্বীকার করতে হয়েছিল। আতংক বা সন্ত্রাসকে যে তিনি মেনে নিয়েছিলেন তা নয়, তার কারণ বিপ্লবের অন্যান্য শক্তি, যা তাঁর ধারণার সীমা পার হয়ে গিছল। তিনি তাঁর Thoughts on French Affairs নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন :

"আমার মতে অশুভ যেমন আছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। আমার বিশ্বাস শক্তি, জ্ঞান ও তথ্য যেখানে শুভেচ্ছার সঙ্গে অধিকতর সংযুক্ত সেইখানেই তার প্রতিকার। আমার কাছে ঠিক ততটা সম্ভব নয়। আমি এই বিষয়ে চিরদিনের মত যা বলার তা বলেছি। বিগত দু বছরে এই বিষয়ে আমার বহু উদ্বেগাকুল মুহূর্ত কেটে গেছে। মানবীয় ব্যাপারে যদি বিরাট পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে মানব মনকে তার উপযুক্ত করে তুলতে হবে ; সাধারণ মতামত ও অনুভূতি সেইদিকেই যাবে। সকল আশংকা, সকল আশা তাকে অগ্রসর করে নিয়ে যাবে, আর তারপর সেই প্রবল তরঙ্গকে যে বাধা দেবে সে মানুষের মানবীয় ব্যাপারের অভিসন্ধি নয়, ঈশ্বরের বিধানকেই বাধা দেবে। তারা যে দৃঢ় ও কঠিন হবে তা নয়, তারা একগুঁয়ে ও বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেবে।"

বার্কের স্বীয় মতের এই ধরণের পুনর্বিচারে ম্যাথু আর্নল্ড্‌ বলেছেন :—

"স্বীয় মত সম্পর্কে বার্কের এই প্রত্যাবর্তন ইংরাজী সাহিত্যে অপূর্ব ঘটনা। শুধু ইংরাজী নয়, সকল সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য।"

রাশিয়ার পক্ষে অপরিহরণীয় তথ্য এই যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন যতই ব্যয়সাধ্য হোক—তার ফলে জাতিরক্ষাকর পুরস্কারও সে লাভ করেছে। ১৯২৮ থেকেই প্রধানতঃ তার শিল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে আর তাই নিয়ে সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম যান্ত্রিক বাহিনীর সঙ্গে লড়েছে। তার শত্রু পক্ষ জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হলাণ্ড, জেকোস্লাভকিয়া প্রভৃতি পশ্চিম

য়ুরোপের যাবতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে পুষ্ট, তাদের ইস্পাত সম্পদ রাশিয়ার চাইতে চার গুণ বেশী।

এই বিচিত্র তথ্যের অর্থ উপেক্ষা করার অর্থ এই যে বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শক্তিমান রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে হিসাব করা।

এই গ্রন্থে এবং আর যে সব বই আমি লিখেছি তার মূলসূত্র হল জন-সাধারণ। অর্ধ-শতাব্দী ব্যাপী সোভিয়েট তন্ত্রের পর এবং রুশীয় ইতিহাসের মধ্যে এই ভীষণতম যুদ্ধে তাদের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯১৭, ১৯২৩, ১৯২৮-এ তারা যা ছিল, এমন কি ১৯৩৬ (নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের বছর) খৃষ্টাব্দেও যা ছিল এখন আর তা নেই। এইবার ভ্রমণ কালে লক্ষ্য করলাম যে এই রাশিয়া বিভিন্ন দিক থেকে আমার কাছে নূতন। এই রাশিয়া তার অতীতকে পুনরাবিষ্কার করেছে, তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নূতনভাবে বিচার করেছে। তাদের জনগণ, যুবা ও বৃদ্ধ, নর নারী সকলেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, তাদের নবার্জিত পরিচয় তারা পরিহার করবে না।

মস্কোস্থ একজন নিরপেক্ষ কূটনীতিবিদ আমাকে একদা বলেছিলেন "ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়া যুদ্ধ ও পরবর্তীকালের জন্য একটা সর্বদলীয় কর্মসূচী গ্রহণ করুক, তা নাহ'লে বিধাতা আমাদের রক্ষা করুন।" এই কথাগুলির সঙ্গে বর্তমান লেখকও আন্তরিক ভাবে একমত। পাঠকের কাছে রুশীয় জনগণ সম্বন্ধে একটা নূতন বিচার শক্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, যাতে তারা অধিকতর স্পষ্টভাবে এই কথাগুলির সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করতে পারে সেই কারণেই আমি এই গ্রন্থ রচনা করেছি।

মরিস হিনডাস

—সূচী—

প্রথম খণ্ড—রাশিয়ার প্রদীপ্ত যৌবন

দ্বিতীয় খণ্ড—রাশিয়ার সাবালকত্ব

তৃতীয় খণ্ড—রাশিয়ার নগর মালা

চতুর্থ খণ্ড—রাশিয়ার নূতন সমাজ

পঞ্চম খণ্ড—রাশিয়ার নারী

ষষ্ঠ খণ্ড—রুশীয় ছেলেমেয়ে

সপ্তম খণ্ড—শত্রুর সন্ধানে

অষ্টম খণ্ড—রুশীয় অভীপ্সা

আমার রাশিয়া

—প্রথম খণ্ড—

রাশিয়ার প্রদীপ্ত যৌবন

প র ম ত থ্য

পাথর বিছানো প্রাঙ্গণ পার হয়ে, স্বল্পালোকিত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দরজায় ধাক্কা দিলাম।

ভিতর থেকে পরিচিত কণ্ঠ ভেসে এল····· কে ?

বল্‌লাম—পুরানো বন্ধু।

দরজা খুলে গেল, নাতালিয়া গ্রীগরীয়েভনা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো, বেণী দুলিয়ে ছোট বেলায় মস্কৌতে যখন ঘুরে বেড়াত তখন থেকেই আমাকে জান্‌লেও ও বিশ্বাস করতেই পাবে না যে, স্বয়ং আমি এসে হাজির হয়েছি। আমেরিকার মত সুদূর অঞ্চল থেকে যে কেউ এমন ভাবে এসে পড়তে পারে, ১৯৪২এর সেই বসন্তে, কুইবাসভে বসে, এ কথা কল্পনাও করা যেত না। আমাকে অভ্যর্থনা করে ওর ঘরে নিয়ে গেল, সেই একটি ঘরেই সবাই থাকে—ওর পাঁচ বছরের ছেলে আর তিন বছরের মেয়ে আর বৃদ্ধা শাশুড়ী। ১৯৪১এর শরৎকালে জার্মানরা যখন রাজধানীর প্রায় দোরগোড়ায় পৌচেছিল, সেই সময়েই ওরা কুইবাসভে উঠে এসেছে।

খর্বতনু, নীলাভ চোখ, তরঙ্গায়িত সোনালি চুলে ঘেরা, প্রশস্ত ম্লান মুখখানি, ১৯৩৬এ শেষবার মস্কৌতে যা দেখেছিলাম তার চাইতে সামান্যই পরিবর্তন ঘটেছে। একটু ভারিক্কি হয়েছে, আরো নিয়মনিষ্ঠ, আত্মস্থ এবং চিন্তাজীর্ণ হয়েছে, কিন্তু উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব নেই। ওর শাশুড়ীর সংগে পরিচয় করিয়ে দিল, তাঁকে আমি আগে দেখিনি। শুভ্র কেশ, অবনত দেহ, অপূর্ব মসৃণ ত্বক, মুখে একটা রুক্ষ কঠিন ভঙ্গী। আমার অভিনন্দনের উত্তরে তাঁর মৃদু কণ্ঠে কিছুই প্রায় উচ্চারিত হল না। কলহাসিনি দুরন্ত ছোট্ট নাতনীকে তিনি ভাত খাইয়ে দিচ্ছিলেন।

নাতালিয়া গ্রিগরীয়েভনা বা নাতাশা (আমরা তাকে ঐ নামেই ডাক্‌তাম), তার ছোট্ট বাসার অবস্থার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করল। গৃহস্থের বস-বাসের উপযোগী কক্ষের চাইতে পুরাতন আসবাব, ছবি, ছেলেদের খেলনা, গৃহস্থালীর টুকিটাকি জিনিষপত্র, রান্নার বাসন ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ যাদুঘরের মত দেখায়। আরো হাজার হাজার নর-নারীর মতো ওদেরও

মস্কো থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে নাতাশারা যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি নিয়ে আস্‌তে পেরেছে আর এই জনবহুল অথচ সু-আলোকিত কক্ষ সংগ্রহ করতে পেরেছে। রাশিয়ায় এখন কিছুই স্বাভাবিক নয়। জীবন এখানে কঠোর, এই কঠোরতা কল্পনাতীত, বিশেষত যারা ওর মত ছোট ছেলেমেয়ের জননী। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না—নূতন ঘরের এই বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধজনিত কৃচ্ছ্রসাধনে ওরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

ওর স্বামী ইউরীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। মৃদু গলায় জবাব দিল—নেই, লেলিন-গ্রার্ড ফ্রন্টে নিহত হয়েছেন।

ইউরীর বৃদ্ধা জননীর চাপা কান্না শোনা গেল। আমি তাঁর দিকে তাকালাম, হাতের উজ্জ্বল চামচটি ভাতের থালার উপর যেন অচল হয়ে আছে। নাতাশাও তাঁর দিকে তাকাল, ওর চোখে ভৎর্সনার ভঙ্গী, কিন্তু কিছুই বলল না; চামচটা একটা শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেল, সেই শব্দে যেন বৃদ্ধার চমক ভাঙলো। অবনত হয়ে চামচটা তিনি কুড়িয়ে নিলেন, তারপর সেটিকে ধুয়ে আবার চেয়ারে বসে মেয়েটিকে খাওয়াতে লাগলেন। এখন তাঁর হাত কাঁপছে, যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এদিকে লক্ষ্য না রেখে নাতাশা আমাকে আমেরিকা সম্পর্কে অবিশ্রান্ত প্রশ্ন করে চল্‌ল, আমার আতলান্তিক পরিক্রমন, আমার যুদ্ধকালীন রাশিয়া সম্পর্কিত অভিমত ইত্যাদি। যতই সে কথা বলে চল্‌ল ততই যেন তার পুরাতন দিনের ভঙ্গী ফিরে আসতে লাগ্‌ল, সেই প্রাণচঞ্চল, উদ্দাম, অস্থির—বাহির বিশ্ব সম্পর্কে আগের দিনের মতই কৌতুহল ও ঔৎসুক্যে ভরপুর। তার পরিচিতদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোনো এক সমর-ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। রাশিয়া এখন বিধবা ও অনাথদের দেশ, হাজার হাজার পরিবারের এমনই অবস্থা। ওর দুই ভাই যুদ্ধে গেছে, একজন নৌ বিভাগে আছে, তার কাছ থেকে আবার পাঁচ মাস কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নি। সে বেঁচে আছে বলে ওর মনে হয় না। অন্য ভাইটি গোলন্দাজ বাহিনীর কর্ণেল। ইউরীর তিনটি ভাইও যুদ্ধে গেছে, তারা ভালই আছে—একজন অবশ্য মাঝে ভীষণ আহত হয়েছিল। কিন্তু—যুদ্ধের যেন আর শেষ নেই, আরো মন্দ সংবাদের জন্য ওরা প্রস্তুত আছে। রাশিয়ার সকল নারী, সকল পরিবারেই অনুরূপ অবস্থা।

আবার কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল, এবার একটু জোরে, সে দিকে ফিরে দেখলাম বৃদ্ধা একটি বিবর্ণ নীল কাপড়ে চোখ মুছ্‌ছেন। তাঁর সারা শরীর কাঁপছে, বাতাহত বৃক্ষের দোদুল্যমান ফলের মত তাঁর মাথাটি দুল্‌ছে, নাতাশা আবার তাঁর দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর সেই দুর্দমনীয় দুরন্ত ছোট নাতনীটিকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তারপর তার হাত ধরে একটিও কথা না বলে দোরের দিকে অগ্রসর হলেন।

নাতাশা বলে উঠ্‌লো—সেই ভালো মা, নীনাকে নিয়ে বরং পার্কে একটু বেড়িয়ে আসুন, বাইরে একটু ঘুরে এলে দুজনের পক্ষেই ভালো হবে, তবে বেশি দেরী করবেন না।

উত্তরে একটিও কথা না বলে চোখ নামিয়ে বৃদ্ধা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, চোখের জল অপর লোকের চোখে যেন ধরা না পড়ে।

নাতাশা বল্লে—বেচারী কিছুতেই আর শোক সহ্য করতে পারছে না, ইউরীর মৃত্যু ওঁকে একেবারে ভেঙে দিয়েছে। এই ঘটনার পর গত চার মাসে ওঁর দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে, এই হোল প্রাচীনপন্থী রাশিয়ান জননীর নমুনা।

—আর তুমি? আমি প্রশ্ন করলাম। বুঝ্‌লাম, ওর অন্তরে একটা সংঘাত চলেছে, তারপর যেন সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে মাথাটি দ্রুত আন্দোলিত করে বল্‌ল—

—আমার কথা বিভিন্ন, আমার অংশের কান্নার অবসান ঘটেছে, আমার পাওনার চাইতেও অনেক বেশি। প্রথম সপ্তাহগুলি অসহনীয় ছিল—চারিদিকে কেবল ইউরীকেই দেখতাম। আমার অবশ্য কোনো রকম কুসংস্কার নেই, তবু সে যেন আমার চোখের সামনেই ঘুরে বেড়াত। রাতের অন্ধকার দিনের চাইতেও কষ্টকর হয়ে উঠ্‌ত—যেন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন—যেন আমাকে কিছু বল্‌তে চান। একটু থেমে মাথার আলুলায়িত লাল চুলগুলি সুবিন্যস্ত করে আবার শান্তভাবে সুরু কর্‌ল—"সে এক ভয়ংকর অবস্থা। অবশেষে নিজেকে সংযত করে নিলাম, কাজ আরম্ভ করলাম, বাইরে বেরোই, বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, সভায় যোগ দিই—আর এখন ত' শান্ত হয়ে গেছি। তবে ইউরীর মার এই দুর্দশা দেখে কষ্ট হয়। আর যাই হোক্ আমাদের রাশিয়ানদের এই নিদারুণ বেদনা সত্ত্বেও গর্ব করবার বা সান্ত্বনা পাবার মত অনেক কিছুই আছে। তারপর আমার ছেলেরা রয়েছে, শাসা ইউরীর প্রতিরূপ। সে এখন নেই, অপর ছেলেদের সংগে বনভোজনে বেরিয়েছে। আর একদিন এসে তাকে দেখে যাবেন,—সত্যি ভারী অদ্ভুত ছেলে। এখনই বৈমানিক হয়ে যুদ্ধে গিয়ে ও জার্মান নিধন কর্‌তে চায়। আমাদের ছেলেরা এতও জেনে গেছে, হয়ত খারাপ, আপনার কি মনে হয়?

তারপর হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি দেয়ালের গায়ে টাঙানো মোটামুটি ভাবে তৈরী সেল্‌ফের উপর থেকে অনেকগুলি পুরাতন সংবাদ-পত্র নিয়ে এল। কয়েকটি সংখ্যা তুলে নিয়ে আমাকে একটি দিয়ে নিজেও দু' একখানা হাতে করে বস্‌ল, তারপর লাল পেন্‌সিল চিহ্নিত একটি অংশ আমাকে পড়ার জন্য অনুরোধ কর্‌ল।

আর্টিক কেন্দ্রের এক রেল স্টেশনের ধারে পেট্রোভা নামে একটি রাশিয়ান মেয়ে থাক্‌ত, তারই কাহিনী। জার্মানরা স্টেশনের কাছে আগুনে বোমা ফেলেছিল, আগুন লেগে গেল, আগুনটা ক্রমেই কয়েকটি তেলের ট্যাঙ্কের কাছে পৌঁছতে লাগ্‌ল, পেট্রোভা দেখলো এই অবস্থা। আগুনের গতিরোধ করার জন্য সে দৌড়ে গিয়ে আগুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আগুনটা যতক্ষণ না নিভে গেল ততক্ষণ সে তার ওপর গড়াতে লাগল।

বল্‌লাম—সাহসী মেয়ে বটে!

নাতাশা বল্‌ল—বরাতক্রমে মেয়েটির আঘাত লাগেনি, হয়ত গায়ে আগুন লেগে ওর মৃত্যুও ঘট্‌তে পারত। কিন্তু তখন সে কথা তার খেয়াল ছিল না, তেলের ট্যাঙ্কগুলি রক্ষা করাই ছিল ওর সর্বপ্রধান চিন্তা।

আর একখানি খবরের কাগজ খুলে লাল পেন্‌সিল চিহ্নিত আর একটি অংশ আমাকে পড়তে দিল। সেবাস্তপোল ফ্রন্টের পাঁচটি নাবিকের কাহিনী, যতক্ষণ পর্যন্ত ওদের মধ্যে দুজনের মৃত্যু ঘটেনি ও গোলা-বারুদের অভাব ঘটেনি ততক্ষণ ওরা লড়াই করেছে। কয়েকটি ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী বোমা ছিল, নিজেদের কোমরে সেই বোমাগুলি বেঁধে নিয়ে অগ্রগামী জার্মান ট্যাঙ্কের গতিপথে ওরা লাফিয়ে পড়ল, জার্মান ট্যাঙ্কগুলিও ধ্বংস হ'ল, সেই সঙ্গে ওদেরও আর কোনো চিহ্ন রহিল না।

নাতাশা বল্‌ল—আপন জীবন দিয়ে ওরা ট্যাঙ্কের আক্রমণ প্রতিহত করল—অমূল্য জীবন! ধীরে ধীরে, অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে, তাদের নাম উচ্চারণ কর্‌ল, "নিকোলাই ফিলসেংকো ভ্যাসিলি সিবুলকো, ইউরী পাশিন, আইভান ক্র্যাস্‌নোসেলস্কি, ড্যানিয়েল ওদিন," যেন একটি প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারিত হ'ল। যে নামগুলি পঠিত হ'ল সেই দিকে চোখ রেখে ও চুপ করে রইল, তারপর বল্‌ল, "এই কারণেই আমার অন্তর আশাপূর্ণ, এই রকম কোটি কোটি ছেলে-মেয়ে আমাদের আছে, জার্মানরা আমাদের যাই করুক, অবশেষে আমরা বিজয়ী হবই। আমরা পরাজিত হব না।"

নিদারুণ ব্যক্তিগত শোকের ভিতর এই তরুণী জননীর মুখে এই কথা শোনা আশাজনক। এইত উচ্চ মনোবলের পরিচয়। সৈন্য বা বেসামরিক ব্যক্তিবৃন্দের এই জাতীয় সর্বোচ্চ বীরত্বের মধ্যেই সে পরিণামে বিজয় সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছে।

আর সে ত একা নয়!

রাশিয়া এক পরম তথ্য—

হয় ত আমাদের কালের পরমতম তথ্য। রাজনীতি, পক্ষপাত বা ক্রোধ ভুলে যান—রাইখের বিপক্ষে এই কোটি কোটি রুশ সৈন্য-বাহিনী যদি 'না লড়্‌ত, বিধ্বস্ত য়ুরোপের অধিবাসীরা আজ কোন্‌ সংস্কৃতি বা সভ্যতার গৌরব করত? রাশিয়া আক্রান্ত হয়েছে তাই লড়ছে, তাকে লড়তেই হবে, কিংবা লড়াই না করার অর্থ—অবনতি ও ধ্বংস বরণ করে নেওয়া, কিংবা প্রথম আক্রমণের সুযোগে জার্মানী রাশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করেছে, রাশিয়ার শিল্প, কৃষি বা গৌরবের মূলে তীক্ষ্ণ আঘাত করেছিল, কিন্তু সে সব বড় কথা নয়। রাশিয়া লড়ে চলেছে…জার্মানীর সৈন্য, রণসম্ভার ধ্বংস করে চলেছে। রাশিয়ার জন্য সমগ্র "য়ুরোপের অধিকারী"—এই কথা ঘোষণা করা হিট্‌লারের পক্ষে সম্ভব হ'ল না, আর রাশিয়া তাঁর পক্ষে পরাজিত অঞ্চল ও বিশ্ব-মানবের চূড়ান্ত বাঁটোয়ারা করাও অসম্ভব করে তুল্‌বে।

এইখানে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘট্‌ছে।

প্রথম মহাযুদ্ধে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সমর বিভাগের সংকলিত তথ্য অনুসারে, রাশিয়া ১২ কোটি সৈন্য যুদ্ধার্থে সম্মিলিত করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র সহ মিত্র পক্ষের ছিল ৪২ কোটী সৈন্য। প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত ১,৭৭৩,৭০০ জার্মান সৈন্যের মধ্যে, রুশীয় তথ্য অনুসারে এক কোটি

সৈন্য এই রুশ সমরাঙ্গণেই নিহত হয়েছিল। এই সংখ্যার ভিতর জার্মানীর মিত্রপক্ষভুক্ত সৈন্য, বিশেষত অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী বা তুর্কীদের ধরা হয়নি।

বিপ্লব সুরু হ'ল —

যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বেই, ঘরোয়া সংঘর্ষে বিব্রত এবং সমর-ক্লান্ত রাশিয়া স্বতন্ত্র চুক্তি করতে বাধ্য হয়। তবু রাশিয়ায় যে-নিদারুণ আঘাত জার্মানী পেয়েছিল তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি বলেই মিত্রপক্ষের সম্মিলিত শক্তির কাছে তাকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। পরে যদিও শুধু মাত্র পশ্চিম ফ্রন্টে জার্মানী যুদ্ধ করেছিল, বিধ্বস্ত হয়ে তাকে অবশেষে সন্ধি স্থাপন করতে হয়েছিল।

এইবারের যুদ্ধে রুশ সমরাঙ্গণের যুদ্ধ-বিগ্রহে জার্মানী যে বিরাট আয়োজন করেছে, সমরোপকরণ যে ভাবে প্রতিদিন ধ্বংস হচ্ছে, যে ভাবে প্রত্যহ লোকক্ষয় হচ্ছে, তাতে তার প্রাণশক্তি ক্রমশই নিঃশেষিত হতে চলেছে।

যে কোন জাতি, বা সম্মিলিত জাতি চূড়ান্ত আঘাত হানুক, রাশিয়া শুধু জার্মানীর অপরিসীম ক্ষমতা ও অপ্রতিহত গতি রোধ করেছে তা নয়, হিট্‌লারের ও রাইখের উচ্ছৃঙ্খল গর্ব ও বিস্ফোরক আত্মবিশ্বাসের মূলেও কুঠারাঘাত করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের চাইতেও বর্তমান রাশিয়ার এই ভূমিকা এই যুদ্ধে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। এই গ্রন্থ রচনার কালে, অর্থাৎ রুশ-জার্মান যুদ্ধের কুড়ি মাস পরে, রাশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম সমরাঙ্গণে একক যুদ্ধ করে চলেছে।

সোভিয়েট রাশিয়া ও এ্যাংলো স্যাক্সন জগতের মধ্যে বহু পারস্পরিক অভিযোগ আছে। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে তীব্রভাবে তারা কলহ করে এসেছে। উভয়ের মধ্যে এতটুকু মৈত্রী নেই, শুধু বিরোধই আছে। এক পক্ষের রাজনীতিগত মত ও পথ অপরের কাছে এখনও হয়ত আতংক ও ধ্বংসকর বলে মনে হয়। ইংরাজী ভাষাভাষী দেশসমূহের সঙ্গে রাশিয়ার যে বিস্তীর্ণ আদর্শগত ও সামাজিক বিভেদ আছে, এখন উভয় পক্ষের এই সমান বিপত্তিতে সমান শত্রুর সম্মুখে সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। ভবিষ্যৎ কালে—অতীতের জার শাসিত এবং বর্তমানের সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে পুরাতন এবং নূতন অভিযোগের কালে হয়ত আবার নূতন রেষারেষির সৃষ্টি হবে। ব্যক্তিগত জীবনের মত ইতিহাসেও মানুষ শুধু মঙ্গলেরই আশা রাখে, তবে সে আশার পরিপূর্তির জন্য অতিরিক্ত নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়।

রাষ্ট্রনেতারা যদি বর্তমানকালের মতভেদের অবসান ঘটিয়ে, আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে নয় (এ কথা এখন অচিন্ত্যনীয়), তবে বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক অংশীদারী সম্পর্কে একটা সর্বদলগ্রাহ্য নীতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবন না করতে পারেন, তবে রাশিয়া ও ইংরাজী ভাষা-ভাষী দেশগুলি যে বৃহত্তর বিপত্তির মধ্যে জড়িয়ে পড়বে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

নিজেদের মতবাদ যতই বিভিন্ন হোক্, জার্মান সেনাবাহিনীর সংগে ভীষণ ভাবে অবিচ্ছিন্ন গতিতে সংগ্রামের কালে রাশিয়াকে যথাক্রমে নিজের এবং ইংরাজ ও আমেরিকার স্ব স্ব মতবাদ ও জীবনযাত্রার ভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়েছে। রাশিয়ানরা এখন প্রায়ই বলে, জীবন নয় মৃত্যুই ত' আসল,—শত্রুর মৃত্যু, তাদের বিশ্বাস ও স্বপ্নের, তাদের পরিকল্পনা ও

পদ্ধতির, তাদের মানবিক ও যান্ত্রিক শক্তির অবসানেই ত' রাশিয়া এবং য়ুরোপের অন্যান্য বিজিত জাতিসমূহের জীবন ও ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা পুনরায় সম্ভব হয়ে উঠবে।

দূরধিগম্য ও দুর্গম বলে, চীনের মত, রাশিয়াকেও,—অপেক্ষাকৃত উন্নত ও শিল্পোন্নত জাতি-সমূহ—তার বিশাল জন-সংখ্যার অনুপাতেই বিচার করে; পৃথিবীতে এরা আসে অজস্র, তারপর সংখ্যানুপাতে মহামারী, মন্বন্তর, বন্যা ইত্যাদি দুর্ভোগ ও ক্লেশ ভোগ করে আর সংখ্যানুপাতেই লড়াই করে ও মরে।

আমরা কানফুসিয়স্ ও সান্-ইয়াৎ-সেন, টলস্টয় ও শেকভের কথা শুনেছি। এই সব নাম আমাদের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয়। এঁরা কিন্তু সু উচ্চ পর্ব্বতশিখর, কুয়াশা মাখানো নীচের সমতল ভূমিকে ছায়াবৃত করে রেখেছেন। আমাদের অনেকেরই ধারণা যে, রাশিয়া এবং চীন বিশেষত্ব-বিহীন বিশাল স্তূপ মাত্র, একটা প্রাণবান স্বয়ংবহ, স-চল যন্ত্রবিশেষ। নিজস্ব মত বলে কিছু নেই, আর যা আছে তা প্রকাশের অতি সামান্য ক্ষমতাই আছে। সুতরাং বৈশিষ্টের কোনো দাবী নেই, যেন এদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বই নেই।

রাশিয়ার জনগণ সম্পর্কে এই প্রকার ধারণার হেতু সোভিয়েট বিপ্লব, তার তীব্র সাম্যবাদী অভীপ্সা, ঘটনা প্রাচুর্য আর সু-দৃঢ় রাজনৈতিক নিয়ামক তন্ত্র।

তবু—এই নাতালিয়া গ্রীগ্‌রীয়েভ্‌না শুধু যে রুশ সৈনিকের ব্যক্তিগত বীরত্বে অনু-প্রাণিত হয়েছে তা নয়, রাশিয়ার অপরাজেয়তা ও তার অবশ্যম্ভাবী জয় সম্পর্কে ওর মনে একটা স্থির বিশ্বাস জন্মেছে। তার এই বিশ্বাসের মধ্যে হয়ত বস্তুতান্ত্রিকতা অপেক্ষা ভাব-প্রবণতারই আধিক্য আছে। জার্মান রাইখের মত অশেষ শক্তিশালী যান্ত্রিক-বাহিনী—যারা সমর-বিজ্ঞানের প্রচলিত রীতি উপেক্ষা করে চলে, তাদের পরাজিত করতে চরমতম ব্যক্তিগত বীরত্বের চাইতেও বেশি কিছু বস্তুর প্রয়োজন।

রাশিয়া যদি আমাদের কালের পরম তথ্য হয়,—অপ্রত্যাশিত তথ্য—তাহ'লে প্রত্যেক সৈনিকের ব্যক্তিগত-বীরত্ব সেই বিপ্লবী তথ্যের এক একটি অংশ, গাছের প্রাণসঞ্চারক রসের মত—যেমন রসের অভাবে গাছের অস্তিত্ব অসম্ভব। রুশ সৈনিকের ব্যক্তিগত শৌর্যের অভাবে রাশিয়া হয়ত পদদলিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। বর্তমান কালের জার্মানী শুধু যে রাশিয়ার নৃশংস শত্রু তা নয়, রাশিয়ার পক্ষে জার্মানী দুর্দম শত্রু। শুধু সৈন্য-বাহিনীর উপর নয়, অ-সামরিক অধিবাসীদের উপরও জার্মানী যে বীভৎস হত্যালীলা চালাচ্ছে, তা থেকে মনে হয় উভয় শ্রেণীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করাই তার উদ্দেশ্য।

রুশ সৈন্যবাহিনী পুনঃপুন যে পরাজয় ও বিপর্যয়ের নিদারুণ দুঃসময়ের সম্মুখীন হয়েছে তাতে রাইখের সৈন্যবাহিনী রুখ্‌বার জন্য দুঃসাহস ও অবিচল নিষ্ঠার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

রাশিয়ার সকল ছেলেমেয়ে কাপ্তেন গ্যাস্টেলোর কথা শুনেছে। এককালে তিনি মস্কোর কারখানার শ্রমিক ছিলেন। যুদ্ধের সময় বিমান বহরে যোগ দিয়ে বৈমানিক হিসাবে কাপ্তেনের

পদে উন্নীত হয়েছেন। ১৯৪১এর ৩রা জুলাই একটা বিমান যুদ্ধে তিনি ও তাঁহার বাহিনী অংশ গ্রহণ করে। স্থলে ও আকাশে সমস্তরাল যুদ্ধ, গ্যাস্টেলোর পেট্রোল ট্যাঙ্কে একটা সেল্ এসে ফাট্‌ল, তাঁর বিমানে আগুন লাগ্‌ল, প্যারাসুটের সাহায্যে তাঁর নিরাপত্তা সম্ভাবনা ছিল। তিনি অবতরণের চেষ্টাও করতে পারতেন, কিন্তু তা করলেন না। তিনি স্থলভাগের সংগ্রামরত রুশ বাহিনীকে সাহায্য করবেন স্থির করলেন। ককৃপিটে আগুন লেগে সেটি অগ্নি পরিবৃত হতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকী,—জীবন মৃত্যুর মধ্যে সামান্য অবকাশ—বিমান ক্রমশই নীচে নাম্‌ছে তবু তখনো নিয়ন্ত্রণাতীত হয়নি। গ্যাস্টেলো বিমান নিয়ে আর উপরে উঠতে পারেন না বটে কিন্তু আরো কিছুক্ষণ তার পতন রোধ করতে পারেন; দেখ্‌লেন জার্মানবাহিনীর কিছু তৈলবাহী ট্রাক্ আস্‌ছে। গ্যাস্টেলো বিমান নিয়ে সেই ট্রাক্‌গুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন—সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল—ট্রাকের পর ট্রাক আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে গেল।

গ্যাস্টেলোও সেই সঙ্গে নিঃশেষিত হলেন।

সেই থেকে বহু রাশিয়ান এই মহৎ উদাহারণ অনুসরণ করে আস্‌ছেন। গ্যাস্টেলোর নাম আত্ম বলিদান ও সৈনিকের দুঃসাহসিক শৌর্যের প্রতিনাম হয়ে উঠেছে।

আমি অবশ্য বল্‌তে চাই না যে, সকল রুশ সৈনিকই শৌর্য ও বীরত্বের অবতার হয়ে উঠেছেন, তা হয়নি, সৈন্য বাহিনীতে এমন লোকও যিনি আছেন ট্যাঙ্কের গর্জন, জার্মান রণ-কৌশলের প্রচণ্ড আওয়াজে সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়েছেন। এই সব ব্যক্তিদের আক্রমণ করে সংবাদপত্রে তীব্র শ্লেষপূর্ণ সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শক্তিমান জার্মান বিমান বহরের চাপে অনেক রুশ জেনারেল পিছিয়ে এসেছেন। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে রস্‌টোভ থেকে রাশিয়ার পশ্চাৎপসরণ সম্পর্কে একজন রুশ আমাকে গোপনে বলেছেন, "এই পশ্চাদপসরণ আমাদের কলঙ্ক ও অত্যন্ত লজ্জার কথা"। রুশ সেনাবাহিনীর সরকারী মুখপত্র "রেড স্টার", সেই মুল্যবান ও সর্বনাশা ত্রুটীর জন্য দায়ী সেনাপতিদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার পর আর সব বিষয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে রুশীয়েরা যেমন প্রকাশ্যে কঠোর সমালোচনা করে এসেছে, সামরিক ত্রুটি বা ভ্রান্তি সম্পর্কেও তারা অনুরূপ সমালোচনা করে থাকে।

রস্‌টোভের পশ্চাদপসরণের এক সাহিত্যিক উপসংহার কর্ণিচুক রচিত "Front" নামক নাটকটিতে বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। তথাকথিত বে-সামরিক যুদ্ধবিশারদ সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য এই নাটকে আছে। আত্মমর্যাদা, একাগ্রতা, রাজনৈতিক নিষ্ঠা, অপরিমেয় ব্যক্তিগত ত্যাগ, এই সব ব্যক্তিদের সৈন্য বাহিনীতে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানজনক আসন দান করেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই আধুনিক উন্নত ধরণের যান্ত্রিক যুদ্ধের সমর কৌশল আয়ত্ত করতে পেরেছেন। জার্মান সাঁড়াশী বাহিনী তাদের ব্যাহত করেছে, জার্মান সেনা সন্নিবেশ তাদের গতিরোধ করেছে। এই নাট্যকার বলেছেন, অলসতার জন্য রাশিয়াকে লোমহর্ষক মূল্য দিতে হয়েছে। অতুলনীয় মস্কো 'আর্ট' থিয়েটারে যখন এই নাটকটির

অভিনয় দেখেছিলাম তখন দেখা গেল যে, বে-সামরিক সমর-নায়ক সম্পর্কে দর্শকরা ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ও যে সব অপেক্ষাকৃত তরুণ সমরনেতা তাদের অপসারিত করতে চায় তাদের সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করছে। মস্কো আর্ট থিয়েটারের ঐতিহাসিক রীতি অমান্য করে নাটকাভিনয়ের মাঝেই পুনঃপুন তাদের সুতীব্র অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করলাম। কোটী লোকের সেনাবাহিনীতে কয়েকজন ভীরু হৃদয়ের লোক থাকা স্বাভাবিক; যেমন চষা জমিতেও দু' একটি আগাছা থাকা সম্ভব।

রুশ সৈনিকদের ব্যক্তিগত দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার এমনই অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। মসি-মলিন আকাশের ছায়াঘন অন্ধকারের ভিতর যেমন অগণিত উজ্জল-তারকার আলো দ্যুতিমান, তেমনই এই সব বীর সেনানীর দুঃসাহসিক কার্য-কলাপ রাশিয়ার দুঃসহ দুর্দিনের আঁধার আকাশ আলোয় ভরিয়ে তুলেছে। নাতালিয়া গ্রীগ্রীয়েভনার মত স্বদেশের মেয়েদের অন্তরে তাদের কার্যাবলী এনেছে উৎসাহ ও উদ্দীপনা, আর বৈদেশিক দর্শকের মনে জাগিয়ে তুলেছে সশ্রদ্ধ বিস্ময়।

একটি ট্রাঙ্ক বাহিনীর চারজন সৈনিক শত্রুর কাছে এসে পড়েছে, তারা আত্ম-সমর্পণ করতে নারাজ, তাদের ওপর আগুন আর গলিত ইস্পাত বর্ষিত হচ্ছে। তারা তবুও অদম্য উৎসাহে গুলি ছুঁড়ছে, এই ভাবে যুদ্ধ করা নিরর্থক তারা জানে কিন্তু তাদের মনে তখন আত্মরক্ষা অপেক্ষা শত্রুর ক্ষতি করার চিন্তাই সর্বপ্রধান। তাই তারা লড়ছে—ট্যাঙ্কে আগুন লাগলো, তখনও আত্ম-সমর্পণের সময় রয়েছে, শত্রুদল তখনও আত্ম-সমর্পণের সুযোগ দিতে চায়, এরা কিন্তু সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল···শেষ মুহূর্ত আসন্ন হয়ে আসছে, তারা তাড়াতাড়ি কয়েকটি কথা লিখল—পরে সেই বাণী পাওয়া গিছল—

"আমাদের জীবনের এখন অন্তিম মুহূর্ত—আমাদের ওপর কেরোসিন বর্ষিত হচ্ছে—আমাদের চরম সমাপ্তি আসন্ন—বিদায়, বিদায়।"

আগুনে পুড়েই তারা শেষ হল।

কামানের আওয়াজ আর যুদ্ধক্ষেত্রের অতি নিকটে ওরেল প্রদেশের এই মুরাভিয়োভকী গ্রাম। চমৎকার ফসল হয়েছে। ধরার আঁচল প্রচুর শস্যে পরিপূর্ণ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিষাণরা এই বহুমুল্য ফসল কেটে চলেছে, বোমার আওয়াজ বা কামানের আগুন কিছুই তাদের নিরস্ত করতে পারেনি, এমন কি শিশুরাও কাজে এসে লেগেছে। আকাশে যখন জার্মান বিমান দেখা যায় তখন তারা তাড়াতাড়ি নিকটস্থ বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক আশ্রয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে, তারপর মাথার ওপর জার্মান-বিমানের ইঞ্জিনের সর্বনাশা গুঞ্জনধ্বনি শেষ হলেই আবার কাস্তে-কোদাল নিয়ে মাঠে ফিরে এসে ফসল-গুচ্ছ বাঁধতে বসে।

এক রৌদ্রকরোজ্জল মধ্যাহ্নে জার্মান বিমান থেকে অসংখ্য প্রচার পত্র এসে পড়ল, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেউ ফসল কেটোনা—

কিষাণরা কিন্তু সেই নির্দেশনামা উপেক্ষা করল।

পরদিন উড়ে আসে জার্মান 'ফক্-উল্ফ' বিমান—আবার মেসিনগনের গুলী বর্ষণ সুরু হয়, কিষাণরা তাড়াতাড়ি আশ্রয়ের ভিতর ছুটে গিয়ে মুখ লুকোয়। ফসলভরা ক্ষেতের ভিতর থেকেই এদিক থেকে আগ্নেয় অস্ত্রের পাল্টা জবাব চলে। রুশ বিমান "*Yastrebok*" —কিষাণদের আদরের নাম "বাজ"—আকাশে উঠে পড়ে জার্মাণ বিমানকে তাড়া করে। জার্মান বিমান বাহিনী ও আগ্নেয় অস্ত্রের সুতীব্র আওয়াজ ক্রমে মিলিয়ে আসে।

মুরাভিয়োভকীর বুকে বিষাদের দিন ঘনিয়ে আসে—একটি ষাট বছরের বুড়ীর বুকে কামানের টুক্‌রো ছিট্‌কে এল, তার মুখ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়্‌ল, হাতের সোনার ফসল রক্তের রঙে রাঙা হয়ে গেল।

দলে দলে গ্রামবাসী এসে যোগ দিল তার সেই অন্তিম শোভাযাত্রায়, তারপর চোখের জল ও আক্ষেপ, পণ ও প্রতিজ্ঞার আর অন্ত নাই। বৃদ্ধার সমাধিতে একটা মালা দেওয়া হল—যথারীতি শাদা কর্ণ ফ্লাওয়ারের মালা নয়, রক্ত রঞ্জিত সোনালী ফসলের গুচ্ছে সেই মালা গাঁথা…

রাতে ম্লান তারার আলোয় ক্ষেতে কাজ করার জন্য কিষাণরা ফিরে গেল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, শিশুরা সবাই ক্ষেতে কাজ কর্‌ছে, নিকটস্থ ছাউনীর সৈনিকরাও সাহায্য কর্‌ছে, কোমরে বন্দুক বেঁধে হাতে কাস্তে নিয়ে সৈন্যদল ফসল কাটার কাজে লেগেছে। প্যারাসুট বাহিনীর কেউ ক্ষেতে নেমে পড়্‌লে এরাই সর্বপ্রথম তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

হাতে কাঁচি নিয়ে ছেলের দলও এগিয়ে চলেছে, কাস্তের হাত এড়িয়ে যে ফসল তখনও ঝুল্‌ছে তারা সেইগুলি কাট্‌ছে। সুদূর সাইবেরীয় গ্রাম 'বলসীয়া সঙ্গে'র—সৈনিক সার্জেন্ট সালভুস্কীন এদের দলে আছে, লোকটির ডান হাতটি নেই, কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাম হাতটি ভালো, সেই হাতেই একটি কাঁচি নিয়ে তিনিও ফসল কাট্‌ছেন, একটি গুছিও বাদ পড়ে না।—দ্রুতগতিতে কাজ হচ্ছে, সবাই খুসী হয়ে কাজ করে চলেছে, মাথার ওপর ত' জার্মান বিমান নেই, গান গেয়ে কাজ করে চলেছে সবাই, খুব জোরে নয় বটে, তবে আবেগ ও দরদের অভাব নেই।

প্রভাতে আবার শত্রু বিমান দেখা যায়, তখন কিন্তু ফসল কাটা শেষ হয়ে গেছে। নাতালিয়া গ্রীগ্‌রীয়েভিনারা যখন এইসব কাহিনী শোনে বা পড়ে তখন তাদের দেহে রক্ত নাচে, তাদের বিশ্বাস দ্বিগুণিত হয়ে ওঠে, গৌরবে তাদের বুক ভরে ওঠে, আবার তাদের অন্তরে আশার বাণী জাগে —"আমরা জয়ী হবই, জয় আমাদের।" নাতালিয়াদের কাছে এই বাণী অর্থহীন শূন্যগর্ভ কথা নয়। গভীর অর্থে পরিপূর্ণ।

রাশিয়ার স্কুল পাঠশালার ছেলেমেয়েদের অপূর্ব শৌর্যের জন্যই তারা এইসব কথা অধিকতর আবেগভরে বলে। এই যুদ্ধের এক উদ্দীপনাময় অধ্যায় রচনা করেছে এই ছেলে মেয়েরাই। রাশিয়ার ইতিহাসে অনুরূপ অধ্যায় বিরল। এ অবস্থা তাদের কল্পনাতীত, এর ওপর কেউ আস্থা রাখেনি।

বিত্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নশীল, অতি সাধারণ ছেলেমেয়ে এরা। বাড়ির লোকজন আর সহপাঠী দল ভিন্ন আর বিশেষ কেউ এদের জানে না, শোনেনি কখনও এদের কথা, তারা নূতন, তাই তাদের কাজও সম্পূর্ণ নূতন।

বীরত্ব ও আত্মত্যাগের খ্যাতিতে সম্মানিত সেনাপতি বা সেনা-নায়ক এরা নয়, তবু এরাই জাতির কাছে শিরোমণি, এরাই তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছে। এরা তাদের পরিবার, গোষ্ঠী ও বিত্যালয়ের গৌরব, তাদের গ্রাম বা শহরের খ্যাতি বৃদ্ধি করেছে। সমগ্র রাশিয়াকে এরা অপূর্ব মর্যাদামণ্ডিত করে তুলেছে!

সংবাদ-পত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে এই আদর্শ সকলের অনুকরণীয় বলে এদের প্রদর্শিত পথই সবাইকে অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে তারা আশা ও নিরাশায় কাঁদিয়েছে—এরা রাশিয়ানদের ও যাঁরা তাঁদের কথা জেনেছেন তাঁদের কল্পনাকে আন্দোলিত করে তুলেছেন, আধুনিক কালে আর কোনো কিছুই মানুষের মনকে এইভাবে নাড়া দিতে পারেনি। এরাই জাতির সমর-নায়ক।

এই কারণেই আমি এইখানে এই তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সমধিক খ্যাতিসম্পন্ন তিনজনের কথা লিপিবদ্ধ করব—একটি ছেলে আর তুটি মেয়ের কাহিনী।

সোভিয়েট সম্পর্কে, বা তার অর্থনীতি, সমাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে, আমাদের মনোভাব যাই হোক না কেন, এই কাহিনীগুলি যে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও শৌর্যের পরিচয় দেয়, তদ্বারা রাশিয়ার অচিন্ত্যনীয় দেশভক্তি ও তুর্দমনীয় শক্তির উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রচুর তথ্য ও অসংখ্য হিসাব নিকাশের চাইতেও এ সবের মূল্য অনেক বেশি।

দুই

স্থুরা

প্রশস্ত উন্মুক্ত মুখমণ্ডল, লক্ষ করবার মত কান, গোল চিবুক, চওড়া কপাল বড় টুপীর ভিতর থেকে দেখা যায়, কানের পাশ দিয়ে লম্বা চুল নেমে এসেছে, জোড়া ভ্রুর নীচে বড় বড় দুটি সচতুর ও সৌম্য চোখ, মুখে দৃঢ়তার ছাপ, চোয়ালের বঙ্কিম প্রান্তরেখা ঘাড়ে এসে থেমেছে। এমনই আকৃতি ছিল আলেকজাণ্ডার বা স্থুরা চেকালীনের।

রাশিয়ার অন্যতম সমর-নায়ক এই ষোল বছরে স্কুলের ছাত্রটিকে জার্মানরা ফাঁসী দিয়েছিল।

ছবির দিকে তাকিয়ে থাকলে কল্পনা করাও কঠিন হয়ে উঠে যে এই ছাট ছেলেটি কোথা থেকে পেল এত দুঃসাহস, এত দৃঢ়তা ! কোথা থেকে সে তার এই সংক্ষিপ্ত জীবনে এতখানি শৌর্য সঞ্চয় করেছিল। যদি যুদ্ধ না হত তাহলে জাতীয় বা স্থানীয় জীবনে এমন কি সারা জীবনেও সে এতখানি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারত না। তার স্বগ্রাম তুলা প্রদেশের পেস্‌কোভড্‌স্কই-এ যুদ্ধ পূর্বকালের মত স্কুলের একজন ছাত্র-হিসাবে নিজের সহপাঠীদের কাছে জনপ্রিয়, বাপ-মার আদরের নিধি, ছোটভাই ভিট্যার (খুব ভালো না হলে সেও উপেক্ষণীয় নয়) পূজনীয় —শুধু স্থুরা চেকালীন হিসাবেই পরিচিত থাকত। আজ তার নাম রাশিয়ার সর্বত্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয়।

আমি নগরে নগরে, পার্কে, স্কুলভবনে, ম্যুজিয়মে সর্বত্র তার ছবি দেখেছি। বহু বক্তৃতায় স্থুরা চেকালীনকে শৌর্য ও আত্মাহুতির প্রতীক হিসাবে উল্লেখ করতে শুনেছি। সোভিয়েট তরুণদের দৈনিক পত্রিকা "কম্‌সোমলস্কায়া প্রাভদা"য় যে-উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বার বার তাঁর কথা বলা হয়, অন্য দেশে শুধু পরিণত বয়সের, সারাজীবন ব্যাপী সাধনালব্ধ খ্যাতির অধিকারিগণ সেই ভাবে উল্লিখিত হয়ে থাকেন।

স্থুরার কাহিনীই তার পরিচয় দিক—

১৯২৫ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে তার জন্ম হয়, ওদের গ্রামের চারদিকে শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্য। ওর-বাবা ছিলেন শীকারী, এই অরণ্য তাঁর কাছে স্বর্গ বিশেষ। স্থুরার কাছেও এই অরণ্য ছিল সীমাহীন আনন্দ উৎসব। আরণ্য ও বন্যজীবন তাঁর প্রিয় ছিল, বহুবার তাঁর শীকারী বাপের সহচর হিসাবে এই অরণ্যে সে যাতায়াত করেছে।

অতি অল্প বয়সেই ও গুলী ছুঁড়তে শিখেছিল, মাকে কোনো কথা না শুনিয়েই বন্দুক কাঁধে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ত। তারপর খরগোস আর বন্যপাখীর বোঝা নিয়ে ফিরত।

স্থুরা চেকালীনের আর একটি খেলা ছিল মাছধরা—জাল, ছিপ আর বন্দুক নিয়ে সে মাছ ধরত। বসন্তের দিনে কোনো গাছের তলায় বা সাঁকোর নীচে বসে একমনে প্রবহমানা

নদীর জলের দিকে তাকিয়ে থাকত, আর সেই জলে মাছের সন্ধান পেলেই বন্দুক চালাত। এইভাবে অনেক মাছ সে ধরেছে।

এই বালকের দুঃসাহসিক ও দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি শীকার ও মাছ ধরাতেই শেষ হয়নি, ঘোড়াও তার প্রিয় ছিল, কি ভাবে তাদের বশ করতে হয় তাও জানত, গ্রামের মধ্যে সে ছিল একজন পাকা সওয়ার।

রেকাবে পা না দিয়ে এমনই ঝাঁপিয়ে চড়ত সে দুরন্ত ঘোড়ার নগ্ন পিঠের ওপর—তারপর মুহূর্তের মধ্যে দ্রুতবেগে দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেত, এই ভাবে প্রায়ই সে চলে যেত, কিন্তু কোনোদিন কিছু দুর্ঘটনা ঘটেনি।

ওর বাপের একটি 'মৌমাছি পালনাগার' ছিল। মৌমাছি পালনে সুরারও আগ্রহ কম ছিল না। মৌমাছি পুষতে সেও শিখেছিল, বন্য মৌমাছির প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাদের কিভাবে গাছের কোটরস্থিত চাকে রাখতে হয় তা সে শিখেছিল। এই ধরণের গাছ কেটে,—মধু আহরণ করে বাড়িতে মার কাছে নিয়ে আসা তার কাছে বিশেষ আনন্দের ব্যাপার ছিল।

সুরা যন্ত্রপাতির কাজও বিশেষ পছন্দ করত—মার্কিণ ছেলেদের মত যন্ত্র ও যান্ত্রিক কাজকর্মের দিকে তার ঝোঁক ছিল—বাড়ীতে ইলেকট্রিকের কিছু অচল হলে সুরা নিজেই তা সারিয়ে ফেলত,—খামারের কোনো অস্ত্র বিকল হলে সুরা তা ঠিক করে দিত, ওর বেতার যন্ত্রটি স্বহস্ত নির্মিত। একটা ক্যামেরা ওকে উপহার দেওয়া হয়েছিল, তার সমস্ত অংশ খুলে ফেলে ও আবার ত জুড়ে ফেলেছিল। এমেচার ফটোগ্রাফী ওর কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল, নিজেই একটা ফটোগ্রাফ বড় করার যন্ত্র তৈরী করেছিল। নিজের তোলা ছবি নিজের হাতে সে বড় করত।

এই ধরণের বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহশীল বালক, বহির্জগতের প্রতি যার তীব্র অনুরাগ, সে ভয় কি তা না জেনেই বড় হয়ে উঠে। অরণ্যও তার কাছে নিয়মিত চলাচলের পথের মত সহজ ও সুগম। প্রাকৃতিক শব্দ ও দৃশ্যের সংগেই তার চোখ ও কানের যেন সংযোগ রয়েছে। সর্ববিষয়েই সে একজন আগ্রহশীল পরিদর্শক। যে কোনো স্থানে হারিয়ে যাবার ভয় না রেখেই সে চলে যেতে পারে। বিপদের ভিতর কি করে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তা সে জানে। চিন্তায় সে তৎপর, আর প্রয়োজন কালে বন্দুকের ঘোড়া টিপতেও তার অনুরূপ তৎপরতা দেখা গেছে।

এই ধরণের প্রকৃতি ও স্বভাব শৈশব থেকে গড়ে তোলার ফলে যে প্রকার জীবন সংগ্রামশীল গোরিলাদের পক্ষে থাকা প্রয়োজন, সুরার জীবনে তার প্রকৃত অনুশীলন সম্ভবপর হয়েছিল।

ছাত্র হিসাবেও সুরা ভালো ছিল। বই তার প্রিয়। টলস্টয় ও গোর্কী তার প্রিয় গ্রন্থকার, রুশ ইতিহাস সে ভালোভাবে পড়েছে, আধুনিক কালের অন্যান্য রুশ ছাত্রদের মত সেও যেসব বীর সেনানী দেশের জন্য যুদ্ধ করে রাশিয়ার সামরিক বিজয় সম্ভব করেছেন বা বিদেশী শত্রুর পরাজয় সাধন করেছেন, তাঁহাদের নাম শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করতে

শিখেছিল। সুরা ও তার ছোট ভাই ভিট্যা দুজনে একটি ঘরেই থাকত, দুজনে একসাথে খেলা করত, একসাথে শীকারে চলে যেত। সুরা মাঝে মাঝে ছোট ভাইএর নামের সাধারণত্ব উল্লেখ করে পরিহাস কর্‌ত। ভিট্যা, ভিট্যুসা, আহা! কি নামরে? আর আমার কেমন সুন্দর নাম, আলেকজাণ্ডার।—একবার ভেবে দেখ আলেকজাণ্ডার নেভাস্কী, আলেকজাণ্ডার সুভারোভ্‌—একটা নামের মত নাম!"

উৎসাহী ও কর্মঠ ছেলে ছিল এই সুরা। বাড়ির যে কোনো কাজ সে কৃতিত্বের সংগে সম্পন্ন কর্‌তে পার্‌ত। কখনও বাইরে ভ্রমণে গেলে ওর বাপ মাকে সুরার জন্য চিন্তা কর্‌তে হত না। নিজের এবং ছোট ভাইটির দায়িত্ব সে নিজেই বহন কর্‌ত। নিজের হাতে রান্না করা, বাসন ধোয়া, গো-সেবা, গো-দোহন প্রভৃতি সব কাজই সে কর্‌ত।

সুরা খুব দ্রুততালে বাড়ছিল, স্বাস্থ্যবান শক্তিমান ছেলে, চোখের ভ্রু ও মাথায় চুল তার কালো, চমৎকার স্মৃতিশক্তি একবার পড়েই সে পড়া মনে করে রাখ্‌তে পার্‌ত। বেশ মজ্‌লিসি ও সামাজিক ছেলে, বন্ধুজনের প্রিয়, ওদের বাড়ি সন্ধ্যার দিকে বন্ধুবান্ধবে পরিপূর্ণ থাক্‌ত। হাসি ও হুল্লোড়ের আওয়াজে প্রতিবেশীরা তার মাকে অনুযোগ করে বল্‌ত, তোমাদের ত বাড়ি নয় যেন খেলার মাঠ। গ্রাম্য সোভিয়েটের সভানেত্রী, সুরার মা ছেলেদের ভালোবাস্‌তেন—তিনি তার বন্ধুদের এই সমাবেশ প্রীতির চোখে দেখ্‌তেন।

পাশের গাঁয়ের আন্দ্রে ইজোটভ্‌ ছিল সুরার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আন্দ্রে মাঝে মাঝে সুরাদের বাড়ি এসে দু একদিন থেকে যেত, দুজনে একসংগে কুল খেতে যেত, মাছ ধরত, শীকার কর্‌ত। সুরার বাবাকে মৌমাছি পালনে সাহায্য করত, পাঠাগারে গিয়ে বই পড়্‌ত, অন্তহীন আলোচনা চালাত, আবার খড়ের উপরই ঘুমিয়ে পড়্‌ত। ওদের সঙ্গে ভিট্যাও যেত, ওদের সংগে থাক্‌ত সঙ্গীতের জন্য বালালাইকা আর একরডিয়োঁ যন্ত্র—রাতে গান আর বাজনা চল্‌ত।

সুরার মা নাডেজদা চেকালীনা বলেন—ও ছিল আমার জীবনের আনন্দ! সুরার সকল খেয়াল ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় উনি উৎসাহ দিতেন—তাঁর ধারণা ছিল একদিন ও প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিলাভ্‌ কর্‌বে, হয়তো একজন বড় ইঞ্জিনিয়ার বা বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠ্‌বে।

তারপর যুদ্ধ বাঁধ্‌লো……

সুরা বল্লে—মা এই যুদ্ধ ভীষণ হয়ে দাঁড়াবে, আমি বাবার সংগে যুদ্ধে যাব।

মার মন বিষণ্ণ হল, সুরার জন্য তাঁর অন্তরে গর্ব ছিল। পঠন ও ক্রীড়াশীল বেশ শক্ত ছেলে হিসাবে সে বড় হয়ে উঠ্‌ছিল—এখন ও যুদ্ধে যেতে চায়। নাডেজদা গ্রামের মেয়র ছিলেন। এইবার নিয়ে পর পর দু বছর তিনি গ্রাম্য পৌরসভার সভানেত্রী, যুদ্ধের জন্য জনগণকে সম্মিলিত ও উৎসাহিত করা তার কর্তব্য। যারা যুদ্ধের জন্য আহূত হয়নি, নাডেজ্‌দা তাদের স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য অনুপ্রাণিত করত, সৈন্য বাহিনী ও

স্বদেশের জন্য মেয়েদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ ও ত্রিগুণিত করতে চাপ দিত—ও নিজেও সন্তানের মা, সুরার বয়স মাত্র ষোলো,—সাদাসিধে আনন্দময় বালক। ওর মুখে যুদ্ধে যাবার কথা শুনে নাডেজ্‌দা আহত হ'ল, কিন্তু সুরার এমনই আত্মবিশ্বাস, এমনই তার সমাহিতভাব, যেন ও গ্রামসংলগ্ন অরণ্যে শীকারে চলেছে। সুরার মা জান্‌ত এই সংকল্প থেকে তাকে বিচ্যুত করা যাবে না—তাই সে কিছু চেষ্টা করেনি।

সৈন্য দলে কিন্তু তাকে নেওয়া যায় না—বড় ছোট। কিন্তু পরে যখন জার্মানরা ক্রমশই পূর্বাঞ্চলে গভীরভাবে প্রবেশ কর্‌ল্‌, ক্রমশই বসতিঅঞ্চলের সন্নিকটে এসে পড়্‌ল তখন গ্রামে একদল স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করা হল, সুরাও সেই দলে যোগদান কর্‌ল।

ওর শক্তি ও সচেতনত্ব, ঘোড়া ও বন্দুকের নৈপুণ্য, একাগ্রতা ও নির্ভীকতা লক্ষ্য করে ওদের দলপতি ওকে স্থানীয় "নিশ্চিহ্নকারী দলে" (mopping-up squad) ভর্তি করে নিলেন।

সুরার বাবাও এই দলে ছিলেন। ওদের কাজ ছিল প্রাচীন অরণ্যের গহনে প্রবেশ করে প্যারাসুট বাহিনীর সৈন্য, গুপ্তচর বা ধ্বংসকারী শত্রুর সন্ধান করা ও তাকে নিশ্চিহ্ন করা। বাড়িতে ভিট্যা ও মাকে একা রেখে মাঝে মাঝে কিছু দিনের মত ওরা চলে যেত মা জানতেন না কোথায় ওরা যায়, ওরাও কিছু বল্‌ত না, নাডেজদা জান্‌ত না কবে ওরা ফিরবে বা কতদিন বাইরে থাকবে। চলাচল সম্পর্কিত ব্যাপারে পিতাপুত্রে কঠোর গোপনীয়তা পালন করতেন। গ্রামে ফিরে ওরা দেশাত্মবোধক প্রাণস্পর্শী গান গাইত—পিতা ও পুত্র যে সুস্থ ও কুশলে আছেন নাডেজদা তা বুঝ্‌তেন।

স্বল্পকাল সংক্ষিপ্ত বিশ্রামের পর উভয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যেত।

জার্মানরা অপ্রত্যাশিত বেগ ও তীব্রতার সংগে আক্রমণ চালিয়েছে। চেকালীনরা তখন লিখ্‌ভিনে থাকে আর জার্মানরা অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে—জনগণ ক্রমশই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, এদিকে সুরা কিন্তু আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠ্‌ছে। যুদ্ধ যতই মারাত্মক ও তীব্র হোক প্রকৃত যুদ্ধের জন্য সে প্রস্তুত। একদিন সে বল্‌ল—মা মণি, আমার গরম জামাকাপড় গুছিয়ে দাও, হয়ত সারা শীতটাই আমাকে বাইরে থাকৃতে হবে।

মার অন্তর কেঁপে উঠে, এর অর্থ তিনি বোঝেন—সুরা গরিলা বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ সুরার মুখের দিকে মা চেয়ে রইলেন, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করলেন না, কিছুই বল্লেন না। নাডেজদা এই গ্রামের মেয়র, সকলের মনে এমন কি নিজের সন্তানদের ভিতরও সংগ্রামের প্রেরণা জাগিয়ে তোলাই তার কাজ। তাঁর চোখে জল এল কিন্তু অতি কষ্টে সেই অশ্রুরোধ করতে হ'ল।

নীরবে সুরার শীতবস্ত্র সংগৃহীত হল, তুলোভরা ওয়েস্ট কোট, ফেলটু বুট, মোটা আণ্ডার ওএর—থলির ভিতর তিনখানি পাউরুটী রেখে দিলেন, একটু মাংস রাখবারও বাসনা ছিল। সুরা জানালো, প্রয়োজন নেই, বাবা একটা শুয়ার মেরেছেন।

সে বল্লে—আস্ত শুয়ারটাই আমরা নিয়ে যাচ্ছি মা—, আর দুটি বড়পাত্র বোঝাই মধু।

এতক্ষণে জননী বুঝলেন—শুধু সন্তান নয় স্বামীও চলেছেন অরণ্যের ভিতর। তিনি নীরব। সুরা মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাবার সঙ্গে যাত্রা করল।

পাঁচদিন পরে গ্রামের সকলের উপর আরো দূরে উঠে যাবার নির্দেশ এল কিন্তু নাডেজদা চেকালীনা সুরাকে পুনর্বার না দেখে যেতে চাইলে না। অন্তত এক ঘণ্টার জন্যও তাকে উনি দেখ্‌তে চাইলেন, তাঁর অন্তরে একটা শংকা ও সংশয় জাগ্‌লো—হয়ত সর্বনাশ ঘট্‌বে তাই দূরে চলে যাবার পূর্বে সন্তানকে একবার দেখা দরকার।

এই বাণী সুরার কাছে পৌছিল।—অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে সে বন থেকে ফিরে এসে প্রশ্ন করল……

—আমায় কেন ডেকেছ মা ?

মা সজল চোখে বল্লেন—বাবা ! আমাকে কি বিদায় নিতেও দিবি না ?

তিনি জানালেন, জার্মানদের অধিকারের সম্ভাবনা থাকায় ওঁদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

সুরা আত্মস্থ হয়ে বল্লে—নিশ্চয় তোমাকে দেখ্‌তে চাই মা, কিন্তু চোখের জল দেখ্‌তে চাই না, তুমি সাহসী ও চতুর রমণী, তোমাকে প্রফুল্ল থাকৃতে হবে।

এইবার মা কান্নায় ভেঙে পড়্‌লেন, কিছুতেই চোখের জল রোধ করা গেল না। কাঠিন্য ও দেশপ্রাণতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বুঝলেন, যে-অঞ্চল অবিলম্বে জার্মান অধিকারে আস্‌বে সেইখানে গরিলাবাহিনীর সভ্যদের জীবন কতখানি বিপজ্জনক, তবু সুরার কাছে তিনি নিজের এই শংকা সম্পর্কে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। তাঁকে সাহসী হতে হবে, বীর জননী তিনি, সাহসী হওয়া তাঁর কর্তব্য। চোখের জল মুছে তিনি আনন্দদায়ক প্রসঙ্গ তুল্‌লেন। তাঁর এই সহনশীলতা লক্ষ্য করে সুরা তার কয়েকটি উত্তেজনা পূর্ণ অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা কর্‌ল ! তার সুন্দর কথা আর অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে মা সন্তুষ্ট হলেন—ওকে যেন তিনি আর কখনও এতখানি ভালোবাসেন নি। বালকের অত আনন্দ, উত্তেজনা, আত্মবিশ্বাস ও দুঃসাহসিকতায় পরিপূর্ণ এতখানি সজীবত্ব যেন আর কখনও তার আগে দেখা যায়নি। অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা চল্‌ল, অবশেষে যাবার সময় জননী বল্‌লেন—বেশ সাবধানে থাকিস বাবা, মনে রেখ, তুমি তেমন শিক্ষিত সৈনিক নও।

হেসে সুরা উত্তর দেয়—কিছু ভেবোনা মা, বুড়োদের চাইতেও আমার হাতের টিপ ভালো।”

একথা সত্য, আর এই চিন্তাই মার মনে সাহস এনে দেয়। দুঃখকে সংযত করায় সাহায্য করে।

মা ও ছেলে পরস্পর আলিঙ্গন ও চুম্বনের পর বিচ্ছিন্ন হলেন।

সুরা বনে ফিরে এল। যে কোনো কাজ যে কোনো দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য সে প্রস্তুত। গরিলাবাহিনীর সে সর্বকনিষ্ঠ সভ্য, সেই দলের কেউই এমনকি ওর বাবাও গরিলা কার্যকলাপের জন্য ওর মত উপযুক্ত ও বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন না। ও একজন অপূর্ব যোদ্ধা প্রমাণিত হ'ল। যে কোনো জায়গায় পদব্রজে ও ঘোড়ায় চড়ে ও যেতে পারত। যে কোনো জলায়, অরণ্যের যে কোনো অংশে ও যেতে পারত—কখনও হারাবার ভয় থাকতো না। বারবার জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে ও চলে যেত ও শত্রুপক্ষ সম্পর্কে মূল্যবান সংবাদ নিয়ে ফিরে আসত। শত্রুর ভৌগোলিক অবস্থান, অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থা ও বে-সামরিক অধিবাসীদের প্রতি তাদের ব্যবহার সম্পর্কে সকল সংবাদই ও সংগ্রহ করে আনত।

গরিলা বাহিনী মিষ্টি কিছু খেতে চাইলে সুরা ছুটে গিয়ে বন্য মৌচাক থেকে মধু আহরণ করে আনত। কদাচিৎ সে বিফল হত। ডাগ্‌আউটে সে ফিরে এলে গরিলারা সম্মিলিত হয়ে আনন্দ উৎসব করত। সুরাকে সকলে ভালোবাসত—ডাগআউটে সুরার উপস্থিতিতে দৈনন্দিন জীবনের কাঠিন্য অনেকখানি হ্রাস পেত।

দলের মধ্যে ঐ ছিল একমাত্র সৌখীন যন্ত্রশিল্পী—ডাগ্‌আউটে সংগৃহীত যন্ত্রপাতির সাহায্যে ও একটা বেতার গ্রাহক যন্ত্র (Receiving Set) তৈরী করে ফেল্‌ল! এর পর ওরা মস্কো বা রুশ সমরাঙ্গনের সংবাদ বেতার মারফৎ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ত।

জার্মানরা বাহু বিস্তার করছে বা জার্মানীর দম্ভপূর্ণ ঘোষণা "মস্কো-কাপুট" (অর্থাৎ মস্কোর দফাশেষ)—প্রভৃতি ভিত্তিহীন গুজব প্রচার নিয়ন্ত্রণ করা যেত। সুরা রাঁধতেও পারত, উন্মুক্ত আগুনে অনেকদিন সে রেঁধেছে।

বিশ্রাম বা চিত্তবিনোদনের অবসর অরণ্যে খুবই কম—বিশেষত সুরার পক্ষে। এমনই সুচতুর ও কুশলী, এমনই দুঃসাহসী ছিল সুরা যে দলপতি তাকে প্রায়ই দুর্গম্ অভিযানে পথে পাঠাতেন। ওর ছদ্মবেশে ছিল বিভিন্ন এবং সুন্দর।

অনেক সময় শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলের অভ্যন্তরে জার্মান সৈন্যের ছদ্মবেশে ও চলে যেত। অরণ্যের ভিতরে ও বাইরে প্রায় চতুর্দিকেই জার্মান সৈন্যেরা ঘিরে আছে, তার ভিতর থেকে জার্মান সৈন্য বধ করে তার বস্ত্র ও অস্ত্রে সজ্জিত হতে হলে হাতের টিপের কতখানি নৈপুণ্য থাকা প্রয়োজন তা বলা বাহুল্য। এই অবস্থায় ধরা পড়লেই মরা—ষোলো বছরের ছেলে সুরা সে কথা বেশ ভালোভাবেই জানে। জার্মানরা গরিলা বাহিনীর মত আর কোনো কিছুকেই ভয় ও ঘৃণা করতো না। এই কারণেই সাধারণত ওরা অরণ্য থেকে বাইরে থাকত।—সুরার প্রাণে কিন্তু ভয় নেই, কখনও সে শত্রু অধিকৃত অঞ্চলে চলাফেরা করতে হয় বলে অস্বচ্ছন্দ বোধ করছে, এই অভিযোগ করেনি। যা দেখা এবং শোনার প্রয়োজন তা দেখে ও আবার নির্জন ডাগ্‌আউটে ফিরে আসত।

জার্মান পাহারা বা চলমান বাহিনীর সংস্পর্শে আসার জন্য সে সর্বদাই প্রস্তুত থাকত— বিপদকালে তাদের চাইতেও অধিকতর দ্রুত গতিতে বন্দুক চালিয়ে ও ফিরে আসার পথ করে নিত। বন্দুক যদি কখনও ব্যর্থ হত, তাহলে হাত বোমা চালিয়ে সে জয়ী হত, উভয় কার্যেই তার সমান দক্ষতা। গরিলা সহচরদের সংগৃহীত জার্মান অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়া ছিল ওর কাছে পরম আনন্দের বিষয়। বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে সকলে ভাবত, এই কিশোর কুমার কি ভাবে এত অস্ত্র এক সঙ্গে বয়ে আনে—ও কিন্তু মৃদু হেসে বলত, আগামী বারে আরো নিয়ে আসব। আর এমন ভাবে আনতও বার বার।

বহুবার ওকে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে। একবার অভিযাত্রী দলের সংগে বেরিয়ে সুরা সহসা আবিষ্কার করল যে, দল থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কয়েকজন জার্মান ওকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে, জীবন ও মৃত্যুর দোলায় সুরা দোদুল্যমান, একটু সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে জীবনাবসান হতে পারে, বন্দুকের কোনো মূল্য নেই, শুধু হাত বোমাই তখন বাঁচাতে পারে—জার্মানরা যদি ওর মত দ্রুততালে চিন্তা করতে পারত তাহলে সুরা মুহূর্তের মধ্যে শতধা বিভক্ত হয়ে উড়ে যেত। শত্রুদল ওকে ধরবার জন্য দৃঢ় সংকল্প—কারণ তাহলে একজন জীবন্ত গরিলা ধরা যাবে, তাহলে ওর কাছে ওর সংগী ও অরণ্য সম্পর্কে অনেক কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া যেতে পারে— এমনভাবে ওরা অনেকখানি মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলল, আর সুরা কালহরণ না করে সেই অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করল। একটির পর একটি হাতবোমা নিক্ষেপ করে ও নিরাপদ অঞ্চলে পালিয়ে এল। গরিলা সহচরদের কাছে এই কাহিনী বর্ণনাকালে ওর এতটুকু বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। ওকে বেশ উৎফুল্ল ও সুখী বলে মনে হ'ল, যেন এইমাত্র একটা আনন্দদায়ক ভ্রমণ বা রোমাঞ্চকর শীকার অভিযান সেরে ফিরে এসেছে।

•

ওর মার কাছে জার্মানদের সংগে সুরার আর একটি সংঘর্ষের কাহিনী শোনা গেল। জার্মান সৈনিকদের ছদ্মবেশে ও কয়েকজন সংগী নিয়ে এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, সেই গ্রামে ওর আত্মীয়রা থাকতেন। এই সব আত্মীয়দের বাড়ি ওরা গিয়েছিল; তারা প্রবীণ কিষাণ, জার্মানদের তারা আন্তরিক ঘৃণা করে ও গরিলাদের—বিশেষত তাদের সুরা ও তার সহচরদের সাহায্য করতে চায়! গরিলারা রাতটুকু গ্রামেই কাটিয়ে দিতে চায়, তাদের সতর্কভাবে রাখতে সুরার প্রবীণ আত্মীয়বর্গেরও আপত্তি নেই। আলো নিভিয়ে দিয়ে সবাই শুয়ে পড়ল।

গভীর রাত্রে জার্মানরা এল, বাড়িখানা তল্লাস করে তারা দেখল মাটিতে ও পাকা উনুনের পাশে লোকজন শুয়ে আছে। বৃদ্ধকে তারা প্রশ্ন করল,—এরা কে?

সুরার আত্মীয়বর্গ উত্তর দিল—তোমাদেরই লোক—

সুরা এবং অপর সকলেই জার্মানদের কথা শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু তারা চুপ করে শুয়ে রইল, যেন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। জার্মানরা গরিলাদের উপর টর্চ ফেলে



দেখ্‌লে এবং সিদ্ধান্ত কর্‌ল ওরাও প্রকৃত জার্মান—তারপর সব ঠিক আছে এই স্থির করে ওরাও আশে পাশে্ শুয়ে পড়্‌ল এবং একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

পরে 'ডাগ্-আউটে' সংগীদের কাছে এই কাহিনী বর্ণনা কালে সুরা বলল—প্রথমেই আমার মনে হ'ল 'নবাগতদের' হাতবোমা দিয়ে আপ্যায়ন করি—কিন্তু তার ফলে আত্মীয়দের যে কি ভীষণ প্রতিক্রিয়া সহ্য কর্‌তে হবে সেই কথা ভেবেই এ বাসনা ত্যাগ কর্‌তে হল। গরিলাদের সংগে পালিয়ে যাবার মত সামর্থ্য সেই বৃদ্ধদের নেই—এই বাড়িতে পড়ে থাকলেই জার্মানরা তাদের ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দেবে।

এইভাবেই সুরা দুঃসাহসিক গরিলার সক্রিয়-জীবন যাপন করেছে। বিশ্রাম বা অবসর তার অজ্ঞাত ছিল, তার কাম্যও ছিল না। স্বাস্থ্যবান সুরা যে কোনো দুঃসাহসিক অভিযানে যোগ দেবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকত। কিন্তু অবিরাম কঠিন পরিশ্রম এবং ঠাণ্ডা ও হিমের মধ্যে থেকে সুরা দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে পড়্‌ল। বনের ভিতর ডাক্তারও নেই আর ওষুধের দোকানও নেই। একজন গরিলা মেয়ে রক্ত বন্ধ কর্‌তে বা ক্ষত বাঁধতে পারত—কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাধির চিকিৎসা তার জানা ছিল না। ক্রমশ্ই সুরার অবস্থা খারাপ হয়ে উঠ্‌ছিল। টেম্পারেচার উঠ্‌তে লাগ্‌ল—যন্ত্রণাও বেড়ে চলে। ওর পক্ষে তখনই চিকিৎসার প্রয়োজন—সর্বোপরি প্রয়োজন শুখ্‌নো এবং উষ্ণ অঞ্চলে একটু বিশ্রামের। সভ্য সমাজের ভিতর ওকে ফির্‌তে হবে। কিন্তু যাবে কোথায়? চারিদিকে, সকল গ্রামে, সহরে ও পথে জার্মানরা ছড়িয়ে আছে। রুশ ছাউনি অনেকটা দূরে, সেখানে পৌঁছতে যে-সময় এবং যে কৌশলের প্রয়োজন তা সুরার এই দুর্বল শরীরে সম্ভব নয়। সময়ের মূল্য অনেক, যতই দেরী হয় ততই শারীরিক অবস্থা খারাপ হ'তে লাগল, সুতরাং গরিলারা তাকে তাদের স্বগ্রামে পাঠাবার ব্যবস্থা কর্‌ল। গ্রামটি কাছেই—যদিও জার্মান অধিকৃত তবু আত্মীয়েরা যত্ন নেবেন এবং সতর্কভাবে রাখ্‌তে পার্‌বেন।

ছদ্মবেশে সুরা একদিন পুরাতন বাড়িতে ফিরে এল—সে গ্রাম আর নাই, চারদিকে জার্মান বোঝাই—স্কুল বাড়ি, টাউন হল, রাস্তা, বাড়ি সর্বত্র জার্মান ছড়ানো। নিঃশব্দে সুরা তার আত্মীয়দের বাড়ি এসে উঠ্‌ল! তাকে দেখে আত্মীয়রা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল—গ্রামে তার উপস্থিতির কথা জান্‌তে পার্‌লে জার্মানদের হাতে যে কি দুর্দশা ঘট্‌বে তা তারা জান্‌ত। কিন্তু তারা নির্ভীক। বাড়িতে সবচেয়ে গরম জায়গা পাকা উনুনের পাশে সুরাকে রাখা হ'ল। সুরাকে তারা খাইয়ে দাইয়ে তার নিরাপত্তা সম্পর্কে সান্ত্বনা দিল ও বল্‌ল গ্রামে কাউকেই ভয় করার নেই। সুরা ঘুমিয়ে পড়্‌ল—কিন্তু গরিলারা সর্বদাই সম্ভাব্য বিপদ ও আক্রমণের কথা ভাবতে অভ্যস্ত তাই হাতবোমাগুলি পাশেই রইল।

সুরার আত্মীয়গণের কঠোর সতর্কতা সত্ত্বেও জার্মান গুপ্তচরেরা গ্রামে তার উপস্থিতির কথা আবিষ্কার কর্‌ল। গরিলা হিসাবে তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। গভীর রাতে প্রচুর

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বারটি জার্মান সৈন্য বাড়িটি ঘেরাও করল। সুরা জেগে উঠল—তার বুদ্ধি পরিষ্কার, বুঝল যে সে ফাঁদে পড়েছে। পূর্বেও বনের ভিতর, পথে ও গ্রামে এমনই ভাবে ও ফাঁদে পড়েছে এবং কৌশলে নিরাপদ অঞ্চলে পালিয়ে এসেছে। এবারও চেষ্টা করবে, কিন্তু সে চেষ্টা অনেকটা শিকারী পরিবেষ্টিত অরণ্যচারী অসহায় পশুর মত। যদি মরতেই হয়, তাহ'লে যারা তার জীবন নিতে এসেছে তাদের মৃত্যু না ঘটিয়ে ও মরবে না, ওর পাশেই একটি হাতবোমা ছিল সেইটি শত্রুর দিকে ছুঁড়লো—কিন্তু বিস্ফোরণ হ'ল না—খারাপ হয়ে গেছে, অকর্মণ্য হয়ে মাটিতে পড়ে রইল।

জার্মানরা সুরাকে ধরে নিয়ে গেল।

সুরা এত ছোট ও অসুস্থ ছিল যে, জার্মানরা আশা করেছিল তাদের বহুদিন বাঞ্ছিত সংবাদ ওর কাছ থেকে পাওয়া যাবে, ও বলে দেবে গরিলাবাহিনীর সমগ্র সংবাদ—তারা কোথায় আছে ও কতজন এবং কারা। কিন্তু শরীর রোগজীর্ণ ও জ্বরকাতর হলেও ওর মন তখনও সক্রিয়, সে কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চায় না। যে জার্মান অফিসার ওকে প্রশ্ন করছিলেন তিনি উত্তেজিত হয়ে সমগ্র গরিলাবাহিনীর ছেলেদের নিন্দা করতে লাগলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে সুরা যে টেবিলের সামনে বসে প্রশ্নের উত্তর কচ্ছিল, সেই খান থেকে একটি প্রকাণ্ড দোয়াত নিয়ে অফিসারের মুখে ছুঁড়ে মারল—অফিসারের মুখ চোখ মসীমণ্ডিত হয়ে গেল।

সুরা প্রহৃত হল—রুশ প্রত্যক্ষদর্শীরা সেই গ্রাম থেকে জার্মান বিতাড়নের পর এই ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছিল। বেয়নেট দিয়ে জার্মান সৈন্যরা তার ফেল্টের বুট ছিন্ন করে পায়ের গোড়ালিতে আঘাত করতে লাগল—জুতা রক্তে ভিজে গেল, সুরা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে লাগল—কিন্তু সে কঠিন ও নীরব হয়ে রইল, রুশ গরিলাদের নীতি সে কঠোর ভাবে পালন করল। তাকে ক্ষমা করা হবে, সদয় ব্যবহার করা হবে, এই সব বলে প্রলোভিত করা সত্ত্বেও সে কিছুতেই কোনো প্রশ্নের জবাব দিল না। তখন জার্মানরা তার ফাঁসীর হুকুম দিল। নির্ভীক চিত্তে সুরা ফাঁসীর হুকুম শুনল, তার মা, বাপ বা আদরের ছোট ভাইটির সম্বন্ধে কি যে তার আন্তরিক মনোভাব ছিল কে জানে, সে কিন্তু এই অন্ধকারময় মুহূর্তে আত্মস্থ হয়ে রইল। কাঁদল না, ক্ষমা ভিক্ষা করল না, একটি কথাও তার মুখে উচ্চারিত হল না।

সাধারণ পার্কে তার জন্য ফাঁসীমঞ্চ তৈরী হল, এইখানে সে কতদিন অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে কত রকম খেলা করছে, যে সব কিষাণদের ও ছেলেবেলা থেকে জানত বা যারা ওকে চিনত এই ফাঁসীর দৃশ্য দেখার জন্য তাদের ওপর নির্দেশ দেওয়া হল। তারা সুরাকে পার্কের দিকে যেতে দেখল—পায়ের জুতা রক্তসিক্ত, দুটিপায়ে অসহ্য বেদনা, শরীর রোগক্লান্ত তবুও ও মাথা নত না করে সোজা ও সহজভাবে হেঁটে চলল। একজন জার্মান ওকে একটি বোর্ড দিয়ে বল্লে—লেখ, "সকল গরিলারই এই পরিণাম"—সুরা ঘৃণাভরে সে হুকুম প্রত্যাখ্যান করল। জার্মানদের দিকে ফিরে অনমনীয় ভঙ্গীতে সুরা বল্লে—তোমরা আমাদের সকলকে ফাঁসী দিতে পারবে না, আমরা সংখ্যায় অনেক বেশী—

এই তার শেষ কথা।

ঘাতক তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিল, তবুও জীবনের সেই অন্তিম মুহূর্তে সুরা আত্মহারা হল না। সুরা রুশ জাতীয় সঙ্গীত গান করতে লাগ্ল। তার ঠোঁটে গানের বাণী ও সুর মিলিয়ে গেল।

জার্মানরা তার বুকে একখানি বোর্ড ঝুলিয়ে দিল, তার উপর রুশ ভাষায় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা—"একটি গরিলার পরিণাম।"

আমি মস্কোর "হিস্টরী মুজিয়মে" এই ফলকটি দেখেছি। মুজিয়ম কর্মচারী আমাকে বল্ল—একটিও রাশিয়ান যতদিন পৃথিবীতে থাক্বে, ততদিন এই ফলকটিও থাক্বে।

গ্রামের কিষাণদের সুরার মৃতদেহ নিয়ে কবর দিতে জার্মানরা অনুমতি দেয়নি। তাদের আক্রমণে যারা বাধা দেবে তাদের এমনই দুর্দশা হবে এই ভীতি প্রদর্শনের জন্যই জার্মানরা সাধারণ পার্কে তার মৃতদেহটি ঝুলিয়ে রেখেছিল।

বহুকাল পরে সেই বছর শীতে ভীষণ তুষার বাত্যা হ'ল। ঝড়ে গাছ থেকে মৃতদেহটি মাটিতে পড়ে তুষারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইল। তারপর জার্মানরা বিতাড়িত হবার পর সেই মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

সুরার মা বল্লেন—আমরা সুরার মৃতদেহটি ধুয়ে, তাকে রবিবারের পোষাকে সজ্জিত করে তারপর কবর দিলাম।

যে-জায়গাটিতে তাকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল, সেইখানটিতেই তাকে কবর দেওয়া হ'ল।

এই স্থানটির এখন নামকরণ করা হয়েছে "আলেকজাণ্ডার চেকালীন স্কোয়ার"। গ্রামের নাম পেস্কোভডস্কা থেকে পরিবর্তিত হয়ে এখন হয়েছে "সুরা চেকালীন"।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট, মৃত্যুর পর তাকে "সোভিয়েট ইউনিয়নের বীর" এই উপাধিতে ভূষিত করেছেন, আর সুরার ছবি রাশিয়ার নূতন একটি ডাক টিকেটের শোভাবৃদ্ধি করেছে।

সুরার মা মস্কোএ এক বিরাট জনসভায় এসে বক্তৃতা দিলেন।

একটি কলেজের ছাত্রী এই সভায় উপস্থিত ছিল, সে আমাকে বল্ল—

"সুরার মার কাহিনী আমার হৃদয় ভেঙে দিয়েছে—কিন্তু এই চমৎকার ছেলের উপর আমার মনে যে প্রীতি তিনি জাগিয়েছেন তাতেই আমি দৃঢ় হয়ে উঠেছি। এই ষোল বছরের স্কুলের ছেলেটির কথা আমরা সবাই এই ভাবেই স্মরণ করি।"

তিন

লিজা

কালিনিন প্রদেশের রুনা গ্রামে প্রচণ্ড তুষার বাত্যা প্রবাহিত হচ্ছে। বরফে সমস্ত রাস্তা ছেয়ে গেছে, বাড়ি ঘর সব ঢেকে গেছে—এমন কি কুকুরেও পথে বেরোতে সাহস করে না।

এই ধরণে তুষার বৃষ্টির সময় গ্রাম সন্নিহিত বার্চ, পাইন বা ফার গাছগুলির কোনো সাহায্যই পাওয়া যায় না। সন্ধ্যা যতই ঘনিয়ে আস্তে লাগল, ঝড়ের গতি ও বেগ হ্রাস না পেয়ে ক্রমশই বেড়ে চল্‌ল। মধ্যবয়স্কা অশিক্ষিতা গ্রাম্য রমণী এক্লিনিয়া প্রকোফিয়েভনা রাতে শোবার সময় সংকিত হয়ে স্বামীকে প্রশ্ন কর্‌লেন—লিজা কোথায়?

তিনিও কিছু জানেন না—ঝড় সত্বেও রমণী বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতিবেশীদের কাছে সন্ধান করতে লাগ্‌লেন। কেউই তাঁর মেয়ে লিজাকে দেখেনি, কেউ জানেও না সে কোথায় গিয়েছে।

বাড়ি ফিরে এক্লিনিয়া কান্নায় ভেঙে পড়লেন। নটি সন্তানের মধ্যে চারটি মাত্র জীবিত আছে, লিজা তাঁর আদরের মেয়ে। সতেজ, কল্পনাকুশল মেয়ে, পড়াশোনা ও বই সম্পর্কে অদম্য আগ্রহ। চৈকিন-পরিবার কখনও যেখানে পৌঁছতে পারেনি সেই শীর্ষ স্থানে পৌঁছবার সম্ভাবনা ছিল লিজার—আর এখন তাকেই পাওয়া যাচ্ছে না। শোকাতুরা জননী সজল চোখে আপন মনে গুঞ্জন করে চাষী ধরণে বলে:

—কোথায় গেলে মা, আমার নয়নমণি, জীবনের আলো!

মার মনে অশুভ চিন্তাটাই প্রবল হয়ে উঠেছে, তুষারে আচ্ছন্ন হয়ে চোখ বন্ধ হয়ে লিজা হয়ত হোঁচট খেয়ে পার্বত্য খাতে পড়ে গেছে—হয়ত বা ঝড়ে পথ হারিয়ে বনের ভিতর গিয়ে পড়েছে—সেখানে ক্ষুধার্ত বন্য কুকুর বা নেকড়ে বাঘ হয়ত তাকে আক্রমণ করেছে। মা কেবলই কাঁদেন।

লিজার বাবাও বিশেষ বিপন্ন হয়ে পড়েছেন—কিন্তু তিনি ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, তাই বাইরে বেরিয়ে গিয়ে একটি জানলার পাটী খুলে দিলেন, বাড়ি ফিরে এসে সেই জান্‌লায় একটি লাল আলো জ্বালিয়ে দিলেন। লিজা যদি অন্ধকারে পথ হারিয়ে থাকে তাহ'লে এই আলো দেখে বাড়ি ফির্‌তে পারে, বহু দূর থেকে অন্ধকারের ভিতর লাল আলো দেখা যায়।

-

গভীর রাতে লিজা বাড়ি ফিরে এল।

দেউড়ি অতিক্রম করে ভিতরে এসে ব্লাউজের ভিতর থেকে কয়েকখানি বই বার করে বাবা ও মাকে দেখালে। পাশের গ্রাম জালেস্কায়ায় লাইব্রেরী আছে, সেইখান থেকে ও বই

আন্‌তে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে শুন্‌ল তরুণ-তরুণীদের একটা সভা হবে, সভায় যোগ দেবার জন্য ও রয়ে গেল—সেই জন্যই ওর ফির্‌তে রাত হ'ল। বই ও সভা সম্পর্কে এমনই উৎসাহভরে ও গল্প করে চল্‌ল যে ওর বাবা-মা তাঁদের না জানিয়ে যাওয়া ও দেরীর জন্য তাকে কিছুই বল্‌লেন না।

সাত বছর পরে সমগ্র রাশিয়াকে লিজার কথা শুন্‌তে হ'ল, সর্বত্র তার কথা আলোচিত হতে লাগল, রাশিয়ায় অশেষ শ্রদ্ধাভরে তার নাম উচ্চারিত হ'ল। উল্লেখযোগ্য ম্যুজিয়ম ও স্কুল, সেনাপতিদের আফিস ও সৈন্যদের ব্যারাক, রণক্ষেত্রের ডাগ্‌আউট আর রাশিয়ার অসংখ্য ঘর তার ছবিতে সজ্জিত। এই যুদ্ধের প্রধান নায়িকাদের সে অন্যতমা—

রুশ ইতিহাসের একজন শীর্ষস্থানীয়া রমণী।

লিজার মা অশিক্ষিতা, লিজার জন্মস্থান রাশিয়ার অত্যন্ত ছোট একটি পাড়াগাঁ। সেই কারণেই লিজার কাহিনী স্থরা চেকালীনের চাইতেও অনেকাংশে অধিকভাবে রুশ গার্হস্থ্য জীবন, রুশ তারুণ্যের মনোবৃত্তি, রুশীয় শিক্ষার প্রকৃতি, রুশীয় ব্যক্তিত্ব, রুশীয় দেশপ্রাণতা, রুশীয় মনোবল প্রভৃতি যে সব বিষয়ে জার্মান যুদ্ধের পূর্বে বহির্পৃথিবীর লোক অতি সামান্যই জান্‌ত এবং বিশ্বাস করত, সেই সব বিষয়ে এক অপূর্ব আভ্যন্তরীণ আলেখ্য রচনা করেছে।

লিজার মা বল্লেন—ছোটবেলা থেকেই লিজা অত্যন্ত কৌতূহলী স্বভাবের মেয়ে। ওর বাবার কাছে প্রাচীন রাশিয়া ও চাষী জীবন সম্পর্কিত কাহিনী ও গান শুন্‌তে লিজা বড় ভালোবাস্‌ত—এই সব গানে চাষীদের সম্পর্কে এমন সব কথা থাকৃত যা শুনে লিজা গুমরে কেঁদে উঠ্‌ত, বল্‌ত—'কি অন্যায়!' লিজার বাবা তখন চাষী-চরিত্রের অপরদিক নিয়ে রচিত অপেক্ষাকৃত কৌতুক ও শ্লেষমিশ্রিত গান গেয়ে শোনাতেন।

রুনার একমাত্র প্রাথমিক স্কুল থেকে লিজা পাশ করেছিল,—কিন্তু তার জ্ঞান-পিপাসা এমনই প্রবল যে তুষার ও ঝড়ের ভিতরও বাপ-মাকে না জানিয়ে স্কেটিং করে সে পাশের গাঁয়ে চলে গিয়েছিল বই সংগ্রহের জন্য।

এই হ'ল পনের বছরের মেয়ে লিজা চৈকিনা। সেই সময়ে রুনা গ্রামের বাইরে বা কয়েকটি সন্নিকটস্থ গ্রাম ভিন্ন, রাশিয়া বা কালিনিন প্রদেশের কোথাও তার নাম কেউ শোনেনি। অন্যান্য কিষাণ ছেলেদের মত সোভিয়েট রাষ্ট্রের নূতন ধারা ও নূতন জীবনের সুবিধা সম্পূর্ণভাবে নেবার জন্য সে নিজেকে তৈরী করেছিল,—উৎসাহ, অভীপ্সা ও উদ্যমে পরিপূর্ণ ছিল তার মনপ্রাণ।

ওর বড় বোন মনিয়া যখন স্কুল যেত, ও তখন তার বই টেনে নিয়ে মাকে প্রশ্ন করত, কি আছে বই এর ভিতর জান্‌তে চাইত। এক্সিনিয়া প্রকোফিয়েভনা কিছুই বল্‌তে পারতেন না—তিনি পড়তে জান্‌তেন না। এই ভাবেই মুদ্রিত জগতের প্রতি লিজার আগ্রহ ও কৌতূহল জেগে উঠেছিল। কেবলই সে তার মার কাছে স্কুলে ভর্তি করার জন্য আবদার জানাত—রাশিয়ার বিদ্যারম্ভের নির্ধারিত বয়স আট, ঐ বয়সে লিজার মনোবাসনা পূর্ণ হ'ল।

প্রথম থেকেই ও খুব মেধাবী ছাত্রী, সব বিষয়ে বেশী নম্বর পেত, ওর মা শুধু ভাবতেন তাঁর বারো বছরের ছেলে সুরিকের যদি পড়াশোনার এই রকম মন থাকত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে লিজা ক্ষেতের কাজ করতে লাগল, রোয়া ও বোনা, আগাছা নিড়ানো, বাছাই, ঝাড়াই, গো-দোহন, ইত্যাদি কাজ ছাড়া বাড়িতে সাবান কাচা, রান্না করা প্রভৃতি গৃহস্থালী কাজে মাকে সাহায্য করত, যেটুকু অবসর পেত সেই সময়ে পড়াশোনা করত,—কিন্তু খুব বেশি পড়ে উঠতে পারত না। রুনায় কোনো লাইব্রেরী ছিল না কিন্তু লিজা মাঝে মাঝে জ্যালেস্কায়ায় গিয়ে সংবাদ ও সাময়িক পত্র পড়ে আসত, পড়ার জন্য বই চেয়ে আনত।

যতই বই পড়ত, ততই ওর মনোভংগী সামাজিক হয়ে উঠত—তাই যতটুকু অবসর পেত সামাজিক ও সেবা কাজে ব্যয় করত। বাবা-মার কাছে ও রুনার অন্যান্য অধিবাসীদের কাছে ও সংবাদ-পত্র পড়ে শোনাত, তাদের কাছে "কলখোজের" বা (যৌথ কৃষিশালার) কথা বলত। এই ধরণের কৃষিশালা গ্রাম্য ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন—প্রতিষ্ঠিত জমিদারী প্রথা এবং আবাদী রীতির বিরোধী হওয়ায় এই পদ্ধতি সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে একটা অবিশ্বাস ও সন্দেহের ভাব ছিল। দিনের পর দিন লিজা গ্রামবাসীদের ভিতর সংস্কৃতির বাণী বহন করে আনত। বয়স্কদের মধ্যে লিজার মা-ই সর্বপ্রথম এই মতবাদে বিশ্বাসী হবে, যৌথ কৃষিশালার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে, শুধু সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সংশয় কাটিয়ে এই পদ্ধতি গ্রহণ করলেন, কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও প্রাচুর্যের সম্ভাবনা বর্তমান, সে কথা অপর গ্রামবাসীদের বোঝাতেন।

ইংরাজ ও আমেরিকানগণ সবিস্ময়ে ভাবেন-কলখোজ বা যৌথ কৃষিশালার মত এই যুগান্তকারী পরিবর্তন একশত কোটীর ওপর জনসংখ্যা সম্পন্ন এই বিরাট দেশে কি ভাবে সার্থক হয়েছে, এ ত শুধু কৃষি সম্পর্কীয় বিবর্তন নয়—এ যে রাজনৈতিক মতবাদ, সামাজিক দৃষ্টিভংগী, দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কিত বিপ্লব। এত অল্প সময়ে এই পরিবর্তন কি ভাবে সম্পন্ন হতে পারে সে কথা বোঝার জন্য তরুণ সম্প্রদায়ভুক্ত এই লিজার মতো মেয়ের কার্যাবলীর গুরুত্ব বিবেচনা করা প্রয়োজন। জনগণের জন্য, নেতৃত্বের জন্য বা সংগঠন-শীলতার জন্য লিজার চরিত্রে অবশ্য অনন্যসাধারণ উৎসাহ ও প্রতিভা বর্তমান ছিল। তার সমবয়সী তরুণ সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনুরূপ উৎসাহ বা দুঃসাহসিকতা লক্ষিত হয় না—তবে ওর চেয়ে বেশি বয়সের অনেক তরুণ-তরুণী যারা সোভিয়েটের কাজে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করেছে, তারা লিজার মতোই কাজ করে তবে অনেক ক্ষেত্রে হয়ত তার মত সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করতে পারে না। স্বয়ং নূতন ভাবধারা ও রীতির প্রবর্তক না হলেও রুশ তরুণ-তরুণী বিশেষত যারা "কমসোমল"* দলভুক্ত—তারা এই নব্যধারার প্রচারক ও বিশ্লেষক।

রুনাগ্রামে ছেলেমেয়েদের নিয়ে লিজা "অভিযাত্রী বাহিনী"ও সংগঠিত করেছিল—এই বাহিনী একমাত্র বয়স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয়, তবে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান আকাশ

* কম্যুনিষ্ট যুব সম্প্রদায়ের সমিতি হিসাবে পরিচিত হলেও "কমসোমল" সর্বদলীয় প্রতিষ্ঠান—যে কোনো ব্যক্তিকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়।

পাতাল। এই দলে মেয়েদের ছেলেদের সমকক্ষ হিসাবে গ্রহণ করা হয়—আর এই দলের একটি রাজনৈতিক কার্যক্রম আছে—বয়স্কাউট বা ঐ জাতীয় আন্দোলন রাজনীতির সম্পর্করহিত।

কাজ আরো কিছু বেশিই করে ফেলল লিজা: রুনা গ্রামে কৃষি সম্পর্কিত নূতন ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশে সে একটি 'কৃষি-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেছিল। বৈজ্ঞানিক বাক্যবিহীন গ্রাম্য শব্দ তালিকায় "কালটিভেটার", "ট্রাক্টার", "কম্বাইন" এই সব কথা সংযুক্ত হল।

এই সব অঞ্চলে প্রচুর তিসি উৎপন্ন হয়। রুনা এই অঞ্চলের মধ্যমণি। এই লাভবান ফসল বপন সম্পর্কিত আধুনিক পদ্ধতি সম্বলিত বিশেষ ধরণের গ্রন্থাবলী লিজা সংগ্রহ করে আনত। লিজা এই সব বই তার মা ও অন্যান্য মহিলাদের কাছে পড়ে শোনাত, পুরুষদের চাইতে মেয়েদের কাছেই বেশি করে প্রচার চলে, কারণ প্রাচীনকাল থেকে রুশদেশে উৎপাদন করার কাজ স্ত্রীলোকেরই হাতে।

পনের বছর বয়সে, এত কাজের ওপরে, লিজা রুনা গ্রামের নিকটস্থ জালেস্কয়ায় পাঠাগারের গ্রন্থগারিকের কাজ করতে লাগল। লিজা সেখানে এমনই উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চার করলো যে সেই প্রতিষ্ঠান আশপাশের বুদ্ধিজীবি যুব সম্প্রদায়ের সম্মেলন ক্ষেত্র হয়ে উঠল। চাষী, মজুর, স্কুলমাস্টার, ডাক্তার প্রভৃতি সকলেই সংবাদ ও সাময়িক পত্র পাঠ ও গ্রামের ভিতর ও বাহির-বিশ্বে কি হচ্ছে সেই বিষয় আলোচনার জন্য সন্ধ্যায় এই পাঠাগারে এসে হাজির হ'ত।

সাংস্কৃতিক বা নূতন কিছু বিষয় দিয়ে অতিথিদের আকর্ষণ করার দিকে লিজার সর্বদা লক্ষ্য ছিল। সে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করত। একটি নাট্য সংসদ, একটি সঙ্গীত সংসদ ও একটি রাজনৈতিক সংসদ সে প্রতিষ্ঠা করেছিল। যৌথ-কৃষিশালা ও অন্যান্য কাজ বন্ধ না করেও অক্লান্ত পরিশ্রম ও আগ্রহভরে সে এই সব কাজ সম্পন্ন করত। আত্ম-শিক্ষকতার দ্বারা নিজের জ্ঞান বর্ধণের কাজও তার বন্ধ ছিল না। লারমনটফ, পুস্কিন, টলস্টয়, গোর্কী ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সোভিয়েট লেখকদের প্রচুর রচনা সে পড়ত—অন্যান্য অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের চাইতে কম খেলাধূলা করলেও নাচ বা বনভোজনের দলে বা অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারে সে সানন্দে যোগ দিত।

১৯৩৯-এ কুড়ি বছর বয়সে লিজা ওদের জেলা 'কমসোমলে'র সম্পাদিকা নির্বাচিত হল। কৃষিশালা, সংগঠন কাজ সব কিছুই সে করত। গ্রামের পর গ্রামে 'কমসোমলে'র কেন্দ্র স্থাপনা করে তার ভিতর দিয়ে পাঠচক্র সংগঠন করত। দৈনন্দিন ঘটনা ও পরিবর্তনশীল সোভিয়েট নীতি সম্পর্কে ওর জ্ঞান থাকার ফলে চমৎকার ঘরোয়াভংগীতে মধুর ভাষায় ও বক্তৃতা দিতে পারত। এই ভংগীটুকু বাড়ীতে বিশেষত তার সজীব ও মুখর জননীর কাছে শেখা। ঐ জেলায় এমন একটিও কাজ বা প্রতিষ্ঠান ছিল না যা ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বিদ্যালয়, দোকান ঘর, ট্রাকটার, স্টেশন, যৌথ কৃষিশালা, সর্বত্রই সে ঘুরে বেড়াত, তাদের কাজ দেখত, তাদের অভিযোগ শুনত, কোনো প্রস্তাব থাকলে বলত, তাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করত—তাদের প্রয়োজনীয়তা বাড়াবার চেষ্টা করত—

অথচ তার বয়স মাত্র কুড়ি! যে দু বছর লিজা জেলা কমসোমলের সেক্রেটারী ছিল তারমধ্যে সে সদস্যসংখ্যা দ্বিগুণ করেছিল, গ্রামের তরুণদের সাধারণ জ্ঞান, সামাজিক দায়িত্ব ও ব্যক্তিগত ভংগীকে পরিবর্তিত করেছিল।

যুদ্ধের কিছু আগে মা একদিন তাকে বল্লেন:

"লিজেন্কা, তুমি এখন বাইশে পা দিয়েছ, এখন তোমার বিয়ের বয়স হ'ল, কাউকে কি তুমি মনে মনে স্বামীত্বে বরণ করেছ?

কিষাণ জননীর কাছে বাইশ বছরের অবিবাহিতা মেয়ে নিরন্তর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ—দুর্দশার আসন্ন আভাষ। মেয়ের কাছে নূতন যুগের বাণীতে দীক্ষিত হলেও, একসিনিয়া প্রোকোফিয়েভ্না কর্মক্লান্ত লিজার বৈবাহিক জীবনের শান্তির জন্য জননী-সুলভ উদ্বেগের হাত থেকে পরিত্রাণ পান নি। উত্তরে লিজা হেসে বল্ল:

"উপযুক্ত পাত্র পেলে তাকে বাড়িতে টেনে নিয়ে আস্ব মা, উপস্থিত ত' আমার সময় নেই।"

বিয়ের বদলে লিজা কলেজে ভর্তি হবার উদ্যোগ করতে লাগ্ল। ১৯৪১এর গ্রীষ্মে সকল প্রকার কাজ থেকে ছুটি নিয়ে গ্রীষ্ম বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য লিজা কালিনিনে চলে গেল।

পড়াশোনার জন্য যখন ভালো করে গুছিয়ে বসা যায়নি, তখনই যুদ্ধ বেঁধে গেল। তৎক্ষণাৎ কালিনিন ছেড়ে ও নিজের জেলায় ফিরে এল, আবার কাজে জড়িয়ে পড়্ল, আবার তরুণ সম্প্রদায়ের সকলকে নিয়ে সংগঠনের কাজে মাত্ল। সেই সময় ফসল কাটার সময়, আলু তৈরী হয়েছে, তিসি তৈরী, মূল্যবান রাই রবিশস্য না তুল্লে নয়—ফসল তুল্তে হবে—এতটুকু দেরী বা সময় নষ্ট করা চল্বে না, মানুষ, পশু বা যন্ত্র কারো অবসর নেই। স্থানীয় যানবাহনের উন্নয়নের প্রয়োজন—আর সর্বাগ্রে বালক-বালিকা ও তরুণ-তরুণীদের সময়োপযোগী শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন।

লিজা সব কিছুরই অবসর পেত, এমন কি সামরিক শিক্ষারও, নিজে রাইফেল, হাত বোমা ও মেশিন গান্ চালনা শিখ্ছিল। ছোট বেলার সাথী ওর বন্ধু নুরা বারসু-কোভাকে লিখেছিল:

"আমি একজন সৈন্য হব, প্রকৃত সৈন্য, এই আমার আকাঙ্ক্ষা।"

কমসোমল অফিস সামরিক হেড কোয়ার্টারে রূপান্তরিত হ'ল। চার পাশের গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা উপদেশের জন্য, সামরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে অণুপ্রেরণার জন্য আস্তে লাগ্ল। তাদের প্রত্যেকের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে কিছু না কিছু বলার ছিল, তারাও ওর কাছে, ওদের নেতার কাছে কিছু শুনতে চায়—যুদ্ধ পূর্বকালের চাইতেও বেশি করেই লিজার কথা শোনার আগ্রহ। বক্তৃতার পর বক্তৃতায় ও বলে চল্ল—"আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি আর এই দেশকে আমরা রক্ষা করব, আমাদের গভর্ণমেণ্ট ও মাতৃভূমি আমরা রক্ষা করবই। সোভিয়েটের অধিবাসীদের আক্রমণ করার ফল শত্রুরা টের পাবে।"

লিজা যখন অপূর্ব অধ্যবসায় সহকারে পেনো জেলার অধিবাসীদের নিয়ে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধবাহিনী সংগঠন করছিল, তখন পশ্চিম প্রান্তে লালফৌজ ক্রমশই পশ্চাদপসরণ করছিল, ক্রমেই পেনো, জ্যালেস্কয়া ও রুনা প্রভৃতি অঞ্চলের চারিদিকে তারা হটে আসছিল।

১৯৪১-এর এক সন্ধ্যায় লিজা পথে প্রচণ্ড কলরব শুনতে পেল—সে বাইরে তাকিয়ে দেখতে লাগল, ধূসর ধূলার অন্ধকারের পিছনে একটা অশুভ শোভাযাত্রা দেখা গেল—ছোট ছেলেরা গৃহপালিত পশুদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছে, তার পিছনে গাড়ি ভর্তি ছেলেমেয়ের দল—আরো পিছনে ছোট ছেলেমেয়ে ও গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি জিনিষ-পত্র বোঝাই গাড়ি। ছড়ি হাতে একটি ছেলে খালি পায়ে গৃহপালিত পশুদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, লিজা তাকে প্রশ্ন করল:

—তোমরা কোথা থেকে আসছ?

সংক্ষিপ্ত ও অর্থসূচক কণ্ঠে জবাব এল—আমরা জার্মানদের কাছ থেকে হটে আসছি।

লিজা দুঃখে ভেঙে পড়ল। ট্রাক্টার, নূতন ধরণের জাল প্রভৃতি যে সব জিনিষের কথা তারা কখনও শোনেনি সেই সব যন্ত্রের ব্যবহারে এতদিন যাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাদের নূতন ধরণের জীবনযাত্রায় দীক্ষিত করার জন্য সে এত পরিশ্রম করে এসেছে, আজ সেই সব সরল, সাধারণ, কষ্টসহিষ্ণু জনগণের ভিতর যুদ্ধ এসে পড়ল। নূতন যন্ত্রের কলাকৌশল আয়ত্ত করা হয় নি, যৌথ কৃষিশালার পদ্ধতি সবে সুরু করা হয়েছে তার ভিতরেই এই অবস্থা। এখন হয় ত সব কিছুরই অবসান ঘটবে। জার্মানরা যখন তার পরিচিত অরণ্যে বা ক্ষেতে প্রবেশ করে বসবে তখনই, সব শেষ হয়ে যাবে—না স্বদেশ বা সৈন্যবাহিনীর জন্য সে কিছুই করছে না – করতে পারছে না।

গভীর রাত্রে ও নিজের গ্রাম রুনায় ফিরে এল। ওকে দেখে মা খুসী হলেন, তাড়াতাড়ি রুটী ও দুধ সংগ্রহ করে আনলেন। কিন্তু যে লিজা সর্বদাই মুখর, এখন একেবারে শান্ত ও গম্ভীর। তার মন তখন শত্রুকে সকল প্রকার অস্ত্রে আঘাত করার চিন্তায় আচ্ছন্ন। মার কাছে ও গ্রামের পর গ্রামে কি ভাবে দুর্দশা ঘনিয়ে আসছে সেই কথাই শুধু বলতে পারল, আসন্ন প্লাবনের মুখে জনগণ কিভাবে তাদের গরু, বাছুর, ভেড়া, ও সন্তানাদি নিয়ে পূর্বাঞ্চলে আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে আসছে, সেই কথাই বলল।

পরদিন লিজা পেনোতে গিয়ে তরুণদের ডেকে একটি সভার আয়োজন করল। বিগত দিনের আনন্দ, হাসি, চাপল্য, সজীবতা সব চলে গেছে। এখন সবাই গম্ভীর, নীরব ও সম্ভাব্য বিপদের কথায় চিন্তাকুল। লিজা বলে চলল:

"আমরা হিট্‌লারের দাস হ'ব না। আমাদের সংগ্রাম-স্পৃহা বা আমাদের ওরা ভাঙতে পারবে না। আমরা সকলে একজন হয়ে উঠে দাঁড়াব ও লড়াই করব। আমরা যারা তরুণ তাদের পক্ষে রণক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ান অশেষ ভাবে সম্মানজনক।—তোমাদের

মধ্যে যাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তারা উঠে দাঁড়াও, শত্রুর বিপক্ষে লড়াই কর !…"

একটা গরিলা বাহিনী সংগঠনের জন্য ও উঠে পড়ে লেগে গেল। স্বল্পকালের মধ্যে ৬৮জন স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হল। এদের মধ্যে লেলিনগ্রাডের স্কুলমাস্টার লিওনিদ্ গ্রীগরীয়েভের পরিবারবর্গ ছিলেন। গ্রীগরীয়েভ্ সন্নিকটস্থ গ্রামে গ্রীষ্ম যাপন করতে এসেছিলেন। লেলিনগ্রাডের মাইনিং কলেজের ছাত্র তাঁর বড় ছেলে নিকোলাই, তার মেয়ে নিনা, স্কুলের ছাত্র তাঁর ছোট ছেলে ভ্লাদিমির সকলেই লিজার দলে এসে যোগ দিলেন।

স্কুলমাস্টার বল্লেন, এতদিন আমরা এক পরিবারভুক্ত লোকজনের মত বসবাস করেছি, এইবার এক পরিবারের মত হয়ে লড়াই করব।

বনে চলে যাবার পূর্বে লিজা মার কাছে বিদায় নিতে গেল। মধ্য রাত্রে ও বাড়ি গিয়ে পৌঁছল। গরিলাবাহিনীতে তার যোগদানের কথা শুনলে মা হয়ত অভিভূত হয়ে পড়বেন, এই ভেবে বাড়ি ছাড়বার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মার কাছে কিছু বলল না। লিজা মাকে বল্ল স্নানের ঘরটা গরম কর। এই অঞ্চলের দরিদ্র কিষাণ পরিবারের পক্ষে যতটুকু সম্ভব সেই ভাবেই স্টীম দিয়ে কাঠের বাড়ি গরম করা হ'ল, মা ও মেয়ে উভয়ে আগের দিনের মত এক সঙ্গে স্নান করতে গেলেন। স্নানের ঘরে লিজা মাকে বল্ল :

—"মা আমি খুব ভোরে উঠে চলে যাব, কেউ আমাকে তখন দেখ্‌তে পাবে না।"

মা কোনো প্রশ্ন করলেন না, লিজার আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাবে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন।

মা বল্লেন, বেশ—তুমি না হয় প্রথম নৌকোয় যেও। অতি ভোরে উঠে মা মেয়ের জন্য উনুন ধরিয়ে খাবার তৈরী করলেন। উনুনের কাছে তিনি যখন ব্যস্ত হয়ে কাজ করছেন সেই সময় গ্রাম্য যৌথ কৃষিশালার সভাপতি এক্সিনিয়াকে রাই আহরণ করার জন্য ডাকতে এলেন। রাই শস্য আহরণের প্রয়োজনীয়তা লিজার চাইতে বেশি বোধ হয় আর কেউ জানে না। কয়দিন ধরে সে যুবা-বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর লোককেই যাতে একটুও ফসল অকর্তিত না থাকে সেইজন্য সচেষ্ট হতে বলেছে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। এখন ও বাড়িতে রয়েছে, হয়ত এই তার সর্বশেষ গৃহসুখ—সেই কারণে সভাপতিকে অনুরোধ জানাতে বাধ্য হ'ল। কয়েকটি প্রশ্নের পর সভাপতি অবশ্য রাজী হলেন, তিনি জান্‌তেন বিশেষ কারণ না থাকলে লিজা এধরণের অনুরোধ করতে না।

—প্রাতঃরাশের পর মা ও মেয়ে বনের ভিতর দিয়ে নদীর ধারে চল্লেন। তখন র‍্যাসপবেরী ফলের সময়—ঝোপগুলিতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ঝুলে আছে, লিজা কয়েকটি ছিঁড়ে নিয়ে মুখে পুরে দিল।

মা বল্লেন—খুকী, কিছু বেশি করে পেড়ে দেব ?

কিন্তু—সময় নেই।

লিজা বল্‌ল—না মা, আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

মা লিজার ক্রমবর্ধমান গাম্ভীর্য লক্ষ্য করছিলেন, ওর মুখে কোনোদিনই এতখানি গম্ভীরতা দেখা যায় নি। ওর মুখ কখনও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কখনও আবার ম্লান হয়ে যায়, পরিবর্তনীয় ভাব ও মনোভংগীর ছাপ যেন ওর মুখে প্রতিফলিত। ওরা চল্‌তে লাগ্‌ল। লিজা মাকে আর সংশয়ের দোলায় রাখ্‌তে চায় না, সে বল্‌ল মা আমি বনের ভিতরে যাচ্ছি, জীবন হয়ত সেখানে কঠোর, ক্ষুধা ও শীতে হয়ত আমি কাতর হয়ে উঠ্‌ব, তবু আমাকে যেতে হবে, আমি গরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছি।

মার কাছে 'গরিলা' কথাটি নূতন, তিনি লিজারে কাছে জান্‌তে চাইলেন, গরিলা হলে তাকে কি কি করতে হবে।

লিজা বল্‌লে—মা তুমি আমার বন্ধু, কিন্তু আমি তোমাকে গরিলা সম্পর্কে একটি কথাও বল্‌তে পারব না।

গরিলাদের কাছে গোপনীয়তা সর্বপ্রধান কথা, এমন কি জননীর কাছেও সে সব কথা বলা চলে না—তবু লিজার মনে হল অশুভের জন্য মাকে প্রস্তুত রাখাই তার উচিত, তা ছাড়া জার্মান শত্রুর সম্মুখীন হয়ে পড়ে যদি কোনদিন মেয়ের 'গরিলা' কার্য-কলাপের জন্য জবাবদিহি করতে হয়, তার জন্যও তৈরী থাকার প্রয়োজন।

লিজা বলে—মা তুমি ভয় পেয়ো না, তবে এইটুকু মনে রেখ আমার যদি কিছু হয় বা আমি নিহত হই, যদি আমার মৃতদেহ তোমার চোখের কাছে আনা হয় তাহলে কিছুই বলো না, ভান কোরো, বোলো আমাকে জানো না, চেনো না, কখনও কিছু স্বীকার কোরো না—তা না হলে আমাদের সারা গ্রাম ওরা জ্বালিয়ে দেবে।

আতঙ্কে মা কেঁপে ওঠেন। মেয়ের কাছে এমন ভয়াবহ হুঁসিয়ারী তিনি আশা করেন নি। জার্মানরা অবশ্য ক্রমশই এগিয়ে আস্‌ছে, শত্রুর অগ্রগমনের পূর্বেই অসংখ্য লোক পালিয়ে আস্‌ছে, তারমধ্যে অনেকে দূর পাল্লার সেলে বিমান থেকে ফেলা মাইনে আঘাতও পাচ্ছেন—কিন্তু রুনা যুদ্ধের কবল থেকে এখনও মুক্ত আছে। অরণ্য এখনও সজীব প্রাণবান দেখাচ্ছে—এখন তা যেন কাছে, যেন ওঁর চতুষ্পার্শ্বেই বলে মনে হয়। আর ভল্‌গা—"জননী ভল্‌গা" "রাশিয়ার স্বাধীনতার উৎসস্থল ভল্‌গা" কয়েক পা এগোলেই মিল্‌বে—জননীর মতোই স্নেহময়ী, প্রশস্ত, উজ্জ্বল নদী। তবু লিজা এখনই মৃত্যুর কথা শোনালো,—তার নিজের মৃত্যুর কথা! কি ভয়ঙ্কর!

মা বল্লেন, "আমাকে এ বিষয়ে কিছুই না বল্‌লে হয়ত ভালো হ'ত মা, অনেক ভালো হ'ত।"

নদীর ধার পর্যন্ত ওরা নীরবে চলে এল। আর এক ঘণ্টার মধ্যে নৌকা ছাড়বে না, তাই নিজস্ব টুকিটাকী জিনিষ-পত্রে বোঝাই থলিটি ঘাড়ে নিয়ে লিজা যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই মাকে এগিয়ে দিতে গেল।

তখন সবে প্রভাত হচ্ছে, ঘাস ও গাছের ওপর শিশির বিন্দু চক্ চক্ করছে। মা ও মেয়ে অনেকখানি হেঁটে এসে অবশেষে থাম্‌ল। এক্সিনিয়া প্রকোফিয়েভ্‌না শুমরে

কেঁদে উঠলেন—লিজার চোখেও জল এল—ছোট বেলায় বাবার কাছে গান ও আবৃত্তি শুনতে শুনতে চোখে জল আস্‌ত, তারপর ওর কাছে চোখের জল অজানা ছিল। লিজার মা ধর্মপ্রাণা প্রাচীনা মহিলা, গোঁড়া প্রাচীন পদ্ধতিতে লিজার দেহে ক্রশ চিহ্ন এঁকে দিয়ে আশীর্বাদ জানালেন। উভয়ের মধ্যে আলিঙ্গন ও চুম্বন বিনিময় হ'ল। তার পর হাত দিয়ে চোখ মুছে মা চলে গেলেন রাইশস্য আহরণে, আর মেয়ে পার ঘাটে গিয়ে নৌকোয় উঠে পড়্‌ল অরণ্যে গরিলা জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে।

এই দলের সামরিক দলপতি একজন পুরুষ, নাম ফিল্‌মোনফ্‌।

তিনি তাঁর সহযোগী সৈনিকদের বল্‌লেন—'নদীর ধারে বসে মাছ ধরা আর 'গরিলাগিরি' করা এক কাজ নয়—ফিরে যাবার মত সুখময় বাড়ি নেই, আছে শুধু যুদ্ধ করার জন্য প্রকাণ্ড এই অরণ্য। অসংখ্য অসুবিধা আমাদের জয় করতে হবে। তোমাদের কারো কাছে যদি এই অবস্থা দুঃসহ বলে মনে হয়, আমাকে সে কথা খুলে বল, কাউকে আমরা জোর করে রাখ্‌তে চাই না। গরিলাদের কোনোদিন জোর করে দলভুক্ত করা হয় না, তারা সর্বদাই স্বেচ্ছাসেবক।"

কেউই চলে যেতে চাইল না।

এই নূতন এবং সৌখীন দলের উপযুক্ত অভিজ্ঞতা নেই, নেইক যথেষ্ট অস্ত্র ও সমরোপকরণ তবু ফিল্‌মোনফ্‌ বা লিজার উৎসাহ দমিত হয়নি। এই দলের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ছিল লিজার।

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের এই সৈন্যদল। জীবন যাদের যুদ্ধরীতির মতই অনিয়মিত, তাদের অন্তরে ছিল কল্যাণের আশা আর অকল্যাণের প্রস্তুতি।

ফিল্‌মেনফ্‌ বল্লেন—"আসল জিনিষ হ'ল সর্বদা ধীর ও আত্মস্থ থাক্‌তে হবে, দৃষ্টি হবে অগ্রগামী, চরম লক্ষ্যের দিকে থাক্‌বে অবিচল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।"

এই বলিষ্ঠ বাণীতে ছিল লিজার সপ্রশংস সমর্থন।

বাহিনীর কাজ সুরু হল। অগভীর খাত গোঁড়া হ'ল—আর শিবির রচনা করা হ'ল। এর মধ্যে দু চার জন ছেলেমেয়ের বেতার-বিজ্ঞান জানা ছিল, তারা অল্পস্বল্প যন্ত্রপাতির সাহায্যে একটা রেডিও যন্ত্র তৈরী করে ফেল্‌ল·····

গরিলা বাহিনী কাজের জন্য তৈরী ও উপযুক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

এই দলের তরুণতম সভ্য ভ্যাসিয়ার বয়স মাত্র পনের।

ছেলেটি খুব চমৎকার স্কাউট, লিজার মতই নির্ভীক। এক তারকা উজ্জ্বল রজনীতে উভয়ে দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়্‌ল—বন থেকে বেরিয়েই উন্মুক্ত আকাশে আগুনের শিখা দেখা গেল। লিজা বুঝলো কোন্‌ গ্রামগুলি জ্বলছে—গোলোভকিনো, জামায়েভিনো, টরোপেজ। এই গ্রামগুলি সবই ওর পরিচিত।

ভ্যাসিয়া ও লিজা এগিয়ে চলে, সারা পথে ভগ্ন ট্যাংক, অর্ধদগ্ধ মোটরকার, বিধ্বস্ত বাড়ি, ফাটল ধরা পোড়া মাটি দেখা গেল। সারা রাত উভয়ে এই ভাবে হেঁটে চল্‌ল, প্রভাতে অদূরে ইঞ্জিনের গর্জন শোনা গেল। ওরা জার্মান ট্যাঙ্ক আসছে, অনুমান করে তৎক্ষণাৎ

একটা খানায় নেমে পড়্লো। কিছুক্ষণ সেইখানে থেকে বনের ধারে গিয়ে জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে রইল।

লিজা চুপে চুপে বল্ল—ভ্যাসিয়া তুমি দৌড়ে যাও, দলে গিয়ে খবর দাও। ভ্যাসিয়া তৎক্ষণাৎ ছুট্‌লো ছাউনীর দিকে। লিজা তার পুঁটলী খুলে ফেলে যেখানে ছিল সেইখানেই বসে পথের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌লো। একটা বিস্ফোরক শব্দ শোনা গেল—জার্মান মোটর সাইকেলওলা চলেছে, লোকটি ধূলার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—তার পিছনে এল ট্যাঙ্ক, প্রথমে একটি, তারপর আর একটি, তারপরে আর একখানি। এইবার মোটর সাইকেলগুলা ফির্‌লো, লিজা তাকে স্পষ্ট দেখতে পেল, লোকটি ট্যাংকের লোকগুলির সহিত কথা বল্‌ছিল, তৎক্ষণাৎ ট্যাংকগুলি মোড় ফির্‌ল, সেই সংগে মোটর সাইকেলওলাও, সকলে একটি মাঠের ওপর বিশ্রামের উদ্দেশে থাম্‌ল। গাছ ও পাতার আশ্রয়ে লিজা একটুও না নড়ে চুপ করে শুয়ে এই সব দেখতে লাগ্‌ল।

ট্যাংকের ভিতর থেকে বালিশ, তোয়ালে, বোতল, কম্বল প্রভৃতি বার করে নিযে ঘাসের ওপর রেখে একজন নন্‌-কমিসনড্‌ অফিসরের সামনে তোয়ালে বিছানো হ'ল। লিজা তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, লক্ষ্য কর্‌লো ওদের ভিতর কার কি র‍্যাংক বা পদবী।

সূর্য ক্রমে প্রকাশ পেলেন, উষ্ণ দিনের আভাষ পাওয়া গেল। লিজা দেখ্‌লো একজন অফিসর তাঁর ইউনিফরম ও সার্ট খুলে ফেলে, গলায় তোয়ালে জড়িয়ে নিকটস্থ নদীর দিকে চলেছেন। ইতিমধ্যে ভ্যাসিয়া ফিরেছে। লিজার পাশে শুয়ে পড়ে সে বল্‌ল—ওরা আস্‌ছে।

ভ্যাসিয়ার ওপর ওদের লক্ষ্য করার ভার দিয়ে লিজা ক্রমেই অরণ্যের গভীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল, তারপর ঘন সন্নিবিষ্ট বনের ভিতর পৌঁছল, কোনো জার্মানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে যে অরণ্য অভেদ্য, সেইখানে গিয়ে লিজা দু পাবে উঠে দাঁড়াল। সময়ের অনেক দাম, এক সেকেণ্ডও নষ্ট করা চলে না, দ্রুতগতিতে দৌড়ানো জন্য লিজা তাড়াতাড়ি তার পায়ের জুতা জোড়া খুলে ফেল্‌ল। থলির ভেতর জুতাজোড়া রেখে দুটি হাত সামনে প্রসারিত করে ও ছুট্‌লো, যেন দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য ও ছুটে চলেছে।

কয়েক মিনিট পরে নদীর প্রান্তে প্রকাণ্ড উইলো গাছের তলায় লিজা দাঁড়ালো, এই নদীর অপর প্রান্তেই জার্মান অফিসরটি অবগাহনে গিয়েছেন। এধার থেকে ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, একটি গাছের গুঁড়িতে বসে তিনি ধূম পান করছেন, নির্জন পরিবেশে বেশ শান্তির সংগে রোদ উপভোগ করছেন। লিজা বন্দুকটি ঠিক করে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো—এখন কিছু করার সময় আসে নি।

সহসা প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল—বন্দুকের শব্দ, ইঞ্জিনের গুঞ্জন, মোটর সাইকেলের বিস্ফোরক শব্দ। দীর্ঘপদ সেই জার্মান অফিসরটির দিকে ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ। লক্ষ্য স্থির করে ও বন্দুক ছুঁড়লো এক—দুই—! অফিসর উঠে দাঁড়ালেন, পায়ের তলার মাটিতে যেন আগুন লেগেছে—সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে

পড়ে গেলেন—আর কোনোদিনই উঠ্‌তে হবে না। মস্কোর রেড স্কোয়ারে হিস্টরী ম্যুজিয়মে যে দীর্ঘ, ধূসর রঙের পিস্তল দিয়ে লিজা অফিসারটিকে মেরে ছিল আর যে 'আয়রণ ক্রস্' সেই অফিসারটি পরেছিলেন তা আমি দেখেছি।

গরিলা বাহিনীর খ্যাতি নিকট ও দূরবর্তী গ্রামগুলিতে পৌছল। কিষাণরা বুঝত কারা জার্মান মিলিটারী ট্রেন ধ্বংস করছে, ব্রীজ্ ওড়াচ্ছে, যে সব গ্রামে জার্মানরা চেপে বসেছে তারা সেই সব গ্রামে হানা দিচ্ছে। তারাও সময় মত গরিলাদের কাছে প্রয়োজনীয় সংবাদ জানিয়ে দিত আর তাদের দুধ, ময়দা, মাখন, বিস্কুট প্রভৃতি সরবরাহ করত।

একবার বন থেকে একদল ছেলেমেয়ে একটি গ্রামে মাংস সংগ্রহে গিছল ঐ গ্রামে জার্মানরা ছিল, ওরা সর্বপ্রথম যার সংগে কথা বল্‌লো সে লোকটি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠ্‌ল। তারপর অজ্ঞতার ভাণ করে বল্‌ল—আমি কি জানি জার্মানরা কোথায় আছে, বা গরিলারা কোথায় থাকে। আমরা গোলা লোক, আমরা শুধু ক্ষেত খামারের কাজ জানি। আর সব খবর আপনারাই জানেন, আমাদের চেয়ে বেশী জানেন, আপনারা খবরের কাগজ পড়েন।

ওরা যে কে তা জানাবার জন্য তরুণ গরিলাদের খুব বেশি কষ্ট পেতে হল না। লোকটির ভাবভঙ্গী তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ তার মাটির নীচের চোরা কুঠুরীর ভেতর ঢুকে দু হাতে প্রচুর মাংস নিয়ে ফিরে এল—সেই মাংস ওরা বনে নিয়ে গেল।

এদিকে ব্যক্তিগত শৌর্য ও আশাবাদী বাক্যের প্রয়োগে লিজা বাহিনীর মনোবল সুদৃঢ় করে তুলেছিল। তার ওপর বাহিনীর সকলের এমনই শ্রদ্ধা ছিল যে, নিয়মিত বাহিনীর মত নিয়মানুবর্তিতা ও আইন-কানুন ওদের মেনে চল্‌তে না হলেও, উচ্চপদস্থ অফিসারের মত লিজাকে দেখ্‌লে সকলে সম্ভ্রম সহকারে উঠে দাঁড়াত। লিজাও দলের প্রতি ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখাতে ভুল্‌তো না, ওদের উৎসাহিত করত, সাহস ও শৌর্যের প্রকাশে অনুপ্রাণিত করত।

১৯৪১এর অক্টোবার দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে অভিযানে বেরিয়ে পড়্‌লো। তিন দিন কেটে গেল কেউই ফিরলো না। লিজা শংকিত হয়ে উঠ্‌ল। লিজা ভাবতে লাগল জার্মানরা ওদের ধরে ফেলেনি ত'। কিষাণরা গরিলাদের বাধ্য, তবে কুলাকদের মধ্যে দু চারজন লোক সর্বদাই মিল্‌ত, তাদের মনে তখনো পুরাতন প্রতিশোধস্পৃহা বর্তমান। অনেক দুর্বল চিত্ত লোক ছিল। জার্মানদের লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি ও লোভ প্রদর্শনের ফলে তারা দলাদল বা গোয়েন্দাগিরি করত। লিজার মনে হল হয়ত কোনো কিষাণ বিশ্বাসঘাতকতা করে ধরিয়ে দিয়েছি।

দুজন মেয়ে গরিলা ফিরে এল কিন্তু ফোকিন বলে ছেলেটি ফির্‌ল না। মেয়েরা বল্লে—ওরা সকলেই জার্মানদের হাতে ধরা পড়েছিল কিন্তু কোনোক্রমে পালিয়ে এসেছে, ফোকিনের কি হয়েছে কেউ বল্‌তে পারে না।

লিজা ফোকিনের প্রতি অনুরক্ত ছিল, ও ছিল তার কাছে বোনের চাইতে বেশি, আর ফোকিনও ছিল ভাইএর চেয়ে বেশি, হয়ত উভয়ে উভয়কে ভালোবাস্‌ত—ঠিক যে কি কেউ জান্‌তো না। লিজা চিন্তিত হয়ে উঠ্‌ল—যদি খারাপ কিছু ঘটে থাকে—কিন্তু ফোকিন

যে বাঁচে নেই একথা ও কল্পনা কর্তে পারে না। লিজা মনে মনে আশা রাখে হয়ত কোনো ইন্দ্রজালের ফলে একদিন ফোকিন এই বনে ফিরে আস্‌বে, ওর কাছে আস্‌বে।

বাহিনী গঠিত হবার একমাস পরে ফিলমিনোফ্ ও লিজা একটি মিটিং ডাক্‌লো। ফিলমিনোফ আশায় ফেটে পড়ছে। প্রারম্ভে বাহিনীর খুব সামান্য কিছু অস্ত্র ছিল, এখন জার্মান সেনাদের ওপর সাফল্যজনক ভাবে হানা দেওয়ার ফলে ওদের হাতে অনেক অটোমেটিক রাইফেল, মেসিন গান, ট্রেঞ্চ মর্টার, দুটি ফিল্ড গান প্রভৃতি এসে পড়েছিল। ভালো এবং সাফল্যজনক ভাবে ওরা লড়েছে, সামরিক সরবরাহ পূর্ণ একশ'খানি ট্রাক ওরা উড়িয়েছে কিংবা পুড়িয়ে দিয়েছে। জার্মান সেনাবিভাগের খাদ্যবাহী কনভয় বা গাড়ি ওরা আটক করেছে। নিজেদের কাজ সম্পর্কে অসন্তোষের কিছুই নেই, তবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ লড়াই ও কঠিন পরীক্ষার জন্য ওদের প্রস্তুত হতে হবে।

স্তিমিত আগুনের পাশে মিটিং শেষে লিজা বসে পড়্‌ল। পাছে জার্মান বৈমানিকরা দেখ্‌তে পায় ও শিবিরের অবস্থান নির্ণয় কর্‌তে পারে সেই কারণে আগুন এমনই স্তিমিত রাখা হয়েছে। অন্যান্য গরিলারা লিজাকে ঘিরে বস্‌ল। লিজা লক্ষ্য কর্‌ল মাত্র এক মাসে ওরা কি ভাবেই না পরিবর্তিত হয়েছে। ওরা আরো পরিণত, আরো কঠিন, রুক্ষ, ও কঠোর, আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অদম্য হয়ে উঠেছে, প্রকৃত যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। লিজা এই ভেবে খুসী হল যে প্রতিদিনের এই কঠিন ও কঠোর জীবন যাপনের পরেও কারো কোনো অভিযোগ বা অনুযোগ নেই।

প্রাচীনকালের একজন দুর্দান্ত কসাক। একজন কসাক গরিলা সংগে নিয়ে সাইবেরীয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার অনেকখানি অংশ রুশ জাতির জন্য জয় করেছিলেন, সেইকাহিনী নিয়ে "*Yermak*" নামক একটি বিখ্যাত গাথা রচিত হয়েছে। ওরা সকলে মিলে আন্তরিকতা ভরে সেই গান গাইতে লাগ্‌ল। দীর্ঘ গাথা, লিজা ও তার অন্যান্য সহকর্মীদের এই গাথাটি খুব ভালো লাগে, কারণ গাথায় বর্ণিত জীবনের সংগে ওদের জীবনেব অনেকখানি মিল রয়েছে। পাছে কোনো জার্মানের কানে সুর পৌঁছে তাই ওরা অত্যন্ত নিচু গলায়, মুখে হাত রেখে গানটি গাইতে লাগ্‌লো। কসাক দলপতি ও তার গরিলা-বাহিনীর এই গৌরবময় বীরত্ব কথার পরিপূর্ণ আনন্দ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে তারা অত্যন্ত ধীরে ধীরে গান গেয়ে চল্‌ল।

নভেম্বরের মাঝামাঝি ফিল্‌মোনফ্ লিজাকে এক পাশে ডেকে একটি ছোট্ট প্রচারপত্র পড়তে দিল। গাছেতে হেলান দিয়ে লিজা প্রচার পত্রটি পড়তে লাগলো। রুশ ফ্রন্ট লাইনের (সমরক্ষেত্র) পিছনটিকে গরিলারা বলে "the big earth" (মহামাটি), এই প্রচারপত্র সেই অঞ্চলের বাণী বহন করে এনেছে। বিপ্লব দিবসে প্রদত্ত স্ট্যালিনের বাণী। এই বাণীর মূল কথা ছিল "Death to the German invaders"—(জার্মান আক্রমণ-কারিগণ ধ্বংস হোক)!

মাদার রাশিয়া

সমগ্র রাশিয়ার মনোভংগী তমসাচ্ছন্ন, বিশেষত অধিকৃত অঞ্চলের জনগণের। জার্মানরাও এই মনোভংগীর সুবিধা গ্রহণ করতে ছাড়েনি। মুখের কথায়, প্রচারপত্র, বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে, চলচ্চিত্রের সাহায্যে, গুজবের পর গুজব ছড়ানো হয়েছে, আতংক বাড়ানো হয়েছে। তাদের এই সব প্রচার-পত্রের মূল কথা ছিল "মস্কৌ কাপুট" (মস্কৌর পতন ঘটেছে)। সকল প্রকার ঘোষণা ও বাণীতে, ভীতি প্রদর্শন দ্বারা জার্মানরা অধিকৃত অঞ্চলের জনগণকে নিরন্তর বোঝাতে চেয়েছে যে, ওদের অবস্থা নৈরাশ্যজনক, জার্মানদের বিরুদ্ধে আর কোনোরকম প্রতিবোধ প্রচেষ্টা নিরর্থক। তারা রাশিয়ায় যে-'নূতন ধারা' (New order) প্রবর্তন করতে চায় তার বিরুদ্ধাচরণ করে গরিলাদের সহায়তা করতে কিষাণদের বিশেষ করে নিষেধ করা হ'ত।

অধিকৃত অঞ্চলে, বিশেষত গ্রামগুলিতে এই ধরণের জার্মান প্রচার প্রতিরোধ করে জনগণের মনে রণাভিলাষ ও রণশক্তি বাড়ানো প্রয়োজন। লিজা এই কাজের উপযুক্ত ও যোগ্য হিসাবে মনোনীত হ'ল। সে ছিল অভিজ্ঞ সংগঠক ও সুদক্ষ বক্তা। চারিপাশের সকল গ্রামগুলিতেই ওর বন্ধু ও পরিচিতের সংখ্যা অনেক। ছেলে বুড়ো সবাইকে ও জানে। তারা ওকে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে, তার শত্রুও ছিল। কিন্তু এখন আর তাদের গণ্য করা চলে না। সবচেয়ে বড় কথা কিষাণদের কাছে কিভাবে কথা বল্‌তে হয় তা লিজার ভালোভাবে জানা আছে, তাদের নিজস্ব ভাষায় তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে ওর মত আর কেউ পারে না। কাজটি অবশ্য কঠিন ও কষ্টকর।

জার্মানরাও ওর কথা শুনেছে, ওকে ধর্‌বার জন্য তারা জাল বিস্তার করে আছে। ওর যে সব শত্রু কিছুতেই যৌথ কৃষিশালার ব্যবস্থায় রাজী হয়নি, জার্মানরা তাদের সাহায্যও গ্রহণ কর্‌তে পারে। লিজা কিন্তু ওর দায়িত্বপূর্ণ কাজের গুরুত্ব সম্যক অবগত ছিল, বিশেষত যে সময়ে জার্মানরা ক্রমান্বয়ে মস্কৌর ভিতর দিকে ঠেলে অগ্রসর হচ্ছে সেই সময় অতিরঞ্জিত ও আজগুবি হলেও অসংখ্য গ্রামগুলির ভিতর জার্মানরা তাদের কথার কিছু সমর্থন হয়ত পেতেও পারে।

ফিল্‌মিনোভ ও অন্যান্য সহচর-সহচরীদের কাছে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে লিজা একা নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিল। কাদা ও জলে, অন্ধকার ও ঝড়ের ভিতর ও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করতে লাগল। বন্ধুজনের বাড়িতে ছোট্ট একটি দল সংগ্রহ করে একটিমাত্র বাণী তাদের কাছে প্রচার করত—"জার্মান শত্রু ধ্বংস হোক্।" এই বাণী সে সকল রাশিয়ানের অন্তরে প্রজ্বলিত রাখতে চায়। সাধারণত মৃদু গলায় কথা বল্‌লেও তার বক্তব্য—ঘৃণা ও জ্বালায় অনুরণিত হত।

লিজা তাদের তীক্ষ্ণকণ্ঠে উপদেশ দিত—"জার্মান মারো, তাদের পুড়িয়ে ফেল, কোনো রকম খাদ্য তাদের দিও না, গরিলাদের সাহায্য করো, নিজেদের না বাঁচিয়ে শত্রুর সঙ্গে শুধু লড়ে যাও। আমাদের মাটিতে কোনো জার্মান ফ্রিজ যেন হুকুম চালাতে না পারে—"

গোপন পথে পাশাপাশি গ্রামগুলিতে লিজার এই পরিভ্রমণের কথা প্রচারিত হচ্ছিল, আর সেই সব গ্রামে লিজা যখন পৌছাত তখন দেখা যেত তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে,

তার কথা শোনার জন্য, বিশ্বাসঘাতকতার হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে রাখার জন্য ওরা সবাই প্রস্তুত।

একটি গ্রামের চৌমাথায় জার্মানদের প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দেখা গেল। একজন গরিলা সর্দারের সন্ধান দিলে জার্মানরা সন্ধানদাতাকে পাঁচহাজার মার্ক, একটি বাড়ি, একটি বাগান ও গরু প্রভৃতি পুরস্কার দিবে। এই সর্দারটি আর কেউ নয়, ওদেরই দলের, লিজার পরম প্রীতিভাজন—ফোকিন। এতদিন ওরা ভাবত ফোকিন হয়ত জার্মানদের হাতে ধরা পড়েছে, এখন বোঝা গেল ও তাদের হাত থেকে পালিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছে আর একটি নিজস্ব গরিলা বাহিনী গঠন করেছে। জার্মানরা তার সন্ধানের বিনিময়ে যে উচ্চ পুরস্কার ঘোষণা করেছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে তাদের মনে সে কি পরিমাণ ভীতি সঞ্চার করেছে আর তাদের সংগে কি সাফল্যের সংগে ও লড়ে চলেছে।

লিজার আনন্দ আর ধরে না। ফোকিন শুধু বেঁচে নেই—সে লড়াইও করছে। তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে ও তার আত্মগোপনের জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। এই পূর্ণমিলন লিজার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দদায়ক ঘটনা। ফোকিনের প্রতি ওর শ্রদ্ধা ছিল, অসীম আগ্রহে শেষ দেখা হবার পরের ঘটনাবলী ও দুঃসাহসিক কাহিনী লিজা শুনতে লাগল। জার্মানরা ওকে প্রহার করেছে, যন্ত্রণা দিয়েছে, কিন্তু কঠোর আঘাত করেও তার কাছ থেকে একবিন্দু সংবাদ জার্মানরা সংগ্রহ করতে পারেনি। অবশেষে ও পালিয়ে আসতে পেরেছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ও একটি নূতন গরিলা দল গঠন করে শত্রু সৈন্যের বিপক্ষে প্রচ্ছন্ন লড়াই সুরু করে দিয়েছে। ফোকিনের সহকর্মীদের সংগে আলাপ করে দীর্ঘদিন পরে লিজার মনে আবার আনন্দ এল।

নূতন উদ্যম ও নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে লিজা পুনরায় গ্রামবাসীদের মধ্যে মস্কোর অদম্য রণশক্তি ও প্রশস্ত রাশিয়ান সমরক্ষেত্রের কথা প্রচার করতে লাগল। কিষাণদের ও বিশেষ করে অনুরোধ করল জার্মানীর অপপ্রচার, বিশেষত মস্কোর পরাজয় ও নিশ্চিত পতন সম্পর্কে যেন কোনো কথা ওরা বিশ্বাস না করে। আরো পনেরটি গ্রাম লিজা পরিভ্রমণ করল আর সর্বত্রই পাওয়া গেল বিপুল অভ্যর্থনা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

এক সন্ধ্যায় ক্রাসনোর পোকাটিনসে গ্রামে ওর বন্ধু মারুসিয়া কুপোরোভার সংগে দেখা করতে গেল। বাড়িতে ঢোকবার সময় ওর সংগে টিমোফি কলোসফের সংগে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল, এই লোকটি ওদের গ্রামে যৌথ কৃষিশালা প্রতিষ্ঠার তীব্রভাবে বিপক্ষাচারণ করেছে। ও তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতো না, লোকটি কিন্তু তথনই জার্মান হেড কোয়ার্টার্সে গিয়ে লিজার আগমনবার্তা জানিয়ে এল। সেই সংবাদ পাওয়া মাত্র একজন জার্মান অফিসারের অধিনায়কত্বে একদল জার্মান সৈন্য এসে বাড়ি ঘেরাও করে লিজাকে গ্রেপ্তার করল। পায়ের জুতো এবং গায়ের প্রায় অধিকাংশ আবরণ খুলে নিয়ে তাকে জার্মানরা জেলার সদর পেনোতে নিয়ে গেল।

এই অঞ্চলের প্রতিটি অধিবাসী এমন কি গাছপালাও তার পরিচিত।

জার্মানরা ওকে প্রশ্ন করতে সুরু করল। ওদের গরিলা দল কোথায়? তাতে কে কে আছে? লিজা কোনো উত্তর করল না। প্রশ্ন চলতে লাগল। এক সময় পরিশ্রান্ত হয়ে লিজা এমনই মরিয়া হয়ে উঠল যে সহসা "তোমাদের ধ্বংস হোক্," এই কথা বলে সে অফিসারের মুখে থুথু ফেলে দিল। তার কঠিন শাস্তি হল। অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে সুরা চেকালিন যেমন অচঞ্চল ও নির্বাক ছিল, লিজাও তেমনই অবিচল রইল, সে কাঁদলো না, ক্ষমা চাইলো না—এমন কি নিজের শারীরিক যন্ত্রণাও গোপন করে রইল।

জার্মান অফিসার বল্লেন—গরিলা দল কোথায় আছে বলো, তোমাকে তাহ'লে মারা হবে না।"

লিজা কোনো উত্তর দিল না। তারপর পেনোর অধিবাসীদের লক্ষ্য করে অফিসরটি প্রশ্ন করলেন কেউ তাকে চেনে কিনা, এই অঞ্চলের ছোট ছেলেমেয়েও ওর পরিচিত। কেউ একটি কথাও বলল না।

একটি স্ত্রীলোক আরিস্কা ক্রগ্‌লোভা বল্লে .....

—হ্যাঁ ও গরিলা মেয়ে, এখানকার কমসোমলের একজন চাই।

অফিসর তার বন্দুকধারী সৈন্যদলকে গুলী ছোঁড়ার আদেশ দিলেন।

লিজা বলল: আমি তৈরী নাও গুলী চালাও।

ওর মাথার ওপর এক ঝাঁক গুলী এসে পড়ল। একবারও কিন্তু ওর লাগল না। অনমনীয় দৃঢ়তা ভেঙে—ওর মুখ থেকে, কথা বার করে নেওয়ার এ আর একটি কৌশল। আবার অফিসর প্রশ্ন করতে লাগলেন, এবারও কোনো ফল হল না। কোনো কৌশলই খাটলো না। এতদ্বারা কিন্তু লিজার পক্ষে কোনো গোপন কথা শত্রুর কাছে না প্রকাশ করার দৃঢ়তাই বেড়ে গেল।

সে চীৎকার বলে উঠল—"জার্মান শত্রু ধ্বংস হোক্।"

অফিসার হুকুম দিলেন—ফা য়া র!

এইবার লিজার গায়ে আঘাত লাগল—হাত নেড়ে লিজা বল্লো—

—"আমাদের বিজয়ের জন্যই আমি চল্লাম"—

তৃতীয় রাউণ্ড গুলী চল্লো—লিজা তাজা তুষারের ওপর পড়ে গেল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে ও তখনও বলছে—"দেশের জন্য, জাতির জন্য আমি মরছি।"

অরণ্য অভ্যন্তরে গরিলা বাহিনীর কানে পরদিন লিজার মৃত্যু সংবাদ পৌছল। সেই ডাগ আউটে বসে যে-ব্যক্তি লিজাকে ধরিয়ে দিয়েছে ও যে স্ত্রীলোকটি পেনোতে তাকে সনাক্ত করেছে তাদের ওপর মৃত্যুদণ্ডের হুকুম হোল। সেই রাত্রেই ওরা দণ্ডদানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। সকালের মধ্যে জার্মান অধিকৃত এগারোটি গ্রামে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল।

দুজন তরুণ সদস্য টিমোফে কলোসফের বাড়ির দিকে ছুটলো। তাকে ধরে বনে নিয়ে আসা হ'ল। তারপর প্রশ্ন করে গুলী করা হল।

পরে অপর কয়েকজন পেনোতে গিয়ে আরিসকা ক্রুগ্‌লোভার উঠানে গিয়ে দাঁড়াল। যদিও গ্রামের চারিদিকে জার্মান ছড়ানো রয়েছে তবু ওরা প্রচ্ছন্নভাবে গিয়ে পরিচিত বন্ধুর মতো দরজায় ধাক্কা দিতে লাগ্‌ল।

—কে—কে ডাকে ?

—বন্ধু—।

ক্রুগ্‌লোভা গরিলাদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দিল, তারপর বাইরে এসে যখন দেখল ওরা কারা তখনই ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল—কিষাণদের ঢঙ অনুযায়ী মাটিতে বসে পড়ে ক্ষমা চাইতে লাগল।

সে বল্‌তে লাগ্‌লো—সোনার চাঁদ ছেলে তোমরা—তোমাদের হাতে পায়ে ধরছি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি না বুঝে সুঝে একটা কথা বলে ফেলেছি।

—বেরিয়ে এসো জল্‌দি।

স্ত্রীলোকটি চীৎকার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লো। ওরা তার মুখে কাপড় বেঁধে বাইরে টেনে নিয়ে এল,

সকালে পেনোর অধিবাসীরা দেখ্‌ল গ্রাম্য খেলার মাঠে বৃদ্ধার মৃতদেহ ঝুলছে।

সতের দিন ধরে লিজাদের গরিলাবাহিনী লিজার মৃতদেহ জার্মানদের হাত থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা কর্‌লো, কিন্তু সব বৃথা।

কোলোসফ্‌ ও ক্রুগ্‌লোভার মৃত্যু ও গরিলাদের প্রজ্বলিত আগুনে শঙ্কিত হয়ে জার্মানরা পেনোতে সৈন্য ও পাহারা দ্বিগুণিত কর্‌ল। তবু আঠারো দিন পরে গরিলারা লিজার মৃতদেহ উদ্ধার করলো। বনের ভিতর নিয়ে গিয়ে সামরিক সম্মানের সঙ্গে সেই দেহের কবর দেওয়া হোল।

সেই থেকে সুরা চেকালীনের মতো লিজা আইভ নোভনা চিকালিনার সমাধি, জাতীয় স্মৃতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

—চার—

জয়া

মস্কো মঝোইসক্ শহরের মধ্যবর্তী পথের ভিতর পেট্রিস্টসেভো গ্রাম। অরণ্যের পটভূমিতে এই ছোট্ট গ্রামটি পার্বত্য-নদীর ঠিক উপরেই। মস্কোর সন্নিকটস্থ আর সব উত্তর-রাশিয়ান শহরগুলির মতো এই জায়গাটিও অধিবাসীদের বৃত্তি বা পেশা অনুসারেই পরিচিত। পেট্রিস্টসেভে দরজির কাজের জন্যই বিখ্যাত। শীতের সময়, বিশেষত ক্ষেতের কাজ যখন কম থাকে তখন কিষাণরা তাদের বাড়ি বা দোকানে বসে ছুঁচের কাজ করে।

১৯৪১ পর্যন্ত রাশিয়ার অন্যান্য গ্রামগুলির মতো পেট্রিস্টসেভো মস্কো অঞ্চলের আর একখানি গ্রাম হিসাবেই পরিচিত ছিল। কোনো রকম ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য বা গ্রামবাসীর কোনো ব্যক্তিগত গুণপনার জন্য এই গ্রাম প্রসিদ্ধি লাভ করেনি।

বর্তমানে এই গ্রামটি সমগ্র রাশিয়ার অন্যতম বিশিষ্ট স্থান। স্কুলের ছাত্রও এখন এই গ্রামের নাম শুনেছে আর শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করে। এখন যুদ্ধের সময় তাই, নইলে অন্য সময় হলে রাশিয়ার সীমাহীন অংশ থেকে রাশিয়ানরা এই সুদূর ও নগণ্য গ্রামে তীর্থযাত্রা করত। এই গ্রামের সংগেই আঠারো বছর বয়সের স্কুল-ছাত্রী জয়ার জীবন ও মৃত্যুর কাহিনী বিজড়িত। এই যুদ্ধে সে স্মরণীয় ও বরণীয়দের মধ্যে একজন হয়ে উঠেছে।

জার্মানরা রুশনগরী ও গ্রামগুলির সাধারণ পার্কগুলিতে ফাঁসী মঞ্চের অরণ্য রচনা করে সমগ্র রাশিয়াকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে। এই সব ফাঁসীমঞ্চে তারা হাজার হাজার রুশকে, বিশেষত রুশ তরুণ-তরুণীদের ফাঁসী দিয়েছে। কিন্তু, দীর্ঘতনু সুন্দরী জয়ার মৃত্যুতে সমগ্র রাশিয়ার যে- অসন্তোষ ও জাতীয় অনুভূতির প্রকাশ লক্ষিত হয়েছিল, এই সব হত্যালীলার একটিতেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। রুশদের কাছে সে শৌর্য, নারীর বীরত্ব ও আত্মার অপরাজেয়তার প্রতীক হয়ে আছে। রাশিয়ার তারুণ্যের কাছে জয়া হল রুশ চরিত্রের যা কিছু অমূল্য ও মহৎ তারই প্রতিমূর্তি। তার সদ্‌গুণ তাদের কাছে অনুকরণীয়।

এই মেয়েটির সম্পর্কে জীবনী, উপন্যাস, নাটক, কাব্য প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হবে। রাশিয়ার একজন নেতৃস্থানীয় নাট্যকার কনস্টানটাইন সিমোনভ্- (এঁর রচিত Russian People নামক নাটকটি এই বছর ন্যুইয়র্কে অভিনীত হয়েছে)—জয়ার কাহিনী নিয়ে একটি নাটক আর গীতিকার কোভ্যালেভ্‌স্কী একখানি গীতিনাট্য রচনা করছেন। ভাস্কর জেলিনস্কী ও লেভেডেভা মূর্তি গড়ছেন। রাশিয়ার হলিউড্ আলমা আটার একজন খ্যাতনামা প্রযোজক জয়ার কাহিনী অবলম্বনে ছবি তুলছেন। যুগ-যুগান্তের সাহিত্যিক ও শিল্পীবৃন্দ জয়ার স্মৃতিপূজার যে- শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবেন এ শুধু তার ভূমিকা।

জয়ার মা বল্লেন, ওর স্কুল পাঠ্য বইগুলি, স্কুলের জন্য লিখিত রচনাবলী, ডায়েরী প্রভৃতি সব ছোটখাট জিনিষ পত্র, দেশের বিভিন্ন মুজিয়ম্যাগুলি আদায় করে নিয়ে গেছে। তাঁর নিজের কাছে স্বীয় কন্যার হাতের লেখার সামান্য নমুনাই পড়ে আছে। সমগ্র রাশিয়ার সহরে, গ্রাম, স্কুল, ফ্যাক্টরী, মুজিয়াম প্রভৃতির জয়ার নামানুসারে নূতন নামকরণ হচ্ছে।

কঠোর পরীক্ষা বা বিজয়ের মুখে রুশ মেয়েরা মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করবে—এ ক্ষেত্রে জয়া হলে কি করত? ওয়ার মত হতে হলে আমার কি করা উচিত? এই মেয়েটি রুশ জনগণের মনকে এমন ভাবে নাড়া দিয়েছে যা আমাদের কালে বা পূর্বকালের রুশ ইতিহাসেও আর ঘটেনি।

এই আঠারো বছরের স্কুলের মেয়ে জয়া, জাতীয় সাধু সন্তের পর্যায়ে পৌছেচে। ও যে গরিলা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সেখানে ও ট্যানিয়া নামে পরিচিত ছিল। ওর ফাঁসী হবার কয়েক সপ্তাহ পরে সমগ্র জাতির নেতৃস্থানীয়া হয়ে উঠ্‌লেও জনসাধারণ ওর আসল নাম জান্‌তো না। এই দেশপ্রাণতার কথা সর্বপ্রথম শোনার সময় ওর মা পথে একটি গাড়িতে ছিলেন তবু তিনি এই ঘটনার সংগে নিজের মেয়েকে বিজড়িত করেননি। প্রশ্ন করার সময় জার্মান প্রশ্নকর্তা ওর প্রকৃত পরিচয় জানবার জন্য ভীষণ অত্যাচার করেছে কিন্তু সাফল্য লাভ করেনি। ওর মুখ থেকে কিছুতেই এ কথা প্রকাশ হল না, কারণ জয়া আত্মপরিচয় অপ্রকাশ রাখ্‌তে সমর্থ হয়েছিল—অনেক পরে আসল তথ্য প্রকাশিত হল।

একটি গ্রামের জনৈক সাহিত্য শিক্ষয়িত্রী আমাকে বলেছিলেন তাঁর ধারণা পুস্‌কিনের '*Eugene Onegin*' এর নায়িকার নাম থেকেই জয়া ওর ছদ্মনাম সংগ্রহ করেছে। রাশিয়ার—সযত্ন পালিত মেয়েদের সম্পর্কে এই ধরণের উক্তি নিছক ভাবালুতা মনে করে আমি প্রথমটা কথাটি অবিশ্বাস করেছিলাম। শিক্ষয়িত্রীকেও সেই কথা বল্‌লাম। মহিলাটি বল্লেন—

"আমার ক্লাসে একবার এসে মেয়েদের মুখে পুস্‌কিনের ট্যানিয়া চরিত্রের আলোচনা শুনে যাবেন। এদিনের রুনায় তারুণ্যের ভাবালুতার কিছু পরিচয় পাবেন।"

পরে ট্যানিয়ার মার সংগে দেখা হতে প্রশ্ন করেছিলাম শিক্ষয়িত্রীটির এই ধারণা তিনি সমর্থন করেন কি না।

তিনি বল্‌লেন—আমি কখনো আমার মেয়েকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিনি, কারণ যুদ্ধে যাবার পর ওর সংগে আর আমার দেখা হয়নি। খুব সম্ভব এই কথাই ঠিক। পুস্‌কিনের নায়িকা ওর প্রিয় চরিত্র। *Eugene Onegin*, এর সবটাই ও মুখস্থ বলে যেতে পারত।

মেয়েটির সম্পূর্ণ নাম ছিল জয়া কস্‌মোডেমিনস্‌কয়া, সকল রুশ নামের মত এই নামটি সন্তজনের নাম থেকে গৃহীত, কস্‌মা ও ডেমিয়া (কস্‌মস্‌ এবং ডামিয়েন) এই দুটি নামের সংযোগে তার নাম করণ হয়েছিল। তামবোভ্‌ প্রদেশের ওসিন্নভি গায়ী গ্রামে কিষাণদের ঘরে ১৯২৩ খৃস্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর জয়ার জন্ম হয়।

এ অঞ্চলটি তার কালো মাটি, বনসম্পদ, আঁঠাল মাটি, রমণীয় ঘোড়া, আর হিংস্র নেকড়ে বাঘের জন্য খ্যাত। ওসিন্নভি গায়ী গ্রামটি আয়তনে বড়, প্রায় পাঁচ হাজার লোকের

বাস ও সন্নিহিত গ্রামগুলির বাণিজ্য কেন্দ্র। আধুনিক যন্ত্রযুগ সম্পর্কে গর্ব করার মতো কিছুই এদের নাই। ঝড় আর জলে গ্রামের বাইরের গভীর খাদগুলি ক্রমশই গভীরতর হয়ে উঠছে। চারিদিকে রাই, গম, যব, আলু, বজরা, বার্লি প্রভৃতির ক্ষেত। শীতে যখন তুষার পড়ে উলের জামা কাপড় ভেদ করেও যেন তুষার কনা গায়ের ভিতর ঢোকে, আর নেকড়েগুলো তুষার ঢাকা খাদের ভিতর এসে আশ্রয় নেয়—ক্ষুধার তাড়নায় মরিয়া হয়ে নেকড়েরা মাঝে মাঝে গ্রামের ভিতর ঢুকে ভেড়া বা তদনুরূপ লোভনীয় শীকার আহরণ করে নিয়ে যায়। বসন্তে শোভা ও সৌন্দর্যে প্রকৃতির রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রান্তর ও মাঠ ফুলে ফুলে ভরে ওঠে।

জন্মের সময় জয়া ছিল অত্যন্ত রোগা। ওজন ছিল রাশিয়ান মাপের ছ' পাউণ্ড মাত্র। এই মাপ আমেরিকান মাপ অনুসারে সাড়ে পাঁচ পাউণ্ডের মত। ছোটবেলায় মুখখানি ছিল ফরসা, নীলাভ চোখ আর তরঙ্গায়িত ঘনকালো চুল। তাড়াতাড়ি ও বেড়ে উঠ্‌ল, একবছর বয়সে শুধু যে দাত উঠ্‌ল তা নয়, কথা কইতে আর হাটতে শিখ্‌ল। মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী, ক্রীড়াশীলা ও বাধ্য ছিল, ছোট বেলা থেকেই গৃহস্থালীর কাজে মাকে সাহায্য করত, ছোট ভাইটিকে দেখাশোনা করত।

ওদের পরিবারবর্গ সাইবেরীয়ায় উঠে এল ওর যখন ছ বছর বয়স, জীবনে এই প্রথমবার জয়া ট্রেনে চড়ল, যে সাতদিন এই ট্রেনযাত্রা স্থায়ী হয়েছিল জয়ার জীবনে তা পরম রমণীয় হয়েছিল।

সাইবেরীয়ার গভীরে কানস্ক্ শহর যাত্রা একটা অভিযান বল্লেই চলে। কাঠের এমন অপরিমিত ব্যবহার আর কোথাও জয়া দেখেনি। কাঠের বাড়ি, কাঠের ছাত, কাঠের রাস্তা, সর্বত্রই কাঠ। ওর জন্মস্থানে গ্রীষ্মকালেও কানস্কের মতো প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য দেখা যায় না। এখানের রুটী কালো নয়, সব শাদা। শীতে এখানকার অধিবাসীরা স্বহস্তনিহত পশুদের পশমের পোষাকে গায়ে দেয়। কানে নদীর মত প্রশস্ত ও দ্রুততরঙ্গ নদী তারা কখনো দেখেনি, এই নদী ছিল ওর কাছে অপার আনন্দ। জয়া মাঝে মাঝে ভায়ের সংগে নদীতে গিয়ে জল নিয়ে এসেছে বা তরঙ্গের তালে নদীর ধারে ছুটে বেড়িয়েছে—এই নদীতীর ওর ছিল অত্যন্ত প্রিয় খেলার মাঠ।

সিডার, পাইন ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় গাছের অরণ্যে ঢাকা গ্রামখানি ছায়া সুনিবিড়। বন বিড়াল, নেকড়ে, ভাল্লুক, বরাহ প্রভৃতি পশুবৃন্দ এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। জয়ার কিন্তু গৃহপালিত বা অরণ্যচর পশুগুলিতে ভয় নেই। বন ওকে টান্‌ত, সে মাঝে মাঝে ভাই ও অপরাপর ছেলেমেয়েদের ঐ বনের ভিতর খেলতে যাবার জন্য টানাটানি করত। বনে র‍্যাসপ্‌ব্যারী আর মাসরুম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত, বহুলোক কাঠের আঁকশী নিয়ে এই সব ফল তুলে আনার জন্য যেত। ভাল্লুকেও র‍্যাসপবেরী খেতে আসে। জয়ার মনে কিন্তু কখনও ভাল্লুকের দুর্ভাবনা হয়নি। সুবিধে পেলেই ও র‍্যাসপবেরী তুল্‌তে যেত। এখানে চেরীও প্রচুর হয়, সাইবেরীয়রা থলে বোঝাই করে এই চেরী সংগ্রহ করে, পরে শুখিয়ে নিয়ে পেষাই করে, চূর্ণ অংশ বা পেষ্ট্রী প্রভৃতি মেশায়। জয়াও চেরী সংগ্রহ করত। সুদূর সাইবেরীয়

শহর কনস্কের এই সুপ্রচুর দুঃসাহসিক বৈচিত্র্যে ও বিস্ময়কর পরিবেশে জয়ার পুলকের আর সীমা থাকৃত না।

একবার জয়া আর তার বাবা-মা অপর শহরে বেড়াতে গিয়েছিলেন—হোটেলে ফিরে এসে দেখেন জয়া নেই। মা অনুসন্ধানে বেরোলেন, সারা শহর ঘুরে বেড়ালেন, কিন্তু কোথায় জয়া, জয়া চিহ্ন নেই। শংকাপূর্ণ চিত্তে বাড়ি ফিরে এসে তিনি কাঁদতে লাগ্‌লেন। জয়াকে খুঁজ্‌তে বেরিয়ে জয়ার বাবা অল্প সময়ের ভিতর তাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন।

শহর আর বনটা ঘুরে দেখ্‌তে গিয়ে বাড়ী ফেরার পথে সে হারিয়ে গিয়াছিল, হোটেলের পথ চিন্‌তে পার্‌ছিল না, তাকে কোতোয়ালীতে রেখে দিয়েছিল। জয়ার বাবা গিয়ে দেখ্‌লেন ও বেশ নিশ্চিন্তমনে বসে গ্রাসে করে চা খাচ্ছে, যেন নিজের বাড়ীতে আছে, আর নিজের প্রদেশের মত সহজ ভাবে তাম্‌বোভ্ প্রদেশের কথা কয়ে চলেছে। শংকা বা আতংক জয়ার চরিত্র-বিরুদ্ধ। বাল্যকাল থেকে ভয় ওর অজানা।

এক বছর সাইবেরীয়ায় থাকার পর ওরা ত্যাম্‌বোভে ফিরে এল। দাদামশায়ের হাতে ছেলেমেয়েদের রেখে দিয়ে বাবা-মা মস্কো গিয়ে সংসার পাত্‌লেন। বাবা-মার জন্য জয়ার মন কেমন কর্‌ত, শীঘ্রই রাজধানীতে বাবা মার সংগে ওর পূর্ণমিলন ঘট্‌লো।

আট বছর বয়সে জয়া স্কুলে ভর্তি হয়ে যথারীতি পড়াশোনা সুরু কর্‌ল। রাশিয়ার শিশুজন-প্রতিষ্ঠান পাইওনীয়ার্স-দলে যোগ দিয়ে তাদের শিক্ষা ও বাণীতে দীক্ষিত হয়ে উঠ্‌ল, এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাধারা মস্কো প্রোটেষ্টাণ্ট-সান্‌ডে স্কুলের অনুরূপ। পাইওনীয়ার্স্‌রা ধূমপান অপছন্দ করেন ; মিথ্যা কথা বলা, বাবা-মা বা অন্যান্য গুরুজনে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, জীবে ও বন্ধুজনে দয়া ও সমাজ সেবাই এই প্রতিষ্ঠানের ব্রত (অনেকটা ব্রতচারী দলের মত)। জয়ার কাছে এই সব শুধু কথা মাত্র ছিল না। দৈনন্দিন-জীবনে এই নির্দেশনামা পালন করে প্রতিদিনের প্রবৃত্তিও নিয়ন্ত্রিত কর্‌ত।

ক্লাসের মিটিংএ এবং বাড়ীতে ওর কথাই ছিল "আমি ন্যায় বিচার চাই।"

ওর মা বলেন—ওর কাছে ন্যায় বিচার ছিল পরিপুতির প্রকাশ।

অতি অল্প বয়স থেকেই ওর স্বভাব ছিল স্পষ্ট ও অকপট। মিথ্যাবাদী বা ভণ্ডকে ও ঘৃণার চোখে দেখ্‌ত।

ছাত্রী হিসাবেও মেয়েটি চমৎকার ছিল, পড়াশোনায় কখনো পিছিয়ে ছিল না। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী থেকে বরাবর 'চমৎকার'। এই মন্তব্য নিয়ে পরীক্ষা পাশ করেছে। রুশীয় স্কুলগুলিতে এই কথাটিই সর্বোচ্চ সম্মানজনক।

দশ বছর বয়সে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে জয়ার পিতৃবিয়োগ হয়, তদবধি সে ছিল ওর মার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিরাট শহরে দুটি সন্তান প্রতিপালন করা সামান্য স্কুল শিক্ষয়িত্রী ওর মা লুগেফ টিমোফিয়েউনার পক্ষে বড় সহজ কাজ ছিল না। স্বামীকে তিনি গভীর ভাবে ভালোবাস্‌তেন, বৈধব্য তাঁর কাছে সীমাহীন দুঃখের কারণ হয়ে উঠ্‌ল। অনেক সময় দুর্দশায় পড়ে তিনি করুণ ভাবে কাঁদ্‌তেন। জয়া তখনই মার গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌ত- ছিঃ কেঁদোনা মা, সব ঠিক

হয়ে যাবে। আমি বড় হই তখন তোমার ভার নেব, দেখো তুমি, করি কি না,—তোমার আর কোনো ভাবনা থাক্‌বে না—'

এই ধরণের ভালোবাসার প্রকাশে মা ও মেয়ে ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল।

পনের বছর বয়সে জয়া পাইওনীয়ার দল ছেড়ে সোভিয়েট তরুণদের প্রতিষ্ঠান 'কমসোমলে' যোগদান কর্‌ল এই প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়ে ওর আনন্দ হল - পাইওনীয়ার দলের মত আন্তরিকতার সংগে কমসোমলের করণীয় কাজগুলি করে যেতে লাগ্‌ল। এই ভাবে ও সামাজিক কাজ সুরু করল। ওদের বাড়ীর ঝির একটি মেয়ে ছিল, সে সাধারণ শিক্ষালয়ে যেতে পার্‌ত না, জয়া তাকে লিখ্‌তে ও পড়্‌তে শেখালো। অন্য সব মেয়েদের ও প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল যে, তারা প্রত্যেকে অন্ততঃ দশজন অশিক্ষিতা মহিলাকে লিখ্‌তে ও পড়্‌তে শেখাবে। জয়ার মনে হ'ত ও বড় হয়ে উঠেছে, নিজের প্রতি, মায়ের প্রতি, সমাজের প্রতি ওর দায়িত্ব-বোধ জাগল। যতই বড় হতে লাগ্‌ল এই দায়িত্ব বোধ ততই বেড়ে চল্‌ল, সামাজিক কাজে দায়িত্ব-বোধ প্রকাশে জয়া ততই আগ্রহান্বিত হয়ে উঠ্‌ল।

মা একটি কারখানার স্কুলে পড়াতেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন—এক সময় চারটি বিভিন্ন কারখানায় চার রকমের কাজ করেছি। সমস্ত দিন কাজে কেটে যেত, বাড়ী ফিরে দেখ্‌তাম সব তৈরী, ডিনার তৈরী, ঘর মোছা হয়েছে, আগুন তৈরী, বাজার থেকে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কেনা হয়েছে।

জয়া সব কিছু নিজে তৈরী করে রাখ্‌ত। যখন খুব ছোট তখন থেকেই সে ঠিক করেছিল বড় হয়ে একটা কিছু কর্‌বে। অঙ্কে ও কাঁচা ছিল, তাই ওর ভয় হ'ত, কোনোদিন ও ভালো ইঞ্জিনিয়ার হতে পার্‌বে না, কিন্তু বই ওর খুব ভালো লাগ্‌ত, ও স্বপ্ন দেখ্‌ত লেখক হবে, বিশেষতঃ—সাহিত্য সমালোচক হবে।

একবার ও ডায়েরীতে লিখেছিল :

"নিজেকে সম্মান করো ; নিজেকে খুব বাড়িয়ে ভেবোনা ; নিজের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকোনা ; এক পেশে হয়োনা ; লোকে আমার শ্রদ্ধা করে না, চিন্‌লো না, এ কথা বলে কখনো চেঁচিয়ো না ; নিজেকে তৈরী করার জন্য চেষ্টা করো, তা হলেই নিজের মধ্যে অধিকতর বিশ্বাস সঞ্চয় করতে পারবে।"

যে-দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন মেয়ের এই চিন্তাধারা, কোনো প্রকার অসাফল্য তাকে হতাশ বা আদর্শভ্রষ্ট কর্‌তে পারে না।

খুব পড়্‌ত জয়া। একটা লাইব্রেরীতে যথেষ্ট বই পেত না তাই অনেক জায়গা থেকে বই সংগ্রহ কর্‌ত। যে সব কারখানায় পড়াতেন সেই সব কারখানার লাইব্রেরী থেকে ওর মাকেও বই নিয়ে আস্‌তে হত।

রাশিয়ার প্রাচীন সাহিত্য, উপন্যাস, সমালোচনা বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য সমালোচনা জয়ার বিশেষ প্রিয় ছিল। চেরনিসেভ্‌স্কী, ডোবরুলুবভ্‌, পিসারেভ্‌, বেলিনস্কি—প্রত্যেকের রচনা ও আগাগোড়া পড়েছে। শুধু এই সব সাহিত্য সমালোচকের

রচনা নয় (এদের রচনা অনেক ক্ষেত্রে উদ্দীপনাময় সামাজিক উপদেশ), তাঁদের সম্পর্কে যা লিখিত হয়েছে এবং তাঁদের জীবন কথা সবই জয়ার পড়া ছিল।

রুশ ইতিহাস ও লোকসাহিত্য তার অন্তর আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রুশ স্কুলগুলিতে জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় বিষয়াবলী শিক্ষাদানের অধিকতর প্রচলনের ফলে—জয়ার মনে দেশাত্মবোধ বিশেষ ভাবে জাগ্রত হ'ল। স্বজাতির অতীত সম্বন্ধে অশেষ আগ্রহে সে গভীর ভাবে চিন্তা করত। জ্ঞানী, সর্বজনপ্রিয়—রুশ লোক সঙ্গীতের নায়ক ইলাইয়া মুরোমেজ ছিলেন ওর কাছে পূজনীয়। হাইস্কুলের ছাত্রী অবস্থায় মুরোমেজকে রাশিয়ার জাতীয় চরিত্রের প্রতিমূর্তি হিসাবে চিত্রিত করে সে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিল। আজো সেই রচনা সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে গণ্য করা হয়।

ভঙ্গী ও আঙ্গিকে রচনাটি এতই মনোহর যে শিক্ষকরা ক্লাসে প্রায়ই এই রচনাটি পড়ে থাকেন।

রুশ ইতিহাসের বীরবৃন্দ ওর কাছে পূজনীয়। আলেকজাণ্ডার নেভস্কী, মিখাইল কুটুজোভ, আলেকজাণ্ডার সুভারোভ, ডিমিট্রি ডনস্কয়, প্রভৃতির নাম রাশিয়ায় সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করা হয়। এদের জীবনী ও পড়ত, তাঁদের কার্যাবলীতে গৌরব বোধ করত। দেশাত্মবোধ, রাশিয়ার অতীত ও বর্তমানের প্রতি প্রীতি জয়ার চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়েছিল। *War and Peace* ছিল ওর প্রিয় নভেল। মাঝে মাঝে স্কুলে এই মহাগ্রন্থের অন্যতম নায়ক কুটুজোভ সম্পর্কে ও বক্তৃতা করত। বরোদিনোর যুদ্ধের বিবরণ ও নেপোলিয়ঁর আক্রমণ কালে গরিলাদের সংগ্রামের কথা ওর এত ভালো লাগত যে মুখস্ত করার উদ্দেশে ও বার বার সেগুলি হাতে লিখত।

শুধু রুশ লেখক ও রুশ সাহিত্যেই ওর পড়াশোনা সীমাবদ্ধ ছিল না। রুশ ভাষায় অনূদিত হবার পর থেকেই বায়রণ রুশ তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ প্রিয়, বায়রণ জয়ার অন্যতম আদর্শ দেবতা, ডিকেন্সও তাই। ওর মা আমাকে সুন্দর ভাবে লিখিত একখানি বইএর তালিকা দেখিয়েছিলেন, জয়া ঐ বইগুলি তাঁকে কারখানার লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করতে বলেছিল। ঐ তালিকায় বায়রনের পাঁচটি কাব্য, মলিয়ারের পাঁচখানি নাটক, ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড, নিকলস্ নিকলবী, টেল অব্ টু সিটিস্ প্রভৃতি ছিল। প্রস্পারে মেরিমে, গী দে মোপাসা, ফ্লবেয়ার, মার্ক টোয়েন, লংফেলো, ওয়ালটার স্কট, রাবেলিয়াস্, ভিক্টর হুগো, জ্যাক লনডন, আলফস্ দোদে, সার্ভেন্টিস্ প্রভৃতি সবায়ের রচনা ও পড়েছে।

জয়ার মা বল্লেন—মেয়েটার স্মরণ শক্তি ছিল অদ্ভুত। কোনো কবিতা ওর ভালো লাগলে একবার মন দিয়ে পড়লেই ও মনে রাখতে পারত। লোক-সঙ্গীতের কবি নেক্রাসেভের আর্ধেক কবিতা ওর কণ্ঠস্থ ছিল।

সঙ্গীত ও থিয়েটার জয়া বইয়ের মতই ভালোবাসত। প্রায়ই ওর মাকে বলত—মা থিয়েটারের টিকিট সংগ্রহের সুযোগ কখনও ছেড়ো না।

মা অবশ্য সুযোগ ছাড়তেন না। মা ও মেয়ে দুজনে প্রায়ই একসঙ্গে থিয়েটারে

যেতেন। গীতি-নাট্য হিসাবে *Eugene Onegin,* আর গীতিকার চেইকোভস্কি ওদের প্রিয় ছিলেন।

ওর মা বল্লেন—বিটোফেনের সুর জয়া ভালোবাসত, শোনবার কোনো সুযোগ ছাড়তোনা। গ্যয়টের যে সমর সঙ্গীত (*Egmont*) বীটোফেন সুর করেছিলেন, জয়ার সেটি মুখস্থ ছিল। প্রায়ই ও সেই সুর আবৃত্তি কর্‌ত। একটি স্কুলের খাতায় সুন্দর গোল অক্ষরে এই স্বরলিপিটি লেখা আছে দেখ্‌লাম। জয়া কখনো *Anna Karenina* দেখেনি। জয়ার মা বল্লেন—এমনই ভীড় হ'ত যে কখনো টিকিট সংগ্রহ করা যায়নি। এই বইটি দেখার বড় সখ ছিল ওর।

অনেক সময় পঠিত গ্রন্থাবলী থেকে পছন্দমত অংশ ও ডায়েরীতে টুকে রাখ্‌ত। কতকগুলি উদ্ধৃতি তুলে দিলাম, এই থেকেই মেয়েটির চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে।

শেখভ—মুখ, পরিধেয়, চিন্তা আর আত্মা—মানুষের সব কিছুই সুন্দর হওয়া চাই।

মায়াকোভস্কী -কম্যুনিষ্ট হওয়ার অর্থ—চিন্তায়, বিবেচনায়, কাযে সর্ব-বিষয়ে দু সাহস।

চেরনিসেভস্কী—বিনা প্রেমে চুম্বনের চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়।

জেনারেল কুটুজোভ—"দশটি ফরাসীর বিনিময়েও একটি রাশিয়ান দিতে চাই না।"

জয়া লিখেছিল, সেক্‌স্‌পীয়রের ওথেলোর বিষয়বস্তু, নৈতিক পরিচ্ছন্নতা ও সুউচ্চ আদর্শের জন্য মানুষের সংগ্রাম—মানুষের প্রকৃত ও উচ্চ অনুভূতির বিজয়।"

এই মন্তব্য মেয়েটির রোমান্টিক প্রকৃতি ও নৈতিক নিষ্ঠার পরিচায়ক।

আমি ওর মাকে প্রশ্ন কর্‌লাম, জয়া যে রকম রোমান্টিক মনোবৃত্তির মেয়ে ছিল, গান, কবিতা, থিয়েটার, বায়রন, পুস্‌কিন, লারমনটভ, নেক্রাসভ্‌ ও টলষ্টয় যার এত প্রিয়, পুরুষ বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় সে কি আগ্রহান্বিতা ছিল?

মা বল্লেন—তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

জয়ার অনেক গুণগ্রাহী ছিল, কিন্তু সেই সব ছেলেদের মধ্যে বিশেষ ভাবে কারো প্রতি জয়া আকৃষ্ট ছিল কিনা তার তা জানা নেই।

স্কুলে অন্যান্য মেয়েদের মত পুরুষ বন্ধুদের কাছে চিঠি পাঠানোর সে পক্ষপাতি ছিল না। এই ধরণের বেহায়াপানার সে বিরোধী ছিল। তাদের স্কুলেই ওর ভাই সুরা পড়্‌ত, একবার উনি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোনো বিশেষ ছেলের উপর জয়ার আকর্ষণ আছে কিনা, ছেলে উত্তর দিয়েছিল, এ সব জয়ার নিজস্ব ব্যাপার, আমি কি জানি।

ওর মা বল্লেন এক সময় ওর জন্য আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌তাম, ভাব্‌তাম ওর এই ভাবালু ভংগীমার ভিতর হয়ত কিছু গোল আছে, জয়ার কাছে কিছু বল্‌তে পারি না, কারণ হয়ত ও কিছু জবাবই দেবেনা- নয়ত বল্‌বে এসব অবান্তর কথা নিস্প্রয়োজন, ষোল বছর বয়সের পর জয়া আর্শীতে নিজের আকৃতির দিকে দেখ্‌ত। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে নূতন করে নজর দিতে লাগ্‌ল। এক জোড়া নতুন ফ্যাসনের জুতো কিনে দেবার জন্য আমার কাছে আব্‌দার

ধরলো। তবু আমার মনে একটা উৎকণ্ঠা ছিল, শেষে একদিন ওর স্কুলে গিয়ে অন্য ছেলে মেয়েদের সংগে ওকে দেখ্‌লাম। সর্বপ্রথম তার চোখে আগুন দেখ্‌লাম, অনেকটা স্বস্তির ভাব মনে নিয়ে ফিরে এলাম। বুঝলাম সে মাছ নয় স্ত্রীলোকের রক্তই তার দেহে প্রবহমান।

তবু কোথাও কোনো ছেলের প্রতি জয়ার প্রীতির কথা জানা গেল না অথচ বয়স্ক লোকে অনেক সময় ওকে নিমন্ত্রণ কর্‌ত, ফুল পাঠাত, স্কেটিং এ যেত, ওর সংগে মিশত। জয়ার কাছে হাল্‌কা ধরণের খেলাধূলা ও স্কেটিং খুব প্রিয় ছিল। অন্যান্য হাই স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মতো জয়াও সামরিক শিক্ষা লাভ করছিল, ওর লক্ষ্যজ্ঞান ছিল চমৎকার—বেয়নেট চালাবার কৌশল তার বিশেষ আয়ত্তাধীন ছিল।

স্বাস্থ্যবতী মেয়ে জয়া বেশ তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠ্‌ল—আঠারোতেই মার মাথার সমান হয়ে দাঁড়াল। তরঙ্গায়িত ঘনকালো চুলগুলি ছোট করে ছেঁটে ফেল্‌ল। মেয়েটি সতর্ক, শ্রীময়ী ও হাস্য পরিহাসপ্রিয়, কদাচিৎ ওর চোখে জল দেখা যেত। পরিচ্ছন্ন জীবন যাত্রা সম্পর্কে তার উন্মত্তের মতো ঝোঁক—পরিচ্ছন্ন জীবন বল্‌তে জয়া বোঝে সত্যকথা বলা, বন্ধুত্ব, ধূম ও মদ্যপানে বিরত থাকা, ভড্‌কা বা অন্যবিধ মদ্যপান সে মোটেই পছন্দ কর্‌ত না। নিজে ধূমপান কর্‌ত না—ওর মাকেও সিগারেট ছাড়াবার জন্য চেষ্টা কর্‌ত।

জয়ার মা বল্লেন, কখনো মনটা খারাপ হলে আমি একটা আধটা সিগারেট খেতাম, আমার মত দুটি সন্তানের বিধবা জননীর জীবন ত' খুব সহজ নয়। অনেক সময় মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য একটির পর একটি সিগারেট টেনে চলছি। জয়া যদি দেখ্‌ত—আমার গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌ত—খারাপ লাগ্‌ছে, মা মণি? আমি বা সুরা কিছু করেছি কি?—তারপর ধীরে ধীরে আমার মুখ থেকে সিগারেটটি তুলে নিয়ে ফেলে দিত।

রাশিয়ার জার্মান আক্রমণের নিদারুণ অশুভ মুহূর্তে এই ছিল ভালো ছাত্রী, গৃহমুখী, ভক্তিমতী, দৃঢ়চিত্ত ও দৃঢ় মনোবৃত্তি সম্পন্ন মেয়ে জয়া কস্‌মোডেমিনস্কয়ার পরিচয়। রুশ দেশের বিশাল পরিধিতে সমাজ ও সংসারের একজন হয়ে ওঠার জন্য তখন সে মনে প্রাণে আগ্রহান্বিত।

২২শে জুন সকালে জয়ার মা একটা প্রয়োজনে বেরিয়েছিলেন। জার্মানীর আকস্মিক আক্রমণ সংক্রান্ত মলোটভের ঘোষণা তিনি শোনেন নি। বাড়ির ফেরার পরই জয়া আর ওর ভাই উভয়ে একই সঙ্গে, একই সুরে, মলোটভের ঘোষনার কথা বল্‌ল! রাশিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের পক্ষেও এই যুদ্ধের যে কি অর্থ সে কথাও জানালো। জয়ার চোখে সহজে জল আসে না এখন কিন্তু অশ্রুর প্লাবন নাম্‌লো।

জয়া বল্লে—সবই বদ্‌লে যাবে, জীবন অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর হয়ে উঠ্‌বে। জয়ার মা বা জয়া নিজে তখনো ঠিক বোঝেনি এই কথাই উভয়ের জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্য হয়ে দাঁড়াবে। সুরা বয়সে ছোট হলেও বোনের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ স্বাভাবিক দায়িত্ব সম্পর্কে সে সচেতন। তাই জয়া যখন বল্‌ল সেনাদলে মেয়েদের পুরুষের মত ভর্তি করে না, এর চাইতে পরিতাপের আর কি আছে, তখন ভাই চটে গেল।

জয়া বল্‌ল—আমি যাবো মা, আমার লক্ষ্য খুব নির্ভুল।

শঙ্কিতচিত্তে জননী মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, সে মুখের আকৃতি বিভিন্ন, সেই পরিবর্তিত ভঙ্গী মাকে ভীত ও সচেতন করে তুল্‌ল।

জয়ার মা আমাকে বল্লেন—আমার কেবল মনে হল আমার মেয়ে হয়ত কোনদিন সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে যাবে।

তারপর মস্কোতে বোমাবর্ষিত হ'ল। জয়া কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি বা কাউকে অভিশাপও দেয়নি। বেশ আত্মস্থ ও সমাহিত ভাবেই ও রইলো। ফায়ার ব্রিগেডে ভর্তি হ'ল জয়া আর বিমান আক্রমণের সময় নিজের কর্তব্য পালন করে চল্‌লো—আক্রমণ কালে একবারও জয়া নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে লুকোয় নি।

দিন দিন মা মেয়ের ভিতর একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করতে লাগ্‌লেন। জয়ার গাম্ভীর্য, দৃঢ়তা ও চিন্তাশীলতা যেন বেড়ে চলেছে। অনেক সময় একাকী বসে চিন্তা করার সময় মনে হত যেন ওর ঠোঁট দুটি দৃঢ়ভাবে বন্ধ হয়ে আছে, চোখে আগুন জ্বল্‌ছে, দৃঢ়তা. ও যুদ্ধের আগুনে তার অন্তর পুড়ে যাচ্ছে। এই আগুন মাকে বিস্মিত ও চিন্তিত করে তুল্‌ত।

একে একে স্মলেনস্ক্‌ ও কিয়েভের পতন ঘট্‌লো। প্রতিদিন জার্মানরা রুশ রাজধানীর কাছে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। সেপ্‌টেম্বর এল। শীতল ও বর্ষামুখর মধ্য রাশিয়ার সেপ্‌টেম্বর। স্কুল বন্ধ হয়ে গেল আর জয়া ওর ভায়ের সংগে একটা কারখানায় গিয়ে কাজে ঢুক্‌লো। জয়া কিন্তু খুসী হয়েছে। কাজটা খুবই সহজ এবং সাধারণ। আরো কিছু কঠিন ও প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ও ব্যাকুল ছিল। কারখানা ছেড়ে দিয়ে একটা শ্রমিক দলে ভর্তি হয়ে, রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন একটি ক্ষেতে আলু তোলার কাজে জয়া লেগে গেল। তুষার পড়তে সুরু হ'ল। শরৎকালে মস্কোর মাঠ হিমজর্জর শীতল ও কর্দমাক্ত। জয়া কঠিন পরিশ্রম করতে লাগ্‌ল ও সহকর্মী কমসোমলদের শৈথিল্যের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করতো। একদা এই প্রকার একটি সভার শেষে ঘরের এক পাশে বসে কেরোসিনের আলোয় ওর মাকে নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি লিখেছিল। চিঠির উপরকার তারিখ, ৩রা অক্‌টোবর, ১৯৪১—

"মা মণি আমার! এতদিন চিঠি না লেখ'র জন্য মাফ করো। চিঠি লেখ'র এতটুকু সময় নেই। মা তুমি নিশ্চই জানো আমরা সরকারী লোকদের আলু তোলার কাজে সাহায্য করছি। একজনের প্রতি-দিনকার কাজের পরিমাণ ১০০ কিলোগ্রাম ··২রা অক্টোবর আমি মাত্র ৮০ কিলোগ্রাম তুলেছিলাম।

মা আমার, তুমি কেমন আছো! সব সময়ই তোমার কথা আমি ভাবি আর তোমার জন্য অস্বচ্ছন্দ বোধ করি। আমি অত্যন্ত একা, আছি কিন্তু আলু তোলার কাজ শেষ হলেই ফিরে যাব। আমরা বেশ খেতে পাই, প্রচুর আলু আর তিন গ্লাস করে দুধ। কিছুদিন ধরে রাত্রে মাংসও পাওয়া যাচ্ছে। সুরা ও আমাদের আত্মীয়দের ভালবাসা জানাই। আমি ডায়েরী রাখ্‌ছি......"

পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে—মা, তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো, এখানকার কাজ বড় নোংরা এবং সহজ নয়, —আমার জুতো ছিঁড়ে গেছে কিন্তু তুমি ভেবো না—পরবার জন্য প্রচুর বন্দোবস্ত আছে। আমি সানন্দে ও সুস্থ অবস্থায় মস্কৌ ফিরব। তারপর রুশীয় আত্মনিন্দার ভঙ্গীতে যোগ করেছে—মা আমি তোমার অযোগ্য সন্তান, কিন্তু আমি তোমার চির আদরের মেয়ে জয়া।"

মস্কৌ প্রত্যাবর্তনের পর জয়াকে রোগা দেখালেও স্বাস্থ্যবতী মনে হল। গালে বেশ রঙ লেগেছে। আলুক্ষেতের কঠোর পরিশ্রম ওর সয়ে গিছ্‌ল আর সেখানে স্ত্রীলোকদের সংগে বেশ আলাপ পরিচয় হয়েছিল। বাড়ি ফেরার সময় ও এক থলে আলু নিয়ে এসেছিল চাষীদের কাছে যে রুটি তৈরী প্রণালী শিখেছিল বাড়ী এসেই মাকে তা শিখিয়ে দেওয়া হ'ল। আজও লুবোভ টিমোফিয়েভনা সেই প্রণালীতেই রুটী গড়েন।

জয়ার তিন সপ্তাহের অনুপস্থিতির ভিতর মস্কৌর অভূত পূর্ব্ব পরিবর্তন ঘটেছে। মস্কৌ আরো সতর্ক, কঠিন ও আত্ম সচেতন হয়ে উঠেছে।

ফ্যাক্টরী, দোকান ঘর, অফিস বাড়ি সব কামুফ্লাস করা বা রঙ বদলে শহরের চেহারা রূপান্তরিত করেছে। জার্মানরা এখনও সেই ভাবে দিন দিন অগ্রসর হচ্ছে। আকাশে যুদ্ধ ও মৃত্যুর পদধ্বনি। ট্রাকে চড়ে সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে চলেছে। দিনদিন জয়া নিজের প্রতি অপ্রসন্ন ও আশাহীনা হয়ে উঠ্‌ছে....একদিন ওর মাকে জয়া বল্‌ল—মা আমার যা করা উচিত তা করতে পারছি না বলে আমার মনে এতটুকু শান্তি ও স্বস্তি নেই।

মা বুঝিয়ে বল্লেন—মা, তুমি ছোটমেয়ে। এই ত সেদিন শ্রমিকদলের হয়ে মাঠে আলুর ক্ষেতে কাজ করে এলে, সেও যুদ্ধেরই কাজ, দেশের কাজ।

—ঐ টুকুই ত সব নয় মা!"

সেই সন্ধ্যায় জয়া ডায়েরীতে লিখ্‌ল:

"খ্যাতনামা গ্রাম্যবৃদ্ধা ভ্যাসিগা ও অন্যান্য কিষাণ গরিলারা (১৮১২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের) ছিল গোলাম ··· দেশের কাছে ওদের নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, তবু ওরা স্বেচ্ছায় দেশকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য তৈরী হয়েছিল। কি বিচিত্র অবস্থা! প্রাচীন কালেও রুশ নরনারীর মধ্যে কি অপূর্ব মহত্ব ও শৌর্য্যই না ছিল।

জয়া লিখেছে ··

আহা মার কি বেদনা বিজড়িত জীবন! আমি জানি মার কাছে আমি মেয়ের চাইতেও অধিক, অনেক কিছু। বাবার মৃত্যুর পর থেকে আমি মার ঘনিষ্ঠ সহচরী, আমার যদি কিছু হয়—কিন্তু এই অনিষ্ট চিন্তা করে সে নিজে অন্তরে ক্লেশ অনুভব করতে পায়নি বা নিজের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হয়নি। অর্থসূচক ভংগীতে ও এইভাবে ডায়েরী শেষ করেছে— "আমার দ্বারা কিন্তু অন্যথা সম্ভব হবে না।"

জয়া মন স্থির করে ফেলেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে যাই কিছু হোক্‌না ও স্থির সংকল্প!

মাদার রাশিয়া

নিজেকে অনুপ্রাণিত করার জন্য বা মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য ও গ্যয়টের নিম্নলিখিত সামরিক কবিতাটি ডায়েরীতে উদ্ধৃত করেছিল :

"The drum is resounding.
And shrill the fife plays,
My love for the battle
His brave troops arrays,
He lifts his lance high
And the people he sways.
My blood is boiling,
My heart throbs pit-pat,
Oh, had I a Jacket
With hose and with hat,
How fondly I'd follow
And march through the gate
Through all the wide province
I'd follow him straight."

এর নীচে জয়া লিখেছে কবিতাটি কি ভালই যে লাগে আমার, শক্তিশালী কবির রচনায় আবার অনুরূপ প্রতিভাসম্পন্ন সুরকার (বীটোফেন) সুর-সংযোজনা করেছেন। তারপর একশ বছর কেটে গেছে, তবু এই কবিতা আজো প্রাণে কি অপূর্ব অনুভূতিই না জাগিয়ে তোলে। তার নবতম সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জয়া লিখেছে, কাল সব স্থির হবে, আমার কাছে ত সবই ইতিমধ্যে ঠিক হয়ে আছে।"

প্রভাতে ওর যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মাকে কিছু না জানিয়েই জয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ওর স্তব্ধতা মার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুল্‌ল। তবু লুবোফ্ টিমেফিয়েভ্‌নার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে তাঁর মেয়ে একেবারে স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগ দিতে পারে। দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ভারাক্রান্ত মনে ছেলে সুরাকে নিয়ে তিনি ডিনারে বস্‌লেন। মনের ভিতর নানা চিন্তারাশি আলোড়িত হতে লাগ্‌ল। আহারান্তে জয়ার মা জানলার ধারে গিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন। তখন সবে শহরের উপর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌ছে। জয়ার জন্যই তিনি বাইরে তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু জয়ার চিহ্ন মাত্র নেই। 'পপ্‌লার' গাছের মত দীর্ঘ দেহ জয়াকে জনতার ভিতর থেকে চিনে নেওয়া যায়। জননী ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে চারিপাশে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। জয়ার লেখ্‌বার টেবিলের দিকে তাঁর নজর পড়্‌ল। একখানি বইএর পাতা খোলা রয়েছে, সেই পাতায় প্রাচীন রুশ পরিচ্ছদে সজ্জিত একটি মহিলার ছবি রয়েছে। ছবির নীচে লেখা আছে, "১৮১২ খৃষ্টাব্দের জনযুদ্ধের গরিলা 'ভ্যাসিলিসা কোজিন্না'— রাশিয়ার সেবায় অপূর্ব শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন, পাঁচ শত রুবলে পুরস্কৃত।" পাতা উল্‌টিয়ে ডেভিড্‌ভ, ফগ্‌নার, সেস্‌লাভিন্ প্রভৃতি অন্যান্য গরিলাদের ছবি দেখা গেল। বইখানি

বন্ধ না করে তিনি শিরোনামের দিকে লক্ষ্য করে দেখ্‌লেন, প্রফেসর তাবলের নেপোলিয় সম্পর্কিত গ্রন্থ। ঘরের কোণে জয়ার জুতাজোড়া পড়ে রয়েছে, আলনায় তার স্কার্ট ঝুলছে, খাবার টেবিলে অপরিষ্কার বাসন-পত্র ছড়ানো রয়েছে, মার চোখে কিন্তু সমগ্র ঘরখানি স্তব্ধ ও শূন্য মনে হতে লাগ্‌ল।

অনেক পরে জয়া ফিরে এল, তার মুখখানি উদ্ভাসিত, চোখ দুটি উজ্জল। মাকে আলিঙ্গন করে তাঁর মুখের দিকে লক্ষ্য করে জয়া বল্‌ল—

মা তোমাকে একটা গোপন কথা জানাব, আমি যুদ্ধে যাচ্ছি, একেবারে শত্রুর পিছনেই থাক্‌ব। খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ, আমাকে বিশ্বাস করে যে এই কাজ দেওয়া হয়েছে তার জন্যই আমি গর্বিত। কাউকে কিছু বোলোনা মা, ভাইটিকে পর্যন্ত নয়, বল্‌বে যে দাদামশায়কে দেখ্‌বার জন্য দেশে গিয়েছে, খবর্দার কাউকে জানিয়োনা যে তোমার মেয়ে গরিলা দলে ভর্তি হয়েছে।

মাকে কিছু বল্‌তে না দিয়ে জয়া মাকে বলে চল্‌ল দুদিনের ভিতর আমি চলে যাব, আমার জন্য তুমি একটা সেপাইদের থলি দিয়ো মা, আমরা দুজনে ঐ রকম থলি ত অনেক সেলাই করেছি। আর সব জিনিষ আমি নিজেই যোগাড় করে নেব। আমার বিশেষ কিছুর ত প্রয়োজন নেই, দু জোড়া আণ্ডারওয়ার, একটা তোয়ালে,—সাবান, ব্রাস, পেনসিল, কাগজ, এই যা—

মা চুপ করে রইলেন, তাঁর ভয় হ'ল চুপ করে না থাক্‌লে হয় ত তিনি কান্নায় ভেঙে পড়্‌বেন। দু'চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল, তবু অতিকষ্টে আস্তে আস্তে বল্লেন—নিজের ঘাড়ে অনেকখানি বোঝা তুলে নিচ্ছ মা, তুমি ত' ছেলে নও।

—তাতে আর আমাতে তফাৎ কোথায় মা ?

সামাজিক ও বুদ্ধিগত ভাবে—পুরুষের সংগে সমভাবে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে, পুরুষের সংগে মেয়েদের তুলনামূলক বিচারে বিশেষতঃ বহির্জগতের দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা সম্পর্কিত প্রশ্নে, জয়া অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠ্‌ত।

মা তবু বল্লেন—তোমার কি না গেলেই নয় ? যদি বাধ্যতামূলক ভাবে তোমাকে ভর্তি হতে হত তাহ'লে কোনো কিছু বলার ছিল না।

জয়া বলে উঠ্‌ল—ও রকম কথা বোলোনা মা মণি, বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা না হলে কি জন্মভূমি রক্ষা করা উচিত নয় ? গরিলার সবাই ত' স্বেচ্ছাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত।

গরিলারা! মার কানে কথাটা প্রচণ্ড আঘাত হয়ে বাজ্‌লো। আর তিনি নিজেকে সংযত রাখ্‌তে পারলেন না, যতই হোক্ জয়া স্কুলের ছাত্রী মাত্র, এখনো সে 'খুকী'।

জয়া মার হাত ধরে বল্‌ল—মা তুমিই ত' বলেছ সাহসী হ'তে হবে, সৎ হতে হবে। জার্মানরা যখন এগিয়ে আস্‌ছে তখন কি করে আমি বিভিন্ন ভাবে কাজ করব। আমাকে ত' তুমি জানো। আমি কি অন্য কিছু কর্‌তে পারি ?

জয়ার মা আমাকে বল্লেন—এর পরের দুদিন জয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফির্‌ল। কোথায় যে তার সময় কাটত কিছু বল্‌ত না আমাকে, আমিই বা কি করে প্রশ্ন করি! সেই

দুটি বিরল অবসর দিনে মনে হ'ত ও যেন হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে, বয়সের চাইতে অনেক বেশি। জয়া আমাকে বল্লে—'মা তুমি হতাশ হয়োনা, আমার যদি কিছু হয় তুমি অসহায় হয়ে পড়বে না, স্বয়ং সোভিয়েটরাষ্ট্র তোমার ভার নেবে।'

নিজের হাতে বাঁধা ও গোছানো জিনিষ পত্র আর কিটব্যাগ নিজেই পরীক্ষা করতে লাগল। আলুর ক্ষেতে কাজ করার সময় ও যে ডায়েরী লিখতে আরম্ভ করেছিল সেটিও নিয়ে যেতে চাইছিল, উনি কিন্তু নিষেধ করেছিলেন। জয়া মার কথায় রাজী হয়েছিল।

বাড়িতে জয়ার শেষ রাত্রি—মার চোখে আর ঘুম নাই, একই প্রশ্ন বার বার মনে জাগে।

—"আর কি ওকে দেখতে পাব? এখনও বাড়িতে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। এই কি এ বাড়িতে ওর শেষ ঘুম?"

সতর্ক পদক্ষেপে মা উঠে মেয়ের বিছানার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। জয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল ··

সে প্রশ্ন করল ব্যাপার কি মা? তোমার চোখে ঘুম নেই কেন?

—পাছে সময়ে ঘুম না ভাঙ্গে সেই জন্য ঘড়ি দেখতে উঠছিলুম, তুমি মা ঘুমোও, আরো একটু ঘুমিয়ে নাও—।

মা আবার বিছানায় গিয়ে শুলেন বটে কিন্তু কিছুতেই চোখে আর ঘুম এল না। আবার তাঁর ওঠবার বাসনা হ'ল। মনে হল জয়ার কাছে গিয়ে বুঝিয়ে দু কথা বল্লে হয়তো তার মন ফিরবে। মস্কো থেকে সপরিবারে চলে গেলে হয়ত সকলের পক্ষেই ভালো হবে। জয়া নিজেই ত' একবার এই প্রস্তাব করেছিল।

জয়ার মা বল্লেন—কিন্তু ভোরে উঠে যখন জয়ার শান্ত সমাহিত মুখের দিকে তাকালাম, তার দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট দুটির দিকে লক্ষ্য করলাম তখনই ভাবলাম, না, ওর মতের পরিবর্তন ঘটেনি।'

অতি-প্রত্যুষে জয়ার ভাই সুরা, জয়ার সংকল্প সম্পর্কে কিছু না জেনে, ইহ-জীবনে যে আর দিদিকে দেখতে পাবেনা একথা না ভেবেই, প্রতিদিনের মতো সহজভাবে কারখানার কাজে বেরিয়ে গেল। জয়া চীজ খেতে বড় ভালোবাসে। মা জয়ার জন্য একটুকুরো চীজ সঞ্চয় করে রেখেছিলেন।

মা ও মেয়ে এক সঙ্গে চা পান করলেন। তারপর জয়া বনের পথে যাত্রার জন্য সাজগোছ শুরু করল। মা নিজের পশমী সোয়েটার জয়াকে দিয়ে দিলেন।

জয়া প্রতিবাদ করে বলে—বারে, তুমি কি করে সোয়েটার না নিয়ে শীত কাটাবে?

মা কিন্তু মেয়েকে সোয়েটার পরিয়ে ছাড়লেন। জয়ার সাজগোছ শেষ হবার পর মা ও মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

মা দৃঢ়কণ্ঠে বল্লেন—তোমার ব্যাগটা আমাকে দাও। জয়া একটু আহত হয়ে বললে—ব্যাপার কি মা? তোমার মুখ শুখিয়ে গেছে, মনটা যেন ভার। আমার

৭

দিকে চেয়ে দেখ—ছিঃ তোমার চোখে জল। আমাকে বিদায় দিতে এসে চোখের জল ফেলো না।

বাধ্য হয়ে মার মুখে হাসি আন্‌তে হ'ল।—এই দেখো ত কেমন! এমন মেয়ের জন্য তোমার ত' গর্ব করা উচিত। হয় বীরের মতো ফিরে আস্‌ব—নয় বীরের মত মর্‌ব।"

মাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, চুমু খেয়ে, একটি ট্রামে উঠে জয়া চলে গেল।

মা বাড়ি ফিরে এলেন।—এখনও তিনি অনুভব কর্‌ছেন—মেয়ের উষ্ণ উপস্থিতি। মেয়ে কিন্তু আর নেই, অনেক দূরে চলে গেছে। আর কি ফির্‌বে? মার মন থেকে এই প্রশ্ন আর দূর হয় না, তবু জয়ার জন্য, তিনি যে জয়ার মা সে জন্য, একটা গর্বের ভাব মনে জাগে। তখন তিনি ভালোর দিকটাই ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

মিলিটারী ব্যারকে জয়া এসে হাজির হল, বিরাট ও গম্ভীর ঘরখানি। যে দলে সে ভর্তি হয়েছে সেই দলের অধিনায়ক ঘরের ভিতর একটি টেবিলের সামনে বসে আছেন। জয়ার মুখের দিকে দীর্ঘকাল অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে তিনি প্রশ্ন কর্‌লেন—

—তুমি কি ভয় পাচ্ছো?

—না, ভয় কি?

—বনের ভিতর সারারাত একা থাকা, ভারী বিশ্রী, না?

—আমার তা সহ্য হবে।

—জার্মানরা যদি তোমাকে বন্দী করে, অত্যাচার করে?

—সহ্য কর্‌ব, তবু বিশ্বাসঘাতকতা কর্‌বোনা।

অধিনায়ক প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন, আর জয়া—জয়া হিসাবে নয়, নূতন নাম ট্যানিয়া, এই নামে মস্কো ছেড়ে চলে গেল। ওর মাও এই নাম পরিবর্তনের কথা জান্‌তে পার্‌লেন না।

শীত এল....

প্রথমটায় বরফ পড়েনি, তবে মাটি তুষারে জমে গিয়েছিল, আর অরণ্যের যে অঞ্চলে জয়াদের গরিলাবাহিনীর সদর কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সেখানে পাণীয় জল সহজে মেলে না। একদিন সন্ধ্যায় জয়া একটা কেট্‌লী হাতে নিয়ে দূরে ফারকুঞ্জে পার্বত্য ঝরনা থেকে জল আন্‌বার জন্য গিয়েছিল। অন্ধকারে সে একটা গহ্বরের ভিতর হোঁচট খেয়ে পড়্‌ল। জয়ার যেন মনে হল সে একটা সিঁড়ি স্পর্শ করেছে। জয়া ভাব্‌তে লাগ্‌ল কি হতে পারে, জন্তু জানোয়ারের গহ্বর, গরিলাদের ডাগ্ আউট না জার্মান ফাঁদ? একটি দেশলাই-এর কাঠি জ্বালাতেও সাহস হয় না। এখন আলো-জ্বালা বিপজ্জনক। সন্ধানরত জার্মানরা হয়ত দেখ্‌তে পাবে, আর তার ফলে ওদের

সবাই শেষ হয়ে যাবে। এই ফাটল সম্পর্কে নিজে আরও অনুসন্ধান করতে তার আর সাহস হল না, সে দলে ফিরে দলপতিকে সংবাদ দিল।

আগুন নিভে গেছে, ছাই দিয়ে গরম করা মাটিতে গরিলারা সব শুয়ে আছে। জয়া দলপতিকে জাগিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বল্‌ল। সব কটি গরিলা উঠে ব্যাপারটি কি দেখার জন্য ছুট্‌ল, দেখা গেল রুশ গরিলাদের নয়—জার্মান সৈন্যের ডাগ আউট। চারিদিকে দ্রুত পলায়নের নিদর্শন—একটা কেরোসিন ষ্টোভ্, তার উপর স্যুপ্ ভর্তি একটি কেট্‌লী, বোতল, সুরা পূর্ণ কাপ, তাস, চামড়ার দস্তানা, ছোট্ট একখানি করাত, একটি রিভলবার।

গরিলারা আনন্দধ্বনি করে উঠল। চমৎকার তৈরী ডাগ্‌আউট, রাতটা এখানে বেশ আরামে কাটানো যাবে। কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালানো হল। আরো কিছুক্ষণ দেখার পর এক পিপা জল, কয়েক টিন সংরক্ষিত মাংস ও একথলি ময়দা পাওয়া গেল।

জয়া বল্‌ল···একটু অপেক্ষা করুন, আমি সবাইকে স্যুপ রেঁধে খাওয়াব।

গরিলারা ভুলে গেল যে তারা শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জয়ার কর্মপটুতা তারা লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল। হাস্য-পরিহাসে জয়াকে বিরক্ত করে গরিলারা অসীম আগ্রহে তার রান্নার প্রতীক্ষায় রইল। দশদিন ধরে ওরা জঙ্গলে একটুও গরম খাবার না খেয়ে কাটিয়েছে। এখন জয়া ওদের জন্য উষ্ণ নৈশ-আহার তৈরী করছে, মাংসের টুক্‌রো দিয়ে স্যুপ তৈরী করছে। খাবারের মত খাবার। গরিলারা জয়ার উপর প্রশংসাবর্ষণ করতে লাগ্‌ল, জয়াও এই প্রশংসায় সুখী হল। চির কঠিন ও চির কঠোর জীবনের ভিতর এই অপ্রত্যাশিত মধুর বিরতিতে ওরা সবাই অত্যন্ত সুখী হয়ে উঠ্‌ল।

কর্মব্যস্ত জয়া মাকে চিঠি লিখে পাঠাল। গরিলারা সেই চিঠি অংশ্য সীমান্তে বয়ে নিয়ে গেল, চিঠিতে মাত্র দু লাইন লেখা ছিল ··

"মা মণি, বেঁচে আছি ও ভালো আছি। চমৎকার লাগ্‌ছে—তুমি কেমন আছো? তোমার জয়া।"

তারপরই দ্বিতীয় পত্র গেল,

১৭ই নভেম্বর তৃতীয় পত্র এল—

"মা মণি, বাড়ির সব খবর কি? তুমি কেমন আছো? ভালো আছো! যদি পারো আমাকে দু এক লাইন লিখো। আমার বর্তমান কাজ থেকে একটু অবসর পেলেই একবার গিয়ে তোমাকে দেখে আস্‌ব। তোমার জয়া।"

মা উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌লেন। প্রতিদিনই মেয়ের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লেন। সুবিধা পেলেই তিনি একটুকরো চাজ সংগ্রহ করে রাখ্‌তেন, জয়া ভালবাসে। দিন কেটে যায়, সুদীর্ঘ দিন—জয়ার আর দেখা নেই। মায়ের মনে একটা ভয় জাগ্‌লো। সামরিক সদর কার্য্যালয়ে তিনি অনুসন্ধান করতে লাগলেন, তাদের কাছেও কোনো সংবাদ নেই, জয়া একটা বিশেষ দায়িত্বের কথা লিখে ছিল। কি বিশেষ দায়িত্ব? কোথায় বা সেই কাজ? যদি

তিনি জান্‌তেন! এখন কিন্তু গরিলারা অত্যন্ত গোপন ভাবে কাজ কর্‌তেন। জঙ্গলের ভিতর ইতঃস্ততঃ বিচ্ছিন্ন গরিলা বাহিনীর সংগে যোগাযোগ রাখা বা সংবাদ রাখা কঠিন। জয়া আস্‌বে, সে নিশ্চয়ই আস্‌বে, মা বারবার মনকে এই বলে প্রবোধ দেন।

মস্কোর পক্ষে সেদিন ঘোরতর দুর্দিন। ১৬ই নভেম্বর জার্মানরা নূতন ও দুর্দমনীয় ভংগীতে আক্রমণ সুরু কর্‌ল। পিছন থেকে গরিলার তাদের ওপর যত প্রকার সম্ভব বাধা সৃষ্টি কর্‌তে লাগ্‌ল, তাদের ক্লান্তির জন্য, রক্তক্ষয়ের জন্য, তাদের চলাচল ব্যবস্থা ও টেলিফোনের লাইন ধ্বংস করার জন্য গরিলারা আপ্রাণ চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। পেট্রেস্টসেভো গ্রামে জার্মানরা কিন্তু নিরাপদ বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল। এই অঞ্চলটা তাদের অসংখ্য সৈন্য বাহিনীর বিশ্রামাগার করে তুল্‌লো। এইখানে একটি ষ্টাফ্‌ অফিস বসানো হ'ল, ৩৩২ রেজিমেণ্ট ও ১৯৭ ডিভিসনের সৈন্য বাহিনী ওইখানেই রাখা হ'ল একটি বিরাট অশ্বারোহী বাহিনীও ঐখানে রইল। সব বাড়িগুলি জার্মান সৈন্যে বোঝাই।

জয়ার গরিলা জীবন সম্পর্কে যে সব দলিলগত প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে একটিতে আছে পেট্রেস্টসেভোতে জার্মানদের অবস্থান সম্পর্কিত সংবাদ শুনে জয়া বলেছিল—

"দেখ্‌ব, কি ধরণের বিশ্রাম ওরা পায়।"

একদল গরিলা সংগে নিয়ে জয়া জার্মান দলের পিছনে চলে গেল। রাতে ওরা গরিলা ও লালফৌজের জন্য কাজ কর্‌ত। টেলিফোনের তার কেটে, ব্রীজ উড়িয়ে, জার্মান চলাচল ব্যবস্থাকে বিব্রত করে বেড়াত, আর গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমাত। সর্বদাই ওরা সতর্ক থাকৃত, পাছে শত্রুপক্ষের অতর্কিত আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ক্ষুধার্ত হলেও কেউ অভিযোগ জানাতো না, কাজটাই সবচেয়ে বড়, অত্যন্ত উত্তেজনামূলক কাজ, ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর নেই।

হেড কোয়াটার্স বা সদর কার্যালয়ে ফেরার সময় এল,—জয়ার কিন্তু পেট্রেষ্টেভোর কথা খেয়াল ছিল, বিশ্রাম রত জার্মানদের বিরক্ত করার বাসনা ওর মনে প্রবল। জয়া ওর সংগীদের বল্‌ল—

"ওখানে হয়ত আমি ধ্বংস হয়ে যেতে পারি, তবে অন্ততঃ দশটি জার্মানের জীবন নিয়ে তারপর মর্‌ব।"

আরো দশটি গরিলা সংগে করে জয়া পেট্রেষ্টেসেভোর উদ্দেশে যাত্রা কর্‌লো। গভীর রাত্রে ওরা গ্রামের কাছাকাছি পৌছল। জয়ার সংগীদল পিছনে রইল, পাহারা ও সাহায্যকারী হিসাবে, জয়া একাই ওর লক্ষ্য স্থলে চল্‌ল। শীঘ্রই কয়েকটি বাড়িতে আগুন জ্বলে উঠ্‌ল, ওদের দলপতি একটি বাড়ির কথা বলে দিয়েছিলেন সে বাড়িটিতেও আগুন লাগ্‌লো। তাড়াতাড়ি জয়া সংগীদের কাছে ফিরে এল। গ্রাম থেকে ছুটে আসার সময় প্রজ্বলিত বাড়িগুলি দেখ্‌তে পাওয়া গেল। জয়া আবার টেলিফোনের তারও কেটে দিয়েছিল, অপরাপর জার্মান দলের সংগে পেট্রেষ্টেসেভোর জার্মানদের টেলিফোনীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছ্‌ল।

পরদিন সন্ধ্যায় গরিলা স্কাউটরা সংবাদ নিয়ে এল যে জয়ার দেওয়া আগুনে খুব কম ক্ষতি হয়েছে জার্মানদের, সামান্য কয়েকটি বাড়িতে আগুন লেগেছিল তার ভিতরেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। ঐ বাড়িগুলিতে কোনো জার্মান পুড়ে মরেছে কি না স্কাউটরা তা বল্‌তে পারলো না। জয়ার মনে হল তার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে জয়া বলেছিল :

—"আবার আমি ওখানে যাব।"

গরিলা দলপতি বল্‌লেন—হ্যাঁ, দাঁড়াও আগে ওরা একটু ঠাণ্ডা হোক্। এখন প্রত্যেক বাড়িতেই ওরা পাহারা বসিয়েছে।"

জয়া বল্‌লে—একদিন দেখে তারপর আমি যাব। কারো কথায় ওর চেয়ে আর বেশি দেরী করতে সে রাজী নয়। এই ভাবেই ও তর্ক করত, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন দৃঢ়চিত্ত মেয়েটি চিরদিনই এক ভাব, জ্যামিতিক সমস্যা থেকে, দাসী চাকরানীর বর্ণাক্ষর শিক্ষা বা জার্মান-নিধন, সব ব্যাপারেই তার সমান উৎসাহ, সমান গোঁ।

হ্যামলেট থেকে উদ্ধৃত করে ওর ডায়েরীতে লিখ্‌ল—

"বিদায়, বিদায়, বিদায়! আমাকে মনে রেখ।"

পরদিন সন্ধ্যায় পুনরায় পেট্রেষ্টেসেভোয় যাবার জন্য ও প্রস্তুত হল। ফেল্‌ট বুট, তুলোর ট্রাউজার, ফার জ্যাকেট, ফার টুপী পরে পুরুষের বেশে জয়া যাত্রা করল। ওর কাঁধে ঝোলায় রইল কয়েক বোতল বেন্‌জিন, দেশ্‌লাই, বারুদ ও কয়েকটি ব্যক্তিগত জিনিষপত্র। কোমরে বাঁধা রইল রেগুলেশন বেল্ট আর খাপের ভিতর রিভলবার। যাবার প্রাক্কালে ওর বন্ধু ক্লাভকে বল্‌ল :—

—আমার যদি কিছু হয় ভাই, আমার মাকে জানাবি বল ?

—বারে, তোমার আসল নামই জানি না, কি করে খবর দেব ?

—নামের দরকার কি ? মস্কোর টিমিরাজিয়েভ্ প্রাদেশিক কম্‌সোমল কমিটিতে চিঠি লিখ্‌লেই হবে, তারা আমার মাকে চিঠিখানি পৌছে দেবে।

এই সংকটময় মুহূর্তেও ও সহকর্মীকে আত্ম-পরিচয় দিলে না, মেয়েটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠ্‌লেও, পরিচয়টা সাম্প্রতিক। উভয়ে একসঙ্গে ডাগ্‌ আউটের বাইরে এল, উভয়ের মধ্যে যথারীতি বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপনের পর জয়া চলে গেল—অরণ্য আর অন্ধকার জয়াকে গ্রাস করলো।

দুদিন আগে যে পথে পেট্রেষ্টেসেভোয় গিয়েছিল সেই পথ ধরেই জয়া চল্‌লো। অবশেষে গ্রামখানি দেখা গেল, তুষারের ভিতর ও কুটীরগুলির মাথা দেখা যাচ্ছে, যেন দিক্‌চক্রবালের কলঙ্করেখা। জয়া এগিয়ে চল্‌ল, কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই, পাহারার কিছু নেই, আলো নেই—গ্রামখানি যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। জয়ার লক্ষ্য ছিল আস্তাবল, গরিলাবাহিনীর স্কাউটরা ওদের দলপতিকে জানিয়েছিল যে আস্তাবলে প্রায় দু শ ঘোড়া আছে

রিভলবারটি হাতে ধরে জয়া লক্ষ্য বস্তুর দিকে এগিয়ে চল্‌ল। তবু কোনো শব্দ নেই, কোনো কিছুর চিহ্ন নেই। বুকের ভিতর রিভলবারটি রেখে দিয়ে জয়া হাটুমুড়ে বস্‌ল, তারপর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে জয়া নিজের থলি থেকে এক বোতল বেনজিন বার কর্‌লো, এক বোঝা শুকনো কাঠের ওপর খানিকটা ঢেলে দিয়ে দেশলাই জ্বেলে দিল। দেশলাইটি ভেঙ্গে গেল, জয়া আর একটি জ্বাল্‌ল, সেই সংগে পিছন থেকে কে যেন সুদৃঢ় বন্ধনে তার হাত দুটি বাঁধ্‌লো।

আততায়ীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জয়া বুকের ভিতর থেকে রিভলবার টেনে বার কর্‌ল কিন্তু পিস্তলের ঘোড়া টেপ বার অবসর পাওয়া গেল না। অপরিচিত প্রহরী হাত থেকে রিভ্‌লবারটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, দৃঢ়ভাবে কাঁধটি ধরে কঠিন দড়ি দিয়ে ওর হাত দুটি পিছনে করে বেঁধে ফেলা হল। তারপর জার্মান প্রহরী সতর্ক ধ্বনি করে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি অন্যান্য সৈন্যদল ছুটে এল, তারপর জয়াকে ধরে নিয়ে এক কিষাণের বাড়ি নিয়ে গেল, লোকটির নাম সেডোভ। উনানের ধারে সেডোভের স্ত্রী আর মেয়ে শুয়ে ছিল, অকস্মাৎ আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠে ওরা দেখ্‌ল, সম্ভবত "ছেলেটির মাথার টুপী আর জুতো খুলে ফেলা হচ্ছে। তারপর দু বোতল বেন্‌জিন আর এক বাক্স দেশলাই পাওয়া গেল। জার্মানরা অত্যন্ত ধীরে "ছেলেটির" জামা খুল্‌তে লাগ্‌ল, তারপর যে "ছেলেটি" আবিষ্কৃত হ'ল সে ছেলে নয়, মেয়ে।

নগ্ন পা, গরম কাপড়-চোপড় খুলে নেওয়া হয়েছে, পিছন দিকে হাত দুটি বাঁধা, সঙ্গীন, উঁচিয়ে জয়াকে অপর এক কিষাণের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হ'ল। এই লোকটির নাম ভরোনিন। এইখানেই জার্মানদের স্থানীয় হেড কোয়ার্টার। স্কুলে জয়া জার্মান ভাষা পড়েছিল, শুধু পড়া নয় জয়া জার্মান ভাষা বল্‌তেও পারত। সেই কারণে ওর বন্দীকর্তারা যা কিছু বল্‌ছিলেন ও সব বুঝ্‌তে পার্‌ছিল কিন্তু ওদের জান্‌তে দেয়নি যে সে জার্মান জানে।

একজন জার্মাণ অফিসার একটি দীর্ঘ বেঞ্চ দেখিয়ে জয়াকে বস্‌তে নির্দেশ দিলেন। তাঁর সাম্‌নে একটা টেলিফোন, টাইপরাইটার, রেডিও, কাগজপত্র রয়েছে।

একে একে জার্মান অফিসাররা আস্‌তে লাগ্‌লেন। ওদের ভিতর ৩৩২ বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ কর্নে'ল রডারারও ছিলেন।

তিনি জয়াকে প্রশ্ন কর্‌লেন—

—তুমি কে ?"...

—বল্‌ব না।

—তুমিই কি আগের রাত্রে আস্তাবলে আগুন দিয়েছিলে ?

—হ্যাঁ।

—তোমার এ রকম কাজ করার উদ্দেশ্য কি !

—তোমাদের ধ্বংস করা।

—তুমি কবে সীমান্ত অতিক্রম করেছ ?

—শুক্রবার।

—খুব তাড়াতাড়ি এসেছ ত ?

—কেন আস্‌ব না—না আসার ত হেতু নেই।

তিনি জান্‌তে চেষ্টা করলেন কে ওকে পাঠিয়েছে, ওর সঙ্গী কারা ? কোথায় এরা লুকিয়ে আছে ? এই সব প্রশ্নের উত্তরেই আঠারো বছরের মেয়ে উত্তর দিল—

—আমি জানিনা বা আমি বল্‌বোনা, কিংব সে চুপ করে রইল।

বিরক্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে কর্নেল চীৎকার করে উঠ্‌লেন,—জানো না ? শীগ্‌রই সব জানতে পার্‌বে !

কর্ণেল জয়াকে বেত মারবার হুকুম দিলেন। দশ ঘা বেত মারার পর মার বন্ধ করে তিনি পুনরায় প্রশ্ন সুরু কর্‌লেন।

—এইবার বল্‌বে ত গরিলারা কোথায় আছে ?

—না, বল্‌বো না।

—আরো দশ ঘা !

ঐ বাড়ির স্ত্রীলোকেরা এই মার দেখেছিল, আঘাত গুণেছিল। তারপর জার্মানরা পেট্রোষ্টসেভা থেকে বিতাড়িত হবার পর অনুসন্ধানকারীদের কাছে এই কাহিনী তারা বর্ণনা করেছিল। করুণায় কাতর হয়ে এই ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোকটি চোখের জল মুছে জয়াব সারা দেহে ক্রুসচিহ্ন এঁকে দিয়েছিলেন। জয়া কিন্তু সেই একভাবেই রইল। যে- প্রশ্ন জার্মাণ অফিসরের মন সবিশেষ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বার বার সেই প্রশ্নই করা হ'ল—

—এইবার বল্‌বে গরিলারা কোথায় আছে ?

জয়া দৃঢ় কণ্ঠে বল্‌ল—না, বল্‌ব না। সুতরাং বারবার তাকে বেত মারা হতে লাগ্‌ল, তার সমস্ত কাপড় রঙে লাল হয়ে উঠ্‌ল তবু কিন্তু জয়া কাঁদেনি বা অনুযোগ করেনি। জয়া কিন্তু নিজের ঠোঁট কামড়েছিল, এমন ভাবে বার বার ও ঠোঁট কামড়েছিল যে ঠোঁটগুলি রক্তাক্ত ও স্ফীত হয়ে উঠেছিল। জার্মানরা ওর কাছ থেকে একটিও তথ্য সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লো না। দু একটি অপ্রয়োজনীয় তথ্য যা আদায় হ'ল তাও আবার সব সত্য নয়। কোন্ দেশ থেকে এসেছে এই প্রশ্নের উত্তরে জয়া একবার বল্‌ল সারাটোভ, সেই অঞ্চল ভল্‌গার মাঝামাঝি, পেট্রোষ্টেসেভা থেকে বহু শত মাইল দূরে। কি যে তার নাম, বা বংশ পরিচয় সে কথা ও কিছুতেই বল্‌ল না।

দু' ঘণ্টাব্যাপী এই প্রশ্নোত্তরের পর ওকে নগ্ন পায়ে ও অতি অল্প বস্ত্রে সাজিয়ে আরো একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। এই বাড়ির চাষীর নাম ভ্যাসিলি চুলিক। চুলিক ও তার স্ত্রী প্রাসকোভিয়া উনানের পাশে ঘুমিয়ে ছিল—তৎক্ষণাৎ তারা জেগে উঠ্‌ল। প্রদীপের আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভ্যাসিলি দেখ্‌ল তার ঠোঁট ফুলে উঠেছে আর রক্ত ঝরে পড়্‌ছে, কপাল কেটে গেছে, আর অজস্র কালশিরা পড়েছে, হাত ও পা ফুলে উঠেছে। অতিকষ্টে সে শ্বাস নিচ্ছে, মাথার চুলগুলি বিস্রস্ত। পিছন দিকে হাতদুটি বাঁধা—যে- স্বল্প পরিমাণ কাপড় ওর পরিধান আছে তা রক্তরঞ্জিত। প্রহরী তাকে একটি বেঞ্চে বস্‌তে হুকুম দিয়ে দরজার গোড়ায় বসে রইল।

ভ্যাসিলি এক ভাঁড় জল নিয়ে জয়াকে দিতে গেল। প্রহরী হাত থেকে ভাঁড়টি কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। ভ্যাসিলির হাত থেকে কেরোসিনের আলো নিয়ে প্রহরী বল্‌ল—কেরোসিনই এই সব মেয়ের উপযুক্ত পাণীয়। অবশেষে অবশ্য প্রহরী নরম হবার পর জয়া দু পাত্র জল পেয়েছিল।

জার্মান সৈন্য তাকে বিদ্রূপ কর্‌তে লাগ্‌ল, তার দিকে ঘুঁসি দেখাতে লাগ্‌ল। ভ্যাসিলি অনুনয় কর্‌লো মেয়েটাকে অন্ততঃ তার নিজের ছেলেমেয়েদের খাতিরে একটু একা থাকতে দাও। প্রহরী কিন্তু অক্লান্ত উৎসাহে কটু কথা বলে চল্‌ল। জয়া নীরবে সবই সহ কর্‌ল।

প্রহরী রাত্রী দশটা থেকে দুটা পর্যন্ত পাহারায় ছিল, প্রতি ঘণ্টায় বন্দুক উঁচিয়ে জয়াকে পথে বার কর্‌ত, খালি পা, অন্তর্বাস ভিন্ন আর গায়ে কিছুই নেই তবু জয়া নীরবে বিনা প্রতিবাদে আদেশ পালন কর্‌তে লাগ্‌ল। পিছনে বন্দুক উঁচিয়ে প্রহরী জয়াকে পনের থেকে বিশ মিনিট মার্চ করাত।

এর পর পাহারা বদল হ'ল, সুযোগ বুঝে কিষাণ-রমণী প্রাস্‌কোভিয়া জয়ার কাছে এগিয়ে এসে কথা কইতে লাগ্‌লেন, জয়াকে পানীয় জল দিলেন। সৈন্যটির দিকে তাকিয়ে বল্লেন—ওর এখন শোয়া উচিত, কি বলেন? জার্মান সৈন্যটি কাঁধ নাড়লো। স্ত্রীলোকটি আদেশের ভংগীতে জয়াকে বল্লেন—শুয়ে পড়। জয়ার হাত পা অবশ হয়ে গিছল, হাত দুটি এখনও বাঁধা রয়েছে

জার্মান ভাষায় সৈনিকটিকে জয়া বল্‌লে, আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও। মেয়েটিকে নিতান্ত অসহায় মনে হওয়ায় জার্মান সৈন্য তার অনুরোধ রাখ্‌লো। জয়া শুয়ে পড়্‌ল, গায়ে ঢাকা দেওয়ার জন্য প্রাসকোভিয়া একখানি কম্বল ঢাকা দিয়ে দিলেন।

প্রাস্‌কোভিয়া চুপে চুপে প্রশ্ন কর্‌লেন—তুমি কে মা? প্রশ্নকর্ত্রী রুশ হ'লেও অপরিচিতা, জয়া সতর্ক ও সন্দেহাকুল হয়ে প্রশ্ন কর্‌লো—কেন? তোমার কি প্রয়োজন?

কিষাণ রমণী পুনরায় প্রশ্ন কর্‌লো—তোমার মা আছেন? কোনো উত্তর নেই।

—দুদিন আগে তুমিই এসেছিলে? বলো মা, ভয় নেই,—তারপর জার্মান সৈন্যটিকে একচোখ দেখে নিয়ে বল্‌লেন—ও আমাদের ভাষা এক বর্ণও জানে না।

জয়া উত্তর দিল—আমিই এসেছিলাম।

—তুমিই বাড়িগুলোয় আগুন দিয়েছিলে?

— হ্যাঁ।

—কেন?

—ঐ রকম আদেশ পেয়েছিলাম, জার্মানদের পুড়িয়ে ফেল্‌তে হবে, তাদের সামরিক সরবরাহ ধ্বংস কর্‌তে হবে। কতগুলি বাড়ি আমি পুড়িয়েছি?

—তিনটি।

জয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌ল—মাত্র তিনটি! আর কি পুড়েছে?

—কুড়িটি ঘোড়া, আর ঐ কি বলে, টেলিফোনের তার।

—জার্মানরা কেউ পুড়ে মরেনি ?

—একজন মরেছিল।

—একজন মাত্র, কি অদৃষ্ট আমার !

রাত্রির অবশিষ্ট অংশ টুকু জয়া ঘুমাল।

প্রভাতে জার্মান লেঃ কর্নেল ও অন্যান্য অফিসরগণ এসে পুনরায় প্রশ্নবাণ বর্ষণ করতে লাগ্‌লেন। বিগত রজনীর মতোই জয়া অনমনীয় ও মূক হয়ে রইল। তার মুখ থেকে একটিও তথ্য ওরা বার করতে পার্‌ল না। জয়া অনুযোগ কর্‌ল যে সৈন্যরা তাকে প্রায় নগ্ন করে রেখেছিল। লেঃ কর্নেল হুকুম দিলেন ওর কাপড় চোপড় ফেরৎ দাও। একজন সৈন্য ওর বস্ত্রাদির একটা অংশ মাত্র নিয়ে এল, ওয়েষ্টকোট, ট্রাউজার, মোজা আর থলি। ফার টুপী, ফার জ্যাকেট, ফেলট বুট, হাতে বোনা সোয়েটার পাওয়া গেলনা, হয়ত কোনো সৈন্য বা অফিসার সেইগুলি সরিয়ে ফেলেছেন। ওর দস্তানা অফিসারদের মেসবাড়ির রাঁধুনীকে দেওয়া হয়েছিল।

জয়াকে পোষাক পরার আদেশ দেওয়া হল, কিন্তু ওর মেরুদণ্ড সোজা হলনা, ইচ্ছানুসারে হাতের আঙুল পরিচালনা করা গেল না। প্রাসকোভিয়া সাহায্য করলেন। জার্মানরা পুনরায় প্রশ্ন করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তা বিফল হল, জার্মানরা হাল ছাড়্‌লো।

সাধারন পার্কে ফাঁসী মঞ্চ তৈরী। ওপরের কাঠ থেকে এক টুক্‌রো দড়ি ঝুল্‌ছে, তলায় দুটি কাঠের বাক্স সাজানো। জয়াকে ফাঁসীর মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ওর বুকের উপর জার্মাণরা একটি বেন্‌জিনের বোতল ঝুলিয়ে লিখে দিল,

"ঘর পোড়ানো মেয়ে।"

পার্কে কয়েক শত জার্মান সৈন্য উপস্থিত হল। দশজন জার্মান অশ্বারোহী উন্মুক্ত তরোয়াল নিয়ে ফাঁসীমঞ্চের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। গরিলারা যদি অকস্মাৎ উদয় হয়ে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যায় সেই আশঙ্কায় এতই সতর্কতা। গ্রামের কিষাণদের এইখানে উপস্থিত থাক্‌বার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। খুব বেশী ভিড়, রাত্রিতে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকে নীরবে সরে পড়্‌ল। জার্মান সৈনিকেরা জয়াকে উপরের বাক্সে উঠিয়ে দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দিল।

একজন অফিসার ফটো তোলার জন্য কয়েকমিনিট সময় নিলেন, পূর্ণাংগ চিত্র গ্রহনের জন্য অনেক সময় লাগ্‌ল। নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় জয়া সেইভাবেই রইল, কিষাণরা চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল ..তারপর এই বিরতির সুযোগ নিয়ে জয়া তার স্বদেশবাসীদের লক্ষ্য করে বলে উঠ্‌ল...

—বন্ধুগণ ! তোমরা এত বিষণ্ণ হয়ে আছ কেন ? সাহসী হও, যুদ্ধ কর, জার্মান বধ কর, পোড়াও, ধ্বংস কর, বিষ দাও !"

৮

ঘাতক ফাঁসীর দড়ি টানলো। গলায় কঠিন গাঁট তার শ্বাস রোধ করতে চায়, দু হাতে অন্তিম চেষ্টায় দড়ি সরিয়ে জয়া চীৎকার করে ওঠে—

"বিদায় বন্ধুগণ! যুদ্ধ করে যাও! স্ট্যালিন আমাদের সহায়।"

এই তার শেষ কথা!

মোটা বুটের আঘাতে ঘাতক জয়ার পায়ের নীচের বাক্স ফেলে দিল, জয়ার প্রাণহীন দেহ শূন্যে ঝুলতে লাগল।

এই ঘটনা ৫ই ডিসেম্বর ঘটেছিল। তিন সপ্তাহকাল ধরে, অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, হাওয়া ও তুষারে জয়ার দেহ ফাঁসী মঞ্চে দোদুল্যমান রইলো। গ্রাম্য কিষাণদের মনে আতঙ্ক ও ত্রাসের সঞ্চার করার জন্য জার্মানরা এই সব দেহ গ্রামবাসীদের হাতে নেবার অনুমতি দিত না। জার্মানদের ভংগী কিঞ্চিৎ নরম হবার পর সাধারণ গোরস্থানে নয়, স্কুল বাড়ির পিছনে, কিষাণরা জয়ার দেহ নিয়ে গেল। সেখানে উইলো গাছের ছায়ায় হিমশীতল মাটির ভিতর কবর খুঁড়ে কোনো গান, বা বক্তৃতা বা কোনো প্রকার বাহুল্য প্রকাশ না করে ফাঁসীর দড়ি গলায় আটকানো অবস্থাতেই নিঃশব্দে জয়াকে কবরস্থ করা হ'ল।

মস্কো ফিরে এসে জয়ার মার সংগে আমি দেখা করলাম। দীর্ঘাঙ্গী রমণী, প্রায় চল্লিশ বছর বয়স, ম্লান সুন্দর মুখ, মুখে অনেক রেখার কুঞ্চন, ছোট গোলাকার দুটি পীতাভ চোখ, প্রশস্ত চোয়াল, সুন্দর কপাল, দীর্ঘ বাহু প্রভৃতিতে তাকে উৎসাহী ও দৃঢ়চিত্ত বলে মনে হয়। কথা কইবার সময় উনি চোখ বন্ধ করছিলেন, আর অবিরাম ধূমপান করছিলেন। বেশ স্বচ্ছন্দভাবে দ্রুতগতিতে তিনি কথা বলছিলেন আর মাঝে মাঝে মাথা নীচু করে একটু থেমে কথা গিলছিলেন। আমার মনে অজস্র প্রশ্নের উদয় হয়েছিল তবে অনেক প্রশ্নই আমি উত্থাপন করতে পারিনি।

জয়ার জননী আমাকে জয়ার বিভিন্ন বয়সের অনেকগুলি ফটো দেখালেন—যখন স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসের, পিতা বর্তমানে পরিবারবর্গের সঙ্গে বনে যাবার আগে পাস-পোর্টের জন্য তোলা ছবি। শেষের ছবিটি সাম্প্রতিক—মেয়েটির প্রশস্ত সুন্দর উজ্জ্বল মুখ ভংগী, সংকীর্ণ অর্থভেদী দৃষ্টি, সুন্দর ঠোঁট, কালো তরঙ্গায়িত কেশদাম সুন্দর কপালে চূড়ার মতো সাজানো। এই ছবিটিই সমগ্র রাশিয়ার দেখা যায়, আর্টিস্টরা এই ছবিটিকে মডেল করে বিভিন্ন ধরণের পোর্টরেট আঁকছেন।

ওর মা বল্লেন—জানেন, ওর দেহ কবর থেকে তিনবার তুলে নেওয়া হয়েছে।

কেন? জানতে চাইলাম।

—আর একজন স্ত্রীলোক বল্লেন ট্যানিয়া তাঁরই মেয়ে, কর্তৃপক্ষ বরাবরের মতো এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত করতে চাইলেন। ওর শিক্ষকরা পেট্রিস্টোভয়ে যাত্রা করলেন,

সেই সংগে আমিও গেলাম। প্রমাণিত হ'ল ও জয়া। দেহটা বরফে জমে গেছে কিন্তু মুখখানি সুন্দরভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। শুভ্র ও সুশ্রী মুখ, ভারী সুন্দর!

জয়ার ভাই সুরার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। মা বল্লেন—জয়ার মৃত্যুর সংবাদ পেয়েই ও সৈন্যদলে ভর্তি হ'ল। ওর বয়স মাত্র ষোলো, তবে ও বেশ লম্বা, নিয়মিত ব্যায়ামের শরীর তাই ও আর বে-সামরিক দলে থাকতে চাইল না—যুদ্ধ করতে চায়—'

"কোন বিভাগে সুরা ভর্তি হয়েছে?"

"ট্যাংক স্কুলে এখন আছে।" ওর মা জবাব দিলেন।

এই কথোপকথনের সময় সারা রাশিয়ায় ট্যাংক যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করেছে। সংবাদপত্রে ট্যাংক যুদ্ধের ভয়ংকরত্ব বিশদভাবে প্রকাশিত হত, ট্যাংক বাহিনীর সৈন্যদের প্রাণ দিয়ে লড়াই করবার জন্য আবেদন জানান হত,...তবুও জননী এতটুকু শংকার ভাব মনে না রেখে বল্লেন ওর শেষ চিঠিতে ও লিখেছে শীগ্‌গীরই নাকি গ্রাজুয়েট হবে। তারপর ক্যাপটেনের পদ পেয়ে নিজেই একটা ট্যাংকবাহিনী পরিচালনা করবে।"

২৩শে আগষ্ট ইবাকুই-রেস্তোর্‌াঁয় খ্যাতনামা কশলেখক ও ফিল্ম চিত্রকর কারমান, রাশিয়ার বিখ্যাত ছায়াচিত্র পরিচালক আইসেনষ্টাইন ও পুডোভ্‌কিনের সম্মানার্থে একটা ডিনার পার্টি দিলেন। এঁরা কয়েকদিনের জন্য মস্কো এসেছিলেন। আমি একজন তরুণ রুশ সাংবাদিক ও সিনারিয়ো লেখকের পাশে বসেছিলাম, ইনি আড়াই মাস কাল লেনিন-গ্রাড অঞ্চলে গরিলাদের সংগে কাটিয়েছেন। তিনি তাঁর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা আমাকে লিখলেন। একদিন তিনি ও একজন গরিলা দলপতি একটি গ্রাম্য পথ দিয়ে স্লেজ গাড়িতে চলেছেন, এই পথটি জার্মানরা বিমানযোগে পাহারা দিচ্ছে, সহসা অদূরে একখানি জার্মান বিমান দলপতির নজরে পড়ল। দ্রুতগতিতে সাংবাদিকের গলাটি ধরে তিনি বরফের দিকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিলেন, তারপর ঘোড়াকে দারুণ জোরে আঘাত করে তিনিও লাফিয়ে বিস্মিত সাংবাদিকের ধারে এসে পড়লেন, সাংবাদিক প্রথমটায় এ ধরণের রূঢ় ব্যবহারের অর্থ উপলব্ধি করেননি—ঘোড়াটা দৌড়ে চলতে লাগল। গরিলা দলপতি স্বেচ্ছায় তাঁর ফার পোষাকটি গাড়ীতে রেখে দিলেন, জার্মান বৈমানিক তাহলে গাড়ীতে আরোহী আছেন এই ভুল করতে পারে। ঘোড়াটা বিমানের দিকে ছুটে চলল, বিমানটাও ঘোড়ার দিকেই আসছিল, তখনই কয়েকটি গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে জার্মান বিমানের শংকামুক্ত হয়ে উভয়ে সেই স্লেজ্‌ গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘোড়াটি মারা গেছে, আর সেই ফার পোষাকটি গুলির আঘাতে শতচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জার্মান বৈমানিকের খাতিরে উভয়ে খুব খানিকটা হেসে নিলেন। সাংবাদিকের কাহিনী শুনে বোঝা গেল গরিলারা শুধু অস্ত্র নয় তাদের মাথা খাটিয়েও অনেকটা লড়াই করে।

সাংবাদিক বল্লেন: আমার সহচরটি যদি অত দ্রুততালে বুদ্ধি না খাটাতেন তাহলে আমরা দুজনেই মারা যেতাম। এই যুদ্ধে এক দুই মিনিটে জয়-পরাজয়, জীবন ও মৃত্যু নির্ধারিত হয়ে যায়।"

গরিলাদের আলোচনা প্রসঙ্গে জয়ার কথা উঠল··আমি বল্লাম এই মেয়েটির বীরত্বব্যঞ্জক জীবন ও মৃত্যুর ভিতর কিছু বাইবেলীয় ও কিছু সেক্সপীয়ারীয় সংমিশ্রণ আছে।

রাশিয়ানটি বল্লেন—এই মস্কোতে আমি ওর শবযাত্রায় যোগ দিয়েছিলাম, পেট্রিষ্টেসেভো থেকে ওর দেহ এনে ডেভিসে দেবায়তনে কবরস্থ করা হল।

আমি তাঁকে শেষকৃত্য সম্পর্কে কিছু বল্তে অনুরোধ করলাম।

তিনি বল্লেন—ব্যাপারটি প্রকাশ্য ছিল না, শুধু মাত্র নিমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের উপযোগী সময় তখন নয়। স্কুলের অনেক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিল, জয়ার স্কুলের সহপাঠীবৃন্দ, কমসোমলদলের ছেলেমেয়েরা, ওর ইতিহাসের শিক্ষক, লোকটি বেঁটে, তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রী বা তার মার দীর্ঘ দেহের কাছে বড় বেমানান দেখায়। বর্ষণক্লান্ত দিন, ভিজে নেয়ে গোরস্থানের পথ যেতে যেতে জয়ার শহীদত্বের কথা না ভেবে পার্লাম না। ভাবুন দেখি, মেয়েটা জার্মানদের কাছে ওর নাম পর্যন্ত বল্বে না, নাম বল্তে কি দোষ ছিল, ট্যানিয়া, জোয়া, জয়া, ট্যানিয়া এই নাম প্রকাশ হলে জার্মান বা লালফৌজের কি লাভ বা ক্ষতি হত! কিছুই নয়। তবুও তাদের কাছে কিছুতেই নাম প্রকাশ করেনি। ওর নামের মতই অতি সাধারণ প্রশ্নাদির উত্তরও জয়া দেয়নি, এই কারণেই ওর কার্যাবলী আমাদের জাতির কাছে, পৃথিবীর কাছে বর্তমানে ও অনাগত যুগে এত অর্থ-সূচক এত গৌরবময়। ও হয়ত বল্ত....যতই অসহায় অবস্থা হোক্ না কেন, কখনো অবনত হয়োনা, আত্ম-সমর্পন কোরো না। শত্রু ফাঁসী দিক, অত্যাচার করুক তবু তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ো না, সে যেন বুঝতে পারে যতই তীব্র ও তীক্ষ্ণ তাদের অত্যাচার হোক্ না কেন, মৃত্যু যতই কষ্টের হোক্ তবু সে তোমাকে জব্দ কর্তে, অবনত কর্তে পারবে না।

"জয়ার মতো মেয়ে সিংগাপুর, প্যারী প্রভৃতির পতনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। যারা শক্তি থাক্তেও আত্মবিশ্বাস হারায় তাদের বিরুদ্ধে মূর্ত্ত চ্যালেঞ্জ। এইভাবেই সেবাস্তোপোলের যুদ্ধ হয়েছে, এইভাবেই ১৯৩১-এর শীতকালের ভুখ-অবরোধ সত্ত্বেও লেলিনগ্রাডের পতন হয়নি। এইভাবেই আমাদেরও আমেরিকায় আপনাদের লড়াই করে তবে যেতে হবে।"

১৯৪২-এর ১লা ডিসেম্বর সমগ্র রাশিয়া "Iz vestia-"পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদে তুমুল উদ্দীপনা ও উৎসাহ লাভ করেছিল:—

"প্রথম কয়েকদিনের ভিতরেই (আরজেভ প্রতিরোধ) জেনারল পভেটকিনের সৈন্যবাহিনী কয়েকটি জার্মানবাহিনী ধ্বংস করেছে। এই সব দলের ভিতর যে জার্মানবাহিনী জয়া কস্মোডেমিনস্কোয়ার ফাঁসি দিয়েছিল, সেই দলটি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে।"

দ্বিতীয় খণ্ড

রাশিয়ার সাবালকত্ব

—পাঁচ—

সংহার ও সৃষ্টি

যাঁরা কখনও রাশিয়ায় যান নি রুশভাষা বা রুশ ইতিহাস পর্যন্ত যাঁরা জানেন না, তাঁদের পক্ষেও রাশিয়ায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের নিন্দা করার মত সহজ আর কিছুই নেই। প্রায় সিকি শতাব্দী কাল ধরে বহির্পৃথিবী তাই করে এসেছেন। সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে ইংরাজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষায় রচিত সাহিত্যাবলীতে, সোভিয়েট নীতি, সোভিয়েট আদর্শ, সোভিয়েট রীতি, সোভিয়েট সদিচ্ছা, সোভিয়েট অবদান সম্পর্কে অত্যধিক গঞ্জন ভিন্ন আর কিছুই নেই। বৈদেশিক পরিদর্শক লিখিত গ্রন্থাবলীতে—বিশেষতঃ যে সব লোক সমাজতন্ত্রবাদী হিসাবে গিয়ে আশাহত হয়ে ফিরে এসেছেন—রুশ দেশকে শুধু বিশৃঙ্খলতা ও নিষ্ঠুরতা, বিভীষিকা আর বিপাকের দেশ এবং আর কিছু নয় বলে বর্ণনা করেছেন। যে সব রাশিয়ান বা অন্য জাতি সোভিয়েট বন্দীশালা প্রভৃতি থেকে পালিয়েছেন তাঁরা পৃথিবীতে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে বিভীষিকাময় কাহিনী প্রচার করেছেন। প্রাক্তণ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত বা গুপ্তচরবৃন্দ রাশিয়ার এই বিকৃত চিত্র অঙ্কণে আরও সাহায্য করেছেন।

সোভিয়েট ক্ষমতা প্রাপ্তির পর থেকেই বৈদেশিক ভ্রমণকারী বা অবস্থানকারী-বৈদেশিক সাংবাদিকের কাছে সোভিয়েট রীতি বা বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়ের বিরোধী যে কোনো মনোমত সংবাদের সপক্ষে সায় দেবার মত তথ্যের অভাব কখনও হয়নি। সোভিয়েট অগ্রগতির প্রতি ধাপ, সোভিয়েট ক্রমোন্নতির প্রতি স্তর, রাশিয়া কতৃক প্রবর্তিত যে কোনো প্রচেষ্টা অন্যান্য স্থিতিমান রাষ্ট্র বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কর্তৃক নিষিদ্ধ এবং সেই সব রাষ্ট্রের সুখী ও অ-সুখী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অমানুষিক বলে বিবেচিত হয়েছে।

একদা আমি যৌথ ব্যবস্থা সম্পর্কে সোভিয়েট প্রচেষ্টা বিষয়ে একজন উচ্চ শিক্ষিত রুশ সরকারী কর্মচারীর সংগে আলোচনা করছিলাম। তিনি বল্লেন;

"এটা জানবেন, বিপ্লবকালে, সংঘর্ষ ভালো ও মন্দের ভিতর নয়, সংঘর্ষ বাধে দুটি ভালোর ভিতর, পুরাতন 'ভালো' এবং নূতন "ভালো"; আপনার "ভালো" আমার "ভালো'র মধ্যে। আমরা যারা নব্য 'ভালো' সম্পর্কে লড়ছি, আমাদের 'ভালোর' জন্য লড়ছি, যে পুরাতন 'ভালো' ধ্বংস করতে চাই তাই নিয়ে নিজেদের বিব্রত করতে চাই না, যেমন যুদ্ধরত সৈন্য শত্রু পক্ষের সৈন্যের জীবন সম্পর্কে একটুও কিন্তু বোধ করে না।

বেশ সুস্পষ্ট স্বীকৃতি, এর নিজস্ব লজিক আছে, নিজস্ব নীতি আছে, উন্নতি ও পরিণতি, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে নিজস্ব আইন আছে। সোভিয়েট ইতিহাসের প্রতি স্তরে আমরা এই নীতি ও আইনের ধারা প্রতিপালিত হতে দেখেছি, প্রতিষ্ঠিত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি ও আইনের গণ্ডীতে যাদের ব্যক্তিগত আশা ও আকাঙ্খা অল্প বিস্তর পূর্ণ হয় তারা নূতন উৎপত্তি ও নবজীবনের চাইতেও ধ্বংস ও মৃত্যুকে সহজে বুঝে নেয়। আর যাই হোক্, আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাস। আমরা সহজে আমাদের স্বভাব ও ঐতিহ্য আমাদের নিজস্ব ভূগোল ও ইতিহাস, বা মত ও পথ থেকে কোনো মতেই নিজেদের বিচ্ছিন্ন কর্‌তে পারি না।

সোভিয়েট ইতিহাসের প্রধান স্তরগুলি বিচার করুন। গৃহযুদ্ধ, নূতন অর্থনৈতিক নীতি (NEP*), প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পণা, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, বিরোধী বিতাড়ন (Purge), আর এই যুদ্ধ। প্রথম পাঁচটি পর্বে "প্রাচীন ভালোত্ব" সম্পর্কে উপেক্ষার ভংগী স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান। যে দৃষ্টি ও মনোভংগিতে রাশিয়ানরা এই নব্য নীতি ও ধারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে গ্রহণ করেছে, প্রয়োগ করেছে, সেই দৃষ্টিকোণ্ থেকে বিচারে যাঁরা অসমর্থ, এই নূতনত্বের প্রকৃতি ও অর্থ সন্ধান করার উপযুক্ত ধৈর্য বা বাসনা তাঁদের নেই, এই নূতনত্ব তাই তাঁদের কাছে উপেক্ষা ও উষ্মার বস্তু।

সকল প্রকার সংঘর্ষের মতো গৃহযুদ্ধের (ফরাসী এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় গৃহযুদ্ধ এর অন্তর্ভূক্ত) ভিতর এমন একটা ভয়ংকরত্ব আছে যা আন্তর্জাতিক যুদ্ধের ভিতরও সর্বদা দেখা যায় না। এবারের জার্মান যুদ্ধ অবশ্য সেই গণ্ডীতে পড়ে না। দুই পক্ষের সৈন্যের লড়াই অপেক্ষা ভাই এর বিরুদ্ধে ভাইএর লড়াইএর তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা বেশী। যে সাময়িক সাম্যবাদ সোভিয়েটকে "শ্বেত" এবং বিদেশীদের বিরুদ্ধে দেশের যাবতীয় সম্পদ সম্মিলিত করতে সাহায্য করেছিল তদ্বারা অন্তর্দ্বন্দ্বের নিষ্ঠুরত্ব তীব্র হয়ে উঠেছিল।

বৈদেশিক প্রত্যক্ষদর্শীবৃন্দ এই ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ দেখে এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে কয়েকজন ব্যতীত সকলেই বিপ্লবের গোড়ার দিককে অপ্রতিহত ও অপ্রশমিত দৌরাত্ম্য ও শয়তানী বলে বর্ণনা করেছেন, বা গভর্ণমেণ্টের সুদুর প্রসারী লক্ষ্য বা অভীপ্সার অন্তর্নিহিত সুর তাঁদের স্পর্শ করেনি। সোভিয়েট ডিকটেটরসিপের (একনায়কত্ব) ভিতর তাঁরা শুধু প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া, প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া, প্রত্যক্ষ উৎপীড়ন ও বিকলত্বটুকুই লক্ষ্য করেছেন।

নূতন অর্থনৈতিক নীতি (NEP) শ্বাসগ্রহণের একটা অবসর এনেছিল। গৃহযুদ্ধের অবসান হয়ে আস্‌ছিল, অন্ততঃ তাই মনে হচ্ছিল। রুশ আবাসভূমি থেকে "শ্বেত" বা বৈদেশিক বাহিনী অপসারিত হয়েছে। জনগণের দারিদ্র্যে অভিভূত হয়ে লেনিন কিছু পরিমানে ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রচেষ্টার পুনঃ প্রবর্তন করেন, তবে তার সংখ্যা ছিল খুব কম, আর আবাদী জমির কাজ, ছোটোখাটো ব্যবসায় বা দ্রব্যাদি উৎপন্ন করার কাজের ভিতরই সেই অনুমতি সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রতি যাদের আদর্শগত পার্থক্য ছিল

* New Economic Policy

তারা একটা উপেক্ষার ভাব পোষণ করতেন, তাদের ওপর অপমানজনক সামাজিক অসদ্ব্যবহার হ্রাস পায়নি।

গৃহযুদ্ধের কালে "বুর্জোয়া" কথাটি যেমন শ্লেষাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হ'ত, "নেপম্যান" কথাটিও তদনুরূপ শ্লেষ ও বিদ্রূপব্যঞ্জক কথা হয়ে উঠেছিল।

ওয়াগনরীর অপেরার বজ্র ও বিদ্যুতের মত, ষ্টালিন ট্রটস্কি; সংঘর্ষের সংগে যে সামাজিক বিপর্যয় ও 'নেপে'র জীবন্ত নাটকীয়ত্ব ঘটলো, তা রাশিয়ার আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক বুদ্ধিজীবি মহলে রুশ বিপ্লবকে ষ্টালিনীয় প্রতিক্রিয়া, মূল সোভিয়েট আদর্শের বিচ্যুতি ও অসহায় রুশজনগনের প্রতি বর্বর অত্যাচার বলে প্রচার করার প্রচুর ইন্ধন সরবরাহ করল। পরাভূত, অপমানিত ও সম্মানজনক ও শক্তিশালী পদ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে ট্রটস্কী ও তার অনুগামীরা রাশিয়ার ভিতরে ও বাইরে ষ্টালিনের নৃশংসত্ব সম্পর্কে ধূয়া তুললেন। একজনের "চিরস্থায়ী বিপ্লব" ও অপর জনের—"একটি দেশে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচলন" করার মতবাদ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বিতর্ক ও সংঘাত সম্পর্কে আলোচনা বা বিচার করার উপযুক্ত স্থান এই গ্রন্থ নয়। সময় ও ইতিহাস এই বিষয়ে তার বিচারানুসারে উপযুক্ত রায়, বা নিন্দা বা প্রশংসা ঘোষণা করবে।

ট্রটস্কির হাতে যখন শক্তি ও ক্ষমতা ছিল তখন যে তিনি "বিপ্লবের শত্রুদের" প্রতি 'ন্যায়ের নীতি' পালন করেছিলেন একথা ট্রটস্কির তৎকালীন জীবনেতিহাস থেকে আমি অন্ততঃ স্বীকার করতে পারব না।

কিংবা তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রসারকল্পে তিনি যে গণতান্ত্রিক রীতি নীতি মেনে নিয়েছিলেন, বা তজ্জনিত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছিলেন একথাও আমি বলতে পারব না। আর যাই হোক, In Defence of Terrorism নামক বিখ্যাত ও চমৎকার পুস্তিকার তিনি লেখক, এ বিষয়ে এত সুন্দর গ্রন্থ আর কোনো বিপ্লবী রচনা করতে পারেননি। ষ্টালিন যাঁদের ট্রটস্কীপন্থী বলে অভিহিত করেছেন তাদের প্রতি তিনি কঠোর ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এই ঐতিহাসিক বিতর্কে যদি ট্রটস্কি জয়ী হতেন তাহলে তিনি যে তাঁর শত্রু ষ্টালিনপন্থীদের বা তাঁর অপর শত্রুদের প্রতি অপেক্ষাকৃত কম কঠোরতা অবলম্বন করতেন এ কথা বিশ্বাস করে নেবার পক্ষে ত' কোনো হেতু নেই, In Defence of Terrorism এর লেখক শত্রুর সংগে যে কোনো ধরণের সংঘর্ষ এমন কি তীক্ষ্ণ প্রতিশোধেরও ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত বলে সমর্থন করেছেন।

তীব্র ভাষা ও পারস্পরিক নিন্দাপূর্ণ এই বিতর্ক সেইকালে বহির্জগতের উষ্মাবর্ধনে সহায়তা করেছিল, বিশেষতঃ সোভিয়েট নীতির সম্পর্কে একদল বুদ্ধিজীবির কাছে হতাশা ও অশ্রদ্ধার কারণ হয়ে উঠেছিল।

নূতন রূপে ও নূতন বেশে নূতন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেন আরো ঘনীভূত ও তীব্র ঘরোয়া যুদ্ধের একটা কারণ হয়ে উঠবে। ব্যক্তিগত ব্যবসা বা কৃষি প্রচেষ্টার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন, ব্যক্তিগত ভাবে জমির মালিকানা বা আবাদী সত্ব সম্পূর্ণ ভাবে বিলোপ সাধনে বদ্ধপরিকর হয়ে সোভিয়েটরা কঠোর হস্তে সকল বিরোধিতা দমন করেছেন।

কুলাকদের নির্বাসন; যৌথপ্রচার, প্রাথমিক সংগঠকগণের পাশবিক দমন নীতি সম্পর্কে ষ্ট্যালিন বলেছেন "The dizziness from Success",—অতঃপর ধারাবাহিক দুর্দশার যে দুঃখকর কাল পড়্‌ল, সেই কালের দমননীতির এই আধিক্য—যেমন গ্রামে গ্রামে গৃহপালিত পশ্বাদি জবাই, জমির কাজ নষ্ট করা, তজ্জনিত ১৯৩২-৩৩খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ, যৌথ প্রথা সংগঠন ও ক্ষিপ্ত চাষীদের মধ্যে ইতঃস্ততঃ সংঘর্ষ, কয়েকটি কসাক বসতির সম্পূর্ণ নির্বাসন, শহরের ও বিশেষতঃ কয়েকটি নব উদ্বোধিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে খাদ্য দ্রব্যাদির নিদারুণ অভাব প্রভৃতি ব্যাপার এবং সংক্ষেপে এই কথা বলা চলে যে প্রাচীন ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য রুশ জনসাধারণের কাছে যে মূল্য আদায় করা হতে লাগ্‌ল—বহির্বিশ্বে তা ঘৃণা ও উষ্মার প্লাবন প্রবাহিত কর্‌ল।

এই উত্তেজক দিনগুলিতে আমি রাশিয়ায় ছিলাম। মার্কিন লেখকবৃন্দ—বিশেষতঃ (একথা আমি জোর করেই বল্‌ছি) যারা সোস্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট হিসাবে মস্কো এসেছিলেন, তাঁরা আশা করেছিলেন যে একটা তৈরী সোস্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট সমাজ বা ঐ মতবাদের ফলে যে সুখকর প্রাচুর্য ও বাধাহীন স্বাধীনতা বোঝায় তার কিছুটা অন্ততঃ দেখ্‌তে পাবেন—গৃহযুদ্ধকালীন তাঁদের পূর্বতন পরিদর্শকদের চাইতে অধিকতর তীব্র ভাষায় তাঁরা সোভিয়েট নীতি উপেক্ষা করতে লাগ্‌লেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতর তাঁরা নির্মমতা ও ধ্বংসলীলার অধিক আর কিছু দেখ্‌তে পেলেন না। সোস্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট নীতি সংক্রান্ত সাহিত্য-গ্রন্থ বর্ণিত পরিকল্পনানুযায়ী এবং অর্থনৈতিক পরিতৃপ্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা তারা লাভ করেছে অথচ উপভোগ কর্‌তে পারে নি সেই দৃষ্টিভংগীতে তারা রাশিয়ার রূপান্তর বিচার সুরু কর্‌লেন। সুদূর প্রসারী অভীপ্সার দিকে না তাকিয়ে আপাতঃ ফলাফল ও প্রচুর লোকক্ষয়ের প্রচণ্ডত্বটুকুই তাঁরা লক্ষ্য কর্‌লেন। বৈদেশিক মূলধন বা বৈদেশিক ব্যাঙ্কের বিনা সাহায্যে, কেবল মাত্র নিজেদের সামর্থ্যে ও রক্তে, রাশিয়ার সুদূর অঞ্চলে, এমন কি এসিয়ার অভ্যন্তরে, ইস্পাত এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির যুগ প্রবর্ত্তন তাঁদের কাছে কোনো অর্থ বহন করে আনে নি। অসংখ্য অনগ্রসর কিষাণ মহলকে ইঞ্জিন মনোভাবাপন্ন করে যাতে করে তারা উত্তর কালে যান্ত্রিক যুদ্ধের যান্ত্রিক অস্ত্র শস্ত্র সহজেই ব্যবহার করতে পারে তার উপযোগী করে তোলার ভিতরও তাঁরা কোনো জ্ঞানই পাননি। যন্ত্রশিল্পের অসংখ্য স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে জন-সাধারণকে আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন গৃহনির্মানকার ও শিল্পবিশারদ ও সেনানায়ক করে তোলার ব্যবস্থাও তাঁদের চোখে পড়েনি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, বিশেষতঃ তার শেষ ভাগে—রাজনৈতিক কঠোরত্ব হ্রাস পেয়েছিল, এবং জীবন ধারার মাপকাঠি অনেকখানি বেড়ে গেছ্‌ল। এর ফলে শাসন তন্ত্র গৃহীত হ'ল। সেই কালে—"Life has become better and more cheerful"—(জীবন সুন্দরতর ও আনন্দময় হয়ে উঠেছে) এই কথাটিতে ষ্ট্যালিন যে অসংখ্য বাণীর মূলকথা বলেছেন তা নয়, এতদ্বারা একটি প্রকৃত তথ্যই প্রকাশ করা হয়েছে।

এর সঙ্গে তুলনায় পূর্বতন পরিকল্পনাকালে জীবন অপরিসীম সুন্দর ও অতি স্মরণীয়ভাবে অধিকতর আনন্দময় হয়ে উঠেছিল।

সেইকালে আমি বিশদভাবে সর্বত্র ভ্রমণ করেছি, বিশেষতঃ উক্রেইন অঞ্চলে। জীবনের রূপ ও মানুষের প্রকৃতি যেন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিছ্‌ল। অধিকতর আশা ও মুক্তির আনন্দ ওরা অনুভব কর্‌ছিল। এতদিনে ওরা ওদের পরিশ্রম ও ত্যাগের উপস্বত্ব ভোগ কর্‌তে পেয়েছে। আভ্যন্তরীন কলহ ও ঘৃণার কাল অতীত হয়েছে। ইউক্রেনীয় গ্রাম রেসিটিলোভ্‌কার পুলিসের বড়কর্তা আমাকে গর্ব করে বল্লেন—রাশিয়ায় গণতন্ত্র বাস্তবত্ব লাভ করেছে। গঠনতন্ত্র প্রচলিত হবার কয়েক মাস পূর্বে তিনি জজ বা সরকারী উকীলের হুকুমনামা সম্বলিত ওয়ারেন্ট্‌ ভিন্ন কাউকে গ্রেপ্তার না করার নির্দেশ পেয়েছিলেন। এই নির্দেশ নামা উপেক্ষা করার জন্য কাছাকাছি গ্রামের অন্য একজন পুলিসের কর্তাকে জবাবদিহি কর্‌তে হয়েছিল।

তবু এই গঠনতান্ত্রিক সম্মেলন সুরু করার পূর্বেই বিতাড়ন পর্ব (Purge) আরম্ভ হয়ে গেল। কামেনেভ্‌, জিনোভিফ্‌ ও তৎকালের আরো বারোজন খ্যাতনামা নেতাদের মস্কৌতে বিচার হ'ল—তাঁরা তাঁদের অপরাধ সম্পর্কে অদ্ভুত স্বীকারোক্তি কর্‌লেন এবং চরম দণ্ডাজ্ঞার ফলে তাঁদের গুলী করে মারা হ'ল।

কয়েকদিন পরে, আমি তখন ওখানকার বিখ্যাত গ্রীষ্ম নিবাস শোচিতে, একটি সংবাদ পত্রের শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদে দেখ্‌লাম যে কামেনেভ ও জীনোভিফ গোষ্ঠীকে গুলী করার হুকুম প্রতিপালিত হয়েছে।

শোচী থেকে আমি কুবান কসাক অঞ্চলে গিয়েছিলাম, সেখানেও এই বিচার বা দণ্ডাদেশ সম্পর্কে লেশমাত্র চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা লক্ষ্য কর্‌লাম না। কয়েক বছর ধরে সাধারণের কাছে জীনোভিফ্‌ বা কামেনেভের নাম অবলুপ্ত, আর আগামী যুগে যারা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছে, তারা এঁদের বিষয় খুব সামান্যই জানে। বৈপ্লবিক দেশের জীবন ধারা কলনাদিনী পার্বত্য নদীর মতোই দ্রুতগামী। এক একটি বছর এক একটি যুগের সমতুল্য। গতকালের আন্দোলনের রেশ এই মুহূর্তের কলরবে ডুবে গেছে। বিগত দিনে যিনি দেশমান্য নেতা ছিলেন আজ হয়ত তিনি দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হতে পারেন।

এই দেশে চমৎকার ফসল উৎপন্ন হচ্ছে, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাধারণ ব্যবহার যোগ্য বিবিধ ধরণের প্রচুর দ্রব্যাদি উৎপন্ন হতে লাগ্‌ল। "হেরাল্ড্‌ ট্রিবিউন" পত্রিকার জ্যো ফিলিপস্‌ ও আমি উভয়ে ইউক্রেইনের একটি গ্রামের 'পন্য বিপণি'তে বিবিধ দ্রব্য সম্ভার দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম, তোয়ালে, সৌখিন ছিট থেকে সুরু করে মুদীখানার রসদ ও ঘরকন্নার সাজসজ্জার উপযোগী জিনিষপত্রেরও অভাব নেই। রেলপথের ষ্টেশন-গুলিতে, বড় শহরের পথে পথে, সরকারী ফেরীওয়ালারা 'আইস্‌ক্রীম্‌' হেঁকে বিক্রী কর্‌ছে, রাশিয়ানদের জীবনে এমন অবস্থা কল্পনাতীত ছিল, সুতরাং কামেনেভ্‌-জিনোভিফ্‌ বিচারে যে-রাজনৈতিক তিক্ততা বিস্ফোরিত হয়ে ছিল তা বেশী দিনের ঘটনা না হলেও ওরা তা মনে রাখ্‌তে চায় না।

এর পর এল শাসনতান্ত্রিক সম্মেলন। কি অপরূপ সাফল্য—কি আনন্দের অবসর! সম্মেলনের প্রভাত ছিল ধূসর ও মেঘমলিন। আমি যখন ক্রেমলিনে প্রথম অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম তখন পাতলা তুষার বর্ষন সুরু হয়েছে। সুদূর প্রসারিত রুশ মহাদেশের সকল অঞ্চল থেকে, সকল রকমের জাতীয় ও ঐতিহাসিক বেশ ভূষায় সজ্জিত হয়ে, বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের অসংখ্য পুরুষ ও নারী প্রতিনিধিরা এসেছেন। হলের বাইরে খাবারের ঘর ফল, পেস্‌ট্রী, স্যাণ্ডউইচে পরিপূর্ণ। সুদূর উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধিরা ককেস্যাস্ থেকে সদ্য আনা ছোট্ট কমলালেবু দু হাতে নিয়ে খাচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখেও আনন্দ।

বৈদেশিক সাংবাদিকবৃন্দ প্রেক্ষণাগারের উপর তলায় গ্যালারীর বক্সে বসে নীচের পতাকাশোভিত সভামঞ্চের পূর্ণ দৃশ্য উপভোগ কর্‌ছিলেন। এঁদের পিছনে সারবদ্ধ আসনশ্রেণীতে দর্শক ও প্রতিনিধিদলের ভিড়, আর সর্বপ্রথম শ্রেণীতে নৃপতিবাদী স্পেনের প্রতিনিধিরা সবে এসে বসেছেন। আমরা গভীর প্রত্যাশাভরে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম। জার্মান সংবাদপত্রাদিতে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে প্রচারিত হয়েছিল যে ষ্ট্যালিন দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগে শয্যাশায়ী। একজন হৃদ্‌রোগ বিশারদ জার্মান চিকিৎসক সম্প্রতি তাঁকে পরীক্ষা করে রোগ নিরাময় করা দূরে থাক, আর কিছুকালের জন্য তাঁর পরমায়ু বৃদ্ধি করারও ভরসা দেন নি। এই গুজব কতটুকু সত্য আমরা ভাব্‌ছিলাম। এই সম্মেলনে ষ্ট্যালিনের অভিভাষণ প্রদান করার কথা ঘোষিত হয়েছিল—তিনি উপস্থিত থাক্‌তে পারবেন কিনা আমরা নিজেদের মধ্যে গবেষণা কর্‌তে লাগ্‌লাম। কিছুক্ষণের ভিতরই ষ্ট্যালিনের আবির্ভাব হ'ল, বেশ—যথারীতি হাঁটু অবধি বুট, খাকী পাজামা, খাকী টিউনিক্, তার কলারও নেই, টাইও নেই। দূর থেকে তাঁকে বেশ সুস্থ বলেই মনে হ'ল। তারপর তিনি বক্তৃতা কর্‌তে উঠে দাঁড়ালেন। এই অভিভাষণ আমার জীবনের অন্যতম সুদীর্ঘ বক্তৃতা, প্রায় আড়াই ঘণ্টারও অধিককাল তিনি বক্তৃতা কর্‌লেন। বিশদভাবে তিনি নূতন শাসনতন্ত্রের ভিত্তি, প্রকৃতি ও সম্ভাবনা বোঝালেন। মঞ্চের ওপর ঝুঁকে পড়ে এক পা না সরে তিনি 'বক্তৃতা করে গেলেন। চল্‌তি কথার ভংগীতেই তিনি বল্‌ছিলেন, সেই কথা কোনো সময়েই কথা বলার ভংগী থেকে আবেগপূর্ণ বক্তৃতার ভংগীতে পরিণত হয় নি। মাঝে মাঝে তিনি ডান হাতটি তির্যক ভংগীতে আন্দোলিত কর্‌ছিলেন—এই একটি ভংগীতেই তার বক্তৃতার মাত্রা রক্ষা হচ্ছিল।

বক্তৃতাকালে ষ্ট্যালিন প্রচুর জলপান কর্‌ছিলেন, বক্তৃতা দেওয়ার ফলে গলা শুখিয়ে যাওয়াই হয়ত এই অত্যধিক জলপানের কারণ। কণ্ঠস্বর বা ভঙ্গীমা থেকে জার্মান সংবাদপত্রে জোর গলায় প্রচারিত দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগের কোনো চিহ্ন বা লক্ষণ দেখা গেল না।

এই অনুষ্ঠানে এতটুকু লৌকিকতা বা কাঠিন্য নেই। ষ্ট্যালিন যখন কথা বল্‌ছিলেন আমি লক্ষ্য কর্‌লাম প্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়্‌ছিলেন ও পরস্পর মৃদু গলায় কথা বল্‌ছিলেন, কেউ বা পায়েচারী করে পায়ের আড়ামোড়া ভাঙ্‌ছেন, কেউ বা বাইরে গিয়ে পেষ্ট্রীতে কামড় দিয়ে আস্‌ছেন, কেউ বা লেবু খাচ্ছেন। পুলিসে তাদের বাধা দিচ্ছেনা। কাউকেই এ্যাটেনসনের ভংগীতে দাঁড়াতে বা বস্‌তে হয় নি। চলাফেরার

স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করছে না। হিট্‌লারের প্রকাশ্য বক্তৃতা সভার মত সম্ভ্রমপূর্ণ আবহাওয়া কোথাও দেখ্‌লাম না।

বক্তৃতার পরে যখন সাধারণের আনন্দোচ্ছ্বাস শেষ হ'ল, তখনই ষ্ট্যালিনকে একটু নার্ভাস দেখা গেল। দর্শকবৃন্দ যখন উঠে গান সুরু করলেন, তখন ষ্ট্যালিন পাইপ বার করে ধরালেন—কিন্তু কয়েকবার টান্‌বার পর যে মুহূর্তে মনে হ'ল কোথায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন তখনই তিনি পাইপটি তাড়াতাড়ি পকেটে লুকিয়ে রেখে দিলেন।

১৯৩৬-এ এই নবগঠিত শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার পর জন-সাধারণ অপেক্ষাকৃত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় আসন্ন শীত ঋতুর প্রতীক্ষায় রইল।

অথচ প্রতিনিধিরা অনেকে বাড়ি পৌঁছবার আগেই হয়ত গোলমাল সুরু হয়ে গেল। গ্রেপ্তার, খানাতল্লাস, খ্যতনামা নেতৃবৃন্দের নির্বাসন, বিচার ও দণ্ডদান সুরু হ'ল। যে ভাবে ঘূর্ণীবাত্যার মতো দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক অবাঞ্ছিতদের বিতাড়ন সুরু হ'ল লোকে সবিস্ময়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল এ আবার কি, কোথায় ও কবে এর শেষ কে জানে। বিচার ও স্বীকারোক্তি একধাবে যেমন সকলকে চঞ্চল করে তুল্‌ল, তেমনই বিস্ময়াহত বহির্জগতে আবার নূতন করে রাশিয়া সম্পর্কে অবজ্ঞা ও প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। সমগ্র রুশ ইতিহাসে, বিপ্লবকালের এ এক বিষম সংকটময় কাল। একজন মার্কিন অধ্যাপকের ভাষায় আড়ম্বরপূর্ণ ঘোষণা ও নূতন ব্যবস্থার পরিকল্পনা সত্ত্বেও রাশিয়া অন্ধকারে ঘুরে মরছে, কারণ আলো উৎপাদনের শক্তি তার নেই। তবু নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও নব্য সভ্যতা কোথাও একদিনের বা এক ঘণ্টার জন্যও পিছিয়ে পড়েনি।

বিচার ও স্বীকারোক্তির অনেকাংশ এখনও অজ্ঞাত। সমগ্র পৃথিবীর কাছে সে সংবাদ পৌঁছাতে এখনও হয়ত অনেক বছর লাগ্‌বে। প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের বিলোপ-সাধনের জন্য একটা গভীর ষড়যন্ত্র চল্‌ছিল ও চক্রান্ত সুরু হয়ে গিছ্‌ল—তার ফলে হয়ত একটা দীর্ঘকালব্যাপী প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যেত। কেউ জানে না, কারো সে সর্বজ্ঞত্ব নেই যে অনুমান করবে এই চক্রান্তের পরিণাম কি দাঁড়াত। বিক্রম দেখাবার পূর্বেই তাকে গলা টিপে মারা হ'ল।

এর পরবর্তী কাল, যে কালে বিরোধী বিতাড়ন, জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তি ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধ চল্‌ল, তার ফলে রাশিয়ার ওপর সকল জাতির অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা আরো বেড়ে উঠ্‌ল। গৃহযুদ্ধের পর বিচ্ছিন্ন রাশিয়া তার বিপ্লবকালীন বহু প্রাক্তণ বন্ধুর কাছেও বিতৃষ্ণার কারণ হয়ে দাঁড়াল. তাঁরা বল্‌তে লাগ্‌লেন বর্তমান রাশিয়া রুশ জাতির কাছে গভীর নিরাশার কারণ হয়ে উঠেছে।

এইভাবে রাশিয়ার দুর্দম যৌবন দিনে—তার গৃহযুদ্ধ, নেপ, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা, বিরোধী-বিতাড়ন প্রভৃতি কালে—রাশিয়ার ধ্বংসকারী শক্তিই বিশ্বের মন ও কল্পনাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। "বুর্জোয়া", "নেপম্যান", "কুলাক", "ধ্বংসকারি", "বিভেদকারি", "বৈদেশিক গোয়েন্দা", "ফ্যাসিষ্ট দালাল" বা "রাশিয়ার শত্রু" বিবেচিত ঐ জাতীয় যে কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি যে কোনো শাস্তি ব্যবস্থায় বাইরের জগৎ শোক

উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ও সকল শক্তি নিয়োজিত করে সমগ্র লোকের অনুভূতি জাগ্রত করেছেন। নূতনভাবে, রাশিয়ার এই নব্য ধারায় জাতির পুনর্গঠন বা নিশ্চিত অবলুপ্তির হাত থেকে জাতিকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টাটুকু বহু বৈদেশিক পরিদর্শকের চোখে ধরা পড়ে না, বিপ্লবের ট্রাজেডির ফলে তাঁদের চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে।

তবু যখন যুদ্ধ বাধলো এবং খ্যাতনামা সেনাপতি ও রাষ্ট্রনেতাদের ঘোষিত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞার নির্দেশ রাশিয়া গ্রাহ্য করলো না, তখন সমগ্র বিশ্ব বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইল। বিশ্বজগৎ আজো তেমনই বিস্মিত, তারা ভাবে রাশিয়ার জনগণের ভিতর, রুশ দেশে, সোভিয়েটদের মধ্যে কি এমন আছে যার ফলে তারা এমন লড়াই করল। ভীতিজনক অসাফল্যকর অভিযানের পর তারা এমনভাবে তাদের সকল শক্তি ও চিত্তের দৃঢ়তার পরিচয় দিল যে, মধ্য ও উত্তর য়ুরোপের সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, ইটালী, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও শ্লোভাকিয়াব সদ্য সংগৃহীত সৈন্যদল কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত সুগঠিত জার্মান বাহিনীর প্রচণ্ড শক্তি সম্পূর্ণ এককভাবে সহ্য করলো।

প্রায় কুড়ি বছর ধরে আমি মাঝে মাঝে নিয়মিত ভাবে রাশিয়া ভ্রমন করছি। যে সব প্রাক্তণ কম্যুনিষ্ট রাশিয়ায় মর্তের স্বর্গ দেখার আশা নিয়ে গিয়ে কম্যুনিজমকে অভিশাপ দিয়ে ফিরে এসেছেন—রাশিযার কখনো স্বর্গ ছিল না বা এখনও নেই—তাঁরা রাশিয়াকে আগুন আর গন্ধকের দেশ ভিন্ন আর কিছু বলতে পারেন নি—আমি এই সব ব্যক্তিদের চাইতে অনেক বেশী ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি প্রত্যক্ষ করে এসেছি। তবু এই তথাকথিত দেশের শত্রুদের প্রতি যে—নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হত তার ভিতর আমি একটা সৃষ্টির প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছি আন্তর্জাতিক না হলেও এ প্রক্রিয়া জাতীয়, সম্পূর্ণ রাশিয়ান প্রক্রিয়া, সম্পূর্ণ ভাবে রাশিয়ার অভীপ্সার পরিপূর্তির জন্য রুশ ভূগোলে ও ইতিহাসের ভিত্তিতে, রুশ মনোভাবে গঠিত।

এই প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল রুশ জাতির শারীরিক ও যান্ত্রিক উন্নতি সাধন, শিল্পোন্নত ও প্রবল বহিঃশত্রুর সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে ধ্বংসোন্মুখ সমগ্র জাতিকে রক্ষা করা। প্রক্রিয়াটি মূল্যবান, তার কারণ রাশিয়া ছিল অনগ্রসর দেশ। যে সময় ইতিমধ্যে অপব্যয়িত হয়েছে অল্প সময়ের ভিতর সেটুকু সাম্‌লে নেওয়া। রুশ জাতির অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রনের ভার হাতে নেবার পর ষ্টালিন যে সব বক্তৃতা করেছেন তার মধ্যে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ তারিখে "ম্যানেজারস্‌ অফ দি সোভিয়েট ইনডাষ্ট্রীর" সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার ভিতর রাশিয়ার মানুষ, সোভিয়েট নীতি ও কর্ম প্রচেষ্টা, তার প্রকৃতি, তার উদ্দেশ্য, আনুসঙ্গিক রক্তপাতের তীব্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে যে ভাব প্রকাশ পেয়েছে, অপর কোনো বক্তৃতায় তেমন ভাব প্রকাশিত হয়নি।

পূর্বে যদিও আমার অপর গ্রন্থে (*Russia Fights On*) এই বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করেছি, তবু সেই মূল্যবান দলিল আমি পুর্ণমুদ্রিত করছি!

এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৩১—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালের একটি অত্যন্ত সংকটময় কাল। ক্রেমলিনের নির্দেশে রাশিয়া তার উৎসাহের প্রতিটি কণা এই প্রত্যাশাময় শিল্প সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় নিয়োজিত করেছিল। এই প্রচেষ্টার দায়িত্ব ও চিন্তা দেশবাসী সবিশেষ বুঝেছিল। কানে কানে এবং প্রকাশ্যে এই সব

জনগণকে আহার, চিন্তা, নিদ্রা ও রসালাপের একটু অবসর দেওয়ার কথা আলোচিত হতে লাগল।

জনগনের একটি বৃহৎ অংশের ও কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচরের মানোভংগী ও প্রত্যাশার কথা ষ্টালিন ভাল ভাবেই জানতেন। তবু তিনি বলেছিলেন:—

"মাঝে মাঝে আমাকে প্রশ্ন করা হয় কাজের গতি আরো একটু মন্দ করে আন্দোলনটি কিঞ্চিৎ শ্লথ করলে কি হয়। কমরেডবৃন্দ, তা অসম্ভব, হয় না। টেম্পো বা গতি হ্রাস করা অসম্ভব। বরং এই গতি যথাসম্ভব বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। গতি কমিয়ে দেওয়া মানে পিছিয়ে পড়া। আর যারা পশ্চাদপদ তারা চিরদিনই পরাজিত হয়। **আমরা ত পরাজয় চাই না**—এ অবস্থা আমাদের কাম্য নয়··পুরাতন রাশিযার ইতিহাস অনগ্রসরত্বের জন্য পরাজয়েরই ইতিহাস।

মোঙ্গল খাঁয়েরা তাকে পরাজিত করেছে।....

তুর্কী বে, সুইডেনের সামন্ত ব্যারন, পোলিশ লিথুনীয় স্কোযার, এ্যাংলো ফ্রেঞ্চ ধনিক, জাপানী ব্যারন প্রভৃতি সবায়ের হাতে বার বার রাশিয়ার পরাজয় ঘটেছে······

রাশিয়ার দুর্বলতার জন্যই এই পরাজয় ঘটেছে। সামরিক দৌর্বল্য, শিল্প ও কৃষি সংক্রান্ত অনগ্রসরত্বই এই পরাজযের কারণ। রাশিয়া পরাজিত হযেছে তার কারণ তাকে পবাজিত করা সহজ ও বিনা শাস্তিতে সে জযলাভ সম্ভব।

বিপ্লব-পূর্ব যুগের কবির (নিকোলাই নেক্রাসভ) বাণী কি মনে আছে ?—

"জননী রাশিয়া তুমি রিক্তা ও সম্পন্না, শক্তিশালিনী ও সহায়হীনা।"

প্রাচীন কবির এই কথাগুলি এই সব আক্রমণকারীদের জানা ছিল। তারা বল্‌ল—তোমার সম্পদ আছে, প্রাচুর্য আছে অতএব তোমার ঘাড়ে চেপে আমরা নিজেদের অবস্থা ফিরিয়ে নিই। 'তুমি দরিদ্র ও সহায়হীন অতএব বিনা বাধা ও শাস্তিতে তোমাকে পরাজিত করব।' এই বলে তারা রাশিয়াকে আক্রমণ করেছে। ধনতন্ত্রের এই হ'ল ন্যায় ও নীতি—দুর্বল ও অনগ্রসরদের তারা চিরদিন শোষণ করে আসছে। এই নীতি গণতন্ত্রের আরণ্য ন্যায। তোমরা অনগ্রসর, দুর্বল, সুতরাং তোমরা মিথ্যা, অতএব বিনাবাধায় তোমাদের আমরা লুটে নেব। তোমরা শক্তিশালী, অতএব তোমরাই খাঁটি, অতএব আমরা তোমাদের দাসত্ব করব। এই সব কারণেই আমাদের আর অনগ্রসর থাকা চলে না···· ··আপনারা কি চান যে আমাদের সমাজতান্ত্রিক স্বদেশ তার স্বাধীনতা হারাবে? এই অবস্থা যদি আপনাদের কাম্য না হয় তাহলে প্রকৃত বলশেভিক গতিতে যত শীঘ্র সম্ভব, সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুল্‌তে হবে—অন্য কোন পথ নেই। এই কারণেই অক্‌টোবর বিপ্লবের দিনে লেনিন বলেছিলেন—হয় মৃত্যু, নয় অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে আমাদের অতিক্রম করে যেতে হবে। অগ্রসর দেশগুলির কাছে আমরা পঞ্চাশ থেকে একশত বছর পিছিয়ে আছি। এই দূরত্ব দশ বছরে হ্রাস করতে হবে। হয় আমাদের এই ভাবে কাজ কর্‌তে হবে নয়ত ওরা আমাদের ধ্বংস কর্‌বে।"

এই বক্তৃতার উপর মন্তব্য করে আমি লিখেছিলাম:

"এই কথাগুলি নিষ্ঠুর ও কঠিন কথা, যে-মানুষ জনগণের প্রতিবাদ, চোখের জল, ও আত্মত্যাগ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেন, তিনিই এই কথা উচ্চারণ করতে পারেন।... কিন্তু ঠিক দশবছর পরে—ঠিক দশবছর সাড়ে তিন মাস পরে, নাজি জার্মানীর হাতে এমন একদল শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠ্‌ল যা পশ্চিমাঞ্চলের কোনও রাষ্ট্রশক্তির কোনোদিন ছিল না। নিজেদের দেশে এবং ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ইটালী, জুগোশ্লেভিয়া প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের যাবতীয় উন্নতধরণের অস্ত্র শস্ত্র নির্মাণের কারখানা ওদের আয়ত্তাধীন, সুইডেনের উচ্চাঙ্গের লোহা ওদের করায়ত্ত। অধিকৃত অঞ্চলগুলি থেকে সংগৃহীত সুলভ শ্রমিকদের সাহায্যে এই সব কলকারখানা চালনা করা যাদের কাছে অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠ্‌ল সেই প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রবল পরাক্রম জার্মানী তার সকল শক্তি ও আধুনিক অস্ত্র সম্ভার নিয়ে রাশিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল। আর কঠোর নিয়ামকতন্ত্রের রাশিয়া, যেখানে প্রায় মার্শাল ল বা সাঁজোয়া আইনানুসারে কাজ হয়, যার শাসনতন্ত্র একটি কাগজের দলিল মাত্র—সেই রাশিয়া য়ুরোপের অপরাপর রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতিরেকে, তাদের সৈন্য, বে-সামরিক অধিবাসী, দেশ, কারখানা, প্রভৃতির অপরিসীম আত্মত্যাগের ফলে এবং আক্রমণকারী শত্রুর অগণিত লোক ও সম্পদ ক্ষয় করে একক সংগ্রাম করে চলেছে।"

রাশিয়ার অনন্যসাধারণ প্রতিরোধ ক্ষমতায় আজ বিশ্ববাসী তার তিনটি যুগান্তকারী পরিকল্পনার মূল্য উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌ছে। এই পরিকল্পনা রাশিয়াকে নূতন শিল্প সম্পদ, কৃষি ব্যবস্থা, নূতন মনোভংগী, নূতন দেশাত্মবোধ, নূতন উৎসাহ, নূতন কৌশল ও অধিকতর মূল্যবান সম্পদ নিয়মানুবর্তিতা ও সংগঠন স্পৃহা এনে দিয়েছে। এই সব পরিবর্তন ব্যতিরেকে রাশিয়ার পক্ষে জার্মানীর মতো প্রবল শত্রুকে এভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হ'ত না।

৫

কুইবাসেভে একজন বয়স্ক লোকের সংগে সাক্ষাৎকার হ'ল। এঁর সংগে আমার পূর্বতন মস্কো-ভ্রমণ কালেও কয়েকবার দেখা হয়েছে। তিনি বল্লেন, রাশিয়ায় জীবন যাপন করা এখন অত্যন্ত কঠোর হয়ে উঠেছে সত্য কিন্তু মানুষের মনোবল এখনও অপূর্ব, কোথাও জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণের চিন্তাটুকু পর্যন্ত নেই। বিরোধী বিতাড়ন কালে তিনি ও তাঁর স্ত্রীকে এক নিদারুণ ক্ষতি স্বীকার কর্‌তে হয়েছে। তাঁদের একটিমাত্র ছেলে, চমৎকার তরুণ বৈজ্ঞানিক ছিল সে, তাকে ওরা ফাঁসী দিয়েছিল, উনি জানতেন যে ছেলেটি নির্দোষ, কিন্তু এজোভ্ (গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান G. P. U-র কর্তা, পরে তাঁকেই বিতাড়িত করা হয়) এই কাণ্ডটি করেছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁদের সন্তানের এই অন্যায় মৃত্যুদণ্ড তাঁরা ভুল্‌তে পার্‌বেন না। তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলি না থাক্‌লে কি কর্‌তুম আমরা? এর জন্য আমরা অনেক ব্যয় করেছি, এখন এই পরিকল্পনাই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। জার্মানীর নিজস্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের অপরাপর শিল্প সম্পদ নিয়ে জার্মানী আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিত—কেউ তাকে বাধা দিয়ে থামাতে পার্‌ত না।.. মাঝে মাঝে আমরা

স্বামী-স্ত্রীতে এই বিষয়ে কথা বলি—জার্মানী আমাদের কি করত, এই ভেবে আমাদের মাথায় চুল খাড়া হয়ে উঠে, শুধু পরিকল্পনার জোরেই আমরা বেঁচে আছি, বুঝলেন, শুধু পরিকল্পনা। যদি পৃথিবীতে আজ রাশিয়া বেঁচে থাকে আর ভবিষ্যতে বেঁচে থাকে, তা থাকবে শুধু এই পরিকল্পনার জোরে।'

ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও ক্ষতি যতই থাক, রাশিয়ায় যে সব নর-নারীর সংগে আমার সাক্ষাৎকার ঘটেছে সবাই এই সুরে কথা বলেছেন।

১৯৪২ এর রাশিয়া—যে রাশিয়া লড়ছে, গান গেয়ে যুদ্ধ করে চলেছে, কোমর বেঁধে যুদ্ধ করছে, কথা কয়ে, সার্কাস ও নাট্যমঞ্চে হাসি তামাসার ভিতর দিন কাটিয়েছে—সেই রাশিয়া আমার কাছে এক নূতন রূপে, নূতন সজ্জায় দেখা দিল, এ আকৃতি নূতন মনোবল, নূতন রূপ, নূতন প্রকৃতি, নূতন নিয়মানুবর্তিতা, নূতন শক্তি ও নব-অপরাজেয়তার রূপ।

—ছয়—

কালো শহর

রাশিয়া থেকে যে ছ'বছর আমি বাইরে ছিলাম তার ভিতর সে দেশের মানুষের বাহ্যিক আকৃতিতে পর্যন্ত এমন সব পরিবর্তন ঘটে গেছে যা শুধু উল্লেখযোগ্য তা নয়, গভীর অর্থব্যঞ্জক। বাকুর মত বহুখ্যাত, তৈল সমৃদ্ধ শহরের বাসিন্দাদের বেশভূষার দৈন্য লক্ষ্য কর্‌লাম। বিপ্লব দিনের প্রতীক—ছেলেদের টুপী আর মেয়েদের রুমাল—আজো ফ্যাসন হয়ে রয়েছে।

বিদেশে পর্যটন কালে সেই দেশবাসীদের জুতার দিকে লক্ষ্য রাখা আমার বহুদিনের স্বভাব। আমার ধারণা যে সাধারণ নাগরিকের পায়ের জুতা তার জীবনাদর্শের মাপকাঠি, সেই হিসাবে এখানকার অবস্থা খারাপই মনে হল। দু একটি পথচারী ছোকরা মাত্র নগ্নপায়ে ঘুরছে। অবশ্য গৃহযুদ্ধের দুর্যোগের পর রাশিয়ানরা যেভাবে ছেঁড়া কম্বল দিয়ে পা ঢাকতো, এখন আর সেদিন নেই। নাবিক আর সৈনিকদের পায়ে সুগঠিত বুট টাটকা পালিশে ঝকমক্ করছে। কিন্তু অসামরিক অধিবাসীদের পায়ে রয়েছে স্যাণ্ডাল আর বেমানান জুতো।

বহির্দৃশ্যে অবশ্য ভ্রান্ত ধারণা হওয়ার অবকাশ আছে। বাকু সহরের বাসিন্দারা পুরাতন জীর্ণ পোষাক পরছে তার কারণ এ নয় যে সেগুলি ভিন্ন তাদের আর কিছু নেই তাদের এ কৃচ্ছ্রসাধনের উদ্দেশ্য হোল যা কিছু ভাল তাদের আছে সেগুলি ভবিষ্যতের জন্য অথবা বিশেষ কোনও সুদিনের জন্য তারা সঞ্চয় করে রাখছে। হয়ত যুদ্ধ চলবে আরও অনেক দিন। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মদিনে কে ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারে কবে নিভ্‌বে এ যুদ্ধাগ্নি? কাপড়ের কলে বে-সামরিক প্রয়োজনের চেয়েও জরুরী তাগিদ হয়ত আসবে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন মেটাতে। হয়ত জুতার কারখানা গুলিতেই সেই এক অবস্থা হবে। হয়ত আগামী কয়েক বৎসর ধরেই নতুন জুতা, পোষাক আর কাপড় কেনা সম্ভব হবেনা। 'সুতরাং পুরানোগুলি পরেই তাদের কাজ চালাতে হবে—এমন কি যেগুলি প্রায় ফেলে দেবার অবস্থায় পৌঁছেচে সেগুলি অবধি।

পোষাকের দেরাজ এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে এই সংকটময় অনিশ্চিত বছরগুলি স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হতে পারা যায়। গৃহযুদ্ধের দুর্বৎসরগুলিতে তারা অসতর্ক ছিল; সুতরাং প্রতিকারবিহীন দুর্দশায় তারা দুঃখ পেয়েছিলও খুব।

অসমর্থ আর সন্তানবহুল জননীরা ছাড়া সকলেই পরিশ্রম করছেন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধকালীন কাজে নিযুক্ত হয়েছেন তারা। কাজের ঘণ্টা দীর্ঘতর হয়েছে। আট ঘণ্টা রোজ এখন স্মৃতিমাত্র। এগারো ঘণ্টা বা তার বেশী সময়ব্যাপী কাজও যুদ্ধরত রাশিয়ার আইন ও রীতি। বাধ্য হয়ে লোকে কাজে যাচ্ছে জীর্ণ পোষাকে। যা কিছু শোভন, যা নুতন সব ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য তোলা থাকছে।

একজন সহরবাসী আমায় বল্লেন—"আমরা আগামী কালের জন্য—সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা করেছি। রাশিয়ায় যদি সুসজ্জিত নাগরিক দেখতে চান ত' থিয়েটারে যাবেন।"

থিয়েটার প্রবণতায় রাশিয়া পৃথিবীর সকল দেশকে অতিক্রম করেছে। থিয়েটার বলতে কেবল রঙ্গমঞ্চই নয়—যন্ত্র সঙ্গীত সম্মিলনী, নৃত্যাশালা, চুট্‌কী অপেরাও বোঝায়। কোনও জায়গা থেকে বা কারুর কাছ থেকে টিকিট একখানা জোগাড় হলেই সকলে রঙ্গমঞ্চের দিকে ছোটে; তা সে যে কোনও নাট্যশালা হোক। বাকু বা মস্কৌ বা রাশিয়ার যে কোনও শহরে এই অবস্থা। ধর্মের অবনতি হওয়ার সাথে থিয়েটার দেখাও গৌরবের বিষয় হয়েছে; এমন কি একটা রীতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বাকুর লোক সংখ্যা প্রায় দশলক্ষ এবং গর্ব করার মত অপেরা, অর্কেষ্ট্রা, যাত্রা—এমন কি রাশিয়ান, আর্মেনিয়ান এবং স্থানীয় ভাষার থিয়েটার, যুব থিয়েটার এবং প্রেক্ষাগৃহ আছে। তাছাড়া কারখানায় এবং তৈলখনিতেও বহু ছোট ছোট সৌখীন দল আছে। সেবাস্তপোল, ষ্টালিনগ্রাড বা ককেশাসে যুদ্ধ ঘোরতর হয়ে উঠতে পারে, নিষ্প্রদীপ এত নিবিড় হতে পারে যে টর্চের আলো ব্যতীত হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে হয় যাতে অন্য পথচারী, গৃহ বা আলোক স্তম্ভের সাথে ধাক্কা না লাগে। তবুও *Rigoletto, Eugene Onegin* অভিনয় বা মাগোমায়েফ্‌ রচিত *Shah Ismael* যাত্রা দেখতে সহরবাসী দলে দলে এসে ভীড় করে। তুর্গেনিভের এর *A Nest of Gentlefolk* বা শেখভের *Three Sisters* এর অভিনয় দেখে তারা কেঁদে ভাষায়। অসংখ্য জাতীয় চারণদের যে কোনও একজনের মুখে প্রাচীন জাতীয় গাথা বা ব্যঙ্গ-কৌতুক শুনে তারা প্রাণ খুলে হাসে। সিমোনভের *Russian People* অভিনয় হলে—দর্শকদের চিত্তে জার্মান ও ফ্যাসীবাদীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা তীব্রতর হয়ে ওঠে। যেখানে যে কোনও রকমের অভিনয় হোকনা কেন, কোথাও আসন শূন্য থাকে না। রাশিয়ার যে কোনও সহরের প্রেক্ষাগৃহে দাঁড়ালেই অঙ্গাবরণের দৈন্য ও জীর্ণতার ছাপ মন থেকে একেবারে মুছে যায়। যেন কি এক যাদুমন্ত্রে বর্ণোজ্জ্বল রাশিয়া, হালফ্যাশনে ঝকঝকে রাশিয়া চোখের সামনে জেগে ওঠে। অবশ্য সবক্ষেত্রে চরম আধুনিকতাই ফ্যাসন নয় তবে 'ভব্যত'র মাপকাঠিতে তারা চলনসই তাতে সন্দেহ নেই। পূর্বেও আমি রাশিয়ায় পর্যটন করে বেড়িয়েছি। কিন্তু সাম্প্রতিক রাশিয়ানেরা থিয়েটার যাওয়ার সময় যে নিখুঁত শৈলীরীতি গ্রহণ করে, গতদিনের রাশিয়ায় তা ছিল না। আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর কোনও একজন ক্যাপটেনের সাথে কুইবাসেভের অপেরাতে আমার সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি গত পাঁচ বছর আগে রাশিয়ায় এসেছিলেন। এখনকার রাশিয়ার পোষাক পরিচ্ছদ, বিশেষ করে মেয়েদের সাজসজ্জার পরিবর্তন দেখে তিনিও ঠিক আমার মতই আশ্চর্য হলেন। অবশ্য এই সাজ রাস্তায় সচরাচর দেখা যায় না —দেখা যায় কেবল থিয়েটারেই। সুতী কাপড় হয়ত উচ্চশ্রেণীর নয়, তবু পরিধেয়ের ষ্টাইলে আমার মনে নিউইয়র্কের ছবি ভেসে উঠল। অবশ্য সে ষ্টাইলে নিউইয়র্কের দুরন্ত দুঃসাহসিকতা নেই কিন্তু মনোহারীত্ব আছে। যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি বা রাশিয়ার নিজস্ব পরিকল্পনার জন্য কাজের দিনগুলিতে জনসাধারণের বাহ্যিক চেহারা দীন বলে মনে হয় বটে; কিন্তু পথে বা সাধারণ জনতার ভিতর দেখা যায় তাদের আচার ব্যবহারে আশ্চর্য উন্নতি হয়েছে। আজ আর শুধু রুটির জন্যই সারি বেঁধে দাড়ান নয়, পেট্রি, গন্ধদ্রব্য, কাপড়, খবরের কাগজ, সোডাওয়াটার

অথবা যে কোনও দুষ্প্রাপ্য প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহের জন্য দোকানের সামনে 'কিউ' এর প্রয়োজন কিন্তু এমন পরিপাটি 'কিউ' আগে আমার চোখে পড়েনি। পূর্বেকার সেই অকারণ হল্লা, সেই চিরন্তন তর্কাতর্কি বা কলহ আজ আর কিছুই ঘটেনা।

বাস এবং ট্রলি সম্পর্কে সেই এক কথাই খাটে। বাসে তিলধারণের ঠাঁই থাকে না। যাত্রীদের দাঁড়াবার জায়গায় নেই, লোক কোনও রকমে ঠেলেঠুলে ভিতরে ঢুকে পড়ে—বিশেষ করে কারখানার বদলীর সময় বা অফিস বন্ধের সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপরের পা মাড়ানো বা গায়ে ধাক্কা লাগান ছাড়া উপায় নেই। মাঝে মাঝে হয়ত কোনও দুর্বিনীত অসভ্য ছোকরা বৃদ্ধ কোন সহযাত্রীর গালাগালি সয়। কখনও কখনও কটুকথারও বিনিময় ঘটে। কিন্তু সেই নোংরামি আজ বিরল। রাশিয়ানদের কঠিন শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখে এবার আমি কম আশ্চর্য হইনি। কারণ আগে যখন আমি রাশিয়ার এসেছি তখনকার রাশিয়ানদের এ ধরণের অভ্যাস আমার চোখে পড়ে নি।

সংকটময় জরুরী অবস্থায় দ্রুত প্রস্তুতির দুর্বার গতিবেগ যেন দেশবাসীদের মন, পেশী, স্নায়ু এমন কি তার সত্ত্বাকেও অধিকার করে বসেছে। নূতন পরিস্থিতি মানুষের জীবনকে এক নতুন ছকে চালনা করছে—যা অভিনবও বটে, আনন্দদায়কও বটে। এই যুদ্ধ ও যুদ্ধজনিত জাতীয় সংকট প্রাক্-যুদ্ধকালীন রাশিয়ানদের চরিত্রের অসহিষ্ণুতা এবং দুর্দম ভীরুতাকে দমিত করেছে। রাশিয়ানরা যে কেবল নিয়মানুগ হয়েছে তা নয়—দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট ক্ষেত্রে তাদের সহনশীলতা ও বিনয় আজ অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ সচেতন জাতি হিসাবে এবং বহুকাল সতর্কতার কঠিন শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে আজো তারা কোন কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ দুর্বিনীত হয়ে উঠে। যে দুটি আমেরিকান তেহেরাণ থেকে বাকু অবধি আমার সহযাত্রী ছিলেন—তাঁদের সঙ্গে সহরের একটি বইএর দোকানে গিয়ে আমি সহরের একখানি মানচিত্র কিনতে চেয়েছিলাম। অবশ্য যুদ্ধের সময় এভাবে মানচিত্র চাওয়ার আগে আমার ভাবা উচিত ছিল। পৃথিবীর অন্য সব যুদ্ধমান দেশের চাহিতেও আমেরিকা অপেক্ষাকৃত কম সতর্ক—সেই দেশ থেকে সদ্য আগত আমরা এমন সহজ ভংগীতে বাকু শহরের ম্যাপ চাইলাম যেন আমরা একখানা নামতার বই কিনতে চাইছি। দোকানের নীলনয়না পসারিণী ভিন্ন আলোকে বিচার করলেন আমাদের এই প্রশ্ন।

"ও ধরণের ম্যাপ আমাদের নেই", সোজা জবাব দিলেন তিনি। তারপর একটু জোর দিয়েই বল্লেন কথাটা, "থাকলেও আমরা তা বিক্রী করি না"।

এর পূর্বে অবশ্য বাকু সহরের ম্যাপ ও পথ পরিচিতি শুধু রাশিয়ান ভাষায় নয়, ইংরাজী, ফরাসী অথবা জার্মান ভাষায় যে কোনও হোটেলে চাওয়া মাত্রই পাওয়া যেত। সে সব জিনিষ এখন অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাকু শুধু কাসপিয়ান সমুদ্রের প্রধান বন্দর নয়, রাশিয়ার অন্যতম প্রধান রেলওয়ে কেন্দ্র। বাকু মূল্যবান তৈল ক্ষেত্রাবলীর পীঠস্থান, আর বাকু হোলো এশিয়া এবং আফ্রিকার অন্দর মহলের সিংহদ্বার। তৈলভাণ্ডারের জন্য বহু প্রাচীন কাল

থেকেই অগ্নি-উপাসক জাতিদের কাছে এই সহর পরিচিত। বাকুতে আজ কোঠা বাড়ীর সংখ্যা অজস্র, তবুও বাকুর সংস্কার সুরু হয়েছে সম্প্রতি। আজও সহর দেখে মনে হয় যে বাকুর বিরাট ভবিতব্য আসন্ন। সোভিয়েট সমৃদ্ধির অন্যতম মান হোল বাকু। কাজেই ঐ সহরের মানচিত্র ক্রেতার কাছে সহজ লভ্য নয়, বিশেষতঃ যিনি পরদেশী।

এক সময় তেলের দাগ আর ঝুল, পথ, প্রাসাদ ও মানুষকে ঢেকে রাখত বলে বাকুর নাম ছিল "কালোশহর"। ঘাস ও গাছের অভাবে বাকুর কৃষ্ণত্ব এতই স্পষ্ট ছিল। পুরাতন কর্তৃপক্ষের মত ছিল তৈলোৎপাদন এবং কৃষি কার্য একসঙ্গে চলা অসম্ভব এবং সেই কারণেই এই সহরে তৈল ও তৈল সংক্রান্ত সব কিছুই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সহরের আর্থিক উন্নতি ও প্রাকৃতিক দৃশ্যবলীর উপর তারাই প্রাধান্য পেয়েছিল। বৃক্ষহীন পর্বতমালা থেকে হু হু করে শুষ্ক হাওয়া আসত, কখনও বা এক আধ পশলা বৃষ্টিপাত হতো। বৃষ্টির পরিমাণ বছরে গড় পড়তা ৯।০ ইঞ্চির বেশী হোত না এবং যেন প্রাকৃতিক আক্রোশেই সে স্বল্প বর্ষণ ঘটত শীতের দিনে। এই সকল কারণই মুখ্যতঃ কৃষিকার্যের পরিপন্থী ছিল। প্রকৃতির এই মাধুর্যহীন রুক্ষ প্রকাশে তৎকালীন কর্তারা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেন নি।

আজ আর সেদিন নেই। অবশ্য বাকুর সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষতার জন্য আরো সবুজের প্রয়োজন আজো আছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন সমগ্র নগরের কারুময় দৃশ্যপট। পুরাতন রাজপথগুলি আজো বিগত দিনের নিঃশ্বাস ফেলে। রাশিয়ার অন্যান্য সহরের তুলনায় বাকুকে আজো মনে হয় নিষ্প্রাণ। তবু আজ একথা বলা চলে যে মাটির ভিতরের তেল আর বাইরের সবুজ, ধরিত্রীর এই দুই সন্তানের প্রাচীন দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে বাকুতে। আজ জয় হয়েছে সবুজের। রাজপথগুলির দুপাশে গাছের সারি, মাঝে মাঝে পার্ক। যৌবনের প্রাচুর্য ও নবীনতা যে গাছে—সেগুলি সতেজ ও প্রাণোজ্বল। ঘাস ঘন—কিন্তু সুরক্ষিত নয়। ফুল ফোটে অজস্র বর্ণসুষমায়—সহরের হাওয়ায় আনে সতেজ স্নিগ্ধতা।

প্রতিটি ছোট পার্কে ছোট ছেলেমেয়েরা ভীড় করে। তাদের সংখ্যা অধিক, তারা এত মনোহর যে তাদের দেখে কেউ না থেমে যেতে পারে না। মিছিল করে' তারা পরিচ্ছন্ন গলির ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলে। গান গায়; কুচকাওয়াজ করে। দুরন্তপনা করে। হল্লা করে, হাসে, বালিতে ঘর বাড়ী তৈরী করে। দেখেই বোঝা যায় সুস্থ, সুখী তারা। সব সময়েই তারা জটলা করে থাকে। খেলার মাঠের পরিচালক তাদের ওপর নজর রাখেন—যারা খুব ছোট তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করেন।

স্কুলের বড় ছেলেরা আরও উৎসাহী ও আরও দুঃসাহসী। তারা যুদ্ধ-সচেতন, যুদ্ধের খেলা খেলে। সৈনিকদের মত তালে তালে পা ফেলে চলে, ও কুচকাওয়াজ করে, বন্দুক নিয়ে ড্রিল করে। হাত বোমা ছুঁড়তে শেখে—দাঁড়িয়ে, হাঁটু মুড়ে, মাটির উপর শুয়ে পড়ে। শত্রু যাতে না দেখতে পায় এই ভাবে মাটির উপর দিয়ে বুকে হেঁটে যাওয়ার নানারূপ কৌশল আয়ত্ব করার চেষ্টা করে। ছেলে মেয়ে সবাই মিলে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় এই সব কঠিন কাজ শেখে। সেনাবাহিনীর কোনও পদস্থ কর্মচারী বা কারখানার শ্রমিক বা গৃহযুদ্ধের দিনের দুর্ধর্ষ গরিলা—উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে। এই সব শিশু ও

কিশোরদের দেখতে দেখতে স্বতঃই মনে ভেসে উঠে রুশ ও জার্মান জাতির লোকসংখ্যার প্রশ্ন। জার্মান রাজনীতিবিদ্ ও সমরাধিনায়কদের কাছে রাশিয়ার বিপুল জন্মহার চিরকালই বিরক্তির কারণ হয়েছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ তীব্র রুশ ও স্লাভ বিদ্বেষী হিটলার ও রোজেনবার্গের মত পুরুষের কাছে এই জন্মহার চিরদিন ক্রোধের মাত্রাই বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রচার এবং অর্থ ব্যয় করে, গান ও কবিতার ভিতর দিয়ে, বাল্য বিবাহ প্রসার ও বিবাহের প্রচলিত নীতি নিষ্ঠার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করে জার্মানরা জন্মহারকে সম্ভাব্য উপায়ে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যই হোক, বা বংশ পরম্পরার ধারার জন্যই হোক্, জার্মান নারীর মাতৃত্ব রুশিয়ান নারীর মাতৃত্বের সঙ্গে তুলনাই হয় না। হিটলার, রোজেনবার্গ বা যে কোনও নাৎসীর কাছে—"সমগ্র ইউরোপের একমাত্র প্রতিভূ জার্মন জাতি" এই সুদূর প্রয়াসী পরিকল্পনার পক্ষে রাশিয়ান জন্মহার বিরাট অন্তরায় হয়ে আছে। ১৯৩৬ সালে বার্লিনে জন্ম হার ছিল হাজারে ১৪·১ কিন্তু ১৯৩৮ সালে বাকু শহরে জন্ম হার হাজারে ৩৩.৯। অধিকৃত এলাকায় জার্মান সৈন্যেরা যে ভাবে রাশিয়ান বেসামরিক অধিবাসী বা যুদ্ধবন্দীদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করেছে তার ফলে সমগ্র রাশিয়ান জনগণের নিশ্চিত ধারণা জন্মেছে যে হত্যা করে রুশিয়ানদের সংখ্যা হ্রাস করাই জার্মান যুদ্ধনীতির একমাত্র উদ্দেশ্য।

রোজেনবার্গ কি বার বার বলেন নি যে ইউরোপ থেকে রুশিয়াকে তাড়াতেই হবে? হিটলার তাঁর বক্তৃতায় কি বার বার একথা উল্লেখ করেন নি যে একদা সারা ইউরোপের নাগরিক হবে কুড়ি কোটী জার্মান?

লোকসংখ্যায় স্লাভরা, বিশেষ করে রাশিয়ানরা যে ভাবে বেড়ে চলেছে এবং যে ভাবে যন্ত্রযুগের মৃত্যু, অস্ত্র ও ক্ষমতার উপর তারা প্রভুত্ব স্থাপন করে চলেছে—সেই ধারা জার্মানীর এই লক্ষ্য সাধনের প্রধানতম অন্তরায়। সেই কারণে রাশিয়ানরা বলে যে জার্মানীর নৃশংস দুর্নীতির উদ্দেশ্যই হোল রাশিয়ানদের সামগ্রিক নিষ্পেষণ করা, অনশনে তাদের শুখিয়ে মারা, নৈতিক অবনতি ঘটানো এবং বেসামরিক ও যুদ্ধবন্দী রাশিয়ানদের শেষ করে ফেলা।

রাশিয়া ও জার্মানী, স্লাভ ও টিউটনদের মধ্যে এই মরণ-পণ যুদ্ধে এই জন্মহার শুধু আজ বা কালকের জন্যও নয়, সুদূর ভবিষ্যতের পথে মারণাস্ত্রের মতই অতি প্রয়োজনীয়। বাকুর উদ্যানে ও প্রাঙ্গণে এই শিশুজনতা রণ শ্রেষ্ঠ জাতির বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যাধিক্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বাকুর জন সংখ্যার একতৃতীয়াংশ খাঁটি রাশিয়ান একথা সত্য—আর প্রায় অর্ধেক Tocos। কিন্তু কেবল ভাষায় নয়, বিশেষ করে পোষাক পরিচ্ছদে, আচার ব্যবহারে এবং সামাজিক আইনকানুনে খাঁটি রাশিয়ান ছাপ সর্বত্রই বিদ্যমান। ১৯৩৫ সালের নূতন বিবাহবিধি মস্কো বা কুইবাসেভের রাশিয়ানদের প্রতি যেভাবে প্রযোজ্য, বাকুর আর্মেনিয়ান বা ইহুদীদের প্রতিও সেই ভাবেই প্রযোজ্য। ভ্রূণহত্যা আইনতঃ নিষিদ্ধ করে, জন্মশাসনের প্রতি ভ্রূকুটি দেখিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ সংক্ষেপ করে গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের সকল বাসিন্দাদেরই বহু সন্তান সৃষ্টি করতে প্রেরণা যোগায়। নারীর মাতৃত্বের শতমুখ প্রশংসায় এবং বহুসন্ততি সম্পন্ন পরিবারকে কেন্দ্রীয় অর্থকোষ থেকে সাহায্য দেওয়ায় চমৎকার ফলও হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান, বিবর্তনশীল এই সহরের দিকে ফিরে ফিরে তাকাই—আর রাশিয়ানদের সাধারণ বলিষ্ঠতায় মুগ্ধ হতে থাকি—তা সে রাশিয়ানদের পূর্বপুরুষ আর্মেনিয়ান, স্লাভ বা তুর্কী যাই হোক না কেন? সে বলিষ্ঠতার মধ্যে মেদের বাহুল্য নেই। পথে, ঘাটে, হোটেলে কোথাও একটিও মেদবহুল নারী বা পুরুষ আমি দেখেনি। এরা নাতিদীর্ঘ। বড়ো বড়ো মোটা হাড় দিয়ে তৈরী শরীর। চওড়া পিঠ, সুমুখে বুকের দুপাশের মাংসপেশী উদ্ধত। হ্রস্ব পুরুষালি গ্রীবা। বাকুর উপান্ত দিয়ে যে সব উটের দল কদমে কদমে এগিয়ে চলে তাদেরই মত এরা কষ্টসহিষ্ণু। তারা কঠিন—লোমশ। তাদের মধ্যে শৈথিল্য বা আলস্য নেই।……যুদ্ধের টানাপোড়েন এবং নিদারুণ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে শ্রান্তি বা অলসতার লেশমাত্র চিহ্ন দেখা যায় না। তাদের চলনে উদ্দীপনা, পদক্ষেপে নবীনের প্রাণ চাঞ্চল্য। ইতিপূর্বে এত দ্রুত হাঁটতে কোনও রাশিয়ানকে আমি দেখিনি। আমেরিকান-দের মত ব্যস্তবাগীশ হয়ে সদা সর্বদাই তারা ঘুরে বেড়ায়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকেই অধিকতর গতিবেগ, নিয়মনিষ্ঠা, ও সতর্কতা তাদের শরীর থেকে অনাবশ্যক মেদ ঝরিয়ে দিয়েছে। আজ তাদের গতি হয়েছে স্বচ্ছন্দ ও দ্রুত। সাম্প্রতিক উদ্যোগপর্বে সে কুশলতা তাদের আরও বেড়েছে। আজকের মত এত সময়ানুবর্তিতা রাশিয়ান ইতিহাসে আর কোনও দিন হয়নি। আধুনিক কারখানায় সময়ের দাম অমূল্য, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিট এমন কি প্রতি সেকেণ্ডও কারখানায় ঘূর্ণ্যমান বেল্ট দেরী সয়না, ইঞ্জিন আলস্যকে প্রশ্রয় দেয় না। একবার যন্ত্র চালু হলে কাজ এগিয়েই যাবে আর মানুষকে থাকতে হবে তার পাশে যোগান দেবার জন্য। কারখানার পরিচালনা ও রাশিয়ান আইন দীর্ঘসূত্রী লোকের প্রতি খুব কড়া ব্যবস্থাই অবলম্বন করে। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার জন্য নিয়মানু-বর্ত্তিতার আইনে আরও বেশী রকম কড়াকড়ি। অলস এবং বাজে লোকদের বরাতে সবচেয়ে বড় শাস্তি নিন্দা ও পদচ্যুতি এবং একমাত্র সেই কারণেই লোকে কারখানায়, খনিতে, তৈল-খনিতে বা অফিসে যেখানেই কাজ করুক না কেন সময়ের দাম যত বেশী বুঝতে পেরেছে যা আগে তারা কোন দিনই পারেনি।

বিশেষ করে যুব সমাজ এই বিষয় আরও বেশী নিষ্ঠাবান্। বহু তরুণের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট সময়ই রেখেছে। কয়েকটী ক্ষেত্রে আমার নিজেরই দেরী হয়েছিল ফলে আমেরিকান্ সময়ানুবর্ত্তিতা নিয়ে তারা আমায় ঠাট্টা করেতেও ছাড়েনি।

এই সময়নিষ্ঠার স্পষ্ট ব্যতিক্রম হোল বুদ্ধিজীবীরা। গত দিবসের মতই সময়জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে আছেন তাঁরা। দেরী, বা দু এক ঘণ্টার বা সামান্য কথার নড়চড় তাতে কি এসে যায়—এই হোল তাঁদের ধারণা। এবার একজন লেখককে বাঁধা সময়ের দু ঘণ্টা পরে আসার জন্য আমি ভৎর্সনা করেছিলাম। মানুষটি আমার সমস্ত প্রতিবাদ উড়িয়ে দিলেন সেই পুরাণো রসিকতা করে—"নি চে ভো" কিসের কি, অর্থাৎ সময়ের জন্য ভাবনা কি? বল্লেন "একটা গল্প বলি শুনুন। একদা বিসমার্ক এসেছিলেন রাশিয়ার জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতো, দুজনে স্লেজ চেপে গাঁয়ের ভিতর দিয়ে বেড়াতে

গেলেন। ক্রমে গতির নেশায় পেয়ে বসল দুজনকে। অবশেষে এক গাঁয়ের এক দাড়ীওলা মু ঝিক বা চাষা স্লেজের ধাক্কায় মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল। জার্মান চানসেলার এবং মহামহিম রুশ সম্রাট দুজনেই নেমে দেখতে এলেন লোকটির কতটা আঘাত লেগেছে। ততক্ষণে লোকটি মাটি থেকে উঠে গায়ের বরফ ঝেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ি'ছে। প্রশ্ন করতে জবাব দিলো "নি চে ভো"। গাঁয়ের এক কিষাণের মুখে এই উত্তর শুনে বিসমার্ক এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে নিজের ঘড়ী ও চেনের লকেটে এই কথাটি খোদাই করে নিয়েছিলেন। যে কথা জার্মান চানসেলারকে বিমুগ্ধ করেছিল তাতে আপনার এত বিব্রত বোধ করার কারণ কি?"

দায়িত্বহীনতা নিয়ে এই খোস মেজাজ বর্তমান যুগের রাশিয়ান তারুণ্যের কাছে অপরিচিত ও অরুচিকর। এই একটি মাত্র ব্যাপারে নবীন সাধনা ও নবজীবনের জয়যাত্রা পথে রাশিয়ান বিদগ্ধসমাজ বেপরোয়া ভাবে পিছিয়ে পড়েছে।

সময়ানুবর্তিতার নিদর্শন হিসাবেই বাকুর বহু বাসিন্দা হাত-ঘড়ি পরেই খেলাধূলা করে। কো'নও কোনও হাতঘড়ী হয়ত সম্পূর্ণ কব্জীটাই ঢেকে থাকে। গতবার দেখেছি রাশিয়ায় ঘড়ী ব্যবহার হোত কম। অধুনা ঘড়ী হাতে নেই এমন মানুষই বিরল দর্শন। এখন বরং দেখা যায় রাশিয়ানরা নির্ধূম সিগারেট মুখে নিয়ে পথ চলছে আর দেশলাই বা লাইটটার খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার নিজের ত ধারনা হয়েছে যে দেশলাই যোগাড় করার চেয়ে রাশিয়ায় বরং ঘড়ী পাওয়া সহজ। অধুনা রাশিয়ানরা চকমকি ব্যবহার সুরু করেছে, অবশ্য তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।—রাশিয়ান ধূমপায়ীরা পাইপ টানতেও অভ্যস্ত হচ্ছে। এও অবশ্য অভিনব কারণ আগে গাঁয়ের প্রাচীনরা এবং হয়ত বিশেষ ক্ষেত্রে শহুরে বাবুরা ছাড়া রাশিয়ান প্রীতি ছিল সিগারেটে। চুরুটের মত পাইপ টানাকে পরদেশী প্রথা এবং মৌতাত হিসেবে বিজাতীয় আক্রোশ ঠেলে সরিয়ে রাখা হোত। আমেরিকানের চোখে এক চক্ষুতে মনোকোল চশমা শোভিত ব্যক্তির মত, পাইপ মুখে থাক্‌লেই তিনি ইংরাজ, এই ছিল রাশিয়ানদের ধারণা। এখন অবশ্য সিগারেট আর তার টুকীটাকী এমন দুর্লভ হয়ে উঠেছে যে পাইপে মন বসাতেই হয়েছে। এখন সেনাপতিরা আর সাধারণ সৈন্যেরা এত বেশী পাইপ ব্যবহার করছেন যে অনতিকালেই ইংলণ্ডের মত এখানেও পাইপ হবে ফ্যাশনের অগ্রদূত।

অথচ আসলে ধূমপানের নেশা অতি আশ্চর্যভাবেই হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে বিশ সালে এবং রাশিয়ায় তিরিশ সালের গোড়ার দিকে যেখানেই আমি গেছি সেখানেই পুরুষদের মতই মহিলাদের ও অল্পবয়সী মেয়েদের আমি ধূমপান করতে দেখেছিলাম—কখনও কখনও পুরুষকে ছাড়িয়ে। কলেজে পড়া মেয়েরা আর কারখানার কমবয়সী নারী শ্রমিকরা প্রকাশ্যে ধূমপান করাকে বিপ্লববাদিনী হওয়ার সমানই মনে করেছিল। থিয়েটারে বিরামের সময় ধূমপানাগারে যত তরুণ তরুনীদের সমান ভীড় হোত। কলেজের বিশ্রাম ভবনের চতুর্দিকে সিগারেটের দগ্ধাবশেষ অজস্র ছড়িয়ে থাকত। আজ অবশ্য সেদিন আর নেই। এদেশের ছোট একটী সহরে আমারই এক বক্তৃতা সভায় ৪০'টি শ্রবণরতা ছাত্রীর কাছে আমি সোজা প্রশ্ন করেছিলাম যে কতজন সিগারেট খায়। উত্তর পেলাম একজনও নয়।

তারপর আমি ঘুরিয়ে জানতে চাইলাম যে কতজন ধূমপান করতে উৎসুক। এবারও উত্তর পেলাম, "কেউ না"। সত্য কথা, আজকাল কলেজের মেয়ে ধূমপান করছে এ খুবই কম দেখা যায়। ফ্যাক্টরীর মেয়েদের সম্বন্ধে সেই একই কথা খাটে। ধূমপানের যে কোনও রাজনৈতিক বিধিনিষেধ আছে তাও নয়—সমাজের চোখেও তা নিন্দনীয় কিছু নয়। হয়তো কুমারী বা তরুণীদের সম্বন্ধে একথা খাটলেও খাটতে পারে। কিন্তু ছেলেরাও আজকাল কম ধূমপান করে। তামাক, দেশলাই, সিগারেট পেপারের অভাব অবশ্য আংশিক ভাবে দায়ী, কিন্তু "পরিচ্ছন্ন জীবন যাত্রা" সম্পর্কে যে বিপুল প্রচারকার্য অন্যান্য দেশেও চালু এখানে তার কাজ খুবই ব্যাপক ও জোরালো। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাজ জীবনে দৃষ্টিভঙ্গীর যে বিপুল পরিবর্তন এনেছিল যুদ্ধ তাকে পূর্ণতর করে তুলেছে মাত্র।

মস্কো ও কুইবাসভের মেয়েরা আমাকে বলেছিলেন যে তাদের ছেলেদের মধ্যে ধূমপানের নেশা আবার প্রবল হতে দেখে তাঁরা ভাবনায় পড়েছেন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অবশ্য প্রাক্‌যুদ্ধের নিয়মানুবর্তিতা অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে। তা হলেও বিগত দিনের তুলনায় পরিণত এবং অপরিণত বয়সী মেয়েদের মধ্যেই ধূমপান বিশেষ কমে গেছে।

মদের ঝোঁকও রীতিমত হ্রাস পেয়েছে মাতলামী আজকাল দেখাই যায় না।

আইনের নিষেধ কড়া নয় বটে, কিন্তু শস্য, আলু বা যা থেকে ভড্‌কা তৈরী হয় তা এখন সামগ্রিক ভাবেই খাবার কাজে লাগানো হচ্ছে। তা ছাড়া কৃত্রিম রবার তৈরীর কাজে মদ লাগছে। সুতরাং সাধারণের ব্যবহারের জন্য মদের কোটা থাকছে অতি অল্প। এক বোতল ভডকা এখন সম্পত্তি বিশেষ আর বাজারে তার দামও অনেক।

আগেকার দিনে যখন মদ কম পাওয়া যেত বা আইন করে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তখন গাঁয়ের কিষাণরা নিজেরাই নিজেদের মদ চোলাই করে নিত। বিশ সালের গোড়ার দিকে গ্রামের হাওয়া চোলাই মদের গন্ধে ভুরভুর করত। বিয়ের আসরে লোকে অনেকে স্বচ্ছন্দে মদ উপহার দিত। যে কোনও কৃষকের গৃহে রাত্রি যাপন করলে অতিথি হিসাবে আমার সামনে একবোতল গৃহজাত Samogon উপস্থিত করা হোতই। এখন অবশ্য গ্রামে বিধিনিষেধ বর্তমান, চোলাই করা মদ তৈরী করাতেও অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে। অতীতের স্মৃতি মনে করে দুঃখের সহিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ কিষাণেরা আজ ভাবে—আবার কবে সরকারী দোকানে চাইবামাত্রই ভড্‌কা পাওয়া যাবে।

কিন্তু যুবসমাজে বিশেষ করে তরুণীদের মুখে, গন্ধ দূরের কথা, মদের কথা প্রায়ই পাওয়া যায় না। কড়া পানীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুচিত জ্ঞান করতে শেখানো হচ্ছে কুমারীদের। সংযমের কোনও সংকল্প অবশ্য তাদের নেই। মাতা, পিতা বা অপর কারুর কাছে মিতাচারের কোনও প্রতিজ্ঞাই তারা নেয়নি আবার মদ তারা খায়ও। উৎসবে ভড্‌কা পান করা আচার সম্মত। সহরে অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সে সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলছিও না। মস্কোতে কারখানার শ্রমিকদের কয়েকটি মেয়ে, একজন ইংরেজ সাংবাদিক ও আমাকে, নিমন্ত্রণ করেছিল। ইংরেজ ভদ্রলোকটি বল্লেন—আমরা ভডকা যোগাড় করে

আনবো। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো—আপনারা যে যোগাড় করতে পারেন তা আমরা জানি, কিন্তু আমরা ভডকা খাই না।

আমি প্রশ্ন করলাম—একটু সুরা যোগাড় করলে কি হয়?

"সুরা চলবে? সুরা পান চলে বটে কিন্তু তা বলে ভডকা নয়।" রাশিয়ায় দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে যুগে যুগে যত যুবসমাজ গড়ে উঠেছে বর্তমান সমাজ যে সর্বাধিক সংযত তাতে কারুর সন্দেহ থাকতে পারে না।

গতকালের রাশিয়ার অনেক কিছুই ফিরে এসেছে আজকের দিনে—অনেক সামাজিক নিষ্ঠা, অনেক সামাজিক রুচি। তেমনি বহু বিচিত্র পরিবর্তনও ঘটেছে। অতীতের অনেক কিছু ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেছে—যেমন দাড়ী। একদা রাশিয়ায় কি সমাদরই না পেয়েছিল দাড়ী। মাত্র একটী পুরুষ আগে যাজক, ব্যবসায়ী শিক্ষক, মন্ত্রী ও সেনাপতি সকলেরই গর্বের বস্তু ছিল দাড়ী। কিছুটা পবিত্রতাও জড়িয়ে ছিল ঐ সঙ্গে। হল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে মহামহিম সম্রাট পিটার দি গ্রেট যখন দাড়ী কামিয়ে ফেলবার আদেশ দেন, এবং কিছুটা উৎসাহ, কিছুটা দুষ্টামির ভাব নিয়ে যখন তিনি স্বয়ং কাঁচি দিয়ে উপস্থিত অল্প কয়েকজন ব্যক্তির দাড়ী ছেঁটে দেন তখন রাশিয়ান জনসমাজ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল।

পশ্চিম গোলার্ধে বিশেষ করে আমেরিকায় রাশিয়ান কথাটির অর্থই হোল দাড়ীওয়ালা মানুষ। আমেরিকার প্রেক্ষাগৃহে, চলচ্চিত্রে, রঙ্গমঞ্চে চার্লি চ্যাপলিনের ঝলঝলে পাৎলুনের মতই রাশিয়ান দাড়ী বাঁধাবন্দোবস্ত করে নিয়েছে। কিন্তু এখন রাশিয়ায় দাড়ী দেখাই যায় না। দেখা গেলেও তার সংখ্যা অতি অল্প। মার্জিত গাল আর নিখুঁত কামান চিবুক—এই বিশিষ্টতা নিয়ে রাশিয়ান জাতি পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কামানোর ব্লেডের অভাব সত্ত্বেও প্রতিদিন দাড়ী কামানোর আদর বাড়ছে, আর প্রথায় দাঁড়াচ্ছে। দাড়ীর পথে গোঁফও লোপ পেয়ে যাচ্ছে। পোষাক যেমনই হোক, দাড়ী, গোঁফ রেখেছে এমন কলেজী ছোকরা আজো আমার একটীও নজরে পড়েনি। শহরে যা অবস্থা সহরতলীতেও তদনুরূপ। বাইরের চেহারায় রাশিয়ানরা ক্রমশই বেশী রকম পশ্চিম ঘেঁসা হয়ে পড়ছে। যে যন্ত্রযুগকে নিজেদের দেশে তারা ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করছে, সে যান্ত্রিকতার দম্ভ করে বেড়ায় তারা—তারই বাঁধা সড়কে তাদের জীবনের অনেক কিছুই বাঁধা পড়ে গেছে।

—সাত—

লাবণ্যময় দেশ

বেলা পড়ে এল ষ্টালিনগ্রাদে-র উদ্দেশ্যে বাকু-মস্কো একসপ্রেসে যাত্রা করলাম। যাত্রীতে ট্রেণ ঠাসা। বেশীর ভাগই সৈন্য—কেউ সবেমাত্র হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসেছে, কেউ বা শিক্ষা শিবির থেকে সোজা ফ্রন্টে যাচ্ছে। ষ্টেশনে অপ্রয়োজনীয় কোনও কোলাহল নেই; গান বাজনা নেই, উঁচু গলায় কথা বলা নেই বা ঘটা করে বিদায় অভিনন্দন জানাতেও কেউ নেই। থাকার মধ্যে হাত নাড়া, রুমাল নাড়া, যাবার বেলার শেষ কথাটি, আর প্রীতি বিনিময়। মনে হল যেন রাজধানীর উদ্দেশ্যে চলেছে পর্যটন-কারীদের ট্রেণ।

ট্রেণে একটি মাত্র আন্তর্জাতিক শয়ন কামরা। সেটি এত বিরাট, এত আলোকিত যে তা দেখলেই বা তার মধ্যে বসলেই মনে পড়ত শান্তির দিনের স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্ভরতা। যুদ্ধের পূর্বে এর থেকে বেশী আরামদায়ক ও পরিচ্ছন্ন শোবার কামরাতে কখনও ভ্রমণ করিনি। জানলা, দরজাগুলি ঝকঝকে। গরমকালে ইউরোপের বহু অংশে এমন কি রাশিয়াতেও মাছির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে হোত। এবারেও তেহেরাণ থেকে কতকগুলি মাছি নিবারক যন্ত্র কিনে এনেছিলাম। কিন্তু এবার আর তার প্রয়োজন ঘটল না। যাত্রীদের সুবিধার জন্য গাড়ীতে গরম জলের পাইপের বন্দোবস্ত আছে আর আছে একদল যাত্রী পরিচালক। প্রয়োজন মত একজন মহিলা ও একটি লোক চিনি বিহীন চা গ্লাসের পর গ্লাস সরবরাহ করত।

সব বড় বড় সহরের বিশেষত্ব যা, এখানেও তাই। প্লাটফরমের মৃদু গুঞ্জনের মধ্য দিয়ে আমরা ষ্টেশনের বাইরে এসে পড়লাম। জানালার পাশে একটি ভাঁজ করা বেঞ্চে বসে বাইরের দিকে চেয়ে আছি। উৎসুক নয়ন নূতন কিছু দেখার প্রত্যাশী। বর্ধমান সহরতলী বিশেষ করে আমার চোখে পড়ল এবার। একরের পর একর, মাইলের পর মাইল নূতন ঘর বাড়ী—ছোট, বড়, একক এবং শ্রেণীবদ্ধ। দূর থেকে মনে হয় যেন সৈন্যদের ছাউনী।

সে সব বাড়ীর গঠন কার্যে বিশেষ কোনও অলংকার বাহুল্য নেই। মনে হল অনেকগুলি অতি দ্রুত তৈরী করা হয়েছে। অনেক জায়গায় মাটি এখনও ভরাট করা হয়নি অথবা সব কিছু স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। কোথাও কোথাও এই সব অসমতল জমিতে বাগান বা ঘাসজমি করবার চেষ্টা চলছে। সে প্রচেষ্টা সব ক্ষেত্রে ফলবতী হয়নি। এইটুকু সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আলঙ্কারিক সৌন্দর্যের চেয়ে প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মাটি খুঁড়ে আরও প্রচুর কাঁচা মাল জোগাড় করে আরও বেশী মারণাস্ত্র নির্মাণ করার দিকে নজর রাখা হয়েছে। আঙ্গিক লাবণ্যের দিকে তাই লক্ষ্য নেই ইন্‌জিনিয়ারদের।

রৌদ্রকরোজ্জ্বল উপত্যকা ও তুষারমণ্ডিত পর্বতমালাবেষ্টিত উত্তর ককেশাসের দিকে আমরা যাচ্ছিলাম। পুসকিন, টলষ্টয় ও লারমোনটোভ, কিংবা ভ্লাডিমির বা আইভানোভোর কাপড়ের কলের সোভিয়েট মেয়ে শ্রমিক যেই হোকনা কেন, রাশিয়ানদের কাছে এই প্রদেশ চিরদিনই স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের রাজ্য। শুধু ককেশাসের নামোল্লেখেই তাদের মন আনন্দ রসে ঘনীভূত হয়ে ওঠে; অন্তরে দুঃসাহসিকতার প্রেরণা জাগায়। তার মধ্যেই যেন প্রকৃতি, প্রাণ ও আত্মার এক নিবিড় সামঞ্জস্য রয়েছে। সম্প্রতি সমগ্র দেশ থেকেই তরুণেরা খালিমাথায় খালি পায়ে ও খালি গায়ে, পিঠের ওপর বোঁচকা ফেলে, বেতের লাঠি হাতে ধরে, গরম কালটা গিরিপথ, সূর্যকিরণতপ্ত ধাপ ও কাঠ বাঁধানো পাহাড়ে ঢালুজমির ওপর ঘুরে বেড়ায় উৎকট দুঃসাহসিকতা ও স্বপ্নময় আনন্দের সন্ধানে এবং এই দেশের বিশেষত্বই তাই। বাড়ী ফিরে গিয়ে সাইবেরিয়ার যৌথ কৃষিক্ষেত্রেই হোক বা উরালের কারখানাতেই হোক তাদের এই ভ্রমণের আনন্দ ও গৌরবময় কাহিনী বন্ধুদের কাছে বলতে তারা ক্লান্তি বোধ করেনা। সংগ্রাম ও উপকথা, স্বপ্ন ও সুষমামণ্ডিত এই ককেশাসের উপত্যকা ও মালভূমি অতীত, বর্তমান ও আগামী কালের অসংখ্য রুশ জনগণের আবাসভূমি ককেশাসের দক্ষিণ বা উত্তর উভয় ভাগই প্রকৃতির অপূর্ব উপহার।

মিসৌরী অঞ্চল অপেক্ষা আয়তনে কিছু বড় এই প্রদেশটি প্রাচুর্যে ভরা। মাইকোপ ও গ্রজণীর মত এখানে প্রচুর পরিমানে তেল পাওয়া যায় যা বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীর যে কোনও তেলের সমকক্ষ। আর দস্তা ও সীসা পাওয়া যায়। তাছাড়া আঙুর, যব, পীচ, এপ্রিকট, তরমুজ, মধু, তামাক ও চায়েরও বিরাট চাষ হয়। যুদ্ধের পূর্বে একমাত্র কুবানেই ১৭৫০০০ একর জমীতে যে ফলের বাগান ছিল তার সিকি ভাগে আঙুরের চাষ। বুনো গাছের সঙ্গে ভাল জাতের আপেল ও পীয়ারের কলমের চাষ করা হয়েছে। মাইকোপের পাতলা খোলা বিশিষ্ট টমাটো এত লাল যে রক্তপাত্র বলে মনে হয়, যেন যে কোনও মুহূর্তেই ফেটে মাটি ধুয়ে দিতে পারে। এই টমাটোর দেশ জোড়া নাম। তুলো, ধান, যব ও ভুট্টার নতুন চাষ হয়েছে। পাহাড়ের ঢালু জমিতে দলে দলে ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে আর মেষ পালকেরা তাদের দেখছে। তাদের মধ্যে অনেকের বয়স একশতের উপর। পাহাড়ের নীচের জমি ও তার জীবন যাপন প্রণালী সম্বন্ধে তারা একেবারেই অজ্ঞ বা জানার ইচ্ছাও রাখেনা। মোটা ঘাসবিশিষ্ট চারণ ভূমিতে পছন্দ সই হৃষ্টপুষ্ট ছাগল ও গবাদি পশু দলে দলে ঘুরছে। এখানে দেশের কয়েকটি নামকরা স্বাস্থ্য-নিবাস আছে—**Pyatigorsk, Yessentuki, Kislovodsk, Zeheleznovodsk, Minearlnya Vody** আর আরও অনেক। এখানকার পানীয় জল ও স্নানের জল সমগ্র রাশিয়াতে ও বহির্জগতে বিখ্যাত।

এই অসমতল অথচ সুন্দর প্রদেশে বহুলোকে বাস করে। নূতন নূতন মানুষের দেখা পাওয়া যায়। দারিদ্র্যের জন্য উত্তর ককেশাসের চুম্বক আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে উন্নততর জীবন যাপনের জন্য তারা এখানে এসে বসবাস করছে।

এদের বেশীর ভাগই কৃষক, ইউক্রেনিয়ান, টাটার ও ইহুদী, এখানে সেখানে গ্রীক, পোল, লেট বা লিথুয়ানিয়ানদেরও দেখা পাওয়া যায়। অনেক বৃদ্ধও আছেন, কয়েকজন এত বৃদ্ধ যে তারা কোন বংশসম্ভূত বা কোথা থেকে এসেছেন তাও স্মরণ নেই। রাশিয়ান নামে একটা ছন্দের সুর পাওয়া যায়—Ingushy, Ossetins, Balkarians Kabardins, Chechens, Adigeytsui, Cherkessey আর Daghestan এর বিভিন্ন জাতিবৃন্দ। আগ্নেয়গিরির মত তাদের মেজাজের যেমন পার্থক্য আকৃতিগত বৈসাদৃশ্যও তদ্রূপ। যদিও প্রায়ই তাদের মধ্যে গৃহবিবাদ, রক্তারক্তি, খণ্ডযুদ্ধ প্রভৃতি লেগে আছে, তা সত্ত্বেও জাতীয় পোষাক ও ভাষা তাদের এক।

একজন মধ্যবয়সী Chechenet ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমায় প্রশ্ন করেছিলেন—বিদেশ থেকে ফিরে গিয়ে কোনও আমেরিকান ভদ্রলোক যদি তার স্ত্রীকে একজন পর পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখেন তাহলে তিনি কি করবেন?

আমি উত্তর দিয়েছিলাম—আগন্তুকের পরিচয় কি এবং কি তার প্রয়োজন তার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে।

"সত্যি বলছেন?" আমার উত্তরে ভদ্রলোক বিমনা হোলেন এবং কিছুক্ষণ থেমে তিনি বল্লেন—মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বিদেশ থেকে ফিরে এসে আমার এক প্রতিবেশী একজন অচেনা লোককে তার স্ত্রীর সঙ্গে বসে কথা বলতে দেখে সেই অপরিচিতকে ছুরিকাঘাত করেন। পরিচয় কি, কোথা থেকে এসেছেন বা কি কারণে এসেছেন এ সব কথা প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজনই তিনি বোধ করেননি।

এই ঘটনা ১৯৩৭ এর—যখন সমগ্র রাশিয়া ও রাশিয়ার অন্যান্য দূরতম অঞ্চলের মত উত্তর ককেশাসও পারিবারিক বিবাদ, মারাত্মক হানাহানি, পুরুষের ঈর্ষা ও অধিকারবোধ বিরোধী এক যুগ ব্যাপী প্রচণ্ড সোভিয়েট প্রচার প্রবাহে প্লাবিত হয়ে গিছল।

সমতল ভূমির মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ উত্তর দিকে ট্রেনটি মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমে নীলাভ কুয়াশার প্রাচীর ভেদ করে তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী শ্বেতকায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বে নীল সমুদ্রের মত গমক্ষেত দিগন্ত ঘেঁষে তরঙ্গায়িত। এখানে কোনও বন নেই এবং সাধারণতঃ বৃষ্টিপাতও কম হয়। কিন্তু এই বৎসর, যখন যুদ্ধের জন্য ধারাবর্ষণ বিশেষ দরকার, প্রয়োজনের অতিরিক্তই বৃষ্টি হয়েছে। এবার গমের ক্ষেত প্রচুর শস্যশালিনী। ঠিক এমনই অবস্থা আমি আমেরিকায় দেখে এসেছি। বাতাসে আন্দোলিত এই দিগন্ত প্রসারী শস্যক্ষেত্র দেখেই বিশেষ করে মনে পড়ে সোভিয়েট পরিকল্পনা কৃষিতে কি যুগান্তকারী বিরাট পরিবর্তনই না রাশিয়ায় এনেছে। ব্যক্তিগতভাবে জমির মালিকানা ঘুচে গেছে আর সেই সঙ্গে মুছে গেছে মালিকানার নানা রঙ বেরঙের নিশানা। যৌথকৃষির প্রবল ঘূর্ণীবাত্যায় আজ আর তাদের কোনো অস্তিত্বই নেই। বড় রাস্তা ও রেলপথের ধারে নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে আরো ফুটিয়ে তোলার জন্য ছোট ছোট কেয়ারী করা বাগান গড়ে তোলা হয়েছে। ব্যক্তিগত

উত্থান আন্দোলনের জন্যই অনেক বেশী উত্থান আজকাল চোখে পড়ে। কিন্তু একটানা কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে কোথাও এক হাজার একর কোথাও পঞ্চাশ হাজার একর বিস্তৃত জমির মধ্যে উত্থানগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে সামান্য বিন্দুকণা বলেই মনে হয়। রাশিয়ার দৃশ্যপটের মধ্যে সম্পূর্ণ অভিনব হোল গমক্ষেতের সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য চোখ ও মনকে ঝলসিয়ে দেয়—আচ্ছন্ন করে তোলে। পৃথিবীর মধ্যে রাশিয়ার মত এত বিপুল গমের চাষ আর কোথাও দেখা যায় না, আমেরিকায় নয়, কানাডায় নয়, আর্জেন্টিনায় নয়। যৌথকৃষি ব্যবস্থা প্রচলিত হবার পূর্বে এই দেশ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি বলেই আমার মন একে নতুন করে আবিষ্কার করল। এই সমৃদ্ধির কোন তুলনা নেই কোন দেশে। কৃষির ক্ষেত্রে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে আমেরিকার বিরাট দানের কথা স্বতই আমার মনে পড়ল। আমেরিকা আবিষ্কৃত ট্রাকটর, গ্যাঙপ্লাউ, কম্বাইন, গ্রেন-ড্রিল (যা রাশিয়ানরা এত কষ্ট করে অনুকরণ করে কাজে লাগিয়ে সাফল্য লাভ করেছে), যদি না থাকত, তাহলে আজ উত্তর ককেশাসে ও রাশিয়ার অপরাপর প্রদেশেও কেবল তোষকের মত ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র দেখা যেত আর এক একটি কিষান পরিবারকে তার নিজের জমীটুকুতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে আহারের দানা ফলাতে হ'ত।

মাত্র বারো বছর আগে আর্কেঞ্জল (Archangel) প্রদেশের কোনও একটি গ্রামে চাষীরা প্রথম ট্রাকটর দেখে এত ভয় পেয়েছিল যে যন্ত্রটি শয়তানের আবিষ্কার বলে ধরে নিয়েছিল। রেলপথ ও বাষ্পীয় শকটের বহুদূরে থেকে তারা নিশ্চিত ধারণা করেছিল, যে যন্ত্র টানার জন্য ঘোড়ারও দরকার হয়না, সে কেবল মাত্র শয়তানই চালাতে পারে। রাত্রে তারা কুড়ুল, হাতুড়ি, ডাণ্ডা প্রভৃতি নিয়ে এই শয়তানের যন্ত্রকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে ছাড়েনি। অবশ্য ট্রাকটরের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযানের এইটি একমাত্র উদাহরণ নয়। এত নূতন ও এত ভীতিপ্রদ আকৃতি দেখে সেখানকার চাষীরা স্বভাবতই ভয়ে বিমূঢ় হয়েছে।

গত কয়েক বৎসরে কৃষির যে বৈপ্লবিক প্রগতি হয়েছে তার মূল হোল এই ট্রাকটর। এর প্রচলন শুধু পুরাকালের কর্ষন পদ্ধতিরই বিনাশ ঘটায়নি, বহু প্রাচীন ও জীর্ণ প্রথা, সামাজিক ধারণা ও জীবন যাত্রার প্রণালীও বিলোপ করেছে। বিজ্ঞানের অপরাপর আবিষ্কারের চেয়ে বা বলশেভিক্ প্রচার কার্যের চেয়েও অধিকতর কার্যকরী হিসাবে এই যন্ত্র গ্রাম থেকে, সব না হলেও, বহু কুসংস্কারই তাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রাম ও শহরের ভিতর, জমী ও কারখানার মধ্যে এক ইস্পাতের গ্রন্থীতে রাখী বন্ধন করেছে।

অরণ্যমনা গাঁয়ের মনুষকে যন্ত্রমনা করে তুলেছে এই ট্রাকটর। আজ রাশিয়ায় গ্রাম্য কৃষক আর দেখাই যায় না। রাশিয়ার ভাষা থেকে গ্রাম্য কথাটি প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। শেকভ, টলষ্টয়, সেমস্কি, টুর্গেনিভ, আইভান বুনিন বা অপরাপর যে সকল রাশিয়ান উপন্যাসিক রাশিয়ার কৃষাণদের সম্বন্ধে অনির্বচনীয় দরদ দিয়ে, লিখেছেন কখনো বা তাদের অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে স্নিগ্ধ করুণার রস মিশিয়ে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে লিখেছেন। তাঁদের রচনার যে পাঠক এতকাল ষ্টিফেনস, ভার্বরাস, অনিসিয়াস্

এঁর দুঃখে উতলা হয়েছেন, হয়ত বা চোঁখের জলে বুক ভাসিয়েছেন তারা আজ রাশিয়ার গাঁয়ে সে সব নরনারীকে বৃথাই খুঁজে বেড়াবেন। কৃষকদের কুটীর আজো তেমনি অনাড়ম্বর তেমনি মলিন রয়ে গেছে, কিন্তু কৃষকের মনে ঘটেছে অপূর্ব বিবর্তন। আর এই বিবর্তনের মূলে অন্য সব যন্ত্রের চেয়ে ট্রাকটরই কাজ করেছে বেশী। আমার নিজস্ব মত যে বক্তৃতায় বা প্রচার কার্যে এই অবস্থা সম্ভব হয়নি। আর সবার উপরে, এই ট্রাকটরই রুশীয় যন্ত্রশিল্পীদের লাখে লাখে ট্যাংক ও অন্যান্য সমরাস্ত্র নির্মানে কুশলী করে তুলেছে। একদা ট্রাকটরই যে কৃষিতে অচিন্ত্যনীয় পবিবর্তন আনবে এবং মানুষের মনকে নূতন ঘাতে চালনা করতে পারবে, বলশেভিক নেতারা এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন এবং অবিচলিত অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই যন্ত্র বন্ধুকে কাজে লাগিয়েছিলেন। আজ সেই আমেরিকার আবিষ্কৃত ট্রাকটর বাদ দিলে রাশিয়ান সৈন্যদের পক্ষে অধিকতর শিক্ষিত ও অধিকতর-শক্তিশালী নাৎসী অস্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়ত সম্ভব হোত না।

প্রথম দিকে ট্রাকটর সম্বন্ধে বহু গান ও কবিতা লেখা হয়েছিল তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এমন কি একজন অতি উৎসাহী ব্যক্তি যন্ত্রটিকে কাপড়ের কলে চালাবার জন্য চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি।

দেশের বাহ্যিক দৃশ্যের যত পরিবর্তন ঘটেছে, বসত বাড়ীরও ভঙ্গীর ততই পরিবর্তন ঘটেছে। আ-দিগন্ত গমক্ষেতের পরেই তার উল্লেখ। আমার পূর্বেকার ভ্রমণে যা দেখেছিলাম এখন তার থেকে অনেক বেশী—হাজারো গুণে বেশী। লক্ষ লক্ষ একর অক্ষত মৃত্তিকা লাঙ্গল দিয়ে চষা হয়েছে—লক্ষ লক্ষ মজুর জুটেছে তার সীমানার মধ্যে। দলে দলে নব নব বসতি এসে মাটীর উপর যেন গজিয়ে উঠেছে। এখানে এমন একটি কুটীর বাসা বা গোলাবাড়ী নেই কিংবা যন্ত্রের কারখানা বা গোশালা নেই, যা সাদা ও উজ্জ্বল নয়। উত্তর ককেশাসের বহিঃসৌন্দর্য্য যত সার্বজনীন এমন আর কোথাও নেই, এমন কি সীলংকৃত ইউক্রেনেও নয়। যত নূতন এবং সুবিধাজনক কুটীরই হোকনা কেন, চুণকাম করা না থাকলে সেটাকে বাড়ী বলেই গণ্য করা হবেনা। এমনকি এখন যুদ্ধের সময়েও এই প্রদেশ ছাড়া রাশিয়ায় অন্য কোথাও গ্রামগুলি এত সুন্দর উজ্জ্বল ও বাসোপযোগী নয়।

নতুন গোলাবাড়ীগুলি কুটীরের থেকেও দেখতে সুন্দর। লম্বা জানলাবিশিষ্ট আধুনিক সিলো দিয়ে ঢাকা গোলাবাড়ী কুটীরের মতই সাদা ও সুদৃশ্য। গম উৎপাদন ব্যবস্থা গমক্ষেতে যেরূপ যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে, সেইপ্রকার পরিবর্তন ঘটেছে গৃহপালিত পশুপক্ষীর চাষে নিজের ব্যবহারের জন্য বর্তমানে প্রতি কৃষকের এক একটি গরু আছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা যৌথকৃষিশালায়, বিশেষ করে উত্তর ককেশাসে চাষীরা, কে কতবড় পশুর পাল সৃষ্টি করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চালায়। লালটালীর নীচে বড় বড় জানালা এবং বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আধুনিক রুচির পরিচয়ই দেয়—আগের দিনে এই জাতীয় জিনিষ এক রকম অজ্ঞাতই ছিল।

মৌচাক তৈরী করার ঘরও বেড়ে গেছে। এখানেও আমেরিকান প্রভাব চোখে পড়ে। মৌচাকের গঠন প্রণালী এবং মক্ষিকাপালন পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করলে মনে পড়ে ওহায়োর মেদিনাবাসী স্বর্গত এ, আই, রুটের কথা। তাঁর রচিত "মৌমাছি পালনের অ আ ক খ" বহু রাশিয়ান মধুশিল্পীই কাজে লাগিয়েছেন।

এই পরিবর্তনশীল দৃশ্যাবলীর মধ্যে বড় বড় ফলের বাগান আর একটি বিশেষত্ব। ছোট ছোট ফলের বাগান (যার দিকে প্রায়ই নজর রাখা হোতনা) আগে প্রতিটি কৃষকের গোলাবাড়ীর অংশবিশেষ ছিল। প্রখর রৌদ্রতাপে তারা ছায়া দিত আর পরিবারের ফল যোগাত। ব্যাপকভাবে ফলের চাষ তখন ছিলনা বল্লেই চলে। এখন সর্বত্রই দেখা যায় শত শত, হাজার হাজার একর জুড়ে ফলের গাছ রয়েছে। আমার দেখা বেশীর ভাগ বাগানই নূতন বসানো হয়েছে আর তাতে বিশেষ যত্নও নেওয়া হয়না। ব্যাপক কৃষিকার্যের যে অংশটির উন্নতির জন্য চাহিদা বেড়েছে তার মধ্যে ফলের বাগান অন্যতম। গাছগুলি নুয়ে পড়েছে, ডালপালা ছাঁটা হয়নি, কোনও গাছের মাথা ছাগল বা গরুতে মুড়িয়ে খেয়েছে। বাগানগুলিতে বেড়া না দেওয়া থাকায়, মেষপালক বা তার প্রহরী কুকুরের সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে আসা পশুর পক্ষে আনন্দে বেড়াবার লোভনীয় জায়গা সৃষ্টি হয়েছে।

এই সব গ্রামের ক্ষেত, সাদা চূণকাম করা কুটীরের সারি, অসংখ্য ও বিরাট গোলাবাড়ী, থাকে থাকে মৌচাক, অযত্নপালিত ও বহুদূর বিস্তৃত ফলের বাগান স্বতঃই মনে এদেশের সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা আনে আর মনে পড়ে এদেশের বিরাট অভাবনীয় যুগপরিবর্তন। বহু লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী আবাদী জমি চাষের ক্ষেতে পরিণত হয়েছে। আরও বেশী জমির ওপর ট্রাকটর ও লাঙ্গল চালাবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। সাইবেরিয়া বাদ দিয়ে রাশিয়ার অপর কোনও অংশে এত বেশী পতিত জমি নেই। ইতিহাস ও পুরাবৃত্তের মতই প্রাচীন, সৌন্দর্য ও নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ এই উত্তর ককেশাস প্রদেশ, পৃথিবীতে নতুন করে প্রকাশিত হচ্ছে। এদেশ দেখে মনে পড়ে যায় গৃহযুদ্ধের পর মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার কথা, প্রভেদ এইটুকু যে এ প্রদেশের উন্নতি ঘটেছে আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে আর তা সম্ভব করেছে রাষ্ট্র।

এই দেশের প্রতি যে জার্মানীর লোভ জন্মাবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? জার্মানীর নাৎসী ও শ্রমিক, ছাত্র ও কৃষক, বনেদী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যে এই দেশের জন্য হামলা সুরু করবে তা বিচিত্র কি?

জার্মানীর GI. Dye Trust এর কোনও এক যুদ্ধবন্দী কারিকরকে রাশিয়ান পর্যবেক্ষক প্রশ্ন করেন—দেশ ছেড়ে এতদুরে আসার উদ্দেশ্য কি?

"আমাকে পাঠানো হয়েছে" লোকটি উত্তর দিয়েছিল।

"রাশিয়ান চাষী ও শ্রমিকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ, না?

"উপায় নেই, আমি যুদ্ধ করতে বাধ্য"।

এ কথা শুনে রাশিয়ান ভদ্রলোক তার পকেট থেকে জার্মান ভাষায় লিখিত রাশিয়ার কৃষিপদ্ধতির একখানি মোটা বই বের করলেন। শূকর উৎপাদন ও গমের চাষ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে দাগানো লাইনগুলি দেখিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন—সত্যই রাশিয়ায় তার জমিদার হবার কোনও সাধ আছে কিনা? জার্মান কারিকরটি বইয়ের পাতার মতই নীরব রইলো, কিন্তু নীরবতার মধ্যেও ফুটে উঠলো তার মনের কথা।

আমার পর্যটনের সময় কামান গর্জনে বা চোখ ধাঁধানো আগুণের লেলিহান শিখায় এই সুন্দর রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ হয়নি। সর্বত্র সর্বাঙ্গীণ শান্তি ও উন্নতি বিরাজ করছে। যেন মনে হোল কত চোখে দেখা, কত না দেখা চাতকের মধুকণ্ঠে এদেশের আকাশ বাতাস কম্পন মুখর আলো আঁধারীতে। তবুও যুদ্ধ যে চলছে তার সংকেত পাওয়া যায়। মাঠে ছোকরার সংখ্যা অল্প। বাচ্ছা আর বুড়োদের বাদ দিলে সর্বত্রই মেয়েরা কাজ করছে। তারাই ট্রাকটার চালাচ্ছে, চাষ করছে। তারাই চালনা করেছে ঘোড়া আর গরু। রেল ষ্টেশনে তারাই বিক্রী করেছে ডিম, পনীর, গরম মূলোর আঁটি, টিনে ভরা ঠাণ্ডা কেক, আর এমনি একটা দাম চাইছে যা আমেরিকানদের কাছে মনে হয় স্রেফ্ আজগুবী। বেশী লাভ করেছে বলে ধমকালে কেউ ঠাট্টা করে আর কেউ রেগে নাক ফোলায়। জমি দেখাশোনা তারাই করে। বহু বিচিত্র বর্ণের পোষাক ও রুমালে—বিশেষ করে সাদা, লাল ও নীল—তারা চারিদিকের সৌন্দর্যকে আরও বর্ণালী করে রেখেছে। যেন যুদ্ধ নেই এমনি ভাবেই কাজ করতে করতে তারা উচ্চ গ্রামে গান করে। তাদের বিলম্বিত কণ্ঠ দূর দূরান্তের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। কারো পিঠে আবার রাইফেল বাঁধা আছে। শস্য তোলার যন্ত্র ও আটার কারখানা তারাই পাহারা দেয়। আর সবার ওপরে তাদের লক্ষ্য জার্মান প্যারাসুট বাহিনী। পৃথিবীর যে কোনও জাতির থেকে প্যারাসুট বাহিনী সম্বন্ধে সজাগ রাশিয়ানরা কখনই অতর্কিত অবস্থায় ধরা দেবেনা—তা সে উত্তর ককেশাসেই হোক বা দেশের অন্য কোনেও এলাকাতেই হোক্।

গ্রজনী, মাজডক, প্রভৃতি আরো অনেকগুলি ষ্টেশন আমরা পার হ'লাম। আজকাল পৃথিবীর প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলির শিরোনামায় এদের নাম মেলে। এদের থেকে যুদ্ধ এখন বহুদূরে আর এরাও দৈনন্দিন কাজ সমান একাগ্রতায় করে চলেছে কিন্তু তাঁহলেও এরা সর্বত্রই যুদ্ধ সচেতন। পথে কোনও ষ্টেশনে ছুটির যাত্রীদের ভিড় দেখলাম না। উচু গলায় হসি, ছুটীর বেশ বা একতারা বাজানো কোথাও আমার নজরে পড়লনা। ষ্টেশনের ভোজনাগারগুলি প্রায়ই খালি। এদেশের বিশেষত্ব এই যে খাবারের স্টলগুলিতে লোক নেই বললেই চলে। চালু ভোজনাগার গুলিতে নাগরিকদের থেকে সৈনিকদের ভীড়ই বেশী। কেবল রুটি, নোনামাছ, গরম ঝালের ঝোল, কখনও কখনও সস্ বা পনীরেই খাওয়ার উপকরণ সীমাবদ্ধ। পেষ্ট্রী বা মাখমের দেখা পাবার উপায় নেই। আর যাত্রীরাও যা পাওয়া যায় তাই কিনতে প্রস্তুত।

খাবারের দোকানের মতই বইয়ের দোকানও খালি, মাঝে মাঝে যখন খবরের কাগজ বিক্রী হয় চারিদিকে ভীড় জমে যায়, কাগজের টাকা বার করে—একখানা Pravda, Izvestia বা স্থানীয় যে কোনও সংস্করণ কেনার জন্যে লোক হল্লা করে। তাদের দেখে বাজারের হট্টগোলের কথাই মনে পড়ে। বিক্রী করার উপযোগী বই বিশেষ কিছুই নজরে পড়ল না; যাও বা ছিল হয় যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে নয় ও কৃষি বিষয়ক। তবে গল্প বা উপন্যাস কোথাও একখানাও নেই।

গ্রজনিতে আমার সহচরকে প্রশ্ন করলাম—'এখন কি কাহিনী বা গল্প গ্রন্থ পান না?

উত্তর এল, "মাঝে মাঝে পাই বটে, তবে ষ্টাণ্ডে কেউ দেখ্‌লে কেড়ে নেয়।"

"—আর সাময়িক পত্রিকা?" প্রশ্ন করলাম।

"—তেমন বেশী পাই না, এমন কি যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধীয় পত্রিকাও পাই না।"

যখন আমি কথা বল্‌ছিলাম তখনও লোকজন এসে বই বা সাময়িক পত্র চাইছিল—"না নেই" ছাড়া আর কিছুই অবশ্য জবাব আস্‌ছিল না। পঠনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর অভাবে সে বুভুক্ষা শান্ত করা যায় না।

Mineralnya Vody, শান্তিকালীন রাশিয়ার অন্যতম অবসরকালীন ভ্রমণক্ষেত্র হিসাবে খ্যাত, এখন কিন্তু তার নিদারুণ শূন্যতা বিশেষ করে চোখে পড়ে। বিরাট ভোজনশালা ও আহার্যের ষ্টলগুলি সবই প্রায় সম্পূর্ণ শূন্য। প্রাক্তণ প্রাচুর্য ও আনন্দের রেশটুকুও যেন ধুয়ে মুছে নেওয়া হয়েছে। জানালার ভগ্ন পাখি অসংস্কৃত রয়েছে, দরজার বিবর্ণ মলিন রঙ অস্পৃষ্ট রয়েছে। আমি একটির ভিতরে প্রবেশ করলাম—অভ্যন্তরে পরিত্যক্ত বাড়ির মত একটা বিশ্রী তীব্র দুর্গন্ধ। যা কিছু পড়ে আছে—ঘরের মেঝ ও আসবাবপত্র সব কিছুই ধুলি ধূসরিত। দেয়ালগাত্রস্থিত যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রাচীর চিত্রাবলী যেন ঘুমন্ত প্রেতের মত দেখায়। দেখে মনে হল যেন আমার পূর্বতন পর্যটন কাল যে অন্তর্নিহিত সুরটুকু লক্ষ্য করে ছিলাম আজ যেন সেটুকু পর্যন্ত অপসারিত করা হয়েছে।

সালস্‌কে ট্রেণটি আধ ঘণ্টা দাঁড়ায়, কিন্তু আরো একটু অধিক কাল ট্রেণ দাঁড়িয়ে রইল। সাল্‌সক একটি বিখ্যাত জায়গা, রাশিয়ার কৃষি বিষয়ক অগ্রগতির একটি প্রথমতম সীমারেখা। এইখানেই আমেরিকান বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে "দানবীয়" অর্থাৎ রাশিয়ার বৃহত্তম গমক্ষেত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এমনই বিশাল এই ক্ষেত যে ক্ষেতটির ম্যানেজারকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিমানে ভ্রমণ করতে হয়েছিল।

এই বিরাট গমক্ষেতটির অভুতপুর্ব পরিধি সম্পর্কে তৎকালে সমগ্র বিশ্ব জগৎ আন্দোলিত হয়েছিল। রাশিয়ানরা এই সাফল্যে গর্ববোধ করেছিল। কারণ কোনো ধনতান্ত্রিক দেশও অনুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি।—কিন্তু শীঘ্রই সে গর্বের অবসান ঘটলো। রাশিয়ানরা বুঝ্‌লো শিল্প সম্পদের মতো কৃষি বিষয়ক বিরাটত্ব অনেক সময়

সম্পদ না হয়ে বোঝা হয়ে ওঠে। এই "দানবীয়" ক্ষেত অবশেষে অনেকগুলি কার্যকরী অংশে বিভক্ত করা হ'ল।

সালসৃক একটি সংযোগ স্থল, এই "জংশনে"র রেল "ইয়ার্ড" ও "সাইডিং" গুলি ট্রেণ ও লোকোমোটিভে পরিপূর্ণ। যাত্রীরা ট্রেণ থেকে বেরিয়ে পড়ে প্লাটফর্মের এধার ওধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে—মস্কোর সংবাদপত্রগুলি সবে এসে পৌছেচে, সংবাদপত্র বিক্রেতার মঞ্চের সামনে একটি দীর্ঘ "কিউ" সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু শুধু উর্দী পরিহিত জনগণ অর্থাৎ সৈন্যদেরই অনুগ্রহ করা হচ্ছে। সহসা বাতাস বিদীর্ণ করে সাইরেনের তীব্র সুর ধ্বনিত হ'ল—ইঞ্জিনগুলি যেন পরস্পরের মধ্যে সাইরেন বাজানোর প্রতিযোগিতা সুরু করে দিল।

একজন সৈনিক বলে উঠ্ল—বিমান আক্রমনের সতর্কধ্বনি, তারপর বেশ শান্ত ভাবে একখণ্ড সিদ্ধকরা শীতল আলু চর্বন করতে লাগ্ল। আমার কাছে এই প্রথম বিমান আক্রমনের সংকেতধ্বনি, জনগণের মধ্যে আমার উপস্থিত কর্তব্যের নির্দেশানুসন্ধান করতে লাগ্লাম, কিন্তু সেই কর্ণবিভেদকারী ধ্বনির প্রতি যেন কারো গ্রাহ্য নেই। সকলেই আকাশে জার্মান বিমানের সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু চোখ মেলে তাকিয়ে রইল—একটিও বিমান দৃশ্য গোচর না হওয়ায় সকলেই বেশ শান্ত ও স্বচ্ছন্দ ভাবে রইল। যে সব সৈনিকবৃন্দ মস্কোর সংবাদ পত্রের জন্য লাইন দিয়েছিল তারাও স্থানত্যাগ করে নড়েনি—যে সব নর-নারী ট্রেণের কামরা থেকে বাইরে মুখ বাড়িয়ে ছিল তারাও তাড়াতাড়ি ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে নিলনা—যে যেখানে ছিল সেখানেই রইল, এমন উদাসীন ও অনুদ্বিগ্নমনা হয়ে রইল তারা যেন কারখানার ভোঁ বেজেছে বা দুপুরের খাবারের ছুটির ঘণ্টা পড়্লো।

আমি আমার পথ নির্দেশককে বল্লাম লোকগুলি কেমন শান্ত রয়েছে, বেশ বিস্ময়কর নয়?

লোকটি প্ল্যাটফর্মের সর্বোত্তম শান্ত ব্যক্তিদের অন্যতম, বেশ সৌম্যভাবে শয়নকামরার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তিনি বল্লেন—"রাশিয়ানদের মত সমসংখ্যক বিমান আক্রমণের সতর্কধ্বনির অভিজ্ঞতা হলে আপনিও অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন।" তিনি আরো বল্লেন—মস্কোতে গত তিনমাস কোনো সতর্কধ্বনি শোনা যায়নি। মস্কো আক্রমণের চরম সময়ে তিনি একটি আন্তর্জাতিক শয়নকামরার নির্দেশক ছিলেন। সেই কামরাটি আবার একটি সমরাধিনায়কের হেড কোয়ার্টার্স্। আমাদের আশে পাশে শেল ও বোমা ফেটেছে—সুতরাং আমাদের কাছে এ শুধু "সাইরেণ" ধ্বনি মাত্র। আমাদের স্নায়ু বেশ সুদৃঢ়—দেখুন না কেউ নড়্ছেনা বা দৌড়চ্ছেনা, কেউই উত্তেজিত হয়ে উঠেনি।

—"কিন্তু যদি বোমা পড়ে?"

—"জার্মানরা শহরটি যখন নেবার চেষ্টা করেছিল তখন প্রচুর বোমা পড়েছে। বিশ্বাস করবেন না হয়ত, বিমান আক্রমন কালে দোকানের লাইন ভেঙে কেউ হটে

আস্‌তে চায়নি বা বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক আশ্রয়ে যেতে চায়নি। সৈন্য দল অবশেষে গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে তাদের হুকুম শুন্‌তে বাধ্য করেছে।

আমি কাঁধ নেড়ে শ্রাগ্ (Shrug) করে সবিস্ময়ে ভাবতে লাগ্‌লাম যে রাশিয়ানরা কি দিয়ে তৈরী যে বিমান আক্রমণাত্মক সতর্কধ্বনিও তারা উপেক্ষা করতে পারে। আমার এই বিস্ময় বিমূঢ়ত্বের উত্তরেই যেন পথ পরিচালক বল্লেন—আমাদের —স্নায়ু এমনই সতেজ ও সুদৃঢ় যে হিট্‌লার কোনোদিনই তা ভাঙ্‌তে পার্‌বেনা, পার্‌বেনা, পার্‌বেনা।

উন্মত্তের মতো সাইরেন বেজে চলেছে। কিন্তু এই পথ-পরিচালকের মতোই সমগ্র জনমণ্ডলী উদাসীন ও উদ্বেগ বা শংকাহীন। আকাশের দিকে আর কেউ তেমন তাকিয়ে দেখ্‌ছেনা, ধীরে ধীরে যাত্রীদল পুনরায় পদচারনা সুরু করেন, কালো রুটী, নোনা মাছ প্রভৃতি খেযে। পরস্পরের মধ্যে কিষানরমনী কর্তৃক বিক্রেয়োদ্দেশে আনিত ছাগল, ভেড়া বা পনীরের মূল্য নির্ধারনা করা চল্‌তে লাগ্‌ল, সাইরেন বা সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে অন্তরে এতটুকু শংকা বা সংশয় নেই। পথ পরিচালকটির কথা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই, রাশিয়ানদের স্নায়ু সত্যই সুদৃঢ়. এই প্রকার জরুরী অবস্থায় নিজেদের মঙ্গলার্থেই এই দৃঢ়তাটুকুও মঙ্গলকর!

অবশেষে সাইরেনের আওয়াজ থাম্‌ল, আমাদের ট্রেণ ধীরে ধীরে চল্‌তে সুরু কর্‌ল, সালসকের কয়েকটি ষ্টেশনের পর ট্রেনটি আবার থেমে প্রায় আধ ঘণ্টার উপর দাঁড়িয়ে রইল। লাইন ক্লিয়ারের সিগ্‌ন্যাল বা পরিষ্কার পথের ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। আবার যাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে এসে ঘাসের উপর শুয়ে বা বসে পড়্‌ল—আমি একজন তরুণ অফিসারের পাশে বসেছিলাম। কিছুক্ষণ পূর্বে বৃষ্টি হয়েছিল, মাটি তখনও ভিজে, ভেজা মাটি ও ঘাসের একটা মনোরম গন্ধ ভেসে আসছে।

ঘাসগুলির আন্তরিক আহ্বানে মুগ্ধ রাশিয়ানরা এই ভিজে স্যাঁত্ স্যাঁতে ভাব অপছন্দ করে না। পাখীরা গানে গানে আকাশ মুখরিত করে তুলেছে আর আমার পার্শ্বস্থিত অফিসারবৃন্দ বেশ খুসীমনেই ছিলেন। হাতে পাকানো সিগারেট খেয়ে পরস্পরের প্রতি ঠাট্টা তামাসা করে তারা সময় কাটাচ্ছিলেন। বাহুতে বেতের ঝুড়ি ঝুলিয়ে কয়েকটি স্ত্রীলোক যাচ্ছিল, অফিসাররা তাদের থামিয়ে প্রশ্ন কর্‌তে সুরু কর্‌ল ..

মাথায় চক্‌চকে লাল রুমাল জড়ানো একজন মধ্য-বয়সী, নগ্ন-পদ স্ত্রীলোককে একজন প্রশ্ন কর্‌ল—মাসী, এখানকার খবর কি?

"দিনরাত শুধু কাজই কর্‌ছি বাবা, যাতে ভালো ফসল হয়। তোমাদের ছেলেমেয়েরা আর আমরা যাতে দুমুঠো খেতে পাই।"

আর একজন অফিসার প্রশ্ন কর্‌লেন—এইখানেই বাড়ি নাকি?

"না, আমরা ওরেল প্রদেশের লোক।"

দলের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী একজন অফিসার বলে উঠ্‌লেন—ওরেল? আমার বাড়িও ওরেলে, কি করে এখানে এলে?

"নিজে সৈনিক হয়ে কি প্রশ্নই করলে বাবা, নিজেদের দেশ গ্রাম কি স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছি বাবা !"

অফিসার সবিনয়ে বল্লেন—তা নয়, আমি বলছিলাম কি, বাড়ি থেকে এত দূরে কি করে এলে ?

লাল রুমালওলা স্ত্রীলোকটি বল্লেন—যখন আস্‌তে হয় তখন পথ করে নিতে হয়—নিজের ইচ্ছার ওপর কি কিছু নির্ভর করে ?

অফিসারদের দিকে আগ্রহভরা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেই অল্পবয়সী অফিসারটিকে স্ত্রীলোকটি তাদের গ্রাম সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করতে লাগল, তাদের স্বগ্রামবাসী আত্মীয়বর্গের জার্মান আগমণের পর কি অবস্থা হ'ল জানতে চাইলেন।

"আমিই কি জানি মাসী, জান্‌তে ত' খুবই বাসনা হয়।"

"আ হা !"

"তুমি কি "পি—' গ্রামের ভ্যাসিলি এন—' কে চেন ? তোমাদের গ্রামের খুবই ত' কাছে—।"

"কেন জান্‌বো না, ভ্যাসিলি ত' আমার ভগিনীপতি হয়।"

নিজের পায়ের দিকে লক্ষ্য করে অফিসারটি বিজয়ীর উত্তেজনাপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটির দিকে তাকালেন। তারপর একখানি নোটবই বার করে পাতা উল্‌টিয়ে, ধীর অথচ অর্থ সূচক ভংগীতে পড়্‌তে লাগ্‌লেন।

"ভ্যাসিলি এন—' পি—' গ্রামে বাড়ি। কালো গোঁফ, দক্ষিণ গালে একটি আঁচিল, তার গোলাবাড়িতে আমাকে বারো দিন লুকিয়ে রেখেছিলেন, দিনে দুবার খাবার রুটি, কাসা, শীতল আলু, আর দুবার মুঠো মুঠো ডিম এনে দিতেন। পি—' গ্রামের ভ্যাসিলি এন—'র জন্য আমি আজো বেঁচে আছি।"

আর একটি অফিসার বল্লেন—"দেখলে মাসী, কি বীর ভগিনীপতি তোমার—'

এ কথা স্ত্রীলোকটির কানে যেন পৌছল না।

তিনি প্রশ্ন করলেন—তাঁর কি হয়েছে কিছু জানো বাবা ?

"—জান্‌বার খুবই ত' ইচ্ছে মাসী, একদিন গভীর রাতে এসে আমাকে তাড়াতাড়ি পালাতে বল্‌লেন, আমি তাঁকে আমার সংগে আসার জন্য অনুরোধ করতে তিনি বল্‌লেন, স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে যাই কি করে।"

পুনরায় স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগ্‌ল, স্ত্রীলোকটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়্‌ল, কিছুই বল্‌ল না ! তার বেতের ঝুড়িতে মোটা করে কাটা রুটীর টুক্‌রো ছিল, ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে ঝুড়ির ওপর রেখে বল্‌ল······

—বাবারা, আমার কাছে মাত্র তিন টুক্‌রো রয়েছে, যদি জান্‌তুম তোমরা ছ'জন আছো—'

ওরেলের সৈনিকটি বল্‌ল—না মাসী, আমাদের দরকার নেই।

"যদিও তোমাদের দরকার না থাকে তবু ভ্যাসিলির শ্যালীকে মনেরাখবার জন্য এটুকু নাও—"

অফিসার প্রতিবাদ জানিয়ে বল্লেন—না, না—'

লাল গোঁফওলা, রৌদ্রদগ্ধ মুখ আর একজন অফিসার বলে উঠ্‌লেন—না না মানে কি ?—তারপর স্ত্রীলোকটির দিকে তাকিবে তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌লেন—আমার বাড়ি কালুগা, আমি জানি ওরেলের অধিবাসীরা অপমানিত হ'তে ভালোবাসেনা, তাই তোমার দেশোয়ালীর মত আমি তোমাকে অপমান কর্‌তে চাইনা মাসী—।

রুটী নেবার জন্য অফিসারটি এগিয়ে এলেন—স্ত্রীলোকটি তার হাতে রুটীর টুক্‌রোগুলি তুলে দিল। ওরেলবাসী সহকর্মীটিকে বালসুলভ লঘু ভংগীতে সেই টুক্‌রোগুলি দেখিয়ে অফিসারটি বিক্রমের সুরে বল্লেন—এখন একটুক্‌রোও চাইলে পাবে না, কারণ তোমার বাড়ি ওরেলে আমার বাড়ি কালুগা—"

তুমুল হাসির রোল লঠ্‌ল, সেই স্ত্রীলোকটিও সেই হাসিতে যোগ দিল।

স্ত্রীলোকটি বল্লেন—ট্রেন যদি আর একটু থামে, তাহ'লে আমি বাড়ি থেকে আরো শাদা রুটী নিয়ে আস্‌তে পারি।"

রৌদ্রতপ্ত মুখওলা অফিসারটি বল্লেন—নিয়ে এসো মাসী, নিয়ে এস। আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিলেও আর একটি এর পিছনেই আস্‌বে, তখন সৈনিকদের ডেকে প্রশ্ন কর্‌বে, তোমরা কোথাকার গো, কালুগা না ওরেলের। যদি বলে ওরেলের—বল্‌বে, তোমরা পাবে না, যদি বলে কালুগা—বল্‌বে, এই নাও সোনামনি, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

পুনরায় হাস্যরোল উঠ্‌ল, আমি ভাব্‌তে লাগ্‌লাম, বিভাগীয় গর্ব কি সার্বজনীন, আর বিদ্রুপের উপযোগী সুষ্ঠ আনন্দদায়ক বিষয়ের ত' অভাব নেই। কে বলে রাশিয়ানদের রসজ্ঞান নেই, হাসি ঠাট্টা জানে না, জীবনের ভার হাসি ঠাট্টায় হাল্‌কা করে নিতে পারে না ?

বাঁশী বেজে উঠ্‌ল,

আমরা পুনরায় ট্রেনে উঠে বস্‌লাম। আমার কামরার বাতায়ন থেকে মুখ বাড়িয়ে বাইরে তাকালাম। একটা সেচ-পুষ্করিণী অতিক্রম কর্‌লাম, ছাতার মত জাল নিয়ে দুজন চাষী মাছ ধর্‌ছে—একদল নগ্ন-পদ, নগ্ন-মাথা হাসিখুসী ভরা মেয়ে ট্রেনের দিকে ফুলের স্তবক আন্দোলিত কর্‌তে লাগ্‌ল। একটি জাঁদরেল মহিলা রাইফেল কাঁধে ফেলে শস্য-উত্তোলক (Grain Elevator) পাহারা দিচ্ছে।

চারিদিকে নীল মহাসাগরের মতো দিগন্তপ্রসারী সুনীল গমের ক্ষেত যেন দিক্‌চক্রবালে মিশে গেছে।

—আট—

জননী ভলগা

ভলগা !

এই কথাটি রাশিয়ার অতীত স্মৃতি সমারোহ নিয়ে এসে দাঁড়ায় হৃদয়াবেগকে প্রবুদ্ধ করে। রাশিয়ার শিশু, বৃদ্ধ যখন গান দিয়ে বন্দনা করে ভলগাকে—ভলগার কথা বলে তখন তাদের কণ্ঠে ঝরে পড়ে স্নিগ্ধ মাধুর্য, অপূর্ব স্বর্গীয় প্রেরণা। একদা অতীত কালে রাশিয়ানরা ভল্গাকে পূজা করত।

ছোট্ট মা ! মমতাময়ী মা ! স্নেহদাত্রী জননী ! স্বাধীনতার তুমিই সূতিকাগার। জলদাত্রী অন্নপূর্ণা।

রাশিয়ার সুদূর প্রসারিত ভৌগোলিক সীমানায় ভলগার চেয়ে প্রিয়তর নাম—প্রিয়তম স্থান আর নেই। এমন কি মস্কো এত অনির্বচনীয় প্রীতি অন্তরে জাগায় না। গানে, গাথায়, গল্পে রাশিয়ার নারী পুরুষ এই অপূর্ব নদীকে মহিমামণ্ডিত করেছে যুগে যুগে। এ দেশের মানুষের ব্যক্তিগত বেদনা, বুভুক্ষার দুঃখ ও ভালবাসার জ্বালা, জীবনযুদ্ধে জয় পরাজয়, জন্ম মৃত্যু সব কথা কাহিনীই গড়ে উঠেছে এই ভলগাকে নিয়ে।

রাশিয়ার যা কল্যাণকর তা দান করেছে ভলগা। যত অমঙ্গল, হয় অতলান্তে অন্তর্হিত হয়েছে, নয়ত ভলগা তাকে বাষ্পীভূত করে নির্বাসিত করেছে। দুর্ধর্ষ চতুর্থ আইভ্যান, ষ্টেনকা রাজিন, তাতার ও জার্মান, জার ও বিপ্লবী, সাধু ও অসাধু, মুসলমান ও খৃষ্টান, শ্বেত রাশিয়া ও রাঙা রাশিয়া সবাই নানা যুগে এই নদীতে প্রভুত্ব করতে চেয়েছে। পরাজয় তাদের দিয়েছে অনিবার্য বিনাশ।

য়ুরোপে ভলগা-হীন রাশিয়ার অস্তিত্বই কল্পনা করা যায়না। যে রাশিয়ার সীমানায় ভলগা সে রাশিয়াকে কেউ য়ুরোপে জয় করতে পারল না। এই নির্মম সত্য জানত হিটলার আর তার সামরিক অনুচরের দল। সেই কারণেই ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মদিনে একে জয় করার দুরন্ত প্রচেষ্টায় আগুন—আর—রক্তের ভিতর দিয়ে জার্মাণরা এগিয়ে এসেছিল এর তীর লক্ষ্য করে, আর সেই কারণেই রাশিয়ার প্রতিরোধ প্রবল ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ভলগার জলধারা য়ুরোপীয় রাশিয়ার মৃত্তিকাকে রসসিক্ত করেছে। রাশিয়ায়—জনগনকে সর্বত্র উদ্বুদ্ধ করেছে—। চীনে যারা নির্বাসিত, আমেরিকায় যারা প্রবাসী, পৃথিবীর সর্বাংশের রুশ বাসিন্দা স্বপ্নে দেখে ভলগাকে, গানে পায় ভলগাকে, মহিমা দেয় ভলগার জলকল্লোলকে, ভলগার বিরহে আকুল হয়ে কাঁদে।

শুধু জায়া নয় জননী ! শুধু দেবী নয় সহচরী। রাশিয়ার লোকগাথায় ভলগার এই একান্ত পরিচয়। আজ অবধি—রাশিয়ানদের মনে ভলগার এই নিবিড় পরিচিত।

য়ুরোপে ভলগাই সবচেয়ে বড় নদী, পাহাড় ও সমতলের ভেতর দিয়ে বনানী ও জলাভূমির মধ্যে দিয়ে ২৩২৫ মাইল জায়গা ভল্‌গা জুড়ে আছে। রাশিয়ার নদীসমূহের দৈর্ঘে ভলগা পঞ্চম। সাইবেরিয়ার অব, ইনেশী, লেনা আর আমুর নদীর দৈর্ঘ ভলগাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু তাতার আক্রমণের সুদূর কাল থেকে সাম্প্রতিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দিন পর্যন্ত রাশিয়ার ইতিহাসে, রুশ জীবনের দুর্ধর্ষতায় ও অন্তরঙ্গতায় ভলগা যত একান্ত হয়ে উঠেছে তা অতুলনীয়।

ছোট বড় বহু শাখা নদীর সমন্বয়ে ম্যাপে ভলগাকে দেখে বিরাট বনস্পতি মনে হয়। গাছের গুঁড়িটি নীচে, অসংখ্য শাখা প্রশাখা, ঘন পাতার সারি যেন শীর্ষে মুকুটের মত শোভা পাচ্ছে। এই বৃক্ষরূপী নদী য়ুরোপীয় রাশিয়ার এক তৃতীয়াংশকে ছায়া দিচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে, এত জায়গা জুড়ে আছে এই নদী যে প্রাক্‌যুদ্ধ কালীন জার্মানী, ও ফ্রানস এবং বর্তমান ইংলণ্ডের তিনগুণ পরিমিত স্থান একত্রে এর মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। য়ুরোপীয় রাশিয়ার লোকসংখ্যার একতৃতীয়াংশেরও বেশী লোক এর তটভূমিতে বাস করে।

এর মহিমাও যত, ঐশ্বর্যও তত। ঘন বনানী আর আবাদী জমী, শিল্পাঞ্চল ও মাছের চাষ, তেল ও খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমানেই এর তটভূমিতে আছে। উত্তরপ্রান্তে আছে রাশিয়ার সবচেয়ে সেরা রেশম ও আলুর চাষ। গভীর বন আছে এর শিয়রে। কটিতটে কালো মাটির বনজমি, সে মাটিতে সুফলা গমের ক্ষেত। সে মৃত্তিকার গর্ভে আছে তৈল ও খনিজ পদার্থ। গাছে ফল আর হাজারো রকমের পশু পক্ষী। ষ্টালিনগ্রাদের ঠিক নীচেই মাছের চাষ—পৃথিবী জোড়া যার নাম ; Sturgeon or Pike, Lamprey প্রভৃতি ৬৯ রকমের মাছ এখানে মেলে, তার মধ্যে ৩২টী জাতের মাছের ব্যবসা চলে। অতি সুস্বাদু Caviare মাছ পাওয়া যায় যেখানে ভলগা কাশপিয়ান হ্রদের সঙ্গে মিশেছে। ভলগার ধারে আগে পাওয়া যেত গম, কাঠ, মাছ, আর তার উপর আজকাল তেলও মেলে।

ভলগার তীরভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে রাশিয়ার প্রাচীন ও বহুখ্যাত শহরগুলি। কয়েকমাস সংবাদ পত্র মারফৎ বহির্জগতের কাছে তারা অতি পরিচিত হয়েছে, যেমন আর্জেভ, কালিনিন (পূর্ব্বে এর নাম ছিল Tver),* ষ্টালিনগ্রাদ ত' আছেই। তারপরে আছে রিবিনসক্‌ ও ইয়ারোশ্লাভ্‌ অতীতের ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, স্বদেশী গাথায় এরা প্রিয় নাম। কস্‌তরোমা ও গোর্কী (পূর্ব নাম নিজনি নভগ্রোড্‌), কাজান এবং উলায়নভস্ক্‌—পূর্বনাম সিমব্রিসক্‌—(লেনিনের জন্মস্থান); কুইবাসেভ (পূর্বনাম সামারা) ও সিজরান—তৈলখনির কেন্দ্রস্থল, সারাটোভ্‌, কামিসিন ও অস্ত্রাখান।

একটি নূতন কাটা খাল মস্কোর সঙ্গে ভলগার এবং অপরাপর সহরের সঙ্গে সংযোগ সাধন করেছে। ষ্টালিনগ্রাদ অবরোধের সংকটময় মুহূর্তে এই সব বড় বড় ও নতুন গড়ে ওঠা ফ্যাকটরী থেকেই রাশিয়ান সৈন্যদের অস্ত্র যোগান হোত। বড় বড় বার্জে, ছোট বড় নানা রকমের জাহাজে এমন কি দাঁড় টানা নৌকোয় করে ভল্গার

ওপর দিয়ে মাল চালান হোত ফ্রন্টে। পরিকল্পনানুযায়ী এই সব সহরে হাজারে হাজারে চিমনী, লেদ ও হাপরের কারখানা যদি না গড়ে উঠত তাহলে আজ ষ্ট্যালিনগ্রাদ এমন কি সমগ্র ভল্গা এতদিনে জার্মান অধিকারে চলে যেত।

ষ্ট্যালিনগ্রাদে ডন নদী ভল্গা থেকে মাত্র ৪৫ মাইল দূরে। এই নদী জয় করার আশা নিয়ে বহু দীর্ঘ পথ জার্মানদের উজিয়ে আসতে হয়েছে আর বহু জীবন বলিও দিতে হয়েছে। এই খাল কাটা শেষ হলে দুটি নদীর মধ্যে যোগাযোগ ঘটবে আর আজভ সাগর, কাসপিয়ান সমুদ্র ও কৃষ্ণ সাগর পরস্পর যুক্ত হবে এবং নীপার নদীর সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে পৃথিবীর অদ্বিতীয় ও অবিচ্ছিন্ন জলপথ হিসাবে রাশিয়ার গৌরব বৃদ্ধি করে।

আমি বহুবার ভল্গা তীরে বেড়াতে গেছি। রাশিয়ায় একটি চলতি প্রবাদ আছে, যদি রাশিয়াকে জানতে চাও, যদি রাশিয়ার জনসাধারণের চরিত্র ও হৃদয়বৃত্তি অনুভব করার বাসনা থাকে, ভল্গার তীরে গিয়ে বেড়িয়ে এসো। ভল্গায় সাঁতার কেটেছি, নৌকো বেয়েছি, মাছ ধরেছি, আর তার তীরে ভোজ খেয়েছি। এবার যখন ১৯৩২ সালের জুন মাসে আমি এখানে এসে পৌছুলাম, ভল্গা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হোল। তখন খারকোভ ও সেবাস্তপোলের যুদ্ধ চরমে পৌছেচে। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন—"জার্মানরা কি ভল্গার তীরে পৌছাবে? আর যদি পারে তত কিম্?

ষ্ট্যালিনগ্রাদে যখন আমি জাহাজে উঠলাম, তখনও অবশ্য কামানের আওয়াজ আমার কানে আসেনি।

তরঙ্গোচ্ছল সুনীল জলরাশির ভিতর যেতে যেতে উভয় তীর দেখ্‌তে লাগলাম। দক্ষিণ তীরে বহু তেলের ট্যাঙ্ক পর পর সাজান আছে, তাছাড়া নতুন কিছু আমার চোখে পড়লনা। পূর্বদিকের জমি নীচু ও সমতল, রাশিয়ানরা বলত ঘাসজমি, পশ্চিমপাড় আগের মতই খাড়া ও উঁচু, এখন আমার মনে হোল দুর্গের মতই পশ্চিমপাড় দাঁড়িয়ে আছে।

ডেকের ওপর পাশের এক লেফটেনান্টকে আমি বল্লাম—"হিটলার স্বয়ং একবার এখানে এলে, লাল ফৌজরা মজা দেখিয়ে দিতে পারে।" তিনি উত্তর দিলেন, "হিটলার এখানে আসতে পারে এ চিন্তাই আপনার মনে জাগল কেন? জার্মান মৃতদেহে কোনোদিন এই জল অপবিত্র করতে দেওয়া হবেনা। একটু থেমে সশ্রদ্ধ ভংগীতে বল্লেন—"এর নাম ভল্গা।" বোধ হয় তিনি আমায় বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ভল্গা শুধু নদীই নয়, মস্কোর মত তার সত্বা পবিত্র, এইখান থেকে বিদেশী আক্রমন কারীকে ফিরে যেতেই হবে।

এর কিছুদিন পরেই আন্দ্রিয়েভ্‌ নামে একজন সাধারণ সৈন্য তার সৈনিক সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে মর্মস্পর্শী ভাষায় এক স্মারকলিপি লিখেছিলেন:

"সরলপ্রাণ রাশিয়ান যুবসমাজ শোনো—শত্রু ধীরে ধীরে আমাদের দেশের অন্দরে ঢুকে পড়েছে। রক্তস্নানের ভিতর দিয়েও জার্মানরা ডন পার হয়ে বিরাট পর্বতমালার দিকে

এগিয়ে আসছে। তাদের লক্ষ্য ভল্গাকে জয় করা। আজো তাদের অগ্রগমন অপ্রতিহত। এখন আর পশ্চাৎ অপসরণের নৈতিক অধিকার নেই আমাদের। জার্মানরা ভল্গার তীরে যাতে পৌঁছাতে না পারে তার জন্য চরম প্রতিরোধ ব্যবস্থা করতে হবে। রাশিয়ানদের কাছে ভল্গা চিরপবিত্র, তাকে কলুষিত করবে জার্মান শয়তান তা আমরা হতে দেব না। ভল্গা-হীন রাশিয়া ত প্রাণহীন দেহমাত্র।''

মাথার উপর প্রখর সূর্যকিরণ, নদীর বুকে অসংখ্য জলযান। এত বড়ো বড়ো তেলের ট্যাঙ্ক ইতিপূর্বে কখনও আমি দেখিনি। সেগুলি আকণ্ঠ ডুবিয়ে ভেসে চলেছে, মাত্র ডেকপ্রান্তগুলি জলের ওপর জেগে রয়েছে। মালবাহী জাহাজ, ছোট ছোট জাহাজ বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। স্রোতে ভেসে যাচ্ছে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি; লোকজন ও তাদের পরিবারবর্গ বাস করতে পারে বলে তার ওপর ছাউনী খাটানো আছে, তার ভেতর থেকে ছোট ছোট ছেলেরা হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে। এ ছাড়া যাত্রীবাহি জাহাজ ত আছেই। এই ষ্টীমারগুলির পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার নজরে পড়ল যে প্রত্যেকেরই ওপরে নাম খোদাই করা আছে কোনও জীবিত বা মৃত বিপ্লবী নেতার বা লারমনটফ্‌ তুর্গেনীভ্‌ উস্‌পেনসকী প্রভৃতি জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের।

নতুন ও বড় জাহাজের মধ্যে একখানায় আমি যাচ্ছি। এ জাহাজখানির নাম জোসেফ ষ্টালিন। কেবিনগুলি ছোট হলেও, যথেষ্ট আলো পাওয়া যায়। ভাল বিছানা ও জলের কলের সুবন্দোবস্ত আছে। বাকু থেকে ষ্টালিনগ্রাদে ট্রেণে আসবার সময় যে রকম পরিচ্ছন্ন ঘুমের কামরা পেয়েছিলাম এও ঠিক তেমনি। কায়রোতে একটি গুজব শুনেছিলাম যে রাশিয়ায় বিছানার চাদর ও বালিসের খোল বিশেষ করে রেলে ও ষ্টীমারে যা ব্যবহৃত হয়, সে সব নাকি ব্যাণ্ডেজ তৈরীর কাজে লাগান হয়েছে। কিন্তু এখানকার বালিশের ওয়াড় ও বিছানার চাদর দেখে আমার সে ধারণা ভেঙ্গে গেল।

নীচের ডেকে ঠিক যুদ্ধের আগের মতই, দুটী প্রকাণ্ড পেতলের কেটলী করে জলগরম হচ্ছে চা ও ডিম সিদ্ধের জন্য এবং যে পাঁচ জন আমেরিকান ও ইংরাজযাত্রী ছিলেন তাঁদের জন্যও বটে—তাঁরা আবার ঠাণ্ডাজলে দাড়ী কামাতে অভ্যস্ত নন। সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট রান্নাঘরটিতে সর্বদাই মেয়ে পুরুষের ভীড় লেগেই আছে। এরা প্রধানতঃ বে-সামরিক দলভুক্ত। সকলের হাতেই রাশিয়ার প্রিয় খাদ্য সুপ ও পরিজ রান্নার উপযোগী পাত্র। খুব কম যাত্রীই মাংস এনেছিল, অধিকাংশের কাছে ছিল নোনা মাছ, সুপে ছেড়ে দিলেই হলো। বাকুর মতই এদেরও পরিবর্তন হয়েছে লক্ষ্য করলাম—তারা খুবই সুসংবদ্ধ। পূর্বতন ভ্রমনকালে রাশিয়ানদের যে রকম উগ্র মেজাজ দেখেছিলাম এবার আর সে রকম নেই।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মতই এই যুদ্ধ রাশিয়ার এই বিস্ফোরক প্রকৃতিকে বহুলাংশে নম্র করে এনেছে। শুধু রান্নাঘরের ঝিটিই বিরক্তি প্রকাশ করে চলেছে। বিপুলাকৃতি এই স্ত্রীলোকটি ইন্ধনের জন্য কাঠ কাটছে। কিন্তু করাতের ধার গেছে ভোঁতা হয়ে,

কাঠের গাঁঠগুলি চেরা যাচ্ছে না সহজে। জাহাজের কোনও কারিকর তার হয়ে এই কাজটা করে দেবেনা এই নিয়ে সে অবিরত বক্‌বক্‌ করছে, "যত সব বজ্জাতের দল।"

কেউ বল্লে, "তুমি নিজেই চিরে নাওনা কেন ?"

লোকটীর দিকে জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে গরম হয়ে বল্‌ল—"মাছের ডানা থাকলে, মাছও উড়তে পারে।"

একটি ছোট ছেলে বলে উঠল, "তাহলে সেটা আর মাছ থাক্‌বে না ঠান্‌দি।" চারিদিকে একটা হাসির রোল উঠল।

স্ত্রীলোকটি গর্জে উঠ্‌ল, "ও! নিজেই চিরে নাও। কি করে চিরতে হয় তা যদি আমি জানতাম রে—"

জাহাজ যাত্রীতে ঠাসা। শান্তিকালে উপরের ডেকে ছুটির যাত্রীর ভিড় আর নীচের ডেকে কৃষকের, এখন অবশ্য তা নয়। এখন বেশীর ভাগই সৈন্য। অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের নিয়ে কয়েক শত হবে। সকলেই ফ্রণ্ট থেকে আসছে, কেউ বা সদ্য হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসছে, কেউ শরীর সারাতে স্বাস্থ্যনিবাসে চলেছে, আবার কেউ ছুটী নিয়ে বাড়ী চলেছে।

অধিকাংশই বেশ সবল ও প্রফুল্লচিত্ত যুবক। আঘাতের চিহ্নও দেখলুম কয়েক জনের দেহে। একজনের একটি হাত নেই, অপর একজন বগলে লাঠি নিয়ে চলেছে। দু একজনের হাতে বা মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছাড়া সকলকেই সুস্থ বলে মনে হোলো। তারা স্বচ্ছন্দেই কাজ কর্ম করছে, কেউ বা কোমর পর্যন্ত নগ্ন করে শুয়ে বা বসে সূর্য স্নান করছে। কেউবা ডেকের ওপর নিছক ঘুরে বেড়াচ্ছে। জাহাজে যে কয়জন বিদেশী রয়েছে তাদের দিকে প্রীতিপূর্ণ ও কৌতুহল ভরা চোখে তাকিয়ে দেখছেও অনেকে। রাশিয়ার জনপ্রিয় দাবা খেলা নিয়ে বসেছে কয়েকজন। তাস খেলতে আমি দেখলামনা কাউকেই। ডেকের ওপর বসে বা দেয়ালে ঠেস দিয়ে কেউ কেউ বই পড়ছে। বইয়ের মধ্যে নামজাদা দুখানা বই আমার নজরে পড়লো—টলষ্টয়ের *War & Peace* এবং ষ্টেইনবেকের *Grapes of Wrath*। নীচের ডেকের ডানদিকে অফিসাররা ও সৈনিকেরা টুকিটাকি কাজ সারছে। পরস্পরের দাড়ী কামিয়ে দিচ্ছে, শুধু দাড়ী নয়, মাথাও নেড়া করছে অনেকে। তা ভিন্ন রেশমী কাপড় কাচা, জুতো পালিশ, জামা সেলাই সবই চলছে। সবাই মিলে কাজ করছে এ দৃশ্য রাশিয়ায় প্রায়ই চোখে পড়ে, আর লোক পছন্দও করে, এবং এই সব কাজের সময় অফিসার ও সাধারণ সৈন্যের মধ্যে তফাৎ বোঝা যায় কেবল ইউনিফরমের ওপর ব্যাজ দেখে। গীটার বাজছে এক জায়গায়। একতারার হালকা সুর তুলেছে, একজন গুণগুণ করে গলা মিলিয়েছে তাতে। বড় বড় কোট গায়ে দিয়ে অনেকে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, খেতে বসেছে কয়েকজন। ডেকের নীচে সর্বজনীন রান্নাঘরে—অসামরিক অধিবাসীদের রান্নার যা মেনু বা আহার্য-তালিকা দেখেছি তার তুলনায় সৈন্যদের মেনু বহুলাংশে ভাল। সাদা বা পোড়ারুটি, ডিম, মাখন, সসেজ এবং সবার ওপরে শুকনো নোনা মাছ। তাদের খাওয়া দেখলেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

যুদ্ধ রাশিয়ান সৈন্যদের আর যাই করুকনা কেন, তাদের ক্ষুধার লালসা একতিলও কমাতে পারেনি। প্রচণ্ড শীত, অমানুষিক পরিশ্রম এবং এই দেশের লোকের দেহের শক্ত বাঁধন মানুষকে বেশী পরিমাণে খেতেই বাধ্য করে। রাশিয়ায় সাধারণ লোকের ভোজ্যের প্রধান উপকরণ সাদা সাপ্টা রুচিকর আহার্য সৈন্যদের প্রচুর দেওয়া হয়।

কোনও কোনও সৈনিক এত উৎসাহী যে নিজের সুপ ও পরিজ নিজেই বানিয়ে নেয়। জাহাজে একটি খাবার ঘর আছে। শান্তিকালীন ভোজনাগারের সঙ্গে তুলনা করলে খুবই নিকৃষ্ট অনুকরণ বলে মনে হয়। মাখন নেই, পনীর নেই, তাজা বা সংরক্ষিত ফল নেই। মধ্যে মাঝে বিস্বাদ মোরব্বা ছাড়া অন্য কোনও মিষ্টি পাওয়া যায় না। জলের মত পাতলা ঝোল আর নোনা মাছের বদলে অল্প পরিমাণে যে মাংসটুকু দেওয়া হয় সেগুলি সরু সরু ছিবড়ের মত আর সহজে চিবানও যায় না। মনে হয় খুব পাকা মাংস, আজকাল এই রকম পশুই মারা হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত পশুর পালকে পরিপূর্ণ করার জন্য সতেজ জানোয়ারগুলিকে বংশসৃষ্টির কাজে লাগান হয়েছে এবং বিনষ্ট যৌথ চাষ আবাদের জন্য কিছু সরিয়েও রাখতে হয়েছে।

জাহাজে আমেরিকান যাত্রীরাও আছে এই খবর রটে গেল সৈনিকেরা আমাদের ঘিরে ফেললে। দুজন তরুণ আমেরিকান ডিপ্লোমাট অল্প রাশিয়ান ভাষা জানতেন। সৈন্যেরা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছিল। আমেরিকান জনসাধারণ, সৈন্যবাহিনী এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাদের অপরিসীম কৌতুহল। প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের বংশ, তাঁর চিন্তাধারা এবং চরিত্র সম্বন্ধে জানার প্রবল আগ্রহ। বহুলোক প্রশ্ন করেছে যে প্রেসিডেণ্ট সত্যই রাশিয়ায় আসার কথা চিন্তা করছেন কিনা?

জেনারেল ম্যাকআর্থার সম্পর্কে প্রশ্ন যেন আর শেষ হতেই চায়না। রাশিয়ার "লালঝাণ্ডা" দিবস উপলক্ষ্যে রাশিয়ান সৈন্যদের রণশক্তির তিনি যে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন, আমেরিকার জনমত সেই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত কিনা সে কথা তারা জানতে চাইল।

ইংরাজেরা রাশিয়ান সৈন্যদের খুব শ্রদ্ধা করে এবং নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করে এই কথা শুনে তারা খুব খুসী হোল। এই প্রশংসায় তারা তুষ্ট হলেও গর্বে স্ফীত হল না—রাশিয়ার সর্বত্রই এই মনোভাব দেখা যায়। আত্মপ্রশংসা, বাহ্যাড়ম্বর বা বৃথা গর্ব প্রকাশ কোথাও আমার চোখে পড়েনি। শত্রুসৈন্য রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, নিত্য নূতন ব্যূহ রচনা করে তাদের চাপ দিচ্ছে, এই রকম অবস্থায় তাদের আত্মপ্রশংসার কোন কথাই উঠতে পারে না। এখন বরং সেকেণ্ড ফ্রণ্ট খোলার চিন্তা করছে তারা। কবে এই ফ্রণ্ট খোলা হবে? কেনই বা এত দেরী হচ্ছে? রাশিয়ায় যুদ্ধরত জার্মান সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ বা সিকি ভাগ যদি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে হিটলার ও তার "প্রভুর জাতকে" শীগিগরই পাততাড়ি গুটিয়ে একেবারে সোজা বার্লিনে ফিরে যেতে হবে। আবার নেপোলিয়নের ঐতিহাসিক পশ্চাৎপসরণের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। পলাতক সৈন্যদল কাতারে কাতারে মরবে আর রেখে যাবে এক বিজাতীয়

ঘৃণা বাচ্চা ছেলেরাও তখন রাইফেল নিয়ে তাদের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুড়বে।
· তবু কেন সেকেণ্ড ফ্রণ্ট খোলা হচ্ছে না ?

তখনও অবধি প্রশ্নে বা সমালেচনায় কোনও তিক্তভাব আসেনি বা উগ্রতাও ছিলনা। ছিল কেবল হতাশার সুর। মিত্রশক্তির এই আচরণের মধ্যে সৈন্য সংক্রান্ত অসুবিধাই মাত্র আছে আর কিছু নেই শুধু এই কৈফিয়ৎ তারা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এদের মধ্যে কয়েকজন উৎসাহী যুবক ছিল। মিত্রপক্ষের কয়েকজন বিদেশীকে কাছে পেয়ে এই যুবকেরা খুসী হয়েছিল। সন্দেহ বা অবিশ্বাসের লক্ষণ মাত্রও দেখলাম না কারুর চোখে। আমেরিকান ডিপ্লোমাট দুটি বেশ মনের মত লোক, দিব্যি লম্বা, সবসময়েই ফিটফাট কিন্তু তাঁরা অতি অল্প রাশিয়ান ভাষা জানতেন এবং সেই কারণেই একের পর এক এরা সবাই দুঃখ প্রকাশ করেছিল। সব আমেরিকানরাই কি অমনি তরো। তাঁদের রাশিয়ান ভাষা শেখা খুবই উচিত আর এই জাহাজে যেতে যেতেই কিছু শিখতে পারেন। নিউইয়র্কের অন্তর্গত Oneonta'র অধিবাসী Hauptকে ঘিরে বসল একদল আর কালিফোর্ণিযাবাসী McGargarকে জুড়ে বসল আর একদল। হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে আর ইংরাজী—রাশিয়ান অভিধানের সাহায্যে রাশিয়ান ভাষার টুকিটাকি ও ঘরোয়া কথাগুলির সঙ্গে আমেরিকান ডিপ্লোমাটদের পরিচয় ঘটাতে লাগল। মার্কিনী কলেজী ছাত্রদের মত এই আনন্দময় মানুষগুলি কৌতুক মুখর।

এই ধবণের কথাবার্তার মধ্যে রাশিয়ান যুবকদের এক বিরাট মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন আমার নজরে পড়ল। একবারও কেউ আমাদের প্রশ্ন করেনি আমরা কোন শ্রেণীর লোক—শ্রমিক, কিষাণ, বুদ্ধিজীবী বা বুর্জোয়া। এর আগে রাশিয়ানরা, বিশেষতঃ যুবকেরা বিদেশীকে প্রথম এই সম্বন্ধে প্রশ্নই করত। শ্রেণী-সংগ্রাম-সচেতন যুবকবৃন্দ তাদের মনোভাব চাপতে পারত না। এবার যখন আমি তাদের বল্লাম যে আমি New York Herald Tribuneএর জন্য লিখছি, তারা আমায় জিজ্ঞাসাও করলেনা এটি কোন দলের কাগজ, যেন এই ব্যাপারে আর কোন কিছুই যায় আসেনা। অন্ততঃ সে চিন্তা এখন আর মনের চেতন-লোকেই নেই।

যে ছ'বছর আমি রাশিয়ার বাইরে ছিলাম সেইকালে কি ঘটেছে? নূতন ভাবধারা দানা বেঁধেছে আর সেই সংগে নূতন মনোভাব গঠিত হয়েছে। এখন আব কুলাক নেই, বুর্জোয়াও নেই, ব্যাঙ্কার, শিল্পপতি বা দোকানদারও নেই—এই সব "শত্রু শ্রেণীর" ব্যক্তিদের ধ্বংস করার আন্দোলনের অবসান ঘটেছে আর ধ্বংসকারী প্রচেষ্টামূলক যে সব শব্দাবলী অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিত সেই সংগে তারও অবসান ঘটেছে। আবার যে এ অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না তা নয়, এই সব প্রাক্তন সামাজিক শ্রেণীর অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা হলে অনুরূপ অবস্থা ঘটা সম্ভব, কিন্তু সোভিয়েট ব্যবস্থায় সে পরিস্থিতি ঘটা অসম্ভব। তরুণ রাশিয়ান সৈনিক বা অফিসারবৃন্দ, দলীয় ব্যক্তিবর্গ বা কমসোমলের সদস্য-বৃন্দের সংগে আলাপ আলোচনাকালে শ্রেণী-সচেতন বা শ্রেণী-অনুভূতি সংক্রান্ত যে কোনো শব্দ শোনা যায় না এ শুধু অর্থব্যঞ্জক নয় চমকপ্রদ। ওরা আমাদের *gospodian* বা

মিস্টার বলে সম্বোধন না করে বল্‌ল *tovarishtsh*, এই কথাটি বলশেভিক আবিষ্কার নয়, জনপ্রিয় প্রাচীন লোক শব্দাবলীর অন্যতম।

এক সন্ধ্যায় যুদ্ধবন্দীদের সম্বন্ধে আমরা কথাবার্তা কইছিলাম। এই সব সৈন্যেরা জার্মান ও ইতালীয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এরা তাদের বন্দীও করেছে কিংবা তাদের বন্দী হতে দেখেছে। একজন সৈন্য বলে উঠল—ইতালীয়ানরা ঠিক ছিচ্‌কাঁদুনে ছেলের মত। সমবেত কণ্ঠে সবাই সায় দিল—ঠিক, ঠিক। মুখময় দাগ, এক লেফটেনাণ্ট বল্লেন—গত শীতে আমরা ওদের ২৩ জনকে বন্দী করেছিলাম—তিন জন অফিসার আর কুড়ি জন প্রাইভেট। অফিসাররা রাগে ফেটে পড়ছিল কিন্তু তারা চুপচাপ ছিল কিন্তু এই প্রাইভেটদের মত লোক আমি জীবনে দেখিনি। তারা ক্রমাগত চীৎকার করছিল। চাষীদের কাছ থেকে চুরী করা বালিশ ও রুমাল গলা জড়িয়ে তাদের ঝোড়ো কাকের মত দেখাচ্ছিল। রাশিয়ায় কি কারণে তারা এসেছে এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে তারা সটান বলে উঠল—তারা মোটেই যুদ্ধ করতে চায় নি। এই কথায় প্রশ্ন করা হোলো—তবে কেন তোমরা এখানে এসেছো। উত্তরে তারা কেবল গজ গজ করতে লাগল। খাবার দেওয়ার পর তারা আরও বেশী চেঁচাতে লাগল।

অপর একজন অফিসার বলে উঠলেন—সত্যি ইতালীয়ানদের দেখলে মায়া হয়। এখানকার শীত আর যুদ্ধ পদ্ধতি তারা মোটেই সহ্য করতে পারে না। কাজে কাজেই চাবুক খাওয়া ছেলেদের মতই ক্রমাগত চেঁচায়।

তামাটে মুখ সার্জেণ্টটি বলল—জার্মানদের কথা স্বতন্ত্র। আবার সমবেত কণ্ঠে সায় এলো—একথা ঠিক। তারপর বন্যার জল প্রবাহের মত মতামত সুরু হোল। "জার্মনরা কখনও হল্লা করে না। তারা দুর্দান্ত চালাক, তাদের চোখে জল দেখাই যায় না।"

"বন্দী হলে জার্মানরা বদ্ধ হাত দেখিয়ে বলতে চায় যে তারা আমাদের মতই শ্রমিক।"

"তারা সব সময়ই বোঝাতে চায়—তারা শ্রমিক, তারা খেটে খায়।"

"তাদের স্ত্রী, পুত্রের ছবি দেখায় আর হেসে বোঝাতে চায়—যে তারাও ঘর বাড়ী, পরিবারবর্গ ভালবাসে।"

"তারা যে কমিউনিষ্ট একথাও অনেকে বলে।" "আমাদের সঙ্গে তবে তারা কেন যুদ্ধ করছে এই প্রশ্ন করাতে তারা বলে তাদের কমিউনিষ্ট প্রথার ধরণই এই।"

"চতুর শয়তানের দল।"

এক বাচ্চা লেফটেনাণ্ট বলতে আরম্ভ করল—খারকোভের কাছে আমি তিনজনকে বন্দী করেছিলাম। তাদের প্রত্যেকেই হাত তুলে আঙুল দেখিয়ে বোঝাতে চাইল তাদের কটি করে ছেলেমেয়ে আছে। কেউ কেউ আবার হাত উঠানামা করে তাদের ছেলেদের গড়ন বুঝিয়ে দিলে। তখন আমি বলি—আমাদের ছেলেদের দিকে তবে তাকাওনা কেন। কেন তাদের গা থেকে গরম কাপড় চোপড়

আর মুখ থেকে গ্রাস কেড়ে নিতে চাও। জবাব এল কেবল অফিসাররাই নাকি এরকম করে।

একজনের ন্যাপস্যাক্ থেকে কতকগুলি চোরাই রুমাল ও ছেলেদের মাথার টুপী বার করে আমি বলি—তুমি কি অফিসার? অপর দুজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—না, না, ওটা একটা চোর।"

আমি তখন বললাম—"একে নিয়ে আপনারা কি করেন?"

"আপনার কি মনে হয়?"

তখন স্বপ্নময় মঙ্গোলীয় প্যাটার্ণ মুখাকৃতি একজন সার্জেণ্ট বলতে আরম্ভ করল। এতক্ষণ তিনি চুপচাপ করে শুনছিলেন মুখে ভাবের লেশমাত্রও ছিলনা। তিনি একজন কাজাক, আর বেশ জোর দিয়েই রাশিয়ান ভাষায় কথাবলা তার অভ্যাস। "ইউক্রেনে আমি একটি গ্রাম পুনরধিকার করেছিলাম। সেখানকার এক সরকারী বাগানে এক বৃদ্ধ, এক বৃদ্ধা ও তাদের পাশের একটি ছোট ছেলেকে গুলী বিদ্ধ অবস্থায় মরে জমে থাকতে দেখেছিলাম। রাগে আমাদের সর্বশরীর রী, রী করে উঠল।—আমরা সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটি ছোট মেয়ে দৌড়ে এসে বল্লে—খুড়ো! এইখানে তিনটি জার্মান আছে।" বলে সে একটি বাড়ী দেখিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাদের ঘিরে ফেললাম। স্থানীয় গোরিলারা আরও ১৯ জনকে ধরেছিল। এই বাইশ জনকে এক সঙ্গেই নিয়ে আসার পর প্রত্যেকেই বদ্ধহাত তুলে জানালো যে তারা শ্রমিক। আমাদের দলের মধ্যে একজন ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠ্ল, তোমরা নরাধম—' হাত তুলে তারা কিন্তু বারবার বলতে লাগল যে তারা শ্রমিক। তাড়াতাড়ি তাদের ট্রাকে চাপিয়ে, ষ্টাফ্ হেডকোয়াটারের দিকে পাঠিয়ে দিলাম। তা না করলে এই বৃদ্ধ দম্পতি আর তাদের শিশু সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে পারতাম না। তাদের যাবার ঠিক আগেই আমাদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল—আসুন ওদেরকে মৃতদেহগুলি দেখিয়ে দিই। মুহূর্তের জন্য আমি এই যুক্তি মেনে নিয়ে প্রায় ট্রাক ফিরিয়ে আনবার আদেশ আমি দিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হোলো যে এদের যদি মৃতদেহগুলির কাছে নিয়ে যাই তাহলে নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে হয়ত আমি নিজেই এদের বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলব। হাত নেড়ে আমি ট্রাক ছাড়বার নির্দেশ দিলাম আর এই পুঞ্জীভূত ক্রোধের টুঁটি চেপে ধরে আদেশ দিলাম "এ্যা টে ন শ ন।"—সমগ্র দলটি সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালে তারপর আমরা চলে গেলাম। কিন্তু সর্বদাই আমার লোকেদের ঝকঝকে বেয়নেটের দিকে আমার চোখ ছিল। যেতে যেতে আমার মনে হোয়েছিল যে আমি হয়ত যথোচিত কাজ করলাম না।

তিন দিন তিন রাত ধরে কুইবাসেভের দিকে জলপথে এগিয়ে যাচ্ছি। দিনের বেলার আবহাওয়া বেশ ভাল, সৈন্যেরা সর্বদাই ডেকের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথা বলতে, বন্ধুত্ব করতে আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং আমাদের সম্বন্ধে নানান রকম প্রশ্ন করতে সবাই খুবই উৎসুক। কোনও সেনাপতির একজন এডজুটাণ্ট আমাদের সঙ্গে

এমনি মিশে গেছল যে সে প্রায়ই আমাদের কেবিনে আসত, বিস্তারিত ভাবে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করত আর সব সময়ই আমাদের কোনও কাজ করে দিতে পারলে যেন কৃতার্থ হ'ত। একটা মাছিকে আমার ডেস্কের ওপর ঘুরতে দেখে সে বলে উঠল —"এ আবার কি?" মাছিটি ধরে আমি মেরে ফেলি। লোকটি আনন্দের চোটে বল্লে,—"ভারী মজা ত! আপনি মাছি মারেন আর আমি জার্মান মারি—।" অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বল্লে—"যদি আমি মাছিও মারতে পারতাম।

যখন আমরা সারাটোভের কাছে এসে পড়েছি, একজন সার্জেণ্ট এসে একটা সিগারেট চেয়ে জানালেন তাঁর নামার সময় আসন্ন। তেহেরাণ থেকে আমি প্রচুর সিগারেট কিনে এনেছিলাম, তাকে এক বাক্স দিলাম। এক একটি সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া গিল্‌তে লাগ্‌লেন।

ইতিপূর্বে প্রায়ই তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি এবং তার ইতিহাসও আমার জানা। অনেক জায়গায় যে যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধের বহু চমকপ্রদ ঘটনাও বলেছে। তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, মুখে বসন্তের দাগ, টানা গভীর চোখে মর্মভেদী চাউনী। এক যৌথ কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতেন। নিজে ইহুদী কিন্তু তার স্ত্রী ইউক্রেনের বাসিন্দা। যখন জার্মানরা তাদের গ্রামে আসে, তখন স্ত্রী ছেলেদের নিয়ে আগেই পালিয়ে যান। কিন্তু ভদ্র বলে পরিচয় দেবার মত জামা কাপড় ছিলনা তাদের সঙ্গে। পূর্বেকার জার্মান অধিকৃত ভল্গা প্রজাতন্ত্রে এখন তারা বাস করছে, সেখানে বহু ইউক্রেনবাসীকে পাঠান হয়েছে। এক বছর স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। এতদিনে ছুটী নিয়ে দেখা করতে যাচ্ছে। এই বার ত আপনি সারাটোভে নেমেছেন। খুব আনন্দ হচ্ছে না?" সে উত্তর দিল, "হ্যা" কিন্তু তার বলার স্বরে যেন প্রাণ নেই সে রাত্রিটা বেশ অন্ধকার ছিল, আমরা রেলিংয়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও জলের চিকিমিকি দেখতেও পাইনি।

আমি বল্লাম "বোধ হয় ঝড় উঠবে!"

তাঁর কাছ থেকে কোনও জবাব পেলেম না; মনে হোল যেন সে আমার কথাই শুনতে পায়নি। সে আর একটি সিগারেট ধরালে এবং বেশ নিবিষ্ট চিত্তে ছাই ঝাড়লো। তার পরে বলে উঠলো, "আপনি জানেন কি আমি জীবন্ত প্রেতাত্মা।" আমি হেসে উঠলাম কিন্তু মাঝ পথে বাধা দিয়ে তিনি আবার বল্লেন, "হাসছেন কি, সত্যিই তাই। সবাই জানে আমি বেঁচে নেই। একবার নয়, তিন, তিনবার আমি মরে গেছি বলে সাবস্ত করে নেওয়া হয়েছে। আমার একজন সৈনিক বন্ধু আমার স্ত্রীকে লিখে জানিয়েছে যে আমি জীবিত নেই।"

"আপনি তাঁকে চিঠি লিখে বা টেলিগ্রাম করে জানাননি কেন?"

"সে অত্যন্ত অসুস্থ, তার হার্ট অতি দুর্বল। তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে জার্মানদের কবল থেকে পালাতে গিয়ে সে প্রায় মরতে বসেছিল। ভল্গা সাধারণতন্ত্রে পৌছাবার পর তার চিঠি থেকে মাত্র এইটুকু জানি।"

আমি বল্লাম, "তাহলে এমনি ভাবে হঠাৎ খবর না দিয়ে বিশেষ করে এই দুর্যোগের রাত্রে যাওয়াটা ..."

'তাইত ভাবছি। হয়ত এই আকস্মিকতা তার পক্ষে মর্মান্তিক হতে পারে?" বলে সে নির্বাক হয়ে গেল।

জাহাজের ডানপাশে কেউ বোধ হয় একতারা বাজাচ্ছিল, সৈন্যেরা দরদ দিয়ে গান গাইছিল সেই সঙ্গে। সেই ধ্বনি জলকল্লোল ছাপিয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ পরে সে লোকটি আবার বল্লে, "আমি কি করবো জানেন?"

"বলুন।"

"আমি প্রথমে গ্রামের মোড়লের বাড়ী যাব, সারারাত সেখানে কাটিয়ে সকালে তাঁকে আমার স্ত্রীর কাছে পাঠাবো যাতে সে আর ছেলেমেয়েরা বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবেই আমায় নিতে পারে? কেমন এইটিই ভাল ব্যবস্থা নয় কি?"

'নিশ্চয়, নিশ্চয়" আমি উত্তর দিই?

গান আর বাজনা থেমে গেছে। অধিকাংশ যাত্রীই ডেকের ওপর সারবন্দী হয়ে গায়ে মোটা ওভার কোট জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। লোকটি আবার বল্লে, "কি আশ্চর্য ভাবুন ত। আপনি ঘরে ফিরছেন কিন্তু ঘরের মানুষদের কাছে আপনি মৃত।"

"বাস্তবিকই খুবই আশ্চর্যের কথা।" আমি বলে উঠি।

"সৌভাগ্য বশতঃ আপনি একজন আমেরিকান। যুদ্ধ যে কি বস্তু তা আপনার জানার সুযোগই ঘটলনা।"

—নয়—

অতীতের পুনরাবিষ্কার

"আর একটি বছর কাটলো, বন্ধুজনের এবার পুর্ণমিলন ঘট্‌বে। বাহ্যতঃ চিরপরিচিত স্কুলবাড়িও স্কুল প্রাঙ্গনের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এক বছর আগে, দেয়ালের ঘড়ি একঘণ্টা পিছিয়ে ছিল ও দেয়ালের গায়ে মানচিত্রের অনেকাংশ ছিল কালির দাগে পরিপুর্ণ।

এই বন্ধুদল ব্যতীত আর সবই সেই রকম আছে, শুধু তাদেরই পরিবর্তন ঘটেছে। যুদ্ধের এই ক'বছর তাদের আরো পরিণত ও অধিকতর উৎসাহী করে তুলেছে। যে হাত, পেন্‌সিল, স্লেট্‌এর চাবী ও বই ধর্‌তে পটু ছিল, সেই হাত এখন কাস্তে ধরে ক্ষেত থেকে আলু তুলছে, সমবায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কচ্ছে।

বাড়ির কর্তারা সবাই যুদ্ধে গেছেন, ছেলেদের ঘাড়ে এখন গুরু দায়িত্ব পড়েছে, তবুও তারা বয়স্কদের কলখোজের কাজে সাহায্যকালে বা ভেষজ লতাপাতা সংগ্রহ করার সময় তাদের এই স্কুল বাড়িটিকে অন্তরের জিনিষ ও জীবনের অপরিহার্য অংগ হিসাবেই গণ্য করেছে।

এইবার স্কুল বাড়ির দরজা খুল্‌ল...ছাত্রেরা তাদের আসনে বস্‌ল, এইবার পড়ানো আরম্ভ হবে...স্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল...এই আনন্দ ধ্বনি দীর্ঘদিন শোনা যায়নি—রুশীয় ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষয়িত্রী এলিজাভেথা আলেকজান্দ্রেভ্‌না আর্কানগেলস্কয়া ক্লাসঘরে এলেন—ছাত্রদল উঠে দাঁড়িয়ে আবার বস্‌ল। শিক্ষয়িত্রীর বাহুতলে যথারীতি একবোঝা বই। একখানি মোটা বই খুলে তিনি ডেস্কের সাম্‌নে বসে বল্লেন—আজ সাহিত্য পড়া হোক।

'বইএর উপর শুভ্র রুপালি চুল বোঝাই মাথাটি নীচু করে তিনি পাঠ সুরু কর্‌লেন।

...দৃঢ় ও সুরেলা কণ্ঠে বাগ্রেসন বল্লেন ভগবান তোমাদের সহায় হন! কিছুক্ষণের জন্য প্রথম সারের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন তারপর হাতদুটি দুলিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে অভ্যস্ত ব্যক্তির মত অসমান জমির উপর দিয়ে এগিয়ে চল্‌লেন। প্রিন্স্‌ আন্দ্রের মনে হল যেন কোন দুর্দমনীয় শক্তি তাঁকে এইভাবে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে—আনন্দের একটা প্রবল প্রবাহ যেন তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছে।

অস্তমান সূর্যের তির্যকরশ্মি-রেখা ছাত্রদের মুখে এসে পড়্‌ছে—ঘরটিতে আবার স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগ্‌ল। পড়া থামিয়ে শিক্ষয়িত্রী ছেলেদের মুখের দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে তাদের মুখে চোখে আগ্রহের গভীরতা লক্ষ্য কর্‌তেন। পুনরায় বইএর উপর ঝুঁকে পড়ে দ্রুত ও উত্তেজিত কণ্ঠে সেই পরিচ্ছেদের শেষ কয়টি লাইন পড়ে ফেল্‌লেন।

"হুর্‌রে, হুর্‌রে—! আমাদের লাইনের সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হল—হুর্‌রে! আর তারা সুসংবদ্ধ শ্রেণীতে আবদ্ধ নেই, এখন তারা আগ্রহশীল, আনন্দমুখর জনতায় পরিণত হয়েছে—আমাদের সেনাদল পাহাড়ের নীচে দৌড়ে গিয়ে ফরাসীদের তাড়িয়ে দিল।

"রক্ত, বারুদ ও বিজয়ের গন্ধভরা পাতাগুলি বন্ধ হল: অতীতের গর্ভ থেকে প্রথম জনযুদ্ধ, ১৮১২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের বিজয়ী বীরদলের মূর্তি ভেসে আসে—আমার দেশ—ছাত্রদের হৃদয় দ্রুততালে নেচে ওঠে—

এই কাহিনীটি ৯ই অক্টোবর ১৯৪২ তারিখে মস্কোর একখানি দৈনিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাহিনীটি আমার কাছে অর্থসূচক, তাই এর অন্তর্নিহিত অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা না করে পারলাম না।

এই শুভ্রকেশ শিক্ষয়িত্রীটির অন্তরে নিশ্চয়ই গভীর স্বদেশানুরাগ ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-রসানুভূতি বর্তমান। এক বছরের বাধ্যতামূলক অনুপস্থিতির অবসানে তিনি ছাত্রদের কাছে টলষ্টয়ের "ওয়ার এণ্ড পীস্" পড়ে শোনাচ্ছেন।

নাটকীয় ভংগীমায় এর চাইতে আর কি উপযুক্ত হ'তে পারত? ছাত্রদের মনোবল বাড়লো, সেই সংগে শিক্ষয়িত্রীর নিজেরও—ছাত্র ও শিক্ষয়িত্রী, ক্লাসঘর ও জাতি, অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ভাবানুভূতি বাড়লো, অন্ততঃ সঞ্জীবিত হ'ল, কিন্তু—

কয়েক বছর পূর্বে—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আগে—মস্কো শিক্ষা বিভাগের (কমিসারিয়েট অফ্ এডুকেশন) সেক্রেটারী ছিলেন গ্লেবভ্। জার ও সোভিয়েট তন্ত্রাধীন রাশিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশালয়ের সাহিত্য-সম্পাদকের সংগে গ্লেবভের একদিন পথে দেখা হয়ে গেল, উভয়েই ঘনিষ্ঠ-বন্ধু! গ্লেবভ্ কথাপ্রসঙ্গে টলষ্টয় সম্পর্কে বন্ধুর অভিমত জান্‌তে চাইলেন। সম্পাদক বল্লেন—দার্শনিক হিসাবে টলস্টয় আমার মনে ধরে না—তবে—শক্তিশালী সাহিত্যশিল্পী হিসাবে বিশ্ব-সাহিত্যে তাঁর সমকক্ষ কেহই নাই।" গ্লেবভ হাত নেড়ে ইঙ্গিতে জানালেন এই মন্তব্যের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী। শ্রেণীসংগ্রাম ও লেখকদের সামাজিক উৎপত্তি হিসাবে তৎকালে অধিকাংশ বলশেভিকরা জীবন ও সাহিত্যের বিচার কর্‌তেন—তবে অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের কিংবা লেনিনের অবশ্য এই জাতীয় ধারণা ছিল না, এই দৃষ্টিকোণ্ থেকে গ্লেবভ্ টলষ্টয়কে একজন *pomeshthchik,* বা জমীদার ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারে নি, তার ধারণানুসারে টলষ্টয় জীবন ও সাহিত্যে জমীদারের স্বার্থ ও আত্মাকে সঞ্জীবিত করে রেখেছেন—সুতরাং গ্লেবভ্ উচ্চকণ্ঠে স্থিরনিশ্চয় হয়ে ঘোষণা করলেন টলষ্টয় সম্ভবতঃ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টি কর্‌তে পারেন নি!

প্রাক্-বিপ্লবকালীন সাহিত্য সম্পর্কে সোভিয়েটরা প্রায় একযুগ হ'ল এই জাতীয় দৃষ্টিভংগী পরিহার করেছেন। এখন গ্লেবভের মত লোক বীভৎস ও অকাট মূর্খ বিবেচিত হবেন, হয়ত "জনগণের শত্রু" এই বিশেষণে ভূষিত হবেন। টলষ্টয় এখন রাশিয়ার স্মরণীয় মহাপুরুষদের অন্যতম, অমর মানুষ তিনি, মহান লেখক, স্বদেশ সেবী রাশিয়ান। অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির বলশেভিকও অতীতের ভংগী ও নিন্দাবাদ স্মরণ কর্‌তে নারাজ।

তাঁদের মধ্যে একজন আমাকে বল্‌লেন—এটা ভুলবেননা—সোভিয়েটদের বয়স এখন পঁচিশ, আমরা সাবালক হয়ে উঠেছি, এখন আর আমাদের ছোটবেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কেন?"

এই যুগান্তকারী পরিবর্তন যা যুদ্ধের ফলে অধিকতর দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে, প্রাক্তণ বিশ্বাস ও আচারের ব্যতিক্রম ঘটেছে, তা বহির্জগতের লোকের পক্ষে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এই ঘটনাটিও গভীর অর্থসূচক, কারণ পঠিত কাহিনীটি অনেক অনেক আগেকার দিনের এক সৈনিকের ইতিহাস। এই সৈনিকটি ছিলেন রাজবংশীয়।

প্রিন্স বার্গেসন্ জর্জীয়াণ অথচ রুশীয়ত্ব প্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত বংশে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হবার সময় পর্যন্ত রাশিয়ার অনন্যসাধারণ সৈনিক ছিলেন আলেকজাণ্ডার সুভরোভ্। বার্গেসন্ ছিলেন তাঁর শিষ্য। অল্পবয়সে অত্যন্ত কুশলী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন নির্ভীক সেনাবিনায়ক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নেপেলিঁয়ের বিরুদ্ধে তিনি ইতালীয় ও সুইজারল্যাণ্ডে রুশ সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছেন। দেড়শত সংঘর্ষ ও যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

ইনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে রাশিয়ায়—নেপোলিয়ঁর সঙ্গে আর একটি ইজিপ্তের সাক্ষাৎকার ঘট্বে—ও পতন ঘট্বে।"

তাঁর প্রধান সুভারোভের মত তিনিও অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও সাধারণ সৈনিকের সংগে ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি যুদ্ধ করেছেন। তাঁর দলীয় সৈন্যদের উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন :

"রাশিয়া আমাদের জননী—তোমাদের বুক পেতে দিয়ে তোমরা শত্রুর পথ রোধ কর। বরোদিনোর যুদ্ধে, ১৮১২ খৃঃ ২৬শে আগস্ট তারিখে তিনি নিহত হন্। সেই সময় তাঁর বয়স মাত্র ৪৫ বছর। রাশিয়াকে তিনি ভালোবাসতেন, রাশিয়ার জন্য তিনি লড়েছেন আর জননী রাশিয়ার জন্যই জীবন দান করেছেন।

টলস্টয় সেই মানুষটির এক অবিস্মরণীয় ছবি এঁকেছেন, এ ছবি একজন রাশিয়ান, সেনানায়ক ও দেশপ্রেমিকের ছবি। কিষাণ নয়, সর্বহারা নয়, এই বার্গেসন একজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় কুমার। বৈপ্লবিক নীতির প্রতি তাঁর এতটুকু আসক্তি নেই। জারতন্ত্রের ভালোমন্দ সম্পর্কে তাঁর মনে দ্বিধা সংশয় নেই, স্বীয় শ্রেণীর অপরিমেয় সুখ সুবিধা বা বে-আইনী নীতিতে যেভাবে কিষাণদের প্রতি তাদের মনিবরা বার বার জুলুম চালিয়েছেন সেই সম্পর্কে যাঁর কণ্ঠে এতটুকু প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়নি, আজ সেইজন রাশিয়ার একজন সর্বজনপূজ্য বীর ও আদর্শ পুরুষ। ইতিপূর্বে রাশিয়া ভ্রমনকালে আমি কোথাও কথাপ্রসঙ্গে তাঁর নাম আলোচনা হতে শুনিনি বা প্রকাশ্যস্থানে তাঁর ছবি দেখিনি। এখন বক্তৃতামঞ্চ থেকে, ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার ভিতর বিশেষতঃ স্কুলের শিক্ষকদের কাছে প্রায়ই তাঁর নাম শুন্তাম। রাশিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির সরকারী মুখপত্র ও সমগ্র দেশের বক্তা প্রচারকদের নির্দেশপত্রী "Propagandist" এর ১৯৪২ এর সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আমি বার্গেসন্ সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ কাহিনী ও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে এক উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী পাঠ কর্লাম।

সবচেয়ে বিস্ময়কর কথা এই যে সোভিয়েট যুগের পর রাশিয়া আর কখনও এভাবে তার অতীতের অর্থ ব্যাখ্যা করেননি, নূতন অর্থ ও নূতন গরিমায় অতীতকে পুনরুদ্ভাসিত করে তোলেনি।

বিপ্লবের প্রাথমিক যুগে অতীতকে বিগতকালের উদ্বৃত্তাংশ ব্যতীত আর কিছু ভাবা হ'ত না, রুশজীবন ও মন থেকে সেই স্মৃতি মুছে ফেলারই চেষ্টা হ'ত। সেই সময় তরুণ বলশেভিকদের মুখে বহুবার শুনেছি "রুশ ইতিহাসের ভূমিকা হচ্ছে

অক্টোবর *"—তার পূর্ববর্তী সকল কালটাই নিরর্থক ও অহিতকর বিবেচিত হত,—তার ভিতর কিছুই ভালো নেই, ভাবধারা, ঐতিহ্য নীতি, ভঙ্গিমা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, প্রতিষ্ঠান সব কিছুই আবর্জনাস্তূপ, জ্বালানির উপযুক্ত। ফরাসী বিপ্লবী কোমত দি সেগো, ফরাসী বিপ্লবের বছর ১৮৭৯ এ এইভাবেই ঘোষণা করেছিলেন—"ইতিহাসের এই প্রথম বৎসর।"

এই নিরাকরণের ক্রটী ফরাসীরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, রুশদেরও দেরী হয়নি। এখন অতীত, রাশিয়ার গৌরবময় অতীত—রাশিয়ায় পবিত্র কাল হিসাবে গণ্য হয়। নিষ্কর্মা ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। অবলোমোভ্-এর কথার প্রতিধ্বনি করে অনেকে বলত—"আমি ভদ্রলোক, আমি আবার কিছু কাজ করব কি?"—এই কথার উত্তরে বর্তমান যুগের রাশিয়ান, অবলোমোভের চাকরের ভাষায় উত্তর দেবে—"তাহলে জন্মেছিলেন কেন?"

সেকভের *"Three Sisters"* এর চরিত্রাবলীর মতো অতীতে কিছু নর-নারী ছিলেন এ কথা সত্য, এঁরা ভাবতেন অলস বলে তাঁরা একটা আধ্যাত্মিক উদ্বন্ধন অনুভব কর্‌তেন আর সেই মনোভংগী কাটিয়ে ওঠার জন্য কাজ না করে বা সামান্য কিছু করে মুখে বড় বড় কাজের কথা বল্‌তেন।

অতীতে অত্যাচার ও দুঃশীলতা, ব্যর্থতা ও অবসাদ ছিল বটে তবু মহৎ ও উল্লেখযোগ্য কাজের অভাব ছিল না, ছিল সাফল্য ও প্রেরণা;—দুর্বৃত্ত ছিল, বীরও ছিল—আর সকল কালেই ছিল জনগণ। পরিশ্রম ও অভীপ্সা, স্বপ্ন ও শৌর্য, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, ও রক্তের বিনিময়ে তারা রাশিয়ার মাটিকে উর্বর করে তুলেছে, রাশিয়ার মনোবল সুদৃঢ় করে তুলেছে আর স্বদেশকে যে বহুমূল্য সম্পদের অধিকারী করেছে, তা জীবন ধারণের নিঃশ্বাসের সংগে তুলনীয়। বোধকরি রাশিয়ার সমগ্র ইতিহাসে স্বীয় অতীত সম্বন্ধে রাশিয়া কোনোদিন এতখানি আত্ম-সচেতন হয়ে উঠেনি—বিশেষতঃ জাতীয় উদ্বর্তনের জন্য বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধাবলী ও আগামীকালের উজ্জ্বল, মধুর দিনের স্বপ্নে এই ভংগী প্রতিফলিত হয়েছিল।

১৮৩৬ এর সেপ্টেম্বর মাসে *The Telescope* নামক একটি সাময়িক পত্রিকায় পীয়োটর চাডাইয়েভ নামক জনৈক তরুণ রাশিয়ান ও রুশ সভ্যতার তীব্র নিন্দা করে একটি সন্দর্ভ রচনা করেন। নানা কথার ভিতর তিনি লিখেছিলেন:

"আমরা মানবতার কোনো মহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নই, আমরা প্রাচ্যেরও নই, পাশ্চাত্যেরও নই……আমাদের ঐতিহ্য এদেরও নয় ওদেরও নয়……এই পৃথিবীতে একক থেকে আমরা তাকে কিছুই দিইনি, কিছুই শেখাতে পারিনি।"

এই পত্রিকাখানি তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত করা হ'ল, সম্পাদকের নাম ছিল নাডেজদিন, তাঁকে নির্বাসিত করা হ'ল আর লেখককে সরকারীভাবে "অস্বাভাবিক মস্তিষ্ক" ঘোষণা করা হল। কিন্তু চিঠিখানি সকলকে চঞ্চল করে তুলেছিল, সবাই মিলে এই আলোচনার প্রবল ঝড় উঠিয়ে দিল। আলেকজাণ্ডার হারজেন নামক নেতৃস্থানীয় লেখকও বল্লেন—"এ হ'ল অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া।"

---

* ১৯১৭ অক্টোবরে বলশেভিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেন।

এই চিঠিখানি এখন ছাত্রদের স্কুলপাঠ্য সাহিত্য-গ্রন্থের একটি অংশ বিশেষ। সোভিয়েট বিদ্যালয়ের এক পরিচালককে একটি গ্রামে এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বল্লেন:

—এই তথ্যটুকু অত্যন্ত মূল্যবান, তাইত বাদ দেওয়া চলেনা। জনগনের প্রতি সেকালে যে ভাবে গোলামী ও অত্যাচারের বোঝা চাপানো ছিল তাতে করে মনে হবে রাশিয়া সম্পর্কে এই যেন একমাত্র সত্য—এই দেখুন না……

ওঁর বক্তব্যের সমর্থনেই যেন তিনি সামনের দেয়ালে আট্কানো একখানি প্রাচীর চিত্রের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। প্রাচীর চিত্রটি ১৮১২ খৃষ্টাব্দের নেপোলিয় বিজেতা কুটোজভের ছবি, ছবিটির নীচে জ্বলন্ত লাল অক্ষরে ষ্টালিনের নিম্নলিখিত বাণীটি উদ্ধৃত করা হয়েছে—

"আপনার স্মরনীয় পূর্ব-পুরুষদের গৌরবময় ঐতিহ্য
এই যুদ্ধে আপনাকে অনুপ্রাণিত করে তুলুক—"

১৯৪১-এর ৭ই নভেম্বর বক্তৃতায় ষ্ট্যালিন এই সব পূর্ব-পুরুষদের নামোল্লেখ করেছেন—আলেক্জাণ্ডার নেভ্স্কি, ডিমিট্রি ডনস্কয়, কুজ্মা মিনিন, ডিমিট্রি পোজহেরস্কী, আলেকজান্দ্রা সুভজেভ্ ও মিখাইল কুটুজেভ্। এদের ভিতর একজনও কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, অধিকাংশই ছিলেন রাজবংশোদ্ভূত কুমার আর কুজ্মা ছিলেন একজন ব্যবসাজীবি।

এই সব ব্যক্তিবৃন্দ রাশিয়াকে বিজয়ের পথে পরিচালনা করেছেন, রাশিয়ার সংকটময় মুহূর্তে তাকে বিদেশীর আধিপত্য থেকে রক্ষা করেছেন। এঁদের জীবন ও মৃত্যুকাল পিউটর চাডাইয়েভের পূর্ব যুগ। যে কোনো অন্যায় ও অবিচার চাডাইয়েফের অন্তরকে আলোড়িত করুক না কেন এ যুগের রাশিয়ানের কাছে, অতীতের রাশিয়াকে অসার্থক ও বন্ধ্যা বলে উল্লেখ করা অসত্য ও অন্যায় বলে মনে হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে ও য়ুরোপের মানচিত্র থেকে রাশিয়াকে মুছে দেবার জন্য তাতার জার্মান, সুইডিস্, পোল ও ফরাসী জাতি সমূহের প্রচেষ্টাকে যে স্মরণীয় পূর্বপুরুষগণ বিফল করে দিয়েছেন তাঁদের প্রশংসায় এরা আজ মুখর।

একজন ব্রিটিশ ডিপ্লোমাট কুইবাসেভে আমাকে বল্লেন-রাশিয়ায় এখন কার্ল মার্কসের চাইতেও বরণীয় আলেকজাণ্ডার নেভ্স্কী—। রাশিয়ানরা যে মার্কস্ বা এঙ্গেলস্কে বিস্মৃত হয়েছেন তা নয়, তা তাঁরা ভোলেন নি। এ বিষয়ে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবসর না থাকাই শ্রেয়—তবে জীবন মরণের এই ভয়ংকর সংগ্রাম কালে রাশিয়ার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা দুর্দম ও নিষ্ঠুর শত্রুর কবল থেকে বাঁচাটাই যখন সর্বপ্রধান বিষয় তখন যে কোনো বিদেশী আদর্শবাদী অপেক্ষা (যদিও কার্লমার্ক্সের অর্থনীতি ও বাণীর ভিত্তিতেই রাশিয়ার নেতৃবৃন্দ নূতন রাশিয়া গঠন করেছেন) আলেক্জাণ্ডার নেভ্স্কীর নামই অধিকতর ভাবাবেগ ও প্রেরণা জাগায়।

আলেকজাণ্ডার নেভ্স্কীর আসল নাম আলেকজাণ্ডার ইয়ারোশ্লাভিস্, তিনি একধারে রাজপুত্র, রাশিয়ান, নেতা ও রুশজনগণের শাসক ছিলেন।

মাদার রাশিয়া

সাত শতাব্দী পূর্বে যখন "টিউটনিক নাইটবৃন্দ" রাশিয়া আক্রমণ করেছিলেন তখন তিনি তাঁদের সংগে সংগ্রাম করে বিতাড়িত করেছিলেন, রাশিয়াকে বিদেশীর আধিপত্যের কলংক থেকে মুক্ত করেছিলেন—আজ তাই বর্তমানের রাশিয়া ও তাঁর মধ্যে একটি প্রাচীন ও অমূল্য শোণিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

১৯৪১-এ বরোদিন নামক একজন লেখক Dimitry Donskoy নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছেন। 'প্রাভদার' মতো দুর্দান্ত রাজনৈতিক ও নিখুঁতভাবে প্রামাণ্য সংবাদপত্রে এই গ্রন্থের যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল এত সুদীর্ঘ সমালোচনা আর আমার চোখে পড়েনি। এই সমালোচনাটির অর্থসূচক শিরোনামা দেওয়া হয়েছিল—"রুশ জনগণের বরণীয় পূর্ব-পুরুষ সংক্রান্ত গ্রন্থ।"

তাতারদের বিরুদ্ধে ১৩৭৮ ও পুনর্বার ১৩৮০-তে ডিমিট্রি ডনস্কয় যে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, সেই আখ্যানবস্তুর ভিত্তিতে উপন্যাসটির কাহিনী রচিত, উভয় ক্ষেত্রেই রাশিয়ানরা তাতারদের পরাজিত করে, যে 'তাতারীয় শৃঙ্খল' দুই শতাব্দী কাল কাল ধরে রাশিয়ার বুকে বিশাল বোঝা হয়ে উঠেছিল তার নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। দেশ প্রেমমূলক এই উপন্যাসটিতে গীতিকাব্যের সুরে গ্রাণ্ড ডিউক ডিমিট্রি ও রুশ জনগণের অপূর্ব বীরত্ব কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

রাশিয়ার সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে রুশ গির্জা ও ধর্মযাজকবৃন্দ যে অপূর্ব দেশপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছিলেন এই উপন্যাসে সেই গৌরবোজ্জ্বল আদর্শকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। রুশ ইতিহাসের এই নিদারুণ সংকটময় মুহূর্তে অপূর্ব বীরত্ব মণ্ডিত অংশ গ্রহণ করার জন্য রুশ চার্চ ও ধর্মযাজকদের প্রতি যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে তদ্দ্বারা এই উপন্যাসের মূল্য ও গুরুত্ব বর্ধিত হয়েছে। শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য দুজন চার্চ নেতাকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে, একজন হলেন মেট্রোপলিটন আলেক্সী, অপরটি সারগী রাভানেকস্কী বা সেণ্ট সারগী, রুশচার্চের সর্বকালের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মনায়ক।

মেট্রোপলিটান আলেক্সী ছিলেন ডিমিট্রির ধর্মগুরু। ডিমিট্রির শৈশব থেকেই বালকের মনে তিনি দৃঢ়তা ও সমরলিপ্সার প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করেন। উত্তরকালে যে নেতৃত্বের ভার ডিমিট্রি নিয়েছিলেন, জীবনের প্রভাতবেলায় তার জন্যই তাঁকে প্রস্তুত করা হয়। আলেক্সী বলতেন—ডিমিট্রি এই পেগান শৃঙ্খল থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করো, যদি তুমি আংশিক সাফল্যও লাভ কর, তাহলেও তুমি তোমার স্বদেশের আশীর্ভাজন হবে। তারপর তোমার উত্তরাধিকারীর ওপর বাকী কাজটুকু সম্পন্ন করার ভার দিয়ে যাবে। স্বাধীন মানুষ সর্বদাই শক্তিমান, কিন্তু উৎপীড়িত মানুষ দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়ে।

সর্বত্রই সাধুরা জনগণকে তাদের কর্তব্য, অভীপ্সা ও সংকটময় মুহূর্ত সম্পর্কে সচেতন করে তুলছিলেন। তাঁদের আশ্রমে তাঁরা সমরোপকরণ সংগ্রহ করছিলেন, স্বেচ্ছাবাহিনী সম্মিলিত করছিলেন। সমরেচ্ছায় জনগণকে উৎসাহিত করে, বিদেশী

আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, বিজয়ী হবার বাসনা তাদের মনে প্রবল করে তুলছিলেন।

মস্কোর গ্রাণ্ড ডিউককে সারগী যে সাহায্য দান করেছিলেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক তথ্যের খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি রেখে, অপূর্ব লিপি চাতুর্যে, লেখক, বিশদভাবে কেমন করে সারগী অরণ্যমধ্যে ট্রটিস্কো সারগেভেস্কী এ্যাবী গঠন করেছিলেন সেই কথা বর্ণনা করেছেন, এইখানে সমরোপযোগী প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। সমগ্র দেশের চারিদিকে একতা ও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য সারগীর উদাত্ত আহ্বান প্রতিধ্বনিত হল।

ধনী ও দরিদ্র, রাজা ও প্রজা সকলেই সম্মিলিত ভাবে এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিলেন।

১৩৮০-তে যুদ্ধ যখন আসন্ন হয়ে উঠেছে, সারগী তাঁর সর্বশেষ আহ্বান ও প্রার্থনায় গ্রাণ্ড ডিউকের উদ্দেশে বল্লেন :

"আমাদের শত্রুদল মরিয়া হয়ে আক্রমণ করবে—কারণ পরাজয়েই তাদের সর্বনাশ ঘটবে। এই যুদ্ধ তাদের কাছে তাই চূড়ান্ত যুদ্ধ—আমাদের পক্ষেও তাই, সব কিছুই নিষ্পত্তি হবে এই যুদ্ধে। সমগ্র পৃথিবী রক্তাপ্লুত হয়ে উঠবে, আর শত্রুরা বিজয়ী হলে আমাদের তনু মন প্রাণ বিপন্ন হয়ে শহর বা ধর্মস্থানগুলির চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। ক্ষয় ও ক্ষতির জন্য সংশয়াচ্ছন্ন হয়োনা—বৎস ডিমিট্রি আইভ্যানোভিচ, আমাদের মহামান্য ডিমিট্রি, হৃদয়কে সংযত করো ·"

ডিমিট্রির দৃঢ়কণ্ঠে ধ্বনিত হল—আমি কোনোমতে নতি স্বীকার করবো না—ফাদার সারগী! আমি স্বয়ং লক্ষ্য রাখবো কোথাও যেন এই নতি স্বীকারের দৌর্বল্য না প্রকাশ পায়—'

যে-নায়কের নামানুসারে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে তাঁর প্রতি এবং এই গ্রন্থে প্রাচীনকালের চার্চ ও চার্চ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি যে অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে—এই দেশ-প্রেমমূলক উপন্যাসটির ভিতর সেই কথাটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

ভ্লাদিমির খোলেদস্কো নামক একজন রুশ পণ্ডিত প্রশ্ন করেছেন—আমাদের জন্মভূমির বয়স কত? তিনিই জবাবে বলেছেন—পর্বতের চেয়েও প্রাচীন এই দেশ—হাজার হাজার বছরেও এই দেশের দীর্ঘকালব্যাপী গৌরবের পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

প্রাঞ্জল এবং নাটকীয় ভংগীতে লেখক বর্ণনা করেছেন····

"স্মৃতি শতাব্দীর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে যায়···কাণ পেতে শোনো—অতীতকালের স্তব্ধতা তোমার কানে গ্রাম্য সভার ঘণ্টাধ্বনির মতো শোনাবে, ভেসে আসবে····**পীচেং** (১) এর সুতীক্ষ্ণ তীরের শন্‌শনানি আর অন্ধ বাদকের পাঁচালীর সুর শোনা যাবে—

"চেয়ে দেখ, আর কুয়াশাময় আঁধারের ভিতর **সভিয়াটসোলভের** (২) বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা দেখতে পাবে,···নীপারের বক্ষে যাদুপুরী কীয়েভ, প্রথমতম রাজন্যবর্গের আবাসভূমি।

---

(১) **পীচেং**—তুর্কী উপজাতি, প্রাচীনকালে প্রায় রাশিয়ার সংগে সংগ্রামে লিপ্ত থাকত

(২) **সভিয়াটসোলভ** প্রাচীন রাশিয়ার অধিপতিদের অন্যতম (৯৪২-৯৭২)

তাঁদের সম্পর্কে যথার্থভাবেই বলা হয়েছে তারা ছিলেন অজ্ঞাত বা অনুধ্যুষিত দেশের অধিপতি, যে-রাশিয়ান ভূখণ্ড পৃথিবীর সর্বত্র খ্যাত ও পরিচিত তাঁরা সেই দেশেরই অধিপতি ছিলেন।

রাশিয়ার সুদূর ও দুর্মদ অতীতের গুণগানে খলোদস্কী একাই শুধু পঞ্চমুখ ছিলেন না, অভীপ্সা ও সাফল্যের সার্থকনামা যুগ হিসাবে উল্লেখ করে অসংখ্য কাহিনী, জীবনী ও ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে।

রাশিয়ান গ্রন্থাবলীতে ও রুশ বক্তাদের কণ্ঠে বহুবার আমি রুশ কর্তৃক জার্মান বিজয়ের বহুবিধ কাহিনী পড়েছি ও শুনেছি। রুশ ইতিহাসের সূচনা থেকে এই কাহিনীর শুরু, কারণ সেই আদি যুগ থেকেই রাশিয়ায় ভূমি, অরণ্য, প্রান্তর, নদী ও অপর্যাপ্ত সম্পদের লোভে একটির পর একটি আর একটি জার্মান জাতি রাশিয়ায় এসেছে। ১২১৪ এবং পুনরায় ১২১৭ প্রাচীন লিভোনিয়ার টিউটনিক নাইটবৃন্দ রাশিয়া আক্রমণ করেছেন এবং বিতাড়িত হয়েছেন।

১২২৪-এ রাশিয়া যখন তাতারদের পদাবনত, লিভোনিয়ান নাইটবৃন্দ পুনরায় রুশ বিজয়ের সংকল্প নিয়ে আক্রমন করে যুরইয়েভ্ শহর অবরুদ্ধ করলেন ও পরে বিতাড়িত হলেন। ১২৩৪-এ তাঁরা পিসকোভ্ অধিকার করে সমগ্র শহর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করলেন। রাশিয়া তখনও তাতারদের হাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ, কিন্তু এই সময় রঙ্গমঞ্চে আলেকজাণ্ডার নেভ্স্কীর আবির্ভাব ঘটলো। ১২৪২ এ চুডসকোই হ্রদের বরফের বুকে তিনি এই "*Canine Knights*" বা "সারমেয় সদৃশ নাইটদের" সংগে ঘোরতর যুদ্ধ করে তাদের হ্রদের জলে ডুবিয়ে দিলেন আর বরফের ওপর হত্যা করলেন। যারা বেঁচে রইল তাদের উদ্দেশ করে তিনি বল্লেন:

"ফিরে গিয়ে সমগ্র বিদেশী রাষ্ট্রে প্রচার করুন যে রাশিয়া আজো জীবিত, যদি কেউ অতিথি হিসাবে এখানে আসতে চান, তাহলে তিনি নির্ভয়ে চলে আসতে পারেন। তবে যদি কেউ তরবারি উন্মুক্ত করে দুঃসাহসের পরিচয় দিতে আসেন তাহলে তরবারির মুখেই তার জবাব মিলবে। এই পদ্ধতিতেই রাশিয়া আজো বেঁচে আছে এবং থাকবে"—

আজকের রাশিয়ায় "সমরকালীন ধ্বনিগুলির" মধ্যে এই বাণী সর্বাপেক্ষা উল্লিখিত।

রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে সংঘর্ষের কিন্তু অবসান হ'ল না। ১২৬৯-এ জার্মানরা পুনরায় রুশ বিজয়ের বাসনা নিয়ে এসে হাজির হল কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতে হল। ১৫০১—১৫০২ পর্যন্ত শান্তিতে কাটল—তারপর নিষ্ঠুর সংগ্রাম ঘটলো। একজন রুশ ঐতিহাসিকের কথায়'—"নৃশংস জার্মানদের রাশিয়ানরা লড়াই করে তাড়াল……মস্কোওলারা তাদের কচুকাটা না করে জলন্ত তরবারি দ্বারা শলাকাবিদ্ধ শুয়ার বধের মত করে নিঃশেষিত করল।"

চতুর্থ আইভানের সময়ে পুনরায় নূতন সংঘর্ষের সূত্রপাত হল। আধুনিক রুশ লেখক এবং ঐতিহাসিকগণের ব্যাখ্যানুসারে জার্মানীর উপর রাশিয়ার বিজয় গৌরব সর্বাপেক্ষা চরমে উঠেছিল যখন সপ্তবর্ষব্যাপী-যুদ্ধকালে জার্মান সেনাবাহিনী ও জার্মান জনগণের

ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন ফ্রেডারিক দি গ্রেট। হিটলারের মতই যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় তিনি সম্পূর্ণ বিজয়ের দম্ভ করেছিলেন, অথচ এদের হাতেই তাঁর গ্লানিকর পরাজয় ঘট্‌লো—

১৭৫৯ খৃঃ ১২ই আগষ্ট ২৯ বৎসর বয়স্ক আলেকজাণ্ডার সুভ্‌রোভ্‌ জার্মানীর কুনার্সডফে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর ষ্ট্রাটেজি বা সমর-পরিচালনা পদ্ধতির ব্যবস্থা সম্পাদনে সহায়তা কর্‌লেন। রুশ তথ্যানুসারে মাত্র পনের ঘণ্টা স্থায়ী ভয়ংকর যুদ্ধের পর রুশবাহিনী জার্মানদের পরাভূত করল। প্রায় একবছর পরে, ১৭৬০এর ৮ই অক্টোবর—সুভারোভের নেতৃত্বাধীন রুশ সেনাদল বার্লিন অধিকার কর্‌ল—তিনদিন অবস্থানের পর এবং দেড় কোটি থেলার (তদানীন্তন মুদ্রা)—খেসারৎ আদায় করে তবে তাঁরা জার্মান রাজধানী ত্যাগ করেছিলেন।

নেপোলিয়নীয় আক্রমণ কালে জার্মানরা ২০,০০০ হাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ অংশ গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে মাত্র সামান্য সংখ্যক সৈন্যই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল—

প্রথম মহাসমরে জার্মানরা রাশিয়ানদের পরাজিত করেছিল, কিন্তু রুশবাহিনী জার্মানবাহিনীকে এমনই ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল যে রাশিয়ানরা পৃথকভাবে সন্ধি স্থাপন কর্‌লেও মিত্রবাহিনীর কাছে জার্মানীকে পদানত হতে হয়েছিল। অধুনা, অবশ্য বর্তমান রুশ-জার্মান যুদ্ধে, এ কথা উল্লিখিত হয় না।···

জার্মানীর সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ—এই একটি বিষয়, আধুনিক কালে রাশিয়া ও রাশিয়ানদের কাছে গভীর অর্থপূর্ণ, ইতিহাস ও অতীত, জার্মান বিজয়ের যে গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী ব্যক্ত করে তদ্দারা সাহস ও বিজয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে অন্তরে বিশ্বাস সঞ্জীবিত হয়। জার্মানী যখন স্ট্যালিনগ্রাডের সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই নিদারুণ দুঃসময় ও সংকটকালে আমি রাশিয়ানদের বল্‌তে শুনেছি—"আমরা পূর্বে জার্মানদের ধ্বংস করেছি। **আমরা বার বার তাদের পরাভূত করেছি।** পুনরায় তারা আমাদের কাছে পরাজিত হবে।"

চতুর্থ আইভান বা আইভান দি টেরিবল সম্পর্কে দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী—প্রাক্‌ বিপ্লবযুগে এই দুর্দান্ত আইভান সম্পর্কে বহু হৃদয় আলোড়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। রাশিয়ার নূতন পাঠ্য পুস্তকে শিশুরা এই জার সম্পর্কিত বর্ণনায় কি পায় তার দৃষ্টান্ত দিলাম···

"তিনি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কালের অনুপাতে তিনি বেশ শিক্ষিত ছিলেন। রচনাকার্য তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল···তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম মননশীলতা ছিল তাঁর। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ও বহির্জাগতিক জীবনে তিনি কুশল সহকারে তাঁর সমস্যাবলীর সমাধান করতেন এবং অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতার সংগে সেই নিজস্ব নীতি প্রতিপালন করতেন। 'রুশিয়ার জন্য বালটিকে একটি দাঁড়াবার জায়গা চাই।' তাঁর এই দৃষ্টিভংগী দূরদর্শিতারই পরিচায়ক।"

রুশ ইতিহাসের এই নয়া-বিচারে আইভানের দোষ, ত্রুটী বা অন্যায়ের কথাও অনুল্লিখিত নেই। তবে তাঁর গুণাবলী সংগ্রহ করে প্রশংসা করা হয়েছে। রাশিয়ার অন্যতম

শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার আলেক্সী টলস্টয় তাঁর সম্পর্কে একটি নাটক রচনা করেছেন। এই গ্রন্থ সমাপ্তির পর রাশিয়ান সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলির এক সম্মেলনে তিনি বলেন :

"রুশ ইতিহাসে আইভান দি টেরিবল একজন উল্লেখযোগ্য পুরুষ…তাঁর সমারোহশীল অভীপ্সা, দৃঢ় মনোভংগী, অক্ষয় কর্মশক্তি, সামর্থ্য ও দোষ ত্রুটীর ভিতরই তিনি রাশিয়ানদের প্রতীক্ হয়ে আছেন।…

সমগ্র পৃথিবীর কাছে যে মানুষটির নাম নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিত্বের পরাকাষ্ঠা হিসাবে কুখ্যাত হয়ে আছে তাঁর সম্পর্কে এর চাইতে আর কি মহৎ শ্রদ্ধা নিবেদন করা যেতে পারে ?

বর্তমান রাশিয়ায় আইভান অসাধারণ শক্তি ও বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতি বিশারদ। রুশ ভূখণ্ডকে একত্রিত করে তিনি তাদের পরিচালন ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতারদের কাযান থেকে, অস্ত্রাখান থেকে বিতাড়িত করে তিনি ভল্‌গাকে রাশিয়ান নদীতে পরিণত করেছেন। পূর্ব সাইবেরীয়ার নব-অধিকৃত অংশগুলি তিনি রাশিয়ার সংগে সংযুক্ত করেন।

যে সব 'বয়ার'রা তাঁর এই পরিকল্পনায় বাধা প্রদান করে, রাষ্ট্রের মঙ্গলামঙ্গল স্ব স্ব কুক্ষীগত করে ব্যক্তিগত ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা কর্‌ছিলেন, তিনি তাঁদের নির্মমভাবে নিঃশেষিত করেছেন। তিনি চমৎকার গদ্য রচনা কর্‌তে পারতেন, তাঁর রাষ্ট্র সংক্রান্ত নথীপত্র অমূল্য সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক সম্পদ হিসাবে বিবেচিত। সব চেয়ে বড় কথা— অজ্ঞতা ও সংঘর্ষ, বেদনা ও আত্মত্যাগ উপেক্ষা করে এক বীরত্বপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে যে-জাতি সগৌরবে অগ্রসর হতে পারে—পীটারের মত তিনিও, এমনই এক সম্মিলিত জাতি গঠনের আদর্শে বিশ্বাসী ও প্রয়াসী ছিলেন।

রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র সংগঠক সারগী আইসেনস্টাইন বৎসরাধিক কাল ধরে এই দুর্দমনীয় রাশিয়ান, জারের জীবন, যুগ ও কার্যাবলী চিত্রণে ব্যস্ত আছেন….

বিগতদিনের সামরিক সাফল্য বা বিজয়ী সমর নেতারাই শুধু এদিনের রাশিয়াকে উদ্বুদ্ধ কর্‌ছেন তা নয় ; সাহিত্য, বিজ্ঞান শিল্পকলা, লোক সঙ্গীত, আর রুশ জনগণের উন্নয়ন ও বীরত্ব তাদের অন্তরে প্রেরণা জাগিয়ে দেয়। সামাজিক মর্যাদা বা সরকারী পদ যাই হোক্ না কেন, রুশ ইতিহাসের যে কোনো কালে, জাতীয় উন্নয়নে কেউ যদি কিছুমাত্র অংশ গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে বর্তমান কালের রাশিয়ায় তিনি স্মরণীয় ও বরনীয়।

কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশ পঞ্চাশতম সাম্বৎসরিক উৎসব দিবসে একটি রুশ পত্রিকা "রাশিয়ান কলম্বসগণ" এই অর্থসূচক শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন—রুশ আবিষ্কারকগণের শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী জীবনেতিহাস। এই সব নাম ও তথ্যাবলী নূতন ও জ্ঞানদায়ক।

রাশিয়া বা অন্য কোনো প্রদেশে অপ্রচলিত ও অজ্ঞাত বহুবিধ নূতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সোভিয়েটগণ প্রচলন করেছেন। কিন্তু এই সব ব্যবস্থাবলী আজ অতীতের সংগে সংযুক্ত করা হয়েছে, অতীতের ঘটনা ও ব্যক্তি, স্বপ্ন ও সাধনা, বেদনা ও বিজয়ের সংগে একই সূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে।

এখন অতীত আর কুৎসিৎ দুঃস্বপ্ন নয়—এখন আর কেউ বল্‌বে না "অক্টোবর থেকে রুশ ইতিহাসের সূত্রপাত।" এখন শিশুরাও জানে অতীতের সংগে অকটোবর বিচ্ছিন্ন হয়েছে—পরিণামে; রাশিয়ার অজ্ঞাত অধিকতর শক্তি ও সামর্থ্য সঞ্চয়ের মহৎ অভীপ্সায়, অতীতের যা কিছু মঙ্গলকর, বর্তমান তারই পবিত্র অনুমোদন।

—দশ—

রাশিয়ার রাশিয়ানত্ব

উত্তর ককেসসের প্রখ্যাত তৈল সমৃদ্ধ শহর গ্রজনীর রেলষ্টেশনে দুখানি পুস্তিকা কিন্‌লাম। একখানি গ্রন্থের নাম "পীটার দি ফার্ষ্ট," লেখক ভি, প্যালভ, পূর্বে তাঁর নাম আমার শোনা ছিলনা। অপর পুস্তিকাটির লেখক ভি, ক্রজকোভ্, এঁর নামও আমি শুনিনি, কিন্তু পরে এই বিষয়ে অনেক কথা শোনা গেল, সোভিয়েট সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে ইনি একজন উদীয়মান তরুণ। ক্রজকোভের পুস্তিকাটি উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সমালোচক পিসারেভ্ সম্পর্কিত।

জার ও একজন সাহিত্য-সমালোচকের ভিতর দূরত্ব ও ব্যবধান অনেকখানি—তবু এই পুস্তকা দুখানির আঙ্গিক ও রচনা পদ্ধতির ভিতর একটা অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হলাম। পীটার সংক্রান্ত গ্রন্থটির প্রথম দু একটি পাতায় নিম্নোল্লিখিত মন্তব্য দেখা গেল স্মরণীয় রুশ দেশ-প্রেমিকদের শ্রেণীতে··বিশাল রুশ জাতির, শক্তিশালী রুশ জাতির প্রতীক্, পীটারের নেতৃত্বে রাশিয়া······পীটার মহান্ রুশ জাতির উপযুক্ত এক সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন··নবজাত রুশবাহিনীর প্রাণকেন্দ্র···" এই ভাবে সারা বইটিতে পীটারের গুণ গানের ভিতর রাশিয়া ও রাশিয়ানদের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশী।

ক্রজকোভের বইটিতে রাজনীতির চাইতে সাহিত্যের সম্পর্ক অধিক—এখানেও রাশিয়া ও রাশিয়ান কথা দুটির ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে, ভূমিকার এই অর্থসূচক অংশটি লক্ষ্য করলাম····

"বেলিনস্কি, চের্নিসেভস্কি, ডব্‌রোলুবভ্—প্রভৃতি মণিষীবৃন্দ ছিলেন রাশিয়ার খ্যাতনামা বিপ্লবী, প্রকাশকার ও সাহিত্য-সমালোচক···পিসারেভ রুশ জনগণের জন্য এক অননুকরণীয় কাজ করে গেছেন····তিনি আমাদের প্রিয়, তার কারণ রুশ জারতন্ত্র ও দাসত্বের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করলেও রুশজাতি ও তাঁর মাতৃভূমির প্রতি তাঁর প্রীতি ছিল অসীম। যা কিছু তিনি লিখতেন তার মূল লক্ষ্য ছিল রুশ জনগণের কল্যাণ, সর্বদাই রাশিয়াকে ও রুশগণকে মুক্ত, শক্তিশালী ও সংস্কৃত সম্পন্ন জাতি হিসাবে দেখার বাসনাই তাঁর অন্তরে প্রবল ছিল।" ভূমিকাটি নিম্নলিখিত বাক্যাবলীতে শেষ হয়েছে...." পিসারেভের জন্মের পর প্রায় একশত বৎসর এবং মৃত্যুর পর চুয়াত্তর বছর কেটে গেছে···কালটী সুদীর্ঘ—তবু বহু লোকের মনে পিসারেভের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।"

আমার ছ'বছরের অনুপস্থিতির পর যে সব বাক্যাবলী আমি উদ্ধৃত করেছি বা এই সব পুস্তিকায় বর্ণিত আরো বহু বাক্যাবলী আমার কাছে গভীর অর্থ ও অভিসন্ধি-সূচক হয়ে উঠেছে। এর অর্থ এই যে রাশিয়া শুধু তার অতীতকে পুনরাবিষ্কার করে

গৌরবমণ্ডিত করছে তা নয়—নাটকীয় ভঙ্গীতে, ইচ্ছাকৃত ভাবে এই সব কাহিনী জনপ্রিয় করে তুলছে। জাতীয় চিন্তা ও জাতীয় ভাবাবেগ বর্ধনের জন্যই এই প্রচেষ্টা।

একথা জানা উচিত যে, বিপ্লবের গোড়ারদিকে পীটার দি ফার্ষ্টের মত পিসারেভের নামের কোনো মূল্য বা সার্থকতা ছিল না। উভয়েই ছিলেন অতীতের, অন্ততঃ তখন এই কথা ভাবা হ'ত, যে-অতীতের আর অস্তিত্ব নেই, যা কোনদিন আর ফিরবেনা—সে অতীতের কথা যদি স্মরণে রাখতেই হয় তাহলে দুঃখ, লাঞ্ছনা ও বেদনার যুগ হিসাবে সজল নয়নে তার কথা স্মরণীয়। একদা যিনি বলসেভিগণ কর্তৃক, মার্ক্সীয় ইতিহাসের নেতৃস্থানীয় ঐতিহাসিক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিলেন সেই স্বর্গীয় মিখাইল পকরোভাস্কীকে নিষিদ্ধ করার অন্যতম কারণ সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়া বা বিশ্বকোষের মতে—"পীটার দি ফার্ষ্টের কার্যাবলীর প্রগতিবাদী অভিসন্ধি তিনি নাকি উপেক্ষা করেছিলেন।" এই গ্রন্থের মতে সোভিয়েটদের যুগে, ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে, প্রথমবার পিসারেভের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। পীটার ও পিসারেভ রুশ জনগণ কর্তৃক প্রথমে উপেক্ষিত, তারপর পুনরাবিষ্কৃত, অবশেষে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হন।

আমি যখন রাশিয়া ত্যাগ করি তখনই এই ভাবটুকু লক্ষ্য করা গিছল—তবে সেই আন্দোলন কি ভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে, পূর্ণতা পেয়েছে, তার চমকপ্রদ প্রমাণ পাওয়া গেল এই দুটি পুস্তিকায় এবং রাশিয়ার অসংখ্য সাম্প্রতিক সাহিত্য গ্রন্থে। এ কথা খুবই সুস্পষ্ট যে ষ্ট্যালিন বা রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি আন্তর্জাতিকতা, "পৃথিবীর সর্বহারাবৃন্দ এক হোক," বা পৃথিবীর শ্রমিকবৃন্দের একতা সম্পর্কে যা কিছু চিন্তা করুন না কেন, অক্লান্ত উদ্যমে তারা রাশিয়া ও রাশিয়ানত্বের ওপরই বিশেষ জোর দিয়েছেন।

এতদ্বারা অবশ্য এ কথা বোঝায় না যে বিদেশ, বৈদেশিক সভ্যতা বা বৈদেশিক ইতিহাস সম্পর্কে এঁদের আগ্রহের অভাব আছে।

আর সকল প্রকার জাতিবর্গকে "রুশত্বে" পরিণত করারও কোনো প্রচেষ্টা ছিল না। মস্কো অবস্থানকালে সামেড্ ভরগুন নামক আজারবাইজানের খ্যাতনামা কবির সংগে দেখা হয়েছিল—তিনি তাঁর স্বদেশ, তাঁর সঙ্গীত, আচার ব্যাবহার ও অতীত সম্পর্কে—কালিফোর্ণিয়ানদের মত ভঙ্গীতে কথা বললেন, রাষ্ট্রের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী শোনালেন। ...রণক্ষেত্রে একজন তাদঝিক ও একজন কাজাক সৈন্যের সংগে দেখা হয়েছিল। তাঁদের দেশ, জাতি, সংস্কৃতি সম্পর্কে বৈদেশিক সংবাদ দাতারা যেন তাঁদের স্বদেশে গিয়ে সচক্ষে সমস্ত দেখে শুনে বহির্জগতের কাছে তাদের জাতিকে সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পন্ন, নিজস্ব ভাষাবিশিষ্ট জাতি হিসাবে পরিচিত করে দেন উভয়ে এই বাসনা প্রকাশ করলেন।

রাশিয়ায় প্রায় একশতের উপর বিভিন্ন জাতির বাস—সুদূর অঞ্চলে তারা পরিব্যপ্ত, বিশেষতঃ রাশিয়ান এসিয়ার উত্তর প্রান্ত ও রাশিয়ান য়ুরোপে তাদের ছোট ছোট গোষ্ঠী। এদের মধ্যে অনেকে কখনও কোনো ভাষা লিখতে জানতেন না, আজ তাদের নিজস্ব ভাষা হয়েছে। সোভিয়েটরা তাদের ভাষা দিয়েছেন। এই জাতিবৃন্দের ভাষা, ইতিহাস

বা জীবনের জাতীয়ধারা শুধু যে সমাদৃত হয় তা নয়—মস্কৌতে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করা হয়। সোভিয়েট তাদের স্বকীয়ত্ব বজায় রাখতে খুব আগ্রহান্বিত, তাই তাঁরা এর ওপর বিশেষ জোর দেন।

লোক সঙ্গীতের পুন প্রবর্তনের জন্য সমগ্র রাশিয়া কয়েক বছর ধরে সচেষ্ট। ইরাণের রাজধানী তেহারাণে যখন ছিলাম তখন সোভিয়েট উজবেকীস্থানের গায়ক ও যন্ত্রীবৃন্দের সহযোগে গঠিত একটি "কনসার্ট" দলের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলাম। তারা জাতীয় পরিচ্ছদে ভূষিত। জাতীয় ভাষায় কথা বলছিলেন। প্রাচীন ধরনের স্বদেশী বাদ্য যন্ত্রে প্রাচীনকালের নৃত্য প্রদর্শন কর্‌লেন—দর্শকজনের সামনে গৌরবময় অতীতের জাতীয় সভ্যতার একটা সুস্পষ্ট চিত্র উন্মুক্ত-কর্‌লেন।

রাজনীতি ও অর্থনৈতিক সূত্রে সকল জাতি মস্কৌর সঙ্গে জড়িত। যে কোনো রকমের ব্যতিক্রম কঠোর ভাবে দমন করা হয়। কিন্তু জাতীয় জীবনধারায় স্বকীয় রীতিনীতি সকলেই পালন করে থাকেন। রাশিয়ার অসংখ্য জাতি সমূহের স্বতন্ত্র ভাষা, লোক সঙ্গীত, জাতীয় বা গোষ্ঠিগত সভ্যতার প্রতি এই সম্মাননা প্রদর্শন বর্তমান যুদ্ধের এক অপরিমেয় শক্তির উৎস।

মস্কৌ ত্যাগের পূর্বে যে সব অপূর্ব দলিলপত্র সংগ্রহ করেছিলাম তার মধ্যে একটি ছিল রাষ্ট্র থেকে সৈন্যরা কি কি সম্মান চিহ্ন লাভ করেছেন তার তালিকা। যুদ্ধের প্রথম আঠারো মাসে যে সব সম্মান চিহ্ন দেওয়া হয়েছে তা এই তালিকাভুক্ত হয়েছে, দেখ্‌লাম জাতি হিসাবে উনসত্তরটি বিভিন্ন জাতি এই তালিকায় উল্লিখিত হয়েছেন।

১৯৩৯ এর সেন্সাসানুসারে কিন্তু সমগ্র জনসখ্যার শতকরা ৫৮ ভাগ রাশিয়ান, উক্রেনিয়াণ ও হোয়াইট রাশি নদের নিয়ে এই তিনটি স্লাভজাতির জনসংখ্যা শতকরা ৭৮ ভাগ বা সমগ্র জনসংখ্যার ¾ অংশ। ভাষা, জাতীয়ত্ব ও সভ্যতাহিসাবে রাশিয়ান ভাষা, জাতীয়ত্ব ও সভ্যতা চিরদিনই সর্বশ্রেষ্ঠ। রাশিয়ান প্রভাব—বিশেষতঃ রুশ সাহিত্যের প্রভাব—মূলতঃ রাশিয়ান হলেও রুশ সাহিত্য বিশেষ ভাবে মানবীয়, তাই তার প্রভাবও অপরিমেয়।

ছোটখাটো জাতি ও রাষ্ট্রের শিক্ষায়তনে রুশভাষাই প্রথম বৈদেশিক ভাষা—এ ব্যবস্থা অবশ্য স্বাভাবিক—রুশভাষা জানা থাক্‌লে কাজাক, ইয়াকুত, তাদঝিক বা আর্মেনিয়ানরা রাশিয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারে এবং নিজের কথা বোঝাতে পারে। মস্কৌ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের চেষ্টায় ক্রমশঃই রুশভাষার প্রচারে অধিকতর জোর দেওয়া হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তার খাতিরে এবং বিশাল রুশ দেশের অধিক সংখ্যক লোকে রুশ ভাষা ভাষী বলে।

তবু শুধু রাশিয়ার কাছে রাশিয়ার 'অতীতের এই পুনরাবিষ্কার'—বা রাশিয়ান এই কথাটির নূতনভাবে মূল্য নির্ধারণ করা যে কি গভীর অর্থপূর্ণ তা বর্হিজগতের জনগণের পক্ষে ধারণা করা সম্ভবপর নয়। সোভিয়েটবাদের এই এক অপূর্ব সামাজিক

ইন্দ্রজাল। গভীরতর অভীপ্সা, মহত্তর আত্ম-বলিদানের কি বিস্ময়কর প্রেরণা জাতীয়তা এনে দিয়েছে এ তারই প্রমাণ।

একজন তরুণ সার্জেণ্ট তার প্রিয়তমাকে লিখেছিল...আমার প্রিয়তম রাশিয়ার জন্য আমি আমার একশত জীবন বলি দিতে পারতাম, যদি অবশ্য আমার তা থাকৃত।" কোনো রুশ তরুণের এতখানি স্বদেশ প্রেমিকতার পরিচয় দেবার কথা আগে কখনও শুনিনি।

রুশভাষা, রুশ ইতিহাস, রুশিয়ার কার্যাবলী বা রুশজনগণ এখন নিরন্তর প্রশংসা ও ভাবাবেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করছি, রাশিয়ার সরকারী মুখপত্র "প্রাভদা"র ১৯৩২ এর ৩০শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় "রাশিয়ান রাইফেল" সম্পর্কে এক গীতিমুখর সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে, তিন নলা বন্দুকের ইতিহাস অনুসরণ করে কিছু অংশ রচনা করার পর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে ঃ

"অর্দ্ধশতাব্দীকাল রুশ যোদ্ধৃন্দের সহায়তা করেছে এই রাইফেল। খাদে, পর্বতশৃঙ্গে, অসীম সমুদ্রে, প্রখর গ্রীষ্মে, হিম শীতল তুষার মধ্যে, রাইফেল কোনোদিন নির্ভুল ও বিনীতভাবে তার কার্য সম্পাদনে অবহেলা করেনি। সঙ্গীতে প্রশংসিত এই রাইফেল আজো তার সংগ্রাম কুশলতা অটুট রেখেছে। রুশ বেয়নেটের প্রশংসাও আজ এই রকম গৌরবজনক ভাবেই অনুরণিত· আমাদের বেয়নেট আক্রমণ ও বেয়নেট যুদ্ধ চিরদিনই তীব্র ও তীক্ষ্ণ, রুশ সৈনিকের অপরাজেয় অস্ত্র। জার্মানীর সহিত এই যুদ্ধে, অতীতের মতো আজো—রুশ বেয়নেট শত্রুর সৈন্যদলে মৃত্যুকে আহ্বান করে আনছে, ফ্যাসিস্ত শক্তি তার ভয়ে ভীত ও কম্পমান।...রাশিয়ান রাইফেল ও রাশিয়ান বেয়নেট ...সুতীব্র সমরাস্ত্র....বিশ্বস্ত বন্ধু।"

রাশিয়ান রাইফেল ও রাশিয়ান বেয়নেটও "প্রাভদার" মত সরকারী সংবাদ পত্রের মতে নিজস্ব গরিমা ও শক্তিতে গৌরবমণ্ডিত হয়ে আছে!

রাশিয়ার প্রতি এই গৌরব বর্ষণ ব্যাপারে পুসকিন, গোগোল, লারমনটভ, নেক্রাসভ, দস্তয়েভস্কি, টলষ্টয়, তুর্গেনেফ, গোর্কী, শেখভ্ প্রভৃতি রুশসাহিত্যের বিখ্যাত লেখকবৃন্দের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। এঁরা সবাই রাশিয়ার জন্য শোক প্রকাশ করেছেন ও তার দুঃখে কেঁদেছেন, রাশিয়াকে ভালোবেসেছেন ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা পোষণ করেছেন—তাই এদিনের রাশিয়ানদের সে কথা জানা প্রয়োজন অন্তরের সকল শক্তি নিয়োগ করে তাঁদের কথা রাশিয়ানেরা অনুভব করুক, তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিক! শেখভের বিখ্যাত নাটকের ছাত্র টরফিমভ্ বলেছে..."সমগ্র রাশিয়া যেন মনোরম চেরীকুঞ্জ।" মস্কো আর্টথিয়েটারে এই কথাটি যখন শুনলাম তখন সে কথাগুলি শুধু রাশিয়ানদের কানে নয়, পর্যবেক্ষক বৈদেশিকদের কানেও অর্থপূর্ণ হয়ে বাজল...রাশিয়া এই কথাটি আজ যে গভীর অনুভূতি প্রাণে আনে, আর যুদ্ধের পটভূমিকার "রাশিয়া" কথাটি বোধকরি এতখানি আবেগভরে আর কোনদিন উচ্চারিত হয়নি।

রুশভাষা সম্পর্কে তুর্গেনিভের বিখ্যাত উক্তি আমি বারবার পড়েছি...."সংশয়ের দিনে, দেশমাতৃকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে, শুধু তুমি, হে মহান্, শক্তিধর, ন্যায় পরায়ণ ও মুক্ত

রুশীয়বাণী তুমি আমাকে শক্তি ও স্বান্তনা দিয়েছ। যে-জাতি মহান্ নয়, তার কণ্ঠে যে এই ভাষা দেওয়া হয়েছে, একথা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব।"

যাঁর রচনাবলী রুশ অনুভূতিকে উদ্দীপিত করে, সেই আলেক্সী টলষ্টয় অনুরূপ বিষয়ে বলেছেন,—:

"পিছনে তার (রাশিয়ানদের) পূর্বপুরুষদের সমাধিক্ষেত্র বর্তমান—সম্মুখে তার উন্নতিশীল ও বর্ধিষ্ণু স্বদেশবাসী। ইন্দ্রজালিক শক্তি এই জাতি রুশভাষার অদৃশ্য জাল বিস্তার করেছে—এই ভাষা বর্ষাবিধৌত রামধনুর মতো বর্ণোজ্জ্বল, তীরের মত বেগবান, ঘুমপাড়ানি গানের মতো হৃদয়স্পর্শী, মনোজ্ঞ ও সুবেলা।"

নিকোলাই টিখোনভ্ বলেছেন "রাশিয়া আমাদের আনন্দ ও মুক্তি, আমাদের অতীত ও বর্তমান, আমাদের হৃদয় ও মন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, রাশিয়া চিরদিনের। তার জীবন আমাদের জীবন—আমাদের জীবন যেমন অমর রাশিয়াও তেমনই অমর।"

পূর্বে কখনও রাশিয়ার সব কিছু সম্পর্কে রুশজনগনের এতখানি ভাবালুতা লক্ষ্য করিনি। কুইবাসেভ্ ছিল অত্যন্ত পশ্চাদপাদ্ ও জনহীন শহর, যুদ্ধ-পূর্বকালীন ষ্ট্যালিনগ্রাদের বা বাকু বা আইভানোভা বা পরিকল্পনানুসারে অপর যে সব শহর গড়া হয়েছে, তার উৎসাহ বা প্রেরণা, কিছুই এর নেই। কিন্তু তা'হলে কি হয় এ হল ভল্গার শহর।

চারিদিকে, অরণ্য, পর্বতমালা, প্রান্তর আর ফুলের প্রাচুর্য।—

·······নদীর তীর ধরে ভ্রমণকালে যখন রাশিয়ানদের সংগে আলোচনা করছিলাম তখন দেখ্‌লাম এই সুন্দর রুশ নদী ও যা কিছু তাকে ঘিরে আছে, তার প্রতি এঁদের গভীর প্রীতি ও মমতা প্রতি কথায় স্ফুরিত হচ্ছে। কুইবাসেভ একটা বিশ্রী শহর, নোংরা পথ ঘাট, বৃষ্টিতে পথে কাদা জন্মে এই সব কথা বলায় তাঁরা তীব্রভাবে সে কথায় প্রতিবাদ কর্‌লেন। তখনই উত্তরে তাঁরা বল্‌লেন—কিন্তু আমাদের নিসর্গ দৃশ্য—প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি দেখুন। মাঠের ডেইজীফুল, রাইক্ষেতের বা পথ পার্শ্বের কর্ণ ফ্লাওয়ার, অরণ্য মধ্যস্থ বটবৃক্ষ, পাহাড়ের খাদ, নদী—গ্রামের কুঁড়ে ঘর—সবই সুন্দর, সবই পবিত্র।

কেন্দ্রীয় কমসোমল কমিটির সেক্রেটারী সুন্দরী, তরুণী শ্রীমতি ওলগা মিশাকোভাকে প্রশ্ন কর্‌লাম, তাঁদের প্রতিষ্ঠান কি জাতীয় মানুষ গঠনে প্রয়াসী হয়েছেন। পদমর্যাদা হিসাবে তাঁর উত্তরের গুরুত্ব আছে।

তিনি বল্লেন—প্রধানতঃ আমরা চাই আমাদের যুব সম্প্রদায় দেশ প্রেমিক হোক্, অন্তরে তাদের দেশপ্রাণতা থাক্,—অতীতে যা কিছু ভালো কাজ হয়েছে এবং সোভিয়েট তন্ত্রাধীনে যা করা হবে তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা থাক। দেশপ্রেম জীবনের ভিত্তি স্বরূপ বস্তু সমূহের অন্যতম—অন্যতম পবিত্র সম্পদ।

"দেশপ্রেমহীন মানুষের সমাজে কোনো স্থান নেই।"

দেশপ্রেম বিষয়ে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকে রুশীয় ভাবাদর্শ কি অপূর্ব ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা বোঝানোর জন্যই শেষোক্ত কথাগুলি ইচ্ছা করেই বড় অক্ষরে

ছাপা হয়েছে। এখনকার রাশিয়ার অবশ্য তখনকার অবস্থা নেই। এই দেশেই সর্বপ্রথম যৌথ প্রচেষ্টার ফলে ব্যাক্তিগত ব্যবসা প্রচেষ্টা ধ্বংস হয়েছে। রাশিয়া যদি জাতীয়তার ভাবাবেগে প্লাবিত হয়ে থাকে, তাহলে সে জাতীয়তার অর্থ রাশিয়ার মাটি, রাশিয়ার ইতিহাস, রাশিয়ার ভূগোল, রাশিয়ার ভাষা, রাশিয়ার জনগন, রাশিয়ার গান, রাশিয়ার বনভূমি, রাশিয়ার পাখী, রাশিয়ার শীত,—সব কিছুই—অর্থাৎ সংক্ষেপে রাশিয়া বল্‌তে প্রাচীনকালের রাশিয়ানেরা যা বুঝ্‌ত ও ভালোবাস্‌তো শুধু তাই নয়—আর সব কিছুর সংগে যে নূতন অর্থনৈতিক প্রথা মুনাফা-প্রসবী ব্যক্তিগত সম্পদ নিষিদ্ধ করেছে তা বোঝায়। তবু এই রাশিয়া—নূতন প্রেরণা, নূতন উৎসর্গের উৎস স্থল।

এই কারণেই "মাতৃভূমি" কথাটির এমন নূতন অর্থ হয়েছে। মাতৃভূমি! যে কোনো এবং প্রতি রাশিয়ানের কাছেই এই কথাটি পবিত্র। "*Letters to a Comrade*" বা "বন্ধুর প্রতি" লিখিত পত্রে প্রখ্যাতনামা রুশ লেখক বোরিস গর্বাটোভ্‌ হৃদয় ঢেলে দিয়ে লিখেছেন :

"মাতৃভূমি! কি শক্তিশালী বাক্য! ২১ মিলিয়ন কিলোমিটার ও 'দুশ' মিলিয়ন সহ-দেশবাসীকে ঘিরে রেখেছে এই মাতৃভূমি! তবু প্রতি মানুষের কাছে যে স্থানে ও যে বাড়িতে সে জন্মগ্রহণ করেছে সেই তার মাতৃভূমি! তোমার বা আমার কাছে ডন বাসিনের খনি এই মাতৃভূমির উৎপত্তি স্থান। একই ধূসর আগাছার ভিতর তোমার ও আমার কুটির, এইখানেই আমরা আমাদের যৌবনের সোনালি স্বপনের দিনগুলি কাটিয়েছি—পাহাড়ের নিম্নভূমি অন্তহীন সমুদ্রের মতো দিগন্ত প্রসারী, আর সৌম্য গম্ভীর আকাশ।—সারা পৃথিবীতে ডনবাসের ছেলেদের মত উৎকৃষ্ট ছেলে নেই। এখানে সূর্যাস্তের মত মনোরম সূর্যাস্ত কোথায় দেখা যায় না—আর কয়লা ও ধোঁয়ার তিক্ত মধুর গন্ধের মতো আর কোনো গন্ধ মধুর নয়।

এই ডনবাসেই আমাদের মাতৃভূমির উৎপত্তি কিন্তু এর কোঁনো পরিধি নেই: ক্রমশ: আমাদের মাতৃভূমির বহুভাষী প্রদেশাবলী এসে আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। এসফেরণের ধূলা বালির ভাষা, বাকুর মলিন তৈল দীপ, মাগনিটগোরসকের মরিচাধরা পর্বতভূমি আর সাইবেরীয় তুষার। আর যদিও কোনো দিন উত্তর মেরুতে তুমি যাওনি তবু তোমার অন্তর রয়েছে পাপানিনের সংগে। কারণ ওখানেও ত' আমাদেরই আপন জন রয়েছে। ওরা রাশিয়ান, সোভিয়েট জনগন আমাদের স্বপ্ন, আমাদের গর্ব।"

ইলাইয়া এরেনবুর্গের মতো নাটকীয় ভংগীতে বোধকরি আর কেউ এই রাশিয়ার জাগরণ চিত্রিত করতে পারেন নি। আলেক্সী টলষ্টয়, সলোকভ্‌, টিখোনভ্‌ বা অপর যে সব রুশ লেখকবৃন্দ, জনগনের বিশেষত: সৈনিকদের অন্তরে এমন প্রেরণা জাগিয়েছেন, তাঁদের রচনা এতখানি গীতিমুখর বা প্রার্থনা সঙ্গীতের মতো প্রাণস্পর্শী নয়। সৈনিকদের প্রতি লিখিত তাঁর এক আবেদন তিনি বলেছেন :—

"তোমাদের সংগে মার্চ করে চলেছে কৃশাঙ্গী তরুণী ট্যানিয়া (জয়া কস্‌মোডেমিনস্কয়া) সেবাস্তপোলের দৃঢ়চিত্ত নৌ-সেনার-দল। তোমাদের সংগে মার্চ করে চলেছেন তোমাদের

স্মরণীয় পূর্ব পুরুষগণ যাঁরা এই বিশাল দেশকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছেন, প্রিন্স ইগোর নাইটবৃন্দ বা ডিমিট্রির দল—তোমাদের সংগে মার্চ করে চলেছেন, সেই বীর সেনানীদল যাঁরা ১৮১২ খৃষ্টাব্দে অপরাজেয় নেপলিয়ঁকে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমাদের সংগেই মার্চ করে চলেছেন বুদেনীর সৈন্যদল, চ্যাপাইয়েভের স্বেচ্ছাবাহিনী, নগ্নপদ, বুভুক্ষিত অথচ সর্বজন বিজয়ী সৈন্যদল। তোমাদের সংগেই চলেছেন তোমার সন্তান, জায়া ও জননী। তাঁদের আশীর্বাণী তোমার শিরে। এদের জন্য তুমি আন্‌বে, শান্তিময় বার্ধক্যের দিন, স্ত্রীর জন্য আন্‌বে তোমার প্রত্যাবর্তনের মধুর ক্ষণ, আর সন্তানের জন্য আনবে অপার আনন্দ।

সৈন্যদল! তোমাদের সংগে অভিযান করে চলেছে সমগ্র রাশিয়া। রাশিয়া তোমার পাশে পাশে রয়েছে—তার পদধ্বনি শোনো, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর মুহূর্তে তোমাকে মধুর বাক্যে সেই রাশিয়া পরিতৃপ্ত করবে, যদি ইতস্ততঃ কর, সেই রাশিয়া তোমাকে শক্তি ও সাহস এনে দেবে—যদি বিজয়ী হও, তোমাকে আলিঙ্গন করবে।”

১৬

—এগার—

—প্রাচীনের দল—

প্রাচীনত্বের প্রতি যে সব সদ্‌গুণ দীর্ঘদিন ডুবে থাকার পর আবার এতকাল পরে কিনারায় ভেসে উঠেছে, তার মধ্যে বয়সের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বিশেষ হৃদয়স্পর্শী ও গভীর অর্থ-ব্যঞ্জক। বর্তমানকালে রুশ চিন্তাধারায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে, Predki (পূর্বপুরুষ) এই কথাটির মত রুশ কথা Starik (অর্থাৎ প্রাচীন ব্যক্তি), আজকাল যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, তা এই পরিবর্তিত চিন্তাধারার পরিচায়ক—রাশিয়া ও রাশিয়ান কথা দুটির ওপর ইদানীং যে ভাবে নিরন্তর জোর দেওয়া হয় এই দুটি কথাও সেই শ্রেণীভূক্ত।

একদা এই Starik কথাটি অশ্রদ্ধার বিষয় ছিল, সম্পূর্ণ প্রাচীন পন্থী ও হতাশাকর নিকৃষ্টত্বের পরিচায়ক ব্যক্তি বিশেষ বোঝাত এই কথাটিতে। প্রাচীনদের সম্পর্কে কোনো বিশেষ আইন নেই। নূতন আইন প্রণেতাদের কাছে প্রাচীনত্বের বিচার বিবেচনা ছিলনা। গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্মধারার সংগে সংযুক্ত কারখানার শ্রমিক ও যে সব ভূমিহীন চাষীবৃন্দ সোভিয়েট তন্ত্রের মধ্যে জমিসম্পর্কে তাদের সারা জীবনের আশা ও আকাঙ্খার পরিপূর্তি দেখেছে, তারা ভিন্ন, এই প্রাচীন জনসাধারণের পক্ষে প্রাচীন ধারার পরিপন্থী এই নূতন অবস্থা মেনে নিয়ে তার সংগে তালরেখে চলা সহজ ছিলনা।

বুলগাকভ্ রচিত সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রেষ্ঠতম হৃদয়-আলোড়ক নাটক "Days of the Turbines" এর একটি চরিত্র বল্‌ছে "অনেকের কাছে এই হ'ল পূর্বরঙ্গ আর অনেকের জীবনের এই পরিশিষ্ট।" বিপ্লবের প্রাথমিক " যুগে একটা বয়স নির্বিশেষে রাশিয়ার অধিকাংশ জনগণের কাছে এ ছিল নবজীবনের ভূমিকা তবে প্রাচীনদের পক্ষে অবস্থা অনুরূপ ছিল না।

তারা কেবল দুর্দশার দুঃখময় সম্ভাবনাই লক্ষ্য করে ছিলেন। শুধু নিজেদের নয় তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণও, অনাগতকালের সকলের পক্ষেই সেদিন ছিল ঘোরতর অন্ধকারময়। সেই তুফানময় দিনে তাদের চোখের জল ছিল অত্যন্ত করুণ ও বেদনা মলিন।

গ্রামে দু একটি বিরল দৃষ্টান্ত ব্যতীত, যেখানে সমগ্র কিষাণ গোষ্ঠীকে প্রাণ চঞ্চল দেখা গেছে, সেইখানে প্রাচীন জনগণের অভিযোগ ' ও অভিশাপ তীব্র, তীক্ষ্ণ, কটু ও কঠোর হয়ে উঠেছে!

যৌথ ব্যবস্থার প্রথমাবস্থায় রিয়াজন প্রদেশের গ্রামগুলির ভিতর ভ্রমণ করছিলাম। একটি গ্রামে সমবায় সমিতির বিপনিতে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলাম। এখানকার কেরানীটি অল্পবয়স্ক তরুণ, লঙ্কার মতো তার লালচে চমৎকার চুল আর ' নীলাভ চোখ। সেই দোকানেই সত্তর বৎসর বয়স্ক তার বাবা ও তাঁরই একজন সমবয়সী বন্ধু বসেছিলেন।

যৌথ ব্যবস্থা তখন পূর্ণোদ্যমে চলেছে—মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য উভয়েই অত্যন্ত আগ্রহান্বিত।

যৌথব্যবস্থা রাশিয়ার সর্বনাশ যখন করবে, রাশিয়ার গ্রামগুলির দুর্দশার আর সীমা থাকবেনা।—তাঁরা যখন এইভাবে কথা বলছিলেন, দুঃখ প্রকাশ করছিলেন বা অভিশাপ দিচ্ছিলেন তখন এই তরুণটি একটিও কথা বলেনি। এতটুকু উত্তেজনার ভাব প্রকাশ করেনি। রিয়াজনে সম্প্রতি তার রাজনৈতিক পড়াশোনা শেষ হয়েছে—তার পিতৃদেবের বাক্যাবলী তাই তার কানে বিসদৃশ ও প্রলাপের মত শোনাচ্ছিল!

পিতা পরিহাস করে বল্লেন—দেখুন, ছোকরার রকম দেখুন—কথ না যারা বেশী জোরে চেঁচায়নি সেই কাকের মতোই ওরা চেঁচাচ্ছে—যেন, ভাগাড়ে মহাভোজের সম্ভাবনায় তারা কলরব সুরু করে দিয়েছে। তবুও যুবকটির মেজাজ খারাপ হ'ল না বা সে উষ্মা প্রকাশ করল না। সে শুধু বলল···

"Stariki—ওরা বুড়ো লোক, ওদের কাছে আর এর চেয়ে বেশী কি শোনার আশা করেন? ওরা কেবল বক্ বক্ করতে পারে আর বক্ বক্ করতেই জানে।" তারপর কপাল চাপড়ে সে বললে: কিন্তু নূতন জিনিষ, মঙ্গলকর জিনিষ, এখানকার চাষীরা যে সব ভালো জিনিষ কখনো দেখিনি—এঁরা তা কি বুঝবেন? নূতন কিছু দেখে বাবার ভাষানুসারে ঐ কাকের মতোই শুধু এঁরা চীৎকার করতে পারেন।"

এই মারাত্মক সংগ্রামের সময় এই সব উপাধিহীন, একক, ভগ্নহৃদয় প্রাচীনের দল শুধু তাঁদের আপন সন্তানের কাছেই এই ধরণের সহনশীলতা পেতে পারেন।...

কিন্তু আজ কি অপূর্ব পরিবর্তন! রাশিয়ার বাতাস, রাশিয়ার মেজাজ, রাশিয়ার শব্দকোষ থেকে বয়সের প্রতি সামান্যতম শ্লেষের ইঙ্গিত পর্যন্ত মুছে দেওয়া হয়েছে। এখন এই Starik কথাটিই যেন পূত হয়ে উঠেছে। এই কথার ভিতর আর যেন দৌর্বল্যের চিহ্ন নেই; আছে শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয়—জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সামর্থ্য; দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পের প্রতীক্। একালের যুদ্ধকালীন উপন্যাসাবলীতে তরুণদের পরিবর্তে এই Starik-রাই যে নায়ক হিসাবে চিত্রিত হয়েছেন তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

দীর্ঘাকৃতি, রক্তিমগণ্ড, শুভ্রকেশ উক্রেনীয় আলেকজাণ্ডার ডভ্সেংকার কথা ধরা যাক। ইনি রাশিয়ার খ্যাতনামা ছায়াচিত্র পরিচালক, শুধু নাটকীয় রসবোধ নয় ভাষাজ্ঞানের জন্যও এঁর খ্যাতি আছে, ইনি স্বয়ং চিত্রনাট্য এবং কাহিনী ও সংলাপ রচনা করেন। মাঝে মাঝে এই সব চিত্রনাট্যের সংক্ষেপিত অংশ *Red Star* বা অন্যান্য পত্রিকাদিতে মুদ্রিত হয়। ডভ্সেংকো রচিত "যুদ্ধের পূর্ব রাত্রি" নামক কাহিনীটি রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সমরোপন্যাস। উক্রেইনের নদীর প্রাচীন মাঝিদের বীরত্বের পটভূমিতে কাহিনীটি রচিত।

ডভ্সেংকো লিখেছেন :—নদী নয় যেন একটি নাটক, আর এই প্রাচীন মাঝিরা যেন নদীর সূক্ষ্ম আত্মা। তারা দুঃসাহসী ও দুর্জয়, মৃত্যুকে তারা ভয় করে না।"

কিংবা—"পিতামহ প্রেটেনের মুখের দিকে তাকালাম নিঃশব্দে তার প্রতিটি কথা শুনলাম। তিনি আমাদের বিজয়ে বিশ্বাসী, নির্ভীক ও অপরাজেয় জনগণের মুখের ভাষাই যেন তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত।"

Starik আজ নির্ভীকত্বের প্রতীক্, অপরাজেয়তার মুখপাত্র। কেউ কেউ বলেন জনগণের মহত্ত্বের ও প্রতিশব্দ!

বয়স্ক লোকের পক্ষে যুদ্ধ চিরদিনই কঠোর, শারীরিক দিক দিয়েও কঠোর, বিশেষতঃ রাশিয়ার মতো দেশে, যেখানে দীর্ঘকাল ধরে শ্রম শিল্প সংক্রান্ত গঠন পরিকল্পনাকে ব্যক্তিগত সন্তুষ্টিমূলক কার্যাবলীর ওপরেই রাখা হয়েছে। চর্বি, চিনি, শাদা ময়দা, চাল, শুষ্ক ফল-মল প্রভৃতি দ্রব্যাদির অনটন, বৃদ্ধ লোকদের ওপর আর এক প্রস্থ উৎপীড়ন—তাদের দৈনন্দিন আহার্য গরীবানা ধাঁচের মোটামুটি খাদ্য।

যুব জনের চাইতেও ভাবাবেগের দিক দিয়ে যুদ্ধ বৃদ্ধদের পক্ষে অধিকতর পীড়াদায়ক ও চিত্ত চাঞ্চল্যকর। লোকক্ষয় তাদের অন্তরকে গভীরভাবে আঘাত করে, আর চোখের জলে বুক ভসে যায়। ধ্বংসোন্মুখ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে, শরীরের তেজ যখন স্তিমিত, শারীরিক সুখ সম্ভোগের শক্তি যখন হ্রাস পেয়েছে তখন সংসারের গৌরব, আত্মীয়বর্গের প্রতি আকর্ষণ নূতন ভংগীতে প্রকাশ পায়। এই কারণেই শোক তাদের অন্তরে গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত রেখে যায়।

তবু, তারাও যদি একান্ত অশক্ত না হয়—তাহলে দৈনন্দিন কাজেই দৃঢ়ভাবে মেতে থাকে। রাশিয়ায় আইনগত অবসর গ্রহণ কাল স্ত্রীলোকের পক্ষে পঞ্চান্ন আর পুরুষের পক্ষে ষাট। পেনসনের অঙ্ক অল্প হওয়ায় এবং ধারাবাহিক কাজের জন্য কেউ পেনসন থেকে বঞ্চিত হয় না বা পেনসনের মূল্য হ্রাস পায় না বলে যে সব নর নারী কর্মক্ষম তাঁরা অবসর গ্রহণের বয়স পার হলেও অফিস বা কারখানায় স্ব স্ব কাজে ব্রতী আছেন। কিন্তু পূর্বে কখনও তারা এতখানি কঠোর ভাবে পরিশ্রম করেননি বা এত দীর্ঘক্ষণ কাজ করেনি।

রাশিকয়া লিপিয়াগি নামক একটি গ্রামে অবস্থানকালে যেখানে থাক্‌তাম সেই বাড়িতেই এক আশ্চর্য প্রাণী দেখেছিলাম, সেই বাড়িরই তিনি একটি বৃদ্ধা! সত্তর বছর বয়স হলেও তিনিই প্রভাতে সর্বপ্রথম ঘুম ভেঙে উঠ্‌তেন, গাই দুয়ে, বাছুরকে খাইয়ে, মুরগীর ছানাদের যত্ন করে, উনান ধরাতেন, ইতিমধ্যে আবার চারটি ঘুমন্ত শিশুর তদারক করতেন, গায়ে ঢাকা উঠিয়ে দিতেন। মাছি তাড়িয়ে দিতেন, গায়ে রোদ এসে লাগ্‌লে দরজা বা জানালা বন্ধ করে দিতেন।

আমার যখন ঘুম ভাঙত তখন চায়ের জল তৈরী, আর ইন্দ্রজালের মত টেবিলে প্রভাতী খাবার এসে পড়ত।

তাঁর পুত্রবধূও সাহায্য কর্‌তেন, তবে বৃদ্ধাই স্বয়ং অধিকাংশ কাজ কর্‌তেন, ঘরে বাইরে সর্বত্র তাঁর কাজ বেশী, কারণ তরুণী বধূটিকে গ্রামের অনেক সরকারী কাজ কর্‌তে হবে।

একদা প্রভাতে বাগানে বেড়াচ্ছি, আলুর ক্ষেতের চমৎকার বন্দোবস্ত, শশা, ধান বা, কুমড়ার ফসল দেখে মনে মনে তারিফ কর্‌ছি, এমন সময় দেখি গলায় লম্বা দড়িবাঁধা একটি

একটি লাল বাছুর এসে গাছের কচি কচি ডগাগুলি চিবোচ্ছে। আমি একটি চাষীর সাহায্যে তাকে ধরে বেড়ার বাইরে ফেলে দিলাম।

পরে যখন প্রাতরাশ নিয়ে বসেছি, বৃদ্ধা দরজায় দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন—দড়িগাছটা কই! সেটা কি করলেন? আর বাছুরটিকেই বা বাগান থেকে বার করে ফেলে দিয়েছেন কেন? আমাদের ঐ সবে ধন নীলমণি একটি মাত্র বাছুর!

তিনি চীৎকার করে ধমকে চলেছেন, বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো তাঁকে ঠাণ্ডা করতে।

পুত্রবধূ বল্লেন—উনি ক'দিন বড়ই অস্থির হয়ে আছেন কারণ ওঁর ছেলে, আমার স্বামীর, কোনো খবর আজ কদিন পাওয়া যায়নি, তিনি লড়াইয়ে গিয়েছেন কি না! উনি ধরে নিয়েছেন তিনি আর নেই, তাই উনি খালি চোখের জল ফেলছেন। কিন্তু কি করে যে কাজ করছেন আশ্চর্য! আগে কোনো দিন এত কাজ উনি করেন নি।

রাশিয়ার এমনই কতশত সহস্র স্ত্রীলোক রয়েছেন, সেই সব নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার দল স্ব স্ব পুত্র পৌত্রের সংবাদের জন্য এমনই উদ্বেগাকুল, তবে তাই বলে তাঁদের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয়নি, অধিকতর দৃঢ়তার সংগে তারা সকল প্রকার কাজ করে চলেছেন।

এই সব বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের চিত্রাবলী সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা সহকারে মুদ্রিত করা হয়, নিউজ রীল বা সমর নাটকগুলিও সেইরকম, কনষ্টানটাইন সিমোনভের The Russian People গ্রন্থের অন্যতম চমকপ্রদ চরিত্র লাল ফৌজের স্বেচ্ছাসেবক, বৃদ্ধ পক্ককেশ ভূতপূর্ব জার অফিসর। নির্ভীকত্ব ও পর্যবেক্ষণে তরুণদের চাইতেও অধিকতর পারদর্শী। ষাট বছর বয়সেও শত শত বৃদ্ধ কসাক তাদের পুত্র পৌত্রদের সংগে পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে সমান বা অধিকতর উৎসাহ ও শৌর্যের সংগে জার্মাণ সেনা নিধন করে চলেছে।

আমার সামনে সদ্য প্রকাশিত *Patriots of Trekhgorka* নামক একখানি ছোট্ট পুস্তিকা রয়েছে। ত্রেখ্‌গোরকা মস্কোর প্রাচীন এবং বৃহত্তম বয়নশিল্পের কারখানার জন্য বিখ্যাত। গোড়ার পরিচ্ছেদগুলির অর্থব্যঞ্জক নাম "চারপুরুষ।" চুয়াত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ নিকোলাই নিকালোয়েভিচ্‌ কুজ্‌মিনের কাহিনী নিয়ে গ্রন্থটি রচিত, এই কারখানাটি যখন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয তখন তিনিই এই কারখানা স্থাপনা করেন।

ষাটবছর কাল ধরে নিকোলাই তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় এই ত্রেখ্‌গোরকায় কাটিয়েছেন, তিনি এখনও এখানকার ছাপাখানা বিভাগে কাজ করেন—কোনোদিন তিনি বিলম্বে আসেন না, বাড়ি ফেরার তাড়াও তাঁর নেই। মাথার চুলগুলি শাদা, মাংস পেশীতে আর সেই পূর্বতন শক্তি নেই—তবু এমনই অপূর্ব তাঁর অধ্যবসায় যে তিনি যুদ্ধকালীন উৎপাদনের নিরিখে পৌঁছেচেন, যা অনেক তরুণ শ্রমিকের ঈর্ষার বস্তু। তাঁর দৈনন্দিন কর্মফল শতকরা ২০০।২৫০ : ভ'গ তিনি বাড়িয়ে ফেলেছেন। তাঁর মত শ্রমিকের পক্ষে যে পরিমাণ কাজের পরিমাপ কারখানা আশা করেন তিনি তার দু'তিন ডবল কাজ সম্পাদন করে থাকেন।

নিকোলাই নিকালোভিচের বিরাট পরিবার, চার পুরুষের সংসার। এঁর তিনটি ছেলে যুদ্ধে আছে, একটি কর্ণেল আর একটি রেলের ইনজিনিয়ার—তাঁর এক জামাই ভাখতানগভ থিয়েটারের অর্কেষ্ট্রার যন্ত্রী। তিনি তার বেহালাটি বদলে এখন রাইফেল ধরেছেন। তাঁর চোদ্দটি নাতি এখন পড়াশোনা বা কিছু না কিছু কাজ করছে। কারখানা থেকে ভালো কাজ করার জন্য তাকে একটি প্রশংসা পত্র আর নাম খোদাই করা একটি সোনার ঘড়ি দেওয়া হয়েছে।

নিকোলাই নিকালোভিচ অতীত ও বর্তমান সম্পন্ন একজন Starik বা প্রাচীন এবং তিনি পরিবারের গর্বস্থল। তরুণরা তাঁকে প্রণাম করে, তার চারপাশে ঘিরে বসে, তাঁর মুখের উপদেশবাণী বা ষাটবছরের বয়ন শিল্পশ্রমিক হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনে। ত্রেখগোর্কায় তরুণমহলে প্রেরণা দাতা ও পথপ্রদর্শক হিসাবে তাঁর সমাদর আছে—এই চুয়াত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ বয়নশিল্পীর প্রতি যে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় তা অত্যন্ত প্রাচীন ধরণের (রাশিয়ানরা অবশ্য একথা শুনে হয়ত হাস্‌বেন)।

কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, যেখানে কোনো Stariki —বা বৃদ্ধ আছেন তাঁরা যে সম্মান ও শ্রদ্ধালাভ করেন তা ১৯২০র ভিতর বা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মঝামাঝি যে মনোভাব ছিল তার সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং সেই কারণেই অপ্রত্যাশিত।

ইয়ারেশ্লাভন প্রদেশের ওভাসিয়ান্নিকি গ্রামের লবোফ তেপ্‌লিয়াকোভার কথা ধরা যাক্। তিনি—গ্রামের babka—বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। কেউ তাঁর বয়স জানে না—কারো কারো কাছে তিনি বলেন তাঁর বয়স ৯১, কাউকে আবার বলেন একশ,—তাঁর বাড়ির বয়স তাঁর চাইতেও বেশী—ছাতে শেওলা ধরেছে, চার পাশ খোলা, গ্রীষ্ম বর্ষা ও শীতের হওয়া গায়ে এসে সমানভাবে লাগে!

১৯২৫-এ-গ্রামে বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেলে, বাব্‌কার কুঁড়েও প্রায় নদী গর্ভে যায়—স্থানীয় সোভিয়েট তাকে অন্যত্র সরাবার জন্য আয়োজন করল, কিন্তু সে রাজী হলনা,—বিবাহের দিন থেকে সে এই বাড়িতে বাস করছে,—এই বাড়ীতে তার সন্তান জন্মেছে, জীবনের আনন্দ ও দুঃখময় দিনগুলি কেটেছে, এই তার বাড়ি,—সুন্দর ও নির্ভরযোগ্য হলেও আর কোনো বাড়িকে এর স্থলাভিষিক্ত করা চলে না। এইখানেই সে মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করবে,—গ্রামটি বাব্‌কার গৌরবে গৌরবান্বিত, জীবনের বোঝা বহন করে দেহ তার ক্ষীণ হয়ে এসেছে, কিন্তু তার মন বা শক্তি এতটুকুও স্তিমিত হয়নি।

ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের দিন অভ্‌সিয়ান্নিকির উপর ঘনিয়ে এল, বিশেষ করে পুরুষরা যুদ্ধে গেছেন মেয়েদের দীর্ঘদিন ধরে সম্পূর্ণ দায়ীত্ব গ্রহণ করে তার ভার বহন করতে হবে। কলখোজএর কাজকর্ম সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছিল না তাই জেলা সোভিয়েট নিকটস্থ গ্রাম রিবিনোর সংগে কল্‌খোজকে সংযুক্ত করতে উপদেশ দিলেন—রিবিনো এই সংমিশ্রণে সম্মত ছিল। তাই দলের একজন সদস্য ও স্থানীয় কল্‌খোজের সভানেত্রী মেরিয়া সকলোভা এই বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি বিরাট জনসভা আহ্বান করলেন। গ্রামের সত্তার এইভাবে হানি হবে একথা ভেবে তিনি

অত্যন্ত আহত বোধ করছিলেন—অন্যান্য মহিলারাও তাদের অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করলেন, বিশেষতঃ রিবিনোর মহিলারা—সেখানকার পুরুষরা সবাই সমর ক্ষেত্রে—অত্যন্ত দাম্ভিক ও মেজাজী, তাঁরা যেন হত্যভাগ্য অভসিযান্নিকির অধিবাসীদেব উপর বিশেষ করুণা প্রদর্শন করছেন এমনই তাঁদের মনোভংগী।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা চল্‌ল,—"প্রায় মুরগী ডাকা পর্যন্ত"—এই সব মহিলাদের পক্ষে একটা সিদ্ধান্তে পৌছানো কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাই মেরী সকলোভা বাব্‌কার কাছে পরামর্শ গ্রহণের জন্য দূত পাঠালেন। বাব্‌কার মেয়ের উপর দূতিয়ালীর ভার দেওয়া হল। প্রশ্নটি শুনে বাব্‌কা হেসে উঠলেন:—কেউ তার সত্তা চিরকালের জন্য নাশ করবে, এ কথা ভাবাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এই ভগ্নপ্রায় ঝড় ঝাপটায় ক্লিষ্ট বাড়িই তিনি ছাড়তে চান না—আর গ্রামের মেয়েরা চিরকালের জন্য তাঁদের গ্রামের কলখোজ ও গ্রামের নিজস্ব সত্তা নষ্ট করবে।....

বাব্‌কা বল্লেন:

"এই সব মেয়েরা তাদের স্বামীর কাছে চিঠি লিখে জানাক—"আমরা দুর্বল, তাই আমাদের পক্ষে ঘরসংসার দেখা অসম্ভব, সেই কারণে অপরের আশ্রয়ে যাব মনে করছি।.. ...তাদের স্বামীদের মতামতের জন্য চিঠি পাঠাক আর তার পূর্বে একবার ভেবে দেখুক এইভাবে চিঠি পাঠালে তাদের স্বামীদের চরিত্র ও ন্যায়বোধের উপর কি অবিচার করা হবে না?"

মেরিয়া সকলোভা ও অপর মহিলাবৃন্দ এমনই লজ্জিত বোধ করলেন যে তারা জেলা সোভিয়েটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে স্থানীয় কলখোজের ও গ্রামের উন্নয়নের জন্য অধিকতর পরিশ্রম সুরু করলেন।

এই সংবাদ পাঠ করে আমি ত' কল্পনা করতে পারিনি যে যে কোনও গ্রাম বা শহরের পার্টি সেক্রেটারী এই রকম বিষয়ে একজন অশিক্ষিতা বৃদ্ধার পরামর্শ গ্রহণ করবেন ও মেনে চলছেন। অথচ ভল্‌গার অভসিন্নিকি গ্রামে এই রকমই ঘটেছে—রাশিয়ার অন্যান্য গ্রামেও ঘট্‌ছে।

Stariki-রা-লেখাপড়া জানা না হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা সহ্য করেছেন ও বেঁচে আছেন। তাঁদের নিজস্ব গর্ব ও জ্ঞান আছে—তাদের বিদ্যায় মাটির যোগ আছে, বক্তব্যে আছে লবনের ছোঁয়াচ, বয়সে আছে গরিমা—আর তারা রাশিয়ান!

ষ্ট্যালিনের ৭ই নভেম্বর ১৯৪১এর বক্তৃতা রাশিয়ার *Predki* বা পূর্ব পুরুষদের প্রেরণা প্রদানের জন্য স্মরণ করা হয়েছে; আর পার্টি মেম্বার মেরিয়া সকলোভা, ভলগার একটি গ্রাম্য কলখোজের যিনি সভানেত্রী, তিনি এক সংকটময় মুহূর্তে গ্রামের অশিক্ষিতা বৃদ্ধা বাব্‌কার কাছে উপদেশ প্রার্থনা করছেন।

বর্তমানকালের রাশিয়ার এই এক চমকপ্রদ তথ্য......যিনি রাশিয়া বা রাশিয়ানকে বুঝতে চান, জানতে চান, তাঁর কাছে এই দৃষ্টান্ত এক অপূর্ব চিন্তার খোরাক এনে দেবে।

—বার—

ঘৃণার পাঁচালী

ব্রিয়ানস্ক অরণ্যের একটি গ্রামবাসী সার্জেন্ট ক্রেন্‌ডিয়েভ্ জনৈক রাশিয়ান লেখককে একটি চিঠিতে লিখেছেন ঃ—

"ছোট বয়সে ঠাকুমার সঙ্গে বনের ভিতর রাস্‌পবেরী কুড়োতে গিয়েছি—আমার হাত রাস্‌পবেরীর রসে লাল হ'য়ে উঠ্‌ত,—এখন জার্মান রক্তে আমার হাত রঞ্জিত হয়ে উঠুক, এই আমার বাসনা।"

ফ্যাসিস্ত নয়, নাৎসী নয়, হিটলারীয় নয়—চাই খাঁটি জার্মান রক্ত!

লেলিনগ্রাড্ সমরাঙ্গনে নিহত অষ্টাদশী লিডিয়া খুডিয়াকোভার থলিতে একটি হৃদয়-স্পর্শী ও চমৎকার ডায়েরী পাওয়া গিছ্‌ল, লিডিয়া জ্বালাময়ী ভাষায় লিখেছিল ঃ

"তারপর, জার্মানদস্যু, সব কিছুর জন্যই তোমাদের ভীষণ মূল্য দিতে হবে, তোমাদের "পবিত্র আর্য রক্ত" তোমাদেরই চুমুক দিয়ে পান কর্‌তে হবে, আর মাছি ও উকুনের জন্যও যথেষ্ট অবশিষ্ট থাক্‌বে।"

কমসোনলস্কয়া প্রাভদার ১৯৪২, ২০শে আগষ্ট সংখ্যায় "জার্মান নিধন করো" এই শিরোনামে যে তুফানময়ী সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করা হয়েছে তাতে লেখা আছে—

"জার্মান নিধন করো"—এ তোমার মার অনুরোধ।

"জার্মান নিধন করো"—তোমার প্রিয়তমার অনুরোধ।

"জার্মান নিধন করো—তোমার দেশের রক্তাপ্লুত মাটির ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় কানাকানি চলেছে।

রুশ তরুণদের এই মুখপত্রে আর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বলা হয়েছে—"একই পৃথিবীতে জার্মান ও তোমাদের স্থান নেই—সুতরাং জার্মান বধ করো।"

পুনরায় লক্ষ্য করুন, নাৎসী নয়, ফ্যাসিস্ত নয়, হিটলারীয় নয়—জার্মান নিধনের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

১৯৪২, সেপটেমবর ৯ই তারিখে ফ্রন্ট থেকে প্রেরিত "ব্যাটালিয়ন কমিশনার ভারসিনিকার" নামাঙ্কিত একটি কাহিনী মুদ্রিত হয়। ভারসিনিন লিখেছেন, ফেডোটভ্ নামে একজন রুশ গানার একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে জার্মান অধিকৃত একটি গ্রামে গিয়ে পড়লেন—সুগভীর সংগ্রাম সুরু হল, সহসা ফেডোটভ্ দেখ্‌লেন ওঁদের বারুদ ফুরিয়ে এসেছে—রাগে আগুন হয়ে কাঁধে ধাক্কা দিয়ে একটি জর্মানকে ফেলে তার কপালে আঘাত কর্‌লেন, তারপর তার ওপরে পড়ে দাঁত দিয়ে তার গলা কাম্‌ড়ে ধর্‌লেন।

সমগ্র জগৎ আজ রুশ মনোবলের দৃঢ়তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ কর্‌ছে—প্রশ্ন কর্‌ছে রাশিয়ানরা কি করে এমন সাহস ও পৈশাচিকতার সংগে যুদ্ধ কর্‌ছে? আসন্ন পরাজয়

যতই শোচনীয় হোক্, আসন্ন সংকট যতই প্রচণ্ড হোক্, ওরা পিছিয়ে আসে, নূতন করে সৈন্য সমাবেশ করে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে—তারপর আবার যুদ্ধ করে। শুধু বিদগ্ধ সমাজ, বা ঐতিহাসিক নয়, কবি, সাহিত্যকার ও নাট্যকারগণ, আগামী কাল এবং বহু শতাব্দী ধরে এই বিষয় অবলম্বনে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করবেন। বর্তমান লেখকের মতে রুশ মনোবলের এই অনমনীয়তা সম্পর্কে বিচার কালে এই সব লেখকবৃন্দের সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে এই মনোভংগীর প্রধান উপকরণ হল—ফ্যাসিস্ত নয়, নাৎসী নয়, হিটলারীয় নয়, জার্মানদের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা। ষ্ট্যালিন তাঁর ১৯৪২, মে মাসের পয়লা তারিখের ঘোষণাকালে কি বলেন নি—"সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে না পারলে কোনোদিন তুমি তোমার শত্রুকে জয় করতে পারবে না?" রাশিয়ার ইতিহাসে, সমগ্র রাশিয়ার ইতিহাসে,—য়ুরোপ ও এশিয়ার রাশিয়া, গভীর দক্ষিণ ও সুদূর উত্তরাঞ্চলে, রাশিয়ান ও কাজাকদের রাশিয়া, তাদঝিক উক্রেনীয় এবং অন্যান্য জাতি সমূহ ইতিপূর্বে আর কোনো দিন—কোনো বিদেশী শত্রুকে এত তীব্র ভাবে ঘৃণা করেনি—যে ভাবে তারা জার্মানদের ঘৃণা করে।

যুদ্ধের প্রারম্ভে কিন্তু এই অবস্থা ছিল না। রাশিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনানুসারে রাশিয়ানরা একধারে রেখেছিল নাৎসী, ফ্যাসিস্ত, ও হিটলারীয়দের আর অপর দিকে ছিল সাধারণ জার্মান জনগণ—শ্রমিক, চাষী, ও বুদ্ধিজীবির দল—যে জার্মানরা মনে প্রাণে জার্মান রাষ্ট্রনীতি, নব্য ন্যায়, ও শাসক গোষ্ঠী পরিচালিত যুদ্ধবিগ্রহের বিরোধিতা করেছেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জার্মান নির্বাচনকালে কম্যুনিষ্ট ও সোস্যালিষ্টদের সম্মিলিত ভোট সংখ্যা তের মিলিয়ানের অধিক ছিল, একথা তাঁরা কিছুতেই ভুলতে পারেন নি! তাদের বিশ্বাস ছিল যে জার্মান যুব-সম্প্রদায়ের হিটলারীকরণ সত্ত্বেও জার্মান সৈন্যবাহিনীতে এমন সৈনিক আছে যারা একটু অন্তরঙ্গ ব্যবহার পেলে সানন্দে তাদের দলত্যাগ করে আত্ম-সমর্পন করবে। দলত্যাগ করে রুশদের দিকে 'চলে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বেতারের মারফৎ, বা পুস্তিকা বিতরণ করে, জার্মান সৈনিকদের প্লাবিত করা হয়েছে, কিন্তু খুব কম সংখ্যক সৈন্যই এই আবেদনে কান দিয়েছিলেন। তারা তাই দানবীয় শক্তিতে ও প্রচণ্ড উৎসাহে যুদ্ধ করেছে—জংকারের চাইতেও শ্রমিক দল কোনো অংশে কম নয়, নাজির চাইতে চাষীরা এতটুকু নিকৃষ্ট নয়।

রাশিয়ায় পা দিয়ে প্রথমেই যে কাহিনী শুনলাম তা সত্য না হতে পারে কিন্তু তদ্দারা জার্মানদের জার্মানত্ব সম্পর্কে রুশিয়ার মোহচ্যুতির কারণের কিঞ্চিৎ সূত্র পাওয়া যায়। যুদ্ধের প্রথম দিকে জনৈক জার্মান বৈমানিককে রুশ অঞ্চলে বাধ্য হয়ে নামতে হয়। নিকটস্থ একজন রুশ বৈমানিক, লোকটি নাৎসী হতে পারে জানা সত্ত্বেও যুদ্ধকালীন সুখ সুবিধা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। কিন্তু সে সব সুবিধা গ্রহণ করা দূরে থাক, জার্মানটি তার রিভলবার বার করে রুশ বৈমানিককে গুলি করেছিল। তারপর আরো রাশিয়ান ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে হিসাব নিকাশ করলেন। এরপর, এই কাহিনী অনুসারে রুশ বৈমানিকরা ধৃত বা আর্ত জার্মান বৈমানিকদের প্রতি আর কখনো অনুরূপ সুখ সুবিধা প্রদান করতে বা বন্ধুত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করেননি।

-রাশিয়ানরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল ও যা প্রত্যক্ষ করেছিল, তদ্দ্বারা বুঝেছিল যে জার্মানদের যুদ্ধ সাধারণ লড়াই নয়—এ যুদ্ধ বিজয়ের যুদ্ধ,—সেই কথাই বোধকরি এই কাহিনীতে রূপায়িত হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছদগুলিতে আমি শুধু যুদ্ধবন্দী নয়, জার্মানরা রাশিয়ার শহর, গ্রাম, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি যে সব অঞ্চল অধিকার করেছিল, তার বেসামরিক অধিবাসীবৃন্দের প্রতি যে নির্মম ব্যবহার করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করব। রাশিয়ানগণ কর্তৃক পুনরাধিকারের পর আমি এই জাতীয় অনেকগুলি গ্রামে গিয়েছি। এইখানে আমি কয়েকটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করব।

মস্কো প্রদেশের—লটোসিনো গ্রামে, একটি বিধ্বস্ত সুরার কারখানার প্রাঙ্গনে একদল মহিলা আমার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে জার্মান অধিকার কালে যে লাঞ্ছনা তাঁরা ভোগ করেছেন সেই সব অভিজ্ঞতা আবেগভরে আমার কাছে বলতে লাগলেন। জার্মানরা যেদিন গ্রাম ছেড়ে চলে গেল সেদিন ওদের বাড়ি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, এই ঘটনাটি তাদের অন্তরে গভীর ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক করেছিল। সশস্ত্র জার্মানরা যুগলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গৃহবাসীদের ঘর থেকে তাড়িয়ে অত্যন্ত তীব্র শীতের ভিতর বার করে দিয়ে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। একটি স্ত্রীলোক বল্‌ল—ওরা যখন আমাদের বাড়িতে এল তখন আমি আমার মরনোন্মুখ সন্তানের শিয়রে বসে, আমি ওদের বল্লুম—আমার ওপর দয়া করুন,—দেখছেন আমার ছেলেটি মৃত্যুমুখে—ওরা শুধু চীৎকার করে বল্‌ল—Raus! Raus! (দুর হয়ে যাও), পাহাড়ের ওপর একটি গাছের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে রমণীটি বল্লেন—ঐ গাছের তলায় তুষারের ভিতর বসে দেখলাম আমার ছেলেটির জীবনাবসান হল।"

রাশিয়ায় এমনই শত শত লটোসিনো আছে। চেইকোভস্কী, রিমস্কি,—করসাকভ, টলষ্টয়, চেকভ, গোগোল, সেশোস্কো, করোলেঙ্কো, এবং রাশিয়া ওই উক্রেনের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ইতিহাস সম্পর্কিত যে সব শীর্ষস্থানীয় মনিষীদের গৃহ রাশিয়া জাতীয় ম্যুজিয়মে পরিণত করেছে, সেইগুলি ইচ্ছা করে নষ্ট করা হয়েছে বা ধ্বংস করা হয়েছে।

রাশিয়ায় জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে এমন কোনো সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ নেই যা ধ্বংস করা হয়নি। এমন নিয়মিত ভাবে 'নিকৃষ্ট" জাতির "নিকৃষ্ট" সাংস্কৃতিক চিহ্নের ধ্বংসসাধনে পোলাণ্ডেও জার্মানরা এতখানি সচেষ্ট ছিল না। "কমসোমলস্কয়া প্রাভদা" যে তার ১৯৪২, ৯ই আগষ্টের সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে নিম্নলিখিত কথা বল্‌বে তা আর বিচিত্র কি?

"ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনি যদি রাশিয়ান, ইউক্রেনীয়ান, বা শ্বেত-রাশিয়ান হন, তাহলে আপনি মানুষ নন···রাশিয়ান নাগরিক বা তার মানবীয় মর্যাদায় জার্মানদের কি আসে যায়?"

প্রায় এক বৎসর কাল জার্মান অধিকারে ছিল এমন একটি পল্লীগ্রামে জার্মানরা বিতাড়িত হবার অল্পদিন পরে আমি গিয়েছিলাম, আমি প্রশ্ন করেছিলাম তোমারা কি এমন কোনো জার্মানের সংস্পর্শে আসোনি, যে গোপনে এসে তোমাদের জানিয়েছে সে একজন শ্রমিক, বা উদারনৈতিক, যুদ্ধের প্রতি তার সহানুভূতি নেই। ক্ষমতাশালী রিখের বিরুদ্ধাচরণ

করে যুদ্ধ রোধ করার ক্ষমতা নেই বলেই সে যুদ্ধ করতে এসেছে? তারা বলেছিল বড় রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি গ্রামে একটি মাত্র এই ধরণের জার্মানকে ওরা দেখেছে। তিনি বিমান বিভাগের একজন অফিসর, শস্য সংগ্রহার্থে গ্রামে এসেছিলেন। তিনি গ্রাম বাসীদের স্বেচ্ছায় এই শস্য দিতে বল্লেন, কারণ তাদের বাধ্য করে শস্য নিতে তিনি চান না, বা কমাণ্ডার পাঠিয়ে শাস্তি মূলক ব্যবস্থায় শস্য আদায় করতে চান না। এই একবার মাত্র। অন্যত্র হয়ত অনুরূপ দু একজন অফিসর বা সৈনিক এসে থাক্‌বেন, কিন্তু তারা সংখ্যায় অতি নগণ্য। দশমাস জার্মানধিকৃত ছিল এমন একটি গ্রামের কাষ্ঠনির্মিত, খড় ছাওয়া, নীচু চাল বিশিষ্ট, প্রাচীন এক গোলাবাড়ি এমনই এক করুণ কাহিনীর পরিচায়ক। নিদারুণ শীতের ভিতর জার্মানরা এই গোলাবাড়িতে কয়েক শত রুশ যুদ্ধবন্দীকে আবদ্ধ রাখে। তীব্র শীত থাকা সত্ত্বেও এইখানে কোনো তাপবর্দ্ধক বন্দোবস্ত ছিল না, রাশিয়ানদের শীত বস্ত্রও ছিল না। বন্দী করার সময় ওদের পরণের, ফেল্ট্, পশমী জামা, ভেড়ার চামড়ার জামা, সব কিছুই জার্মানীরা অধিকার করে নেয়। এইভাবে শীতের মুখে থেকে এবং স্বল্পাহারে—(শস্যহীন সামান্য এক বাটি সুপ্ আর প্রতিদিন একটুক্‌রা রুটী এই ছিল দৈনন্দিন আহার)—তারা দলে দলে নিমোনিয়া ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। একদিন রাত্রে দুজন রাশিয়ান পলায়নের চেষ্টা করল। তাদের ধরে গোলাবাড়ির সামনেই ফাঁসী দেওয়া হল। তিন সপ্তাহ ধরে ঝড়ে, তুষারের মধ্যে ফাঁসী কাষ্ঠে এই মৃতদেহগুলি আন্দোলিত হতে লাগ্‌ল। আমি এই গ্রামে গিছলাম। যিনি আমাকে এই কাহিনী বলেছিলেন তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁর মতে এতখানি নিষ্ঠুর ও নৃশংস দৃশ্য এই গ্রামে আর দেখা যায়নি।

জার্মান অধিকৃত এমনই অসংখ্য গোলাবাড়ি আছে, যুদ্ধবন্দী ও অন্যান্য অনেকে একসঙ্গে অত্যন্ত কষ্ট ও দুর্দশার ভিতর বুভুক্ষিত অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন। কেউই জানেনা এবং সম্ভবতঃ যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জানা যাবে না যে জার্মান অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে কত কোটি রাশিয়ানের অকালমৃত্যু ঘটেছে। রাশিয়ার জার্মান সৈন্যের এই জাতীয় মনোবৃত্তি, রাশিয়ানদের, এমন কি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথা রাশিয়ানের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এই কারণেই জার্মানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার এই প্রকাশ। লালফৌজের সরকারী মুখপত্র "রেডষ্টার" পত্রিকায় শিরোনামার নিচে এখন আর "দুনিয়ার সর্বহারা এক হও" এই কথা লেখা নেই, তার পরিবর্তে বড় বড় হরফে লেখা আছে '**জার্মান আক্রমণকারী দল ধ্বংস হোক্।**" সোভিয়েট নৌবাহিনীর মুখপত্র "রেডফ্লীট্" পত্রিকাতেও অনুরূপ উক্তি লেখা আছে। "রেডষ্টার" এর ১৯৪২ এর ১৪ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে নিম্নলিখিত লাইনটি আছে, "এ দিনের জার্মানরা তাদের ঘৃণ্য পিতৃপুরুষের জঘন্য সন্ততি।" "কমসোমলস্কয়া প্রাভদা" জার্মানদের সম্পর্কে ঘৃণা বর্ষণ করেন। "প্রাভদা" বা "ইজ্‌ভেস্তিয়া" এই জাতীয় ঘৃণা বর্ষণে বিরত থাকেন না।

১৯৪২ এর ২২শে জুন তারিখে আমি কুইবাসেভে ছিলাম। রাশিয়ায় মাত্র তিন সপ্তাহ গিয়েছি, একদিন অপরাহ্ন বেলায় একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক উত্তেজিত হয়ে ঘরে প্রবেশ

করে আমার সামনে সদ্যপ্রাপ্ত একখানি 'প্রাভদা' ফেলে দিলেন। সংবাদপত্রটি সামনে ছড়িয়ে ঘন মুদ্রিত পূর্ণপৃষ্ঠা এক প্রবন্ধের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্লেন :

"এর প্রতিটি শব্দ পড়ুন,—যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে এই প্রবন্ধটি গভীর অর্থব্যঞ্জক, বিশেষতঃ "প্রাভদায় প্রকাশিত হয়েছে তাই এর মূল্য সমধিক।"

প্রবন্ধটি সলোকাভের বিখ্যাত প্রবন্ধ-কাহিনী 'ঘৃণার বিজ্ঞান"—আমি এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পড়ে নিযে প্রায় হাঁফাতে লাগ্‌লাম। রাশিয়ায় আর কারো দ্বারা এমন হৃদয় আন্দোলক 'ঘৃণার পাঁচালী' প্রচারিত হতে দেখিনি। আর এই নিবন্ধের লেখক একজন রুশ কসাক। সোভিয়েট যুগের পর এতবড় শক্তিশালী লেখক রাশিয়া আর দেখেনি।

সাইবেরীয়ার জনৈক লেফটেনাণ্টের কাহিনী সলোখভ্‌ বর্ণনা করেছেন—লেফটেনাণ্টটির নাম জেরাসিমোভ্‌। জার্মানদের ওপর মানুষটির অপরিসীম ঘৃণা এমন কি জার্মান যুদ্ধ বন্দীর মুখ দেখ্‌লেই তাঁর মনে ঘৃণার সঞ্চার হত। অনুসন্ধানে সলোখভ্‌ জেনেছেন যে জেরাসিমোভ শুধু যে জার্মানদের সংগে লড়েছেন তা নয়, তাদের কাছে বন্দীও ছিলেন। যুদ্ধবন্দী হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা, এবং যে লাঞ্ছনা ও যন্ত্রনা তাঁকে সহ্য কর্‌তে হয়েছে তার ফলে তিনি ঘৃণার উৎস হয়ে উঠেছেন। মৃত জার্মানের মুখের দিকে তিনি "আনন্দ সহকারে" তাকাতেন। সলোখভ্‌কে জেরাসিমোভ্‌ বলেছেন—আমাদের দেশের যা ক্ষতি জার্মানরা করেছে, আর ব্যক্তিগত ভাবে আমার যা দুর্গতি করেছে তার জন্যই ওদের আমি ঘৃণা করি। তারপর অত্যন্ত অর্থসূচক ভংগীতে তিনি বল্লেন—কোনোদিন আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি জার্মানীর মত এই রকম নির্লজ্জ ও পাজী শত্রু সৈন্যের সংগে আমাদের লড়াই কর্‌তে হবে।

শুধু জেরাসিমোভ বা সলোখভ্‌ বা প্রাভদা নয়, সমগ্র রুশজাতি একবাক্যে রিখের প্রতি, তাদের প্রাইভেট আর অফিসর, উঁচু থেকে নীচু, করপোরাল থেকে জেনারেল পর্যন্ত সবায়ের প্রতি এমন এক অবিমিশ্র ঘৃণা প্রকাশ করে লক্ষ্য করেছি, সে রকম ব্যবহার আন্তর্জাতিক নীতি অনুসারে কোনও বিজেতা জাতি বিজিতদের প্রতি সাধারণতঃ করেনা।

সলোখভের এই গল্প যা প্রায় এক লক্ষ খণ্ড শুধু রাশিয়ায় বিক্রীত হয়েছে, আর সকল বিদ্যালয় ও কারখানায় বার বার পড়া হয়েছে, বাখ্যা করা হয়েছে, অন্বয় করা হয়েছে, —তার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে একবারের অধিক "হিটলারী" কথাটি ব্যবহার করা হয়নি। একবারও তিনি জার্মান, বা ফ্যাসীবাদি, বা নাৎসীদের সম্পর্কে কোনো কথা বলেন নি। একসূত্রে তিনি সকলকে গ্রথিত করেছেন "জার্মান" আর "জার্মানরা।"

সলোখভের কাহিনী যখন প্রকাশিত হয়েছিল সেই সময়েই আর একজন শক্তিশালী রুশ লেখক আলেক্সী টলস্টয় "পশুবধ করো" এই নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করে—রাশিয়া ও রাশিয়ানদের হৃদয় আলোড়িত করেন। সলোখভের গল্পের মতো সমগ্র দেশের সংবাদ পত্রে এই রচনাটি পুণর্মুদ্রিত করা হয়েছিল, এমন কি সামরিক ও নৌ বিভাগীয় পত্রিকাদিতে ও প্রকাশ করা হয়েছিল।

টলস্টয় বলেন এই সময়ে একমাত্র যে-অনুভূতি সম্ভব, যে আবেগ মানুষকে উত্তেজনায় জ্বালাতে পারে, তা শুধু শত্রুর প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণা। মানুষ এই প্রচণ্ড ঘৃণায় জেগে উঠুক, এই ঘৃণা মনে নিয়ে যুদ্ধ করুক, আর রাতে এই অবিচল ঘৃণা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ুক। ...আপনি কি আপনার স্ত্রী বা পুত্রকে ভালোবাসেন? তাহলে সে ভালোবাসা বাহিরে প্রকাশ করুন, যাতে সে ভালোবাসা আঘাত করতে পারে, যাতে সে ভালোবাসার আঘাতে রক্ত ক্ষরিত হয়। স্বস্তিকা চিহ্নিত শত্রুকে ধ্বংস করাই তোমার কাজ—সকল প্রেমিকেরই ওরা শত্রু·····

টলস্টয় তাঁর আবেদন এই ভাবে শেষ করেছেন :—

"রনাঙ্গনের বন্ধুগণ, সখা ও সহচরবৃন্দ! আপনার ঘৃণা যদি ঝিমিয়ে আসে তাই যদি আপনার অভ্যাস হয়ে পড়ে, তাহলে আপনার সন্তানের কাঁচা মাথাটায় অন্ততঃ কাল্পনিক ভাবে আঘাত করুন। আপনার মুখের দিকে সে নির্দোষ ও অসহায়ের দৃষ্টিতে যখন তাকাবে তখনই আপনি বুঝবেন যে আপনার ঘৃণাকে ঠাণ্ডা করা চলেনা। —নিরন্তর বেদনার মতো আপনার অন্তরে ক্রোধ প্রজ্বলিত থাকুক, মনে করুন একটা—কালো জার্মান আপনার ছেলের গলাটি চেপে ধরছে!"

রাশিয়ায় সাহিত্যিকবৃন্দ শুধু ফ্যাসিস্ত, নাৎসী, বা হিটলারীরদের প্রতি নয়—জার্মানদের ওপরও তাদের ঘৃণার উচ্ছ্বাস গোপন রাখেন না।

নিকোলাই টিখোনভ, যিনি বোমা, শেল, ও বুভুক্ষা সত্বেও অবরোধের সময় তাঁর প্রিয়তম লেলিনগ্রাড ত্যাগ করেননি তিনি বলেছেন :

"বর্তমান কালের জার্মানরা জল্লাদ আর কাঠের পুতুলের মত। যে কোনা বদমায়েস পুলিস অফিসার আর যে কোনো উপরওলা ব্যক্তির সামনে দণ্ডবৎ হয়ে পড়াই এদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।"

আর কনস্টানটাইন সিমোনভ, যাঁর The Russian People—আর একটি ঘৃনার পাঁচালী; তাঁর নায়ক মারফা পেট্রোভনা সাথানোভার মুখ দিয়া ফাঁসীর অব্যবহিত পুর্বে বলেছেন : ইচ্ছে করে উড়ে তোমাদের দেশে চলে গিয়ে তোমাদের মা বোনকে গলার স্কার্ফ ধরে টেনে নিয়ে এসে আকাশ থেকে দেখাই আমাদের প্রতি অনুষ্ঠিত তাদের সন্তানবর্গের কীর্তি—আর বলি দেখ, ডাইনীরা দেখ—কি ধরণের সন্তানই তোরা গর্ভে ধারণ করেছিস্। আর সেই দৃশ্য দেখার পর ওরা যদি ওদের সন্তানের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ না করেন, তাহলে ওদের সবাইকে, সেই সঙ্গে ওদের সন্তানদের এবং তোমাদের ও গলা টিপে মেরে ফেলি।

কুইবাসেভে থাকার সময়, চল্লিশ বছরের জনৈকা শিক্ষয়িত্রীর বাড়িতে স্কুলের অপর শিক্ষয়িত্রীদের সংগে আলাপের জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। রুশ রেডিও, রুশ সংবাদ পত্র, ও ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার ভিতর জার্মানদের প্রতি যে ঘৃণাসূচক উক্তি প্রকাশিত তা সোভিয়েট নীতি বিরোধী আর আমি তখনও এই তীব্র ঘৃণার ভাষার তেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। তাই এই বিষয়ে কিছু জান্‌তে চাইলাম।······

আমার গৃহকর্ত্রী বল্লেন—হ্যাঁ, জিনিষটা খারাপ বটে, কিন্তু আমরা কি করি বলুন? দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশবাসীকে, বিশেষতঃ যুবসম্প্রদায়কে, জাতিগত সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী ও জাতিগত ঘৃণা থেকে মুক্ত থাকার জন্য শিক্ষা দিয়েছি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য জার্মানদের প্রতি ঘৃণায় পরিপূর্ণ। রাশিয়ানরা জার্মানদের কতখানি ঘৃণা করতে পারে জান্‌তে হলে হারজেন বা ডষ্টয়ভেস্কী পড়ুন। কিন্তু আমরা সব সরিয়ে রেখেছিলুম। অতীতের কথা মুছে দেবার চেষ্টা করেছিলুম। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম পৃথিবীব্যাপী মহাসমর ঘোষিত হবার পর, মস্কোর কুজলেটস্কি মোষ্ট অঞ্চলের জার্মান দোকান গুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, ওদের ওপর এমনই ঘৃণা প্রবল ছিল।

"এবার কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটেনি। আমরা হাজার হাজার জার্মানকে সুদূরে পাঠিয়েছি কিন্তু তাদের একটিকেও হত্যা করা হয়নি। ভেবে দেখুন, সোভিয়েটতন্ত্রাধীন কালের ভিতর জার্মানদের প্রতি একটা অসম্মান সূচক কথা আমরা কাউকে বলতে দিইনি বা বলিনি। আমরা, বিশেষতঃ স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, প্রাচীন ঘৃণা ও জাতি-বৈরতা দূর করার সবিশেষ চেষ্টা করেছি। এমনকি হিটলার যখন ক্ষমতা লাভ করলেন, জার্মান সংবাদপত্র, রেডিও ও বক্তাবৃন্দ আমাদের প্রতি অতি কুৎসিৎ কটুবাক্য প্রয়োগ করেছেন, তখনও আমরা নীরব ছিলাম, কোনরূপ পাল্টাজবাব দিইনি। যতদিন হিটলার বা অন্যান্য নাৎসীরা আমাদের গালাগাল দিয়েছ আমরা কিছু মনে করেনি। এখন যখন আমাদের সমগ্র উচ্চজাতিকে ওরা পৃথিবী থেকে ধ্বংস করে অলুপ্ত করতে চায়, তখন আমরা ওদের সংগে মিটমাট করার চাইতে বরং প্রান দেব, শুধু কথায় নয় কাজেও।"

অপর শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ এই বক্তার মতই দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাও এই উক্তি সমর্থন করলেন।

তাই এখন রাশিয়ানরা, রুশ গ্রন্থ, পুস্তিকা, প্রভৃতিতে শুধু যে জীবিত লেখকবৃন্দ রচিত জার্মানদের প্রতি ঘৃণা বাক্য মুদ্রিত করেন তা নয়,—রাজাইয়েড, লারেমনটভ, গোগোল, টলষ্টয়, দস্তয়ভস্কী, সাল্টিকোভ—স্খেরাড্রন, হারজেন, গোর্কী ও অন্যান্য মৃত সাহিত্যিকবৃন্দ রচিত জার্মান বিরোধী রচনাবলী মুদ্রিত করছেন। আমি যে সাতমাস কাল রাশিয়ায় ছিলাম ঘৃণার সাহিত্য তার ভিতর প্রতিদিনই আকারে বাড়লো এবং ভাষা প্রবল ও তীব্র হয়ে উঠেছিল। সাল্টিকোভ-স্খেরাড্রন রচিত "*Little boy without Trousers*—কতবারই পড়লাম।

"রুশ শ্রমিকদের সর্বাপেক্ষা হৃদয়হীন নৃশংস অত্যাচারী কে?"

""জার্মানরা!"

এই গ্রন্থের একটি চরিত্র প্রশ্ন করে—"কে নির্মম শিক্ষক?"—

"জার্মানরা"।

"কারা অত্যন্ত নির্বোধ শাসক?"

—"জার্মানরা!"

"কারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে?"

জার্মানরা·····!—জার্মানরা···তোমাদের সভ্যতা তৃতীয় শ্রেণীর, শুধু তোমাদের লোভ আর ঈর্ষা প্রথম শ্রেণীর। স্বয়ংসিদ্ধ মতানুসারে তোমরা এই লোভ ক ন্যায়ের সমতুল্য বলে বিবেচনাকর, মনে কর যে পৃথিবী ধ্বংস করার কাজে তোমাদেরই অধিকার—এই কারণেই তোমরা সর্বত্র ঘৃণিত—শুধু এদেশে নয়, সর্বত্র।

নিজনি নভগরোড্‌এর রাজতন্ত্রবাদী ব্রেইযেভ্‌ গর্কীকে তাঁর রাজনৈতিক পাপের জন্য অনুতাপ করতে বলায় গর্কী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটিও ইদানীং মুদ্রিত করা হয়। গর্কী লিখেছিলেন, "হে সাধু "দেশপ্রেমিক" বৃন্দ! তোমাদের প্রিয়তম বীরবৃন্দের নাম জারসেলমান, ষ্টাকেলবার্গ, রেনেন কামপফ ও অন্তহীন ব্যক্তিবৃন্দের দল কেন? কেন এঁরা অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে জাপানীদের সংগে যুদ্ধ করে হেরেছেন অথচ রুশ জাতিকে গাল দেওয়ার সময় পঞ্চমুখ। এই জার্মান ও ব্যারণবৃন্দ ভাড়াটে চাকরের মতো তাঁদের অংশ অভিনয় করেছেন কেন? অথচ রাশিয়ানদের এঁরা কর্ণধার হতে পারতেন।"

রুশ জনগণ ও রুশ সরকার জার্মানদের ধ্বংসকামী শুধু তারা জার্মান বলেই নয়—বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে জার্মান জাতির বিরাট দান মুছে ফেলার বাসনাও রাশিয়ায় নেই। শুধু মস্কো নয়, সাইবেরীয়ার পর্যন্ত থিয়াটারে "শীল্যরে"র সংগীত প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয়। গ্যয়টে, ও টমাস ও হেনরিখ ম্যান সর্বত্র ব্যাপক ভাবে পঠিত হয় ও তাঁদের শ্রদ্ধা করা হয়। বীটোফেন, বাখ্‌ মোজার্ট সঙ্গীতরস পিপাসুদের কাছে আজো চিরদিনের মত জনপ্রিয়।

স্কুল বা কলেজে জার্মান ভাষা আজো পরিত্যক্ত হয়নি। বরং জার্মানভাষা গভীর উৎসাহভরে শিক্ষা দেওয়া হয়। বাল্টিক সমুদ্রে নিমজ্জিত জনৈক সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতার তরুণী ভার্যাকে প্রশ্ন করলাম—আপনারা এখন কি করছেন?

"আমি জার্মানী শিখছি।" তিনি উত্তর দিলেন। রাশিয়ায় বেশী দিন আসিনি—চারিদিকে জার্মানদের প্রতি যে ধরণের ঘৃণার ভাষা প্রতিদিন শুনছি ও পড়ছি তার পটভূমিকায় এই উত্তরটি একটু বিসদৃশ শোনালো তাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—জার্মান শিখছেন কেন?

জবাবে শোনা গেল—এটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা তাই।

মস্কোতে শেষদিন পথ ভ্রমণ কালে শীর্ষস্থানীয় বইএর দোকানের শো কেশে দেখলাম—গ্যয়টে প্রণীত Werther বা wilhelm meister গ্রন্থাবলী নবমুদ্রিত জার্মান সংস্করণ, সাজানো রয়েছে। —বুঝলাম, যে গ্যয়টে, শীলার, বীটোফেন প্রভৃতির নাম আজ হাস নাৎসী জার্মানী অপেক্ষা এই দেশেই সমধিক আদৃত।

কিন্তু রাশিয়ানরা বলে রাশিয়ায় ওদের স্বরূপ দেখে মনে হয় এদিনের জার্মানীর সংগে তাদের মহান্ পূর্ব পুরুষদের কোনো মিল নেই।

যে-শালীনতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এ যুগের যুদ্ধেরও অংশ বিশেষ এই জার্মানরা তা স্বীকার করে নেয়নি বা নিতে পারেনি। যে ভাবে জার্মানবৃন্দ রুশদের জাতিচ্যুত, দগ্ধ এবং শুধু ধ্বংসও অধীনতার যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করেছে, সমগ্র রুশ ইতিহাসের বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের

কাহিনীতে। রাশিয়ানকে এই রকম কুৎসিৎভাবে চিত্রিত করা শুধু জার্মানদের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

এমন কি "Comintern" পত্রিকার, ১৯৪২, ৩-৪ সংখ্যায় প্রশ্ন করা হয়েছিল… "কোথায় জার্মান শ্রমিকশ্রেণী? কোথায় সেই জার্মান মজদুরবৃন্দ?

তোমাদের সংগে হাত মিলিয়ে আমরা একদা সর্বহারার সঙ্ঘবদ্ধ দৃঢ়তার আভাষ পেয়েছিলাম, কিন্তু আজ? …তোমাদের সহযোগীতায় আজ হিটলার শ্রমিক ও কিষাণদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে। শ্রমিক হত্যাকারী নৃশংস ঘাতকদের জন্য তোমাদের হাতেই এই যুদ্ধের মারণাস্ত্র গঠিত হচ্ছে।" "Comintern" এর মুখপাত্র এই সব প্রশ্ন করেছেন ও অভিযোগ জানিয়েছেন, তবে তাঁর একমাত্র আশা যে জার্মান সৈন্যদের মধ্যে একটা "সুস্থ" মনোভাবের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে—অথচ তাঁর নিবন্ধের কোনো অংশে এই সুস্থ মনোভাবের স্বপক্ষে এতটুকু দৃষ্টান্ত দেওয়া নেই। পরবর্তী সংখ্যায় আবার বলা হ'ল—"জার্মান সৈন্যদের ভিতর থেকে এখনও দলত্যাগের কোনো সংবাদ আসেনি; দু একটি ক্ষেত্র ভিন্ন প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি, ওরা যদিও অনেক সময় অনুযোগ করে তবু জার্মান অধিনায়কদের হুকুম প্রতিপালনে অবহেলা করে না।"

এই "সুস্থ মনোভাব" হয়ত চূড়ান্ত ধ্বংসও পরাজয়ের পূর্বে আর আনুচেনা—এই পরিস্থিতিতেই শুধু জার্মাণ শ্রমিক নয়—জার্মাণ শিল্প-পতিরাও বুঝবেন যে রুশীয় জমি, রুশীয় বনভূমি, রুশীয় নদী, রুশীয় তৈল প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁদের আসুরিক বুভুক্ষার কোনোদিন তৃপ্তি হবে না।

ইতিমধ্যে রাশিয়ায় কিন্তু শুধু নাৎসী সম্পর্কে নয় বর্তমান কালের জার্মাণদের প্রতি রুশীয়দের ঘৃণার আগুন প্রধুমিত হচ্ছে, এমন কি ছোট ছেলেমেয়েদের ভিতরও এই ঘৃণার বিষ ছড়িয়ে পড়েছে, কুইবাসেভের এক পার্কে শুনলাম—একটি ছোট মেয়ে বল্‌ছে—"চল মা, বাড়ি যাই চল।"

মা বল্লেন—কেন বল্‌তো? বেশত' ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখানে।

"হ্যাঁ, এখানে বড্ড মশা, আর গা চুলকালে লোকে হয়ত মনে করবে আমি জার্মান।" মেয়েটি শুনেছিল যে জার্মানদের গায়ে এত উকুন যে তারা দিনরাত গা চুলকায়, তাই পাছে লোকে তাকে জার্মান ভেবে ভুল করে এই তার ভয়।

যুদ্ধান্তে জার্মানদের বিরুদ্ধে এই ঘৃণার অবসান ঘটবে—যদি না রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে জার্মাণী রাশিয়ার সম্ভাব্য শত্রু হিসাবে পরিগণিত না হয়। কিন্তু রুশ জনগণের মনে, ভবিষ্যৎ কালের রুশদের মনে এবং শতবর্ষ ধরে রচিতব্য উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায়, এই ঘৃণার 'ভিসুভিয়াস' প্রধুমিত থাকবে আর তার 'লাভা' ও 'আগুন' উদ্‌গীরণ করবে।

তৃতীয় খণ্ড

রাশিয়ার নগর মালা

—তের—

টুলা

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়ায় সুদুর্লভ সুচারু আবহাওয়া দেখা গেল, বিশেষ করে মস্কো এলাকায়। এই সময়ে দেখেছি আকাশে মেঘস্তূপ, বাতাস ঠাণ্ডা কনকনে, তীক্ষ্ণধার অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, এবার দেখলাম দিনের পর দিন রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া। মস্কোবাসীরা কত বিভিন্ন ভাবে এই আশ্চর্য সুন্দর দিন রাত্রির জন্য আনন্দ প্রকাশ করল। এই রকম দিন যত অধিক হবে, আসন্ন শীতের জন্য তারা প্রস্তুতির তত বেশী সময় পাবে। কয়লা কাঠ সঞ্চয় করতে পারবে অধিক মাত্রায়। শুধু এই নয়, শত্রুর সৈন্যরা পরিখায় এবং ডাগ আউটে স্বস্তিতে বসে পশ্চিম রণাঙ্গনে রাশিয়ার দুর্দম অভিযান কি ভাবে প্রতিরোধ করবে, তাই ভাবছে।

তবু এই সুন্দর সময়ে রাজধানী মস্কো থেকে একশ মাইল মোটর পথে টুলা সহরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কম আনন্দদায়ক নয়! পল্লীপথে মাঠে ফসলের বহু বিচিত্র বর্ণ, যেন সুন্দরী ধরণী মাল্যবিমণ্ডিত বধূ বেশে সেজেছে। শান্ত বাতাসে বনভূমি বার্তাহীন। বাচের পাতায় সূর্যকিরণ স্বর্ণকণা-বিচ্ছুরিত।

কলখোজ প্রাঙ্গনগুলি প্রাণচঞ্চল। ধান উঠেছে, এখন ঝাড়াইয়ের কাজ চলছে। আলু খুঁড়ে তোলা হয়েছে—কপি সংগ্রহের কাজ শেষ হয়ে এল। শীতের জন্য মাঠ কর্ষণ সুরু হয়েছে। উত্তর ককেশাসের অধিকাংশ, ইউক্রেন এখন শত্রু করতলগত, শ্বেত রাশিয়া হারিয়ে রাশিয়ার প্রত্যেকটি কিষান এখন প্রত্যেক টুকরো জমিটিকে উর্বর ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য প্রাণপণ করেছে। তারা লাঙ্গল দিচ্ছে রাত্রিদিন, মৃত্তিকার গভীরতর স্তর অবধি, যাতে শীতের তুষার এবং বসন্তের বর্ষণ ও গলিত তুষারে সে মৃত্তিকা রসসিক্ত হয়ে, গম, সরিষা, ওট এবং অন্যান্য ফসলকে পুষ্টির যোগান দিতে পারে।

টুলা যাত্রার পূর্বদিন ওয়েণ্ডেল উইলকি আমাকে প্রাতঃরাশে আমন্ত্রণ করেছিলেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তিনি রাশিয়ায় এসেছেন, এবং এইটুকুর মধ্যে সমগ্র রাশিয়ায় যা তাঁকে সব থেকে বেশী মুগ্ধ করেছে সে হোল এদেশের নারী সমাজের আশ্চর্য কর্মশক্তি। **'আশ্চর্য নারী রাশিয়ার'** তিনি বলেছিলেন। সত্যিই আশ্চর্য। রাশিয়ার সর্বত্র তরুণী, বৃদ্ধা, নানা বয়সের নারী চোখে পড়ে, তাদের সঙ্গে মুষ্টিমেয় মাত্র পুরুষ কর্মী। ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ

করছে তারাই। ফসল তুলছে মাঠ থেকে—এক ঘোড়া বা একাধিক ঘোড়া নিয়ে, ট্রাকটরের সাহায্যে জমি কর্ষণ করছে। রাখাল ছেলেমেয়েরা স্কুলে গিয়েছে সুতরাং মেষ ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু তারাই চরাচ্ছে মাঠে। আপন আপন বাড়ীর জন্য অথবা গ্রামের স্কুলের জন্য তারাই ওয়াগনে, ঠেলাগাড়ীতে কাঠ বোঝাই করছে। পথের কিনারায় উঁচু করে তারাই বেড়া দিচ্ছে যাতে আসন্ন তুষার-ঝড়ে সেগুলি অবরুদ্ধ না হয়ে পড়ে। কেউ কেউ ধান ও আলুর বীজ ভর্তি থলি পিঠে নিয়েছে। ছেলেমেয়েকে পিঠে করে নিয়ে চলেছে নার্শারীতে অথবা ডাক্তারের অফিসে। সৈন্যদের বড়ো বড়ো কোট গায়ে দিয়ে, হাঁটু অবধি আবৃত চামড়ার বুট পরে, বব করা চুলের উপর সৈন্যদের টুপি চাপিয়ে কাঁধে রাইফেল নিয়ে মেয়েরাই রক্ষীর কাজ করছে সেতুর ধারে, ময়দা কলে, গুদামে। রণক্ষেত্রে এবং রণক্ষেত্রের পিছনে মেয়েরা অপূর্বভাবে কাজ করে চলেছে। নম্র, সহিষ্ণু, ক্লান্তিহীন, অপরাজেয় রাশিয়ার নারী।

জাতীয়তায় এবং আধুনিক শিল্প ঐশ্বর্যে তরুণ দেশ রাশিয়ায়, টুলা প্রাচীন নগরী। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে টুলা খ্যাতনামা। রাশিয়ার স্বাধীনতা ও বিস্তৃতির ঐতিহ্যে, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে টুলা প্রদেশ অন্যতম প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। রাশিয়ার ভিনটোভ্‌কা রাইফেল টুলার অবদান! রাশিয়ার যুদ্ধাস্ত্রের অধিকাংশ টুলায় প্রস্তুত হয়। এই সব অস্ত্রে রাশিয়া বহু সংগ্রামে জয়ী হয়েছে। টুলার সব রাজপথগুলির নাম তার সামরিক খ্যাতির পরিচয় বহন করে, যেমন গানব্যারেল স্ট্রীট, বেয়নেট স্ট্রীট, পাউডার স্ট্রীট। রাশিয়ার অন্য কোন সহরে রাজপথের এমন নাম নাই।

চতুর্দশ শতাব্দীতে গ্র্যাণ্ড ডিউক ডিমিট্রি ডনস্কয় তাতারদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হন এই সব অস্ত্রের সাহায্যেই। টুলার কামাররাই সেই সব তরবারি ও কুঠার তৈরী করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে পোলরা যখন রাশিয়া বিজয়ের পথে মস্কো অধিকার করে সমগ্র রাশিয়া জয়ের বিভীষিকা দেখাল তখন টুলার অস্ত্র নির্মাতারাই আর একবার দেশকে ধ্বংস হতে রক্ষা করলে। তাদের নির্মিত গাদা বন্দুক ও কুঠারের আক্রমণে পোলবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে রাশিয়ার সীমান্ত থেকে হঠে গেল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুইডেনের দ্বাদশ চার্লস রাশিয়া অভিযানের পথে ইউক্রেনের বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। পোলটাভায় প্রথম পীটার তাদের প্রতিরোধ করলেন। সেই যুদ্ধে টুলার তৈরী অস্ত্র আর একবার তাদের কুশলতার পরিচয় দিলে। পোলটাভায় চার্লসের স্বপ্নের সমাধি হোল। এরই পরে টুলার সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে। সম্রাট পিটার টুলার বিচ্ছিন্ন কর্ম্মকারদের একত্রিত করে প্রথম জাতীয় অস্ত্র কারখানার প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তখন থেকেই রাশিয়ার অন্যতম অস্ত্র কারখানা হিসাবে টুলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

নেপোলিঁয় যে মস্কো অভিযানের পথে টুলাকে অনধিকৃত রেখেই এগিয়ে এসেছিলেন, এ ভ্রান্তির জন্য টলস্টয় তাঁকে ধিক্কার দিয়েছেন। টুলার মারণাস্ত্র এবং কুটুজোভের রণনীতি এই দুই শক্তি মিলে সর্বজয়ী অপ্রতিরোধী ফরাসী বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেছিল।

১৯১৮-২২র গৃহযুদ্ধে টুলা ইতিহাস রচনা করেছে। টুলার অস্ত্র এবং টুলার কারখানার শ্রমিকদের যুদ্ধপণ বিনা বলশেভিকরা শত্রুকে বিপর্যস্ত করতে পারত না। ডেনিকিন যখন

টুলার দ্বারদেশে তখনও টুলার শ্রমিকরা কারখানা ত্যাগ করেনি। দিবারাত্র পরিশ্রম করে তারা তৈরী করেছে রাইফেল, বন্দুক, বেয়োনেট, হাতে হাতে পৌছে দিয়েছে সৈন্যদের—। তার ফলে ডেনেকিন টুলার সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেনি।

টুলার এই সামরিক গুরুত্বের কারণই হোল তার ভৌগলিক অবস্থান। Zasekа অরণ্য-ভূমি এর কাছেই. দক্ষিণ থেকে মস্কো অভিযানকারী প্রত্যেকটি বিদেশী সৈন্য বাহিনীর কাছে এটি প্রতিরোধকারী বন। বহু বার এই আদিম অরণ্যভূমি পার হয়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছে তাতার বাহিনী। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বারেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। গাছ দিয়ে অবরুদ্ধ করে, পরিখা খনন করে, ব্যূহ নির্মান করে, অস্ত্রের তৎপরতায় তারা মোগলদের বারেবারেই প্রতিহত করে পলায়নে বাধ্য করেছে।

টুলার ভূমি বহু প্রাচীন কাল থেকে লৌহ খনির জন্য বিখ্যাত। এই খনিজ লৌহ দিয়েই অস্ত্র নির্মাণ করে টুলার কর্মকাররা এত বিখ্যাত হয়েছে—টুলাকে প্রসিদ্ধ করেছে।

লৌহ ছাড়াও কাঠ, কয়লা, মাটি এবং অন্যান্য বস্তুতে টুলা ঋদ্ধিশালিনী। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে টুলার জনসংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ, এই শিল্প নগরী রাশিয়ার শিল্পকেন্দ্রের অন্যতম হয়ে উঠেছে। পিটারের যুগের মতই আজকের উন্নততর মারণাস্ত্রের দিনেও টুলা সমান খ্যাতি বজায় রেখেছে। রেড আর্মির গঠন ও তার শক্তি সাধনার বৎসরগুলিতে টুলা অন্যতম জঙ্গীকেন্দ্র হিসাবে কাজ করে এসেছে।

১৯৪১ সালের শীতকালে জার্মান বাহিনী পূর্ব রাশিয়ার বহুদূর অগ্রসর হওয়ায় মস্কোর সমর নায়করা টুলার প্রতিরোধের জন্য চিন্তিত হলেন। টুলা যদি জার্মান অধিকৃত হয়ে পড়ে, মস্কোর পথ কণ্টকহীন হয়ে পড়বে। নেপোলিয়ঁ যে ভুল করেছিলেন, জার্মানরা সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না। একদিকে টুলার দ্বারপ্রান্তে পৃথিবীর অন্যতম দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী, অপরদিকে টুলা রক্ষার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিতে জনগণের প্রস্তুতি। এমন কঠিন শক্তির পরীক্ষা আর কখনো টুলা দেয়নি তার ইতিহাসে। স্তালিনগ্রাদে যে সংগ্রাম হয়েছিল, টুলায় হয়েছিল তারই বিহার্সাল।

১৯৪১ সালের অক্টোবরে টুলা ফ্রন্টে লড়াই বাধল। পথে পথে পরিখা এবং ব্যারিকেড প্রস্তুত হোল। ন'মাস বাদে স্তালিনগ্রাদে যা হয়েছিল, ঠিক সেই উদ্যোগ সুরু হোল টুলায় অক্টোবরে। বৃদ্ধ, তরুণ—নারী, পুরুষ কাস্তে, কুড়ুল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে পরিখা খনন ও ব্যূহ বেষ্টনীর কাজে লেগে গেল দ্রুতগতিতে। টুলার চারিপার্শ্বের পল্লী অঞ্চল থেকে প্রতিদিন দলে দলে সহরে আসতে লাগল ছেলেমেয়েরা। সমর নায়করা প্রত্যেককেই কাজে লাগিয়ে দিলেন। টুলার কারখানায় প্রস্তুত বন্দুক ও অন্যান্য সমরাস্ত্র বোঝাই হতে লাগল ট্রাকে, ঠেলাগাড়ীতে। পাথর বসান পথ দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে যেতে লাগলো সে সব দূর প্রান্তের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। জার্মানদের সমর দুর্দ্ধর্ষতার কথা টুলা অনেক শুনেছিল—সুতরাং প্রস্তুতির মধ্যে কোন সন্দেহের অবকাশ সে থাকতে দিল না।

সে বছর শীতও পড়ল দুরন্ত। ঝোড়ো বাতাসে আর তীক্ষ্ণ ধারাবর্ষণে টুলা বিব্রত হোল। সংবাদ এল ওরেল জার্মান অধিকৃত হয়েছে। ওরেল, টুর্গেনিভের জন্মভূমি

এই ওরেল প্রদেশ। যার বনে প্রান্তরে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, শিকার করেছেন, যেখানে রাশিয়ার সাহিত্যের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ অংশ তিনি রচনা করেছিলেন। টলষ্টয়ের বাড়ী Yasnaya Polyanaয় জার্মানরা আরাম করে অধিকার করে বসল। অধিকৃত ওরেলের কিষাণ ও গৃহস্থদের কাছে জার্মানরা দম্ভ করে বল্লে—। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোলাণ্ড, যুগোশ্লাভেয়া, হলাণ্ড, সর্বত্র আমরা প্রতিরোধ বিধ্বস্ত করে দিয়েছি। টুলার প্রতিরোধও আমরা গুঁড়িয়ে দেবো। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই টুলা আমাদের অধিকারে আসবে। টলষ্টয়ের বাসার প্রাঙ্গনে, মালঞ্চে বসানো ভারী কামান থেকে জার্মানরা অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণ করতে লাগল টুলার উপর। টুলা মাত্র সাত মাইল দূর।

টুলার এক হোটেলের মালিক আমায় বলেছিলেন, ১৯৪১ সালের ২৯শে অক্টোবর এখানে যদি থাকতেন তাহলে অনেক দেখতে পেতেন।

শুধু সেখানকার মানুষদেরই নয়, প্রাচীন নগরী টুলার কুলপঞ্জীতে ঐ দিনটি একান্ত স্মরণীয়। টুলার সীমান্তে জেনারেল Ganderian এর ট্যাংক প্রস্তুত হয়ে আছে। টুলার প্রত্যেকটি রাজপথ এক একটি দুর্গে পরিণত হয়েছে। আত্মরক্ষার ঘাঁটি হয়েছে কাছে কাছে। শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে টুলার বাসিন্দারা। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্যে তারা জীবন পণ করেছে। রেড আর্মির রেগুলার সৈনিকরাই শুধু নয়, যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে উঠেছিল, টুলার প্রতিরোধে তারাও—চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সহস্র সহস্র মেয়ে এই সংগ্রামে যোগদান করার জন্য অনুনয় করেছিল, অনুমতি পেয়েও ছিল অনেকে।

জেনারেল Ganderianএর ট্যাংক বাহিনী সেই দিনই তিনবার সহর আক্রমণ করল। ট্যাংকের পেছনে এল জার্মান সামরিক সাঁজোয়া গাড়ী। মেসিন গান এবং ট্রেঞ্চ-মটার থেকে অগ্নিবর্ষণ হতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে। আগুন জ্বলে উঠল ব্যাপকভাবে। টুলার বাসগৃহ অধিকাংশই কাঠের তৈরী কুটীর, সুতরাং সেদিক দিয়ে টুলা সহজে দাহ্য। কিন্তু সহরের ফায়ার ব্রিগেড এমন আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে প্রস্তুত ছিল, এবং কর্মীরা, বিশেষ করে তরুণরা এমন নিষ্ঠা ও দ্রুততার সঙ্গে কাজ করলে যে জার্মানদের আগুনে বোমা কোথাও ব্যাপকভাবে ক্ষতি করতে পারলে না। Ganderian এর ট্যাংক বাহিনী পথ পেলে না অগ্রগতির।

পরদিন আবার আক্রমণ করলে জার্মানরা। ছ'বার তারা টুলার প্রতিরোধ চূর্ণ করবার দুইবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোল। ইতিমধ্যে টুলার সংলগ্ন অধিকৃত ছোট ছোট সহর ও গাঁয়ে জার্মানরা এই গুজব ছড়িয়ে দিলে যে টুলার পতন ঘটেছে। কিন্তু টুলা অপরাজিত রয়ে গেল।

টুলার কারখানাগুলিতে কেবল যে দ্রুতবেগে নূতন অস্ত্র নির্মাণের কাজই চলতে লাগল তা নয়, সেখানে ক্ষতিগ্রস্থ অস্ত্রের কাজ মেরামত হতে লাগল অপ্রহিত বেগে! শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই আহত হয়েছিল, নার্সরা তাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করলে। টলার প্রতিরোধ বাহিনীর একটি মানুষেরও হাতে অস্ত্রের অভাব হোল না। যেই

বন্দুক ছুঁড়তে জানে, তাকেই দেওয়া হোল বন্দুক। ছোট ছোট ছেলেরাও বন্দুক পেলে। এই সব ছেলেদের মধ্যেও অব্যর্থ তীরন্দাজ ছিল, তারা ভয়লেশহীন চিত্তে বড়দের মতই গৌরব অর্জন করলে।

সত্যিই, এই সব ছেলেরা আশ্চর্য বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। জার্মানদের ট্যাংক বাহিনীর উপর তারা ছুঁড়েছে হাতবোমা, কেরোসিনের বোতল। ছোট ছোট ছেলেরাই শত্রুবাহিনীর পিছনে গিয়ে তাদের শক্তি ও সরবরাহের প্রয়োজনীয় সংবাদ এনে দিয়েছে। গরিলা বাহিনীতেও তারা কাজ করেছে। সুরা চেকালিন এমনই এক দলে কাজ করত।

শত্রুর গুলিবর্ষণ ও ট্রেঞ্চ-মটার-অগ্নির প্রতি দ্রূক্ষেপ না করে মেয়েরা বুকে হেঁটে আহত সৈনিকদের পিঠে করে নিয়ে এসেছে রণক্ষেত্র থেকে। যে সব পল্লী জার্মানরা অধিকার করে বসেছিল, সেখানে সব মেয়েরাই আহত রাশিয়ান সৈন্যদের লুকিয়ে রেখেছিল বনে খড়ের গাদায় এবং অন্যান্য নিরাপদ স্থানে। মাকারোভা নামে একটি মেয়ে এই ভাবে ছে' চল্লিশ জন সৈনিককে বাঁচিয়েছিল।

মারিয়া জুকোভা নামে একটি সতেরো বছরের স্কুল শিক্ষয়ত্রী একবার এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ করে। অনেকগুলি সৈনিককে আহত অবস্থায় এনে সে বনের ভিতর গোপন করে রাখে। একজন রাশিয়ান চিকিৎসককে গোপনে এনে তাদের মধ্যে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত একজনকে চিকিৎসা করায়। ইতিমধ্যে জার্মানরা তার বাড়ীতে এসে ঘাঁটি করে। মেয়েটি শুনেছিল যে রেড আর্মির এক ইউনিট সৈন্য তাদের গাঁয়ের দিকে আসছে! সুতরাং মেয়েটি জার্মানদের সঙ্গে সহৃদয় ব্যবহার করে যেতে লাগল যাতে রাশিয়ানরা এসে পড়লে আর জার্মানরা না পালাতে পারে। আপ্যায়ন করে সে তাদের প্রাতঃরাশের টেবিলে এনে বসালে। তাদের সঙ্গে তাস খেলতে বসল। এই রাশিয়ান মেয়েটিকে অতিথি বৎসল দেখে তিনটি জার্মান তার বাড়ীতে আরাম করে থাকতে লাগল। রাশিয়ানরা যে অনতিবিলম্বে আসছে একথা কিছুতেই মেয়েটি শত্রু সৈনিকদের জানতে দিলে না। অবশেষে যেদিন রাশিয়ান সৈন্যেরা ঝড়ের মত এসে পড়ল গাঁয়ের অভ্যন্তরে মেয়েটি তার অনাহুত অতিথিদের ধরিয়ে দিলে তাদের কাছে, তারপর দ্রুত ব্যস্ততায় বনে আত্মগোপনকারী তার সৈনিক সাথীদের দেখতে গেল।

পুরো এক মাস সতের দিন টুলা জার্মান অবরোধে ছিল। প্রথম দিকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথে টুলা অধিকার করতে চেয়েছিল জার্মানরা। সে প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে জার্মানরা অনেকগুলি ছোট ছোট ব্যূহে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ধান করতে লাগল এ মহানগরীর প্রতিরোধ ব্যূহের কোন একটি দুর্বলতম স্থান যেখান দিয়ে তারা নগরে ঢুকে পড়তে পারবে। কিন্তু তাও ব্যর্থ হোল। এর পর তাদের চেষ্টা হোল নগরীর প্রতিরোধ বেষ্টনীকে চাপ দিয়ে তার কণ্ঠরোধ করতে। কিন্তু জার্মানদের সাঁড়াশী অভিযানকে রাশিয়ান সৈন্যেরা সর্বদিকে প্রতিহত করলে। মস্কোর সঙ্গে টুলার যোগাযোগ কোনদিনই ছিন্ন হোল না এর ফলে।

অবশেষে জার্মানরা চেষ্টা করল এই নগরীকে অবরোধ করে তাহা বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে। যাতে অনশনের পাথরে মুখ থুবড়ে অবশেষে টুলা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। সেই

কারণে তাদের আক্রমণের দুর্দ্ধর্ষতাও হ্রাস পেল। কিন্তু তাদের লৌহ বেষ্টনীর চাপ কোনদিনই তত কঠিন হতে পারল না—বরং দিনে দিনে জার্মানদের সামরিক শক্তি অবসন্ন হয়ে আসতে লাগল। তারপর জেনারেল বেলোভ যেদিন পাল্টা আক্রমণ করলেন, জার্মান বাহিনী সেদিন হটতে সুরু করল।

টুলার পতন হলে মস্কো রক্ষা করা দুরূহ হোতো। টুলার অধিবাসীরাও তো মানুষ, এ দম্ভটুকু করলে কেউ তাদের দোষ দেবে না যে তারা অপরাজেয় শৌর্যের সঙ্গে জার্মান আক্রমণের সন্মুখীন হয়ে শত্রুকে শেষে পরাস্ত করতে পেরেছিল।

আজ টুলা যুদ্ধবীরদের ঘর, কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে অথবা যুদ্ধের গোড়ার দিকে টুলা অস্ত্রাগার হিসাবে যে ভাবে বিপুল খ্যাতিলাভ করেছিল আজ আর তা নাই। টুলার অধিকাংশ কারখানা পূর্ব রাশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে, টুলার বাসিন্দারা জানে যে সব তারা আর কোনদিন ফিরে পাবে না। এশিয়ার ভূখণ্ডে রাশিয়া এক মহা শক্তিশালী শিল্পকেন্দ্র নির্মাণ করবার চেষ্টা করছে! তবু টুলাবাসীদের স্থির বিশ্বাস যে অদূর ভবিষ্যতে টুলা আবার শিল্প কেন্দ্র হয়ে উঠবে। ভবিষ্যৎ ইতিহাসে টুলা তার পূর্ব খ্যাতিকেও ম্লান করে দিতে পারবে।

টুলার পথে পথে পরিভ্রমণ করার সময় আমি বিস্মিত হলাম, কি আশ্চর্য্য দ্রুততার সঙ্গে যুদ্ধজনিত ধ্বংসচিহ্নকে মুছে ফেলা হচ্ছে। অবশ্য ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনাকে স্মরণ করে আজো পথের ট্রেঞ্চগুলি তেমনিই রাখা হয়েছে।

কেননা টুলাবাসীদের মধ্যে কোন ভ্রান্ত নিরাপত্তার ধারণা নেই। সাম্প্রতিক অতীতকেও তারা বিস্মরণে হারিয়ে মৃত্তিকায় লড়ছে, তাদের টুলা সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত নয়। জার্মানদের আক্রোশ হয়ত টুলার উপরও উদ্যত হতে পারে।

তা ছাড়া শীতের জন্যও তারা প্রস্তুত হচ্ছে—যেমন হচ্ছে সমগ্র রাশিয়া। প্রত্যেকটি বাড়ী-সংলগ্ন জমিতে ফসল বোণা হচ্ছে। টুলাকে এখন দেখতে হয়েছে অনেকটা পল্লী অঞ্চলের মতই। রাশিয়ার প্রত্যেকটি সহরের মতো টুলাও একসঙ্গে দুটি বিপরীত ছবি তুলে ধরে, একদিক পৃথিবীর অন্য যে কোন সহরের মত শিল্প ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, অন্যদিক প্রাক্ বিপ্লব বা তৎপূর্বকালীন সব প্রাচীন গৃহ মালায় সজ্জিত।

এখানকার প্রত্যেকটি শ্রমিক তার নিজের বাগানে সবজি ফলাচ্ছে, সম্ভব ক্ষেত্রে গো-পালন করছে, শূকর রাখছে, মুরগীর চাষ করছে।

সে সব সবজি বাগানের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে বন্দুক কামান তৈরীর ব্যাপারে টুলাবাসীরা যেমন দক্ষ, চাষের ক্ষেত্রেও তেমনি কুশলী। পথে যেতে যেতে দেখলাম দুধারের জমিতে মেয়েরা কাজ করছে। আলু তুলছে, পেঁয়াজ তুলছে, আগাছা ও কাঁটা বন নির্মূল করছে। কপিগুলি হয়েছে চমৎকার যদিও ফলের জন্য যে টুলা প্রসিদ্ধ, এ বছর সেই ফলের গাছগুলি ফলন্ত হয়নি। গত বছরের তুষার বৃষ্টিতে তাদের অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

টুলার শীত দুর্দান্ত। তাপমান ডিগ্রী শূন্যের অনেক নীচে নেমে যায়, হিম ঝড় চলে নির্মম আক্রোশে। টুলাবাসীরা জানে যে নিকটস্থ কয়লাখনির কয়লা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কারখানায়

জরুরী কাজে লাগবে সুতরাং তাদের গার্হস্থ্য প্রয়োজনে সে কয়লা পাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং বনের কাঠ—তারা হাতে ঠেলা গাড়ীতে করে নিয়ে আসছে বাড়ীতে। বুড়ো লোকেরা, মেয়েরা, এমনকি শিশুরাও সেই কাঠ ঠেলে নিয়ে আসছে সহরে—পথের ভীড়ে তাদের সংখ্যাই বেশী।

টুলা পর্যটনের আগে আমি জানতাম না যে রাশিয়ার সাহিত্যে টুলারও অপ্রত্যক্ষ অবদান আছে। টুলা থেকে শত মাইল দূরে টলস্টয় থাকতেন। একবার তিনি টুলাতে এক পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন। সেই পার্টিতে একটি তরুণী মহিলা ছিলেন, তার নাম মারিয়া এলেকসেণ্ড্রোভ্না গার্টুর্ম। রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পুস্কিনের বড় মেয়ে তিনি। এই মহিলাটি তরুণ লেখক টলস্টয়ের মনে এমন গভীর রেখাপাত করেছিলেন, যে সাত বৎসর ধরে আনা কারেনিনা রচনা করার সময় টলস্টয় তাকে তার বইতে অমর করে সৃষ্টি করে গেছেন।

লণ্ডন সানডে টাইমসের এলেকসাণ্ডার ওয়েরথ ছিলেন আমার সঙ্গে এই সময়। একদিন সন্ধ্যায় আমরা ঘরে ফিরেছি, এমন সময় হোটেলের কুক দেখা করতে এল আমাদের সঙ্গে। ছোটখাট মানুষটির চওড়া কাঁধ, বিরাট বুকের ছাতি আর আর পাহাড়ের মত গ্রীবা। আমরা বেশ আরামে আছি কিনা তাই খোঁজ নিতে এসেছে সে এই বলে গৌরচন্দ্রিকা করলে সে। বাস্তবপক্ষে বিদেশী মানুষদের সঙ্গেই আলাপ করতে সে এসেছিল। আর রাশিয়ার মানুষদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হোল তাই।

সারাজীবনই মানুষটি রান্নার কাজ করেছে আর রান্না করার চেয়ে বেশী সুখের কোন কাজ সে জানে না। কয়লা খনিতে আমেরিকান ইনজীনিয়রদের সে রান্না করে দিত, সুতরাং আমেরিকানদের রীতি ও রুচি সম্বন্ধে তার বেশ জ্ঞান আছে। আমরা যদি বিশেষ কোন রান্না পছন্দ করি সে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে·····টুলাবাসীরা বিশেষভাবেই অতিথিবৎসল, বিশেষতঃ টুলার কোন হোটেলে যদি দূরদেশাগত কোন অতিথি আসে, তার মধ্যে বিশেষ করে আমেরিকান বা ইংরাজ, তবে হোটেলের কুকের বিশেষ দায়িত্ব এসে পড়ে। লোকটি যে খাঁটি টুলার লোক সে কথা জানাতে সে ভুললে না, সুতরাং মানুষটিও যে খাঁটি দেশপ্রাণ তাতে সন্দেহের অবকাশ রইল না। জার আমলে সে ছিল রাশিয়ার নৌবাহিনীতে। যেদিন জার্মানরা এই সহরের উপর আক্রমণ সুরু করল সেদিন সোজা সামরিক হেড কোয়ার্টারে গিয়ে সে বল্লে—'আমি ইভাকুই হতে চাই না। আমি লড়তে চাই। সামরিক কর্তারা তাকে রাইফেল দিলেন। টুলা প্রতিরোধ বাহিনীতে সে যোগ দিল। জার্মানরা পর্যুদস্ত হওয়ার পর রাইফেল প্রত্যর্পণ করে সে আবার এ্যাপরণ পরে রান্নার কাজে লেগে গেছে।

কিন্তু আজও রেড আর্মিকে সে সাহায্য করে চলেছে, তাদের রান্না করে দিচ্ছে সে। তা ভিন্ন তার হাত দিয়ে রান্নার গ্রাজুয়েট হয়ে গেছে তিন শ' ছেলে মেয়ে। তারা এখন ভাল রসুইকার হয়ে উঠেছে সবাই। তার হাতের রান্নায় কোন রেড আর্মির সৈনিক কোনদিন ক্ষুধামন্দে ভোগে না। তা ছাড়া পাঁচটি ডাগর ছেলে আছে তার। তারাও চমৎকার রাঁধুনি হয়ে উঠেছিল সবাই যুদ্ধের আগে। এখন তারা সবাই সৈন্যদলে

যোগ দিয়েছে। একটি আছে উত্তর সমুদ্রের নৌবাহিনীতে, একটি আছে ট্যাংক বাহিনীতে, একটি পদাতিক দলে, একটি অভ্যন্তরীণ কমিসরিয়টের সৈনিক, আর একটি বিশাল বাহিনীতে।

সব কটি ছেলের মধ্যে বিমান বাহিনীতে যেটি আছে তার পদ হোল ফার্ষ্ট লেফটন্যাণ্ট, বম্বারের পাইলট। একবার তার বিমানের মেজর, রেডিও অপারেটার, নেভিগেটার সবাই বিমানযুদ্ধে মারা পড়ে। শুধু সে আর বিমানের গানার দুজনে মিলে ক্ষতিগ্রস্ত বিমানটি নিয়ে শত্রু এলাকায় অবতরণ করতে বাধ্য হয়।

ককপিট থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে একজন জার্মান সোফার তাদের যুদ্ধ বন্দী করে। কিন্তু বন্দীত্ব তারা মানে নি। জার্মানটিকে গুলিবিদ্ধ করে গানারকে নিয়ে সে জার্মানের গাড়ীতে উঠে রাশিয়ার সৈন্য সীমানায় এসে পৌছে যায়। ছেলের বীরত্বের গর্বে বাপের বুক ফুলে ওঠে, তার ছেলেই ত টুলিয়াক।

ছোট্ট মানুষটি কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে পকেট থেকে একখানি চিঠি বার করে আমার হাতে দিল। 'পড়ে দেখুন' বল্লে সে এমন কণ্ঠে যাতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে চিঠিতে আনন্দের সংবাদ নেই। তাঁর যে ছেলে বিমান বাহিনীতে নিযুক্ত ছিল তারই রাজনৈতিক দপ্তর জানিয়েছেন যে সেই ছেলেটি এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। চিঠিতে এই তরুণ পাইলটের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে বাপকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। আরও বিস্তৃতভাবে জানানো হয়েছে যে সমাধির সময় এই তরুণ শহীদকে কি কি সামরিক সম্মান দেখানো হয়েছিল।

সঙ্গী ওয়েরথকে আমি চিঠিটি পড়তে দিলাম। গভীর নিঃশব্দের মধ্যে তিনিও পড়লেন চিঠিখানি।

'দুঃসংবাদ' চিঠিখানি পকেটে রাখতে রাখতে বল্লে রসুইকার। একবারও কাঁদলে না সে, একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেও নিজের মর্মবেদনাকে সে প্রগলভ হতে দিলে না। আপন সন্তানের গর্বে নির্জ্জর গভীর দুঃখকে জয় করলেও পুত্রের এই আকস্মিক মৃত্যুতে তার গভীর ক্ষোভকে সে গোপন করলে না।

থমথমে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ওয়েরাথ বল্লে—"*Vypyom tovarishtsh*" 'এসো কমরেড, কিছু পান করা যাক্'।

লোকটি সায় দিল—"Vypyom"।

ওয়েরথ ততক্ষণে পাত্রগুলি পানীয়ে ভরেছে।

— চৌদ্দ —

ম স্কো

কুইবাসেভ্ থেকে মস্কো-যাত্রী বিমান এমনই জনবহুল ও মালপত্র বোঝাই ছিল যে, আমাদের মধ্যে অনেকের বস্‌বার জায়গা মেলেনি। সুতরাং আমরা মেঝেতেই বসে পড়্‌লাম। কারো কোনো অভিযোগ নেই, একটু বস্‌বার জায়গা মিলেছে এতেই সবাই খুসী। কুইবাসেভের এক কারখানার ডাইরেকটার ত' এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, রসাল গল্পের জোযাবে যাত্রীদের মধ্যে হাসির হর্‌রা ছুটিয়েছিলেন।

এই ডাইরেক্টারের পাশে একটু জায়গা করে নিযে বসে আমি বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম, আমরা নীচু দিয়ে উড়্‌ছিলাম—অনেক সময় একেবারে গাছের মাথা ছুঁইয়ে আমাদের বিমান উড়ে চলেছে। দিনটি রৌদ্রোজ্জ্বল ও পরিষ্কার হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের চমৎকার দৃশ্য আমরা উপভোগ করছিলাম—এইখানের কিছুই যুদ্ধের ফলে ধ্বংস হয়নি, পরিপক্ক গমের ক্ষেত আর প্রশস্ত মাঠ দেখে মনটা খুসীতে ভরে গেল। যতই আমরা রাজধানীর দিকে এগিয়ে চল্‌লাম নিসর্গ দৃশ্য ততই মনোহর, সবুজ ঘাস আর মাঠ আর অজস্র নদীর জলধারা ও ঘনসন্নিবিষ্ট বনভূমি। আবহাওয়া ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এল কিন্তু কুয়াসা নেই, শুধু সুদূর প্রান্তে বিদ্যুৎ ঝলক ও বজ্রাঘাতের প্রতিধ্বনি সকলের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট কর্‌ছিল।

মস্কো পৌঁছবার পর বিমান-ক্ষেত্রের সুপারিন্‌টেনডেণ্ট্ একখানি মোটরের জন্য হোটেলে ফোন কর্‌লেন। সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে আমি খাবার ঘরে প্রবেশ কর্‌লাম। বাতায়ন কোণ থেকে এক ঝলক প্রশস্ত সূর্যকিরণ ঘরে এসে পড়েছে, কাঁচ-আচ্ছাদিত কাউণ্টারের উপরটি ছায়ায় ঢাকা। কালো চুল ও কালো পরিচ্ছদ ভূষিতা হোটেলের পরিচারিকার গম্ভীর মুখভংগী আরো ছায়া সুনিবিড় করে তুলেছিল, তার উপর কালো রুটীর টুক্‌রো, কালো হ্যামের অংশ আর কালো বীয়রের বোতল। এই হোটেলে আর কিছুই নেই,—মিষ্টি বা পেষ্ট্রীর মাংস বা সুখনো ফল প্রভৃতি যে সব দ্রব্যাদির জন্য মস্কোর শ্রেষ্ঠ হোটেলগুলির অন্যতম বলে একদিন এই হোটেলটির সুনাম ছিল আজ যুদ্ধের ফলে সে সব জিনিষই অন্তর্হিত হয়েছে। তবু লোকেরা ভিড় করে আসছে, অধিকাংশই উর্দী পরিহিত বৈমানিক ও সৈনিকবৃন্দ, তারা যুদ্ধ পূর্বকালের ভূরিভোজের মতই আনন্দ সহকারে প্রাপ্তব্য-দ্রব্যাবলী গ্রহণ কর্‌ছে।

এই সব কাপ্তেন, কর্ণেল ও ছোট বড় অন্যান্য সৈনিকদের দেখেও জাতি হিসাবে রুশদের শারীরিক দৃঢ়তা ও নূতন অবস্থা গ্রহণের অতুলনীয় শক্তি দেখে, এঁদের সম্পর্কে আমার পূর্ব ধারণাই অধিকতর সমর্থিত হ'ল। মুখের উপরকার জল যেমন সহজে মুছে ফেলা যায় তেমনই সহজে এরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছেন। এঁরা অত্যন্ত অপকৃষ্ট

খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন, মোটাসোটা পরিচ্ছদ পরতে পারেন, উন্মুখ প্রান্তরে দিন-রাত কাটাতে পারেন। তুষারে ও তুফানে, জলে ও কাদায় গোলাবাড়ির মাটির মেঝেতে পালঙ্কের বিছানার মতো আরামে শুতে পারেন। এই সহনশীলতার সামর্থ্য সীমাহীন!

হোটেলের মোটর এসে পৌঁছল আর আমরা লেনিনগ্রাদ স্সে, গোর্কী ষ্ট্রীট, ষভারডলফ স্কয়ার পার হয়ে শহরে এসে পৌছলাম। পথ আমাকে হাতছানি দিল; হাতমুখ ধোয়া হয়ে যেতেই আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমার ত' বিশ্বাস হয় না যে, আমরা জীবন-মরণ যুদ্ধে রত জাতির রাজধানী মস্কোতে আছি। এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল পথ, এত সবুজ ও প্রশস্ত অথচ কলরবহীন আনন্দে বিরাজমান শহর দেখে মনে বিস্ময় লাগে—অথচ মাত্র কয়েকমাস পূর্বে সমগ্র রুশ ইতিহাসের নির্দয়তম শত্রুর হাতে এই শহর অবরুদ্ধ ছিল। সমরাঙ্গন মাত্র শত মাইল দূরে, তখনকার মুহূর্ত সামরিক আইন বা মার্শাল ল'র অন্তর্ভুক্ত, তবু শহর বা শহরবাসীদের বাহ্যিক আকৃতিতে যুদ্ধের বা সমরক্ষেত্রের এতটুকু ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই—প্রথম দর্শনেও কিছু বোঝা যায় না। গোর্কী ষ্ট্রীট, লেনিনগ্রাড স্সে, সাদোভায়া প্রভৃতি-ত' চেনাই যায় না। আমি ত' পৃথিবীর কোথাও এত চওড়া রাস্তা দেখিনি, এমন কি যে সল্ট্ লেক সিটি প্রশস্ত পথ ও চমৎকার বীথিকার জন্য প্রখ্যাত সেখানেও নয়।

আমার ছ'বছরের অনুপস্থিতির ভিতর সার সার বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে মাঠ করে ফেলা হয়েছে, বাঁকগুলিকে সোজা করা হয়েছে, আর আজ উজ্জ্বল নদী পথ চাকচিক্যময় বীথিকায় শোভিত প্রশস্ত রাজপথ হয়ে উঠেছে। যে সব গাছ কয়েক বছর আগে ছোট চারা ছিল আজ তারা শাখা ও পত্রে সমৃদ্ধ হয়ে ছাতার মত হয়ে দাঁড়িয়ে পথের শোভা বর্ধন করছে। বাস্তত মস্কো অধিকার সুদৃশ্য ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে দেখলাম। রাশিয়ার অন্যতম অপকৃষ্ট ও আকারহীন শহর কুইবাসেভের পর মস্কোর পরিচ্ছন্নতা বিস্ময়কর। বড়রাস্তাগুলিতে পীচ ঢালা হয়েছে, আর ছোটখাটো যে সব গলিপথগুলি পূর্বে অসমান খানা খন্দরে পরিপূর্ণ থাকত, এখন দেখি সেইগুলি সুদৃশ্য ও সুশোভন করে ধুয়ে মুছে রাখা হয়েছে।

ন্যু ইয়র্ক, সিকাগো বা অন্যান্য বিশাল আমেরিকান শহরগুলির মত মস্কোতে তেমন জাদরেল সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা নেই, তাহলে হয়ত শহরবাসীরা তাই দিয়ে পথঘাট আবৃত করে রাখত। মস্কোতে, সমগ্র রাশিয়ার মত, কাগজ বড়ই দুষ্প্রাপ্য তা যে কোনো প্রকারের কাগজই হোক্ না কেন, বিশেষত সংবাদপত্র মুদ্রনোপযোগী নিউজ প্রিন্ট। সিগারেট পাকাবার জন্য নর-নারী কাগজ ব্যবহার করে, মোড়কহিসাবেও কাগজ ভাল আর জল বা রোদের হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্য জানলার উপর কাগজের আবরণ রাখা হয়। তা ছাড়া দীর্ঘদিনের প্রচার এবং নিয়মানুবর্তিতা পালনের অনুজ্ঞা প্রদানের ফলে মস্কোর ছেলে বুড়ো সকলেই কাগজ দূরে থাকুক সিগারেটের শেষাংশটুকুও পথে ফেল্‌বে না। পথিপার্শ্বস্থ কাঠের বা টিনের ডাস্টবিনে সকলে আবর্জনা নিক্ষেপ করে। বৃষ্টির জলের নল বা বাড়ির দেয়াল সংলগ্ন ফিঁকে সবুজ বা ফিঁকে নীল

এই ডাষ্টবিন্‌গুলি সর্বত্র পথচারীর নজরে পড়ে যেন তাদের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তাটুকু বুঝিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা দাঁড়িয়ে আছে। কেউ যদি ভুল করে তাহলে সেই ভুল সংশোধন করে দেবার লোকের অভাব ঘটে না, আর তা দর পন্থাটাও সর্বদা তেমন বিনীত হয় না।

এই মস্কো শহর ও তার বাড়িগুলি প্রাচীন, সেই কারণেই পথের এই পরিচ্ছন্নতা আরো বিচিত্র ঠেকে। অনেক বাড়ি আবার রাস্তার ওপরেই অবস্থিত, সেগুলি রঙ ও মেরামত করা প্রয়োজন—বালি খসে পড়ছে, চর্মরোগাক্রান্তের মত জানলা দরজার রঙ উঠে যাচ্ছে। এখন কিন্তু নূতন বালি কাজ বা নূতন করে রঙ দেওয়ার সময় নয়, আর উপযুক্ত মাল-মস্‌লারও অভাব—কিন্তু তাতে কি, গোর্কী ষ্ট্রীটের বা যে কোনো প্রধান রাজপথে পোষাক আঁটা লোকজন ঝাড়ু ও হোস পাইপ নিয়ে এই সব নোঙরা পরিষ্কার কর্‌ছেন, গরমজলে যেমন তুষার বিগলিত হয়ে ধূলা ও ময়লা নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

প্রথম দর্শনে মস্কোবাসীদেরও এই পথের মতই পরিচ্ছন্ন মনে হবে। ষ্ট্যালিনগ্রাড, বাকু বা কুইবাসেভের লোকজনের এরা বিপরীত, এমন কি ছুটির দিনে পুরাতন পরিচ্ছদ পরা এরা অপছন্দ করেন। রাজধানীর মর্যাদা সম্পর্কে এরা বেশ সচেতন, ব্যক্তিগত প্রকাশ সম্পর্কে এরা অত্যন্ত গর্বিত, তাই এই দুর্দিনেও বিপ্লবকালের প্রথমদিককার অপরিচ্ছন্নতার ভিতর এঁরা ফিরে যেতে অনিচ্ছুক।

মস্কোওয়ালা এক পরিচিত ব্যক্তি প্রশ্ন কর্‌লেন—আপনার কি মনে হয় না রাজধানী একটু উচ্ছৃঙ্খল? তা না হলে এই দুঃসময়েও তরুণ তরুণীরা বিলাস-ব্যসনে বেশ মোটা টাকা ব্যয় করেন কি বলে?

গতবারে যেমন দেখেছিলাম তার সংগে তুলনা কর্‌লে বল্‌তে হবে যে, তরুণ মস্কোওয়ালাদের দেখে মনে হয় যেন প্যারেডে চলেছে বা একটা উৎসবের আনন্দে মেতে আছে। পাঠকের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমি ১৯৪২-এর মস্কো, ন্যুইয়র্ক বা আমেরিকার অন্য কোনো শহরের সংগে নয়, ১৯৩৬এর মস্কোর সংগেই তুলনা কর্‌ছি।

পথে বর্ণ-সমারোহ দেখে বিস্মিত হলাম। খাকী অবশ্য ছিল, তবে শাদা, নীল বা লালের প্রাধান্যকে যেন অধিকতর বাড়িয়ে তুল্‌ছিল এই খাকী রঙ। ছ'বছর পূর্বে যে রেশমী কাপড় অজ্ঞাত ছিল, আজ তা বিরল নয়। অন্য শহরগুলির চাইতেও এখানে অধিক সংখ্যায় টুপী, অধিক লিপস্টিক্‌, অধিক হাত ব্যাগ,ত রঙ্গাদিত, চিরস্থায়ী ও রঞ্জিতকেশ দেখা গেল।

স্কুল কলেজের অল্পবয়সী মেয়েদেরও ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় পথে দেখা গেল। কলেজের ছাত্রী অনেকে, কেউ-কেউ আবার কারখানা থেকে বেরিয়েছে। পুরুষালি ছাঁদে পায়জামা ও পায়ে চামড়ার বুট পরা অনেক মেয়েকে দেখলাম তারা পুরুষেরই মত সামরিক পরিচ্ছদ পরেছেন। পুরুষের টুপীও তাঁদের মাথায়। অনেকে আবার খাকীর সামরিক পোষাক খাকী স্কার্টে মানিয়ে নিয়েছেন, কেউ বা নীল-সার্জ বা ধূসর রঙের

ছিটের-স্কার্ট বা স্পোর্টস-সু পরে বেরিয়েছেন। বৈদেশিক সংবাদদাতারা এঁদের **"আর্মি গার্ল"** বলেন। মেয়েদের মধ্যে একজন বল্লেন, পোষাকটা তেমন সুবিধাজনক নয়—তেমন বেশী পকেট নেই।

অনেক মেয়ে পুরুষের মত "বব" করেছে। অনেকের চাষী ঢঙের দীর্ঘকেশ, অনেকে আবার গিন্নীদের ঢঙএ খোঁপা বেঁধেছে। নার্স, সোফার, স্নাইপার, এ্যান্টি এয়ার-ক্রাফটের নাবিক, ডাক্তার, ডেনটিস্ট্, প্রচারবিদ্—সবাই গুলি করতে পারে, বেয়নেট চালাতে পারে, অনেকেই মেসিনগান ব্যবহার করতে জানে। অনেকে প্রকৃত যুদ্ধ দেখেছে, অনেকে বহুবিধ সমরক্ষেত্রের কোনো অংশে যাবার জন্য তখনও শিক্ষা গ্রহণ করছে। এরা স্যালুট করছে, আর পুরুষের মতোই স্যালুট গ্রহণ করছে। সবাই আনন্দমুখর ও বেশ রাজসিক ভাবে রয়েছে। পথে যখন ওরা মার্চ করে চলে তখন তাদের ভিতর পুরুষসুলভ উৎসাহ ও উত্তেজনার অভাব লক্ষিত হয় না বরং কিঞ্চিৎ কমনীয়ত্বও থাকে, স্ত্রী-সেনাবাহিনীদের সংগে এরাও সহরের আনন্দ ও সৌষ্ঠব বাড়িয়ে তোলে।

বিস্ময়ের বিষয় চারিদিকে অনেক প্রাচীন লোকজনও দেখা গেল—অনেকে আবার বিশেষ বৃদ্ধ, মোটা লাঠির ওপর ভর দিয়ে চলেছেন, দুর্বলতায় দাড়ি কম্পমান। ১৯৪১-এর মত একটা ভয়ংকর অনিশ্চিয়তাপূর্ণ দিনগুলিতে শহর যখন আচ্ছন্ন তখন এঁরা কি ভাবে শহর ত্যাগ করে গিয়েছিলেন কে জানে? এই প্রাচীন মস্কোবাসিগণের অনেকেই হয়ত শহর ত্যাগ করতে রাজী হ'ননি।—যা হয় হবে, শহরের অদৃষ্টে যা আছে আমাদেরও ন হয় তাই হ'বে, না হয় ধ্বংস হব, এই ছিল তাঁদের মনোভাব। আগে কখনও মস্কো শহরে ওদের এই উপস্থিতি লক্ষ্য করিনি। এরা পিতামহ-পিতামহীদের দল। সংবাদপত্রের জন্য এরা লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। দোকানে, বাজারে এরা কেনাকাটা করতে চলেছেন। পোস্ট আফিসে চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন, বই আনার জন্য লাইব্রেরী যেতে হয়। যে সব নাতি-নাতনীদের দল শহরে থেকে গেছে তাদের সংগে পার্কে, বা অলিন্দে বসে এঁরা খেলা করছেন। বেঞ্চে বসে থাকেন, বই পড়েন, পথ চলতে দৃশ্যাবলী লক্ষ্য করেন আর বোধ হয় অতীতের কথা মনে করেন আর স্বপ্ন দেখেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও থমকে দাঁড়িয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে হয়। এই শান্ত ও মর্যাদামণ্ডিত স্টারিকীর (প্রাচীন) দল ইতিহাসের কতখানি অংশই না প্রত্যক্ষ করেছেন, গৌরবের সুবর্ণশিখরে ও অবনতির চরম ধাপে নিমজ্জমান শেষ জারকে এঁরা দেখেছেন, বলশেভিক বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ, নেপ (অর্থনৈতিক পরিকল্পনা), জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার দ্বন্দ্ব। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংস ও নূতন সমাজ বিধির উদ্ভব; পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, নূতন কারখানা, ব্যবস্থা, প্রাচীন গ্রামের বিলুপ্তি সাধন, যৌথকার্য্য ব্যবস্থা, কলখোজের ঝঞ্ঝাময় আবির্ভাব, উৎসাহ ও ধ্বংসলীলা, সংশয় ও অপ্রশংস অভিনন্দন, মৃত্যু ও জীবন সব কিছুই এঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। রুশলেখক-বৃন্দ যুদ্ধক্ষেত্রস্থ নিঃসঙ্গ বার্চ বৃক্ষ বা একক ওক গাছের সম্পর্কে গভীর বিস্ময় ও

আন্তরিক দরদ দিয়ে তাঁদের সাহিত্য গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুর ও পর জীবনের এই বিজয় ঘোষণার কথা লিখেছেন, এই বৃদ্ধের দলও তেমনই কি বিচিত্র নাটকের কতখানি অংশ প্রত্যক্ষ করেছেন, ও কি নিদারুণ বিস্ফোরণের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভ করেছেন সবিস্ময়ে সেই কথা স্মরণ করতে হয়।

মস্কোর বৃদ্ধের দলের উপস্থিতিতে যেমন চোখে পড়ে, শিশুদের অনুপস্থিতি তেমনই আশ্চর্যভাবে চোখে লাগে। জুন মাসের প্রারম্ভে যখন বাকু শহরে ছিলাম, বা স্ট্যালিনগ্রাড বা কুইবাসেভে—ছেলেদের সঙ্গীত ও মার্চের আধিক্যে শহরগুলি কলরব মুখর হয়ে থাকৃত। খেলার মাঠ, পার্ক, প্রাঙ্গন ছেলেদের দলে পরিপূর্ণ। কিন্তু মস্কোতে তার ব্যতিক্রম দেখলাম। এই জায়গা থেকে হাজারে হাজারে ছোট ছেলেমেয়েদের সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রাচীন ও বৃহত্তম কাপড়ের কল "থ্রি হিল টেকস্‌টাইল ফ্যাক্টারীর" শ্রমিক সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার, এঁরা ইউরালে শ্রমিকদের প্রায় আটহাজার ছেলেমেয়ে সরিয়ে ফেলেছেন। শস্য আহরণের জন্য গ্রামাঞ্চলেও হাজারে হাজারে ছেলেমেয়েদের পাঠানো হয়েছে।

অপর শহরের মত মস্কো স্ত্রীলোকদের শহর নয়—জনসংখ্যা অনেক পাতলা হয়ে গেছে—প্রায় অর্দ্ধেক হয়েছে, সুদূর ও অধিকতর নিরাপদ অঞ্চলে এমনই ভাবে অধিক সংখ্যায় লোক সরানো হয়েছে। তবু পথের জনতা দেখে মনে হ'ল স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের চাইতে সংখ্যায় অধিক নয়।

অনেক পুরুষই সামরিক পোষাকে ভূষিত, কিন্তু শাদা বে-সামরিক পোষাক পরিহিত লোকের সংখ্যাও বিস্ময়জনক ভাবে অধিক। অল্পবয়সী ছেলের দল সবে কুড়ি পেরিয়েছে বা কুড়ির নীচে -এই বয়সের ছেলেদের গ্রামে বা শহরে দেখা যায় না। এঁরা সব ইনজিনিয়ার, বা ফ্যাক্টরী ডাইরেকটর। এরা সব রাজনৈতিক দূত, বিভিন্ন সম্মেলনের বা ছাত্রদের প্রতিনিধি। শত্রুর পশ্চাতে যে অসংখ্য গরিলা বাহিনী ছড়ানো রয়েছে, এরা তাদের সংবাদবহ দূত। অতএব এই দেশের তরুণ দল শুধু যুদ্ধ করে না, এরা পরিকল্পনাও করে, আর মস্কো এসেছে আরো কাজের জন্য। মস্কোর রাজধানীত্বের গুরুত্ব এখন যেন অনেক বেশি,—পরিকল্পনা ও পদ্ধতির উৎস, রাশিয়ার ভাবাদর্শের পরিপূর্তি এইখানেই। বৃক্ষমূলের মত সমগ্রদেশের সর্বত্র প্রাণ সঞ্চারণী শহর এই মস্কো নগরী। আর এখন যখন মস্কোশহরে, স্ত্রী নাপিত, স্ত্রী কারখানা পরিচালক, স্ত্রী বাস ড্রাইভার, স্ত্রী-মিস্ত্রী অর্থাৎ সকল প্রকার কাজেই স্ত্রীলোক ছড়িয়ে রয়েছে তখন এই সোভিয়েট রাজধানীর পথে স্ত্রীলোকের স্বল্পতা বিশেষ করে চোখে লাগে।

মস্কোর দীর্ঘকালের অনিয়মানুবর্তিত আদিমত্ব অনেকখানি লুপ্ত হয়েছে,—খড়ের বাজারে ঝুড়ি আর নেই,—কেউ আর বাজারে ঝুড়ি বয়ে নিয়ে আসে না। এখন সবাই হাল্কা বুনানর থলে ব্যবহার করে—মস্কোবাসীরা এই পরিবর্ত্তে খুসী।

এই থলি এমনই হাল্কা যে গামছার মত সহজে একে মুড়ে পকেটে নিয়ে যাওয়া চলে—আর বিরক্তির কোনো কারণ থাকে না। যুদ্ধের পূর্বে মস্কোবাসীরা তাই

করত, নানাবিধ গোলোযোগের ভিতর দোকান বা বাজার থেকে সহজে কিছু না কিছু সংগ্রহ করা যায়। কোনো অজ্ঞাতনামা রসিক ব্যক্তি এর নাম দিয়েছে "*avoska*" বা "হুজুরে হাজির আছি"—এখন যুদ্ধের দুর্মূল্যতার বাজারে এই নাম পরিবর্তিত হয়ে নূতন নামকরণ হয়েছে "*napraska*"—"আর আমার দাম নেই"—

সমগ্র দেশের মধ্যে মস্কৌতেই দাড়ি আর নেই বল্লেই চলে—একদা প্রখ্যাত "মস্কৌ শ্মশ্রু"—আর নেই, শুধু রঙ্গমঞ্চের প্রাচীন নাটকে তার দেখা মিলবে। মসৃনভাবে কামান গণ্ডদেশ প্রগতির প্রতীক্ নয় বা একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক নয়। এটা ঠিক ফ্যাসন নয়, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এটা কালের স্বধর্ম। গোঁফ অদৃশ্য হচ্ছে—যে সামরিক পোশাক পরিহিত খুব স্বল্প সংখ্যক যুবকেরই গোঁফ বা দাড়ি আছে।

চারিদিকে ভিখারীর অভাব নেই, তবে সাধারণত প্রধান রাজপথগুলিতে তারা চলাফেরা করে না। স্বল্পাবশিষ্ট কয়েকটি চার্চের দ্বার প্রান্তে বিগতদিনের প্রেতের মত অকস্মাৎ তাদের আবির্ভাব হয়,—প্রাচীন লোক এরা, শুধু বয়সে নয় আচার ব্যবহারেও প্রাচীন। অন্ধ, খোঁড়া, কুব্জ, হস্তপদহীন, সুর করে কেঁদে নমস্কার জানায় আর ভিক্ষা করে,—যে চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে এরা ভিক্ষা করে, তার বিলুপ্ত গরিমার মত এরাও এক অপসৃয়মান যুগের এরা স্মারক। সুতরাং বাহ্যত মস্কৌ অধিকতর শ্রীমণ্ডিত, সংস্কৃত, —ও মর্যাদা এবং সংসার সচেতন—আর মনে হয় যেন সারবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণীর মতো পরম প্রশান্তিতে সমাহিত। বাহ্যতঃ আকৃতি ও ব্যবহারে শহরের এই সজীবত্ব ও ঔজ্জ্বল্যের সংগে শহরবাসীরা নিজেদের বেশ মানিয়ে নিয়েছে।

রেড আর্মি কোরের অনুষ্ঠিত এক কনসার্ট আরও কয়েকটি আমেরিকানের সংগে আমিও গিয়েছিলাম, রাশিয়ায় এইটিই সর্বোত্তম সঙ্গতি গোষ্ঠী, এদের মধ্যে সঙ্গতীজ্ঞ ও নৃত্যবিদ্‌ও আছেন।

বিশাল প্রেক্ষাগৃহ সুন্দর পোশাক পরিহিত মস্কৌবাসীতে পরিপূর্ণ,—এরা আনন্দের চাইতেও একটু বৈচিত্র্যের আশাতেই এখানে আছেন। শ্রোতৃবৃন্দ উল্লাসভরে হট্টগোল করতে লাগলেন, হাততালি আর এনকোরের ছড়াছড়ি। গানের মত নাচও অত্যন্ত আনন্দভরে উপভোগ করা হ'ল। যে সব সংবাদদাতাদের রুশ চিত্ত বিনোদন ব্যবস্থার এই আনন্দময় প্রথার সঙ্গে পরিচয় ছিল না—তাঁরা রুশ লোক সঙ্গীত ও নৃত্যের সরস ও বলিষ্ঠ ভংগী লক্ষ্য করে বিশেষ মোহিত হলেন ও এই হাস্যময় দর্শকমণ্ডলীর মতোই আনন্দিত হলেন। এই দর্শকদলের ভীড় ও সরস উল্লাস ও উপভোগের বহর দেখে এই জাতি যে জীবনের নয় মৃত্যুর সংগে লড়াই করছে সে কথা ভুলে যেতে হয়।

তবু বাহ্যত মস্কৌ চাক্যচিক্যময় নগরী, পরে যাই মনে হোক অন্ততঃ প্রথম দর্শনে সেই কথাই মনে হবে। যুদ্ধের ধ্বংস চিহ্ন কদাচিৎ চোখে পড়ে, জার্মানরা যখন এই নগর অধিকার করার উদ্দেশ্যে তেড়ে এসেছিল তখন অপূর্ব ও অতুলনীয় পদ্ধতিতে এই নগর রক্ষা করা হয়েছিল—তবু প্রহরা ও দুর্ভোগের চিহ্নেরও অভাব নেই।—আগুনে বোমার প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করছি, বালির বাক্স

ও পিপা বোঝাই জলের বন্দোবস্ত দেখা যাবে, সারা শহরে, পথের ধারে, রাজপথে কয়েক পার মধ্যেই সর্বত্র এই ব্যবস্থা চোখে পড়বে। গলিপথে ছেলেরা বালি নিয়ে খেলা করে বটে কিন্তু একটুও নষ্ট করে না। কদাচিৎ জলে হাত দেয়। যেন কি ভয়ংকর বা পবিত্র বস্তু। বড় বড় এবং উল্লেখযোগ্য দোকানপত্রের জানালার কাঁচ নেই, কাঠ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, বা কালো কাগজের পর্দা টাঙানো হয়েছে, বড় বড় বাড়ি বা অফিসের জানালার কাঁচগুলি শাদা বা কালো কাপড়ের টুকুরো ক্রসের মত করে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। এখানে ওখানে সুউচ্চ বাড়িগুলির উপর তালায় সামরিক পর্যবেক্ষণের আভাষ পাওয়া যায়। নূতন রঙ বা পালেস্তারার জন্য প্রায় সব বাড়িই যেন কাঁদছে—নতুন বাড়ি নির্মাণ বন্ধ। প্যালেস অফ্ সোভিয়েটস্ বা সোভিয়েটদের অট্টালিকার ইস্পাতের ফ্রেম যেন বিরাট দৈত্যের কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে, এই বাড়িটি শেষ হলে আমেরিকার এম্পায়ার স্টেট বিলডিংএর মত হয়ে দাড়াবে।

কমিসারি অফ্ লাইট ইনডাসট্রিজের কাঁচের নূতন অফিসবাড়ি দেখে মনে হয় যেন ঘন লাল ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে বাড়িটি। বহু সুন্দর প্রাসাদ কামুফ্লাস করে বিচিত্রবর্ণ ও বিকৃত করা হয়েছে। সুরুচির চাইতেও আরো নিরাপত্তা অধিকতর প্রয়োজনীয়—আর আজ তাই দেশের আইন। নিরীক্ষণ করে দেখলে মস্কোর যে ঔজ্জ্বল্য প্রথম দর্শনে বর্ণাঢ্য বলে মনে হয়—তা প্রভাতী আকাশের মত অস্পষ্ট ও আবছা হয়ে আসে।

যে বন্ধ্যাত্ব আজ শহরকে ছেয়ে আছে তা যখন বোঝা যায় তখনই এই অস্পষ্ট বিবর্ণত্ব অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে। ফলের সেই দোকানশ্রেণী উঠে গেছে। আমি যখন মস্কো পৌছবো তখন চেরী আর বেরীর সময়। অন্য সময়ে এইকালে এই সব দোকানগুলি কাল আর খদিরাবর্ণের চেরী, গুজবেরী, রাসবেরী, ও ব্লাকবেরী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর জামে পরিপুর্ণ হয়ে ঝলমল করত। এখন এসব দোকান বা স্টল অন্তর্হিত হয়েছে বা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে সব হরিদ্রাবর্ণের ছোট্ট গাড়িতে আইস ক্রীম্ বা এস্কিমো পাই পাওয়া যেত সেগুলিও অন্তর্হিত হয়েছে। কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর রেঁস্তোরাঁয় অবশ্য মাঝে মাঝে আইসক্রীম পাওয়া যায়, আর এই শহরেও সমগ্র রুশ দেশের নীতি অনুসারে শুধু নিয়মিত ও পরিচিত খরিদ্দারদেরই সে সব দ্রব্য সরবরাহ করা হয়।

যুদ্ধের পূর্বে মস্কো শহরে "জল্‌দি লাঞ্চে"র ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে গড়ে উঠছিল, "কাফে-টারিয়া," এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হচ্ছিল। এখন সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খাদ্য ব্যবস্থা পরিকল্পনানুসারে বরাদ্দব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে সেইভাবে খাদ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—কারখানার ক্লাব ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানাবলীর মতো কাফেগুলিও যুদ্ধপূর্ব কালীন একটা সামাজিক বিলাসের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বে কাফেতে গিয়ে আরামদায়ক কেদারায় বসে চা বা কফি পান করা চলত, অবসর কাটানো যেত। বন্ধু বান্ধবের সংগে সাক্ষাৎকার করা চলত, গল্প করা যেত, সংবাদপত্র বা সাময়িক

পত্রিকা পাঠ করা যেত, রেডিও শোনা যেত, কনসার্ট, বেহালা প্রভৃতি আরাম করে বসে শোনা চল্‌ত—আজ কিন্তু একটিও কাফে খোলা নেই। যে সব আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য মস্কৌ উপভোগ করতে সুরু করেছিল কালক্রমে আজ তা একটা স্মৃতি মাত্র।

খাদ্য বরাদ্দও তেমন স্বচ্ছল নয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা দু পাউণ্ড কালো বা শাদা রুটি প্রত্যহ পায়। মাসে ওরা সাড়ে পাঁচ পাউণ্ড cereal, ঐ পরিমাণ মাংস, আড়াই পাউণ্ড মাছ, সওয়া একপাউণ্ড চিনি এবং দু পাউণ্ড মাখন পায়। রুটি অবশ্য নির্ধারিত পরিমাপ হিসবে পাওয়া যায়, কিন্তু যখন, মাছ, বা মাংস সেই ভাবে সব সময় পাওয়া যায় না, আড়াই পাউণ্ড মাংসের পরিবর্তে মাঝে মাঝে পনরটি ডিম দেওয়া হয়। সম্প্রতি এখানে আমেরিকান লাউ বা চর্বির আবির্ভাব হয়েছে, মাখনের পরিবর্তে এই এক গ্রহণযোগ্য বস্তু। আড়াই পাউণ্ড মাংসের সংগে আধপাউণ্ড করে লার্ড দেওয়া হয়। সাধারণে তাই আনন্দ করে গ্রহণ করব, রুটি দিয়ে মাখনের মত মাখিয়ে খায়।

অফিস কর্মচারীদের—রেশন আরো পরিমিত—তারা প্রত্যহ সওয়া এক পাউণ্ড রুটী পায়, আর মাসিক সওয়া তিন পাউণ্ড cereal ও এক পাউণ্ড রুটী, পৌনে এক পাউণ্ড চিনি, তিন পাউণ্ড মাংস ও দু পাউণ্ড মাছ পায়—যুদ্ধ সংক্রান্ত কারখানাদিতে যে সব শ্রমিকরা কাজ করে, তাদের মত, এদেরও যে সব রেশন পাওয়া যায় না বা কম পাওয়া যায় তার পরিবর্তে অন্য কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

ছোট ছেলেমেয়েদের প্রত্যহ ছ গ্লাস দুধ ও অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীলোকদের অধিক পরিমাণে চিনি ও চর্বি দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এইসব নির্ধারিত রেশনকে বাড়াবার উদ্দেশ্যে কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিশেষত বিদ্যালয় সমূহের বাগানের শাকসব্জী উৎপাদনের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। মস্কৌতে প্রায় ২০০,০০০ গৃহস্থ তাদের বাড়ির পিছনে বা শহরতলীর বাগানে খাদ্য উৎপাদনের বন্দোবস্ত করেছেন।

বারন্দার একপাশে কাঠের প্যাকিং বাক্সে বর্ধিত লেটুস গাছের দিকে আঙুল নির্দেশ করে জনৈক মহিলা বলে উঠ্‌লেন—"দেখ্‌ছেন!"

আমায় হাসি পেল, চাপতে পার্‌লাম না।

স্ত্রীলোকটি প্রশ্ন কর্‌ল—হাঁসছেন কেন?

বল্‌লাম—হাঁসছি তার কারণ যখন লেটুস উৎপাদনের জন্য প্রচার চল্‌ছিল তখন আমি রাশিয়ানদের বারবার বল্‌তে শুনেছি যে ওরা কখনও লেটুস খায়নি, লেটুস ঘাসের চাইতে ভালো নয়, মুরগীর পক্ষে উপকারী মানুষের যোগ্য নয়।

মহিলাটি গম্ভীর গলায় বল্লেন—এখন কিন্তু হাওয়া বদ্‌লেছে, এখন আমরা সবাই ভিটামিন সচেতন—আহারযোগ্য হলে যে কোনো সবুজ কাঁচা জিনিষও আমরা খাব।

কথাটি অবশ্য সত্য! ছোট ছেলে ও বয়স্কদের শাকশব্জী বপনের উপযোগী জমি-জায়গার সন্ধানে আমি ঘুরতে দেখেছি, যে কোনো ধরণের শব্জী—শুধু খেতে পার্‌লেই হ'ল—আর ভিটামিন থাকা চাই।

যাঁদের সংগে দেখা করার বাসনা ছিল বা যাদের আমি জান্‌তাম এমন বহুলোক এখন মস্কোর বাইরে। লেখকরা সব সেন্ট্রাল এসিয়া বা সাইবেরীয়ায় গিয়াছেন। অভিনেতৃবৃন্দ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন—বে-সামরিক ও সামরিক নাগরিকদের চিত্তবিনোদনে তাঁরা ব্যস্ত। শিক্ষকরা সবাই শহরের বাইরে—হয় যুদ্ধে ব্যস্ত নয়ত সেনাবাহিনীর জন্য ট্রাক চালাচ্ছেন—বা যৌথকৃষিশালায় ফসল সংগ্রহ কর্‌ছেন। যে সব শ্রমিকদের জানতাম তারাও নেই,—অনেকের সংগে আর কখনও দেখা হবে না। একজন সঙ্গতিসম্পন্ন রসিক ইউক্রেনীয় যুবক সমপ্রকৃতি সম্পন্না একটি ইহুদী যুবতীকে বিবাহ করেছিলেন, এঁদের বাড়ীতে অনেক আনন্দময় সন্ধ্যা কাটিয়েছি, শুন্‌লাম ছেলেটি বেচে নেই। এর স্ত্রী এখন লক্ষ্যভেদী স্নাইপার হয়েছেন শুন্‌লাম। একজন প্রতিবেশিনী মহিলা বল্লেন—"বেশ আছে, জার্মান ফ্রিজ বধ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" বহু শ্রমিক, অনেক—আরও অনেকে, অফিস কর্মচারী, স্কুল মাষ্টার, কলেজের ছাত্র প্রভৃতি যারা ১৯৪১এর শরৎকালে স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, তার ভিতর অনেকেই আর ফিরে আসেনি। এদের অনেকের স্ত্রী ও পরিবারবর্গকে পূর্বাঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—আর অনেকে আবার শহর থেকে যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজ করে চলেছেন, ভালই কাজ কর্‌ছেন। বাড়ি দেখছেন, ছেলেদের মানুষ করছেন আর দ্রুত এবং বিজয় গৌরব মণ্ডিত যুদ্ধাবসান কামনা কর্‌ছেন।

এনা ভ্লাডিমিরোভনা ও তার স্বামী বোরিস নিকোলোভিচ্-এর কথা মনে হ'ল বোরিস একজন শক্তিমান রসায়নবিদ। এদের ঠিকানা আমার কাছে ছিল, তাই এঁদের সংগে দেখা কর্‌তে গেলাম। অনেক দূরে গলিপথের ভিতর নব গঠিত একটি প্রকাণ্ড বাড়িতে এরা থাক্‌তেন। এই বাড়ীর লিফ্‌ট্ সেদিন নিস্ক্রীয় হয়ে গিছল, আমাকে ছ' তলা সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠ্‌তে হ'ল। সিঁড়িগুলি অসমান ও অশোভন, রাশিয়ার দ্রুতগতিতে গঠিত অধিকাংশ বাড়িই লাল। সর্বোচ্চতলার উঠে ছাদের ফ্লাটটিতে গিয়ে দেখি দরজায় সেই নাম ফলক বসান নেই, এমন কি চিঠির বাক্সটি পর্যন্ত নেই। কলিং বেলের একটা শাদা বোতাম উঁচু হয়ে আছে, সেইটি সজোরে টিপলাম। ভিতর থেকে একটি মেয়ে বলে উঠ্‌ল …কে? আমি জানতে চাইলাম এনা ভ্লাডিমিরভনা আছেন কিনা। দরজা খুলে একটি তরুণী মেয়ে বেরিয়ে এল, খালি পা, বেশ কঠিন পা দুখানি। আর পরিধানে লাল পোষাক।

বুঝলাম—এ মেয়েটি এনার মেয়ে ইলেনা নয়, ছ'বছর পূর্বে তাকে চৌদ্দবছরের দেখে ছিলাম। মেয়েটি একটু ইতস্তত করে বল্‌ল…"এনা ভ্লাডিমিরোভনা অসুস্থ, তিনি শয্যাশায়ী—

আমি শুধু বলেছি—"তাঁকে বলুন—"

অমনি পাশের ঘর থেকে সুরেলা কণ্ঠে ভেসে এলো…ও মরিস,—মারুসিয়া ওঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসো না—

মৃদু হেসে লজ্জানত মুখে মারুশিয়া আমাকে আনা ভ্লাডিমিরোভনার ঘরে নিয়ে গেল। প্রাঙ্গনের সামনেই ঘর, দুটি বড় বড় জানালা আছে, অস্তমান সূর্যের আলোয় ঘরখানি

২০

উদ্ভাসিত। হালকা বাদামী রঙের একখানি কম্বল গায়ে দিয়ে আনা বিছানায় শুয়েছিল। আনার মুখখানি ম্লান ও রক্তহীন—আর সাতান্ন বছর বয়সেও একটি কুঞ্চিত রেখা মুখে নেই, মুখটি মসৃন, দীর্ঘায়ত কালো চোখ দুটি পুরানো দিনের মতই করুণায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আনা বল্‌ল—ওর অসুখ তেমন গুরুতর নয়। ডাক্তাররা বলেছেন—স্নায়ু-দৌর্বল্যই ঘটেছে ডাক্তারবাবু বিছানায় পড়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আনার মতে কিন্তু এ সব কথা নিয়ে আলোচনার কিছু নেই।

আমি ওর পরিবারবর্গের কথা জান্‌তে চাইলাম,—মস্কোর অন্যতম চমৎকার ও প্রাণ চঞ্চল সংসার ওদের। আনা নিজে এবং বোরিস নিকোলোভিচ শুধু রাজধানীতে আছে! বড় ছেলে সেনাদলে যোগ দিয়েছে, একজন ইনজিনিয়ার, তাদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি আসে। সেনাদলভুক্ত কারো চিঠির মতো অন্য কোনো চিঠিরই এত দাম নেই—এর অর্থ সে বেঁচে আছে। মস্কোর বহু বাসিন্দার সংগে আলাপ করেছি, সব পরিবারের কেউ না কেউ যুদ্ধে যোগ দিয়েছে আর তার চিঠির জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব ও উৎকণ্ঠ। একমাস বা দুমাসের ভিতর যদি কারো চিঠি না আসে তাহলে ধরে নিতে হয় অশুভ কিছু ব্যাপার ঘটেছে,—বেচারারা এই কথাই ভাবে।

আনা ভ্লাডিমিরোভনা বুকে হাত রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল। তারপর আবার সংসারের কাহিনী সুরু কর্‌ল। ওর বড় মেয়ে নাতাশা চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রী পেয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে, ওর স্বামীও ডাক্তার, তিনিও যুদ্ধে, একই ফ্রণ্টে, তবে বিভিন্ন হাসপাতালে। ছোট মেয়ে হীলনা একটা সুদূর সহরে সামরিক বিদ্যালয়ে বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা দেয়, আশা আছে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষার অধ্যাপিকা হতে পারবে। বোনঝি লুবোচকা, যাকে এরা প্রতিপালন করছিলেন, সে কৃষি বিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে সাইবেরীয়ার একটা বড় ব্যাধিশালায় জীবন্ত পশুর বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হয়েছে।

বহু মস্কোবাসী সাইবেরিয়া ও ইউরালে গিয়েছেন....প্রায় মন্ত্রোচ্চারণের মত ভংগীতে আনা বল্‌ল—সাইবেরিয়ার সংগে এতখানি ঘনিষ্ঠ আর কখনও আমরা ছিলাম না। খুব কম পরিবারকেই আমরা জানি যাদের কেউ না কেউ ঐ সাইবেরিয়া বা ইউরালে নেই। সাইবেরিয়া ও ইউরাল চমৎকার দেশ! চিরদিনই এমন চমৎকার হয়ে থাক্‌বে।

আনার কণ্ঠে গর্বের সুর, অধিকারী সুলভ গৌরবের আভাষ! আনা জান্‌তে চাইল —"মস্কো কি রকম লাগছে?"

বল্‌লাম—"ঝক্ ঝক্ করছে?"

"সত্যি ঝক্ ঝক্ করে, না? জীবন এখন কঠিন, এত কঠিন যে আপনার কল্পনাতীত —কিন্তু শহরের আকৃতি ও জনসাধারণের প্রকৃতি থেকে আপনি কিছুতেই তা বুঝ্‌তে পার্‌বেন না, বিশেষত গ্রীষ্মকালে। এই রকমই ত হওয়া উচিত—শোক করে লাভ কি?"

এমন ভাবে কথা বল্‌তে লাগ্‌ল যেন ওর ছোট মেয়ে হীলনা কথা বল্‌ছে, ভাষায় আত্ম-নিন্দা বা শোকোচ্ছ্বাস নেই, আছে আনন্দ ও সংগ্রামের সুর।

উচ্চগ্রামে একটু হেসে উঠ্‌ল আনা—বলে, মাঝে মাঝে আমি স্বামীর জন্য, নিজের জন্য, বন্ধুজনের জন্য হাসি। এমনই হাসি। যুদ্ধের পূর্বে আমরা সত্যি নষ্ট হয়ে গিছলাম—। একবার আমার স্বামী মান্দারিন জুস্‌ বা খেতে চাইলেন। শরীর ভালো ছিল না তাই ডাক্তার বলেছিলেন নিয়ম করে খেতে, ঝি বল্লে দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না, ফুরিয়ে গেছে।

বিশ্বাস হবে না আপনার—আমার স্বামী উত্তেজিত হয়ে বল্লেন—দোকানের মাল ফুরিয়ে গেছে এর চাইতে বাজে কথা কি হতে পারে—নন্‌সেন্স! আনা আবার হাস্‌ল। তারপর যেন স্ত্রী সুলভ উত্তেজনা চাপার জন্যই বুকে হাত চেপে রেখে, আমার অনুপস্থিতিতে এই মস্কো শহরের কি কি পরিবর্তন ঘটেছে সেই কথা বল্‌তে লাগল। বাড়ি পাওয়া শক্ত, ও বস্ত্র এখনও দুর্লভ, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অভাব নেই। মাংস, মাছ, দুধ, ডিম সবই প্রচুর পাওয়া যায়—তবে হয়ত এক দোকানে পাওয়া যায় না। শীতকালে হয়ত দুধ কেনা শক্ত. কিন্তু পাওয়া যায় এবং বেশ ন্যায় সঙ্গত দরেই পাওয়া যায়। সারা শীতকাল ধরে শাকশব্জী পাওয়া যায়। বাছুর যেমন দুধ খায়, মস্কোবাসীরা তেমনই টমাটোর রস খেতে সুরু করেছে—সর্বদাই খাচ্ছে। টিনে করা শস্যাদিও খেতে সুরু করেছে সবাই। আমাদের এখানেই ত' তৈরী হ'ত, গত বছর আপনি যখন এখানে ছিলেন, তখন ত' আপনাকে বলেছিলাম যে ও দ্রব্য মানুষ খায় না ওসব পশুর খাদ্য। আমরা সহ্য কর্‌তে পারি না। এখন কিন্তু নিকোলোভিচ আর আমি এই কথা স্মরণ করে হাসি, কি একগুঁয়েই ছিলাম আমরা।

যুদ্ধ পূর্বকালে খাদ্য-সংকট সংবাদ শুধু নতুন নয় বেশ উত্তেজক মনে হ'ত। এতদ্বারা বোঝা যেত যে খাদ্য সম্বন্ধীয় ব্যাপারে মস্কো অতি দ্রুতগতিতে আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণ কর্‌ছে। আর্মেনিয়ান কমিসারি অফ্‌ ফুডের তরুণ প্রতিনিধি মিকোইয়ান আমেরিকায় স্বল্পকালের জন্য যাওয়ার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল্‌ছি, কর্ণ ফ্লেক সম্পর্কে রাশিয়ায় বিতৃষ্ণা ছিল প্রবল। মনে পড়ে একবার বনভোজনরত একদল আমেরিকান একটি দোকানে 'কর্ণ ফ্লেক' কিন্‌তে চাইলে দোকান কর্মচারী বল্‌ল, কিন্‌বেন না, ওসব জিনিষ কেউ কেনে না!

আমার কথা অনুসারে বিচার কর্‌লে বল্‌তে হবে যে কালক্রমে এই বিরূপ মনোভাব কাটানো হয়েছে। প্রচুর কারখানাজাত খাদ্য দ্রব্য রাশিয়ার গৃহস্থের গৃহে প্রচলিত। মস্কো আবার "তুষারিত" (frozen) খাদ্যও গ্রহণ কর্‌ছে, জমানো শাকশব্জী, জাম, মাংস প্রভৃতি বিক্রীত হচ্ছে, এমন কি শীতেও তার চাহিদা আছে। টিনের খাবার, শুখ্‌নো খাদ্য, সংরক্ষিত খাদ্য—মস্কোতে প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু এখন হ'ল যুদ্ধের সময়—যদি প্রচুর রুটি ও বাঁধা কপি পাওয়া যায়, আর এক টুক্‌রো মাংস ও একটু আমেরিকান লার্ড পাওয়া যায় তাহলেই রাশিয়ানরা বাঁচতে পারে, কাজ কর্‌তে পারে। আর যুদ্ধ কর্‌তে পারে—সত্যই ওরা তা পারে।

কথা কইবার ভিতরেই বোরিস নিকোলাইভিচ্‌ এসে হাজির। আমরা দেখে ত' চিন্‌তেই পারিনা—বেশ যেন বয়স হয়েছে, কপালে কুঞ্চিত রেখা, মুখখানি আরো কঠোর, আর ডাচ্‌ ফ্যাসানে ছাঁটা সেই দাড়ি অন্তর্হিত হয়েছে।

আনা বল্ল—একটু বুড়ো হয়ে গেছে না?—তারপর এমন ভাবে হাস্তে লাগল যেন যা বলেছে তা পরিহাস মাত্র। বোরিস একথা গায়ে মা্ল না, মুখে বল্ল—কিছুতেই নয়, বরং বয়স কমে যুবক হয়ে উঠেছি। এখন সবাইকেই তরুণ হতে হবে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে—ও ছাড়া উপায় নেই। এখন আমরা সবাই তরুণ, এদেশে এখন আর কেউ বৃদ্ধ নেই, সব ধুয়ে, মুছে লুপ্ত হয়ে গেছে, সবাই আবার তারুণ্য লাভ করেছে। তার পর বারিটোন স্বর মাধুর্যমণ্ডিত কণ্ঠে হাস্‌লো—ওই অধুনা-লুপ্ত দাড়ির মতো কণ্ঠের স্বরও আজ অন্তর্হিত হতে বসেছে।

চায়ে বস্‌লাম, রুটি, মাখন, চীজ ও মাছ আছে। খাবারে ভাগ বসাতে অবশ্য ইচ্ছা করছিল না, একে বর্তমান কালের খাদ্য সংকট আর রাজধানীতে আমার খাবার ব্যবস্থা ত' আছেই।

কিন্তু গৃহকর্তা ও কর্ত্রীর জেদ, আর রাশিয়ান আতিথেয়তায় বাধা দেওয়া কঠিন।

চা "খেতে" (মস্কোবাসীরাও বাঙালীদের মত বলে 'চা খাওয়া'—পান করা নয়) খেতে, আমেরিকা, মিত্রবাহিনী, জার্মানী, আর সব ছাড়িয়া জার্মান অগ্রগতির সময় মস্কোর অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা চল্‌ল।

আনা বল্‌ল—একদিন আমাদের ঝি এসে বল্‌ল, জানেন গিন্নীমা, রাস্তায় সব বলাবলি করছে, সন্ধ্যার মধ্যে জার্মানরা শহরে ঢুকে পড়্‌বে। আমি যেন কেঁপে উঠলুম। এই বলে আনা যেন দারুণ শীতে কেঁপে উঠ্‌ল।

বোরিস বল্লেন—আমার ল্যাবরেটারীতে বসে জার্মান কামানের আওয়াজ পেতাম, কি তীব্র আওয়াজ! আপনি জার্মান প্রচার গ্রন্থাবলী পড়েছেন?

বল্‌লাম—তেমন বেশি পড়িনি।

আনা বল্‌ল—ভাগ্যবান পুরুষ!

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম। জার্মানীকে যতই ঘৃণা করুক রাশিয়ানরা, জার্মান সাহিত্য, সঙ্গীত, বা যে কোনো ধরণের জার্মান শিল্প সম্পর্কে আন্তরিক সাধুবাদ না জানিয়ে থাক্‌তে পারে না।

আনা গম্ভীর গলায় বলল—যদি বেশি জার্মান প্রচার গ্রন্থাবলী না পড়ে থাকেন, তাহলে জার্মানরা আজকাল যা বলে তার অনেক কিছুই আপনার পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ হবে।

বোরিস বল্‌ল—আমরা প্রচুর জার্মান সাহিত্য পড়েছি, মাঝে মাঝে আমরা স্বামী-স্ত্রীতে বলাবলি করি, যে সব জার্মান কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকারের রচনা পড়ে আমাদের কল্পনা ও ভাবাবেগ আন্দোলিত হয়েছে তাঁদের জননীরা আজ কোথায়? কি করে তাঁরা আজকালকার জার্মান সৈন্যদের মত সন্তান গর্ভে ধারণ করতে পারেন?

আনা বল্‌ল—জীবনে প্রথম আমি আতঙ্কিত হলাম, মৃত্যু সম্পর্কে নয়,—মৃত্যু ত' সহজ কথা, শুয়ে পড়ুন, পড়ে যান, তারপর মৃত্যু ও শেষ। এতে আর বেশি কি এসে যায়? কিন্তু ১৬ই অক্টোবর আমি আতংকিত হয়ে উঠেছিলাম—আমার জীবন, আমার সত্তা,

আমার চিন্তা, আমার ভাবাবেগ, আমার রুচি, আমার উপভোগ, আমার বন্ধু বান্ধব, আমার বই, সব কিছু সম্পর্কেই আতংকিত হয়েছিলাম। বুঝ্লাম আমার বলে আর কিছু নেই, আমার রক্ত, ভাষা, ঐতিহ্য, আমার প্রাচীন শ্লাভ বংশগৌরব, মস্কো প্রিন্সদের সমসাময়িক বনেদীয়ানা জার্মানরা শ্রদ্ধা করতে বাধ্য। সহসা মনে হল—যেহেতু আমি আমিই, রাশিয়া আমাকে যেভাবে গড়েছে প্রাচীন ও নূতন রাশিয়া চিরদিনের রাশিয়া আমাকে যেভাবে গড়েছে, সেই হেতুই শত্রুর চোখে আমি মৃত্যুরই যোগ্য। এমনই আতংকিত ও সন্ত্রস্ত হলাম যে একটা ভীষণ কাণ্ড করে বস্লাম।

স্বামী বোরিস্ বল্লেন—ও কি করতে বসেছিল জানেন ?

স্ত্রী বল্লেন—আমি সব বইগুলো পুড়িয়ে ফেল্ব মনে করেছিলাম।

উচ্চৈস্বরে হেসে স্বামী বল্লেন—বুঝুন একবার ব্যাপারখানা—কয়েকটা থলে আর বাক্স সংগ্রহ করে তাড়াতাড়ি সেল্ফ্ থেকে মুঠো মুঠো বই নিয়ে বোঝাই করলাম—টমাস ম্যান, ফয়েখট্‌ভানগার, গ্যয়টে, গর্কী, শেখভ্, টলস্টয়, ইত্যাদি জার্মান ও রুশ লেখকের অসংখ্য বই। এইভাবে থলে ও বাক্স বোঝাই করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলার মতলব করলাম।

"ভেবে দেখুন—গর্কী, শেখভ, টলষ্টয় উনুনে ফেলে জ্বালানোর ব্যবস্থা।"

"ওরা এই রকম কিছু করবে কল্পনা করাও আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল।"

"ভাগ্যক্রমে আমি তখন অফিস থেকে ফিরছিলাম, ওকে এক রকম টেনে তুলে নিয়ে এলাম '

'একথা স্বীকার করা পাপ, তবে উনি এ কার্য করেছিলেন—ভয়ে ও আতংকে আমি এমনই হিষ্ট্রিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।'

"ওর কাঁধ থেকে বই-এর থলি নামিয়ে বুক্‌সেলফে রেখে বল্লাম—এই বই তোমার ও আমার কাছে পরম পবিত্র, আমাদের যুক্ত আত্মা যেন এর ভিতর রয়েছে, আমাদের এই সাইত্রিশ বছরের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের এই আনন্দ সম্পদ, শুধু আমাদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই জার্মানরা এগুলি নিয়ে যেতে পারে,—জীবন্তে নয়।

"আমাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করে উনি বল্লেন, প্রিয়ে, এইখানেই থাকব আমরা, এই আমাদের প্রিয়তম মস্কো শহরে থাক্‌ব, যদি শত্রু আসে, তাহলে পরস্পরের বাহুবন্ধনে এইভাবেই যে বই ওরা ঘৃণা করে ও আমরা ভালোবাসি তার সামনে দাঁড়িয়েই ওদের রুখ্‌ব। শেষ মুহূর্ত অবধি আমরা রুশ ও মস্কোবাসী।"

আনা ভ্লাডিমিরোভনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্ল উনি এই কথাই বলেছিলেন,—"পক্ককেশ স্বামীর মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আনা বল্‌তে লাগ্‌ল—আর আমার ভয় রইল না, আমি চরম অবস্থার জন্য প্রস্তুত হলাম, এখনও আমরা সকলে তাই আছি, কোনো ভয়-ডর নেই, ওদের সম্পর্কে ভয় নেই এতটুকু—কেমন বোরিস, তাই নয় ?"

গলার স্বর না উঠিয়েই বেশ সাহস দৃঢ়তা ও কর্কশ ভংগীতে বোরিস বল্লেন—নিশ্চয়ই। মরতেও ভয় নেই, মারতেও ভয় নেই। আমরা অনেক জার্মান বধ করেছি, আরো বধ

করব, এ কাজ করতে ঘৃণা হয়, ভগবান ক্ষমা করবেন, তবু ওদের মারতে হয়। আমাদের ছেলেরাও জার্মান বই পড়তে শিখেছে, ইতিমধ্যেই অনেকে বেশ শিখে গেছে।

কিছু পরে আমি ওদের বাড়ি থেকে চলে এলাম।—মস্কৌতে মধ্যরাত্রিতে কারফিউ, তাই তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে আসা প্রয়োজন। নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা এমনই কঠোর যে পথে বেরিয়ে মনে হল, পৃথিবীটায় কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। কিছুই দেখতে পারছিলাম না, এমন কি যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম তার প্রান্তরেখাও নয়। কয়েক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে চোখটিকে অন্ধকার ভেদ করতে অভ্যস্ত করে নিলাম। তারপর ধীরে ধীরে প্রাঙ্গন পার হতে লাগলাম, হাত দুটি সামনের দিকে এগিয়ে রাখলাম, পাছে কারো সংগে বা কোনো জিনিষের সংগে ধাক্কা লাগে।

রাস্তার ফুটপাথের ওপর ইটের বোঝা, ও বাঁকের মুখে লোহার রেলিং থাকায় ফুটপাথ ছেড়ে মধ্য রাস্তা দিয়েই পথ চলতে লাগলাম। একটি মোড়ের মাথায় সামনে পিছনে একবিন্দু আলোহীন একখানি ট্রাক ছুটে এল, কোনক্রমে সরে আত্মরক্ষা করলাম। তারপর আবার ফুটপাথ ধরে গোর্কী স্ট্রীটে পড়লাম। পৃথিবীর অন্য সব দেশের মত এখানে লাল ও নীল "ট্রাফিক লাইট" আছে। গাড়ি ছুটে চলেছে, অদৃশ্য দৈত্যের মত সবুজ ও হলদে চোখ মেলে এদিক ওদিক গাড়ি ছুটছে। মাঝে মাঝে শব্দহীন পটকার মত আলোর স্ফুলিঙ্গ ফুটপাথের ওপর কেটে পড়ছে, কিছুক্ষণ থাকছে তারপর আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সদা-সতর্ক সামরিক স্বেচ্ছাবাহিনীর লোকেরা, সামরিক প্রহরীরা এই বিদ্যুৎ বিকীরণ করছেন। কাঁধে রাইফেল আর বেয়নেট, পিছনে বারুদের পোঁটলা, মাঝে মাঝে পথচারীকে থামিয়ে তার পরিচয়সূচক কাগজ-পত্র পরীক্ষা করছেন। এই সব উর্দি পরিহিত শ্যেনদৃষ্টি সম্পন্ন সামরিক বাহিনীর লোকজন বিশেষ সাবধানতা সহকারে পরীক্ষা করে দেখেন এরা রুশ না জার্মান, লালফৌজের ছদ্মবেশে জার্মান কিনা।

হোটেলে এসে পৌছলাম। শহরের সমুখস্থ বিশাল পার্কটি অন্ধকার গ্রাস করেছে, সারা শহরটি জনশূন্য ও শব্দহীন মনে হয়। তবু মাঝে মাঝে বাড়ি ঘরের মতোই আলোহীন এক একটি ট্রলি বাস ছুটে আসছে আবার প্রেতের মত পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কারফিউর সময় অগ্রবর্তী। হোটেল থেকে বেরিয়ে লোকজন পথে নেমে পড়ছেন, তাদের পদশব্দ ফুটপাতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তাদের চলাচলের গতিবেগ দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। যেন উজ্জ্বল আলোকের ভিতর দিয়াই তারা সহজে ছুটে চলেছে।

এর পর আকাশে বিদ্যুৎ বিকিরীত হল—কয়েকটি মুহূর্ত শহরের বাড়ি ঘরের উপরও শহরের চতুর্দিক আলোয় ভরে উঠল—আলো গিয়ে পড়ল—গাছে, পাতায়, প্রাসাদ শীর্ষে, আলিঙ্গনাবদ্ধ তরুণ-তরুণী সেই আলোকে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

তবু এই সমস্ত সময়টুকু আমার চোখে কেবল আনা ভ্লাডিমিরোভনা ও বোরিস নিকোলাইভিচের কথাই ভাসতে লাগল, ওদের কথা যেন কানে বাজতে লাগল।

—পনের—

—ষ্ট্যা লি ন গ্রা ড—

"স্টালিন গ্রাড ...আমাদের যৌবনের স্বপ্নপুরী! এই শহরের অভীপ্সার সংগে আমাদের তারুণ্য এই শহরকে গড়ে তুলেছে, শ্রীময়ী করেছে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উৎসাহিত সাত হাজার কমসোমল মিলে ট্রাকটার বসিয়েছে · এই ভল্‌গার তীরে বসে ওরা স্বপ্ন দেখেছে, আশাও আকাশ কুসুম রচনা করেছে, প্রেম করেছে। যা তাদের প্রিয় ও অন্তরের ধন সবই এই সূর্য কিরণোজ্জ্বল শহরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। এই আমাদের জীবন যৌবন ও প্রেমের স্বপন দোলা।"

এই ছন্দোময় বাণী স্ট্যালিন গ্রাড প্রদেশের কমসোমল নেতা করোটিয়েড ও লেভকিনের লেখনী প্রসূত, "কমসোমলস্কায়া প্রাভদা: ১৯৪২ খৃঃ ২৪শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। ভল্‌গার তীরবর্তী এই সুবিশাল শিল্প সমৃদ্ধ শহরের পক্ষে এই দিনটি অত্যন্ত সংকটময়—এ দেশের ইতিহাসের অতি সংকটময় দিন। শিশু যেমন জননীর কোল আঁকড়ে থাকে তেমনই চল্লিশ মাইল দীর্ঘ, রাশিয়ার নদীতীরবর্তী দীর্ঘতম এই শহরটি হিটলারের সকল রোষ ও শক্তির লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিল—তাই হিট্‌লার তার প্রবল যান্ত্রিক বাহিনী এইখানেই নিয়োগ করেছিল। হাজার হাজার কামান, হাজার হাজার বিমান প্রত্যহ হাজার হাজার টন ডিনামাইট আর ইস্পাত বর্ষণ করেছে। জার্মানীর উন্নত ধরণের সমর শিল্পের এমন কোনও অস্ত্র নেই, এমন কোনো ধ্বংসকারী যন্ত্র বা সন্ত্রাসকর আয়ুধ ছিল না যা জার্মানী এই অঞ্চলে ব্যবহার করেনি, সুউচ্চ স্থান থেকে শূন্য গ্যাসোলিনের টিন, রেলের গার্ডার, এবং সকল প্রকারে ধাতব পদার্থ ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল, শুধু নরহত্যার উদ্দেশ্যেই নয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করাটাও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সব দ্রব্য পতনের প্রচণ্ড শব্দে দেশবাসীর মনে আতংক সৃষ্টি করাও একটা উদ্দেশ্য ছিল। আগুন আর রক্ত পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছে পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে—কেউ বলতে পারত না যে আগুন রক্তকে দহন করবে—না, রক্ত আগুনের জ্বালা নিভাবে। রাশিয়ার সমর-মানচিত্র কোনো সান্ত্বনা কোনো আশ্বাস বয়ে আনেনি। তা শুধু প্রবল আতংক ও গভীর উদ্বেগ সঞ্চার করছে।

করোটিয়েভ ও লেভকিনের কাহিনীতে আরো বর্ণিত হয়েছে :—

"বিধ্বস্ত, ভস্মীভূত ও আহত অবস্থায় আমাদের এই বিজয়ী শহর এখনও আমাদের জাতীয় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। এখন যখন পথে পথে তীব্র সংগ্রাম চলেছে তখনই এই শহরের মূল্য অধিকতর বেড়ে উঠেছে। এই শহর এখন তাই অমূল্য হয়ে উঠেছে। অনির্বান অগ্নিশিখা আমাদের অন্তরকে দহন করছে।"

যে হাজার হাজার নবীন যুবক যারা এই স্ট্যালিন গ্রাড গঠনের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে, একে গড়ে তুলেছে, যারা এই শহরের পথে পথে, ঘরে ঘরে, ভূগর্ভস্থ খাদে যুদ্ধ করে মরেছে—এই অগ্নিশিখা শুধু তাদের নয় সমগ্র দেশের কোটি কোটি লোকের অন্তরকে দহন করেছে। শতাব্দী ব্যাপী রুশ ইতিহাস, রাশিয়ার অধিবাসীরা যা বিশ্বাস করে, যা তারা পেয়েছে, যা

ছিল তাদের আশা, যা তারা নিজেদের করতে চেয়েছে—তাদের বিপ্লব, তাদের পরিকল্পনা, যা কিছু এই রাশিয়া কথাটির ভিতর বিজড়িত আছে, যা কিছু নবীন ও প্রাচীন সবই আজ এমন এক তীব্র, তীক্ষ্ণ, ভয়ংকর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে যা কোনোদিনই কারো জানা ছিল না।

স্ট্যালিনগ্রাড আজ ধ্বংস ও বিপুল গরিমার প্রতীক্। স্বনামখ্যাত কনস্টানটাইন সিমোনভ লিখেছেন : "আমাদের মাথার উপর যদি মৃত্যু থাকে তাহলে আমাদের পাশে আছে অপরিসীম গৌরব। আমাদের বাড়ির ধ্বংসাবশেষের ভিতর—আমাদের অনাথ শিশুর ক্রন্দনে—এই গরিমা, মমতাময়ী ভগিনীর মতো নিয়ত আমাদের ঘিরে আছে!" কনষ্টানটাইন সিমোনভের মত মনিষীদের এই ধরণের সুন্দর বাণী সেই ঘোরতর দুর্দিনে জনগণের মনে সান্ত্বনার বাণী বহন করে এনেছে।

তবু ১৯৪২-এর ৬ই জুন রাত্রি ২-১৫ মিঃ সময় আমাদের ট্রেন যখন মাত্র রেলস্টেশনে পৌছল। স্ট্যালিন গ্রাড তখন শহর হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে, তখনও অসংখ্য কারখানা, এসে তেলের ট্যাংক অটুটভাবে দাঁড়িয়ে আছে, এখন সেই শহর বিদ্যা বিতরণের কেন্দ্রস্থল, পার্ক, থিয়েটার আর ঘর বাড়ি সবই রয়েছে,—প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক মানুষের আবাসগৃহ রয়েছে এই স্ট্যালিন গ্রাডে, আর এই বাসিন্দাদের সাধ্য রয়েছে সমাজের ফুল্ল কুসুম সদৃশ অভিযাত্রী যুব-সম্প্রদায়। সূচীভেদ্য নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা, আর এখনই পূর্বাকাশে ভোরের আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। প্লাটফর্মের উপর যে সব যাত্রীবৃন্দ চলাফেরা করছিলেন তাঁদের ভ্রাম্যমান ছায়ামূর্তি বলে মনে হয়। সুবিশাল রেলওয়ে ইয়ার্ডের এখানে ওখানে কে যেন মাঝে মাঝে একটা অর্ধাবৃত লাল ও সবুজ রঙের আলো দেখাচ্ছিল। অন্ধকারের বুক চিরে মাঝে মাঝে আলোটা যখন উপর দিকে উঠে আবার নীচে নেমে যাচ্ছে তখন মনে হচ্ছিল যেন কেউ নবাগত যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটা যাদুর খেলনা ইতস্তত আন্দোলিত করছে। অদৃশ্য ইঞ্জিনের বাঁশীর আওয়াজ আর ধোঁয়া ছাড়ার আওয়াজেই এই সঞ্চরণশীল হঠাৎ আলোর ঝলকানির অর্থ কিঞ্চিৎ বোধগম্য হয়।

ট্রেনখানি মস্কোগামী একটি এক্সপ্রেস—এইখানে মাত্র দশ মিনিট দাঁড়ায়। প্যাসেঞ্জাররা গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়ায়। সঙ্গে যথারীতি বোঝাই থলি, ঝুড়ি আর পোঁটলা-পুঁটলি। তারা কুলি খুঁজে বেড়ায়—আর একটিও কুলি খুঁজে না পেলে রাগে গজ গজ করে।—আমিও তাই করতে লাগ্‌লাম। আমার সহযাত্রী ছিলেন দুজন তরুণ মার্কিন কূটনীতিবিদ্ আর দুজন ব্রিটিশ পত্রবাহী কূটনীতিবিদ্। এদের সঙ্গে ছিল এক গাড়ি বোঝাই এই সব কূটনৈতিক কাগজপত্র। বাকুর হোটেলের ম্যানেজার এখানকার স্টেশন মাস্টারকে আমাদের জন্য গাড়ি, কুলি ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখার জন্য তার করেছিলেন। কিন্তু সেই অন্ধকারে যথাসম্ভব অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও কুলী কিংবা গাড়ি বা আমাদের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত কোনও প্রাণীকে দেখ্‌লাম না।

উত্তেজিত ভাবে তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের "মেল"গুলি প্লাটফরমের এক পাশে সরিয়ে রাখ্‌লাম। আমার সহযাত্রীদের তাঁদের সেই মূল্যবান সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের কাছে

রেখে আমি ষ্টেশন-মাষ্টার মশায়ের খোঁজে বেরোলাম। আমি ত' তাঁকে খুঁজে বার করতে পারলাম না। অবশেষে একটা দূরবর্তী অফিস ঘরে যিনি তাঁকে খুঁজে বার করলেন তিনি এসে বল্লেন ষ্টেশন-মাষ্টার টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন বটে তবে সে কথা তিনি ভুলে গিয়েছেন। এই ধরণের বিস্মৃতি এই নিদারুণ যুদ্ধকালেও রুশ কর্মচারীদের একটি স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। রুষ্ট হয়ে লোকটি বল্লেন—আচ্ছা ষ্টেশন-মাষ্টার ত', লোকটাকে এখনই কাঠগড়ায় খাড়া করে বিচার করা উচিত। কর্তব্য কর্মে গুরুতর অবহেলার দায়ে অভিযুক্ত করা হোক্।" বিবর্ণ মুখাকৃতি নীলনয়না তরুণী টেলিফোন অপারেটর বেদনাক্রান্ত কণ্ঠে বল্লেন—কিন্তু আজকাল এত কাজের চাপ যে ওঁর পক্ষে সব কিছু করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

এই জবাবদিহিতে লোকটি আরো জ্বলে উঠে বল্ল—হ্যাঁ, লোকটি যদি ফ্রণ্টে থাকৃত তাহলে এই জাতীয় অবহেলার ফল হাতে হাতেই পেতেন, তারা এতক্ষণে মজা দেখিয়ে দিত। একটা জরুরী ও প্রয়োজনীয় তারের কথা ভুলে যাওয়ার ফল পেতেন।" মেয়েটি মাথা নেড়ে বল্ল—উনি ত ওঁর কর্তব্য ঠিক মতই করে চলেছেন। আপনি অমন উত্তেজিত হবেন না।

লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন—ও"! তারপর নিজের উত্তেজনা ভুলে আমার দিকে ফিরে বল্লেন—*papyros* আছে?

আমি একটি মার্কিন সিগারেট দিলাম। বুভুক্ষিতের মত তিনি কয়েকটি টান দিলেন। তাঁর মনোভংগী তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল, তিনি টেলিফোন অপারেটর ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, তারপর আমি যখন বল্লাম আমাদের উচিত N K V Dর প্রধানের সংগে সাক্ষাৎ করে আমাদের উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা করা, তিনি রাশিয়ান সৈনিক সুলভ ভংগীতে হেসে বল্লেন—হ্যাঁ N K V D-র chief এর সংগেই দেখা করা যাক্—

লোকটিকে খুঁজে বার করলাম, তিনি আমাদের সাহায্য করলেন। ষ্টেশনের প্লাটফর্মে বেড়াতে বেড়াতে তেহারেণ থেকে এখানে আসার পর এইখানেই সর্বপ্রথম যুদ্ধ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা সচেতন হয়ে উঠ্লাম। এখানে ব্লাকআউট ব্যবস্থা অন্য স্থানের চাইতেও প্রবল সম্পূর্ণ—আর ষ্টেশনের ইয়ার্ডে প্রচুর হাসপাতাল ট্রেন—আমি কয়েকটি ট্রেন দেখলাম,—সেবারতা নার্সদের শুভ্র পোষাক যেন সেই অন্ধকারের বুকে তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্র দিয়ে আঘাত হান্ছে। এই নার্সদের অধিকাংশই অল্পবয়সী মেয়ে তারা সব আহত মেয়েদের পরিচর্যা করছেন। কয়েকজনকে হাওয়ার জন্য ষ্ট্রেচার করে প্লাটফর্মে বয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে।

এদের সংগে আলাপ জমাবার উদগ্র বাসনা হোল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এরা সবে এসেছে। এই জাতীয় সৈন্য সর্বপ্রথম আমার চোখে পড়ল, তাই আমেরিকান সিগারেট দিয়ে আলাপ করবার চেষ্টা করি। আমি ভুলে গেলাম, কিংবা মনে রাখবার জন্য মাথা ঘামালাম না যে এই দু প্যাকেট সিগারেট আমাকে তেহারেনে দেওয়া হয়েছিল কুইবাসেভে একজনদের দেওয়ার জন্য। আমার বাসনা ছিল দু চারটে খরচ করব, কিন্তু মার্কিন সিগারেটের জন্য

রাশিয়ানদের অপরিসীম পিপাসা সম্পর্কে কোনো ধারনাই আমার ছিল না। আর জান্‌তাম না যে বন্ধুপ্রীতির আতিশয্যে এই সেনাদল তাদের অপরাপর বন্ধুদের ডেকে আন্‌বে অংশভোগের উদ্দেশ্যে। কয়েক মিনিটের ভিতরই প্যাকেটগুলি নিঃশেষিত হ্‌ল।

তবু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। নার্সদের যিনি প্রধান তিনি এসে উপস্থিত হলেন, কথাবার্তায় এই সব আহত ব্যক্তিদের উত্তেজনা বৃদ্ধি কর্‌তে তিনি নারাজ, বিশেষতঃ এই প্রত্যুষে। স্থতরাং আমি সেই রেল ষ্টেশনের ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অপরাপর বস্তু পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে পদচারনা কর্‌তে লাগলাম। সহসা শুনলাম কে যেন আমাকে ডাক্‌ছে, পিছন ফ্রিরে দেখি ক্রাচ বগলে একটি সৈনিক আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছেন। আমি দাঁড়ালাম, কাছে আস্‌তে দেখলাম একটি কর্কটিপ্‌ ওলা রাশিয়ান সিগারেট মুখে ধরে আছেন, তারপাশে আমার দেওয়া আমেরিকান সিগারেট।

সিগারেটটি মুখ থেকে তুলে উনি বল্লেন এই সিগারেটটি একেবারে শেষ অংশটুকু পর্যন্ত আমি টান্‌তে পারি, তারপর আমেরিকান সিগারেটটি ধরিয়ে বল্লেন অন্ততঃ ৬ বার ধোঁয়া টানা যায় এমন অবস্থায় এটি ফেলে দিতে হবে। এই কি আপনাদের মার্কিনি কর্মতৎপরতা?

রাশিয়ানদের মুখে তাদের ও আমাদের সিগারেটের অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কিত আলোচনা এই সর্বপ্রথম আমার কানে এল তা নয়, আগেও শুনেছি। আর জবাবে শুধু কাঁধ নেড়ে আগের বারের মতই শ্রাগ করেছি। অন্যান্য সৈনিকেরা দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের সহকর্মীদের কথাই আন্তরিকভাবে সমর্থন করল। কয়েক মুহূর্ত ধরে প্রাণবান হাসিতামাসা আর আলোচনা চল্‌ল। তারপর সেই প্রধান নার্স সহসা এসে আলোচনা থামিয়ে দিলেন।

সর্বত্রই যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রাচীর পত্রের প্রাচুর্য, আর তাদের ঔজ্জ্বল্য যুদ্ধ সচেতনত্বের ঘনিষ্ঠতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এমন জলন্ত প্রাচীরপত্র আর দেখিনি। যুদ্ধকালীন মনোভাব ও অভিব্যক্তির সম্পর্কে ষ্টালিনগ্রাদে এতটুকু ভুল হবার উপায় নেই। অনেক প্রাচীর পত্রে লেখা আছে "Death to the German Invaders!" (জার্মান আক্রমনকারী নিপাত যাউক!) কয়েকটি প্রাচীর পত্রে দেখা গেল একজন রুশ সৈনিক একজন স্বস্তিকাচিহ্নিত পিপাকৃতি জার্মান সৈনিককে গুলী করছে অর সেই প্রাচীর পত্রের নীচে ষ্টালিনের আর একটী বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে "সম্পূর্ণ অবলুপ্তির যুদ্ধ যদি জার্মানদের কাম্য হয়, তাহলে তারা তাই পাবে—।" জার্মানদের সম্পর্কে কথাগুলি বলা হয়েছে, শুধু নাৎসী বা ফ্যাসিস্ত নয়!

আরেকটিতে লেলিনের বানী উদ্ধৃত করা হয়েছে—"জয়ের নিশ্চয়তার জন্য জনগনকে মৃত্যুর প্রতি ঘৃনায় উদ্বুদ্ধ করে তুল্‌তে হবে।" কোনো সেনাপতি এর চাইতে রণাত্মক ধ্বনি বা স্লোগান দিতে পারবেন না। শত্রুর মেশিনগানের সাম্‌নে রুশ নর-নারীর আত্মত্যাগের যে বীরত্ব ব্যঞ্জক কাহিনী প্রতিদিন দৈনিক সংবাদপত্রাদির পাতায় প্রকাশিত হচ্ছে, যে ভাবে শত্রুর কামান গর্জন স্তব্ধ করে সাফল্যময় রুশ অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছে, তদ্বারা রুশগণ কি সীমাহীন একাগ্রতার সংগে লেনিনের বানী অন্তরে উপলব্ধি করেছে তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর একটি প্রাচীর পত্র দেখলাম্ কিষান্ মজুর ও বুদ্ধিজীবিরা রাইফেল ও হাতবোমায় সজ্জিত হয়ে চলেছেন। এই চিত্রটির নীচে লেখা আছে—"প্রতি নাগরিকের কর্তব্য অস্ত্র বহন করা।" প্রতি নাগরিক! হিটলারের প্রত্যাশা বিফল করে, উদগ্র সোভিয়েট বিরোধীদের ভবিষ্যৎবাণী নিষ্ফল করে, যে সব পেশাদার সৈনিক ও সেনাপতি শুধু বিপ্লবের রক্তপাত ও শোচনীয়ত্বের দিকটুকু লক্ষ্য করেছেন অথচ তার পরিকল্পনা বা গঠনমূলক দিকটুকু লক্ষ্য করেননি তাদের উপেক্ষা করে। নাগরিকগণ অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন পরস্পরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে নয়, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বা পার্টিদলপতিদের নিধনোদ্দেশ্যে নয়, শুধু আক্রমনকারী শত্রু নিধন কল্পে অস্ত্র কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

আরেকটি বিরাট প্রাচীর পত্র নজরে পড়্ল। নিহত রমণীব বুকে একটি ক্রন্দনাতুর শিশুব চিত্র এই প্রাচীর পত্রে আঁকা হয়েছে, তার নীচে লেখা আছে—"তোমাদের মা ভগিনীর এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।"

রাস্তার ধারে বেড়ায়, প্রচাব চিত্রের ঘাঁটিতে, প্রাসাদগুলিব দেযাল গাত্রে, উড্ডীয়মান পতাকায়—আক্রমনকারী শত্রুর প্রতি গভীর অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করা হয়েছে। শুধু অস্ত্র-শস্ত্র নয় প্রচণ্ড দৃঢ়তার এই এক অস্ত্রাগার। এই ভল্গার শহর, এই রাশিযান শহর, এই সোভিয়েট-নগরী, তার সমগ্র জনগণ যান্ত্রিক শক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধ প্রতিবোধে নেমেছে।

সুদূর ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দের সেই শোচনীয় বৎসরে, তৎকালে জারিৎসীন নামে পরিচিত, এই শহরের উৎপত্তি—ভৌগলিক অবস্থানের বিশেষত্বের জন্য এই অঞ্চলটি তদবধি সকলপ্রকার আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক আক্রমণের কেন্দ্র হয়ে আছে। নিম্ন ভলগা উপকূল, উত্তর ককেস্সস্, খাস ককেস্সস্, কুবানের কালো মাটির জমি, সারাটোভ, কাজান, নিঝনি ও অন্যান্য ভল্গা শহর এবং মস্কো সেন্টপিটসবার্গে (লেলিনগ্রাড) প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে প্রবেশের এই হ'ল সহজ ও সুগম পথ। এই ষ্ট্যালিনগ্রাড না থাক্লে জার কিংবা বিপ্লবীদল বিদেশী আক্রমনকারী বা স্বদেশী ষড়যন্ত্রীদল কোনদিনই বাশিয়ার মর্মকেন্দ্রে পৌছে রুশ জাতি ও রাষ্ট্রের নায়কত্ব করার কথা কল্পনা কর্তে পার্তেন না। এই হল সর্বাপেক্ষা ঝড় ঝপটাক্রান্ত ধূলি ধূসরিত ভলগার একদা-প্রাদেশিক শহরের নাটকীয় ইতিহাস।

ভ্রমক্রমে বৈদেশিকরা এমন কি অনেক রুশবাসীও মনে করেন এই অঞ্চলের প্রাক্তণ জারিৎসিন নামটির উৎপত্তি "জার" থেকে আর তার সংস্পর্শ রয়েছে রোমানোফ্ সাম্রাজ্যের সংগে; কিন্তু তা নয়। এই নামটি কর্দমাক্ত তাতার নদী *Sary-soo* বা হলুদে জল, এই কথা থেকে উদ্ভূত। রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে হ'ল *"Tsaritsyn"*। একটি ক্ষুদ্র দ্বীপকে এই নদীটি ঘিরেছিল, আর সেই দ্বীপটিতেই এই শহর সর্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়েছিল।

মূল শহরের জীবন ছিল স্বল্পকালস্থায়ী। সেই শতাব্দীতে যে কিষাণ যুদ্ধাবলী সংঘটিত হয় তার ফলেই এই শহরের গৌরবহীন অকালমৃত্যু ঘট্লো। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সামরিক সর্বাধ্যক্ষ্য ভ য়ে ভ ডা, এই শহর পুর্ণগঠন করেন। এইবার আর দ্বীপের উপর নয়, সুদৃঢ করার

জন্য মূল ভূমির ওপরে শহর পুন প্রতিষ্ঠিত করা হ'ল। এই কাষ্ঠময় শহরের মাত্র তিনশ পঞ্চাশটি অধিবাসী ছিল, তাদের অধিকাংশই ছিলেন কর্মচারী, তাঁদের ভৃত্যাবলী এবং সামরিক প্রহরী বৃন্দ। জারের দক্ষিণতম ফাঁড়ি ছিল এই অঞ্চল। তবে সামান্য গ্রাম বা শহর মাত্র ছিল না, এটি ছিল একটি সামরিক দুর্গ বিশেষ। কসাক বা অন্যান্য লুণ্ঠনকারী ভ্রাম্যমান দস্যুদল যারা তৎকালে পদব্রজে বা অশ্বপৃষ্ঠে এই সব শৈলসানু লুণ্ঠন করে বেড়াত বা গ্রাম গ্রামান্তরে বা তুরস্ক বা পারস্যে যে সব বানিজ্যিক যানবাহন পণ্যদ্রব্য নিয়ে চলাচল করত তাদের অবরোধ করত, তাদের কাছ থেকে এই শহরের দ্বার সম্পূর্ণ ভাবে রুদ্ধ করা ছিল।

ভয়েভডা জারকে লিখেছিলেনঃ "তস্কর কসাকবৃন্দের এই জারিৎসিনের ওপর লক্ষ্য আছে। তারা এই অঞ্চল জালিয়ে দিয়ে এখানকার সরকারী কর্মচারী ও প্রহরীবৃন্দকে আঘাত করতে অভিলাষী হয়েছে, কারণ তাদের লুণ্ঠন অভিযাত্রা সর্বত্রই এঁরাই প্রতিহত করছেন।"

কিন্তু সেই ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের সুদৃঢ় শহরের কাষ্ঠময় বেষ্টনীতে, অদ্বিতীয় বিদ্রোহী কসাক, ষ্টেনকা রেজিন, আঘাত হানলেন। তিনি টুর্গেনিভ নামধারী তদানীন্তন ভয়েভডাকে আত্মসমর্পন করতে বললেন। ভয়েভডা আত্মসমর্পনে অস্বীকার করতে লাগলেন। ক্ষিপ্ত হয়ে ষ্টেনকা স্বয়ং তোরণ দ্বারে এগিয়ে এল, ভয়েভডাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পর দিন ফাঁসি দেওয়া হল।

জারের হাত থেকে এই অঞ্চলটি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এরপর ও বহুবার কসাকরা চেষ্টা করেছে। ষ্টেনকা রেজিনের হাতে পতনের দেড়শ বছর পরে আর একজন শক্তিশালী বিদ্রোহী কসাক, ইয়েমেলিয়ান পুগাসেভ্ এর বেষ্টনীতে আঘাত হানলো। কিন্তু পুগাসেভ্ শহরটি জয় করতে পারলেন না, অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে সহরটি রক্ষা করা হয়েছিল। বণিক ও তাঁদের কর্মচারীবৃন্দ এই বিজয়ে এতই পুলকিত হয়েছিলেন যে মহাসমারোহে বিজয়োৎসব অনুষ্ঠিত হল। তারপর এরা এই অঞ্চলের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করে এই অঞ্চলটিকে প্রতিক্রিয়ার একটি পীঠস্থান করে তুললেন।

এই জারিৎসিনের জনসংখ্যা যদিও ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল, এখানকার ব্যবসা বাণিজ্যের অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উন্নতি হতে লাগল। মাছ, কাঠ, রুটি, মাংস, কাঁচা চামড়া পশম প্রভৃতি পন্যদ্রব্য এখানকার সম্পদ হয়ে উঠল। এর পরে এল যন্ত্র যুগ, মস্কো সেণ্টপিটার্সবর্গ প্রভৃতি অপরাপর সহরের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করবার জন্য একটি রেলপথ নির্মান করা হল। প্রতি বৎসরে এখানকার শিল্পসম্পদ অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়ে উঠল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী শিল্প প্রতিষ্ঠান বারী কোম্পানী ইস্পাতের যুগ প্রবর্ত্তন করলেন। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাগুলির সংখ্যা বর্ধন করে অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও নানাবিধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। ইটখোলা, কাঠের কল, ট্যানারি, কাপড়ের দোকান, বারুদের কারখানা, সাবানের কল প্রভৃতি আকারে ক্ষুদ্র হলেও দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল। নিজনি নভগোরোডের মত খ্যাতি সম্পন্ন না হলেও জ্যারিৎসিন ভলগার এক শ্রেষ্ঠতম শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হ'ল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এর জনসংখ্যা ১৫০,০০০ এ পৌছল। তার মধ্যে $\frac{1}{3}$ অংশ হ'ল কারখানা শ্রমিক। এই শহর নিশ্চিত ভাবে এবং চূড়ান্ত হিসাবে একটি "সর্বহারার শহর"

হয়ে উঠ্‌ল। প্রাক্‌-সোভিয়েট যুগে তার অর্থ হল বৈপ্লবিক প্রচার ও ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র বিশেষ। তবু প্রায় আর সব রুশনগরীর মতো, বিশেষতঃ প্রাদেশিক নগরগুলির মধ্যে, আভ্যন্তরীন গঠন পদ্ধতির খুব স্বল্প পরিবর্তনই সাধিত হল। আদিম বন্যতার ভিতর পর্বত ও নিম্নভূমি, বালিয়াড়ি ও পর্বত কন্দরে শহরটি ছড়িয়ে রইল। অধিকাংশ রাজপথই ছিল কাঁচা, জলনিকাশের কোনো বন্দোবস্ত ছিল না। গলিপথ বা পবতকন্দরে আবর্জনা বোঝাই করা হ'ত তার ফলে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ত। শহরটি অবশ্য বিপ্লববাদের উৎপত্তিস্থল হয়ে উঠল। এই শহরে প্রায় চারশ শুঁড়িখানা, শত শত গনিকালয় আর মাত্র তুটি হাইস্কুল, আর পাঁচটি প্রাথমিক শিক্ষালয় ছিল।

এর পর এল বিপ্লব। জ্যারিৎসিনের রাজপথগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। ষ্ট্যালিন ও ভরোশিলভ লাল ফৌজের অধিনায়ক ছিলেন। জেনারেল কালেদিন, ক্রাশনভ, ভেনিকিন এই সব বিপ্লব বাহিনীকে হঠাতে সমর্থ হননি। কিন্তু জেনারেল রাংগেল, ষ্ট্যালিন ও ভরেসলিভকে, উত্তর দিকে হাটিয়ে দিয়ে সুযোগের অনুসন্ধানে ছেড়ে দিলেন।

১৯২০ খৃঃ ৩রা জানুয়ারী ষ্ট্যালিনের অন্যতম অন্তরঙ্গ সংগী স্বর্গীয় কিরোভ অস্ত্রাখান থেকে একদল সৈন্য সহযোগে এসে উত্তরাংশের সৈন্যদলের সংগে সম্মিলিত হয়ে রাংগেলকে বিতাড়িত করলেন। তদবধি জারিৎসিন পরবর্তিত নামান্তরে ষ্ট্যালিনগ্রাড-মস্কৌর অন্যতম একনিষ্ঠ ও শক্তিশালী সমর্থক হয়ে আছে। ষ্ট্যালিনগ্রাড প্রকৃতই ষ্ট্যালিনগ্রাড, নাম না থাক্‌লেও ষ্ট্যালিনগ্রাড। রাজনৈতিক ও সামরিক বিরোধী দলের সংগে সংঘটিত সকলপ্রকার দ্বন্দ্ব ও সংকটকালে ষ্ট্যালিন এই অঞ্চলের অবিচল নিষ্ঠায় নির্ভর করতে পারতেন। শুধু ওঁর নাম নয়, অনন্যসাধারণ সামরিক বিজয় গৌরব এই সহরটির সহিত বিজড়িত।

১৯২৩, তখনও এই অঞ্চলের নাম জারিৎসিন, ষ্ট্যালিনগ্রাডের সংগে সেই আমার সর্বপ্রথম পরিচয়। তখন সবে মাত্র গৃহযুদ্ধ শেষ হয়েছে; একটা নিদারুণ তুর্ভিক্ষ সমগ্র ভল্‌গা অঞ্চল প্লাবিত করেছে। কারখানা ব্যতীত আধুনিকত্বের খুব অল্পই চিহ্ন ছিল এই গ্রাম্য ও সনাতন শহরটিতে, তবে যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষতচিহ্ন কিছু কিছু ছিল। বাড়ির পর বাড়িতে বুলেটের গর্ত দেখা গেল। জানলার কাঠ নেই, দরজার কব্জা নেই, দেয়ালে অসহায় ভাবে হেলান দিয়ে দাঁড় করান রয়েছে। ভিত্তিমূল জর্জরিত, প্রায় পতনোন্মুখ। একদা উজ্জ্বল গির্জা ঘরের চূড়াগুলির রঙ বালি খসে পড়ছে। যদিও পুরা গ্রীষ্মকাল, তবুও জনগন ফেল্টের জুতা পরে ঘুরছে, কারণ আর কিছু পাদুকা নেই। অনেকে আবার খালি পায়েই বেড়াচ্ছে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে, অসংখ্য গৃহহীন অনাথ শিশুর দল, পথঘাট, বাজার, ষ্টেশন, বন্দর, কবর স্থানে ভিড় করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অধিবাসীবৃন্দের নিদারুণ দুঃখকর কাহিনী অপেক্ষা অনেকাংশের ধ্বংস পৈশাচিকত্বের শ্রুত বা অশ্রুত নিদর্শন অপেক্ষা, এই অনাথ ও বুভুক্ষু শিশুর দল, দীর্ঘকাল ধরে এই নগরীতে যে সংঘর্ষ ও বিপর্যয় ঘটে চলেছে তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

তবু রাশিয়ার আর কোনো নগরী, এমন কি কিয়েভ বা মস্কো পর্যন্ত, আহার্যের প্রাচুর্য ও উৎকৃষ্টত্ব সম্বন্ধে এদের মত গৌরব বোধ করতে পারেনি। শিশুদের জনতার সেটিও প্রধানতম হেতু। আর কোথাও আমি এত রুটি, মাংস, মাখন, ফল, সব্জী, দুধ, ডিম প্রভৃতির এত প্রাচুর্য লক্ষ্য করিনি। প্রচুর বালুকা প্লাবিত বাজারগুলিতে, বহুবিধ কৃষিজাত দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ গো যান, অশ্ব যান ও উষ্ট্র যানের ভিড়। নয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় (NEP) প্রচুর সুফল হয়েছে, তাই সুধু বাজার নয়, দোকানগুলিও জম্‌কালো হয়ে উঠেছে।

কয়েকটি ব্যবসায়ীর সংগে দেখা হ'ল, এঁদের যুক্তিহীন, আশা রয়েছে যে পুরনো দিনের ব্যক্তিগত বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রথা পুনরায় ফিরে আস্‌বে, অনেকে আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে আমেরিকার সঙ্গে বস্ত্র শিল্প ও অন্যবিধ ব্যবসাগত সম্পর্ক স্থাপনের কি ব্যবস্থা করা সম্ভব সেই বিষয়ে আলোচনা কর্‌লেন। একজন উৎসাহী ও উদ্যোগী শুখনো মালের ব্যবসায়ী বল্লেন—আমরা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য বাজারের দোর খুলে দেব।"

যে গতিতে রাশিয়ার শহর ও গ্রামগুলি গৃহযুদ্ধের আঘাত সাম্‌লিয়ে উঠেছে তদ্বারা জারিৎসিন ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলির অপরিসীম উর্বরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

জারিৎসিনের ব্যবসায়ীদের আশা ও কল্পনা কিন্তু নিরর্থক ও ক্ষণস্থায়ী হ'ল। শীতকালীন বাত্যা যে-প্রচণ্ডতার সংগে প্রতিবছর এইসব অঞ্চলের পথ ঘাট প্লাবিত করে সেই প্রচণ্ডতায় সোভিয়েটেরা কয়েক বছরের ভিতর সকল প্রকার ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রচেষ্টা বন্ধ করেছিলেন। তৎকালে আমি এই শহরে এসেছিলাম। সারিবদ্ধ দোকান শ্রেণী আর বাজারের গুলিঘুঁজি সবই শূন্য ও অন্ধকার। বড় রাস্তার দোকানগুলোও খালি। অত্যন্ত স্বল্প অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, শারীরিক শক্তি ও প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করে সেই তরুণ জীবনে সোভিয়েট রাষ্ট্র সব কিছু কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়ে অপূর্ব অভীপ্সাময় পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা নিয়ে কাজ সুরু কর্‌ল, পৃথিবীর বৃহত্তম ট্রাক্টর নির্মান কারখানা স্থাপিত হ'ল। বঞ্চিত ও নিঃস্বত্বদের কলরব ও ক্রন্দন চাপা পড়ে গেল, ইঞ্জিন ও কলকারখানায় আওয়াজ আর সাইরেনের শব্দে, আর অনভিজ্ঞ তরুণ-তরুণী শ্রমিকদের শাবল ও যন্ত্রাদির আওয়াজে। দিনে দিনে রাজপথে ও মোড়ে মোড়ে তাদের সংখ্যা বেড়ে উঠল।

ষ্ট্যালিনগ্রাদ, মার্কিন হিসাবে নয়, রুশীয় অর্থে একটি "বুম টাউন" বা জম্‌কালো শহর হয়ে উঠল। গভর্ণমেণ্ট সকল প্রকার নূতন প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ সুরু করলেন। প্রাচীন কালের মদের দোকান বিলুপ্ত হ'ল। যন্ত্রযুগেও, নূতন নৈতিক আবহাওয়ায় একটিও গনিকালয় রইল না, লুকিয়ে অবশ্য দু একটি ছিল। আবার খাবারের টান হ'ল, কারন যন্ত্রপাতির মূল্যের বিনিময়ে বাইরে খাদ্য দ্রব্য চালান যাচ্ছিল। গঠন কার্য কিন্তু বেড়ে চল্‌ল। প্রাচীন কালের পর্বতকন্দর, ইস্পাত, সিমেণ্ট, আর ইট কাঠে পরিপূর্ণ হয়ে নূতন রূপ গ্রহণ করল।

দলে দলে মার্কিনরা এসে এই নূতন কাজে ব্রতী হলেন। প্রচারক বা কম্যুনিষ্ট হিসাবে নয়, আমেরিকার শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি, ও ইঞ্জিনিয়ার এলেন। এদের মধ্যে এমন কেউই, এমন কি নেপরোস্ট্রয় ড্যাম নির্মাতা স্বর্গতঃ হিউ কুপার পর্যন্ত, ডেট্রয়িট

মিসিগানের জ্যাক্ কালডারের মত রাশিয়ানদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন নি। তিনি ট্রাক্টার কারখানা নির্মান কার্য পরিচালনা করেন। দীর্ঘসূত্রতা ও লালফিতা বিরোধী কর্মনিষ্ঠা, তাঁর সারমেয় সদৃশ পোষা উট, শ্রমিকদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা, রাশিয়ানদের এমনই উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল যে প্রখ্যাতনামা নাট্যকার পোগোদিন তাঁর *Temp* নামক তৎকালীন জনপ্রিয় নাটকের নায়ক হিসাবে কালডারকে চিত্রিত করেছেন।

১৯৩০-এর ১৭ই জুন প্রাথমিক পরিকল্পনার পরিপূর্তির অভিযানের ভিতর ষ্ট্যালিন-গ্রাডের কারখানা থেকে ট্রাকটার নির্মিত হয়ে বেরিয়ে এল। অপকৃষ্ট যন্ত্রে গুণের চাইতে দ-গুন বেশী, মার্কিন ট্রাকটারের সংগে এইগুলি তুলনায় দাঁড়াতে পারে না, সে কথা রাশিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করল, তবু সেদিন রাশিয়ায় সেই ট্রাকটারের জন্ম আনন্দ উচ্ছ্বাসে অভিনন্দিত হ'ল। অবশেষে সোভিয়েটেরা ট্রাকটার তৈরী করল, টাক্টার কথাটাই তখনকার দিনে একটা অপূর্ব সম্ভাবনা ও বিজয়ের প্রতীক্ ছিল।

পরবর্তী কালে প্রায় কয়েক মাসের ভিতরেই ট্রাকটরের প্রভূত প্রকৃতিগত উৎকর্ষ সাধিত হ'ল। দুর্বল অংশাবলীকে সবল করা হল। কুদর্শন অংশের পরিবর্তে সুদৃশ্য চাকা, স্প্রীং, লীভার প্রভৃতি বহুবিধ অংশাবলী তৈরী হতে লাগল। ক্রমশঃই এই কাজে অপেক্ষাকৃত কম বিদেশী নিযুক্ত হতে লাগল। অবশেষে আর একজনও বিদেশী প্রায় রইলো না, রাশিয়ানরা মার্কিন এবং নূতন ধারায় শিক্ষিত হয়ে সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করল। কারখানা থেকে হাজারে হাজারে ট্রাকটর তৈরী হয়ে বেরোতে লাগল, আর সর্বত্র প্রেরিত হ'ল, এমন কি সুদূর কামসকটকা পর্যন্ত। রাশিয়া যতই ট্রাকটর ভাবাপন্ন, ইঞ্জিন ভাবাপন্ন হয়ে উঠতে লাগল, ষ্ট্যালিনগ্রাডের গৌরব ততই বর্ধিত হতে লাগল, খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হ'ল।

১৯৩২-এর শেষাশেষি প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা যখন পরিপূর্ণ হল, সরকারী ঘোষনায় বারবছরে শেষ হল। তখন ষ্ট্যালিন গ্রাডের জনসংখ্যা বেড়ে ৪০০, ০০০য় দাঁড়ালো। দ্বিতীয় পরিকল্পনাও অতিক্রান্ত হল। জনসংখ্যা অর্ধ কোটিতে গিয়ে পৌছল, আর এই জনসংখ্যার অধিকাংশই তরুণ সম্প্রদায় ভুক্ত। ষ্ট্যালিনগ্রাডের আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে গেল রাশিয়ানরা আদর করে বলে "Industrial Giant" (শিল্পসমৃদ্ধ দানব) অন্যতম শক্তিমান শহর, সংস্কৃতির পীঠস্থান। জাহাজ গঠন, মেসিন নির্মান, উচ্চশ্রেণীর ইস্পাত উৎপাদন ও নিখুঁত যন্ত্রপাতি গঠনে ও যান্ত্রিক মার্কিন রীতিতে গঠিত কসাইখানা, রসায়নাগার, রাসায়নিক কারখানা, আসবাবের কারখানা, প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রশালা নির্মিত হয়ে এইস্থান দিন দিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। খাদ্য দ্রব্য সমৃদ্ধ অঞ্চলে গঠিত বলে এই ষ্ট্যালিনগ্রাড শহর ক্রমে টিনের কারখানা ও অস্ত্রনির্মান কারখানা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল।

এই শহরের পথঘাটে অসংখ্য গাছ-বসানো হল, কতকগুলি তখনও কাঁচা রাস্তা মাত্র। অযত্ন ও অবহেলায় বহু গাছ নষ্ট হয়ে গেল, সেই জায়গায় অন্য গাছ বসানো হল। সেইসব চেষ্টনাট ও ম্যাপল বৃক্ষ দিন দিন বেড়ে একদা-রুক্ষ, এই ধূলি ধূসারিত শহরের শোভা ও সৌন্দর্য বর্ধন করতে লাগল।

অসংখ্য স্কুল আর কলেজ গড়ে উঠল, সেই সংগে চিকিৎসা রাজনীতি, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন কলেজ। থিয়েটার ভবনও নির্মিত হ'ল, বেশ অলঙ্কার সমৃদ্ধ না হলেও বেশ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, ছোটদের থিয়েটার, গ্রীষ্মকালীন থিয়েটার, গীতিনাট্যের রঙ্গমঞ্চ—গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে অবশ্য বসতবাটি নির্মান ব্যবস্থায় হাত দেওয়া হলনা, এ বিষয়টি একটু অবহেলিত হয়েই রইল। নূতন বাড়ি যে নির্মিত হল তা নয়, হাজারে হাজারে নূতন বাড়ি তৈরী হতে লাগল। তবে রাশিয়ার আর সব অঞ্চলগুলির মত দ্রুতগঠনের জন্য গৃহ নির্মান কার্য ত্রুটীপূর্ণ হ'ল। সময় নেই, আধুনিক এবং আরামদায়ক গৃহ নির্মানের উপযোগী উপযুক্ত মালমসলা নেই। সরকারী মুখপাত্র ঘোষনা করলেন যে ভবিষ্যতের অন্যান্য পরিকল্পনায় এই বিষয়টির দিকে নজর দেওয়া যাবে। বসতবাটি নির্মান, আধুনিক পয়ঃপ্রণালী নির্মান, বৈদ্যুতিক রেফরিজারেটর প্রভৃতি আমেরিকায় প্রচলিত ও রুশীয় সংবাদপত্রে বহুল আলোচিত বহুবিধ আরাম প্রদায়ক আধুনিক যন্ত্রপাতি উপস্থিত অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু ফ্যাক্টরী, ফার্নেস্, ইঞ্জিন, কামান ও বন্দুকের কারখানা ত' অপেক্ষা করতে পারে না। পয়ঃপ্রণালী বা রেফ্রিজারেটর বা এয়ার কনডিসণ্ড যন্ত্রপাতির সাহায্যে ত' বহিরাগত বিদেশী শত্রুকে তাড়ান যাবেনা, বিশেষতঃ ফ্যাসিস্ত ও নাৎসীদের। ওরা ত' "Mein Kampf" ও অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে রুশদের সংগে একটা অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষ ও অপরিহার্য রুশ বিজয়ের একটা ইঙ্গিতে দিয়ে চলেছে।

সুতরাং সেই সহর একটা নবজীবনের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে উঠল, নূতন যন্ত্র নূতন শক্তি, নূতন অভিব্যক্তি, সারা রাশিয়ায় সবাই এমন, কি শিশুরাও একথা জেনেছিল। আইভানভো, নিজনি, নভাশিবিরস্ক প্রভৃতির অঞ্চলের ছেলেরা এই সহরে এসে নূতন কারখানা, নূতন বিদ্যাভবন ও রঙ্গমঞ্চগুলি দেখে অনুপ্রাণিত হবার বাসনায় এইখানে আসবার সুযোগ খুঁজত। এই সময় আমি রাশিয়ার প্রধানতম বয়নশিল্পসমৃদ্ধ শহর আইভানভোতে প্রতিবৎসর যেতাম। আমার 'Moscow Skies" নামক উপন্যাসের জন্য নানাবিধ বিষয় অনুশীলন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি ষ্টালিনগ্রাডে আছি এই সংবাদ প্রকাশ পাওয়ার ফলে 'মেলানজেভি কম্বিনাটের' তরুণ শ্রমিকদল আমাকে এসে ঘিরে ধরে নানাবিধ প্রশ্ন সুরু করল, শহর, জনগণ ও সর্বোপরি আমেরিকার সংগে রাশিয়ার অনুরূপ কারখানা সম্বন্ধেও প্রশ্ন করল। ভল্‌গার তীরবর্তী এই প্রবল শহর সম্পর্কে তারা গর্বিত, তাদের পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা আশান্বিত।

আবহাওয়া ষ্টালিনগ্রাডকে অপূর্ব ও শক্তিশালী শহরে পরিণত করছে, খুব অল্প সংখ্যক শহরই এত উজ্জ্বল ও মধুর আবহাওয়া সম্পর্কে গর্ব করতে পারে, আকাশ মেঘভার মুক্ত, প্রচুর সূর্যালোক, বৎসরে অন্ততঃ ২, ২৭৩ ঘণ্টা সূর্যালোক পাওয়া যায়, বিরামহীন বাতাস মাঝে মাঝে উদ্দাম ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কাল বৈশাখীর ঝড় ও দক্ষিনা বায়ু শহরের পথ ঘাট প্লাবিত করে। বছরে মাত্র পনের থেকে পঁচিশ দিনের অধিক দিন এই ধরনের বায়ুলেশহীন থাকে।

প্রথমবার যখন এসেছিলাম তখন বাজারে বেড়াবার সময় ফল ও সব্জীওলারা কি ভাবে ছোট উনানে তাদের নৈশ আহার তৈরী করে নেয় দেখছিলাম, এমন সময় বালির ঝড় উঠল।

এমনই অন্ধকার হ'ল ও চোখ ধাঁধিয়ে গেল যে কসাকদের একপাল ষাঁড়ের পায়ের তলায় প্রায় চাপা পড়েছিলাম আর কি।

ষ্ট্যালিনগ্রাডে শীত দেরিতে পড়ে, থাকে একটু বেশী। ডিসেম্বরে তুষার পড়তে সুরু হয়। এপ্রিল পর্য্যন্ত এইভাবে চলে। শুখনো ও পাউডারের মত এই তুষার উরাল তাড়িত অবিরাম বায়ুতরঙ্গে উড়ে বেড়ায়, গ্রীষ্মের ধূলার মত, আঁধির চাইতে এর ফলেও চোখে ধাঁধা লাগে। তুষার মাটিতে ঘন হয়ে পড়ে, মাঝে মাঝে প্রায় পাঁচ ফিটের মত, বাতাসের বেগ যে সব দিন বেশী থাকে সেই সব দিন শীতল প্রবল ও প্রখর। যারা শুধু মেষ চর্ম পশুলোম ও মোটা পশম ব্যবহার করে তারাই শুধু এই শীতে আরামে থাক্‌তে পারে। জার্মানরা এসব খুব ভালো ভাবেই জান্‌ত। সেই কারণে তারা মরিয়া হয়ে উদ্দাম গতিতে ও প্রচণ্ড তেজে এই শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

এই হ'ল রাশিয়ার প্রিয়তম নদী তীরবর্তী "দানবীয় শহর"। এ শহর নূতন এবং পুরাতন। রূঢ় ও রুক্ষ। কারখানা ও খাবারের দোকান, দুর্গ ও অস্ত্রাগার, শ্রমশালা ও আবাসভূমি সব পাশাপাশি, সোভিয়েটদের আর সব শহরের চাইতেও এই শহর গর্বের বস্তু। এই শহর, তারুণ্য ও ঔদ্ধত্যের। রুশনীতি অনুসারে এই শহর সত্যই ষ্ট্যালিন নগর, এই শহরের সংগে জাতির নিয়ামক ষ্ট্যালিনের শুধু নাম নয় তার অভীপ্সা ও বিজয় প্রকট হয়ে উঠেছে। এই শহর গঠনের মূলে অংশতঃ আমেরিকান মস্তিষ্কের সাহায্য আছে বটে তবে এই শহর গঠনে রুশ কারিগরের হাত, রুশীয় স্বর্ণ, রুশীয় আত্মত্যাগই সর্বপ্রধান, তাই এই শহর শত্রুর হাতে দেওয়ার চাইতে মরাই ভালো, ধূলিতে গুড়া হওয়া কাম্য, অতএব ভল্‌গার গভীরে ডুবে যাওয়াও শ্রেয়।

১৯৪২-এর যে দিনটিতে আমি ওখানে ছিলাম, সেই দিনটি ছিল সূর্যালোকপ্লাবিত। রেল ষ্টেশনের গোয়েন্দা দলপতি (NKVD) অতিকষ্টে আমাদের জন্য যে ট্রাকখানি সংগ্রহ করেছিলেন সেই ট্রাকে করে ব্রীজের কাছে এসে সূর্যালোক উদ্ভাসিত নদীর অপূর্ব মূর্তি লক্ষ্য করলাম। প্রায় অর্ধমাইল প্রশস্ত নদী যেমন উজ্জ্বল তেমনই মনোহর। অপর পাশে রাশিয়ার কয়েকটি সুন্দর স্নানঘাট আছে, নদী তীরবর্তী বালুকাস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত এই স্নান ঘাটগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ ও প্রশস্ত।

আমার পূর্বতন রাশিয়া ভ্রমণকালে এই সব অঞ্চলে মাঝে মাঝে এসেছি, সাঁতার কেটেছি। প্রতিদিন, এমন কি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এই সব অঞ্চলগুলি কলরব মুখরিত থাকৃত। হাসি, গান ও গল্পের হল্লোড়।

ছেলে-বুড়ো সকলে এই শান্তিময় নদীতটে এসে আশ্রয় নিত। একটা প্রমোদোদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার ভিতর খাবার জায়গা, নৃত্যমঞ্চ, বইএর দোকান প্রভৃতি ছিল আর

ছিল ছুটি কাটানোর উপযোগী ছোট ছোট কুটির, তরুণ-তরুণী বা পরিবারবর্গ নিয়ে অনেকে এসে থাকৃতেন কিছুদিন। এই পার্ক হ'ল ষ্ট্যালিনগ্রাদের মাঠ। যুবক ও বৃদ্ধরা সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর এইখানে এসে বিশ্রাম করৃত।

আর এখন, যদিও গ্রীষ্মকাল, তবু এই পার্ক জনশূন্য। রূপালি জলের ভিতর দিয়ে একটুও শব্দ ভেসে আস্‌ছে না, কোনো নৌকা এখানে আসে না বা এখান থেকে যায় না, যে নীলাকাশ নদীর বুকে এসে মিশেছে, আজ যেন অতীতকালের দিনগুলি ও সম্ভাবনার ওপর সেটি যবনিকার মত একটা আবরণ হয়ে এসে নেমেছে।

বাঁধের ধারের সেই ধূসরাক্ষ বাচাল পুলিশটি কাতর কণ্ঠে বল্‌ল: শীতকালের মতই নিষ্প্রাণ নিঃস্পন্দ হয়ে গেছে সব।

প্রশ্ন কর্‌লাম ষ্ট্যালিনগ্রাদের-লোকেরা কি খেলাধূলাও করে না? "করে, তবে যুদ্ধ-পূর্বকালীন সময়ের মত নয়,—" অপরপারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে লোকটি বলল।

হয়ত যুদ্ধ-পূর্বকালের স্মৃতি তার মনে ভেসে আস্‌ছিল। তারপর আমার প্রশ্নের কথা স্মরণ করে, কিংবা আমার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া হয়নি ভেবে বল্লে—এখানে সবাই বারো বা তদধিক ঘণ্টা কাজ করে, তারপর সামাজিক কাজ আছে, সামরিক ড্রিল আছে, মেয়েদের এই সব করৃতে হয়। কাজেই দেখুন সময় কোথায়? মেঘহীন আকাশ ও উত্তপ্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে লোকটি বল্‌ল:—কি চমৎকার আজকের আবহাওয়া, খেলাধূলার অত্যন্ত উপযোগী। শয়তানই জানে প্রকৃতি এত মনোহর এত অপরূপ হওয়া সত্ত্বেও কেন মানুষ লড়াই করে মরে!

যুদ্ধ সত্ত্বেও ষ্ট্যালিনগ্রাদে খেল্‌তে হয়, বৈচিত্র্য চাই। কনসার্টের ব্যবস্থা ছিল। থিয়েটরগুলি জনবহুল। সেক্‌সপীয়র এবং রাশিয়ার কাছে আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ দান 'রোজ মেরিয়া' থিয়েটর যাত্রীর মধ্যে জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতা সুরু করেছে। ভল্‌গার বিরাম বিহীন সুর-ঝঙ্কারের মত রোজমেরিয়ার সুরগুলি শীষদিয়ে, গীটারে বাজিয়ে চারিদিক মুখরিত করা হচ্ছে! শহরে যখন জাজ অর্কেষ্ট্রা এসেছিল তখন তা পরমোৎসাহে অভ্যর্থিত করা হ'ল। পার্কে কনসার্ট হলে সব সিটগুলিই বিক্রী হয়ে যায়, লোকে বেড়ার ধারে, গাছের ওপর চারিদিক থেকে ভিড় করে ঝুঁকে গান শোনে। নারীসুলভ কাজকর্ম সম্পর্কে অবশ্য মেয়েরা যে সম্পূর্ণ উদাসীন তা নয়। প্রসাধন বিপনিগুলিতে বেশ জোর ব্যবসা চলেছে। সহরের এ জাতীয় দোকানের সংখ্যা কম নয়। যুদ্ধ হোক আর নাই হোক, কারখানার মেয়েদের তরঙ্গায়িত চুল, নখ সংস্কার চাই, বিশেষতঃ থিয়েটর যাবার সময়।

ওরা নাচত সব রকম নাচ, এমনকি আমেরিকার ওয়ালটজ্‌ নাচের সমজাতীয় বোষ্টন নৃত্য পর্যন্ত চল্‌ত। যুদ্ধ অবশ্য নাচে একটি পরিবর্তন এনেছে। তরুণরা আস্‌তে পারে না, তারা যুদ্ধে ব্যস্ত। কিন্তু মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ে নাচে আর যখন নাচে তখন পৃথিবীর অন্য যে কোন অংশের মেয়েদের চাইতেও সপ্রতিভ ভংগীতেই তারা নাচে।' বাঁধের সেই পাহারওলাটি বল্‌ল—এক আধজন ছাড়া সবাই প্রায় রাইফেল বা বেয়নেট

চালাতে জানে, আর মেসিনগান্ চালনা শিখ্ছে। এরাই হ'ল ষ্ট্যালিনগ্রাদের মেয়ে। স্বদেশের ও এই লোহালক্কড় ও কলকারখানার দেশের গৌরবময় নামের তারা উপযুক্ত ও যোগ্য!

বাঁধের ধারে অসংখ্য লোকের ভীড়! প্রশস্ত ওয়েটিংরুমগুলি সৈন্যদের জন্য সংরক্ষিত, অসামরিক ব্যক্তিবৃন্দ তটদেশে বা সূর্যালোক প্লাবিত বাঁধের ধারে এসে জমেছে। কেউ কেউ ছোট উনান ধরিয়ে পরিজ বা মাছের ঝোল বানিয়ে নিচ্ছে। অনেকে শুয়ে বা বসে আছে, খাচ্ছে, সেলাই করছে। সংবাদপত্র বা বই পড়ছে। আর অনেকে পোঁটলার ওপর মাথা রেখে নদীবক্ষস্থ চলমান ষ্টীমারের বংশীধ্বনিতে কর্ণপাত না করে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

এরা সবাই বোটের জন্য অপেক্ষমান। এক কথায় রাশিয়ার পরিবর্তন ঘটেনি। জনগন এখনও ভ্রাম্যমান, একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলেছে, তবে এবারকার যাত্রা সরকারী নির্দেশে। যেখানে নূতন কারখানা, নূতন জমি কর্ষিত হচ্ছে সেইখানেই লোক পাঠান হচ্ছে। অনেক যাত্রী আবার ইউক্রেইন, শ্বেত-রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের শরণাগত। তারা নিকটস্থ প্রদেশ বা সুদূর য়ুরাল বা সাইবেরিয়ার পথে যেতে চায়। সামান্য কয়েকটি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোঝা কাঁধে নিয়ে তারা বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত হয়ে সাহসভরে নূতন বাসস্থান খুঁজে নিচ্ছে, আবার নূতন জীবনের সূচনা হচ্ছে। এদের শোক নেই, উচ্ছ্বাস বা চোখে জল নেই। অনেক বেশী করেই তারা এই সব স্তর কাটিয়ে এসেছে। তারা দুর্দশা ও দুঃখের স্পর্শে কঠিন হয়ে উঠেছে, এখন তাদের একমাত্র চিন্তা শুধু নৌকা বেয়ে নূতন ঠিকানায় পৌঁছানো।

বাঁধের ধারে যথারীতি গরম জলের ঘর রয়েছে, দুটি প্রকাণ্ড তামার কেটলি আর পিতলের পিপায় অবিরাম জল ফুটছে যে কেউ ইচ্ছা করলে এসে বিনামূল্যে গরম জলে কেটলি ভর্তি করে নিয়ে যেতে পারে। ঘরটি ছোট ও উজ্জ্বল, বস্‌বার উপযোগী অনেকগুলি বেঞ্চ আছে, লোকে বসে গল্প করতে পারে বা অপরের গল্প শুনতে পারে। ভ্রাম্যমান রাশিয়ানদের কাছে খাওয়া ও গল্প করা এখনও পরম বৈচিত্র্য। একটি উৎসাহী স্ত্রীলোক, তেমন বাক্‌পটিয়সী নয়, এই ঘরটির কর্ত্রী। লোকজনের বা জনতার কথা বিস্মৃত হয়ে সে আপন মনে ঘর মোছা পরিষ্কার করা ও জল ফোটানোর কাজ করে চলেছে।

গরম জলের বিশেষ চাহিদা, বিশেষ আদরনীয়। কারণ সকল কাজে গরম জলের প্রয়োজন, অনেক কিছুই গরম জলের সাহায্যে করা সম্ভব। গরম জলে সার্ট, রুমাল, মোজা কাচা যায়। সাবানের অভাবে বালি দিয়ে দ্রব্যাদি চমৎকার পরিষ্কার করা যায়—গরম জলে ডিম সিদ্ধ করা চলে। গরমজলে পরিজ-সুপ প্রভৃতি সকল প্রকার গরম পানীয় প্রস্তুত করা সম্ভব। রাশিয়ানরা কোনোদিনই কফিপায়ী নয়, সুতরাং কফির অভাব তেমন কষ্টকর নয়, তবে চায়ের অভাবটা বড় কম কৃচ্ছ্রসাধন নয়। বাঁধে বেড়ানোর সময় অসংখ্য সমতুল্য দ্রব্য ব্যবহার করতে দেখ্‌লাম। শুখনো আপেল, শুখনো এপ্রিকট, শুখনো মাসরুম, রাসবেরীর পাতা, কাঁচা গাজর। যা কিছু জলে সুগন্ধ আনে সবই ব্যবহার করা হচ্ছে। একজন বৃদ্ধ দেখলাম গরমজলে পেঁয়াজ সিদ্ধ করছেন।

প্রশ্ন করলাম :—"বেশ ভালো লাগে দাদু ? কেমন খেতে ?"

তৎক্ষণাৎ উত্তর এল—"লাগতেই হবে বাবা, উপায় কি !

দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলাম, এইভাবে পেঁয়াজগন্ধী জল দিয়ে ঠাণ্ডা কেক নিয়ে তিনি আহারের আয়োজন করলেন।

তিনি বল্লেন :—একটু চেখে দেখ্‌বেন ?

মাথা নাড়্‌লাম, তিনি কিন্তু পরম সুস্বাদু দ্রব্য গ্রহণের মত মুখ করে অম্লানবদনে সেই দ্রব্য পান কর্‌লেন।

একবার এই গরমজলের ঘরে এসে এক মধ্যবয়সী রমণী ঝুঁকে পড়ে একখণ্ড "Propagandist" পড়ছেন্ দেখ্‌লাম, এবং এত অখণ্ড মনোযোগসহকারে পড়ছেন যে বাজাবে চাষীদের মুনাফাশীকার সম্পর্কিত আলোচনা কানেই তোলেন নি। স্ত্রীলোকটি বেঁটে, গোলগাল, ঘনকৃষ্ণ ভ্রূ আর রৌদ্রদগ্ধ মুখ। ভাব্‌লাম তাঁর হয়ত কিছু রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে, কারণ তাহলেই "Propagandist"-এর ভিতর এই ভাবে মন সংযোগ করা সম্ভব। পুলিসের লোকটি কাজ করে এসে আমেরিকার বর্তমান' জীবন প্রণালী সম্বন্ধে প্রশ্ন কর্‌ল—তখন যেন তিনি ঝাঁকানি খেয়ে উঠে পড়লেন, যেন এই প্রশ্ন তাঁকে চমকিত করে তুল্‌ল। তিনিও প্রশ্নে যোগ দিলেন। কোমল ও ধীরকণ্ঠস্বরে তিনি দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কে প্রশ্ন কর্‌লেন, কবে খোলা হবে ? কবে—কবে—কবে ? কথাগুলি তিনি তিনবার পুণরাবৃত্তি করলেন। তারপর নিজের কথা বলতে লাগ্‌লেন। ট্রাক্টর কারখানার তিনি শ্রমিক, ওয়েলডিং করেন। তাঁর স্বামী যুদ্ধে গেছেন তাই তিনি তাঁর কাজটাই কর্‌ছেন। যুদ্ধের তিন বছর আগে পর্যন্ত তিনি বাড়িতেই থাক্‌তেন, কিছু করতেন না। কারণ তাঁর হার্ট দুর্বল, বাড়িতে পাঁচটি সন্তানসন্ততি। পার্টির মেম্বর হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর সামাজিক বা রাজনৈতিক কাজ ছাড়েন নি। ষ্ট্যালিনগ্রাদের তিনিই একমাত্র মহিলা ন'ন যিনি সাংসারিক বা যুদ্ধ-পূর্বকালীন কাজ ছেড়ে ফ্যাক্টরীতে ফিরে এসেছেন। যাঁদের স্বামীরা যুদ্ধে গেছেন সেই সব মেয়েরা এসে স্বামীদের কাজে লেগেছেন। এদের অনেকের স্বামীর ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটেছে ! এই ভয়ংকর যুদ্ধে আরো অনেকের জীবনাবসান ঘট্‌বে—এত ভয়ংকর যুদ্ধের কথা রুশ জনগণের জানা নেই। মহিলাটি একটু থামলেন, তারপর স্তব্ধতা—যেন সকলেই তাঁর ঘোষণার সংগে একমত। তারপর একটু মৃদু ও ধীরকণ্ঠে তিনি বল্লেন :—

"কিছুই এসে যায় না—আমাদের কেউ হারাতে পারে না—আমরা হারব না। আমরা রাশিয়ান। রাশিয়ানদের কখনও জয় করা যায়নি—করলেও তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। আমাদের সন্তানের জনকদের মৃত্যু ঘট্‌তে পারে, আমাদের এই সুন্দরী ষ্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান নরখাদকরা আস্‌তে পারে—যদি আসে আমরা সবাই লড়াই কর্‌ব। অনেকেই হয়ত মরে যাব। কিন্তু ঐ নরখাদকদের এমন শিক্ষা দেব যা ওরা কোনোদিন ভুল্‌বে না, রক্ত ও ইস্পাতের অক্ষরে শিক্ষা দেব। আর তার ফলে ওরা অন্ততঃ আমাদের সংগে যা করছে আমাদের সন্তানদের সংগে তা করতে পারবে না।

মহিলাটি আবার থাম্‌লেন, আবার নীরবতা। নিঃসন্দেহে তিনি বক্তৃতাদানে অভ্যস্ত, তাঁর বক্তব্যে, রাজনৈতিক শব্দাবলীর প্রয়োগে ও কণ্ঠস্বরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। তবু

তাঁর আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রইল না—এমন কি কেয়ারটেকার পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেল। তাঁর কর্কশ হাত দুটি ঠোঁটের ওপর, ঠোঁটদুটি শক্ত করে আঁটা, দুটি চোখে দৃঢ়তার ছাপ নিয়ে উনি বক্তার মুখের পানে তাকিয়ে আছেন, আরো কথা, এই সর্বনাশা যুদ্ধ সম্পর্কিত আরো নূতন সংবাদ শোনার জন্য উৎসুক।

এই মধ্যবয়সী মহিলাটির বাণী যে নিদারুণ ভাবে সত্য হয়ে উঠ্‌বে তখন সে কথা ভাবিনি। তিনি আমাকে তাঁর নাম বলেন নি, আমিও জান্‌তে চাইনি। আমরা শুধু কথা কয়েছি, জার্মানদের সংগে অবশ্যম্ভাবী হিসাব নিকাশ মেটানোর দাবী নিয়ে রাশিয়ানরা যে ভাবে কথা বলে—যে মারাত্মক হিসাব নিকাশের ফলে পরিমাণে জার্মানদের রণস্পৃহা চিরদিনের মত নিঃশেষিতে করে নেওয়া হবে, রাশিয়া ত নয়ই অন্য কোনও শক্তির উপর আঘাত হানার ক্ষমতা আর জার্মানদের থাক্‌বে না। শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে টিউটন আর শ্লাভ, রুশ ও জার্মানদের সংঘর্ষ আজ চরমতম মুহূর্তে এসে পৌঁছেচে। আত্মম্ভরিতা ও দম্ভে পরিপূর্ণ জার্মানদের একথা জানা না থাকলেও রাশিয়ানরা একথা জানে, এই মহিলাটির বাণীতেও সেই কথাই চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

পরবর্তীকালে এই মহিলাটির কথা আমার মনে পড়েছে, তাঁর এবং তাঁর সন্তান সন্ততিদের কি হ'ল, এই কথা ভেবেছি। ষ্ট্যালিনগ্রাদের অনেক বিবাহিতা মহিলা এমন কি সন্তানের জননী ও বিরাট পরিবারের গৃহিণীরাও সংগ্রামরত বাহিনীর সংগে, বা রাইফেল হ্যাণ্ড গ্রেনেড দলে যোগ দিয়েছেন। অন্তত, রাঁধুনী, নার্স, ষ্ট্রেচার বাহিকা, এমন কি "মা" হিসাবেও যোগ দিয়াছেন। এই মহিলাটি কি এই ভাবে "মা" হয়েছেন?

এই ষ্ট্যালিনগ্রাদ "জননীরা" শহরের বীরত্ব এবং নাটকীয়ত্বের গরিমা বর্ধন করেছেন। মেশিনগানের আগুন ও বোমা উপেক্ষা করে এরা অতিকষ্টে খাদের ভিতর নেমে বা বোমা বিধ্বস্ত দেওয়ালের পাশে যুদ্ধরত সৈনিকদের থার্ম ফ্লাস্কে করে গরম পানীয়, সুপ, প্রভৃতি পরিবেশন করেছেন। তাদের যাত্রা সব সময় সফল হয় নি, পথিমধ্যেই বোমার আঘাতে বিনাশ ঘটেছে। দিন রাত্র এইভাবে ওঁরা কাজ করেছেন, ওদের সন্তানদের জামা কাপড় সেলাই করেছেন, পরিষ্কার করেছেন। তাদের জন্য রান্না করেছেন, তাদের মুখে যুদ্ধ কাহিনী শুনেছেন ও জননীর মতো আন্তরিক আশীর্বাদ জানিয়েছেন। প্রকৃত জায়া ও জননীদের পত্র পড়ে তারা শুনিয়েছেন ও শুনেছেন। আর যখন এই সব প্রিয়তম সন্তানদের কারো মৃত্যু ঘটেছে, তখন তাদের জায়া ও জননীদের সান্ত্বনার বাণী পাঠিয়েছেন। "নরঘাতক" শত্রুর অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরাজয় সম্পর্কে আশার বাণী জানিয়েছেন। এই ষ্ট্যালিনগ্রাদের জননীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একদিন কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ কাব্য, নাটক ও উপন্যাস রচনা করবেন।

জার্মানরা তাদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ সুরু করার প্রায় দশ সপ্তাহ পূর্বে আমি এই শহরে যখন এসেছিলাম তখন শহরটি উজ্জ্বল ও মধুর ছিল। উনিশ বৎসর আগেকার যে 'জারিৎসিন' সহর আমি জানতাম তার সংগে এদিনের শহরের কত প্রভেদ, এ কথা না ভেবে পারলাম না। তখন এই শহর ছিল একটি ছোট প্রাদেশিক শহর মাত্র, ছোট ছোট বাড়ি, ভাঙাচোরা

পথ ঘাট, চোখ ধাঁধানো বালির ঝড়। একদা উটের পণ্য বাহিনী যে পথে ধুলি উড়িয়ে চলে গেছে সেই পথেই আজ অসংখ্য আধুনিক ধরণের কল-কারখানার চিম্‌নি আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

এখন বড় রাস্তাগুলির পীচঢালা পথের চাকচিক্য, সবুজ বৃক্ষশ্রেণী, ছোট ছোট পার্ক চোখে লাগে, বাকুর মত এই সব পার্ক ছোট ছেলেমেয়েদের কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে। শহরের বাইরে মাইলের পর মাইল ধরে নূতন নূতন কারখানা গঠিত হয়েছে, কতকগুলি এতই বিরাট ও আধুনিক যে পৃথিবীর অন্য সব দেশকেও ছাড়িয়ে গেছে, যে ফরাসী ইস্পাত শালা স্বনামখ্যাত জারিৎসিন তাকেও অতিক্রম করেছে। গত চোদ্দ বছরে নির্মিত এইসব কারখানা-গুলির দৃশ্য ভলগাবক্ষ থেকে নৌকা যোগে দেখ্‌লে দর্শকের চোখে রুশ পরিকল্পনায় অপূর্ব পরিপূর্তির কথা স্বতঃই প্রতিভাত হবে। অনমনীয় উৎসাহ, দুর্দমনীয় বাসনা, অপরিসীম বিশ্বাস, প্রচণ্ড আত্মত্যাগের ফলে ওরা পরিকল্পনা সফল করেছে, সার্থক করেছে। শহরটি পুনর্গঠিত হয়েছে। রাশিয়ার কাছে যে অস্ত্র শক্তি চিরদিন অজ্ঞাত ছিল সেই অস্ত্র বলে বলীয়ান করা হয়েছে এই শহরকে, এই শহরকে ওরা রুশ তরুণ-তরুণী দিয়া পরিপূর্ণ করেছে। এই তরুণ-তরুণী শুধু কারখানা গড়তে পারদর্শী তা নয়, প্রয়োজন হলে শহর রক্ষার জন্য শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য প্রাচীর রচনা করিতে পারে, প্রয়োজন হলে সেই প্রাচীর নিজেদের দেহ দিয়ে সাজাতে পারে—এই শহরকে যে ওরা জীবন, যৌবন ও ভালবাসার শহর বল্‌বে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

এখন আর শহরটি নেই, আর এ শহর দেখ্‌তে পাবোনা। জারিৎসিন বা ষ্ট্যালিন-গ্রাদের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। সবই এখন ধুলি ধুসরিত ধ্বংসাবশেষ। পড়ে আছে ইট আর সিমেণ্ট, লোহা আর ইস্পাত, বাড়ি আর মেশিন। তবে কোনো পুরস্কারই শত্রুর লভ্য হয়নি। শহরও গেছে আর শত্রুও নিপাত হয়েছে বা কারাগারে পচ্‌ছে। ষ্ট্যালিনগ্রাদ জার্মানির শোচনীয় কবর-শালা। আত্মঘোষিত যে মহাপুরুষ, হিটলার বা জার্মান নাপিত, জার্মান রাজমিস্ত্রী, জার্মান ক্লার্ক, জার্মান মুদি—যে শত শত রুশবাসীর মৃত দেহের ওপর অর্থ ও যশের স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করবার বাসনা করেছিল—এই অঞ্চলের প্রেতরা তাদের আত্মাকে শীঘ্রই দংশন করে ছিন্ন ভিন্ন কর্‌বে।

ষ্ট্যালিনগ্রাদ আজ আর নেই। তবু রাশিয়ার কাছে এত জীবন্ত, এত প্রবল আর কিছুই নেই। ধরাপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত হওয়ার চাইতে মৃত্যুই কাম্য, এই ছিল যাদের জীবনাদর্শ, সেই স্মরণীয়দের স্মৃতি এই মহাপীঠে সমস্ত জাতির কেন্দ্রীভূত অভীপ্সা রূপে চিরন্তন হয়ে রইল।

চতুর্থ খণ্ড

রাশিয়ার নূতন সমাজ

—ষোল—

কারখানার মালিকানা

উরালের 'এন' নামক এক সহর, এই ভাবেই অধুনা রাশিয়ানরা সেই সব শিল্পসহরের উল্লেখ করে, যাদের পরিচিতি সামরিক কারণে তারা গোপন রাখতে চায়। ১৯৪২ সালের জুনের গোড়ার দিকে এই বিশেষ সহরে এসে উপস্থিত হলো এক দল গঠন শিল্পী। নানা জাতির সমন্বয় তার মধ্যে রাশিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, তাতার, চুভাশেস, জু এবং মর্দভিনিয়ান। শিল্প জগতের নানা ক্ষেত্রের কর্মী তারা—ছুতোর মিস্ত্রী, কামার, মজুর, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, মেকানিক, ওয়েল্ডার, স্থাপত্য শিল্পী, ইনজিনিয়র। বিরাট এক পাইপের ফাউণ্ড্রী নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বশ্রেণীর কর্মীর এক বিরাট গোষ্ঠী।

সোভিয়েট বিল্ডিং ট্রাষ্ট, ২২নং এর নিয়ন্ত্রণাধীন এই সব কর্মীরা এল Schildkrof নামক একটি তরুণ ইঞ্জিনীয়রের নেতৃত্বে। অর্থাৎ চার মাসের মধ্যে কাজ তাদের শেষ করতেই হবে।

উরালে পৌছে তারা দেখল শয়ন ব্যবস্থা বা রান্নাঘর—কিছুই তাদের জন্য প্রস্তুত নেই। যে এলাকায় তারা কাজ করবে তার চতুর্পার্শ্বে রিক্ত প্রান্তর খাঁ খাঁ করছে। সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে তারা চারটি মাত্র তাঁবু তৈরী করে নিলে। এই দলের সবাই ইতিপূর্বে যুদ্ধ নির্মাণের কাজে অভিজ্ঞ, সুতরাং এই সব অসুবিধা তাদের কাছে নূতনও নয়, দুঃখেরও নয়।

আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে তারা সবাই কাজে লেগে গেল নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে। রোজ দীর্ঘ হচ্ছে তাতে কি হয়েছে? প্রয়োজন হলে পুরো চব্বিশ ঘণ্টাই তারা কাজে লেগে থাকে। মৃত্তিকা খননকারীর দল দিনে আঠারো থেকে বিশ ঘণ্টা ধরে মাটীর তাল তুলতে থাকে দিনের পর দিন। ভিত্তি স্থাপনের কাজ চলতে থাকে দ্রুত গতিতে। ট্রাকের পরিবর্তে একটি রেলিং ট্রানসপোর্টার মাটী সরানোর কাজ করে। বেল্ট সিষ্টেমে কংক্রিট মিকসার থেকে প্রয়োজনীয় জায়গায় স্থানান্তরিত হতে থাকে। যন্ত্রগুলি গর্জন করে কাজ করে থাকে আর কর্মীদের অক্লান্ত হাত মেসিনে যোগান দিয়ে চলে। Schildkrof নিজে স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর পরিদর্শনে যতগুলি গঠণের কাজ হয়েছে কোথাও কর্মীদের এমন উদ্দীপ্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে তিনি দেখেন নি। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই ত্রিশ মাইল পাইপ লাইন নির্মাণ করেছিল তারা। যে নির্মাণের কাজ পূর্বে বারো মাস লাগত, এখন তা শেষ হোল দু' সপ্তাহে। যুদ্ধের পূর্বে ইউক্রেনের Mariupol এ এক অতিকায় পাইপ ফাউণ্ড্রী তৈরী হয়েছিল। শপগুলির অভ্যন্তরে যন্ত্রপাতি বসানোর কাজে সময় লেগেছিল

পুরা দেড় বছর। এখানে সেই কাজ শেষ হোল পঞ্চাশ দিনে। সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার পঞ্চবিংশতি উৎসবের কয়েক দিন পূর্বে অর্থাৎ অকটোবরের শেষ দিকে, এই ফাউণ্ড্রী প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হোল। তা ভিন্ন এক আবাসিক পরিকল্পনাও কার্যকরী হোল। নির্মাণ কর্মীরা আবাস কলোনী এবং ফাউণ্ড্রী শ্রমিকদের হাতে তুলে দিয়ে আবার পূর্বদিকে যাত্রা করল নূতন নির্মাণ কাজে হাত দেবার জন্য।

মনে পড়ে, সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে সাইবেরিয়ার খনি শ্রমিকদের এক প্রতিনিধি দল মস্কো অবধি এসেছিল লেনিনের কাছে জানাতে যে তাদের খনির জন্য ডায়-নামো দেওয়া হোক। যুদ্ধের ফলে এবং রাশিয়ার অন্তর্বিপ্লবের ফলে তখন দেশের অবস্থা এমন জীর্ণ ও শ্রীহীন যে সারা দেশে কোন কারখানাই তখন ডায়নামো প্রস্তুত করছিল না। লেনিন প্রতিনিধি দলকে জানালেন যে তারা সন্ধান করে যদি কোথাও ডায়নামো পায়, তারা যেন তা সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। প্রতিনিধি দলটি রাজধানী তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষে রাশিয়ার সর্বপ্রাচীন থিয়েটার মলি রঙ্গমঞ্চে একটি জেনারেটর পেল। রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনের খাতিরে এই দ্বিতীয় জেনারেটরটি রেখেছিলেন এবং স্বভাবতঃই সেটি সাইবেরিয়ায় চলে যায় চান নি কিন্তু জেদী প্রতিনিধি দল শেষ অবধি লেনিনের সাহায্যে সেটি সাইবেরিয়ায় স্থানান্তরিত করে।

সে যুগে কেবল শিল্পের ক্ষেত্রেই নয় কৃষির ক্ষেত্রেও, রাশিয়া ছিল পিছিয়ে পড়া দেশ। ১৯১৩ সালে রাশিয়ার শিল্প সম্পদের মূল্য ছিল এগারো বিলিয়ন রুবল। ১৯১৭ সালে উৎপাদনের মূল্য কমে দাঁড়াল সতর মিলিয়ন রুবল। ইস্পাত উৎপাদন ১৯১৩ সালের যুদ্ধের চারিটি বৎসরে ক্ষতিগ্রস্ত হোল, তিন বৎসর অন্তর্বিপ্লবে দুর্গত, সেই বিরাট ভূখণ্ড যেখানে অর্ধ-শিক্ষিত মানুষ বাস করে, উন্নত জীবন যাত্রার মানের অত্যন্ত নিম্নস্তরে, যেখানে শিল্পোন্নয়নের পথে কৃষকদের জমি আঁকড়ে পড়ে থাকার মনোবৃত্তির প্রতিবন্ধকতা, সেই দেশকে যখন আমরা হাতে পেলাম, আমাদের সমুখে তখন এই একটি জলন্ত প্রশ্ন ছিল, কেমন করে এই মধ্যযুগীয় তিমিরাচ্ছন্ন ভূখণ্ডকে আধুনিক শিল্প সমৃদ্ধ এবং যান্ত্রিক কৃষি-পরিচালনার ফলে ঋদ্ধি শালিনী করে তোলা সম্ভব।

সর্বক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়ন—এই ছিল স্বপ্ন ও সাধনা।

আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এন—সহরের পাইপ ফাউণ্ড্রী প্রতিষ্ঠা সেই বাস্তবকেই আবার প্রতিষ্ঠিত করল।

য়ুরোপের আধুনিক কারখানাগুলির তুলনায় অনেক উন্নততর কারখানা কৌশল দ্রুততার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করার কাহিনী অধুনা রাশিয়ান প্রেসে ঘন ঘন বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকে। সংগ্রামের সাথে নির্মাণের কাজ সমন্বয় করে চালিয়ে যাচ্ছে রাশিয়া। এই সব কাহিনী আসলে সেই বিরাট নির্মাণের সংকেত মাত্র, যা ভলগার পূর্ব প্রান্তে যুদ্ধ সুরু হওয়ার দিন থেকেই সুরু হয়েছে! বিল্ডিং ট্রাষ্টের পরিভ্রমণশীল নির্মাণ কর্মীদের হাতে এ অবধি কত নূতন কারখানা হয়েছে কে তার খবর রাখে? হয়ত শত শতই হয়ে থাকবে। জার্মানী অথবা তার মিত্র রাষ্ট্রগুলি কখনো ধারণাই করতে পারেনি যে রাশিয়ায় কাজ করছে এমন একদল কুশলী কর্মী যারা

নিজেদের সকল সামর্থ ও উৎসাহ লাগিয়েছে নূতন ফ্যাক্টরী নির্মাণের পরিকল্পনায়, এবং সেই কারণে তারা ছুটে বেড়াচ্ছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, ছুটে বেড়াচ্ছে অরণ্যভূমিতে, পাহাড়ে—পার্বত্য পথে, উপত্যকা থেকে পর্বত গাত্রে।

১৯৪২ সালের ১৯ আগষ্ট তারিখে প্রা ভ দা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার সর্বনিম্নে ঐ মাসের অর্ধেক অবধি শিল্প উৎপাদনের এক হিসাব প্রকাশিত হয়েছিল। বিদেশী দর্শকের কাছে ঐ সংবাদের সর্বোত্তম বিস্ময় ছিল খনিজ ধাতুর কারখানাগুলির সঙ্গে যুক্ত শহরের নামগুলি। রাশিয়ার কতকগুলি শিল্প শহরের নাম অনেকেই জানেন। কিন্তু এখানে যে সব নাম প্রকাশিত হয়েছিল তা একমাত্র জানা সম্ভব তাদেরই যারা ভূগোলের পরিশ্রমী ছাত্র অথবা রাশিয়ার শিল্পোন্নতি যাদের অধ্যয়নের বিশেষ পাঠ্য। এই সব নামের শহর ভলগার পূর্ব অথবা দক্ষিণ অংশেই অবস্থিত, বিশেষতঃ উরাল এবং সাইবেরিয়ায়। রাশিয়ার ভূগোলে রাশিয়ার খনিজ ধাতুর কারখানাগুলি কি ভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে তা ধারণা করতে মনে বিস্ময়ের ঘোর লাগে।

অবশ্য এই কটি নামই রাশিয়ার ধাতু শিল্পের কারখানার শেষ কথা নয়। এ ছাড়া বহু নূতন কারখানা নির্মিত হয়েছে, যাদের নামের আত্মাক্ষরই তাদের পরিচিতি। এমন বহু কারখানাও আছে যা জার্মানদের অবিকৃত অঞ্চল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মধ্য এশিয়া এবং উরাল সম্প্রতি এইসব কারখানার এলাকা হয়ে উঠেছে। কাজকস্থানের সহ্যাতীত গ্রীষ্মের মধ্যে অথবা উরালের হিম তীক্ষ্ণ বাতাসের মধ্যে শ্রমিক মেয়ে-পুরুষ এই সব মেসিন ও ইঞ্জিন স্থাপিত করেছে, তাদের—চারিপাশে দেয়াল ও মাথার উপরে ছাদ নির্মাণ করেছে। এই সব স্থানান্তরিত কারখানা থেকে নির্মিত হয়েছে যুদ্ধ প্রয়োজনীয় মালপত্র। স্থানান্তরিত কারখানাগুলির সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়।

'কোনও দিন' বলছিলেন একজন সোভিয়েট অফিসার, 'হয়ত এই সব কাহিনী প্রকাশিত হবে, সেদিন জগৎ বিস্মিত হয়ে শুনবে আমরা কি করেছিলাম।'

হয়ত কোন অনুপ্রাণিত পত্রিকা সম্পাদক এ সম্বন্ধে উদ্দীপ্ত লেখনী ধারণ করবেন। ১৯৪২ সালের ১০ই নভেম্বর প্রাভদা পত্রিকায় সম্পাদক এই ভাবে লিখেছিলেন :—

আমরা যে ভাবে স্বল্পতম অবসরে বিরাট শিল্প ও যন্ত্রশালা স্থানান্তরের দায়িত্ব শেষ করেছি, পৃথিবীর ইতিহাসে তা অনুমেয়। আমরা শত্রুর কবল থেকে শত শত কারখানার পত্তনী, সরিয়ে নিয়ে গেছি—সরিয়ে যুদ্ধ ফ্রন্টের বহু শত শত মাইল পিছনে নিয়ে গেছি, ।......' খারকভের স্থানান্তরিত ট্যাঙ্কের কারখানা সম্বন্ধে সম্পাদক মন্তব্য করেছেন—'আরো অধিক উৎপাদক সেই কারখানা'। স্তালিনগ্রাদ ধ্বংসের পর যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—এখন আমাদের বিমান, ট্যাঙ্ক এবং গোলাবারুদ যা প্রস্তুত হচ্ছে, পূর্বে আর কখনও এতো উৎপাদিত হয়নি। এখন রেড আর্মি সর্ব প্রকারের অস্ত্র-শস্ত্র, কামান ও ট্যাঙ্ক অধিক সংখ্যায় পাচ্ছে।

যতবার রাশিয়ানরা তাদের শিল্প শহরের এক একটিকে হারাতে বাধ্য হয়েছে, বাহির পৃথিবী ততই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। রোমে, বার্লিনে আনন্দ রব উঠেছে, লণ্ডন, ওয়াশিংটনে

উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, রাশিয়ার বিরামহীন প্রতিরোধ শক্তি সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা চলেছে। আর রাশিয়ানরা এক আশ্চর্য অপ্রত্যক্ষ উপায়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে যে, অপ্রকাশ্য অঞ্চলে নূতন পত্তনী গড়া হয়েছে যার উৎপাদন ক্ষমতা অসীম, আর অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের উৎসাহ আবার উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। ইউক্রেনের বিরাট শিল্পোৎপাদন কেন্দ্র দখল করে জার্মানরা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেছিল। তারা ভেবেছিল যে, বিমান নির্মাণের উপাদান এ্যালুমনিয়মের অভাবে রাশিয়ানারা জব্দ হবে। ওদিকে উরালে নূতন খনি আবিষ্কার করেছে রাশিয়ানরা, সেখানে এ্যালুমিনিয়ম উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ইতিমধ্যেই বসানো সুরু হয়ে গিয়েছে।

একথা বলা প্রয়োজন যে, এই সব নূতন কারখানা নির্মাণ ও পুরাতনের অপসারণের কাজ রাশিয়ান শ্রমিক ও ইনজিনিয়ররাই সমাধা করেছে। এর জন্য কোন বিদেশী একস্‌পার্টের প্রয়োজন হয়নি।

পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার কালে বহির্জগতে বড় গলায় অপপ্রচার করা হয়েছে যে রাশিয়ায় যান্ত্রিকবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিভাধর ব্যক্তির এমন শোচনীয় অভাব যে ষ্ট্যালিন বা অন্য কোনো বলসেভিকের পক্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাশিয়াকে কৌশলী যন্ত্রশিল্পী ও কারিকরের জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। যে সব মার্কিন ইন্‌জিনিয়ার রাশিয়াকে দ্রুতগতিতে যন্ত্রশিল্প-সমৃদ্ধদেশে রূপায়িত কর্‌তে সহায়তা করেছিলেন তাঁরাও তরুণ রুশ ইনজিনিয়ারদের দৃঢ়তা ও অবিশ্বাস লক্ষ্য করে, সদ্য সংগৃহীত গ্রাম্য রুশ শ্রমিকদের অপরিচ্ছন্ন ভংগী দেখে এমনই হতাশ হয়েছিলেন যে তাঁরা রাশিয়ার শিল্পসম্পর্কিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঘোরতর নৈরাশ্যজনক মনোভাব পোষণ করেছিলেন। কিন্তু স্বর্গতঃ হিউকুপার যিনি নেপ্রষ্টারী ড্যাম গঠন করেছিলেন তিনি কিন্তু রুশ শ্রমিকদের আনাড়িত্বে বা রুশ ইনজিনিয়ারদের অপদার্থতায় কোনোদিন রাশিয়ায় গৌরবময় ভবিষ্যতে আস্থা হারান নি। সাংবাদিক ও বন্ধুদের কাছে রাশিয়া যে একদিন শিল্পসম্পদে ও যান্ত্রিক দেশ হিসাবে বিশাল হয়ে উঠবে একথা পঞ্চমুখে প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

আধুনিক যন্ত্রশিল্প সম্পর্কে রাশিয়ানদের এখনও অনেক কিছু শেখার আছে, বিশেষতঃ আমেরিকার কাছে। এই কথা ওঁরা নিজেরাই বলে থাকেন, এমন কি ষ্ট্যালিনও বলেন। কিন্তু সামান্য তের বৎসরের ভিতর তারা এমনই সুদক্ষ হয়ে উঠেছে যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের কাছে যেটুকু সাহায্য পাচ্ছে সেই সম্পদ নিয়েই পৃথিবীর প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম যন্ত্রশিল্পের অধিকারী জার্মানদের মতো দুর্ধর্ষ শত্রুর সংগে জীবন-মরন পণ সংগ্রামে তাদের স্বীয় সেনাবাহিনী ও সমরোপকরণ যোগান দিয়ে চলেছে।

১৯২৮-৪১ খৃঃ রুশ ইতিহাসে এক সিদ্ধান্তমূলক যুগ হিসাবে অভিহিত হবে। রুশজাতির কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও যুগান্তকারী কাল। যুগ যুগ ধরে রাশিয়ানরা ও অন্যান্য জাতি সমূহ এই কাল সম্পর্কে স্বর্ণাক্ষরে বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন। মানুষের আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগের অপূর্ব কাহিনী।

এই ক'বছরের শ্রম ও তার গৌরবময় ফলের কথা চিন্তা করুন। এক সর্বনাশা, জগৎব্যাপী সমরে রাশিয়ানরা অসংখ্য জীবন বলি দিয়েছে। গৃহবিবাদ ও যুদ্ধের ফলেও লক্ষ

লক্ষ জীবন নষ্ট হয়েছে। দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থার জন্য আরো কত লক্ষ জীবনাবসান ঘটেছে। ১৯২২-২৮ খ্রীষ্টাব্দে অতি অল্পকালের জন্য 'NEP' চলেছে, সেই সংগে চলেছে তার পরিকল্পনানুযায়ী ব্যক্তিগত ব্যবসা বা শিল্পোৎপাদন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা মেটানো হয়েছে। ছিন্ন পোষাক ও বাজে জুতা পায়ে দিয়ে ঘুরলেও সেই সময় আহার্যের স্বচ্ছলতা ছিল। খুব আরামদায়ক না হলেও এই বছরগুলি তবু বরণীয় ছিল। একটু হাঁফ ছাড়বার অবসর মিলেছিল বটে, কিন্তু আকাশ ছিল আসন্ন দুর্যোগের মেঘে মলিন, অনিশ্চিত আশংকায় আবহাওয়া পরিপূর্ণ ছিল। এই মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার করে কি আবার ঝড় উঠবে, তা বোঝা যাচ্ছিল না। নেতারা যখন পরস্পর কলহ করে ক্রমশঃই দূরে সরে যাচ্ছিলেন আর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দিচ্ছিলেন ক্রমাগত তখন জনসাধারণ সুদিনের ও সুসময়ের আশা করছিল।

১৯২৮-এ বজ্রনির্ঘোষে ঘোষিত হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা, আরও কাজ, আরও ত্যাগের আহ্বান এল। আহার, বস্ত্র ও আবাস-গৃহ ব্যবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হয়ে এল। যথোচিত স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য কিছুই ছিল না। জনগণ পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, দিন দিন কৃশ ও ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। পরিশ্রমের আর শেষ নেই। শুধু যে সব কারখানা গঠনের ব্যবস্থা চলছিল আর পরিকল্পনা ছাড়া আর কোনো কিছুর জন্যই মাথা ছিল না।

মানসিক, শারীরিক ও যান্ত্রিক দিক থেকে বিরাট দায়িত্বভার সম্পাদনে রাশিয়ার প্রস্তুতির অভাব ছিল। রাশিয়ার না ছিল ইঞ্জিনিয়ার না ছিল কুশলী কর্মীদল। বৈদেশিক মূলধন বা বৈদেশিক সোনা ছিল না যার দ্বারা বৈদেশিক যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক সাহায্যের প্রতিদান দিতে পারে। বহির্জগতের কাছে পরিকল্পনা এমনই আজগুবি ও অসম্ভব মনে হয়েছিল আর রাশিয়ার আর্থিক দায় সম্পর্কিত খ্যাতি তেমন প্রবল না থাকায় কোনো ব্যাংক আর্থিক দায়িত্বভার গ্রহণে সাহসী হয়নি। অল্প মেয়াদী ব্যবস্থায় অল্প টাকা ভিন্ন রাশিয়া বৈদেশিক সূত্রে আর কোনো ঋণ পায়নি। তাই নিজের যা কিছু রস সব নিঙড়ে নিয়ে সর্বগ্রাসী পরিকল্পনার পিছনে ওরা ঢেলেছিল।

যাদের মনে একটা নূতন অনুভূতি ছিল তারা ব্যতীত এই শ্রান্তি ও ত্যাগের ফলে জনগণের দেহ ও মনে একটা সুকঠিন ছাপ পড়েছিল।

আমি এই সময় রাশিয়ায় ছিলাম, দেখেছিলাম জনগণ পরিষ্কাররূপে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল, তাঁরা পরিকল্পনায় বিশ্বাসী, তাই সকলপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধণে প্রস্তুত, সাবান বা অন্তর্বাস বা এইজাতীয় দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিষের অভাব কাটিয়েও তাঁরা হাসিমুখে দিনাতিপাত করছিল, আর এক দলের কাছে এই আত্মত্যাগ অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও কষ্টকর। প্রথম দল পরিকল্পনার অসীম সম্ভাবনায় উৎসাহিত, অপরদল পরিকল্পনাটিতে অবিশ্বাসী এমনকি পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিহাসও করত। প্রকাশ্য এইভাবে সন্দেহ প্রকাশ করলে অনেককে নিরুদ্দিষ্ট হতে হ'ত। সব সহ্য করলেও পরিকল্পনার গৌরবময় সাফল্য সম্ভাবনা কোনোরকম অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা কর্তৃপক্ষ সহ্য করতেন না।

ডিম, মাংস, মাখন, মদ, চীজ যা কিছু রাশিয়ানদের প্রয়োজনীয় তা সবই ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশে জাহাজ বোঝাই করে চালান দেওয়া হত তার বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থে বৈদেশিক ইঞ্জিনিয়ার আর বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের দেনা মেটানো হত। গম ও রাই, দেশে যার ভীষণ প্রয়োজন, তা যেত ইতালী, ফিনল্যাণ্ড, তুর্কী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে। সেই উদ্দামকালে শ্বেত রাশিয়া ভ্রমণের কথা আমার স্মরণ পথে উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রাচীনকালের রাস্তা, সাতবাইয়া দোরোগি নামক ষ্টেশনে ট্রেণ এসে থাম্‌ল—এখানে পূর্বে এসেছি, আর এই ষ্টেশনের রেস্তোরাঁয় ভুরি ভোজন করেছি, শ্বেত রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেস্তোরাঁ ছিল এটি। এখন এই হোটেলে মাংস ও মাখন, ভাত ও জ্যাম, প্রভৃতি যা কিছু ভালো ও রুচিকর আহার সবই দুর্লভ। কালো রুটি আর চিনিহীন চা ভিন্ন আর কিছুই এরা দিতে পারে না। অথচ সাইডিং-এ রাখা একটি মালগাড়িতে দেখি ডিম বোঝাই করা রয়েছে। প্রাশিয়ার কনিগস্‌বার্গে চালান যাচ্ছে। রাশিয়ার হাঁস বা মুর্গী, রাশিয়ার মাখন বা কাভিয়ার বার্লিন, হামবুর্গ বা ড্রেসডেনে সস্তা। মস্কৌতে কিন্তু এসব কিছুই নেই।

গরিষ্ঠ সংখ্যক তরুণদল নব পরিকল্পনায় বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের পিতৃ-পিতামহ পরিকল্পনায় অবিশ্বাসী হলে প্রকাশ্যভাবে, সংবাদপত্রে, সভা সমিতির বাড়িতে বা অফিসে তাঁদের নিন্দা করা হ'ত, গঞ্জনা দেওয়া হ'ত। নাম বদলে গৃহত্যাগ করে তারা নতুনজীবন সুরু করল—সংসার থেকে নিজেদের তারা এমনই বিচ্ছিন্ন করে ফেল্‌ত, যেন কোনোদিন তাদের কোনো আত্মীয়, পরিজন, বাবা বা মা কেউ ছিল না। একদা সন্ধ্যায় একজন বয়স্ক পরিচিত ব্যক্তির সংগে মস্কৌর পথে দেখা হ'ল। তাঁর একমাত্র প্রিয়তম পুত্রের কথা বল্‌তে গিয়ে লোকটির চোখে স্রোত বইতে লাগল। ছেলেটি বিনা বাক্যব্যয়ে একদিন বাপকে ত্যাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, ওর নাম আর নাকি সে মুখে আনতে চায় না।

এই ধরণের পারিবারিক ট্রাজেডিতে রাশিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

এই এক দানবীয় যুদ্ধ চলেছে, নতুন ধরণের মহাসমর, কামান, গোলা, বারুদ নিয়ে যুদ্ধ নয়, এই যুদ্ধ মানুষের হৃদয় ও মন নিয়ে, লোকচক্ষে অদৃশ্য অথচ ধ্বংসক্ষমতা ভীষণ এমনই সব মারাত্মক তার অস্ত্র—কিন্তু পরিকল্পনার কাজ থামানো হয়নি। দিবারাত্র পুরোদমে কাজ চলেছে, প্রবল ঘূর্ণীবাত্যার বেগে রাশিয়া এক নতুন উদ্দেশ্যের পানে ছুটে চলেছে। যুগান্তকারী তার সম্ভাবনা।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রথম পরিকল্পনা যখন নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই শেষ হল তখন রাশিয়া ১৫০০ নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

পরিকল্পনার কাজ কিন্তু থেমে রইলো না। দিবারাত্র পুরাদমে কাজ চল্‌তে লাগল। প্রবল ঘূর্ণীবাত্যার গতিতে রাশিয়া নূতন লক্ষ্যে চল্‌ল।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রথম পরিকল্পনা নির্ধারিত সময়ের একমাস পূর্বেই শেষ হ'ল। ১৯৩৩-৩৭-এর দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষ হ'ল চার বছরে। তার-মূল খরচা হল ৫৩ বিলিয়ন রুবল।

অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার চাইতে সাড়ে তিন গুণ বেশী। তৃতীয় পরিকল্পনা যার নির্ধারিত তারিখ ছিল ১৯৩৮-৪২ তার শেষ হল হঠাৎ ১৯৪১-এ, তখন জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করেছে। তিন বছরের ভিতর রাশিয়া ২৯০০ নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে, তার ভিতর কয়েকটির আয়তন প্রকাণ্ড, কয়েকটি ছোট। ১৯৩৭-যে পরিমাণ উৎপাদন হয়েছিল তার তিনগুণ বেশী উৎপাদন করা এবারের লক্ষ্য ছিল।

এখন যুদ্ধের পটভূমিতে ও রাশিয়ার জীবনপণ প্রতিরোধে এইসব পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী দুরদৃষ্টির ফল বলে স্বীকৃত হয়েছে। যে পিতা একদিন নীরবে চোখের জল মুছেছেন পুত্র কর্তৃক অস্বীকৃত হয়ে, তিনি আজ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পরিকল্পনা ও যারা সে পরিকল্পনা সার্থক করে তুলেছেন তাদের ওপর আজ অসীম শ্রদ্ধা। তিনি একদিন তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর সেই অনুতপ্ত ঘরে বসে যখন চিনিহীন চা বিস্কুট সহযোগে পান করছিলাম—তখন তিনি সঙ্গীতের শেষাংশের মত বার বার বল্‌তে লাগলেন—সারা পাশ্চাত্য জগতের শিল্পসম্পদে সমৃদ্ধ জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই *pyatiletki* না থাকলে আমরা কি করতাম।

এই জাতীয় আরো রাশিয়ান জনক-জননীর সংগে আমার দেখা হয়েছে।

এই ভদ্রলোক ও তাঁর পুত্র এখন আবার একত্রিত হয়েছেন। নূতন শাসনতন্ত্র প্রণীত হবার পর জনক-জননীর সংগে পুত্র-কন্যাদের মিলন সংঘটিত হয়েছে। পুত্র এখন যুদ্ধক্ষেত্রে গোলন্দাজ অফিসর—পিতা এই ভেবে খুসী যে তবু ত' তারা লড়াই করবার উপযুক্ত গোলাবারুদ পেয়েছে, নিজেদের কারখানাতেই তা তৈরী হয়েছে। জার্মানদের চাইতে এ সব অস্ত্র বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

প্রতি পদেই রাশিয়ানরা বলে—"*pyatiletki* না থাক্‌লে এই যুদ্ধে আমাদের কি হত?" —খরচ অত্যন্ত বেশী হলেও আজ এই পরিকল্পনাই জার্মানদের হাত থেকে ওদের রক্ষা করেছে।

শিল্প সম্বন্ধীয় অগ্রগতিতে রাশিয়া এইসব পরিকল্পনায় একটা নূতন কৌশল ও নূতন দর্শনের সন্ধান দিয়েছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা শিল্প ব্যাপারে যে পদ্ধতি অনুসারে চলেছে বহুবিধ রুশ পদ্ধতির সংগে তার প্রভেদ আছে। যে অশ্রদ্ধা ও সংশয় রুশ বিপ্লবের ফলে বিদেশে, বিশেষতঃ কয়েকটি প্রগতি সম্পন্ন দেশে প্রবাহিত হয়েছিল, তার মূলে ছিল এই পরিকল্পনার বহুবিধ মূলনীতি।

যুদ্ধকালের সেনাদলের মত—সমগ্র জনতাকে সঙ্ঘবদ্ধ করা হয়েছিল পরিকল্পনার কাজে। অল্পসংখ্যক লোকছাড়া এরা সকলেই তেমন প্রস্তুত ছিল না। পরিকল্পনাটি নূতন। অ-প্রস্তুত মেশিন নূতন, গঠন পদ্ধতি নূতন। অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েট রাশিয়া সর্বপ্রথমে কারিকর তৈরী করে তারপর কাজে হাত দেয়নি। আগে কাজে হাত দিয়ে পরে কারিকর তৈরী করেছে।

পরিকল্পনাবলী রাশিয়াকে নূতন ও বৃহত্তম শিল্প সম্পদ দান করেছে, যন্ত্র-পাতি নির্মাণের কারখানা, রাসায়নিক পদার্থের কারখানা, ট্যাংক ও বিমান শিল্পের কারখানা,

কামান-বন্দুকের কারখানা, ট্রাকটর, মোটর গাড়ি, ও ট্রাকের কারখানা, কৃষিশিল্প সম্পর্কীয় যন্ত্রাদির কারখানা প্রভৃতি গঠিত হয়েছিল। উৎপাদন ক্ষমতায় এই সব কারখানার স্থান শুধু আমেরিকার নীচে। এই ধরণের সর্বব্যাপী জাতীয় সচেতনত্বের কারণ রাশিয়ায় নূতন ঐক্য, শারীরিক ও সামাজিক ঐক্য—আর এই একতা ইস্পাতের যন্ত্র ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে।

রাশিয়া আজ পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা ও আয় বর্ধক সম্পত্তি ব্যবস্থা জারতন্ত্র ও জমিদার-তন্ত্রের মত লোপ পেয়েছে। এখন রাশিয়ায় নূতন কারখানার মালিক রাষ্ট্র স্বয়ং। রাশিয়ান, কামান, বন্দুক, গুলি, বারুদ, হাতবোমা যা কিছু যুদ্ধক্ষেত্রে যায় সবই সরকারী উৎপাদনী কেন্দ্রে প্রস্তুত।

বিপ্লবের বহু টীকা ও মন্তব্য বিপজ্জনক ও অপর্যাপ্ত বিবেচিত হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়েছে। বিপ্লবোত্তর কালের সমাজজীবন, কলা ও শিল্প ব্যবস্থা, সংগীত ও অন্যবিধ দৈনন্দিন জীবনের যে সব শিল্প ও সংস্কৃতিগত বিষয় বিপ্লবকালে উপহসিত ও পরিত্যক্ত হয়েছিল আজ তা আগ্রহ ও উৎসাহভরে পুনরায় গ্রহণ করা হচ্ছে। যেন রাশিযায় গৌরবময় অতীতের পুনরাবিষ্কার করা হ'ল—মানবজাতির গৌরবময় অতীত ইতিহাস ফিরিয়ে আনা হ'ল। দৈনন্দিন জীবনে আবাব তার প্রচলন হ'ল। প্রাচীন রাশিয়ায় যা সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য ছিল আজ আবার তা ফিরে এল।

একথা বলে রাখা ভালো যে সোভিয়েটবাদের যা মূলসূত্র—ব্যক্তিগত সম্পত্তি, জারতন্ত্রের উচ্ছেদ, বা আয় উৎপাদক ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সাধন—সেই মূলসূত্র, অক্ষুন্ন রাখা হয়েছিল। তার কোন পরিবর্তনই হয় নি। পরিকল্পনায় এই সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত না হয়ে আরো কঠোরতর ভাবে প্রয়োজিত হয়েছিল। মহাসমর এই ব্যবস্থা প্রচলনের পথে অন্তরায় হয়নি। দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদির অভাব থাকাতে—বাজার হাটে বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত হ'ল। শহরের লোক আর কিষাণদের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় চল্‌তে লাগ্‌ল। খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে শহরের লোক গ্রামের লোকদের কাপড় ও গৃহস্থালীর জিনিষ পত্র দিতে লাগ্‌ল। এর পিছনে অবশ্য ক্ষুদ্রাকারে গুপ্তভাবে ফাট্‌কাবাজারের খেলা চল্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু তা ছিল অবৈধ। লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয় বিক্রয় অবৈধ। এই সব চোরা কারবারীদের ধরা পড়লে ভীষণ শাস্তি গ্রহণ করতে হ'ত।

বাজার হাটের এই ধরণের গোপন ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে ব্যক্তিগত উৎপাদন ও ব্যবসার উপর নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা হ্রাস পায়নি এতটুকু।

সেণ্ট্রাল রাশিয়ায় উরাল প্রদেশে ভ্রমণকালে আমি একটি চাষীর বাড়িতে কয়েক রাত্রি কাটালাম, এই বাড়িটি আবার পার্টির জেলা সেক্রেটারীর অফিস—এই অঞ্চলটি প্রায় দশমাস জার্মান অধিকারে ছিল। এই পার্টি সেক্রেটারী ছিলেন অত্যন্ত কৌতুকপরায়ণ যুবক, বয়স প্রায় ত্রিশের কাছাকাছি। একদিন তিনি আমাকে "ন্যু ইয়র্ক হেরাল্ড্ ট্রিবিউন" সম্পর্কে

প্রশ্ন করতে সুরু করলেন। ঐ পত্রিকার জন্য আমি পল্লী রাশিয়ায় জার্মান "নব বিধানের" রূপ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য এসেছিলাম। তিনি স্বয়ং একটি পল্লী অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকাটি অবশ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, রাষ্ট্র তার মালিক। এতবড় একটা বিরাট দৈনিক পত্র যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে এ তাঁর ধারণাতীত। তার মুখ থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতে লাগল। কে সম্পাদক নিয়োগ করেন? কে রিপোর্টার ভাড়া করেন, দৈনিক সংবাদ ব্যবস্থা ও সম্পাদকীয়ের বন্দোবস্ত কে করেন? সংবাদপত্রের অফিস ও প্রেসের মালিক কে? আমার জবাবে তিনি শুধু বিস্ময় ভরে কাঁধ নেড়ে শ্রাগ্ করেন।

উনি যখন কথা বলছিলেন ও তাঁর এই সংশয় মিশ্রিত ধারণা লক্ষ্য করে আমার সেই সব আমেরিকান ও ইংরাজদের কথা মনে পড়্ল, যাঁরা রাশিয়ার যৌথ কৃষিব্যবস্থা ও সম্পত্তি পরিচালনা সম্পর্কে কোনো ধারণা করতে পারেন না। রাশিয়ার ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন ব্যবস্থা তাঁদের কাছে যেমন ধাঁধার মত বোধ হয় অপর পক্ষে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের রাষ্ট্র ধারায় অনুরূপ ব্যবস্থার অভাব রাশিয়ানদের চোখে বিসদৃশ ও অদ্ভুত ঠেকে। প্রত্যেকেই স্বদেশস্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, তার জমি, ঘর ও বিদ্যালয় সম্পর্কিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন—ইংলণ্ড বা আমেরিকা সোস্যালিষ্ট হলেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে তারা বেশ সচেতন, কিন্তু রাশিয়ায় এই ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও তৎসম্পর্কিত পাপ সম্পর্কে সকলেই সর্বতোভাবে সর্বদা সজাগ।

রাশিয়ার ঐতিহাসিক বিবর্তন যদি আমেরিকা বা ইংলণ্ডের সমান্তরাল হ'ত তাহলে সে হয়ত "ব্যক্তিগত সম্পত্তি" সম্পর্কে এমন মারাত্মক বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারতো না। কিন্তু ১৮৬১ পর্যন্ত ওদের দেশে ভৃত্যতান্ত্রিকতা চলেছিল। তারপর এই প্রথার অবসানে সামন্তনীতির ফলে গ্রামের লোকেদের প্রতি অত্যাচার চল্লো। জমিদার ও সরকারী কর্মচারীর কাছে চাষীদের টুপী খুলে আভূমি প্রণত হতে হ'ত সেদিন, এই শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে রুশ শিল্প ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে সর্বোচ্চ শিখরে উঠছিল, তবু ইংলণ্ড ও আমেরিকার মত শক্তিশালী মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেনি। রাশিয়ায় জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়, ইংরাজী ভাষাভাষী অঞ্চলের জনগণ বিশেষতঃ আমেরিকার মত কোনোদিন সম্পত্তি সচেতন হয়ে ওঠে নি।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার অতীতের বিপরীত বিচার করলেই রাশিয়ায় যে শক্তি ও উদ্দেশ্য আজ ব্যক্তিগত সম্পত্তি অবলুপ্তি ব্যবস্থার জন্য লড়েছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি সবচেয়ে ঘৃণিত ও ধিক্কারজনক ব্যবস্থা বলে মেনে নিয়েছে তা আমরা সহজে বুঝতে পারব। "ব্যক্তিগত সম্পত্তি" এই কথাটি রাশিয়ান নওজোয়ানের কাছে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্রূপের ভাব উদ্রেক করে।

একথা বলা প্রয়োজন যে যুদ্ধের ফলে এই ধারণা এতটুকু না কমে বরং বেড়ে উঠেছে। সৈন্যদলভুক্ত যে ব্যক্তি দৈনন্দিন আহার্য, শীতের জন্য—ভড্‌কা, পরিধেয় বস্ত্র, যুদ্ধের অস্ত্র—যা কিছু ব্যবহার করে তা আসে সরকারী কারখানা ও গুদাম থেকে। সব-কিছুই যৌথ ব্যবস্থার

ফলে উৎপাদিত হয়েছে—এর ভিতর কোন দালাল, কনট্রাকটার, বা রাজনীতিবিদের ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি নিয়ে টানাটানি করার উপায় নেই।

রাশিয়ার ব্যবসা, বাণিজ্য বা শাসন ব্যবস্থায় নীচ তস্কর, বা নিষ্ঠুর আমলাতান্ত্রিক যে নেই তা নয়, তা থাকতে পারে—রুশ শ্রমিক বা অফিস কর্মচারিগণ প্রায়ই কর্ম-অক্ষমতা বা অসাধুতার কথা শুনে থাকেন। এই সম্পর্কিত ঘটনা প্রায়ই তাঁরা সংবাদপত্র, ও যে সব প্রতিষ্ঠানে তাঁরা কাজ করেন তার প্রাচীরগাত্রস্থিত সংবাদপত্রে দেখে থাকেন। এই সব অকর্মণ্যদের সবাই অপছন্দ করে, ঘৃণা করে। দলত্যাগী ও অপরাধীদের গুরুতর দণ্ডের জন্য তারা দাবী জানায়। যৌথ-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বহুবিধ ত্রুটী থাকা সত্বেও, তারা শুধু যে সম্পূর্ণভাবে এই ব্যবস্থা সমর্থন করে তা নয়, এই ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য তারা জীবন পণ করে বসে আছে। এ বিষয়ে কোনো ভুল ধারণার ফাঁক রাখা চল্‌বে না।

এই যুদ্ধে জার্মানদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার অন্যতম কারণ এই যে তারা অধিকৃত অঞ্চলে যৌথ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে, শিল্প, বাণিজ্য ও বিষয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। রাশিয়ানরা এই সব অঞ্চল পুনরাধিকার করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির পুর্নস্থাপনা করেছে—এবার আর কারো কাছ থেকে প্রতিবাদ আসেনি এমন কি বৃদ্ধদের কাছ থেকেও নয়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার বিলোপ সাধন রুশ ভাবধারার মূলনীতি, আর সেই কারণই নব-জাতীয়তাবাদেরও প্রাণস্বরূপ।

রুশীয় 'Little Encyclopedia' অনুসারে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তথাকথিত বুর্জোয়া ব্যবসাদার সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল জনসংখ্যানুপাতে শতকরা ১৫'৯। পরিকল্পনায় প্রথম ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা ৫-এ গিয়ে নামল। ১৯৩৭-এ সংখ্যা শূন্যে পৌছালো। তখন থেকে শূন্যই আছে। রুশ রাজনৈতিক আকাশে তদবধি আর কিছুই নেই। যুদ্ধের রক্ত ও আগুনে লালরঙে রঞ্জিত হয়ে আছে আকাশ, এর পরিবর্তনের কোনো লক্ষণই নেই।

ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথা রদ হয়েছে, কিন্তু সোভিয়েট কারখানার নায়ক এখন কারা—কি ভাবেই বা তারা কাজ চালায়?

—সতের—

কারখানা পরিচালনা

মস্কোর ত্রেখগোরকা (তিন পাহাড়) অঞ্চলে রাশিয়ার অন্যতম বয়নশিল্পের কারখানা—এখানকার প্রাঙ্গন, অফিস, দোকান, গুদাম ঘরে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন বারবার আমি আমেরিকার যে সব অনুরূপ কারখানায় গিয়েছি তাদের কথা স্বতঃই মনে পড়্‌ল। কোথাও, এমন কি শ্রমিকদের পোষাকেও, এতটুকু পার্থক্য পেলাম না। বাড়িগুলি অবশ্য প্রাচীন ও কদাকার, তবে আমেরিকার প্রাচীন কারখানা বাড়িগুলিও অনুরূপ। যন্ত্রপাতি আমেরিকার মতই শব্দময়। শ্রমিকরা ব্যস্ত, সেক্রেটারীরা ও ফোরম্যানরা সমান সতর্ক, ছাঁচ-ঘরের গন্ধ সমান দুর্গন্ধময়, প্রদর্শনীকক্ষে রাখা জিনিষগুলি এই যুদ্ধকালে বেশ পরিপাটি ভাবে সুন্দর করে সাজান।

এই কারখানা বা অন্য যে কোনো জায়গায় একবার পদার্পণ করলেই অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে, যাদের ধারণা যে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা না থাকায়, সতর্কদৃষ্টির অভাবে কাজকর্ম ঠিক নিয়ম মত হয় না, তাদের সে ভুল ভাঙবে। ডিরেকটার, ফোরম্যান, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের ক্ষমতা তেমন কম নয়, তাদের দায়িত্বও কম নয়। কর্তৃপক্ষের মূল দায়িত্ব আমেরিকা বা ইংলণ্ডে যেমন এখানেও ঠিক তাই।

এমন এক সময় ছিল যখন রুশীয় অফিসগুলি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ও নোঙরা থাকত, কর্তৃপক্ষরাও তাই থাক্‌তেন। সেদিন আর নেই। তিনটি পরিকল্পনা—আর সব বস্তুর সংগে বেশভূষা সম্পর্কিত ব্যাপারে, কর্তৃপক্ষদের, বিশেষতঃ যাঁরা উচ্চপদস্থ, তাঁদের সায়েস্তা করেছে। যেন ইস্পাতের সম্মার্জনী তাদের সহসা পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে। ৩৫ বছর বয়স্ক ডাইরেক্টর ভিকটর ইয়েলিসেভিচ্‌ ভডোকিনের ক্যাবিনেট বা অফিসঘরটি পরিচ্ছন্নতায় ঝক্‌মক্‌ করছে। আধুনিক ধরণের ব্যবসাদারী পোযাকের বদলে তিনি অধ্যাপক বা শিল্পীদের মত বড় বড় পকেটওলা ঝলঝলে পোযাক পরেছেন। ছোট জুতার চাইতে ষ্ট্যালিনের মত হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা লম্বা বড় জুতাই তাঁর পছন্দ। ষ্ট্যালিনকে কেউ ফোটোতে বা প্রত্যক্ষ ভাবে বড় জুতা ছাড়া ছোট জুতা পর্‌তে দেখেন নি। কিন্তু আমেরিকা বা ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদের মতই তিনি সুন্দর ভাবে চুল ছেঁটে, দাড়ি কামিয়ে ফিট্‌ ফাট্‌ আছেন।

তবু এই সব এবং আরো বহুবিধ ক্ষমতা থাকা সত্বেও ত্রেখ্‌গোরকা অন্যসব রাশিয়ান কারখানার মতই, অন্যদেশের কারখানার মত শুধু মাত্র উৎপাদনশালা নয়। এই সব প্রতিষ্ঠান সর্বোত্তম রাজনৈতিক কেন্দ্র। রাশিয়ায় এর ব্যতিক্রম হতে পারে না, কারণ এই কারখানা থেকেই রাশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। এইখানেই রাশিয়ার শারীরিক শক্তির উৎপত্তি ও পরিণতি, এইখান থেকেই তা একদিন বিস্ফারিত হয়ে পড়েছে। এইখানেই লাল ফৌজ গঠিত হয়েছে, তাদের পোষাক দেওয়া হয়েছে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছে, তাঁদের

অভিষিক্ত করে কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইখানেই বিপ্লবের মূল তত্বগুলি নির্ধারিত হয়েছে। এইখানেই ষ্ট্যালিন ও ট্রটস্কির প্রবল বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটেছে। ট্রটস্কি যদি কারখানাকে তার সমর্থনে পেতেন, তা'হলে সুদূর বিদেশে নির্বাসনে তাঁর চমকপ্রদ জীবনের অবসান হ'ত না।

কষ্ট ও ত্যাগের কঙ্কর কঠিন দিনগুলিতে, হতাশা ও শোকে, এই পরিকল্পনা তার প্রাথমিক যুগে জনগণের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছে, শুধু কারখানার সাহস ও বিশ্বাসের আন্দোলনের ফলে। সহিষ্ণুতা ও আশা আগামী দিনের আনন্দোজ্জল উপহার নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাশিয়ার কারখানা উৎপাদন করে আবার সেই সঙ্গে শিক্ষা বিস্তার করে, কারখানা ও অফিসে শ্রমিকদের চিত্তবিনোদন করে। ছেলেমেয়ে দেখাশোনার ব্যাপারে শ্রমিক পরিবারকে সাহায্য করে, যুবশক্তিকে শুধু কাজ করতে নয় সেই সঙ্গে রণকৌশলও শেখায়। ক্রেমলিনের সকল নীতি এরা নির্বিচারে সমর্থন করে, ক্রেমলিন যা বলে সব প্রতিপালন করার চেষ্টা করে। ঐতিহাসিক গুরুত্ব, রাজনৈতিক কর্মধারা, কারখানার ভিতরে ও বাহিরে জনগণের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ থাকায়, শ্রমিকদের উপর নিয়মানুবর্তিতা জারি করে কারখানা এক শক্তিশালী ঐক্যসূত্র স্থাপন করেছে। রাশিয়ায় সামাজিক ও সামরিক শক্তির প্রবলতম উৎস এই কারখানা। ষ্ট্যালিনগ্রাদের ধ্বংসের পর রাশিয়া যে ষ্ট্যালিনের ১৯৪২ এর ৬ই নভেম্বরের বক্তৃতানুসারে "অভূতপূর্ব সংগঠনী শক্তি ও সামর্থ অর্জন করেছে" তার কারণ বহুবিধ ব্যাপারের সঙ্গে কারখানা রাশিয়ার জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও জাতীয় মনোবল অটুট করে তুলেছে।

তবু উৎপাদন সমস্যাই কারখানার সর্বপ্রধান করণীয় বিষয় ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। জনগণের স্থূল ভালোমন্দের চাবী এই কারখানার হাতে. জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থায় উৎপাদন সমস্যাই সকল আলোচনার মূল কথা, পার্টির অভ্যন্তরে, বিশেষতঃ নেতৃবৃন্দের মধ্যে সকল প্রকার দ্বন্দ্বের প্রধান কারণ এই কারখানা। বহুদিন ধরে সংবাদপত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে প্রধানতম আলোচ্য বিষয় ছিল এই কারখানা।

বক্তৃতার ও প্রচারকদের পথনির্দেশক রূপে বহুবিধ পুস্তক-পুস্তিকা কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রকাশ করে থাকেন। যুদ্ধ পূর্বকালের মত এখনও এইসব সাময়িকপত্রের প্রধানতম লক্ষ্য হ'ল উৎপাদন। 'Guide for Lecturers', 'Propagandist' ও ক্ষুদ্রাকৃতি ও বহুল প্রচারিত "Notes for Agitators" নামক পত্রিকাগুলি উৎপাদন সম্পর্কিত রচনার ঠাস বুনানীতে বোঝাই। রুশ জনগণের প্রতি প্রদত্ত ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত সকল উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির মূলে আছে এই উৎপাদন ব্যবস্থা। আর ভবিষ্যতের সেই প্রতিশ্রুতির মূল ধ্বনি বা স্লোগান "যার যেমন যোগ্যতা ও যার যেমন প্রয়োজন" একদিন প্রকৃত সত্যে রূপায়িত হয়ে উঠবে। ধনতান্ত্রিক জাতি সমূহকে "ধরে ফেল ও হারিয়ে দাও" এই হ'ল সোভিয়েট স্লোগান, আর সেই স্লোগান এই উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কেই বিশেষ ভাবে খাটে। লেলিন পুনঃ পুনঃ বলেছেন—মানবীয় ও যান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ক্ষমতা যদি বাড়ে তাহলে

রাশিয়া এমন উচ্চস্তরের সভ্যতা অর্জন করতে পারে, যা অন্য কোনো ধনতান্ত্রিক জাতির পক্ষে আশাতীত।

রাশিয়ান কারখানাগুলি উৎপাদন কেন্দ্র নয় সম্মেলন স্থল হিসাবেই দীর্ঘকাল বহির্জগতে আলোচিত হয়েছে। সোভিয়েটবাদের গোড়ার দিকে এই কথা বলার কিঞ্চিৎ যুক্তি ছিল। সোভিয়েটরা জীবন ও কর্মের একটা নূতন দর্শন প্রচলন করেছে। কিন্তু নেতৃবৃন্দের কাছে পদ্ধতি ও পরিকল্পনা থাক্‌লেও পরিচালনের অভিজ্ঞতা ছিল না। গ্লাড্‌কভের বিখ্যাত উপন্যাস 'Cement-এ' রাশিয়ার এই যুগটি অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হয়েছে। বিশেষতঃ পরিকল্পনার পটভূমিতে এই গ্রন্থ অতি চমৎকার দলিল।

একথা এখানে বলে রাখা ভালো যে সোভিয়েটবাদের প্রথম অবস্থায় সর্বহারা প্রলেটরিয়েট দল প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজ করতে অনিচ্ছা দেখিয়েছে, গাফিলতি করেছে। তাদের বিপ্লব-পূর্ব মালিকরা যতটুকু কাজ আদায় করতেন বিপ্লবের পরেও তার বেশী তারা করেনি। কাজের সময় তারা চাকরী ও বাড়ীর কথা নিয়ে গল্প করেছে, তাদের প্রণয়িনী সম্পর্কে বা যে সিনেমা দেখেছে বা দেখ্‌ছে সে বিষয়েও আলোচনা করেছে। সিগারেট খেয়েই অধিক সময় কাটিয়ে দেয়—কাজ না করার জন্য তাদের অজস্র ওজর ও অজুহাত ছিল।

গৃহযুদ্ধের সময় এরা সব উগ্র বিপ্লবী ছিল, তাদের গরিমাও ছিল। এক মিনিটের নোটিশে তারা সোভিয়েটদের আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক হাতে করে বেরিয়ে পড়্‌ত। কিন্তু 'দু' চারজন ছাড়া কাজের বিষয় তাদের তেমন আগ্রহ দেখা যেত না। এতটুকু উৎসাহের ভংগী নেই। জীবন যাত্রার মান ছিল অতি নীচু, জরুরী প্রয়োজন মেটাবার মত জিনিষপত্রের অভাব ছিল, গৃহযুদ্ধের কালে সংঘটিত ধ্বংসের ফলে ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব অত্যন্ত বেশী থাকায়, জনগণের জড়ত্ব ও অলসতা বেড়ে উঠেছিল।

উৎপাদনের সর্বগ্রাসী সমস্যার মর্মকেন্দ্র হল এই শ্রমিক। দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে শ্রমিকদের মনোভংগী গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। গ্রাম থেকে সদ্য আগত চাষীদের মনে শ্রমিকদের ধর্ম ও আদর্শ সম্বন্ধে একটা আগ্রহ ফুটিয়ে তোলাটাই প্রধান কাজ হয়ে উঠ্‌ল। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করার জন্য সংবাদপত্র, সিনেমা, থিয়েটার, বক্তৃতা মঞ্চ, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি সব কিছুরই সাহায্য নেওয়া হল। বিপ্লব পূর্বকালে, বা কখনো যা হয় নি সেই ভাবে শ্রমিকদের মহিমামণ্ডিত করে দেখান হ'ল। সমাজতন্ত্রের যা কিছু শ্রমশিল্প সম্পর্কিত তত্ত্ব তা এই ভাবে জলন্ত অক্ষরে নাটক, ছায়াছবি ও সংগীতের ভিতর ফুটিয়ে তোলা হ'ল

এই ধরণের প্রচণ্ড প্রচার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব কাজ আদায়ের চেষ্টা চল্‌তে লাগ্‌ল। সমাজতন্ত্রবাদ স্বর্গ—আর ধনতন্ত্র নরক এই চিন্তা করা সহজ। কিন্তু শ্রমিককে যদি তার যথাসাধ্য শক্তি উৎপাদন ব্যাপারে নিয়োগ করতে

বাধ্য না করা যায়, তাহলে দৌর্বল্য ও অক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, আর সব জিনিষ অসারত্বে পরিণত হয়ে ধ্বংস হ'বে।

শ্রমিকদের নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে সব রকমের উদাসীন্য ও শিথিলতা, পরিকল্পনা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কঠোর করে তোলা হল। সব রকমের প্রতিবাদ ও গুঞ্জন উপেক্ষিত হল। এই সব অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের বলা হ'ল—এখন আর ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, যাতে তোমাদের নিজেদের কাজের দ্বারা নিজেদেরই ভালো হয় সেই সৌভাগ্য থেকে নিজেদের বঞ্চিত কোরোনা।" অফুরন্ত বক্তৃতাবলীর ভিতর এই সব এবং এই জাতীয় আরো কথাই ছিল মূল বিষয় বস্তু—শুধু গৃহযুদ্ধের সময় রাশিয়া এই ধরণের বক্তৃতা শুনেছে।

বক্তৃতার আগে ও পরে গুরুতর নিয়মনীতির উপর ভিত্তি করে শাস্তি দেওয়া হ'ত। তাতে করে উত্তেজনা ও অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি পেত।

মাঝে মাঝে এই নিয়মনীতি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠ্‌ত। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এই শাস্তি ব্যবস্থা এমন কঠোর ও কঠিন হয়ে উঠ্‌ল যে রাশিয়ার বহিরাঞ্চলস্থ শত্রুরা বল্‌ত সমাজতন্ত্রবাদের নীতি অমান্য করা হচ্ছে। এই সব কথায় ষ্ট্যালিন বা অন্য কেউ এতটুকু বিচলিত হন নি। ত্রেখগোরকাও অবশ্য এই নীতির হাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি।

যথাসময়ে অফিস বা কারখানার শ্রমিককে তার নিজস্ব কর্মস্থানে হাজির থাকতে হবেই। যদি দশ মিনিট দেরী হয়, আর সেই দেরীর কারণটা মানবীয় ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে সে সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত বা প্রকাশ্য হুঁসিয়ারী পায়। সুপারিনটেনডেনট্‌, ডাইরেক্টর, ফোরম্যান, সবাই অপ্রিয় কথা বলে, কারখানার সমস্ত ঘরে একটি নোটিশ টাঙিয়ে সকলকে তার এই কর্তব্য কাজে অবহেলার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

লোকটির বাসা যদি দূরে হয়, পথে যদি ট্রাম, বাস, লরী প্রভৃতির কোনো গোলোযোগ ঘটে তাহলে অবশ্য হুঁসিয়ারী দেওয়া হয় না, কিন্তু তার বাসা যদি কাছে হয়, এবং যদি সে অতিরিক্ত ঘুমিয়ে বা অনর্থক কারো সঙ্গে কথা কয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করে থাকে তাহলে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাকে হুঁসিয়ারি দেওয়া হয়।

এক মাসের ভিতর একই অপরাধ যদি দ্বিতীয়বার করা হয়, তাহলে শ্রমিক শুধু যে হুঁসিয়ারী পায় তা নয়, তাকে এবার তিরস্কার করা হয় এবং এবারও যথারীতি তা সর্বত্র প্রচার করা হয়। এক মাসের ভিতর তৃতীয় বার একই অপরাধ করলে তাকে "জনগণের আদালতে" হাজির হতে হয়। এই বিচারের রায় অনুসারে তাকে অতিরিক্ত খাটতে হবে তিন চার মাস, আর তার জন্য পুরা বেতন দেওয়া হয় না। শাস্তি বলবৎ থাকা কালে বেতন থেকে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ কেটে নেওয়া হয়।

যদি কোনও শ্রমিকের ২১ মিনিট দেরী হয়, তাহলে তার সেই অপরাধ প্রথম অপরাধ হলেও তারও বিচার হয়। এখানেও বিচারে কারাদণ্ড হয় না, অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে দেওয়া হয়, আর বেতন থেকে শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ কেটে নেওয়া হয়।

ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতিকে প্রশ্ন করলাম, ধরুণ যদি ওর বাপ, মা, স্ত্রী পুত্র কেউ অসুস্থ থাকে বা মৃত্যুশয্যায় থাকে?

"তাহলেও আমরা চাই সেই শ্রমিক স্বয়ং আমাদের কাছে তার সকল কথা জানাবে, আর আমরা সেই ক্ষেত্রে তাকে ছুটি দেব বাড়িতে থাকার জন্য।"

প্রথম আধ ঘণ্টার ভিতর যদি কোনও শ্রমিক না এসে হাজির হয় তাহলে তার বাড়িতে দূত পাঠানো হয়, বাড়ি থেকে টেনে আনার জন্য। সাধারণতঃ এই দূত ট্রেড ইউনিয়নের লোক, এরা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক ব্যবস্থার দিকে নজর রাখে। অনুপস্থিত শ্রমিক হয়ত তার বাসায় গুরুতর ভাবে পীড়িত হয়ে পড়ে আছে। সেই দূতকে তখন সেবার কাজে লেগে যেতে হয়,—কিন্তু এই অনুপস্থিতির যদি কোনও ন্যায় সঙ্গত কারণ না থাকে তাহ'লে আইন অত্যন্ত কঠোর ভাবে এসে তার প্রতিশোধ নেয়। ফ্যাক্টরি ও সোভিয়েট আইন নিয়মনিষ্ঠার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। আফিসে বা মেসিনে কাজ করার সময় শ্রমিককে কাজ করতেই হবে। কাজের সময় ব্যক্তিগত আরাম বা খেয়ালমত চলার হুকুম নেই।

ত্রেথ্‌গোরকায় কর্মচারীরা এত বেশী নিয়ম ও সময় মেনে চলে যে কারো প্রতি শাসন দণ্ড ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।

একজন মহিলা বয়নশিল্পী বল্লেন: "আমরা খুব সকালে বাড়ি থেকে বেরোই, তার ফলে আমরা আসার পরও অনেক সময় হাতে থাকে।"

বিনা অনুমতিতে কোনো শ্রমিকের তার কর্মস্থল ত্যাগ করার অধিকার নেই। কারখানা কর্তৃপক্ষ কারখানা, রাষ্ট্র, জাতি, আর এই যুদ্ধকালে সৈন্যদের মুখ চেয়ে কদাচিৎ ছুটি দিয়ে থাকেন। শ্রমিকের নিজস্ব খেয়াল বা সুখ সুবিধার কোনো মূল্য নেই। আইন শুধু যে কর্মস্থল ত্যাগ করতে দেয় না তা নয় অন্যত্র কোথাও তার চাকরীরও সুযোগ মেলে না। প্রতি শ্রমিকের কাছে 'লেবার বুক' বা একখানি চাকরীর ছোট ইতিহাস থাকে যেখানেই চাকরীর সন্ধানে যায়, তাহলে এই কেতাবটি সঙ্গে নিতে হবে। আর এই কেতাবে যদি লেখা থাকে যে সে অন্যত্র চাকরী করতে পারে, তাহলেই সে কাজ পাবে, নতুবা নয়।

যুদ্ধকালে অসৎ ভাবে কোনো রকম কর্ম পরিবর্তন, কিংবা অলসতার জন্য বা মদ্যপতার জন্য যদি কেউ কর্মচ্যুত হয়, তাহলে বোঝা যাবে সে তার পিতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যুদ্ধের ভিতর ত্রেথ্‌গোরকায় এক জনও এইভাবে বিশ্বাসঘাতক বিবেচিত হয় নি। যে সব নরনারী এখানে কাজ করে তারা অত্যন্ত যুদ্ধ সচেতন, কাজেই এই জাতীয় গর্হিত কাজ কেউ সহসা করবে না।

ফ্যাক্টরীর উৎপাদন বাড়াবার জন্য সর্বত্র ভীষণ প্রচেষ্টা চলে। এই উৎপাদন বাড়াবার একটা "সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা" ব্যবস্থা আছে। এক কারখানার সঙ্গে অপর কারখানার প্রতিযোগিতা চলে, কৃষিশালার সঙ্গে কৃষিশালার প্রতিযোগিতা, ইস্পাত কর্মীর সঙ্গে খনির শ্রমিকের, খনির শ্রমিকের সঙ্গে সৈনিকের—এই ভাবেই চলেছে চারিদিকে তুমুল প্রতিযোগিতা—কে কত কাজ করতে পারে, বিশেষতঃ এই যুদ্ধকালে এই জেদাজেদি আরো বেড়েছে। শ্লোগান, রেখাচিত্র, বক্তৃতা, অর্থ সাহায্য সর্বপ্রকার অস্ত্র দিয়ে কেবল উৎপাদন বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে।

১৯৪২-এর ৬ই নভেম্বরের ষ্ট্যালিনের বক্তৃতার পর সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগীতা প্রবলতর হয়ে উঠ্‌ল। এই প্রতিযোগিতার অংশভোগী নয় এমন একজনও শ্রমিক ছিলনা। সংবাদ পত্রের স্পষ্ট আবেদন ও ঘোষনায় প্লাবিত হয়ে উঠ্‌ল, আরো প্রচুর ও সুন্দর উৎপাদনের বন্দোবস্ত হওয়া চাই, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগীতা সার্থক হয়ে উঠুক। এই সব আবেদন বৃথা যায় না. রাশিয়াস্থ বৈদেশিক বৃন্দ এই প্রতিযোগীতার ব্যাপারে কখনও আমোদ বোধ করতেন, কিন্তু রাশিয়ানদের কাছে এই ছিল একটা মর্যাদামণ্ডিত সর্বকালের যুগান্তকারী আন্দোলন। যুদ্ধক্ষেত্রে জয় অথবা পরাজয় কারখানার সঙ্গে নিশ্চিতভাবে বিজড়িত এবং সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ফবে উৎপাদন সত্যই প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছি।

এইরকম একটী প্রতিযোগিতায় ত্রেখগোর্কা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। মস্কৌ কমিনিউষ্ট পার্টির কার্যকরি সমিতির লাল পতাকা তারা উপহার পেয়েছে। এই বিজয়ের ফলে শুধু যে প্রচার ও মহিমা বেড়েছে তা নয় বেশ মোটামুটী আথিক পুরস্কারও লাভ হয়েছে। ফাক্টরীর বসবাস ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য আশি হাজার রুবল পুরস্কার দেওয়া হল। আর যে শ্রমিকদলের চেষ্টায় এই বিজয় সম্ভব হল তারা পেল তাদের মধ্যে বিতরণের জন্য একলক্ষ দশহাজার। কারখানার পরিচালকের শুধু এই বখশিসে অধিকার নেই। বাকী সবাই যাঁরা অধিকতর উৎপাদন সম্ভব করেছেন তাঁরা এই পুরস্কারে অধিকারী। যে সব দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যক্তিগত মালিকানা চালু আছে সেইসব দেশের শ্রমিক নেতারা এই ব্যবস্থা পছন্দ করবেন না। যেমন ট্রেডইউনিয়নগুলি এই জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির পদ্ধতি সু-চক্ষে দেখেন না। কিন্তু রাশিয়ায় এই জাতীয় আন্দোলনের সর্বপ্রধান উদ্যোক্তা হলো ট্রেড ইউনিয়ন। অন্য দেশে এই ব্যবস্থার শুধু প্রতিবাদ নয় ধর্মঘট পর্যন্ত সংঘটিত হয়ে থাকে। শুধু ট্রেড ইউনিয়ন নয় কমসোমল দল, কমিনিউষ্ট পার্টি, শ্রমিক ও অন্যান্য সংবাদপত্রগুলি সকলেই এই প্রস্তাব কাযে পরিণত করতে সাহায্য করে। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা শুধু খেলা নয়, এ শুধু তাদের কর্তব্য কর্ম নয় এ তাদের কাছে পবিত্র ধর্ম কার্য বিশেষ ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই আন্দোলনে প্রাণস্বরূপ।

একজন ফোরমানকে প্রশ্ন করলাম "শ্রমিকরা প্রতিবাদ করে না ?"

জবাবে তিনি রাগলেন। বল্লেন "কেন করবে ?" এ ত তাদের, জাতির মঙ্গলের জন্যই তারা করছে। এই থেকে কেহই কোনরকম ব্যক্তিগত লাভ হয় না। এতে করে তারা অনেক বেশী রোজগার করতে পারবে। আর যদি কারখানা বেশী লাভ করতে পারে তাহ'লে সেই লাভের টাকায় সরকারী ব্যবস্থায় নূতন কারখানা মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হবে। জাতীয় আত্মরক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম সহায়ক হয়ে উঠবে এবং বিগত আদমসুমারিতে শ্রমিক ও তার পরিবারবর্গকে শ্রমিক হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক জীবনের দৈনন্দিন মান বাড়াতে সাহায্য করেছে এবং করে। আমাদের শ্রমনীতিতে অপরে কেন হাত দিতে আসবে ? কেউ যদি প্রতিবাদ করে তাহলে বুঝতে হবে তারমধ্যে কিছু গোলমাল আছে। এটা জানবেন যে আমাদের দেশে রাষ্ট্র ও কারখানার মধ্যে, আর. কারও শ্রমিকের মধ্যে কোন প্রকার বৈর ভাব নেই।"

এই কথায় বর্তমান রাশিয়ার শ্রম ব্যবস্থার সম্পর্কে একটা নূতন পথেরও নূতন ভাবাদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষত এখন, শত্রুর সঙ্গে এই বিরাট যুদ্ধ এক হিসাবে উৎপাদনেরই যুদ্ধ।

প্রশ্ন করলাম, "আপনারা কি বরাবর এই শ্রম নীতি চালু রাখবেন?" পুনরায় লোকটী হাসিল। তিনি বল্লেন-"মানুষের ইতিহাসে এরকম কোন কথা নেই। সব কিছুই পরিবর্তন সাপেক্ষ। উৎপাদন পদ্ধতি ও শ্রমিকের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতাও পরিবর্তন সাপেক্ষ। তবে ব্যক্তিগত স্বার্থের ও লাভের খাতিরে আমরা শ্রমিকদের শোষিত হতে দোব না।

ত্রেখগোরকার-কারখানা পরিচালনা যে পদ্ধতিতে চলে, যে কোনো ধনতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে তার বড় বেশী প্রভেদ নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে, যে পরিচালক হ'লেন সর্বাধিনায়ক। মার্কিন কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট্ চেয়ারম্যানের তিনি সমতুল্য। তিনি কারখানার কারো কাছে জবাবদিহির জন্য দায়ী ন'ন, ট্রেড ইউনিয়ন বা পার্টি কারো কাছে তাঁর জবাবদিহি করার নেই। তাঁর ওপরওলা হ'ল কমিসারিয়েট অফ্ দি টেক্স্‌টাইল ইনডাষ্ট্রি। তবে ট্রেডইউনিয়নের চেয়ারম্যান, বা পার্টি সেক্রেটারি মতামত দিতে পারেন। সমালোচনা কর্তে পারেন। কিন্তু তাঁদের হুকুমজারি করার ক্ষমতা নেই। যে কোনও ধনতান্ত্রিক দেশের মত সমষ্টিগত নয় ব্যক্তিগত দায়িত্বই সোভিয়েট কারখানা পরিচালনার মূলনীতি।

ত্রেখ্গোরকায় ডাইরেক্টরের তিন জন সহকারী আছেন। আমরা আমেরিকায় যাকে বলি ভাইস প্রেসিডেণ্ট বা ভাইস-চেয়ার ম্যান। প্রথম ব্যক্তি চীফ ইঞ্জিনিয়ার, দ্বিতীয় কোষাধক্ষ্য, আর তৃতীয় জন শ্রমিকদের সরবরাহ বিভাগের ম্যানেজার। এই কজন প্রতিনিয়তই পরস্পর পরামর্শ করছেন, কিন্তু কারখানার ডিরেক্টরের কথাই এখানে আমেরিকার কারখানা মালিকের মত আইন তুল্য।

ত্রেখ্গোরকা 'কম্বিনাট' হিসাবে পরিচিত সেই কারণে তিনটি মিলে বা কাপড়ের কলে বিভক্ত। সুতা তৈরী করা, বয়ন করা এবং পরিশেষে সেটীকে সম্পূর্ণ করে বাজারে বিক্রীর উপযোগী করার কাজ এই মিলগুলিতে হয়। প্রতি মিলে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মত একজন করে সুপারিনটেনডেণ্ট্ আছেন। নীতি ও উৎপাদনের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার তাঁর ওপর। মিলের প্রতি সপে বা বিভাগে এক একজন নিজস্ব সুপারভাইজরের নীচে আছেন চারজন করে ফোরম্যান। ফোরম্যানদের সহকারীরা টুলম্যান, ও মেকানিক বা কারিগরবৃন্দ, তাঁরা ওঁর আজ্ঞাবহ। মেসিনকে চালু অবস্থায় রাখার দায়িত্ব তাঁদের একথা বলা বাহুল্য যে এই সকল কর্মকর্তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও দায়ীত্ব অনেকখানি। তারা কমিটী বা জনসভার কানে জবাবদিহি করবেন না। জবাবদিহি কর্‌বেন ঠিক ওপরওলার কাছে অর্থাৎ ঠিক ধনতান্ত্রিক সমাজে যেমনটী হয়ে থাকে।

আমেরিকান ও ইংরাজ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই জাতীয় সামঞ্জস্য থাকা সত্বেও অনেক আবার পার্থক্য আছে। বর্তমান কালের রাশিয়ায় 'বন্ধ-কারখানা' বলে কিছুর অস্তিত্ব নেই, তার প্রয়োজনও নেই। ত্রেখগোরকার সকলেই এমন কি 'ট্রেডস্কুলের' ছাত্ররাও

শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য একটি মাত্র ইউনিয়ন আছে। এই ইউনিয়নে সকলেই সদস্য হতে পারেন। আমেরিকার সঙ্গে প্রভেদ এই যে এখানে কর্ত্তৃপক্ষরাও ইউনিয়নের সদস্য হতে পারেন, কোন বাধা নেই। ডডোনকিন, যিনি ত্রেখ্‌গোরকার ডাইরেক্টর তিনি একজন সক্রিয় ইউনিয়ন সদস্য। চীফ্ ইনজিনিয়ার ও অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিরাও তাই। ১৯৩৮ এ ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হয়েছিল তেইশ মিলিয়ন।

আজ রাশিয়ার দৈনন্দিন জীবন যাত্রা কারখানার উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। কারখানাই আজ জীবনের প্রাণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

—আঠারো—

কারখানার জীবন

মাত্র কয়েকবছর পূর্বে ত্রেখ্‌গোর্কার সন্নিহিত অঞ্চলগুলিকে মস্কোর সহরতলী বলা হ'ত। জনবিরল এই অঞ্চলে আগাছা আর প্রচুর জলা জমি ছিল। জোর পশলায় বৃষ্টি হলে পথে ঘাটে কাদা জমত।

রুষ ব্যবসায়ী প্রহরোভ্‌ এইখানকার কারখানার মালিক ছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গ ও কর্মচারীদের জন্য একটি গির্জা তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেই গির্জার নাম প্রহরোভ্‌ গির্জা। দুটি প্রাসাদও তিনি তৈরী করেছিলেন। একটি নিজের জন্য আর একটি তাঁর ছেলের। শ্রমিকদের জন্য অনেকগুলি কাঠের ব্যারাক ও বস্তি তৈরী করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বা নগরপালকরা কেউই একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেননি। তার ফলে রাস্তা কোথাও অত্যন্ত চওড়া, প্রাঙ্গণ বিশ্রী, কুটিরগুলি প্রায় দোদুল্যমান আর কারখানা যান্ত্রিক দানবের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।

এই ধরণের অনেক প্রাঙ্গণ ও অঙ্গন জার আমলের মতই আদিম ও অপরিচ্ছন্ন, অনেকগুলি কুটির বিপ্লবের ধাক্কা সামলিয়েছে। পরিকল্পনা ও যন্ত্রযুগেরচাপেও আজও দাঁড়িয়ে আছে। এই সব কুটিরের একহারা ছাত এখনও কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে, জানলাগুলো রাস্তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। যে অতীতের সঙ্গে মাটির আত্মীয়তা ছিল এরা হ'ল সেই সুদূর অতীতের স্মারক।

নীচু ছাত, ছোটঘর, বেয়াড়া দোর, প্রভৃতি নানাবিধ ত্রুটী সত্ত্বেও এইসব ঘরের অন্তর্ভাগ পরিচ্ছন্নতায় উজ্জ্বল। ত্রেখগোর্কা রমণী ও আর যারা এইসব ঘরে থাকেন শারীরিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে তাঁদের খ্যাতি আছে। মেঝে পরিষ্কার করার জন্যে বা জানালা মোছার জন্য কয়েক ঘণ্টা পূর্বে উঠতে এরা কুণ্ঠিত হয় না। তারপর ব্রেকফাস্ট রেঁধে, ছোট ছেলেদের পরিচর্যা করে, দিনের কাজের জন্য কারখানায় চলে যায়। মস্কো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যুতিক আলো ও জলের ব্যবস্থা ঘর দোর পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে সহায়তা করে। এখন ত্রেখগোর্কাশহর কারখানার মতই বিরাট ও বিশাল হয়ে উঠেছে। পোড়া ইটের লাল বাড়ী গুলির মতই লাল, কর্তৃপক্ষ গত বারো বছরে এইরকম সাতষট্টিটি বাড়ী তৈরী করেছেন, বাড়ীগুলি চার পাঁচ তলা উঁচু ছোট ছোট ফ্ল্যাটে বিভক্ত। প্রত্যেকটিতে জলের ব্যবস্থা ও বৈদ্যুতিক আলো আছে। কোন কোনটীতে বাথরুম আছে। কারখানায় নিযুক্ত পাঁচ হাজার নরনারীর অন্তত $\frac{3}{4}$ অংশ এই বাড়ীগুলিতে বাস করে। অবশিষ্ট শ্রমিকদের বসবাসের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ আরো বাড়ী নির্মানের পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু যুদ্ধের ফলে আর সব পরিকল্পনার মতো সে সব আজ শুধু কাগজের দলিলে পরিণত হয়ে আছে। ত্রেখ্‌গোর্কার চারিপাশে গাছ আছে। কিন্তু সন্নিহিত অঞ্চলগুলি এখনও অপরিষ্কার। নিসর্গ দৃশ্যের অভাব

আছে ও গ্রাম্য আদিমতার চিহ্ন পথে ও প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে আছে। তবু কারখানা সমগ্র জাতিকে এতখানি প্রাণচঞ্চল করে তুলেছে যা প্রাচীনকালে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কারখানায় ও অফিসে শ্রমিকদের নিয়মানুবর্তিতার ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর আর সেই নিয়ম অমান্যের শাস্তি অতি কঠিন। কিন্তু যে সামাজিক সুবিধা ও সংস্কৃতিক ক্ষতিপূরণ কারখানা শ্রমিকদের দেয়, সম্ভাব্য আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে সরকারী প্রচারকদের কাছে তা এক শক্তিশালী অস্ত্র।

একজন কারখানা কর্তৃপক্ষ বল্লেন চারিদিকে ঘুরে সচক্ষে দেখুন কি হচ্ছে এখানে, তা হলেই বুঝবেন আমরা আমাদের কারখানা বলতে কি বুঝি। আর কেনই বা আমরা আমাদের নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে এত কঠোর আর কি ভাবে ক্রমশঃ উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছি। যে কোনও সাধারণ প্রতিষ্ঠানে গেছি কুৎসিত রাস্তা সত্বেও সর্বদাই আমার আমেরিকান কলেজের কথা মনে হয়েছে। খেলাধূলা ও ব্যায়াম ব্যবস্থা যেন কারখানার একটা অঙ্গ বিশেষ। আগেকার দিনে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সমবেত সঙ্গীত হ'ত গীর্জায়। এখন আর তা নয়। এখন শ্রেষ্ঠ সমবেত সংঙ্গীত হয় কারখানায় ও সৈন্যদলে। ত্রেখগোর্কায় দুটী সমবেত সঙ্গীতের দল আছে। একটী বড়োদের পঞ্চাশটী কণ্ঠ নিয়ে গঠিত আর ছোটদের, একশ কণ্ঠ নিয়ে গঠিত। বড়দলটী এতই ভালো যে অন্য কারখানা ও হাসপাতালেও তাদের প্রায়ই আমন্ত্রণ করা হয়। সোভিয়েট ছুটীর বা উৎসব দিনে ছোটদের সঙ্গীত অন্যতম জনপ্রিয় আকর্ষণ। কোন ব্যক্তি বিশেষের বা তার পরিবারবর্গের প্রায় এমন কোন সামাজিক প্রয়োজন নেই যা কারখানা মেটায় না। পূর্বে গীর্জার হাতে যে কাজ ছিল তার অধিকাংশই এরা নিয়ে নিয়েছে। রাশিয়ায় কোন সুহৃদ সম্মিলনী, ব্যক্তিগত চ্যারিটী বা বিশেষ ধরণের সামাজিক ক্লাব ওয়াই. এম. সি. এ., ওয়াই, ডব্লুও, সি. এ., নেই। এদের দ্বারা যে সমস্ত কাজ হতে পারে, যা সোভিয়েট আইন ও নীতির বিরোধী নয়, সেই সব কাজ রাশিয়ায় এখন কারখানার হাতে।

বয়নশালার বাইশ বছরের তরুণী ফোর্মান বলিলেন "কারখানা আমাদের কাছে বাঁচবার ও বাঁচাবার ক্ষেত্র।"

ত্রেখগোর্কার মত সুপরিচালিত, সুসংগঠিত ও লাভজনক কারখানা শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবন অসংখ্য উপায়ে প্রাণবান করে তুলেছে।

জার্মানরা যখন মস্কোর দিকে হানা দিচ্ছিল সেই মুহূর্তে ছোটদের সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থাটি একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ত্রেখগোর্কার শ্রমিকরা ও কর্তৃপক্ষ দ্রুতগতিতে এই কাজের জন্য নিজেদের সংগঠিত করল। বিশেষ কাপড় চোপড়, খাবার ও বই সংগৃহীত হোল। ছেলেদের ভালোভাবে সাজিয়ে তাদের সঙ্গে রেল ষ্টেশন পর্যন্ত যাওয়া হোল। সরকার থেকে তাদের নিষ্ক্রমণের সকল প্রকার সুবিধা ও বন্দোবস্ত করে দেওয়া হোল। তিন থেকে ষোল বছরের আটশ' ছেলে, তার ভিতর ডিরেক্টরের ছোট ছেলেও ছিল, সুদূর উরালের

পথে যাত্রা করল। তাদের সঙ্গে পরিচালক, শিক্ষক, অবিভাবকদের একটী দল গেল। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর পর তাদের জন্য বিশেষভাবে গঠিত বাড়ীতে তাদের রাখা হোল। শিক্ষকরা ক্লাশ সুরু করে দিলেন, আর মস্কোর স্কুল যখন বন্ধ হয়ে গেল তখনও এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রইল। গ্রীষ্মাবকাশে, যে সব ছেলেরা একটু বয়স্ক ও শক্ত সামর্থ তারা যৌথ কৃষি শালায় কাজ করত। নিজেদের বাগানও তারা চাষ করত। তারা দ্রব্যগুণ সম্পন্ন গাছ লতাপাতা খুঁজে বেড়াত। আবার ফাক্টরীর জন্য কাঁচা লোহা লক্কড় সংগ্রহ করত। এক বাড়ী ছেড়ে থাকা ভিন্ন এক হিসাবে তারা বেশ স্বাভাবিক ভাবেই জীবন যাত্রা নির্বাহ করত। আর সবচেয়ে বড় কথা যে তারা জার্মান বোমারু বিমানের আওতা থেকে অনেক দূরে ছিল।

মস্কো থেকে পঁচানব্বই মাইল দূরে পরিষ্কার ও শীতল ওকা নদীর তীরবর্তী কারুশিয়া গামে ত্রেখগোর্কা স্কুলের ছেলেদের জন্য একটা গ্রীষ্মকালীন শিবিরের ব্যবস্থা ছিল। ছুটী হলেই ছ'শ ছেলে মেয়ে। সবাই কারখানা ও অফিস কর্মচারীদের সন্তান সন্ততি, ছ সপ্তাহের জন্য কারুশিয়া যায়। সুযোগ্য গাইড ও সহচরেরা তাদের সঙ্গে থাকেন। এই সব ছেলেরা গান করে, খেলে, পায়ে হেঁটে বেড়ায়, প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে, নাচে, গান গায়, পাখী ও পতঙ্গ দেখে প্রতিযোগিতা করে, আর সামরিক ধরনে কুচকাওয়াজ করে বা আগুণ জ্বালিয়ে সবাই মিলে চার পাশে বসে ও গল্প করে। সাধারণতঃ কাম্পে ছেলেরা যা করে থাকে তা সবই করে। জাতিগত বিভেদের জন্য ছেলেমেয়েরা যে অপমানিত বা অপদস্থ হতে পারে এ আশঙ্কা কোন বাপ মায়ের নেই। এতটুকু উন্নাসিকতা সহ্য করা হয় না। এর ব্যয় নির্বাহ করেন ট্রেড ইউনিয়ন কারখানা আর কিছু পরিমাণে অভিভাবকবৃন্দ। মস্কো থেকে পঁচিশ মাইল দূরে ক্লিয়াজামায় ত্রেখগোর্কার গ্রীষ্ম আবাস। এখানে এতটুকু বাহুল্য বা বিলাসিতা নেই, কিন্তু একই সময়ে তিনশ লোককে আশ্রয় স্বাচ্ছন্দ্য ও খেলাধূলার সুবিধাদানের বন্দোবস্ত আছে। ত্রেখগোর্কা প্রতিবছরে সুবিখ্যাত ব্ল্যাক্‌-সীর স্বাস্থ্যকর অঞ্চল সোচি নামক অঞ্চলে পঁয়ত্রিশটী শ্রমিককে পাঠায়। এ সব অবশ্য যুদ্ধের আগেকার কথা। এখন ছেলেদের শিবির ও গ্রীষ্মাবাস বন্ধ হয়ে গেছে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকরা ছুটি নেওয়া বন্ধ করেছে। বারো বছরের অধিক বয়সের ছেলেরা শরীরে সামর্থ থাকলে, কলখোজে বা রাষ্ট্রীয় কৃষিশালায় ছুটী কাটায়। জঙ্গল পরিষ্কার করে, আলু তোলে, মুর্গী প্রতিপালন করে ও আরও বহুবিধ কাজ করে। যুদ্ধের ফলে কারখানার, শিশুশালা কিংবা কিংডারগার্টেন ইস্কুল বন্ধ করা হয়নি। যুদ্ধের পূর্বে যে প্রশস্ত কাঠের বাড়ীতে কিংডারগার্টেন ছিল সেখান থেকে পাওনিয়ার হোমের তলদেশে কংক্রীট্ করা বিমান আক্রমন প্রতিরোধক আশ্রয়ে সরিয়ে আনা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল সাতটায় একশ তিরিশটী বালক বালিকাকে এখানে আনা হয় আর তারা বারো চৌদ্দ ঘণ্টা সময় এখানে থাকে। প্রশস্ত ঘরগুলিতে বেশ পতাকা ও লতাপাতা ফুল দিয়ে সাজান। ছোট ছোট টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, খেলার ঘোড়া, ভাল্লুক, কাগজ প্রভৃতি রাখা আছে। একটী রান্না ঘর আছে সেখানে ছেলেদের দিনে চার বার করে খাওয়াবার আয়োজন করা হয়। এই খাদ্যাল্পতার দিনেও প্রচুর

খাবার দেওয়া হয় ও প্রতি ছেলেকে প্রায় পৌনে এক গ্লাস দুধ ও চিনি দেওয়া হয়। কারখানা থেকে আটটী দুগ্ধবতী গরু সংগ্রহ করা হয়েছে তার ফলে দুধের র‍্যাশন কিছু বাড়বে।

আমি যখন কিংডারগার্টেনে গেলাম তখন মস্কোর ওপরে সন্ধ্যা নেমেছে। মেট্রোপল হোটেলে যেখানে বৈদেশিক সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা থাকেন, সেখানকার চাইতেও জায়গাটী গরম ও অধিকতর আলোকিত। ছ' সাত বছরের ছেলে ছাড়া বয়স অনুসারে ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন ঘরে রাখা আছে। আমি যখন এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাচ্ছিলাম তখন আমাকে সকলে নমস্কার ও আনন্দধ্বনি সহকারে অভিবাদন জানাতে লাগল।

একটু বয়স্ক একদল ছেলেদের প্রশ্ন করলাম "যুদ্ধ কবে শেষ হবে বলে মনে হয়?"

সমস্বরে জবাব এলো "এই শীতে।"

"কেন?"

"আমাদের বাবারা বাড়ী আসবেন বলে।"

মাথায় কালো চুল, নীলাক্ষী, একটী মেয়ে বল্ল "আমার বাবা আহত, তাঁকে বাড়ী আসতেই হবে, তা হলে আমি তাঁকে দেখতে পাব।"

এদের মনে এই আনন্দ থাকা সত্ত্বেও বয়স্ক ছেলে মেয়েরা একটু যুদ্ধ চেতন। কাঠের টুকরা নিয়ে তারা ট্যাঙ্ক কামান ও বিমান তৈরী করছে। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করছে, আর সর্বদাই মুস্কিল এই যে কোন দলই ফ্যাসিষ্ট সাজতে চায় না। এর ফলে বড় ছেলেরা এখন ছোটদের ধমকে বা ধরে নিয়ে একরকম জোর করেই ফ্যাসিষ্ট সাজিয়ে দেয়।

একবার এক গ্রীষ্মকালে বড় ছেলেরা ফ্যাসিষ্টের সন্ধানে প্রাঙ্গণে বেরিয়েছে। তারা একটী বাড়ীর আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। যখন দেখল একটী বৃদ্ধা যাচ্ছে ওরা সকলে মিলে তাকে ঘিরে ফেরে তাকে ফ্যাসিষ্ট বলল এবং তাকে বন্দী করল। স্ত্রীলোকটী অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে দিব্বি গালতে লাগল বলল যে সে ফ্যাসিষ্ট নয় একজন সৎ সোভিয়েট নাগরিক। তখন ছেলেরা তাকে বলল, আমরা ঠাট্টা করছিলাম। কিংডারগার্টেন-বয়সী ত্রেখগোর্কার শিশুদের প্রায় অর্দ্ধেক অংশকে বিমান আক্রমন প্রতিরোধক আশ্রয়ে রাখা হয়েছে। আরো একশ' সত্তরটী ছেলেমেয়ের জন্য চারখানা বাড়ী তৈরী করা হচ্ছে। সেই বাড়ীটি সম্পূর্ণ হলে খুব অল্প সংখ্যক ছেলে মেয়ে কিংডারগার্টেনের বাইরে থাকবে।

ত্রেখগোর্কার ট্রেড্ স্কুলে পাঁচশ আশিটী ছাত্র আছে। ক্লাসঘরে তারা প্রতিদিন দু'ঘণ্টা করে পড়ে। ষোল বছরের নীচে হ'লে ছয় ঘণ্টা আর ষোল বছর বা তার উঁচু হ'লে আট ঘণ্টা তারা কারখানায় কাজ করে। কারখানার কাজের জন্য তারা মাসে একশ পঁচিশ থেকে একশ পঁচাত্তর পর্যন্ত বেতন পায়। কেউ কেউ বেশী কাজ করে দু'শ থেকে আড়াই শ' রুবল পর্যন্ত পায়।

গ্রাজুয়েট হবার পর তারা ফাক্টরীতে থাকতে পারে কিংবা আরো বেশী পড়ে ইঞ্জিনীয়ার হতে পারে। ট্রেড ইউনিয়ন, পার্টি ও কমসেমল, পড়াশুনা চালিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দিয়ে থাকে। এই ধরণের স্কুল অভিভাবকদের ঘাড় থেকে ছেলেদের লেখাপড়া

শেখার দায়ীত্ব ও ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার হাত থেকে নিষ্কৃতি দেয়। ফাক্টরীতে তিনটি পাঠাগার আছে। একটী যান্ত্রিক ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ের একটী ছোটদের ও একটী বড়দের জন্য। বড়দের প ঠাগারে ১৯৪২-এর জানুয়ারী মাসে প্রায় আঠার হাজার বই ছিল। অনেক বই আবার যে সব পাঠক মস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছে তারা অসতর্ক ভাবে নিয়ে গেছে। যে সব বই এখন তাকে আছে তা' সবই উপন্যাস ও কাহিনীমূলক। রাজনৈতিক গ্রন্থ অপেক্ষা পাঠকদের কাছে এই সব বই-এর চাহিদা আছে। টলষ্টয় অত্যন্ত জনপ্রিয় রাশিয়ান লেখক। বৈদেশিক লেখকদের মধ্যে ডিকেন্সের জনপ্রিয়তা অসীম। পাঠাগারে ডস পাসোস ও আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের কিছু বই আছে। অপেক্ষাকৃত অধিকতর শিক্ষিত তরুণ পাঠকের কাছে এদের কিছু আদর আছে। বৈদেশিক লেখকদের মধ্যে ব্যালজাক, মার্ক টোয়েন, শিলার, ও সেক্সপীয়রের বই বেশী পড়া হয়ে থাকে। রুশ ক্লাসিকের মধ্যে গোগল, লারমণ্টভ, পুস্কিন, টুর্গিনিভ, মলটিকোফ—স্কেদরিন প্রভৃতির প্রবল চাহিদা।

যুদ্ধের পূর্বে এই সব পাঠাগারে তেরটী পোর্টেবল ইউনিট ফাক্টরীর মধ্যে ঘুরত। কারুর বই-এর প্রয়োজন হলে সে পাঠাগারে না গিয়ে কারখানাতেই বই নিতে পারত। পোর্টেবল লাইব্রেরী এখনও আছে। তবে আয়তন কমে গেছে। এখন তাদের প্রয়োজন কম। যুদ্ধের আগেকার মত অত বেশী পড়বার সময় নেই। এখন কাজের সময় আর আট ঘণ্টা নয় এগার ঘণ্টা হয়ে গেছে। তা ছাড়া সামাজিক কাজ, সামরিক কাজ ও বিশ্রাম দিনে সামরিক হাসপাতালের কাজ করা বা অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজনে সবাইকে লেগে থাকতে হয়। কর্মীদের চিত্তবিনোদনের জন্য ত্রেখগোর্কায় বিভিন্ন বন্দোবস্ত করা হয়েছে, প্রাক্তণ কারখানা মালিকের চৌত্রিশটী ঘরওলা বিরাট প্রাসাদটি ক্লাব বাড়ীতে পরিণত করা হয়েছে। এর ভিতরে পড়বার ঘর, রাজনৈতিক বৈঠক, রেডিও, সামরিক বিজ্ঞান, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য, শিল্প, ও খেলাধূলার ঘরে পরিণত করা হয়েছে। পহ্‌রভের বসবার ঘরে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রেক্ষাগৃহ করা হয়েছে। দিনরাত্র এই স্থানটী কর্ম কোলাহলে মুখর। ক্লাব ঘরে একটী রেডিও আছে, সেই রেডিওর সঙ্গীতের তালে তালে সবাই আধুনিক ধরনের লোকসঙ্গীত গায় ও নৃত্য করে। ত্রেখগোর্কার তরুণ মহলে নৃত্যের জনপ্রিয়তা অসীম। এখন এই ক্লাব ঘর মিলিটারীর হাতে. শুধু পাঠাগারটী কারখানা কর্মচারীদের জন্য খোলা আছে। বাকী আর সব সুবিধা সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। বেসামরিক পোষাক পরিহিত লোকজনের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে পোষাক পরা সামরিক কর্মচারীরা। যদিও তারা জানে ভালো করে না দেখে বাইরের প্রহরীরা ছেড়ে দেয় নি, তবু সাবধানের মার নেই। এই সু-উচ্চ বাড়ী থেকে যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন তুষারমণ্ডিত সান্ধ্য অন্ধকারের ভিতর কারখানা ঘরের সম্পূর্ণ বাহিরেখা দেখতে পেলাম। চারিপাশে অন্ধকার ঘিরে আছে। একবিন্দু আলো জানলা বা পর্দার ভিতর দিয়ে বাইরে এসে পড়ছে না। অথচ আমি জানতাম এই বাড়ীর প্রাচীরের ভিতর যে আগুন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে সন্নিহিত অঞ্চলের আর কোথাকার আলো এত উজ্জ্বল ও শক্তিমান নয়।

ত্রেখগোর্কায় শিল্পসম্বন্ধীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মত খেলাধূলাতেও অসীম উৎসাহ দেওয়া হয়। এখানে একটী ষ্ট্যাডিয়ম আছে তাতে অবশ্য তিন হাজারের বেশী আসন নেই। তবে ভবিষ্যৎ কালে আরো বড় ষ্ট্যাডিয়ম তৈরী করবার আশা আছে। পরিচালকরা বেসবলের কথা শুনেছেন কিন্তু কখনও খেলা দেখেন নি। তারা ভলিবল, বাস্কেটবল, রাগবি ফুটবল, হকি, বক্সিং, কুস্তি, স্কেটিং, স্কিইং সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহী। মস্কৌতে যেই প্রথম তুষারপাত হ'ল, তখন ট্রেড ইউনিয়নের চেয়ারমান মাদাম ঝুকোভার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম। তিনি আনন্দভরে বলিলেন "জানেন আমরা শীঘ্র চারশ' জোড়া স্কী পাব।" সামান্য কিছুক্ষণ আগে বৈদেশিক সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা অভিযোগ শুনছিলেন যে কোথাও স্কী কিনতে পাওয়া যায় না—সহরের কোন দোকান স্কী বিক্রী করে না। অথচ ত্রেখগোর্কা চারশ জোড়া স্কী পাচ্ছে।

ত্রেখগোর্কায় অনেক ব্যায়াম ও খেলাধূলার দল আছে। তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই দলগুলি একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে মেয়ে পুরুষকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। মেয়েদের আলাদা দল আছে। রাশিয়ায় কলেজ নয়, ফাক্টরীর খেলাধুলার দল অত্যন্ত রোমাঞ্চকর খেলাধূলা প্রদর্শন করে। মস্কৌর কয়েকটী খেলায় আমেরিকার ইয়েল, হার্বার্ট বা আর্মি নেভির ফুটবলের মতো ভীড় হয়। মস্কৌতে যখন বরফ পড়ে এবং ত্রেখগোর্কার ষ্ট্যাডিয়ম যখন প্লাবিত হয়ে যায় তখন কারখানার নিজস্ব স্কেটিং রিংকে খেলা হয়। যুদ্ধের পূর্বে স্কেটিং অন্যতম প্রধান খেলাধূলা ছিল। এমন কি অর্কেষ্ট্রা ভাড়া করে আনা হোত। কোন সন্ধ্যায় আবহাওয়া ভাল থাকলে অসংখ্য লোকের ভীড়ে এইসব অঞ্চল কোলাহলে মুখর হয়ে উঠত। সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হল সঙ্গীত ও থিয়েটার। প্রহরভের কারখানার রান্নাঘরটীকে প্রকাণ্ড থিয়েটার ঘরে পরিণত করা হয়েছে। খ্যাতনামা গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে ও অভিনেতাদের মস্কৌ থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়। রাশিয়ানরা এইসব দেখতে চায়, আর সেক্সপীয়রের নাটক তাদের ভালো লাগে। ১৯৩৯-এ লেলিনগ্রাড ড্রামা থিয়েটার ছ' সপ্তাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। প্রতি রাতে অভিনয়ে এত ভীড় হোত যে সবাইকে আসন দেওয়া যেত না। সবাই-এর চেয়ে জনপ্রিয় নাটক ছিল টলষ্টয়ের "আনা কারেরিনা"।

ফাক্টরীর তরুণদল আমাকে একদিন *VECHER* অর্থাৎ সান্ধ্য মজলিসে নিমন্ত্রণ করেছিল। যুদ্ধের পূর্বে প্রায়ই এরকম পার্টি দেওয়া হত। যা সুরু ও শেষ হত সামাজিক নৃত্যে। এখন ফাক্টরীর কাজের সময় বেড়ে যাওয়ায় তার ওপর প্রচুর সামাজিক কাজ থাকায়, আর দেশের আবহাওয়া গুরুতর হওয়ায় এই ধরণের মজলিশ অনেক কমে গেছে। কমসমল সেক্রেটারী আমায় বল্লেন, "তরুণ দলের একটু স্ফূর্তি ত চাই। তাই যুদ্ধে যে সমস্ত আহত সৈনিক ও নাবিকরা সম্মানে ভূষিত হয়েছেন (এঁদের মধ্যে অনেকে আবার ওদের ফাক্টরীর-ই লোক) তাঁদের সম্মানার্থে এই মজলিশ আহ্বান করা হ'ল।

ক্লাব ঘর এখন সৈনিকদের হাতে তাই পাইওনীয়ার হোম যেটা পূর্বে ছিল প্রহরভের গীর্জা সেইখানে এই মজলিশ অনুষ্ঠিত হত। পুনর্গঠিত অবস্থায় এই প্রাসাদটা গঠনশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। যুদ্ধের ফলে তরুণদের যা কিছু সামাজিক অনুষ্ঠান সব এই ভবনটীতে অনুষ্ঠিত হয়। মস্কোতে মধ্যরাত্রিতেই কারফিউ হয়ে যাবে, তাই সূর্যাস্তের পূর্বেই মজলিশ আরম্ভ হল। অনেক তরুণ-তরুণী দলে দলে এসে আলাপ আলোচনা করতে লাগল। গ্যালারীতে মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজতে লাগল আর প্রাঙ্গণে নাচ সুরু হয়ে গেল। যুদ্ধের ফলে তরুণদের নিঃশেষ করে নেওয়া হয়েছে, তাই সামরিক সহযোগীতা সত্বেও পুরুষের সংখ্যা অনেক কম। মজলিশের আবার গুরুত্বপূর্ণ দিকও আছে। পতাকা অভিবাদন, সামরিক বীরদের অভিনন্দন জ্ঞাপন, বক্তৃতা আর আবৃত্তি। সমস্ত জনতা পতাকা শোভিত প্রেক্ষাগৃহে এসে হাজির হয়। আসনগুলি পূর্ণ হয়ে যায়। যুদ্ধে আহত সৈনিক ও নাবিকরা সম্মানিত অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

কয়েক বছর আগে আমি ও পরলোকগত র‍্যালফ্ বার্ণেস যখন ইউক্রেনের পলটভা সহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন গোর্কীর জন্মদিনে অনুষ্ঠিত এইরকম এক মজলিশে যোগ দিয়েছিলাম। প্রত্যাশাভরা অসংখ্য শ্রোতায় প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একজন বক্তা ছিলেন কলেজের অধ্যাপক। তিনি মৌখিক বক্তৃতা নয় পাণ্ডুলিপিতে লিখিত দার্শনিক এক প্রবন্ধ পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। একটা প্যারা সবে পড়েছেন, এমন সময় সমবেত গুঞ্জনের ফলে তার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। সভাপতি আবেদন জানালেন সকলকে শান্ত হবার জন্য। কিন্তু ত'র আবেদন নিবেদনে কোন ফল হল না। অধ্যাপক বেচারা তাঁর বক্তৃতা শেষ করতে পারলেন না…… …। কিন্তু যখন একজন স্থানীয় কবি বা খেলোয়াড় তরুণ মাথায় কোঁকড়া চুল, কালো চোখ, উঠে দাঁড়িয়ে কবিতা পাঠ করতে লাগল, তৎক্ষণাৎ সকলে বেশ শান্ত হয়ে অখণ্ড মনযোগে সেই বক্তৃতা শুনল। পাইওনীয়ার হোমের শ্রোতৃবৃন্দ অনুরূপ অসহিষ্ণু। প্রথম বক্তার বক্তব্যে যখন তেমন কৌতূহল জাগল না তখন গুঞ্জন আরম্ভ হোল। সভাপতি শান্ত হবার জন্য অনুরোধ জানালেন কেউ তাঁর কথায় কান দিল না। কিন্তু যখন এক নাবিক তার সামুদ্রিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগল, তখন সবাই অগ্রহের সঙ্গে তার বক্তৃতা শুনল। সেই সন্ধ্যার অধিকতর আকর্ষণ ছিল দু'টি কবি। তারা বাঁধান খাতায় লেখা তাদের কবিতা পাঠ কল্লেন। তাঁরা খুব ভালো আবৃত্তিকার, চমৎকার গলা, সুন্দর বাচনভঙ্গী শ্রোতারা আগ্রহ ভরে শুনতে লাগল। প্রতি কথার পরে হাততালি দিতে লাগল। আরো শুনতে চাইল। আরো শুনতে চায়। নাটক ও গল্পের চাইতে কবিতা শুন্‌তে রাশিয়ানরা বড় ভালোবাসে। ছন্দের সুর ঝঙ্কার ও অনুসরণ তারা পছন্দ করে। পুস্‌কিন, সারমনটভ, বাইরন, নেক্রাসভ্, কলটুসভ, মায়াকোভস্কী, যার-ই কেন কবিতা হোক্ না, পাঠক যদি ভালো হয়, বাচনভংগী যদি সুন্দর হয় তাহলে তার শ্রোতার অভাব হয় না। কারখানার শ্রোতাদের সাম্‌নে কবিতা পড়ে রাশিয়ান কবিরা বেশ ভালো রকম রোজকার কর্‌তে পারে। বক্তৃতা ও আবৃত্তি শেষে সবাই এসে নাচতে লাগল। নৃত্য ও গীত চল্‌তে লাগল।

মাদার রাশিয়া

কারফিউর সময় সভা শেষ হল। বাইরে প্রচণ্ড অন্ধকার। মাদাম জুকোভার সঙ্গে নেমে এলাম।

মোটরচালকের অন্তহীন খুঁত খুঁতোনি ও শপথ বাক্যের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি রাস্তা অতিক্রম করে আমরা পথনির্দেশক আলোর নিকটে এসে পৌঁছলাম। যে ভেচারটীতে এতক্ষণ কাটিয়ে এলাম তার কথাতেই আমার মন পরিপূর্ণ ছিল। যে ক'মাস রাশিয়ায় আছি তার মধ্যে এমন প্রাণবান ও আনন্দ উচ্ছল সম্মিলন আর দেখিনি। এই সব কারখানা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাস্থ্য, দৃঢ়তা ও সখ্যতা আছে। তারা পরস্পর নেচে হেসে প্রেমাভিনয় করে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিচয় দিচ্ছিল তা আমেরিকার হাইস্কুলের বা কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের অনুরূপ।

তবু ওরা বিভিন্ন, একটা নূতন যুগের মানুষ। ওদের নিজস্ব অভীপ্সা আছে। অন্য দেশের তরুণদের সংগে শুধু দূরত্বের ব্যবধানে নয় চিন্তায় ও মনোভাবে এরা পৃথক······ওরা কারখানা থেকে এসেছে আর ওদের চিন্তাধারা কারখানার ছাঁচে গঠিত। ওরা সাইবেরিয়ার, মধ্যএশিয়া বা আর্কটিক কেন্দ্রে বেড়াতে পারে, কিন্তু সর্বদাই কারখানার কথা ওদের মনে সর্বপ্রধান—এই কারখানাই ওদের জীবিকার উৎস, ওদের জীবন ও গৌরব। যুদ্ধ আসবে ও যাবে, বিচার ও বিতাড়ন দেশকে আলোড়িত করতে পারে, মস্কোর জনগণের হৃদয় অন্ধকার করে তুলতে পারে। তার মধ্যে এমন কি ওদের মন তরুণ দল ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুও থাকতে পারে। কিন্তু মাথার উপর সূর্য আর পায়ের তলায় মাটীর মত কারখানা থাকবেই। তাঁত চলবে মাকু চলবে, ইঞ্জীন গর্জন করবে, বিশাল ইটের চিমনী থেকে ধোঁয়া বেরোবে—জীবন গড়িয়ে চলবে—তার অভাব, নিয়মনীতি, পরিকল্পনা, প্রতিযোগিতা, বাধ্যতার অন্তহীন দাবী, আত্মত্যাগ, পরিশ্রম, থাকবে কিন্তু তার সংগে থাকবে পরিনামে পুরস্কার ও সাফল্যের অবিচলিত প্রতিশ্রুতি।

—উনিশ—

অনুপ্রেরণা

তুলার এক বন্দুক মিস্ত্রির ছেলে, নিকোলাই রাটাইয়েভ, পড়াশোনায় বিরক্তি বোধ হওয়ায় গ্রাজুয়েট হওয়ার পূর্বেই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে যে কারখানায় তার বাপ একুশ বছর ধরে কাজ করছিলেন সেইখানে কাজে ভর্তি হোল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ও লেদের কাজ শিখে ফেল্‌লে। কিন্তু এই কাজে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ছেড়ে দিয়ে অন্য কারখানায় গিয়ে ঢুকল। তার ধারনা হয়েছিল অন্যত্র সে বেশী রোজগার করবে। কিন্তু সেখানে গাফিলতি ও অলসতার দোষে এগার দিন পরেই বরখাস্ত হল।

আর একটী কারখানায় সে সিপিং ক্লার্কের কাজ নিল। এই নূতন কাজে দু মাস থাকবার পর আর একটী কাপড়ের দোকানে কুলি হিসাবে কাজ করতে গেল। এখানে পাঁচদিন কাজ-করল, তারপর অলসতার জন্যে বরখাস্ত হল। রাশিয়ার অত্যন্ত কর্মব্যস্ত সহর তুলা। সুতরাং ওর খারাপ রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও নূতন জায়গায় চাকুরী পেতে অসুবিধা হল না। পুনরায় সে ওপরওলাদের সন্তুষ্ট করতে পারল না এবং কর্মচ্যুত হল। রাশিয়ার খ্যাতনামা রাজনৈতিক লেখক ডেমিডভ তাঁর "হিরোস্ অফ সোসিয়ালিষ্ট লেবার" নামক পুস্তিকায় রাটাইয়েভ্ সম্বন্ধে লিখেছেন, "হালকা কাজের শিকারী এই সুখের পায়রাটীকে শ্রমিকের সম্মানিত নামের কেন মর্যাদা দেওয়া হয়। শ্রমিকদের নিয়ম নীতির অমান্যকারী এই লোকটীকে নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই কেন।"

ডেমিডভের এই পুস্তিকার ১৯৪০-এ ১০০,০০০ খণ্ডের এক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। আমি বড় বড় লাইব্রেরী ও বড় বড় পুস্তকালয়ে গিয়েছি সুতরাং দেশের সর্বত্র যারা এই পুস্তিকা পড়েছেন বা যারা একথা শুনেছেন তারা এই তরুণের অভব্যতাও জেনে গেছেন। সন্দেহ নেই যে তুলায় কারখানা সম্পর্কিত সংবাদ পত্রে ও প্রাচীর গাত্রে লটকানো খবরের কাগজে রাটাইয়েভ ঘৃণা ও নিন্দার পাত্র হিসাবে প্রচারিত হয়েছিল।

জানিনা এখন রাটাইয়েভ কোথায় আছে। হয়ত সে এখন শুধরে গেছে। রাশিয়ার অনেক শ্রমিক জনমতের চাপে এরকম শুধরে গিয়ে শ্রম ও নিজের জীবনের শিল্পের উন্নতিসাধন করেছে এ উদাহরণও বিরল নয়। নিকোলাই রাটাইয়েভ হয়ত এখন তার স্বদেশের একজন সম্মানিত নাগরিক অথবা কারাগারে। হয়ত এখন যুদ্ধ করছে। হয়ত বা যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করে সম্মানিত হয়েছে। আগের দিনের কারখানার অনেক শ্লথ শ্রমিক পরে বীর সেনায় পরিণত হয়েছে, হয়ত মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ডেমিডভের পুস্তিকায় আজো জাতি, সমাজ ও নীতির কলংক হিসাবে সে উল্লিখিত হয়ে রয়েছে।

হাজার হাজার রাটাইয়েভের দল লেখক ও সংবাদপত্রের হাতে অনুরূপ অবস্থা লাভ করেছে এই ধরণের প্রচার ও আন্দোলনের উদ্দেশ্য এই যে তার ফলে অপরাধীর

হৃদয় বিদীর্ণ হবে, সমাজে তার প্রতিপত্তি ধ্বংস হবে। লজ্জায় ও অপমানে নিজেকে শোধরাবার সুযোগ পাবে। অপর পক্ষে এতদ্বারা রাটাইয়েভের মত যারা অলস ও কর্ম বিমুখ তারা বুঝতে পারে যে কাজে গাফলতি করার ফলে তাদেরও অদৃষ্টে অনুরূপ দুর্দশা ঘটবে। রাটাইয়েভরা সর্বদাই শ্রম-শিল্পী নয়। ওদের ভেতর ইঞ্জিনীয়ার, ডাইরেক্টর, চাষী, লেখক, অভিনেতা, সম্পাদক, সোভিয়েটের সভাপতি ও পার্টি সেক্রেটারীও আছেন। কি ধরণের কাজ তারা করে সেইটাই বড় কথা নয় কিভাবে করে সেইটাই আসল।

একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী আর একজন আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ারকে বলছিলেন শুনতে পেলাম, "এই সব লোকগুলো কোথা থেকে এমন উদ্দীপনা পায়? এ থেকে ওরা কি পায়?"

এই ইঞ্জিনীয়ারটী রাশিয়ায় খুব ভাল কাজ করেছেন। লোকটী হেসে বল্‌ল, "কি আর পায়—লাথি।" এ সব হল প্রথম পরিকল্পনার যুগের কথা।

ইঞ্জিনীয়ার, ডাইরেক্টর এবং অপরাপর কর্মকর্তাদের অনেককেই অকর্মন্যতা, অবহেলা ও অলসতার দায়ে প্রকাশ্য ভাবে নিন্দা করা হয়েছে, তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, এমনই অনেক উদাহরণ তিনি দিলেন। প্রথম দুটী পরিকল্পনার যুগে সংবাদপত্র এইসব অসম্মানিত ব্যক্তিদের নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিল। এদের মধ্যে অনেকে হয়ত উঁচু দরের বলশেভিক। গৃহযুদ্ধের সময় প্রশংসনীয় কাজ করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে নাম নিয়েছেন। The Communist Manifesto ও ষ্ট্যালিনের Leninism ওদের হয়ত মুখস্ত কিন্তু যদি কর্তব্যচ্যুতির কোন কারণ ঘটত কিংবা অবহেলার পরিচয় পাওয়া যেত, তাহলে, তাদের পদচ্যুত করা হত, "অতীতের লোক" "বয়াটে, কুঁড়ে, ফাঁকিবাজ, বদমাইস" এবং এই জাতীয় আরও বহুবিধ কঠিন বিশেষণে ভূষিত করা হত। রুষ ভাষায় এই জাতীয় শব্দের বিস্ময়কর প্রাচুর্য। অন্য অন্য দেশে পরিমিত শান্ত গতিতে যেভাবে ধীরে ধীরে যন্ত্রশিল্পের উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে রাশিয়া তা না করে প্রতিশোধ ও সামাজিক শাস্তির হুমকি দেখিয়ে কাজ গুছিয়ে নিয়েছে।

বলশেভিক রাশিয়ানরা, কালের সংগে লড়ছে। রাজনীতি, শিল্প বা শিক্ষার ব্যবস্থায় বিবর্তনমূলক পদ্ধতির উপর ওদের আস্থাও নেই সহিষ্ণুতাও নেই। সামনে যুদ্ধের বিভীষিকা, রাশিয়ায় এবং ইতিহাসে তাদের সাফল্যর শক্তির ওপর নির্ভরশীল ওরা বুঝেছিল যে উৎপাদনের যুদ্ধে জিততে পারলেই ওরা বাঁচবে, "ধনতান্ত্রিক জাতিগুলিকে অতিক্রম করে যেতে পারবে," সর্বোপরি যান্ত্রিক ব্যাপারে আমেরিকার মতন একটা রূপকথার দেশের সংগে পাল্লা দিতে গেলে "বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রযোজন।" এই প্রক্রিয়ার মূল কথা হল গতি। ওরা কারো মনঃক্ষুন্ন করতে, বা সে যে অধঃপতিত নিম্নস্তরের জীব একথা মনে করাতে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করে না। পরিকল্পনা পরিপূর্তির জন্য কোন পথেই ওরা থাম্‌বে না। আমেরিকার কর্তৃপক্ষ ও শিল্পপতিদের মত শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার সহিষ্ণুতা ওদের নেই। ওদের এগিয়ে যেতে হবে, সামনে বস্‌তে হবে।

একজন রুষ কর্নেল বল্লেন, "আমাদের স্নায়ু ইস্পাতের, আর তার কারণ ভুল করার পর আমরা ঠোক্কর খেয়েছি। সেই কারণেই আমরা এই ভাবে লড়াই করতে পারি।"

নিঃসন্দেহে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের অস্ত্র অনেক উন্নতিশীল কর্তৃপক্ষকে অধঃপতিত করেছে। তাদের সৃজনী প্রতিভা নষ্ট করেছে অথবা তাদের চরিত্রকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু রাশিয়ানরা দিব্যি করে বলে যে এতদ্দ্বারা অসংখ্য লোক ভালভাবেই কাজ করার প্রেরণা পেয়েছে, আর যে দ্রুততার সংগে রুষজাতি যন্ত্রযুগের উপর এতখানি প্রভুত্ব পেয়েছে তার মূলে আছে এই কাহিনী।

রাশিয়ানরা কিন্তু এই নেতিবাচক বা দণ্ডবিধিমূলক প্রেরণায় সন্তুষ্ট নয়। প্রশংসাসূচক কাজের জন্য তারা সেই সব গুণী-ব্যক্তিদের উপর সামাজিক মর্যাদা জ্ঞাপক পুরস্কার ও স্মারক উপহার দেন তেমনি ক্ষিপ্রগতিতে, যে গতিতে দুষ্টকে শাস্তি দেওয়া হয়।

মস্কো আর্ট থিয়েটারে কর্ণিচুকের নাটকের একটা কার্যসূচী আমার সামনে পড়ে রয়েছে। এ এক বৈশিষ্ট্যমূলক নাটক, তেমনি অপূর্ব এর কার্যসূচী, আর প্রচ্ছন্ন ভাবে যে দুটী বিভিন্ন ধরণের প্রেরণা রাশিয়াকে জাগিয়ে তুলেছে তা চিত্রিত হয়েছে।

সৈন্যদলের যে সব জেনারেল ও কম্যাণ্ডার গৃহযুদ্ধের সময় বিজয়লাভের জন্য উচ্চ সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন অথচ যান্ত্রিক যুগের দাবী মানিয়ে নিতে যাদের আপত্তি ও দম্ভ ছিল এই নাটকে তাদের সম্পর্কে তীব্র নিন্দার কশাঘাত করা হয়েছে। রাশিয়া যখন তার জীবন মরণ যুদ্ধে ব্যস্ত, তৎকালে লিখিত ও অভিনীত এই নাটকটী লালফৌজের ভিতরে ও বাহিরে এক অপূর্ব উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে। উচ্চপদাধিরূঢ় ব্যক্তিবৃন্দের প্রতি এই সর্বপ্রথম নিন্দাবাদ, যদিচ রাশিয়ানদের ভাষায় একে *agitka* বা রাজনৈতিক উপদেশ বলা হয়। অতুলনীয় মস্কো আর্ট থিয়েটারের রংগমঞ্চেও F r o n t নাটকটী হৃদয় আলোড়ক যুগান্তকারী নাটক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। দর্শকরা অভিনয়কালে উত্তেজিত হয়ে রুদ্ধচিত্তে শোনে যুদ্ধক্ষেত্রের নবীন ও প্রবীন সৈন্যের দ্বন্দ্ব, নীচমনা ও উদার মনের, ঐতিহ্য বনাম ঔদ্ধত্য, অপপ্রচারের মিথ্যা বড়াই বনাম ইঞ্জিনীয়ারের গবেষনাগারের প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কিত সংঘাতের বিস্ময়কর কাহিনী। সোভিয়েট নিন্দাবাদের আনুসংগিক জোরালো শব্দবান থেকে মুক্ত হয়েও অক্ষমতার কুফল সম্বন্ধে এমন সুন্দর উপমা দেওয়া হয়েছে যার প্রতিক্রিয়া কম নয়। কিন্তু সাফল্যজনক কাজের যে প্রশংসা ও শ্রদ্ধা এই অভিনয়ের ভিতর বর্ণিত হয় তদ্দ্বারাই জনগনের মনে অপূর্ব প্রেরণা জাগে। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মোসকভিন এই নাটকটীতে অভিনয় করেছেন। কার্যসূচীতে তাঁকে "Peoples Artist of the Soviet Union" এই উপাধিতে অভিহিত করা হয়েছে, রাশিয়ায় অভিনেতাদের উপর এই উপাধি সর্বোচ্চ। রাশিয়ায় যবনিকা পতনের পূর্বে এমন কি কোন অঙ্কের শেষেও হাততালি দেওয়ার রেওয়াজ নেই। কিন্তু তরুণ সেনাপতির ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেন সেই অভিনেতা লেভানভের অভিনয় দর্শককে এমনই অভিভূত করে যে তারা আত্মবিস্মৃত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করে ফেলে। অভিনয়ের মধ্যেই তাই এমনভাবে আনন্দ প্রকাশ করা হয় যা এই থিয়েটারের ইতিহাসে অভূতপূর্ব, এঁর দুটী উপাধি "Artist of Merit এবং Stalin Laureate". অন্যান্য খ্যাতনামা অভিনেতাদেরও এই জাতীয় উপাধি আছে।

মস্কো আর্ট থিয়েটারে অভিনীত শেখভের Three Sisters নামক নাটকটী আরো চিত্তাকর্ষক। এম. এন. কেডর্ভের উপাধি দেওয়া হয়েছে Active Artist of Merit. এন. কে. কেমনভের উপাধি হল People's Artist of the Soviet Union, এবং "Laureate of the Stalin Premium." এ. কে তারোশোভার দু'টী উপাধি, People's Artist of the Soviet Union এবং Stalin Laureate. তিনজন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর উপাধি হল People's Artist of the R. S. F. S. R. আর এগার জনের উপাধি হল Artist of Merit of the R. S. F. S. R.

শুধু সোভিয়েট ইউনিয়ন বা R. S. F. S. R. খ্যাতনামা শিল্পী লেখক এবং বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের যে উপাধি প্রদান করেন তা নয় সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য অংশেও অনুরূপ ব্যবস্থা।

এই সব উপাধির অর্থ হল সামাজিক মর্যাদা। নোবল প্রাইজের মত এই সব উপাধিতেও নিষ্কর অর্থ মর্যাদা দেওয়া হয়। যুদ্ধের পর এমন কি যুদ্ধের পূর্বেও অনেক ক্ষেত্রে উপহার প্রাপ্ত ব্যক্তিরা সেই অর্থ লালফৌজের তহবিলে দান করেছেন। এই টাকা তারা ইচ্ছা করলে নিজেদের কাছে রেখে দিলেও তাদের এতটুকু সম্মানের হানি হত না।

সংগীত, শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, অভিনয়, নাট্যরচনা, নৃত্যনাট্য, সিনেমা পরিচালনা ও অভিনয়, চিত্রনাট্য রচনা এবং কথা সাহিত্য লেখক, কবিতা লেখক বা সাহিত্য সমালোচকগণের মধ্যে যারা প্রখ্যাত ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের এই তথাকথিত Stalin Premium দেওয়া হয়েছিল। প্রথম বিভাগে তিন থেকে পাঁচজন ব্যক্তি প্রত্যেক ১০০,০০০ রুবল মুদ্রা উপহার পেয়েছেন আর তিন থেকে দশজন দ্বিতীয় বিভাগে তার অর্ধেক পেয়েছেন। কারো নামে রাজনৈতিক কোন প্রকার ত্রুটীর ছাপ থাকলে তিনি অবশ্য এই সম্মানলাভ করতেন না। কিন্তু এই উপহারের তালিকা সংবাদপত্রে, বেতার মারফৎ এবং সভাসমিতিতে বিপুল ভাবে প্রচার করা হয়। যে সব নরনারী এসব উপহার পেয়ে থাকেন জনগণের চোখে তাঁদের মর্যাদা অনেক উঁচুতে উঠে। তাঁরা জাতির সম্মানিত নায়কদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আবেগভরে তাঁদের নাম উল্লিখিত হয়। উপহারের যাঁরা প্রাপক তাঁদের পরিবারবর্গের কাছে এ এক অপূর্ব আনন্দ ও সন্তোষের কারণ।

কিন্তু এই সব উপাধি বংশানুক্রমিক নয়। ছেলেরা কোন অধিকার পায়না। ছেলেদের যদি জননায়কের মর্যাদালাভ করতে হয় তা হলে তাকে এসে সম্মান অর্জন করতে হবে। আর নয়ত তাদের পূর্বতম পুরুষের সঞ্চিত সম্মানের স্মৃতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

জীবনের সকল স্তরে শ্রমিকদের এই ধরণের বা অন্য ধরণের উপহার ও উপাধি দেওয়া হয়। যে কোন বিষয়ের চাইতে সেনাবিভাগে অবশ্য অনেক বেশী উপাধির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কারখানাতেও এর অংশ আছে। ফাক্টরীর যিনি শান্তি রক্ষক, যিনি স্টাখ্যানোভাইট বা হেতুবাদী, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় যিনি দাঁড়াতে পারেন তিনি *otlichnik* আর যার এই জাতীয় যে কোন গুণপনা আছে তিনি হলেন শ্রমিকদের সম্মানিত নায়ক। রাশিয়ায়

প্রায়ই শ্রমিকদের বুকের ওপর নানাবিধ শোভাকারি নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়, যা শুধু সচরাচর সৈনিকদের বুকে দেখা যায়।

রাশিয়ার মত ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপকারি দেশে যা সম্ভব হয়েছে, আর কোন দেশ আমার জানা নেই যেখানে সামাজিক মর্যাদা ও তজ্জনিত আনন্দ মানুষের মনে এতখানি অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে।

তবু ধনতান্ত্রিক সমাজের মত অধিকার ও ভোগের অনুপ্রেরণা রাশিয়ার যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজে অনুপ্রেরণা যোগায়। তবু যারা কর্তৃপক্ষ শ্রেণীর এবং আরো দু'এক প্রকার কাজে যারা নিযুক্ত আছেন—যথা শিক্ষকতা প্রভৃতি করেন এবং যা যুক্তিবাদী নীতির অন্তর্ভুক্ত নয়, তাঁরা ব্যতীত সকলকেই পিস ওয়ার্ক বা টুকরা কাজের হিসাবে দাম দেওয়া হয়। কারখানা এবং যৌথ কৃষিশালা প্রভৃতিতে খুব কম সংখ্যক কাজের দামই অন্য ভাবে দেওয়া হয়। অসমান কাজের জন্য সমান ভাবে মূল্য দান সোভিয়েটের নীতি হিসাবে অপ্রচলিত। অথচ সরাসরি ভাবে ব্যক্তিগত পুরস্কার দানে রাশিয়া আর সব ধনতান্ত্রিক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। যন্ত্রযুগের সূচনার পর পৃথিবীর আর কোন কোন দেশে টুকরা ভাগের নীতি আর তজ্জনিত অসমান বেতন ব্যবস্থা এতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করে নি।

এ বিষয়ে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে কমিউনিসম যখন রাশিয়ায় স্থায়ী হয়ে বসবে তখন জনগন এতই সভ্য হবে যে তখন যে কোনও কাজ তাড়াতাড়ি করিয়ে নেবার জন্যে কোন রকম বিশেষ প্ররোচনা ও পুরস্কারের প্রয়োজন হবে না। স্বেচ্ছায় তারা দেশের জন্য সকল প্রকার কাজ করবে। কর্তব্য সম্মানের খাতিরেই সকল প্রকার কাজ তারা স্বচ্ছন্দে করবে।

অন্তর্নিহিত কর্তব্যবোধ ও সম্মানবোধের খাতিরে তারা যে কোন উৎপাদনের কাজ মন দিয়ে করে……

তারপর সে সমাজ থেকে পাবে "যেটুকু তার প্রয়োজন।" কিন্তু এখন রাশিয়া যখন একটা পরিবর্তনের পথে চলেছে, শুধু "কমিউনিসমের বা সাম্যবাদের পথে," তখন ব্যক্তিগত লাভ—অথবা রাশিয়ানদের ভাষায় "প্রত্যেক প্রত্যেকে শ্রম অনুসারেই" হল আইন। এই কারণে আজ দেশে অর্থ নৈতিক বৈপরিত্য লক্ষ্যণীয়। মস্কোর কোন গুদাম ঘরের ড্রাইভার যেখানে মাসে ৩৭৫ রুবল পায় তখন সলোকোভ বা এলেক্সী টলস্টয় অর্ধ-মিলিয়ন বা তারও বেশী রুবল বৎসরে রোজগার করেন। এই সব লেখকদের অবশ্য জীবন যাপনের মান ড্রাইভারের চাইতে উচ্চ। ব্যবহার যোগ্য জিনিষের বিভিন্নতা ও তার সহজ প্রাপ্যতা মার্কিন বা ব্রিটিশ মাপকাঠিতে বিলাসিতায় জীবন যাপনের পক্ষে সহায়ক নয়, কারণ এখানকার উৎপাদন ভোগের জন্য নয় আরো উৎপাদনের জন্যই।

সোভিয়েট সমাজ-নীতি অনুসারে যাঁরা মোটা টাকা রোজগার করেন তাঁদের পক্ষেও পরিবারবর্গের জন্য বিশেষ কিছু সঞ্চয় করার ক্ষমতা নেই। তাদের মোটা টাকা আয়কর দিতে হয়। রাশিয়ার আর সকলের মত তাঁদের ও সেই ভিত্তিতেই আয়করের টাকা দিয়ে দিতে হয়। টাকাটা হাতে দেওয়ার পূর্বেই সরকার থেকে কেটে নেওয়া হয়। শান্তির সময়

শ্রমিকদের মাহিনা বা অল্প বেতনের কর্মচারীদের আয়কর থেকে অব্যাহতি ছিল। ১,৮০০ রুবলের বেশী না হ'লে শতকরা ০.৮% ভাগ আয়কর দিতে হয়। এই সংখ্যা থেকে উর্ধ দিকে আয়কর দ্রুতগতিতে বাড়ে, নিম্নে একটা তালিকা দেওয়া গেল·· ··

আয়				কর	অতিরিক্ত কর	
৬০০১	থেকে	৮,৪০০	রুবল	১৬৮ রুবল	৬০০০ উপর	৫%
৮৪০১	,,	১২,০০০	,,	২৮৮ ,,	৮৪০০ ,,	৬%
১২০০১	,,	২০,০০০	,,	১০৬৪ ,,	১২০০০ ,,	৮%
৭০,০০০	,,	১০০০,০০০	,,	৬২৬৪ ,,	৭০০০০ ,,	১৭%
২০০,০০০	,,	৩০০,০০:	,,	৪১৩৬৪ ,,	২০০০,০০০ ,,	৪৫%

দাতা যদি কোনও ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হ'ন—অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য সকলেই সদস্য—এমন কি ছায়াছবির পরিচালক, ব্যালে নর্তক এবং লেখকও ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। এঁদের সবাইকে অতিরিক্ত এক পার্সেন্ট ইউনিযনকে দিতে হয়। দাতা যদি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন তাহলে অতিরিক্ত আরো তিন পার্সেট পার্টি তহবিলে দিতে হয়। *Kultshor* (সংস্কৃতির জন্য দেয় চাঁদা) সবক্ষেত্রেই দাতাকে সরকারী কর হিসাবে দিতে হয়। এই অর্থ, বিদ্যালয়, থিয়েটার, লাইব্রেরী বা অন্যবিধ শিক্ষামুলক বা চিত্তবিনোদক প্রতিষ্ঠান গঠনে ব্যয়িত হয়। মোট আয়ের শতকরা পাঁচ ভাগ এইভাবে ট্যাক্স দিতে হয়। সরাসরি আয়করের পরিমান যুদ্ধের জন্য অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৪১-এর ১লা জুলাই-এর আইন অনুসারে যে সব শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মাসে তিনশত থেকে পাঁচশত রুবল আয় তাদের অতিরিক্ত পঞ্চাশ পার্সেট আয়কর দিতে হয়। যারা মাসে পাঁচশত রুবলের বেশী রোজগার করে তারা যুদ্ধের পূর্বে যা দিত এখন তার দ্বিগুণ দেয়। দাতা যদি সামরিক বয়সের অন্তর্ভুক্ত হন এবং যদি শিল্প সম্পর্ক বা অন্য কোন প্রয়োজনে বা শান্তিকালীন কোন কাজে কিংবা অসুস্থতার জন্য যুদ্ধের কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পেয়ে থাকেন তা'হলে তাঁর দেয় চাঁদার হার হবে আরো বেশী। মাসিক তিনশ' রুবল যাদের আয় তাদের কর শতকরা একশত ভাগ বেড়েছে। তিনশত থেকে পাঁচশত রুবলে বেড়েছে দেড়শত পার্সেন্ট। আর মাসিক পাঁচশত টাকার ওপর শতকরা দুইশত ভাগ কর বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশে অসংখ্য অনাথ ছেলে মেয়ে ও নরনারী রয়েছে (সংখ্যায় তারা কোটী কোটী) সরকার তাই সন্তানহীন দম্পতি ও অবিবাহিত নরনারী যারা আঠারো বছর বা তদূর্দ্ধ বয়সের, তাদের উপর এদের জন্য কর বসিয়েছেন। এই কর আয়ের শতকরা পাঁচভাগ বেশী। এতদ্বারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে নিঃসন্তান ও অবিবাহিতদের দত্তক গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়। একটা ছোট ছেলের ভার গ্রহণ করলে আর এই কর দিতে হয় না।

যুদ্ধের জন্য ডিফেন্স ফণ্ড বাবদ আরো কিছু কেটে নেওয়া হয়। সে অর্থ দু'দিনের আয়ের মত। এই টাকায় সরকারী বণ্ড বা লটারীতে ব্যয়িত হয়। শান্তিকালীন ও যুদ্ধ-

কালীন কর ও দেয় অর্থ প্রতি নাগরিকের আয়ের এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশ হিসাবে গৃহীত হয়। যাদের অধিক আয় তাদের আরো বেশী দিতে হয়। যুদ্ধের পূর্বে যাদের খুব বেশী টাকা আয় ছিল কর বাবদ মোটা টাকা দিয়েও টাকা খরচ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠত। ভালো বাড়ী, ভালো আসবাব, ভালো কাপড় চোপড় বা নিজেদের একটা গাড়ীর জন্যে তারা আনন্দ সহকারেই একটু বেশী পয়সা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না। যাদের গাড়ী ছিল তারা বিদেশে তৈয়ারী আরো একটা মূল্যবান গাড়ী কেনবার জন্য চেষ্টা করতেন। নিত্য প্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যের ক্ষুধা সোভিয়েটদের কোনদিন মেটেনি। পরন্তু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও শরীরপালনের জন্য এই দিকটি বাড়াবার জন্য বেশ আন্দোলন করা হত। ইহাও রাশিয়ার আর এক উদ্দীপনা।

উত্তরাধিকারের উপর মোটা আয়কর ধার্য হওয়াতে সকলেই অসীম আনন্দে উদ্বৃত্ত অর্থ খরচ করতে ব্যস্ত। খরচ করবার সুযোগ না থাকলে সরকারী চাপে তারা সরকারী বণ্ড কিনত আর উদ্বৃত্ত টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা রাখত। উদ্বৃত্ত অর্থ সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি সরকারের প্রদত্ত এই একমাত্র ধনতান্ত্রিক কনসেশান বা সুবিধা দান।

এইভাবে অর্থ বণ্টনের উৎসাহ দানের জন্য সরকার সকল রকমের বণ্ড ও সেভিংস এক্যাউণ্ট উত্তরাধিকার কর থেকে মুক্ত রেখেছেন। আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ড কেহই এ রকম করতে পারেনি। কয়েকজন বৈদেশিক পরিদর্শক রাশিয়ার টুকরো কাজের ক্ষতিপূরণ, লেখক ও আবিষ্কারকদের সম্মানমূল্য দান, আর সরকারী বণ্ড ও সেভিংস হিসাবের বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা দেখে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে রাশিয়া দ্রুতগতিতে ধনতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে।

এই মন্তব্যের সংগে বর্তমান লেখকের ঘোরতর মতভেদ আছে। সোভিয়েটবাদ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেয়নি। জমির মালিকানায় ও উৎপাদন সংক্রান্ত ব্যবস্থার সব কিছুর ক্ষমতা স্বয়ং রাষ্ট্রের হাতে। কোথাও এতটুকু ইংগিত নেই যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সমর্থন আসন্ন। এমন কি ছোটখাটো ব্যবসা আইনসিদ্ধ সম্ভাবনা নেই। এই কারণেই ধনতন্ত্রের সংগে আপোষের কোন যুক্তিসংগত প্রমাণ নেই।

সাত বছর আগে নর্থ ককেসাসের কাবারডা রিপাবলিকের একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানে তখন পুরানো বাড়ি ঘর ভেংগে ফেলা হচ্ছে আর সেই যায়গায় ওদের কথায় "সোশ্যালিষ্ট সহর" গোড়ে তোলা হচ্ছে। কতকগুলি নূতন বাড়ী ইতিমধ্যেই তৈয়ারী হয়ে গেছে। তার পেছনে মোটার গাড়ী রাখবার জন্য গ্যারেজ তৈয়ারী হয়েছে কিংবা গ্যারেজ তৈয়ারীর জন্য জমি আলাদা করে রাখা হয়েছে। সরকার থেকে যখন স্বল্প সংখ্যক মোটর গাড়ী তৈয়ারী করা হচ্ছে, তাও শুধু সরকারী প্রয়োজনের খাতিরেই, তখন এইভাবে গ্যারেজ তৈয়ারী করা কিঞ্চিৎ নির্বোধের মত ঠেকে। শুধু নির্বুদ্ধিতা নয় কিঞ্চিৎ হাস্যকরও বটে। অনুসন্ধানে জানলাম তাড়াতাড়ি গাড়ী পাবার আশাও সুদূর পরাহত।

কিন্তু ওরা সোস্থালিষ্ট সহর গড়ছে। গ্যারেজ হল অনাগত সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

ইকনমিক কাউন্সিলের ১৯৩৯-এর এপ্রিল মাসের বিধিবদ্ধ আইনানুসারে নিজস্ব বাড়ী গঠনের জন্য ব্যক্তি বিশেষকে ঋণদান করার অনুমতি দেওয়া হল। অর্থনৈতিক উন্নতির পথে গৃহনির্মাণ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অবহেলিত বিষয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকার থেকে গৃহ নির্মানের জন্য প্রচণ্ড আন্দোলন সুরু হল। কিন্তু এই পরিকল্পনা সুরু হওয়ার সংগে সংগে যুদ্ধ বেধে গেল এবং এই বিষয়টী স্থগিত রইল। যুদ্ধান্তে যে লক্ষ লক্ষ জনগণকে জার্মানীরা যথেচ্ছ অত্যাচারে গৃহচ্যুত করেছে তাদের জন্য এবং দেশের সর্বত্র যে ভীড় জমেছে তা লঘু করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক ও বিরাটভাবে গৃহনির্মানের ব্যবস্থা হবে।

তবু রাশিয়ার সাধারণ নাগরিক সরকারী বণ্ডকে তেমন লাভজনক আয় বলে মনে করে না। যুদ্ধ এলো, সারা দেশের জনগণ তাদের বণ্ড গুলি সরকারকে উপহার দিয়ে দিল। যাদের আয় অনেক বেশী তারা চাঁদা ও আর্থিক সাহায্যদানে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। যদি এ বিষয়ে কোন গ্রহণযোগ্য সংখ্যা পাওয়া যায় নি তবু মনে হয় এতদ্বারা সরকারের অর্ধেক ঋণভার লঘু হয়ে গেল। যে সময়ে যুদ্ধ শেষ হবে, যদি আরো বেশী দিন চলে, আভ্যন্তরীণ দেনা যে কতখানি কমে যাবে সে বিষয়ে কোনও ভবিষ্যৎ বাণী করা যায় না।

সেভিংস সম্বন্ধেও অনুরূপ কাণ্ড ঘটছে। তবে এই অংশটী লেখবার সময় পর্যন্ত সরকারী বণ্ডের মত ওরকম ব্যাপক কিছু শোনা যায় নি। বয়ন শিল্পের একজন কর্তৃপক্ষ, মস্কো নিবাসিনী আলেকজান্দ্রা স্মারনোভা, ১৯৪২-এর ডিসেম্বর মাসে ষ্টালিনকে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন তা নিচে দেওয়া হল, পাঠকরা তার অর্থ বুঝে নিন।

"৬ই নভেম্বর ১৯৪২-এ আপনাদের পত্রিকার প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে ও তামবোভ কলখোজ নাগরিকদের মহান দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি প্রাভদা মারফৎ, যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদলের জায়া ও জননীদের ও সোভিয়েট রমণীদের কাছে অনুরোধ করি যে তাঁদের নামে একটি ট্যাংক বাহিনী গঠিত হ'ক। এই কারণে ব্যাংকে হিসাব খোলা হোক্,—এই হিসাব খোলার জন্য আমি স্বয়ং এক হাজার রুবল জমা দিচ্ছি ··এই টাকা আমি আমার বেতন থেকে সঞ্চয় করেছি।"

কোনও জাতীয় বৈশিষ্ট্য না থাকলে 'প্রাভদা' সাধারণতঃ এই ধরণের আবেদন প্রকাশ করে না···এই আবেদন প্রকাশিত হবার পর অর্থের স্রোত বয়ে যেতে লাগল···সকলেই ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে ট্যাংকবাহিনী ও অন্যান্য অস্ত্রের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতে লাগলেন। শুধু সৈনিকদের স্ত্রী নয়···সৈনিকরা নিজেরাও এমন কি অফিসারগণ, বে-সামরিক ব্যক্তিবৃন্দ, কারখানা শ্রমিক, সমবায় কৃষিশালার চাষীরা, শিক্ষকগণ সবাই এই মহৎ উদ্দেশ্যে অর্থ দান করতে লাগলেন।

রুশ ইতিহাসে দেখা যায় রাশিয়ানরা যখনই যুদ্ধের ভিতর জড়িয়ে পড়ে তখনই জন সাধারণ এই ভাবে যুদ্ধ ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করে—কিন্তু এবারকার মত মুক্তহস্তে দান আর কখনও দেখা যায়নি।

মাদার রাশিয়া

ডিসেম্বর ১৯৪৩ থেকে ১লা মার্চ ১৯৪৩-এর ভিতর রেড আর্মি ডিফেন্স ফণ্ডে রাশিয়ানরা যে অর্থ দিয়েছিল, তা ৭,০৪১,৫২০ রুবলে পৌছায়, আমেরিকান মান অনুসারে তা ১½ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়।

জাতীয় আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় টাকা এভাবে সরকারী তহবিলে প্রদত্ত না হলেও সেই মূলধনে এমন এক 'অলস সম্প্রদায়' গড়ে উঠবে না যারা শুধু সুদের টাকায় দিন কাটাতে পারে। যে মুহূর্তে বোঝা যাবে এমন একটি সম্প্রদায়ের গড়ে ওঠায় সম্ভাবনা আছে, সেই মুহূর্তেই তাকে সমূলে বিনাশ করার ব্যবস্থা আছে। যে Dialectics কথাটির দ্বারা রাশিয়ানরা সব কিছুর জবাবদিহি করে থাকেন, সেই কথাটির সাহায্যেই আবার একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন সফল করা সম্ভব হবে।

এ ছাড়া এমন অবস্থা যদি কোনোদিন হয় যেদিন রুশীয় ব্যবস্থা উৎপাদন কার্য নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাবে সেদিন আর আভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। সব টাকাটাই সরকারী তহবিলে দান করা হবে ও বাতিল হয়ে যাবে। কোনো সাধারণ জনসভায় ব্যক্তিবৃন্দ ঘোষণা করবে সব টাকা সরকারী ধন ভাণ্ডারে দান করলাম, আর সবাইকে তিনি তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলবেন। এর ফলে সাড়া পাওয়া যাবে অপূর্ব—যেমন হয়েছিল তামবোভ্ যৌথ কৃষিশালার দৃষ্টান্তে—যার ফলে ট্যাংক বাহিনীতে ৪০ মিলিয়ন রুবল জমে গেল।

এ কথা বলা সহজ যে সরকারী তহবিলে টাকা ফেরৎ দেওয়া শুধু সরকারী চাপেই সম্ভব—এই ধরণের চাপে অবশ্য ফল হবে, কিন্তু যাঁরা রাশিয়ার অবস্থা ও মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই জানেন শুধু মাত্র চাপ—কোনো মতে যথেষ্ট নয়।

সোভিয়েট ব্যাংকের একজন এ্যাকাউণ্টট্যাণ্ট্ বল্লেন—আমরা যখন শিল্প সম্বন্ধীয় উন্নতির শেষ ধাপে পৌছাব—তখন আমরা যা চাই তা কোথায় কিনতে পাব? আমরা এতই সুখী হব যে স্বচ্ছন্দে আমাদের টাকা সরকারী তহবিলে দিয়ে দেব। কেন দেব না? আমাদের যদি কোনো সুদ না দিতে হয়, তাহলে, সরকার আমাদের জন্য আরো ভালো বাড়ি বানাতে পারবেন, দোকানের জিনিষ-পত্রের দাম কম্‌বে, ভ্রমণের খরচ কম্‌বে, আমাদের অবস্থা ভালো হবে। আমরা ব্যক্তিগত জীবনে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি অনুসারে হিসাব নিকাশের জের টান্‌তে চাই না।"

লোকটির কথাগুলি হয়ত অত্যন্ত আশাবাদীর মত শোনাবে কিন্তু একথা সত্য রাশিয়ার জনগণ সরকারী বণ্ডকে মার্কিন বা ইংরাজের দৃষ্টিতে দেখে না।

সরকারও জনগণকে তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে রাখ্‌তে উৎসাহিত করবেন—তাঁরা যে সমস্ত দ্রব্য বাজারে ছাড়বেন যেমন, কাপড়-চোপড়, খাদ্যদ্রব্য, বাড়ি বা পিয়ানো প্রভৃতি—তার পিছনেই সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করার জন্য তাদের উৎসাহিত করবেন।

অবশ্য রাশিয়া এখনও সেদিন থেকে অনেক দূরে আছে, যেদিন তার আভ্যন্তরীন ঋণ বা সেভিংস ব্যাংকের টাকার প্রয়োজন হবে না। তবু প্রত্যেক রাশিয়ান স্থির নিশ্চয় হয়ে আছে যে সেদিন আস্‌বেই। এপ্রিল ১৯৩৯-এ পার্টি কনফারেন্সে প্রদত্ত বক্তৃতায়

ষ্ট্যালিন বলেছিলেন—এ অবস্থা আস্‌বেই—যখন আক্রান্ত হলে রাশিয়ানরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই কর্‌বে।

এই আস্থা এবং মনের এই দৃঢ়তা দেখে রাশিয়ানরা যে ধনতন্ত্রে ফিরে আস্‌বে একথা চিন্তা করা বাতুলতা। সরকারী বণ্ড বা সেভিংস ব্যাংক আছে বলেই যে সুদের টাকায় দেশে ধনতন্ত্র জাগ্‌বে তা সম্ভব নয়।

বর্ত্তমান রাশিয়ার অন্যতম প্রবল উদ্দীপনা হল পরিকল্পনা, পরিপূর্ত্তির প্রেরণা। নূতন কারখানা, নূতন শহর, নূতন বিশ্ববিদ্যালয়, নূতন কৃষিশালা, আর্টিক কেন্দ্রে আবহাওয়া অফিস ও আরো বিভিন্ন রকমের প্রতিষ্ঠান গঠন। পরিকল্পনাই এই মনোভংগী জাগিয়ে তুলেছে, আর রুশীয় রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ত ভীষণ ভাবে তার প্রচার চালিয়েছে। এর ফলে জেগেছে কোথাও কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে বা রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত স্বেচ্ছা সংগঠিত ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে একটা প্রেরণা—এই প্রেরণা রুশিয় সাহিত্য, সংবাদপত্র ও কথা-সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে পরিবেশিত হচ্ছে। একজন স্থপতি ও দুটি সন্তানের জননী শ্বেত রাশিয়ার এক কৃষিশালায় নূতন গোশালা নির্ম্মাণ ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করছিলেন। আমি একদা সেই তরুণীকে প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনি এই যৌথ কৃষিশালায় কেন?"

তিনি বল্লেন, "যেহেতু আমি কৃষিশালার স্থপতি সম্বন্ধে বিশেষ পড়াশুনা করেছি, তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যতগুলি পারি আধুনিক গোশালা নির্ম্মাণ করিতে চাই।"

আমি অনেক রাশিয়ান মক্ষিরক্ষক, গো-মহিষ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ, শস্য বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির সংগে দেখা করেছি; এঁরা সকলেই অনুরূপ সৃজনীমূলক ও দুঃসাহসী মনোভাব নিয়ে কথা বলেন। কোন রুশ আবিষ্কর্তা বা আর্টিক বিমান চালক বা সাইবেরিয় কৃষিতান্ত্রিকের সংগে কথা বলুন যদিও এদের কর্ম্মধারা ও আদর্শ বিভিন্ন, তাহলেও এঁরা যে ভংগীমায় কথা বলেন তার মধ্যে যে দুঃসাহস ও সংগ্রামশীল মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা শুধু উপন্যাসকার জ্যাক লন্‌ডনের কাহিনীর নায়কদের চরিত্রেই দেখা যায়। আশ্চর্য কি যে প্রাক-সোভিয়েট যুগের চাইতে জ্যাক লণ্ডনের জনপ্রিয়তা আজকে অনেক বেশী। প্রকৃতির সংগে মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়, রাশিয়ানদের মনে অত্যন্ত উদ্দীপনা জাগায়। তারা তাই নূতন রত্নের সন্ধানে তাদের মনকে, জ ন নী রা শি য়া র আকাশ ও জল, পর্বত কন্দর ও অরণ্য, উত্তাপ ও তুষারের মধ্যে অবগাহন করাতে চায়।

একথা সত্য যে কল্পনাহীন আমলাতন্ত্রের অকারণ বিধি-নিষেধের ফলে অভিযাত্রী নর-নারীর অনেক আশা ও উদ্যম ব্যাহত হয়েছে। তার ফলে অভিযাত্রী ও আমলাতন্ত্রের মধ্যে তীব্র বাদ-প্রতিবাদ হয়ে থাকে। কিন্তু এই সব বিধি-নিষেধ ও বাধা অভিযাত্রী বাহিনীর উদ্যম, একান্ত অভিমানী না হলে প্রদমিত করে না। আর এ দিনের তরুণ তরুণীরা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা অথচ অভিমানী নয়।

সম্পত্তির যৌথ বন্দোবস্তের যে নীতি গৃহীত হয়েছে তার অন্তর্নিহিত মঙ্গল ও ভবিষ্যতের অসীম লাভের প্রতিশ্রুতি বর্ত্তমান রাশিয়ার মনে এক অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার

করেছে। N. E. P. কুলাক ও সোভিয়েট এবং পরিকল্পনার যারা সরকারী শক্র তাদের বিলোপ সাধনের জন্য প্রবল জনমতের ভিতর এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অসংখ্য লোক কাজে কথায় ও সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অখণ্ড নীরবতায় তাদের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবাদী দলেরও অবসান ঘটেছে। নূতন যুগের মানুষরা অন্য কোন পদ্ধতিতে সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের কথা জানে না জানতেও চায় না। এই বিশ্বাস, কঠোর নিয়ম নিষ্ঠার চাইতেও সোভিয়েটের পরিচালন ক্ষমতার সম্বন্ধে একটা আভাষ দেয়। এরই বলে ওরা অসাধারণ পরিকল্পনা ও সকল প্রকার সংগঠন সার্থক করে তুলতে সমর্থ হয়েছে। প্রারম্ভিক অভিজ্ঞতাহীনতা থাকা সত্ত্বেও, জীবনাদর্শের মান নীচু থাকলেও, আজ তারা দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেছে।

এই বিশ্বাসে যারা অনুপ্রাণিত তাদের কাছে এ শুধু অপূর্ব উদ্দীপনায় নয় এক গভীর অন্তরাবেগ। রাশিয়ানরা অস্বীকার করে যে ভাবাবেগ থেকে এর উৎপত্তি। ওরা জড়বাদী তাই ভাববাদ কথাটিই ওদের কাছে বিরক্তিকর। ওদের অভীপ্সার কথা শুধু বিশ্বাস হিসাবেই ওরা বলে না, আজ তা ওদের কাছে বাস্তবের রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, সেই বাস্তবতা আজ ও আগামীকালের কঠিন বাস্তব। এই আশা ও বিশ্বাস ব্যতীত ষ্ট্যালিনগ্রাড ম্যাগনিটো গোরম, কুজেন্টম, চেলিয়াবিষ্কস প্রভৃতি গ্রামগুলি গঠিত বা পুনর্গঠিত হতে পারত না। এ না থাকলে সোভিয়েটরা কবে ধ্বংস হয়ে যেত। এর দ্বারাই তারা নিজেদের অপরাজেয় ও অজেয় করে তুলেছে।

—কুড়ি—

কলখোজ

পার্বত্য প্রদেশ ব্যতীত ভল্‌গার তীর প্রান্তের গ্রামগুলির মত মনোহর নিসর্গ দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না। বাহ্য আকৃতিতে কিন্তু আর কোনও অঞ্চলের গ্রাম এতখানি আবেদনহীন নয়।

রাসকিয়া লিপিয়াগি গ্রামটি এর ব্যতিক্রম নয়। ভল্‌গার অদূরবর্তী এই গ্রামের গা ঘেঁষে এক পার্বত্য-নদী এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে—তার তটপ্রান্তে শ্যামল তৃণাঞ্চল আর তরঙ্গায়িত অরণ্য ভূমি। পরিস্কার আবহাওয়ায় সমুদ্রেও এমন অপূর্ব সূর্যাস্তের দৃশ্য আমার চোখে পড়েনি। শুধু আকাশ নয়, বিশাল গাছগুলির শীর্ষদেশও সূর্য কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে এমনই আলোয় বিচ্ছুরিত হয়ে আছে যে চোখে ধাঁধা লাগে। সূর্যাস্তের পর বাগান এমনই মনোরম ও পরিষ্কার যে মনে হয় গ্রাম্য বধূর মত সূর্যদেব অঙ্গসজ্জা সেরে নিয়ে এখনই আবার ফিরে আস্‌বেন।

রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণকালে আর কখনও আমার মনে রুশীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যের ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণবৈচিত্র্য এভাবে আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করেনি, এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের অসীম শক্তি আছে দেশ ও স্বদেশ প্রেম বাড়িয়ে তোলায়। আজ এই জীবন-মরণ-পণ যুদ্ধের সময় রাশিয়ানরা এই প্রেমের কথা বেশী করে বলে, গান গায়—সে কথা বা গান, দুঃখের নয়, বিজয়ের স্বর তাতে প্রতিধ্বনিত, আর তাদের এই কথা ও গান শুধু নিজেদের নয় বিদেশীদের অন্তরে আগেকার চাইতে অনেক বেশী করেই রুশ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও মহিমা সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। এই কারণেই রুশ সাংবাদিকরা সেবাস্তপোলের অগ্নিদাহন থেকে সুরু করে বুদাপেষ্টের নৈশ বোমাবর্ষণ, সব কিছুতেই যে রাশিয়ার আকাশ ও তারকা, গাছ ও মাটি সব কিছুর সুদীর্ঘ স্তুতিগান কর্‌বেন তা বিচিত্র কি। ছায়াছবির প্রযোজকরা রুশীয় হ্রদের প্রান্তে উইলো গাছে উঠে আর নাম্‌তে চায় না—রুশীয় নদীর তরঙ্গায়িত জলরাশির পানে তাকিয়ে থাকেন।

বাহ্য দৃষ্টিতে কিন্তু রাস্‌কিয়া লিপিয়াগি আমার জানা ভল্‌গার আর সব গ্রামের মত মনে একটা নিরাশাজনক ছবি আনে। এ অঞ্চলের প্রাচীন ও অসংস্কৃত কাঠের কুটীরগুলি ভেংগে দুমড়ে গেছে। ছাদ, দেয়াল বা জানালায় অলংকার সৌন্দর্যের এতটুকু চিহ্ন নেই। কোন রং নেই, কোনদিন ছিলও না। গ্রামের একমাত্র রং ফেরানো কুটিরটি একজন বিদেশীনীর। তিনি একজন উক্রেনিয়ান রমণী। উক্রেনীয় উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ অটুট আছে। তেমনি আছে তাঁর সুমধুর বাণী।

দাড়ীওলা ছোট ছাগল পথে ঘুরে বেড়ায় বা যে খোঁটায় বাধা আছে সেই খোঁটার সংগে সজোরে দড়ি টানাটানি করে। প্রাংগণে কুক্কুটেরা কলরব করে। কুকুরগুলো প্রতিবেশী বা অপরিচিত জনের মুখ দেখলে গুমরোয় বা ঘেউ ঘেউ করে। ছেলেরা রেস করে

দৌড়ায় বা আনন্দে চীৎকার করে। এই খানকার কলরব ও বাণী আর সব গ্রামের অনুরূপ, নীলছায়া ঢাকা ককেসাসেও যেমন মধুর রং উক্রেনেও সেই রকম। প্রথম দর্শনে এই সব কুটীর একটা অপরিবর্তিত ও অপরিবর্তনীয় জীবনধারা ও জনগণের স্মরণ করিয়ে দেয় তারা সুখী হোক আর না হোক স্বচ্ছন্দে পূর্ব পুরুষের ভিটেতে প্রাচীন সুদৃঢ় ওক গাছের মত শিকড় লাগিয়ে বসে আছে। আমি যখন গ্রামের ভিতর বেড়াচ্ছিলাম ও চারিদিক দেখছিলাম তখন এই কথাই আমার মনে এল যে, এই গ্রাম কালের চাইতেও প্রাচীন ও মানুষের স্বপ্ন ও শক্তিকে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে।

তবু এই গ্রামটি একটি কলখোজ—অর্থাৎ যৌথ কৃষিশালা—এবং এই কথাটির ধ্বনিতেই এমন একটি সামাজিক বিবর্তনের খবর রয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্যসাধারণ। এই লেখকের মতে রুশীয় শহরে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে এইটিই তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রথম দিকে যদি দ্বিগুণ লোক এই নীতি গ্রহণ করে থাকে তা হলে তার মধ্যে একশ মিলিয়ান ছিল অত্যন্ত অনগ্রসর ও অসঙ্ঘবদ্ধ। যে দিন এই নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল সেইদিন থেকে আমি এর গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করে আসছি। যে সংশয় ও শংকা, আতংক ও ধ্বংস এর ফলে প্রথম দিকে উদ্ভূত হয়েছিল তা আমার স্বচক্ষে দেখা। যে সব নরনারী মনে করেছিল যে কলখোজের সুগভীর খাদে তারা ডুবে যাচ্ছে তাদের ক্রন্দন ও অভিশাপ আমি শুনেছি। আর শুনেছি তরুণ দলের কলরব ও চীৎকার, সদম্ভ ঘোষণা শতাব্দীর পর শতাব্দী যে অশুভ জ্বালা ও দুঃখ তাদের দেহ-মনকে নিষ্পেষিত করেছে তার হাত থেকে মুঝিক সম্প্রদায়ের মুক্তি পাবার এই একমাত্র পথ।

সেই কাল ছিল কষ্ট ও সংঘাতের। রুশীয় গ্রাম এ অবস্থার কখনো সম্মুখীন হয় নি। কুবানের অন্তর্গত কসাক গ্রাম স্লাভেনিস্কয়ায় এক রবিবার প্রাতে পুরোহিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "আজ আর কোন উপাসনা হবে না যাও যে যার কর্তব্য করগে, যাও নিজেদের সম্প্রদায়ের ও নিজেদের প্রতি কর্তব্য পালন করগে যাও। এই তিরস্কার বাণী সেই সম্মেলনের মনে নিদারুণ হয়ে বাজল, গীর্জার দরজা দিয়ে স্খলিত পদে তারা বেরিয়ে এল। প্রথম সারিতে এল রমণীরা, পিছনে পুরুষের দল। রাগে তাদের অন্তর প্রজ্বলিত। হাত মুঠো করে ঘুসি উঁচিয়ে তারা রক্ত ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। তারা সব সার বেঁধে সোভিয়েট অফিস পর্যন্ত গিয়ে উচ্চকণ্ঠে কলখজের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রোশ ও ঘৃণা প্রদর্শন করতে লাগল। কয়েকজন কর্মচারী দৌড়লেন বা লুকিয়ে পড়লেন। যারা রইলেন তারা নির্ভীক হৃদয়ে অবিচলিত থেকে সেই জনতাকে সব ব্যাপারটি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। জনতার কিন্তু কথা শোনার মত উৎসাহ ছিল না। নির্মমভাবে তারা ঘুসি মারতে লাগল তার ফলে রক্ত গড়াতে লাগল।

শ্বেত রাশিয়ার একটি পাতায় ঘেরা কুঁড়ে ঘরে দু'টি ধূম্র মলিন লণ্ঠন লম্বা খোঁটায় ঝুলছে। সতেরো বছরের একটি ইহুদী মেয়ে একটা ওয়াগনের পিছনে দাঁড়িয়ে এইসব অসন্তুষ্ট আন্দোলনকারী ও দুষ্কৃতিকারীদের আবেগ ভরে বোঝাচ্ছিলেন। উত্তেজিত, নিরুৎসাহ ও ক্রুদ্ধ নরনারীর কাছে এই পদ্ধতির ফলে পৃথিবীতে প্রাচুর্য আসবে—মেয়েটি তারই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল। শুধু তাদের মাংস, চিনি, চামড়া, কাপড়, মোমবাতি ও কেরোসিনের সাময়িক

অভাব ভুলে যেতে হবে আর দেহের সকল শক্তি ও মনের সকল উৎসাহ নিয়োগ করে জমির কর্ষণের কাজে মন দিতে হবে। এর বিরুদ্ধে অবশ্য ঠাট্টা টিটকারীর প্রতিবাদ চল্‌ল মাঝে মাঝে—তীক্ষ্ণ বিদ্রুপের হাসিতে সবাই ফেটে পড়তে লাগল। কিন্তু মেয়েটি একজন ধর্ম-প্রচারকের মত আবেগ নিয়ে বল্‌ছিল এবং পরিশেষে জনতার বিশ্বাস আদায় করল, অবশ্য গ্রামের এই নূতন পরিকল্পনা সম্পর্কে তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি দিল।

পরে বাপ মা যখন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ঢুকল তখন তরুণীর দল খামারে খড়ের গাদায় বসল। প্রায় সারা রাত ধরে তারা মিনস্ক শহর থেকে প্রেরিত তাদের ঐ সতেরো বছরের নীল নয়না নেত্রীর প্রশংসা জয়গান করে নূতন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা ও তর্ক করে কাটিয়ে দিল, এবং তিনি তাদের যে কোন কাজ করতে বলবেন এমন কি তেমন নূতন দরকার হলে কলখোজের উত্তেজিত সদস্যদের ওপর বলপ্রয়োগ করতে তারা প্রস্তুত।

কলখোজ কিন্তু জিতল। আধুনিক যন্ত্রপাতি, আধুনিক বিজ্ঞান, সকল প্রকার প্রতিবাদ, দুঃখ ও ত্যাগে বিজয়ী হয়ে দাঁড়াল। পাঁচ বছর পরে, শুধু পাঁচ বছর, আমি কুবানের প্লেভেলোক্কায়ায় গিয়েছিলাম। তখন ফসল কাটার সময়। ট্রাকটার ও কামবাইনের ঝাঁক সমবায়ভুক্ত গমের জমির ফসল কাটছিল। যারা তরমুজ, দুধ, টক দই, আপেল, বীয়ার প্রভৃতি কিন্‌তে ও বেচতে এসেছে তাদের কলরবে বাজারটি মুখর। আর সন্ধ্যায় গ্রাম্য ক্লাব ঘরে উৎসবের পোষাক-পরিচ্ছদ পরে একদল ছেলেমেয়ে ক্রাসনোদার থেকে আগত বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান কমসোমলের নির্দেশে অনুষ্ঠিত নৃত্য দেখতে এসেছে। তিনি Boston (অমেরিকান Waltz নৃত্যের রুষ নাম) ও আমেরিকান Foxtrot নৃত্যের কায়দা শেখাচ্ছিলেন। কয়েক বছরের ভিতরেই আধুনিক যন্ত্রপাতি শহরের চাইতেও গ্রামে অধিকতর পরিবর্তন সাধন করেছে। কিন্তু শহরের মত গ্রামেও, যে বাড়ীতে জনগন বাস করে বা যে কারখানায় বা মাঠে তারা কাজ করে, তার চাইতে, মানুষের মনে এই যুগান্তকারী পরিবর্তনের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ী অপেক্ষা করতে পারে, করছেও, কিন্তু মাঠ বা কারখানা আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকতেও অপেক্ষা করতে পারে না। ক্রেমলিনের এই হোল ইচ্ছা, পরিকল্পনার এই হল উদ্দেশ্য।

সেই অপূর্ব যুগান্তকারী পরিবর্তনের কথা স্মরণ করুন। ১৯১০-এ, সেই বছরের আদম-সুমারী অনুসারে রুশীয় গ্রামগুলি ছিল কাঠের কবলে, কাঠেরই ছিল যুগ। সব রকমে দশ মিলিয়ান কাঠের লাংগল ছিল। ৪'২ মিলিয়ান ইস্পাত ও লোহার লাংগল। ১৭'৭ মিলিয়ান কাঠের হাল এই নিয়ে তারা গর্ব করত। ভালোভাবে চাষবাসের জন্য প্রয়োজন গভীরভাবে লাংগল চালনা। কিন্তু এই সব লাংগলের মধ্যে খুব কম সংখ্যকের দ্বারাই গভীরভাবে মাটি ওলোটপালট করা যেত। হাল্কা কাঠের হালে বীজ বোনা কঠিন ও অসুবিধাকর হত।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাসমর শেষ হবার পর রপ্তানি ব্যবস্থা, রুশ বাণিজ্য, শিল্প বাণিজ্য ব্যবস্থা যখন ধ্বংসপ্রায় নূতন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যখন বাইরে বয়কট ভিতরে গৃহবিবাদ,

নিয়ে বিব্রত তখন এই কাষ্ঠ যুগই প্রধান হয়ে রইল। প্রাক্তণ জমিদাররা যে সব ভালো যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেছিলেন মেরামতের অভাবে সে গুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বা আলাদা করে রাখা হয়েছিল, কিছু অংশ বা চাষীরা মেরামতের অযোগ্য হিসাবে অপ্রয়োজনীয় বোধে নিয়ে গিছ্‌লো। সে বছর কৃষি ও শিল্প জগতে বিশৃংখলা ও বিচ্ছেদের বছর। ১৯২৮, প্রথম পরিকল্পনার বছর, শতকরা একভাগ কৃষান পরিবারও যৌথ কৃষিশালায় যোগদান করেনি। তারা চার মিলিয়ান একরের চেয়ে কম পরিমাণ জমি কর্ষণ করলে বাকী জমি (যে গুলি সরকারী খাসে এবং সরকারের নিজস্ব প্রচেষ্টায় চাষের বন্দোবস্ত করা হবে সেগুলি ছাড়া) কুড়ি মিলিয়ান ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে বিলি করা হল। এই সব ছোট ছোট জমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগাছা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিবার তাদের নামে বিলি করা জমি স্বহস্তে নিজেদের যন্ত্রপাতি, এমনকি ঘোড়া থাকলে ঘোড়া পর্যন্ত দিয়ে চাষ করতেন। অল্প জায়গা বলে এই সব পরিবারবর্গের অধিকাংশের পক্ষে যান্ত্রিক দ্রব্যসম্ভার বা উপযুক্ত পরিমাণে সার দেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। ওদের জ্ঞান ছিল খুব কম। আর গোঁড়ামীর দরুণ যা প্রাপ্য তার কম ফসল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। নির্বাচিত বীজ ব্যবহার কর্‌তে ওরা উপেক্ষা করত। জলপ্লাবিত নীচু জমিগুলিতে জল নিকাশনের ব্যবস্থার প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ করার সামর্থ তাদের ছিল না। যুগ যুগ ধরে জমি কর্ষণের নূতন রীতির প্রতি ও নূতন ধরনের জীবন ধারনের প্রতি যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস রুশীয় কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলার পথে এ এক বিরাট অন্তরায়। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ধীরে ও আঞ্চলিক বিভাগ করে এটা অবশ্য হতে পারত কিন্তু বিপ্লবকারী সহ্য করতে পারে না। সব বিপ্লবই অসহিষ্ণু—আর সেই কারণেই ত বিপ্লব।

পরিবর্তিত রুশীয় গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আজ কেমন চমৎকার ভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রায় কুড়ি মিলিয়ান পরিবার অথবা শতকরা ৯৫·৬ ভাগ ২৪১,০০০ যৌথ কৃষিশালায় যোগ দিয়েছে। আর এই যৌথ কৃষিশালায় চিরদিন ব্যবহার করবার জন্য এক মিলিয়ান একর জমি আছে। জঙ্গল, জলা, গোচারণের মাঠ নিয়ে একটি কলখোজের জমির পরিমাণ প্রায় চারহাজার একর। অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ছোট ছোট কৃষিশালা বাকী ছিল, তারা কৃষিজমির শতকরা ০·৪ ভাগ গ্রহণ করল। ১৯৪০ এ রুশীয় কৃষিশালায় ৫২৩,০০৯ ট্রাকটর আর ১৮২,০০০ কমবাইন ও আনুসংগিক যন্ত্রপাতি ছিল।

এগার বছরের মধ্যে রাশিয়া ব্যাপক যান্ত্রিক কৃষিশালা সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হল। কাষ্ঠযুগের কণা মাত্র অবশিষ্ট রইল না। পুরানো দিনের লাঙ্গল আর হাল গুদাম জাত করে রাখা হল যাদুঘরের দর্শনীয় বস্তু হিসাবে। কিংবা গুরুতর যুদ্ধকালে যদি প্রয়োজনে লাগে। বছরের পর বছর এই যন্ত্র রুশীয় জমি ও রাশিয়ার চাষীদের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করছে। একটা নূতন যুগের মানুষ গড়ে উঠছে যারা আগের দিনের ভাগ চাষ বা কাঠের যন্ত্রপাতির কথা কিছুই জানে না। তারা শুধু জানে যন্ত্র—ট্রাকটার, চাক্তির হাল আর কমবাইন, এরা কোন ব্যক্তিকে জানে না। জানে সমষ্টির চাষের সংবাদ। এরা শুধু জানে

গম, যব, রাই ও বালির বড় বড় ক্ষেত। এরা এমন এক উত্তরাধিকার লাভ করছে যার সম্ভাবনা ওদের জনকজননীর কাছে কল্পনাতীত ছিল।

ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে রুশীয় কৃষি ব্যবস্থা সমষ্টিগত মালিকানা ও চাষের বন্দোবস্ত জনিত পরিবর্তনে আনুসংগিক গতি ও প্রগতির জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনের অনেক কিছু সুবিধা সম্পর্কে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। তবু এই ত্যাগ যতই বিরাট ও দুঃখকর হোক না কেন রুশীয় লাল ফৌজ ও বেসামরিক নাগরিকবৃন্দ কলখোজ থেকে যে শক্তি সঞ্চয় করেছিল তার ফলেই তারা দাঁড়াতে পেরেছিল। এ ত্যাগ সেই সম্ভাব্য বিপদের কাছে কিছুই নয়। পরবর্তি এক পরিচ্ছদে আমি অধিকৃত অঞ্চলের রুশীয় কৃষিজীবিদের ওপর জার্মানী যে "নব-বিধান" আরোপ করতে চেয়েছিল সেই সম্পর্কে বিশদ ভাবে বলব। তবে এইখানে শুধু বলি যে জার্মানীর কর্মসূচী ছিল পদানত ও নিশ্চিহ্ন করা। জার্মানী জয়লাভ করলে জীবনের যে কি মূল্য হত এ কথা ভাবতেও মন শিউরে ওঠে। তবু সমবায় কৃষিশালা না থাকলে রাশিয়া যে ভাবে লড়ছে সে ভাবে লড়তে পারত না। তার যান্ত্রিক মনোভংগী হত না। সংগঠন ব্যবস্থা থাকত না। নিয়মনীতির অভাব হত। আর সর্বোপরি খাদ্য বলে কিছু থাকত না। এই লেখকের মতে যুদ্ধে ওদের পরাজয় ঘটত। প্রথম মহাসমর ও দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যে খাদ্য ও সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা তুলনামূলক আলোচনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল হত। প্রথম মহাসমরের সময়—১৯৪২-এর ৬ই নভেম্বর ষ্টালিন প্রদত্ত বক্তৃতা অনুসারে—জার্মানী যে দু'শ ডিভিসান সৈন্য সমবেত করেছিল তার মধ্যে পঁচাশিটী বাহিনী রুশ আক্রমণে নিয়োগ করেছিল। এর সংগে সাঁইত্রিশটী অষ্ট্রো হাঙ্গেরিয় ডিভিসান, দুটি বুলগেরিয়ান এবং তিনটী টাকিশ বাহিনী যোগ দিয়েছিল। অর্থাৎ একশ' সাতাশটি বাহিনী রাশিয়ার বিপক্ষে নিয়োগ করা হয়েছিল।

জার্মানী তখন দু'টি রণাংগণে যুদ্ধ করছে। পশ্চিমে শক্তিশালী ফরাসী ও বৃটীশ বাহিনীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। এখন যেমন পশ্চিম ইউরোপের সম্পূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান জার্মানীর হাতে, তখন তা ছিল না। ফ্রান্স ছিল ফ্রান্স, হলাণ্ড ছিল হলাণ্ড, নরওয়ে ছিল নরওয়ে। পোল্যাণ্ড বা চেকোশ্লোভকিয়া, তখন জার্মান অধিকৃত ছিল। এদের কারো এখনকার মতন উৎপাদন শক্তি ছিল না। এখন—ষ্টালিনের বক্তৃতা দানের কালে—জার্মানী একশ' উনআশি মাইল জুড়ে দুশ ছেচল্লিশটি ডিভিসান রুশ সমরাংগণে নিয়োগ করেছে। রুমেনিয়, ফিন, ইতালিয়, হাঙ্গেরিয়, শ্লোভাক ও স্পেনিয়ার্ডরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিয়োজিত বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে দুশো চল্লিশে দাঁড় করিয়েছিল। আর সারা পশ্চিম ইউরোপের সমগ্র শিল্প ও বাণিজ্যিক শক্তি জার্মানীর হাতে। এছাড়া অধিকৃত অঞ্চল থেকে তারা জার্মান শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলির জন্য ছ' মিলিয়ান বিদেশী শ্রমিক পেয়েছে। লোকসংখ্যায় দ্রব্য ও রণসম্ভারে লাল ফৌজ এমন এক বিরাট কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছে যা থেকে অতীতের রুশ সৈনিকরা মুক্ত ছিল।

প্রথম মহাসমর রুশীয় সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছিল। রাশিয়ার শুধু কয়েকটী ট্রাকটর ছিল। অধিকাংশ ঘোড়া যুদ্ধের জন্য সম্মিলিত করা হয়েছিল, মানুষও তাই—শিল্প

প্রতিষ্ঠানে খুব কম সংখ্যক কৃষিসম্পর্কিত যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হত। এর ফলে যুদ্ধের শেষে সোভিয়েট সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ (মস্কো Bolshevix ৪ঠা নভেম্বর) অনুসারে শস্য বপন ২৫ মিলিয়ান একারে হ্রাস পেয়েছে। শস্য উৎপাদন ⅓ অংশে কমেছে। আলুও তাই। গো মহিষাদির খাদ্য ৪৩% ভাগ কমেছে। অনিয়মিত যানবাহন ব্যবস্থার ফলে খাদ্য ও গোলাবারুদের অভাব আরো বৃদ্ধি পায়। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে জারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ সুরু হয়েছিল তা পেট্রোগাডের বুভিক্ষিত রমণীদের দ্বারাই প্রবর্তিত। তারা রুটীর দোকানের বন্ধ জানলায় পাথর ছুড়তে আরম্ভ করেছিল।

এমন নিয়ম নিষ্ঠা, সংগঠন ব্যবস্থা, পরিকল্পনা, বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক ব্যবহার, যৌথ কৃষি ব্যবস্থায় সম্ভব হয়েছিল, সোভিয়েট অধিকারভুক্ত অঞ্চলের কর্ষিত ভূমির সংখ্যা নিয়মিত ও উপযুক্ত ভাবে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কমিসন অফ্ এগ্রিকালচার এ, বেলেডিক্ট্ভের কথায়, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে শুধু শস্য পূর্ববর্তী বৎসরের চাইতে পাঁচ মিলিয়ান একর অধিক জমিতে চাষ করা হয়েছিল। ১৯৪২এর পরিকল্পনা থেকে ১৯৪৩-এ পরিকল্পনায় ১৫ মিলিয়ান একর জমির অধিক চাষ নির্ধারিত করেছিল। লোকবলের অভাব সত্ত্বেও যে ভাবে এই ফসল ঘরে তোলা হয়েছিল তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শস্য, তামাক, লাক্ষা…প্রভৃতি ফসল বেলেডিক্টভের হিসাবে পূর্ববর্তী বৎসরের চাইতে ১০ থেকে ১৫ দিন পূর্বে আহরণ করা হযেছিল। এত তাড়াতাড়ি আর কখনো ফসল তোলা যায় নি। সোভিয়েট অবিকৃত অঞ্চলে গবাদি পশুও তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে। অসামরিক নাগরিকবৃন্দের উপর কঠোর খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে। তবুও খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা মোটামুটি বেশ নিয়মিত। সুদূর উত্তরাঞ্চলে যেখানে খুব কম ফসল উৎপন্ন হয় সেখানকার লোকও খাবার পায়। আর লাল ফৌজরা জারের আমলে সৈনিকদের মত খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হয় নি। ওদের প্রচুর রুটী, মাংস, চিনি, কপি আলু দেওয়া হত। এত ভাল খেতে পায় বলেই লাল ফৌজ জার্মানি ও তার মিত্র পক্ষের সঙ্গে এত ভাল ভাবে যুদ্ধ করতে পারছে। যাক সে কথা রাস্কিয়া লিপিয়াগি কলখোজের কাহিনী দিয়ে এই বিষয়টি আরো বিশদ ভাবে বর্ণনা করছি। রাস্কিয়া লিপিয়াগির কলখোজ রাশিয়ার কুইবাসভ প্রদেশের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তা নয়। অনেক বিষয়ে এমন কি মাঝামাঝি শ্রেণীরও নয়। উদাহবণ স্বরূপ বলা যায় এখানে একটিও শূকর নেই। এই জেলায় শুয়ারের অভাব আছে। চাষীদের কাছে সে এক মস্ত অসুবিধা। শুকরদের যদি একটু যত্ন করা যায়, বিশেষতঃ এই চবির অনটনের সময়, আর কোন জানোয়ার এত তাড়াতাড়ি এত বেশী ফল দান করে না। ছ'মাস বা তার বেশী খাওয়ালে একটা শূকর একটি পরিবারকে প্রচুর চবি দিতে পারে। আর যদি একটু পরিমিত ভাবে খরচ করা যায় তা হলে সারা শীতকাল কেটে যেতে পারে। এই কারণে রাস্কিয়া লিপিয়াগিতে মাংস, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে, একটা বিলাসোপকরণ। কিন্তু যেহেতু প্রতি পরিবারে একটি গরু বা ছাগল, মুর্গী, হাঁস বা ভেড়া আছে—চবির সমস্যাটা শহরের মত তেমন প্রবল নয়। জমি কিন্তু অত্যন্ত উর্বর—গভীর কালো মাটী। চমৎকার ভাবে বিছানো—বেশ উঁচু আর স্বাভাবিক জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে। খাড়া পাহাড় নেই। ছোট্ট পাহাড়

বা টিপিও নেই, নদী তীরবর্তী নিম্নভূমি সবুজ গ্রামাঞ্চল গোচরণের ক্ষেত্র—এতদ্বারা চাষের কোন বিশেষ সমস্যা বা অসুবিধা নেই। এই সব কারণেই আর কিছুর চাইতেও কলখোজের অবস্থা নিরূপন করা সহজ।—সেই কলখোজ বহুদূর বিস্তৃত ও অনেক যান্ত্রিক দ্রব্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হলেও, প্রতিষ্ঠান একই, আইনও এক, শস্য ও অন্ন বিস্তর একই। রাষ্ট্র ও সৈন্যের সংগে সমস্ত ও একইরূপ, যে কোনও কলখোজ কারখানার মত এতদ্বারা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে, রাশিয়ায় ব্যক্তি বিশেষ শাসণ করে না বা সম্প্রদায় গঠন করে না। সম্প্রদায়ই শাসন করে ও ব্যক্তি বিশেষকে গড়ে তোলে। ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থত্যাগ ভিন্ন সম্প্রদায় কোন দিনই এতশক্তি ও সম্পদ পেত না। আর এ ক্ষমতা ব্যতীত রাশিয়া জার্মানির সংগে যে বীরত্বের সহিত লড়ছে তা করতে সক্ষম হত না। এই পদ্ধতির নীতি ও প্রকৃতির সম্পর্কে দার্শনিকরা তর্ক বিচার বিবেচনা করুন। এই লেখকের কর্তব্য হল, তার যথাযথ রূপ লিপি বদ্ধ করা এবং তা কি ভাবে জনগণের জীবন ও ব্যক্তিতে প্রতিফলিত, তা বর্ণনা করা।

আমি একটি গ্রামের রাজপথ দিয়ে যাবার সময় লক্ষ্য করলাম কোথাও এতবড় যুদ্ধের একটা চিহ্ন নেই। রুশীয় গ্রামে যেমন শান্তি ও অস্বস্তি বিরাজ করে এখানেও সেই দৃশ্য। কিন্তু যে মুহূর্তে আমি কলখোজ অফিসে ঢুকলাম সেই মুহূর্তে যুদ্ধ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠলাম। আফিসটি একটি চাষীর কুঠীর, পুরাতন দিনের একটি কুলাকের ঘর—উঁচু জানলা, প্রকাণ্ড একটি কাঠের উনুন। দেয়াল ও জানলাতে বড় বড় পোষ্টার ঝোলানো তাতে লেখা আছে "রক্তের বদলে রক্ত, মৃত্যুর বদলে মৃত্যু" "আমাদের মা বোনের উপর যারা অত্যাচার করেছে সেই শিশুঘাতী নরঘাতীদের ধ্বংস কর।" "হাত বোমা ছুড়তে শিখে নাও, দ্রুতগতিতে সোজাসুজি লক্ষ্যে লক্ষ্যভেদ কর।" প্রাচীর পত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি পড়লাম। কতকগুলি ছবি দিয়ে তার তলার প্রাঞ্জল ও বর্ণাত্মক কথা দিয়ে রূপায়িত। কলখোজের সদর দপ্তরে নাগরিকদের এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে দেওয়া হয় না যে যুদ্ধটা জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। পূর্বদিন আমি ও কলখোজের চেয়ারম্যান যখন চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন সদ্য ট্রেণ থেকে নামা দু'টি আহত সৈনিকের সংগে দেখা হল। এরা লেলিনগ্রাড সমরাংগনে যুদ্ধ করেছে এখন তাদের ভল্গার তীরে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদের চারিদিকে পুরু.ব্যাণ্ডেজ। মাথায় একটি আর পায়ে আর একটি। একজন ক্ষত পা নিয়ে ক্লাচেস দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এদের কারো আর হাসপাতালের চিকিৎসার দরকার নেই তাই তাদের শরীর সারাবার জন্যে এখানে পাঠানো হয়েছে। ওদের বিশ্রাম, টাটকা হাওয়া ও সহজ খাদ্য চাই। আর কলখোজ এ সবই দিতে পারে। চেয়ারম্যান তৎক্ষণাৎ একটি বয়স্ক দম্পতীর বাড়ীতে তাদের নিয়ে গেলেন ও তাদের আহার ও আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করে দিলেন।

এখন সেই আহত লোকটি অফিসে এসেছে। সেই সঙ্গে এসেছেন যে বাড়ীতে তারা উঠেছেন সেই বাড়ীর গিন্নী। মহিলাটি একটু রূঢ় প্রকৃতির। তিনি তাহাদের জন্য রাঁধতে চান না; সেই কারণে চেয়ারম্যানের কাছে তারা এসেছে। চেরারম্যান মহিলাটিকে ডেকে

পাঠিয়েছেন। মাথায় পাকা চুল, মাথার ওপর একটি কালো রুমাল বাঁধা তাতে মুখের শ্বেত আভা ও চোখের ধূসরত্ব যেন বেড়ে এনেছে। তারা চেয়ারম্যানের সামনে শান্ত সমাহিত ভংগীতে বিনা বাক্যব্যয়ে বসে আছে। চেয়ারম্যান বলছিলেন, "মামামা ওরা যুদ্ধে লড়ছে একেবারে সেই লেলিনগ্রাড রণাঙ্গণে। তোমার আমার জন্যে, স্বদেশের জন্যে ওরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে স্বীকার ছিল আর তুমি তাদের জন্যে ছুটি রেঁধে দিতে পার না।" তিনি একটু থামলেন। একবার আহত লোকটির দিকে একবার স্ত্রীলোকটির দিকে তাকালেন আর উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলেন। মহিলাটি কিন্তু নিরব রইলেন। "ওরা জানেনা কোথায় ওদের পরিবারবর্গ, স্ত্রী পুত্র, জনক-জননী—ওদের একটু দেখা দরকার। আমরা যদি না দেখি কে দেখবে?"

ক্রমেই দলে দলে লোক অফিসে আসতে লাগল। চেয়ারম্যান তাদের অপেক্ষায় রইলেন। সবাই শুনতে লাগল—রাশিয়ানরা যেমন কথা কইতেও ভালবাসে তেমনি কথা শুনতে চায়—ধীরে ধীরে তাঁর মুখে যেমন তিরস্কার বাক্য আসতে লাগল তা তারা শুনতে লাগল।

"তুমি কি ওদের জন্যে স্নান ঘর গরম করে দাও?" একজন আহত ব্যক্তি বলে উঠল, "না দেয় না, স্যার।"

"কাল যখন আমি তোমাদের ওখানে গিছলাম তখন জল গরম করে দিতে বলেছিলাম যাতে ওরা কাপড় কেচে নিতে পারে। আমি বলেছিলাম তোমাকে, ওদের জননীর মত হয়ে থাকতে—আর—" উনি একটু থামলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেলেন। আর সেই দীর্ঘনিশ্বাসের ভিতর যা বলা হল তা কথার চাইতেও অনেক বেশী। যতক্ষণ না সেই স্ত্রীলোকটি আহত সৈনিকদের "জননী" হতে রাজী হলেন ততক্ষণ কথাবার্তা শেষ হল না।

চেয়ারম্যান স্বয়ং একজন কিষাণ, বয়স চল্লিশের নীচে, বেশ দৃঢ় ভংগী। গলার স্বর সুরেলা। কিন্তু তার এই ধীরভংগীসুন্দর গোলাকার নীল চোখে শান্ত গভীরতা তার ভিতর শক্তি ও অন্তরংগতার ছাপ ছিল। স্ত্রীলোকটি কিন্তু সহজবোধ্য কারণে আগন্তুকদের জননী হতে ঘোরতর অনিচ্ছুক। কিন্তু তার ব্যক্তিগত মত যাই হোক তাঁকে শুধু কলখোজের সভাপতি নয় দেশের লোকের বা রাষ্ট্রের ইচ্ছা পালন করতেই হবে। যখন এই আলোচনা শুনছিলাম তখনই জানতাম যে এ স্ত্রীলোকটি যদি পুনরায় জনমত উপেক্ষা করতে থাকে তা হলে চেয়ারম্যান তার সংগে কথা বলবেন। প্রয়োজন হলে কলখোজের একটা মিটিং ডেকে তিনি এবং অপরে বক্তৃতা করে তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন, নাগরিক, স্বদেশপ্রেমিক রাশিয়ান এবং স্ত্রীলোক হিসাবে কোথায় তাঁর ত্রুটী তা বুঝিয়ে দেবেন। কলখোজের এই সব সভা আইন সংগত করতে গেলে সভ্যদের $\frac{2}{3}$ অংশ উপস্থিত থাকা চাই। যে ব্যক্তি বিশেষ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ইচ্ছা সম্প্রদায়ের স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখেন তাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েটদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল জনমতের চাপ। ব্যক্তিবিশেষকে নতি স্বীকার করতে হয়, সে হয়ত একটু আধটু গাঁই গুঁই করতে পারে। অন্তরে সে হয়ত অভিশাপ দিতে পারে বা মনে করতে পারে যে এমন এক সংসারে বাস করলে ভাল হত যেখানে আহত সৈনিককে বা বাস্তুত্যাগী অসহায়

রমণীকে আশ্রয় দিতে সে আপত্তি করতে পারত। আর শুধু নিজের ইচ্ছা মত সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যেত। রাশিয়ায় কিন্তু সে অসহায়, এখানে ব্যক্তিকে সমষ্টির কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে। "আমি চেয়ারম্যানকে প্রশ্ন করলুম, আপনাদের কলখোজে কতগুলি আহত সৈন্য আছে?"

"বারো"

"অন্যান্য কিষাণরাও কি এই স্ত্রীলোকটির মত বৈর ভাবাপন্ন?"

"সবাই নয়, আর এই স্ত্রীলোকটিরও সদিচ্ছা আছে—তবে আমাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে। মাঝে মাঝে লোকেরা স্বদেশের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পর্কে একটু অচেতন হয়ে পড়ে।"

বারোজন আহত সৈনিক ছাড়া কলখোজে পঞ্চাশটি বাস্তুত্যাগী রমণী ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ শহর থেকেই এসেছেন, এবং প্রথমটায় যে সব গ্রাম লোককে এই আগন্তুকদের সঙ্গে ঘর ভাগ করে নিতে হয়েছে তারা খুঁত খুঁত করেছে। কিন্তু যখন শহরের রমণীরা কাজ করতে শুরু করেছে এবং দেখিয়ে দিয়েছে কলখোজের দৈনন্দিন কাজে তারা তাদের অংশের কাজ করে যেতে পারে তখন এই খুঁত খুঁতে ভাব ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে শান্ত হয়েছে। কলখোজ অতি প্রয়োজনীয় সহায়তা সংগ্রহ করেছে এবং এই বাস্তুত্যাগীরা সাধারণ উৎপাদনের ব্যবস্থা অটল রেখেছে।"

"ধরুন যদি কলখোজ না থাকত।"

কয়েকদিন পূর্বে আমি এই বিষয়ে একজন মিত্রপক্ষীয় কূটনীতিবিদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। ইনি গত মহাসমরের সময় রাশিয়ায় ছিলেন। তিনি বললেন হাজারে হাজারে শরণাগতের দল সারা দেশটায় ঘুরে বেড়িয়েছে। মূল্য দিতে না পারলে কদাচিৎ তারা আশ্রয় সংগ্রহ করতে পেরেছে। যারা অর্থ বা দ্রব্য দিয়ে আশ্রয় সংগ্রহ করতে পারে নি তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। অবশ্য দাতব্য ব্যবস্থা বা সরকারী সাহায্য বন্দোবস্ত ছিল কিন্তু তা ছিল অসচ্ছল। সেই কারণে শরণাগত নরনারী বৃদ্ধের দল চারিদিকে অসহায় ও নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়াত। তার মধ্যে অনেক আহত সৈনিকও থাকত, অনেকে যত্নের অভাবে মারা গিয়েছে।

এখন বিশেষত ভলগার পূর্বাঞ্চলস্থিত এই বিস্তৃত জমিতে কলখোজ লক্ষ লক্ষ গৃহহীন মানুষকে শহরের কারখানার মত আশ্রয় দিয়েছে। ১৯৪২-এ গ্রীষ্মকালে ক্রীমিয়া যখন জার্মান হস্তগত অনেক সমুদ্র উপকূলস্থ স্বাস্থ্যনিবাস জার্মানির অধিকারে তখন যে সব আহত ব্যক্তির আর হাসপাতালের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল না তারা এই সব যৌথ কৃষিশালার খাদ্য, আশ্রয় ও যত্ন পেয়েছে। কর্মক্ষমতা থাকলে তারা কলখোজে যোগ দিয়েছে। শ্রমিকের প্রচণ্ড অভাব আর সৈনিকরা কলখোজের সভ্য হবার পর তাদের পরিবারবর্গ নিয়ে এসে নূতন জীবনযাপন করতে পারে···অতীতে এরকম সুবিধা সহজে মিলত না বা একেবারেই মিলত না। তাকে জমি কিনতে হবে, ঘোড়া কিনতে হবে, গরু কিনতে হবে, যন্ত্রপাতি কিনতে হবে। বিনা অর্থে কোন সম্প্রদায়ে যোগ দেবার সামর্থ তার নেই। শুধু কায়িক

পরিশ্রম করেই সে নাগরিক হিসাবে জনক, স্বামী বা সন্তান হিসাবে অব্যাহত জীবনযাপন করতে পারে।

রাশিয়ায় যে এই সর্বব্যাপী বাস্তুত্যাগের হিড়িকে নিরাশ্রয় নরনারীর ভীড় পথে বা রেল স্টেশনে বা সাধারণ পার্কে নেই তার প্রধান কারণ এই অসংখ্য সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান—শুধু কলখোজ নয় কারখানা ও গর্ভণমেণ্ট ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিশেষ রাষ্ট্রীয় উপনিবেশে অসংখ্য শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

কলখোজের বুককীপার বা হিসাব রক্ষক একটি উনিশবছরের তরুণী। সে হাইস্কুল থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছে। তার বাবা সৈন্যদলে আছেন, মা একবছর আগে সাতটি সন্তান রেখে মারা গিয়েছেন তার মধ্যে সেই হল সবচেয়ে বড়। প্রাক সোভিয়েট যুগে ছেলেদের বড় জোর অনাথ আশ্রমে পাঠানো যেত সাধারণত আত্মীয়-কুটুম্বেরা তাদের নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখত। তাদের অনাথের মত দেখত। এখন কলখোজ একটি বিশেষ সভায় গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা এই বিরাট অসহায় পরিবারবৃন্দের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে।

একথা ভাবা সহজ যে কিছু সদস্য অবশ্য এই প্রস্তাব সমর্থন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কলখোজ অবশ্য তার মোট আয়ের শতকরা দুই ভাগ সরকারী বীমা তহবিলে জমা করছিলেন—বৃদ্ধ, অক্ষম বা আহত ও শিশু প্রতিষ্ঠানের জন্যই এই তহবিল। কিন্তু এই সব পরিবার-বর্গ এক বিশেষ সমস্যার এবং এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। গৃহকর্ম সম্পন্ন করার জন্য পয়সা দিয়ে স্ত্রীলোক রাখা হয়। শ্রমিকের মত তাকে বেতন দিতে হয়।

এই সব খরচের ফলে ব্যক্তিগত আয় হ্রাস পাবে। তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা কম অর্থ পাবে। বৎসরান্তে আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ হবে। ট্যাক্স এবং অন্যান্য সরকারী দেয় সেই সংগে সামাজিক বীমা ও বীজ তহবিলের টাকা বাদ দিয়ে দেওয়া হত। উদ্বৃত্ত টাকা থেকে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হত। এই উদ্বৃত্ত টাকা থেকেই অর্থাৎ তাদের আয় থেকেই নিরাশ্রয় পরিবারবর্গের ব্যয় নির্বাহ করা হত। এই অর্থ যথেষ্ট না হলেও কিছু ত বটে, এর ওপরে বহুবিধ দেয় কেটে নেওয়া হত। কোন কোন সদস্যের হয়ত এই সব যুক্তি থাকত। কিন্তু আলোচনা কালে, অধিকতর রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন সদস্যেরা এই আলোচনা করতেন। তারা জনমতের নির্দেশ মেনে নিত। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জন স্বার্থের দ্বন্দ্বে অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমষ্টির সংঘাতে, সমষ্টি সর্বদা বিজয়ী হত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সাতটি জননী হারা সন্তানের পরিবার বাপ যাদের যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে নিতে সমর্থ হয়েছে।

আমি একটি পরিবারে ছিলাম যেখানে আরো অনেক পরিবারের মত কোন পুরুষ ছিল না। তারা সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে গেছে। আর সব পরিবারের মত এদেরও নিজস্ব গরু, হাঁস, মুরগী, সদ্য জাত বাছুর, কয়েকটি ভেড়া আছে। আইন অনুসারে প্রতি পরিবারে দশটি ভেড়া রাখা যায় কিন্তু একটির বেশী গরু রাখা যায় না। বাগান ½ একর জমি নিয়ে তৈরী।

সেখানে আলু, পেয়াজ, বীট, বাঁধাকপি, শশা, বড় বড় কুমড়া প্রভৃতি চাষবাস করা হত। চিনির অভাবের জন্য চাষীরা অধিক সংখ্যায় কুমড়ার ফসল করেছে। ছেলেরা কুমড়া সিদ্ধ খেতে ভালবাসে। আর কলখোজের ডাক্তাররা প্রচুর পরিমাণে তা খেতে বলে।

এই বাগানের ফসল থেকে ১৫% আলু ও কিছু পরমাণ অন্য প্রকারের তরকারী সরকারকে যথারীতি কম মূল্যে দিতে হয়। প্রতি বৎসরে এই রকম কম দরেই ১৩০ পোয়া দুধ, ১০০টি ডিম, আর ৮৮ পাউণ্ড মাংস বিক্রী করিতে হয়। অন্যান্য পরিবারবর্গকেও এই ভাবে সরকারকে দ্রব্যাদি দিতে হয়। এটা ঠিক ট্যাক্স নয়, এ একপ্রকার সরকারী আদায়।

কিষাণরা অনেকে অবশ্য বাজারে যেখানে দর বেশী পাওয়া যায় সেখানে জিনিষপত্র বিক্রী করে বা নিজেরা যায়। কিন্তু কলখোজের চেয়ারম্যান যাঁর সংগে আমার এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল তিনি বললেন, "ওরা যদি এরকম করে তা হলে আমরা কারখানা, শহর ও সৈনিক দলের জন্যে কোথায় খাবার পাব? না, ব্যক্তি বিশেষকে সর্বদাই সম্প্রদায়ের দিকে তাকাতে হবে কারণ সম্প্রদায়ই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। লালফৌজ যদি জার্মান সৈন্যবাহিনীকে কলখোজ থেকে দূরে রুখতে না পারত তা'হলে এই সব কিষাণদের কি হত? কি হত তাদেব ব্যক্তিগত জীবনের? আমাদের সোভিয়েট নীতিতে সমষ্টি সর্বদাই ব্যক্তির চাইতে উঁচু তার কারণ পরিণামে সমষ্টি সমস্ত সঞ্চয় ব্যক্তির হাতে দিয়ে দেয়। গবাদি পশু, সম্পর্কিত আমাদের Contraktatsia দেখুন।"

তিনি বললেন, গবাদি পশুর পাল দেশে বাড়াবার জন্য সরকার থেকে তরুণ বয়স্ক ষাঁড় চুক্তি করে কেনা হচ্ছে। কিষাণ অবশ্য এই ষাঁড় কেটে বাজারে বিক্রী করতে পারে বা নিজে খাবার চেষ্টা করতে পারে। প্রথম মহাসমরে জারের অধীনে তারা এইরকম করে ছিল ফলে কি হয়েছিল তা ত জানেন····· এখন অবস্থা অন্য রকম। এখন ওদের নিজের গরু আছে এবং আরো কিছু গবাদি প্রাণী আছে। সে নিজেই ষাঁড় প্রতিপালন করে সরকারকে বিক্রী করতে পারে। এতদ্বারা সে নিজের অর্থনৈতিক সুবিধা ও দেশের কারখানার জনগণের মনোবল বাড়াতে পারে। সে যদি সত্যকার দেশপ্রেমিক হয় তবে আনন্দে এ কায করবে। যদি না হয় তবে আইন হচ্ছে আইন। সে আইন তাকে মানতেই হবে। নতুবা আমাদের প্রাচীন কালের সেই ভয়ংকর অনগ্রসরত্ব কিছুতেই কাটাতে পারতুম না। কি হত আমাদের? কি করে আমরা জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাদের, ছেলেদের ও আমাদের স্বদেশকে রক্ষা করতে পারতাম?" তাঁর কথাগুলি আন্তরিকতাপূর্ণ ও দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। এবং যখন বলা হল, যে ব্যক্তি কলখোজের জন্য বিরাট একটা জাতি ও বোঝা বহন করে চলেছে তখন তিনি শুধু হাসলেন। তিনি বললেন, "এই ব্যক্তিকে বাঁচাতে গিয়ে যে শ্রমিক মারা যাচ্ছে তার কথা ভেবেছেন?"

পূর্বদিন শুনছিলাম একজন বৃদ্ধলোক অভিযোগ করছিল যে এই বয়সে মাংস না হলে আমার কি করে চলে? কারণ আমি যে বাছুরটি প্রতিপালন করছি সেটি সরকারে বিক্রী করতে হবে। সে যখন কথা কইছিল তখন তার স্ত্রী একটি কাল বাছুর ও টাটকা

কাটা ঘাস নিয়ে প্রাংগণে এসে দাঁড়াল। তিনি ষাঁড় বাছুরটির ওপর বেশ যত্নশীলা। গ্রামের কোথায় আমি এতটুকু সাবোটেজের চিহ্ন দেখলাম না। যে বাড়ীতে আমি থাকতাম সে বাড়ীর লাল বাছুরটি ছেলেদের কাছে অত্যন্ত আদরযত্ন পেত। তারা তার পিঠ চাপড়াত, তার সংগে দৌড়াত। আলুর খোসা, টাটকা ঘাস ও আরো নানাবিধ দ্রব্য খেতে দিত।

প্রতি কিষাণকে এইভাবে রাষ্ট্র থেকে গো-পালনের স্থবিধা দেওয়ার ফলে দেশের গোধন বর্ধিত ও স্থরক্ষিত হয়েছে। সরকার গোধন সংরক্ষণ করে রেখেছেন শুধু খাদ্যের জন্য নয় জার্মান অধিকৃত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের পর সেখানকার কলখোজের জন্য ও গো-ধনের প্রয়োজন। এই হল পরিকল্পনা ও কাজ। আবার আইনও বটে। যদি চাষী তার ষাঁড়টি বিক্রী করে সেই টাকায় কোন সৌখীন দ্রব্য সরকারী দামে কেনে তাহলে তার অসন্তোষের কারণ থাকবে না। সরকার ক্ষমতানুসারে যতটুকু করনীয় তা করছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুইবাসেভে ১৯৪২-এ গ্রীষ্মকালে প্রতি বা প্রত্যেক বাজারে জুতা, চটি জুতা, সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, সেলাই-এর উপকরণ প্রভৃতির বিশেষ দোকান খোলা হয়েছিল সেই সব চাষীদের জন্য যারা তাদের উৎপন্ন জিনিষ সরকারীকে বিক্রী করবেন। সরকার তাদের একটা আজগুবি রকমের চড়া দাম দেন না। সমস্ত দর আইনে বাঁধা আছে। বিনিময়ে তারাও অল্প দামে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পায়। এর জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সোভিয়েট আইন কিষাণকে তার উদ্বৃত্ত দ্রব্য খুসীমত বিক্রী করতে দেয়। কিন্তু শহরে যারা থাকে তাদের স্থবিধাজনক দরে নিয়মিত ভাবে যে সব রেশন যথা মাখন, দুধ চীজ প্রভৃতি সরকারী দোকানে পাওয়া কঠিন সেই সব দ্রব্য চাষীদের সরকারী দোকানে আনতে প্ররোচিত করা হয়। কমসোমল ও পার্টির সদস্যরা বাজারে প্রচার করে চাষীদের সংগে কথা কয়ে স্বদেশ সেবা ও নিজেদের স্বার্থে সমস্ত জিনিষপত্র সরকারী ভাণ্ডারে আনতে উৎসাহিত করে। যদি তারা তাদের উৎপাদিত জিনিষ সরকারকে দেয় তাহলে সরকার থেকে তাদের ভালো কাপড়চোপড় আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু যুদ্ধ যুদ্ধই। সেই কারণে দেশের অসংখ্য কারখানা এমন কি ছোটখাটো কারখানা ও অস্ত্র শস্ত্র নির্মাণের কাজে লেগে গেছে। উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল কম। যার দ্বারা একসঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ও ব্যবহারযোগ্য জিনিষপত্র তৈয়ারী করা যেতে পারে। সেই কারণে অস্ত্রশস্ত্রই সর্বপ্রথম গড়তে হত। সৌখিন দ্রব্য পরে করা চলে, অপেক্ষা করে থাকতে পারে। সেই দ্রব্যের চাহিদা যতই বেশী হোক অপেক্ষা করতে পারে। যতদিন যুদ্ধ ছিল ততক্ষণ দেশের, জাতির, ব্যক্তির ও সমষ্টির একমাত্র দায়িত্ব ও বোঝা ছিল যুদ্ধ।

চেয়্যারমান যতক্ষণ না আমায় নিয়ে ক্ষেতের চারিদিকে বেড়ালেন ততক্ষণ পর্যন্ত কলখোজ যে কি বিশাল জাতীয় সামর্থ সঞ্চার করেছে তা অনুমান করতে পারিনি। আমি একটা চকচকে গরুর গাড়ীতে সদ্য কাটা ঘাসের ওপর তাঁর পাশে বসেছিলাম। আর

তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাচন ভংগীতে গ্রামের লোক ও তাদের কাজ সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। যুদ্ধের পূর্বে যে ১২৪টি লোক এইখানকার জমিতে কায করত তার মধ্যে পনের জন মাত্র অবশিষ্ট আছে। যিনি সর্বকনিষ্ঠ তাঁর বয়স পঞ্চাশের ওপর কিন্তু অধিকাংশের বয়স ষাটের ওপর। বাকী সবাই যুদ্ধে গেছে। প্রধান কাজগুলি পড়েছে মেয়েদের ঘাড়ে তারা সংখ্যায় ১৪৮ জন। এদের মধ্যে ১২ জন হলেন অথর্ব অর্থাৎ ১৩৬ জন সর্বদা কাজ করতেন। এদের সাহায্য করতেন ২২ জন মেয়ে ও ৩৯ জন ছেলে যাদের বয়স ১৪ বা তার চেয়ে কিছু বেশী। অল্প বয়স্ক ছেলেরা কৃষিশালায় অপেক্ষাকৃত হাল্কা ধরণের কাজ করত। তারাও বড়দের মতন সমান হারে টাকা পেত। কাজের ধরণ ও পরিমাণ অনুসারেই পারিশ্রমিক দেওয়া হত।

এত লোকাভাব সত্বেও কলখোজ পূর্ববর্তী বৎসরের চেয়েও ৫০০ একর বেশী গম ও ১১০ একর বেশী আলু ও আরো বেশী একর জমিতে টম্যাটো ও অন্যান্য সব্জি বপন করেছে।

একটি অচলিত ঘাস জমা পথে যেখানে কলখোজের প্রধান শস্য রাই ও গমের ক্ষেতে আলাদা হয়ে গেছে সেইখানে প্রশ্ন করলাম, "কি করে আপনি এরকম করলেন ?"

সোজা জবাব এল, "আমাদের করতে হবেই তাই করেছি।" ডাটাগুলি বেশ লম্বা ও পুরন্ত। এর মধ্যেই ফল এসে গেছে। গায়ে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত তার ওপর বাতাস বইছে, যেন তরংগায়িত সমুদ্র দিগন্তে মিশেছে। আমি আমেরিকাতে এত ভাল গমের ক্ষেত দেখেনি। গর্বভরে সেই বিরাট মাঠের দিকে তাকিয়ে চেয়ারম্যান সুরেলাকণ্ঠে বললেন, "আমরা এতদিন যা পেয়ে এসেছি এ তার চেয়ে অনেক বেশী। এত ভাল শস্য আর আমরা পাইনি। যতই আমরা গমের ক্ষেতের গভীরে ঢুকলুম ততই তার প্রাচুর্য দেখলাম। কোথায় বাতাস বা বৃষ্টির সাহায্য নেওয়া হয়নি। একথা অবশ্য সত্য যে লাংগল দিয়ে জমি চষার কাজ অত্যন্ত কঠিন। বিশেষতঃ আগাছা পরিষ্কারের কাজ অত্যন্ত কঠিন। পূর্বকালে রাশিয়া ভ্রমণে এসে দেখেছি কলখোজের শ্যামল ভূমির এখানে ওখানে 'এক আধটি অসমতল জমি দেখেছি। এখন লাইনগুলি যেমন সমতল তেমনি পরিপূর্ণ আর গম দেখতেও গর্ব বোধ হয়। ব্যাপকভাবে যান্ত্রিক রীতিতে চাষ বাসের ব্যবস্থায় নূতন ধরণের মালিকানা ব্যবস্থায় এখন আর পরীক্ষামূলক নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক প্রয়োজনের উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় রাখার সমস্যা এখনও আছে। কিন্তু রাজনীতি বা কৃষির দিক দিয়ে এ সব এখন আর অপরীক্ষিত চিন্তা বিশেষ নয়। এ এখন বৈপ্লবিক স্বপ্ন। গ্রামে এবং রাশিয়ায় এ হল বিশেষ ভাবে দৃশ্য ও যুগান্তকারী বাস্তবতা। ক্ষেতে কাজ করবার পুরুষ নেই তবু মেয়েরা যে অসাধারণ কৌশল ও সামর্থ্যের সংগে নূতন প্রথায় চাষ করে গম বানিয়েছে যা পৃথিবীর কোথাও কোন পেশাদার গম চাষীও পারবে না। চেয়ারম্যান বল্লেন আমাদের মেয়েরা এ বছর একটা ঐন্দ্রজালিক কাজ করে বসেছে। এই যুদ্ধ ও দুর্দশার কালে রাশিয়ার মহিলারা কি অপরিসীম বীরত্বের সংগে সাহায্য করে চলেছেন এইখানকার অদ্ভুত গমের ক্ষেতে বেড়াতে বেড়াতে সেই কথাটাই বার বার মনে পড়ল।

আমরা আলুর ক্ষেতে এলাম। একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আগাছা তুলছে। তাদের মধ্যিখানে নামানো কাঁধওলা স-চশমা ব্যক্তি বসে আছেন। ইনি এখানকার একটি ইস্কুলের শিক্ষক—ছেলেদের কাজ তদারক করছেন। আগ্রহভরে ছেলেমেয়েরা আমাদের চারপাশে দৌড়ে এল। কাজ থেকে একটু অবসর পাবার স্থযোগ পেয়ে তারা যে একটু খুশী হয়েছে তা বোঝা গেল। তাদের হাত, পা ও মুখে কালি ঝুলি মাখা। ছেলেরা যেমন খেলার সময় নাচ, গান, হৈ, হল্লা করে থাকে তারা তেমনি আমাদের কাছে এসে হাসতে লাগল, কথা বলতে লাগল ও আমাদের ঘিরে নাচতে লাগল। শিক্ষকটি এসে করমর্দন করে প্রশ্ন করতে লাগলেন। তৎক্ষণাৎ ছেলেরা আমাদের ঘিরে গোল হয়ে বসল। আমাদের প্রত্যেকটি কথা তারা শুনতে চায়। শিক্ষক মশাই বললেন, "নি চে ভো। আমরা আমাদের গৌরবময় লালফৌজের জন্যে প্রচুর খাবার রেখেছি। কেমন ছেলেরা তাই নয়?" মাথা নেড়ে হেসে তারা একযোগে শুধু বলল, হাঁা নিশ্চয়ই। 'আমরা যখন উঠলাম তখন তারা সবাই হেসে হাত নেড়ে বলল না "বিদায়"। বল্‌ল "আবার আসবেন।" এই চিরন্তন আথিতেয়তা ও বন্ধুতা রাশিয়ানরা মাতৃদুগ্ধের সংগেই শেখে।

যুদ্ধ জনগণের ও কলখোজের ওপর গভীর রেখাপাত করেছে। ক্লাবঘর বন্ধ হয়ে গেছে—সামরিক প্রয়োজনে সেটি লওয়া হয়েছে। তবু ইস্কুলে শুধু শীতকালে কিছু আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধের পূর্বে গ্রামে একটি সিনেমা ছিল। শীত ও গ্রীষ্মে প্রতি সন্ধ্যায় ছবি দেখানো হত। কিছু আনন্দদায়ক, কিছু শিক্ষামূলক। শিক্ষামূলক ছবিতে চাষ-বাস, গৃহরক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত কাহিনী থাকত। এখন এই সিনেমাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। সৈন্যবিভাগ মেশিনগুলি যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়ে গেছে।

এখন সকলেই পূর্বের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করছে। রবিবারেও কদাচিৎ অবসর মেলে। সর্বদাই কাজ—আরো কাজ করতে হয়। ওরা কম খায়, পূর্বাপেক্ষা কম মাংস পায়। কিন্তু ছোটদের ঠিকমত খাবার দেওয়া হয়। চল্লিশজন ছোটদের নার্শারীতে থাকত আর চার থেকে সাত বছর বয়সের পঞ্চাশ জন কিন্‌ডার গার্ডেনে ছিল। এই নার্শারী ও কিন্‌ডার গার্ডেনের খরচ বাপ মাকে খুব অল্পই দিতে হয়। খরচের বেশী টাকা আসে কলখোজ থেকে। এই অর্থ তারা সাংসারিক মোট আয় থেকে যে শতকরা ২ ভাগ সামাজিক কাজের জন্যে সরিয়ে রাখেন সেই টাকা থেকে আসে।

অপরাপর ছেলেরা যারা পূর্ববর্তী বৎসরে গ্রীষ্মকালটা পায়োনীয়ার ক্যাম্পে কাটিয়েছে এখন তারা বাড়িতে বসে কাজ করছে। ওদের কাজ অপরিহরনীয়। তারা এখন আগাছা ও জংগল পরিষ্কার করে। বেড়া বাঁধে। শস্য ও টম্যাটো তোলে। তাদের সীমাবদ্ধ শারীরিক সামর্থ্যে তারা বয়স্কদের মত মা ও বড় বোনদের মত পাশাপাশি কাজ করে।

কলখোজের অনেক বাড়ীতে শোকের ছায়া পড়েছে। একটি স্ত্রীলোকের সংগে পথে কথা বলছিলাম তিনি বল্‌লেন, "আমার দুটি ছেলে মারা গেছে। বড় মেয়ের স্বামীটিও মারা

গেছে। ও'র বাবা"—এই বলে তিনি একটি চমৎকার ছোট মেয়ের দিকে আঙ্গুল দেখালেন। মেয়েটি একাই খেলছিল। মহিলাটি বললেন ওর দিকে দেখুন। আমি দেখলাম মেয়েটি খালি পায়ের গোড়ালী দিয়ে পথের বালিতে গর্ত করছে আর বলছে দিদিমা, এই দেখ আর একটা হোল, আর একটা, আর একটা।"

আমি প্রশ্ন করলুম, "ও কি করছে ?"

"ওর বাবা মারা গেছেন। ও তা জানে, তাই ও জার্মানদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে। যতবার ও গোড়ালি দিয়ে মাটিতে গর্ত করে ততবার ও একটি করে জার্মান মারছে।

আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। তার বয়স এখনও পাঁচ নয়। নীলাক্ষি, মুখখানি গোল। তার সূর্যদগ্ধ কোমল এবং হালকা বাদামী রঙের চুল গালে এসে পড়েছে আর সে ওই ভাবেই মাটীতে গোড়ালী ঠুকে চলেছে। আমাদের দিকে না তাকিয়েই সে চলেছে "এই আর একটা, আর একটা দেখ দিদিমা......দেখেছেন মামা ?"

দিদিমা বললেন "অনেক হয়েছে মা তুমি ক্লান্ত হয়ে যাবে।" মেয়েটী বললে, "না আমি ক্লান্ত হব না......ওই দেখ আর একটি।" যতগুলি ছোট ছোট গর্ত সে করেছে সেগুলির দিকে সে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। তার পর বিজয়গর্বে বল্‌ল। "তুমি মরেছ, আর তুমি, তুমি, তুমি—তোমরা সবাই মরেছ। সর্বশেষ গর্তটি সে খুব জোর দিয়েই করল। যেন নিজের কার্যের ফলটা সম্বন্ধে সে নিশ্চিং।

যে শহরের অংশে এই রাস্কিয়া লিপিয়াগি সোভিয়েট অফিসে আমি তার জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিবাহের হিসাব নিকাশ দেখলাম। এই হিসাব যুদ্ধ পূর্ব কালের একটা আনন্দদায়ক কাহিনীর পরিচায়ক। ১৯৩৯-৪০ ১৯৪১, এবং '৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কোন বিবাহ-বিচ্ছেদের হিসাব নেই। আর অফিসে এই কয়টী বছরেরই হিসাব আছে।

আমি রহস্য করেই এবং হাল্কা ভাবে বল্‌লাম, এখানকার লোকেরা তা হলে বিয়ে করেই থাকে।

হাস্যরসিক সোভিয়েট চেয়ারম্যান বললেন, "হ্যাঁ তাই থাকে। আমাদের মেয়েরা ভায়া, হাসির জিনিষ নয়। এই কথা বলে তিনি হেসে উঠলেন। ১৯৪০-এর জুলাই মাসে পাঁচটি বিয়ে, একশ' এগারটি জন্ম, ছাপান্ন, মৃত্যু। ১৯৪১-এ ছ'মাস যুদ্ধের পরেও আটচল্লিশটি বিবাহ, একশ' বারোটি জন্ম ও ছেচল্লিশটি মৃত্যু। ১৯৪২-এ জুলাই মাসে দুটি বিবাহ, তেইশটি জন্ম ও একত্রিশটী মৃত্যু হয়েছে। গীর্জায় গিয়ে বিয়ে করা এখন ফেশানের বাইরে। রেজেষ্ট্রী করে বিয়ে করা ও বাড়ীতে উৎসব করাই এখন রীতি। কদাচিৎ নব বিবাহিত দম্পতি সোভিয়েট অফিসে রেজেষ্ট্রী করতে ভোলে। অথচ এর জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

সোভিয়েট অফিসে ক্ষুদ্র জনতা ছিল। আর আমরা অনেকক্ষণ ধরে বিশদভাবে যুদ্ধ, বিশ্ব রাজনীতি, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং স্থানীয় জন্মমৃত্যুর হার হ্রাসের কারণ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করলুম। মেয়েদের কথার ভিতর একটা বিপদের সুর পাওয়া

গেল। একটি মধ্যবয়সী মহিলা—এর স্বামী যুদ্ধে গিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে পাঁচমাস খবর আসেনি। তাই মহিলাটি কাঁদতে লাগলেন। চেয়ারম্যান অফিসে এইসব দুঃখ কষ্টের কাহিনী সইবেন না। মেয়েটীর সংগে তিনি কথা কইতে লাগলেন, সান্ত্বনা দিলেন। মেয়েটী চলে যাওয়ার পর বল্লেন, আহা লোকটী বেঁচে থাকুক।

চেয়ারম্যান বললেন যে, নিশ্চয়ই বেঁচে আছে স্বামী। জানেন তো আমি সর্বদা সত্য কথাই বলি। মেয়েটী মাথা নেড়ে চলে গেল।

এই শহরের যে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের হিসাব সবেমাত্র আমাকে দেখালেন, সেই বিষয় চেয়ারম্যান বললেন "বেশ দেখাচ্ছে নয়, বিশেষতঃ ১৯৪২-এর জন্মের হিসাব? কিন্তু আপনারা যদি এখনই ইউরোপের দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলে দেন তাহলে আমাদের সৈন্যদল হিটলারকে ধ্বংস করে বাড়ী ফিরতে পারে। এই সংখ্যা আবার বেড়ে যাবে। আমরা রাশিয়ানরা এ বিষয়ে খুব ওস্তাদ। পৃথিবীর আর কেউ আমাদের সমকক্ষ নয়।" আবার সেই প্রাণখোলা হাসি।

আমার গৃহকর্ত্রী ছিলেন একজন উক্রেণীয় মহিলা, তাঁর বাড়িটী উক্রেণীয় বিশেষত্বে পরিপূর্ণ। তোয়ালেতে ও জানলার পর্দায় ফুল তোলা। ফলদানি, বাইরে দেয়ালের রং, ভিতরের দেয়ালের রং, দেয়ালের ও দরজার ছবি ও হাতের কাজ দেখবার মতন। শোবার ঘরে দুটি বিছানা যেন বালিশের ও কম্বলের পাহাড়। স্বাভাবিক রুশীয় ও উক্রেণীয় আতিথেয়তার রীতি অনুসারে তিনি বিছানা দুটি আমাকে ও একজন রুশীয় কৃষিজীবিকে দিয়ে তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাশে রান্নাঘরের মেঝেতে ও বেঞ্চিতে শুয়ে রইলেন।

একটি গ্রাম্য দোকানের তিনি ম্যানেজার। তাই জনগণ ক্ষেতে কাজ করতে যাওয়ার পূর্বে অতি ভোরে ওঠে তাঁকে দোকান ঠিক করতে হত। সন্ধ্যাতে তাড়াতাড়ি ফিরতেন ও আমাদের জন্য রাঁধতেন এবং আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। আমাদের জন্য তিনি টাটকা মাছ, ডিম, মাখন, চীজ প্রভৃতি দিয়ে পুরাতন দিনের রাশিয়ার মতো ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা করতেন। যুদ্ধকালীন রাশিয়ায় ঠিক এরকম আশা করা যায় না। এঁর বয়স অল্প। বয়স ত্রিশের বেশী নয়, রোগা, বেশ লম্বা, মাথায় কয়লার মতো কালো চুল, আর বন্ধুতাপূর্ণ কালো চোখ। আমরা যখনই তাঁকে তাঁর রান্নার প্রশংসা করতাম তখন তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত।

এই গ্রামের আমার অবস্থানের শেষ দিনটিতে বাইরের বারান্দায় আমি আর সেই কৃষিতাত্ত্বিক দুজনে বসে রুশীয় রাত্রির শীতল-স্নিগ্ধতা উপভোগ করছিলাম। বিরামহীন আলোচনা করছিলাম আমরা কলখোজ সম্পর্কে। তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। কৃষিতাত্ত্বিক যৌথ কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কিত সংঘাতের ভিতরেই ছিলেন। সুতরাং এই যৌথ ব্যবস্থার গোড়ার দিকে দেশকে যে স্বার্থত্যাগ ও কষ্টসহ্য করতে হয়েছে তা ঘনিষ্ঠ ভাবেই জানেন। উনি স্বীকার করলেন যে তিনি এবং তার মতো আরো অনেকে, অসংখ্য ভুল

করেছেন। ওঁদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কারণ কলখোজ শুধু রাশিয়ায় নয় পৃথিবীর সর্বত্রই এক নূতন জিনিষ।

তিনি বলছিলেন প্রথম যখন আমেরিকান ট্রাকটার রাশিয়ায় এল তখন তরুণের দল কি রকম অসর্তকতার সংগে সেগুলি মাঠে নিয়ে গিছল। ট্রাকটারের পর ট্রাকটার খানায় আটকিয়ে গিছল বা ভেংগে গিছল। ড্রাইভার বা স্থানীয় কামারেরা সেগুলি সারাতে পারেনি। তখন ছিল এক উদ্দাম, উচ্ছৃংখল দিন, আর অনেক আমেরিকান ট্রাকটার এইভাবে নির্বোধের মত নষ্ট হয়েছে। তবু তিনি বা তাঁর মত লোকেরা আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। নির্মমভাবে তারা কলখোজ সংক্রান্ত লড়াই লড়ে গেছেন। প্রাচীন ম্যুঝিক ও বহির্জগতের ভবিষ্যংবাণী উপেক্ষা করেও উর্বর রুশভূমিতে ও জনগনের মনে কলখোজ গভীর ভাবে তার প্রভাব বিস্তার করল। যে লক্ষ লক্ষ তরুণ সেদিন ট্রাকটার চালাতে শিখেছিল তারাই আজ শ্রেষ্ঠ ও নির্ভীকতম ট্যাংকচালক। এইসব তরুণরা যদি শুধু ষাঁড়, গরু ও ঘোড়া কিনত তাহলে তারা কখনই এইপ্রকার বীরত্ব দেখিয়ে সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে পারত না বা অভিশপ্ত শত্রুর ওপর অবশ্যম্ভাবী বিজয়লাভ করতে পারত না।

কৃষিতাত্ত্বিক বলছিলেন কলখোজ একটা অপূর্ব কীর্ত্তি। এখন মেয়েরাও এটি পরিচালনা করতে পারে। তারা এত ভালো ভাবে কাজ করছে যে, জমিতে অনেক বেশী শস্য ফলছে, অবশ্য অনেক অসুবিধাও আছে। সব কৃষকই ব্যক্তিত্বের মোহ ভুলতে পারে নি। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জনস্বার্থ সম্পর্কে এখনো সংঘাত আছে। যখন জানা যায় যে, কোনো কিষান তার নিজের গরু, বাগান, শুয়োর, মুর্গী প্রভৃতির ওপর বেশী নজর দিচ্ছে তখন কলখোজ উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য তার প্রতি চাপ দেওয়া হয়। তার বাগানের আয়তন হ্রাস করে দেওয়া হয়। গোধনের সংখ্যাও কমান হয়, নূতন ধরনের করভার কমিয়ে কলখোজ ও কিষাণের মধ্যে অধিকতর সক্রিয় আকর্ষণ বাড়াবার চেষ্টা করা হয়। এখন শস্য অঞ্চলে কিষাণকে বছরে ষাট থেকে আশী দিন কাজ করতে হয়—আর তুলা উৎপাদন কেন্দ্রে বছরে একশ' দিন কাজ করতে হয়।

যুদ্ধের জন্য জনগণকে পূর্বের চাইতে আরো কঠোর ভাবে কাজ করতে হয়, যদি ট্রাকটর না থাকে তাহলে ঘোড়া নিয়ে কাজ করতে হয়। কাম্বাইন না থাকলে কাস্তে ও মই চাই। ইঞ্জিন না পেলে প্রাচীনকালের ঘোড়া চালানো ধান-ঝাড়াকেই কাজে লাগিয়ে দিতে হয়। কাল এত কষ্টকর হলেও কাজ খুবই ভালো ভাবে চলেছে······

যুদ্ধের পর কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন হবে। লোকে আরো সহনশীল হবে। তারা সহজে বুঝবে। নিজেদের ও নিজেদের জীবনধারা সম্বন্ধে আরো নিশ্চিৎ হবে। নিজেদের লক্ষ্য সম্বন্ধেও নিশ্চয়তা পাবে। পরিণামে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক মংগলের সংঘাত মিটবে। সবই হল উৎপাদনের প্রশ্ন। কলখোজ যখন প্রত্যেকের জন্য প্রচুর জিনিষ উৎপাদন করবে—শুধু রুটী বা আলু নয়—মাংস, দুগ্ধজাত খাদ্য, সব্জী ও ফল তখন চাষীদের আর এখানকার মত এতবড় বাগান রাখবার প্রয়োজন হবে না; বা তখন সে নিজেদের

শুয়োর, মুর্গী, গরু নিয়ে এত মাথা ঘামাবে না। কেনই বা করবে? বরঞ্চ অবসর সময়ে ক্লাব ঘরে কাটিয়ে বা বই পড়ে বা আনন্দ ও সুখের জন্য আর কিছু করে সময় কাটাবে।

কৃষিতাত্ত্বিক বলে চল্লেন, এ অবস্থা হবেই, অপেক্ষা করে দেখুন আমাদের রাশিয়ার ভূমি হল মূল্যবান। আর কিছুই এত মূল্যবান নয়। কালে, যন্ত্রপাতি, বিজ্ঞান ও যৌথ শ্রম ব্যবস্থা একে এত উৎপাদনক্ষম করে তুলবে যে তখন আর কোন ব্যক্তি বিশেষের বাগান বা গরু রাখবার কোন প্রয়োজন হবে না। কলখোজই হবে সব। এখন থেকে দশ বছর পরে আবার আসবেন—দশ বছর—আপনি এদেশকে চিন্তেই পারবেন না।

—একুশ—

ধর্ম

"বন্ধুগণ! এই বাতি ঐন্দ্রজালিক নিকোলাসের হাতে দিন।"

কথাগুলি শুনে চমকে উঠলাম। যদিও মস্কৌ ক্যাথিড্রেলে শনিবারের সন্ধ্যাকালীন সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলাম, তবু অনুরোধের ধরণ ও যে ভাবে তা উচ্চারিত হল, আমাকে বিস্মিত করে তুল্‌ল। যতকাল আমি রাশিয়ায় বেড়িয়েছি, এমন কি গ্রামেও, কখনও কাউকে আমি একথা বল্‌তে শুনিনি। সোভিয়েট-পূর্ব যুগে এঁর মতো শ্রদ্ধায় আর কোনও সন্তজনের নাম উচ্চারিত হতে শুনিনি। বক্তাটি তরুণ যুবক, সুন্দরভাবে কামান গাল, চওড়া মুখ, একটু নার্ভাস ভংগী। আমার এই বিস্ময় দেখে বল্লেন:—

"অসম্ভব সম্ভবকারী নিকোলসের বেদীতে বাতিটি দিন। আমি এখানে নবাগত, কোথায় কি আছে জানি না।" ভদ্রলোক আমার হাতে বাতিটি দিলেন।

বল্‌লাম:—আমিও নবাগত,—একটি প্রবীণ চেহারার ভদ্রলোককে বল্‌লাম—আপনি একটা ব্যবস্থা করে দেবেন?

মাথায় রুমাল বেঁধে একটি মহিলা হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে আমায় বল্লেন—"দিন, আমিই দিয়ে দেব।"

আমি তাঁকে বাতিটি দিলাম, তিনি ভীড়ের ভিতর মিলিয়ে গেলেন। আগ্রহশীল তরুণটি হাঁটু মুড়ে প্রার্থনায় মগ্ন হ'লেন।

কিয়েভের প্রধান পুরোহিত নিকোলাই, উপাসনা পরিচালনা কর্‌ছিলেন। লোকটি বেশ সুশ্রী, পরিষ্কার ভাবে কামান গাল, ছোট্ট একটু দাড়ি, আর জার আমলের চাইতেও ছোট করে চুল ছাঁটা। রাশিয়ার তিনি অন্যতম উচ্চশিক্ষিত, সাহিত্য জ্ঞানসম্পন্ন ধর্মযাজক। উপদেশ বাণীর ভিতর কবিতা আওড়াতে ভালবাসেন। আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ এক সোভিয়েট কমিটিতে সদস্য হবার সুযোগ তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। এই কমিটির কাজ হল রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত জার্মান পৈশাচিকতার অনুসন্ধান করা। সোনালি পোষাক ও রুপালি অন্তর্বাস পরে তিনি ডাইসের উপর মা ও ছেলের বিরাট মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন, যেন উভয়কেই সম্বোধন কর্‌ছেন, প্রার্থনা সুর করে আবৃত্তি কর্‌ছেন। তাঁর বাণী কোমল, তেমন গুরুগম্ভীর না হলেও সারা গির্জাটিতে তা প্রতিধ্বনি হচ্ছে। তার বাচনে বেশ সুর ঝঙ্কার আছে। আর তাঁর সেই দীর্ঘ একটানা সুরের সঙ্গে আজকালকার জনপ্রিয় লোক-সঙ্গীতের সুর যেন মেশানো রয়েছে।

শ্রোতার সংখ্যা অনেক বেশী হলেও দালানটি তেমনভাবে পরিপূর্ণ হয়নি, তরুণদের বা সামরিক পোষাকের কোনো লোককে সেখানে দেখলাম না। বয়স্ক লোকজনও তেমন

দেখলাম না। অন্য গির্জায় অন্য সময় অনেক তরুণ ও সৈনিকদের দেখেছি। আমি যখন আসছিলাম তখন অবশ্য সামরিক পোষাক পরা এক ভদ্রলোককে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। অধিকাংশ সম্মেলনে মধ্য বয়সের বা মধ্য বয়সের কাছাকাছি রমণীদের ভীড়। আন্তরিকতা ও ও ভক্তি সহকারে তারা গভীর মনোযোগভরে উপাসনা শোনে। কোন কথাবার্তা নেই, ফিসফিসানি নেই। প্রতিবেশীর দিকে দেখবার বা চেনবার জন্য কারো আগ্রহ বা কৌতুহল নেই। অনেকে মাটিতে হাটু মুড়ে বসে ক্রস চিহ্ন আঁকচেন। অনেকে দাঁড়িয়ে শুনচেন, তাদের দৃষ্টি ঐ পরিচ্ছদ বিশিষ্ট ধর্মযাজকের দিকে নিবদ্ধ। গীর্জাটিতে বৈদ্যুতিক আলো নেই। কিন্তু বাতির পাত্রে ও ঝাড়ে অসংখ্য বাতি জ্বলেছে। মঞ্চের ওপরে যেখানে প্রধান ধর্মযাজক ও অন্যান্য পুরোহিতেরা রয়েছেন ও পার্শ্বস্থ গর্ভগৃহে, সর্বত্র বাতি জ্বলছে। উপাসনাকারীদের কালো ও ধূসর শীতবস্ত্রের সঙ্গে এই আলোকের অপরূপ বৈপরিত্য লক্ষিত হয়। এই অসংখ্য প্রজ্বলিত বাতি দর্শনীয়। মস্কৌর দোকানগুলিতে অনেকবার বাতি কেনার চেষ্টা করেছি। বিমান আক্রমণ কালে বা অন্য কোন আকস্মিক বিপদে বাতি অতি মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু মস্কৌর কোন দোকানে একটিও বাতি দেখতে পাইনি। অথচ এই গীর্জায় সকল আকারের বাতি চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। অধিকাংশই অবশ্য আকারে সরু ও ছোট। রাশিয়ায় যখন কোন ব্যক্তিগত ব্যবসা নেই তখন এই বাতিগুলি নিশ্চয়ই কোন সরকারী দোকান বা সমবায় সমিতি থেকে এসেছে। নিঃসন্দেহে সরকার গীর্জায় প্রচুর বাতি সরবরাহ করেছেন।

গীর্জার ভিতর মিশ্রিত কণ্ঠে সমবেত সঙ্গীত হচ্ছিল। প্রধান ধর্মযাজকের চুল কাটার মতই এই রীতি পূর্বতন ব্যবস্থা থেকে অনেক বিভিন্ন। আগেকার দিনে মেয়েদের নিজেদের নিজস্ব গানের দল ছিল, বিপরীত দিকে থাকত পুরুষদের দল। এরা ভাগাভাগি করে গাইত বা পুরুষদের সঙ্গে মিলে গাইত। এখন স্ত্রীপুরুষ একত্রে গান করে। দুটো দল প্রতিপালন করবার ক্ষমতা গীর্জার নেই।

কারখানা ও ট্রেড ইউনিয়নে কয়েকজন সু-গায়ককে কাজে নিযুক্ত করেছে। তারা মোটা মাইনা দিতে পারে। গাইয়েদের অনেক সুবিধা দেয়। এমনকি আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে। গীর্জা তা পারে না। গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী বা গীর্জায় আস্থাবান বা দু-ই যাদের আছে তারাই শুধু গীর্জার গানের দলে যোগ দেয়। এই চমৎকার গোঁড়া গ্রীক গীর্জায় সুমধুর সঙ্গীতে মস্কৌতে যে এই জাতীয় লোক আছে তার প্রমাণ মেলে। আমি যখন গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসছিলাম তখন তিনজন প্রাক্তণ সাধুর সঙ্গে দেখা হল। গোড়ায় ছিলেন সূঁচাল দাড়িওয়ালা একজন বয়স্ক ব্যক্তি। তাঁর কালো পোষাক, মাথার টুপি ও বুকের ওপরকার উজ্জল রূপালী ক্রশ চিহ্ন তাঁর অতীত সমৃদ্ধির পরিচায়ক। অপর দুজনের দাড়ি নেই। তাঁরা বেসামরিক পোষাক পরে আছেন। এঁরা সকলেই ভিক্ষার জন্য হাত বাড়িয়ে রেখেছেন। আমি সেই দাড়িওলা লোকটির হাতে কিছু দিলাম। হাতটি যেন স্পন্দনহীন। শীতে ও বার্ধক্যে যেন অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে। সহসা অন্ধকার বারান্দা থেকে নরনারীর একটি ক্ষুদ্র দল এগিয়ে এল। তারা হাত বাড়িয়ে সুর করে বলতে লাগল।

"ক্রাইস্টের নামে অন্ধকে দয়া করুন।"

"ক্রাইস্টের নামে রুগ্ন লোককে দয়া করুন।"

"ক্রাইস্টের নামে সন্তানবতী বিধবাকে দয়া করুন।"

এই হল প্রাচীন রাশিয়া। দীনতার জন্য লজ্জা নেই। যে প্রচণ্ড ঝড় এই দেশের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে তারফলে দুর্দশা ও দারিদ্রের এ এক করুণ নিদর্শন।

মস্কৌতে বাইশটি গীর্জা উন্মুক্ত আছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কাজকর্ম চলছে। বেশ ভীড় হয়। এই যুদ্ধকালেও বাতি ও সুগন্ধি জালানীর অভাব হয় না। আর যা কিছু ফুলের প্রয়োজন সবই পাওয়া যায়। উপাসনার সভায় প্রাচীন দিনের চাইতে জাঁকজমক কম। কিন্তু গাম্ভীর্যের অভাব নেই। আর আছে যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ়তা। বিশেষ ছুটীর দিনে দরজার বাহিরে লাইন দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে থাকে। বিশেষ করে ইষ্টার পর্বের উপাসনা অত্যন্ত জনপ্রিয়। অর্ধেক মস্কৌ উৎসবের এই নাটকীয়ত্ব দেখতে ও চমৎকার গান শুনতে ব্যাকুল। যুদ্ধ সুরু হয়েছে তবু সামরিক কমাণ্ডার প্রদত্ত আদেশে ইষ্টার রজনীতে কারফিউ তুলে দেওয়া হল, উপাসকরা অবাধে চলাফেরা করবে বলে।

এতদ্বারা গ্রীক অর্থডক্স চার্চ ও সোভিয়েটের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। মূলে বাইজানটাইন হলেও এই গীর্জা চিরদিনই প্রবলভাবে জাতীয়তাবাদী এবং এই যুদ্ধের সময় সরকারী নীতির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেছে। যুগ যুগ ধরে রাশিয়া যে সব লড়াই লড়েছে গীর্জা তা অখণ্ডভাবে সমর্থন করেছে। এখন, প্রয়োজন মত সেই ভাবেই কাজ করে যাচ্ছে। সমগ্র দেশে চার্চ ডিফেন্স ফণ্ড ও সৈনিকদের জন্য গরম শীতবস্ত্রের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করেছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ দেড় মিলিয়ান রুবল সংগ্রহ করেছে। গোর্কি প্রদেশে গীর্জাগুলি একমিলিয়ান রুবল নগদ ও গরম কাপড় বাদে আরও কয়েকহাজার রুবল পেয়েছে। গীর্জার মেয়েরা সৈন্যদের জন্য সেলাই করে। একদিন সন্ধ্যায় এক বন্ধুর বাড়ী থেকে যখন বেরিয়ে আসছিলাম তখন দেখি একটি দেউড়িতে বসে একটি বৃদ্ধা মহিলা অন্ধকারের ভিতর সেলাই করছেন। তিনি একজন ধার্মিক মহিলা আর সন্ধ্যা বেলায় এইভাবে দেউড়িতে বসে তিনি সেলাই করেন কারণ ঘরের চাইতে এই স্থানটি অপেক্ষাকৃত গরম। মস্কৌতে তিনিই একমাত্র এধরণের মহিলা নহেন। গীর্জা কর্তৃপক্ষরা প্রচারপত্রে শুধু যে যুদ্ধে অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন তা নয় যুগ যুগ ধরে রাশিয়া যে সমস্ত লড়াই করেছে তার দেশাত্মবোধক ইতিহাস পৃথিবীর কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে আলেকজাণ্ডার নেভস্কী লেক ল্যাডোগায় সুইডিসদের ও লেক চুডোস্কয় জার্মানদের ধ্বংস করেছিলেন এখন মৃত্যুর পর তাঁকে সম্মানিত ও শ্রদ্ধামণ্ডিত করা হচ্ছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে চার্চ তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ডিমিট্রি ডমস্কয়কে উৎসাহিত করেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে যখন অন্তর্বিরোধের ফলে পোলরা মস্কৌর ভিতর এসে গিছল ও রাশিয়ার উপর তাদের শাসনভার চাপাবার উপক্রম করছিল তখনও গীর্জা নিঝনি নভগোরডের ব্যবসায়ী মিনিন ও প্রিন্স পোঝারোস্কী, যিনি রুশ সৈন্যদের সম্মিলিত করে পোলদের তাড়িয়েছিলেন তাদের অখণ্ড সমর্থন করেছিলেন। নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে চার্চ সৈনিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ

মিলিয়ে লড়াইয়ে সাহায্য করেছে। টলস্টয়ের "ওয়র এণ্ড পীস" নামক গ্রন্থের নাটকীয় সংস্করণ যখন মস্কোর ম্যালি থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছিল তখন তার অন্যতম হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যে দেখা যায় ফিল্ড মার্শাল কুটনো "হাই মাস" প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন। তিনি প্রতিমূর্তির সম্মুখে নতজানু হয়ে তাকে চুম্বন করেন, অধার্মিক ফরাসী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সাফল্য লাভের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। সগর্বে ও আড়ম্বরে চার্চ এখন তার অতীতকালের এইসব গৌরবময় কাহিনী প্রচার করছে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে কিয়েভের প্রধান ধর্মযাজক নিকেলাই অধিকৃত জার্মান অত্যাচারের তদন্ত কমিটির একজন সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন। অপর সদস্যরা খ্যাতনামা পণ্ডিত ও কমিউনিষ্ট দলের নেতা। ১৯৪২-এর ৭ই নভেম্বর বিপ্লবের বাৎসরিক উৎসব দিবসে চার্চের কর্তৃপক্ষরা ষ্টালিনকে সর্বপ্রথম অভিনন্দন পত্র পাঠান। আর সব কথার মধ্যে মেট্রোপলিটন সারজি বলেছেন, অর্থডক্স চার্চ আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করেও আপনাকে আমাদের সামরিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির উপর নেতৃত্ব করার জন্য যে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন তাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। রাশিয়ার মুসলিম ধর্মযাজকদের পক্ষে আব্দুরা চামন রুসলেভ বলেছেন 'মুশলিম জগৎ জানে যে অত্যাচারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য আপনি চিরদিন সংগ্রাম করে এসেছেন। জনগনের পক্ষে আপনার এই গৌরবময় প্রচেষ্টা আল্লার কৃপায় জয়যুক্ত হউক। আমেন।"

এই প্রশংসাবাক্য ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে অনেকে অনেক কিছু মনে করতে পারেন। কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এগুলি বলা হয়েছে কে জানে কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির সরকারী মুখপত্র 'প্রাভদায়' এই কথাগুলি প্রকাশিত হওয়ার অর্থ, এই যে, রাষ্ট্র ও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। যুদ্ধ সুরু হওয়ার সঙ্গে নাস্তিকদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী নিষিদ্ধ হয়েছে। কয়েকবছর আগে আমি যখন আইভানোভা শহরে বেড়াতে এসেছিলাম তখন দেখেছিলাম মলিয়ারের *Tartuffe* নামক নাটকটিকে একটা ধর্মবিরোধী নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এখন ও ভবিষ্যতে এই ধরণের কোন অভিনয় অচিন্ত্যনীয়। দৃষ্টি ভঙ্গীর এই পরিবর্তন এক হিসাবে অপ্রত্যাশিতভাবে থিয়েটার থেকেই এসেছে। উত্তেজনাময় প্রাক্‌প্রচার ব্যবস্থার পর ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে মস্কোর কামরোস থিয়েটার *Bogatyri—The Knights* নামে একটি ছোট্ট অপেরা উদ্বোধন করেছিলেন। সম্প্রতি জানা গেছে, এর সঙ্গীতাংশ রচনা করেছিলেন বোরোদিন, কবিতাংশ রচনা করেছিলেন ক্রেমলিনের সম্মানিত তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ কমিউনিষ্ট কবি ডেমিয়ান বেড্‌লি। থিয়েটারের সরকারী সেন্সার আর্টকমিটি পাণ্ডুলিপি, ড্রেস, রিহারসেল ও সমগ্র ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। সংবাদপত্রে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। দর্শক সাধারণ অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে অভিনয়টি গ্রহণ করেছে। তারপর হঠাৎ ঝটিকাগতিতে ডেমিয়ান বেডলির বিরুদ্ধে সরকারী রোষদৃষ্টি পড়ল। কামরেসি থিয়েটারের ডাইরেক্টর টাইরোভ সেই কোপদৃষ্টি থেকে বাদ পড়লেন না। তারপর অপেরাটিও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। রাশিয়ার পল্লী-গাথার নায়কদের কুৎসিৎ লম্পট হিসাবে চিত্র কর্তৃপক্ষরা

অপছন্দ করলেন। নূতন পদ্ধতি হল হল এই যে বাইজনটাইন ক্রিশ্চানরা রুশজনগণের অগ্রগতির সহায়ক। কেননা এতদ্বারা বহির্জগতের সঙ্গে ও উন্নতর সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। রুশ জনগনের উপর ধর্ম কি সাহায্য করেছে সে বিষয়ে বোলশেভিকগণের সরকারী সমর্থন অপ্রত্যাশিত ও ইতিহাসে এক যুগান্তকারী সুবিধা দান বলা যায়।

এ সেই কাল যখন রুশ বিদ্যালয় সমূহে ইতিহাস পড়া হোত না। তার পরিবর্তে পড়া হতো শ্রেণী সংগ্রাম। এখন ওরা ইতিহাসের উপর খুব জোর দিয়েছে।

ক্ষমতা লাভের প্রথম দিন থেকেই বিবেকের স্বাধীনতা যখন মেনে নেওয়া হয়েছিল বলশেভিকরা তখনই মনে করত রুশ চার্চের ভিতর তাদের অন্যতম প্রবল শত্রু রয়েছে। জার ক্রেরেন্সকীও পুরাতন তন্ত্রের যে সমর্থন তখনকার দিনে নেতৃস্থানীয় যাজকরা করছিলেন এবং সোভিয়েট ও বোলশেভিকদের প্রতি নিন্দা এই সংঘাত আরো বাড়িয়ে তুলেছে আর বিপ্লবের দিনে তাই হয়ে উঠল সংঘর্ষের কারণ। যে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমর্থন জারের আমলে চার্চ পেত বিপদকালে সঙ্কট মুক্ত হবার উপযুক্ত অন্তর্হিত সামর্থ না থাকায় চার্চ তার পূর্বতম আসন থেকে নামতে নামতে ক্রমে এসে নূতন কর্তৃপক্ষদের কৃপাভিখারী সোভিয়েটবাদের এখন কিছুকাল কেটে যাওয়ার পর সোভিয়েট ও চার্চ সম্পর্ক অধিকতর মধুর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই অন্তরঙ্গতায় বর্তমান লেখকের বিচারে, রাশিয়ার যে ধর্মের পুনপ্রবর্তন হচ্ছে বা বলশেভিকবাদ ও ধর্মের মধ্যে সংঘাতের অবসান ঘটেছে একথা জানা উচিত যে রাষ্ট্র ও চার্চ এক জিনিষ বলশেভিকবাদ ও ধর্মনীতি অন্য জিনিষ। রাষ্ট্র বিধিতে উপাসনার অধিকার দেওয়া আছে এবং কোন সরকারী কর্মচারী এই বিধি অমান্য করলে সোভিয়েটরা তার শাস্তি দিয়ে থাকেন। যুদ্ধ সুরু হবার পর ধর্মযাজক ও চার্চযাত্রীদের কাছে প্রাপ্ত হিসাবে জানা যায় যে চার্চযাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমান কালের এই দুঃখ ও বেদনার দিনে শোনা গেল যে. অধিক সংখ্যায় রমণীরা দেবতা ও চার্চের কাছে হৃদয় বেদনার শান্তির সন্ধানে আসে। কিন্তু রাশিয়া একটা বিরাট দেশ। ব্যক্তিবিশেষ বা দল বিশেষের মনোভাবে আমার মতে মনে হয় না যে রাশিয়ায় ধর্মের প্রভাব বাড়ছে। মস্কোর চার্চের অবশ্য খুব ভীড় কিন্তু যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে মস্কোর জনসংখ্যা হয়ে গেছে চার মিলিয়ান। অর্থাৎ কুড়ি পঁচিশ বছরে যা ছিল তার দ্বিগুণেরও বেশী। তবু গোঁড়া চার্চের সংখ্যা পাঁচশ ষাট থেকে নেমে এসে বাইশে দাঁড়িয়েছে। কয়েকটি গ্রাম থেকে ধর্মের পুনরুত্থানের বা ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে আন্দোলন বিফল হয়েছে এই সংবাদ পাওয়া যায়। প্রডোস্কী, মার্ফিন্সকী, গোলিডজিন্সকী অঞ্চলে ছেলেরা ক্রীসমাস ডের দিনে চাষীদের বাড়ী ক্রীষ্ট নাম গেয়ে প্রদক্ষিণ করেছে। টামবোভ বোর্ড এডুকেশনের সরকারী রিপোর্টে জানা যায়, এই ঘটনা ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল। উত্তর প্রদেশে সুখানোস্কী নামে আর একটি সহরতলীতে ছেলেরা ক্রস চিহ্ন পরে কনফেসন করতে গিয়েছিল। মস্কোর প্রদেশে প্রেচারনিকি জেলায় ১৫০টী ইস্কুলের ছেলে ইষ্টার দিবসে হাইমাস বা উপাসনায়

যোগ দিয়েছিল। এর মধ্যে অনেকে আবার আগের দিন উপবাস করেছিল। ভরোনেজ অঞ্চলের আর একটি গ্রাম্য জেলায় উপবাসের দিনে গান গাইতে অস্বীকার করে। তারা বলে উপবাসের সময় গান গাওয়া পাপ। পিতৃপিতামহের ধর্ম বিশ্বাস গ্রামাঞ্চলের স্কুলের ছেলেমেয়েরা অনুসরণ করেছে। এ সংবাদ প্রায়ই সরকারী বিবরণে উল্লিখিত হয়ে থাকে।

এই উল্লেখের অর্থ যে এরকম সত্যই ঘটেছে। এর অর্থ এ সব লড়াই করে বোঝা-পড়া হয়ে গেছে। এই হল এর মোট অর্থ। রাশিয়ায় যে সব পরিবারে ঠাকুমারা আছেন তারা প্রকৃতই ছোট ছেলেমেয়েদের শুশ্রূষা করেন। গ্রামে ও শহরের স্বাস্থ্য ভাল থাকলে তাঁরা বেশী ভাগ সময়ই নাতী নাতনিদের দেখে কাটান। তারা যদি ধর্মপ্রাণা হন, সকলেই অবশ্য তাই, স্বভাবতই তারা নিজেদের ধর্ম-বিশ্বাস নাতি-নাতনিদের ওপর আরোপ করেন। অনেক সময় তারা বেশ ভাল ভাবেই সাফল্য লাভ করেন। বাড়ীতে ধর্ম শিক্ষাদানে কোন বাধা নেই। যে সব বাপ-মা প্রাক সোভিয়েট যুগে ধর্ম বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন তাঁরা স্বভাবতই তাঁদের ছেলেদের মনে তা গেঁথে দেন। বৃদ্ধদের কাছে ধর্ম এখনও একটি প্রচণ্ড শক্তি। তবে যেহেতু ঠাকুরমা বা বৃদ্ধের দল ক্রমশঃই বিগত হচ্ছেন এই শক্তিও ম্লান হয়ে আসছে।

মত ও মতবাদের দিক দিয়ে মহাজনের আসন রাশিয়ায় সর্বোচ্চ। এখানে মহাজনই আইন গড়েন ও ভাঙেন। সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত জিনিষ বর্তমানে চারটী ব্যক্তির উপর নির্ভর করে ; মার্ক্স, এংগেলস, লেলিন, ষ্টালিন। এঁদের বাণী সকল প্রকার আদর্শবাদ ও মতবাদমূলক। দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ ব্যবস্থা হল এঁদের বাণী। সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের অন্যান্য মুখপাত্রের কথায় রাশিয়ার কোন দাম নেই এবং জনতার চিন্তা বা ব্যবহারের ওপর কোন প্রভাব নেই।

ধর্ম সম্বন্ধে এ চারটি ব্যক্তির বক্তব্য বেশ স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। তাঁদের প্রদত্ত বক্তৃতা এবং রচনাবলী সকল প্রকারের ধর্ম ব্যবস্থার ও ধর্ম মতের বিরোধী ও বিপক্ষে। নিম্ন লিখিত কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিতেই তাদের বক্তব্য জানা যাবে।

মার্ক্স—"ধর্ম মানুষকে তৈয়ারী করে না, মানুষ ধর্মকে তৈয়ারী করে……ধর্ম পদানত জীবের আর্তনাদ।…ধর্ম জনগণের আফিঙ।"

এংগেলস—প্রত্যেক ধর্ম মানুষের মনে তাদের দৈনন্দিন জীবনের যে সব বাহ্যিক শক্তির প্রভাব বিস্তার করে তারই ভৌতিক প্রতিচ্ছবি ভিন্ন আর কিছু নয়। এই প্রতিচ্ছবিতে স্বাভাবিক শক্তি অস্বাভাবিক রূপ গ্রহণ করে।

লেনিন—ধর্ম মানুষের আফিঙ—মার্ক্সের এই কথাগুলি ধর্ম সম্পর্কে মার্ক্সীয় দর্শনের মূল কথা।

ষ্ট্যালিন—পার্টি ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ থেকে ধর্ম বিরোধী প্রচার চালাতে পারে না। পার্টি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। আর ধর্ম বিশ্বাস বিজ্ঞান বিরোধী। প্রত্যেক ধর্ম বিজ্ঞানের ঠিক বিপরীত।

মার্ক্সীয় দর্শনের এই চারজন দূতের আরো তীক্ষ্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে আমি পাতা ভরিয়ে দিতে পারতাম। ষ্টালিন অথবা পার্টি অথবা আরো কোন অধস্তন নেতার কোন সাম্প্রতিক ঘোষণায় কুত্রাপি ধর্ম সম্বন্ধীয় এই ভিত্তিগত বিরোধিতা তুলে বা কমিয়ে নেবার কোন চিহ্ন নেই। এই বিরোধীতা শুধু একটা কাল্পনিক বিষয় বা একটা উদ্দেশ্যমাত্র নয়। বর্তমান রাশিয়ার শাসক পার্টি কোন ধর্মবিশ্বাসী নরনারীকে তার সভ্য হিসাবে গ্রহণ করবে না। নিম্ন শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে উচ্চ শ্রেণীর সাধারণ বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষালয়ে নাস্তিকতা বাড়িয়ে তোলা হয়। রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত কোন কলেজের ছাত্র ব গ্রাজুয়েট দেখিনি যে আস্তিক। শুধু প্রটেষ্টাইন সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুমাত্র ধর্ম বিশ্বাস আছে। তাহাও তরুণদের ওপর এককালে যে প্রভাব তাদের ছিল তা নেই। সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা, সংবাদপত্র, সকল পার্টি, কমসোমল, ট্রেড ইউনিওন, পাইওনীয়ার, সোভিয়েট· কলখোজ, কারখানা প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠান ধর্মবিরোধী। সুতরাং যে কোন আকারের চার্চ সরকার কর্তৃক যতই কেন ভালো ব্যবহার পাক তরুণদের প্রভাবান্বিত করার সুযোগ তার খুবই কম। এ কথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোন মতেই সোভিয়েটরা বৈদেশিক মিশনারিকে রাশিয়ায় আস্‌তে দেবে না। যেমন কোন বৈদেশিক ধনিককে কোন অর্থনৈতিক কাজ দেবে না। বর্তমানে অর্থডক্স চার্চ সোভিয়েট রাষ্ট্রের কাছে বিপজ্জনক নয়। এর কোন সম্পত্তি নেই, কোন শক্তি নেই, কোন বৈদেশিক শক্তির এরা সদস্য নয়। অর্থনৈতিক শিক্ষায় এরা বলশেভিক হয়ে গেছে। তাই এরা শোষণ জনিত পাপের কথা বলেন। অর্থ সঞ্চয়ের দুর্নীতি সম্বন্ধে প্রচার করেন। তা ছাড়া এরা এমন এক জাতীয় সভ্যতার প্রতিনিধি যে রাশিয়া ধর্মগত কারণের জন্য নয় বরং সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে রক্ষা করবে। মস্কো শহরের বাইরে ছোট শহর ইসট্রায় আমি দুবার গেছি। সেখানে জার্মান কর্তৃক বিধ্বস্ত প্রাচীন কাথিড্রাল অব জেরুসালেমের ধ্বংসাবশেষ আমি দেখেছি। রাশিয়ার চার্চ স্থাপত্যে এ এক অপূর্ব নিদর্শন। রাশিয়ানরা এটিকে জাতীয় যাদুঘরে পরিণত করেছিল। শহর থেকে জার্মানরা বিতাড়িত হবার পর সোভিয়েট সরকার ঘোষণা করেছেন যে, এটি কাথিড্রেলের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। বৈজ্ঞানিক ও স্থপতিরা ইতিমধ্যেই পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। এ কথা বিশ্বাস করা অন্যায় হবে না যে, এ অর্থডক্স চার্চ একদিন যে রাশিয়া আজ আর নেই তার স্মারকে দাঁড়াবে। ভবিষ্যতে হয়ত এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে অবিশ্বাসী রাশিয়ানরা ভক্তি ও শ্রদ্ধা করবে। বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া যুগোশ্লেভিয়া, গ্রীস প্রভৃতি রাশিয়ার যে সব প্রতিবেশীরা যুদ্ধোত্তর নিষ্পত্তিকালে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের সকলের মতই এদের অনুরূপ ধর্ম বিশ্বাস। যদি সোভিয়েট সরকার এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন তা হলে হয়ত আন্তর্জাতিক রংগমঞ্চে অধিকতর শক্তি লাভ করবেন।

তবু ধর্ম ও বলশেভিকবাদের মধ্যে ভিত্তিগত এবং তীব্র বিরোধিতা বর্তমান। যদি সেদিন কোন দিন আসে যেদিন রাশিয়ানরা একটা আধ্যাত্মিক কিছুর অভাব ও প্রয়োজন বোধ করবে যে জিনিষ তারা অভিযাত্রিক উদ্দম বা নূতন ভাবাদর্শ বা যে চারজন ব্যক্তি, তাঁদের মতবাদকে জীবন্ত করে তুলেছেন তার ভিতর নেই।

—বাইশ—

নীতি

জনশ্রুতি প্রায়শই অবিনাশী, বিশেষ করে, সে শ্রুতি যদি রোমাঞ্চক বা মর্মস্পর্শী হয়। সোভিয়েটের গোড়ার দিকে রাশিয়ায় নারীকে জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার কাহিনী একদা সারা দুনিয়াকে গভীর ভাবে আলোড়িত করেছিল। তার পর থেকে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কেটে গেল, কিন্তু সে কথা মুছলো না। আজকের দিনে রাশিয়ার নারী যে বলিষ্ঠ বৈশিষ্ট্য নিয়ে জেগে উঠেছে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে ভাবে নিয়োজিত করেছে নিজেদের, তা দেখে একথা সত্যি বিশ্বাস করা কঠিন হয় যে, একদিন রাশিয়ায় আইন নারীকে কয়লা, লোহা অথবা জমির সমস্তরে নামিয়ে এনেছিল, তাকে করেছিল পুরুষের ভোগের উপকরণ করে রেখেছিল।

কিন্তু—

রাশিয়ায় উপস্থিতির পর Kuibyshevএর গ্র্যাণ্ড হোটেলে এক লাঞ্চে আমি উপস্থিত ছিলাম। সদ্য প্রত্যাগত একজন আমেরিকান সংবাদদাতা তার বন্ধুকে বলছিলেন—

'যতদিন যাচ্ছে, রাশিয়ার নৈতিক নিষ্ঠা এবং পারিবারিক বন্ধনের দৃঢ়তা আমায় মুগ্ধ করছে।

এর উত্তরে বন্ধুটি পরিহাস করে বেশ উষ্ণ কণ্ঠেই বল্লেন, 'আমেরিকান না কোন সরকারের পার্শপোর্ট আছে পকেটে?'

একজন ইংরাজী ভাষী রাশিয়ান সাংবাদিক ছিলেন সেই লাঞ্চে। তিনি আমায় পরে বল্লেন—'রাশিয়ার নারী ও রাশিয়ার নীতি সম্বন্ধে বাইরের লোকের ধারণা কত উদ্ভট, তাই ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।'

আজগুবী সত্যিই। নারীকে সম্পত্তিতে পরিণত করার কাহিনী আজও অনেকের মন থেকে মোছে নি। রাশিয়ায় যে সব বিদেশী নিজেদের কলোনী করে বাস করছেন, যারা রাশিয়ার ঘরোয়ানা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন, অবশ্য নিজেদের কোন ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য নয়, যারা রাশিয়ার মহিলাদের চরিত্রবল এবং আজকের রাশিয়ার প্রগতিপন্থী সকল আন্দোলনের সহকর্মিণী নারী জাতিকে না ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখেছেন, তাদের অধিকাংশের ধারণাই ঐ আমেরিকান সাংবাদিকের মতই অবাস্তব ও আজগুবী।

এই সব বিদেশী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ধারণা গঠন করেন সেই সব পরিচিত মেয়েদের অভিজ্ঞতায়, যাদের তাঁরা নিজেরাই মক্ষিরানী বলে উল্লেখ করেন। রাশিয়ানরা এদের বলে সাফরী। এরা সবাই বারবনিতা নয়, এদের মধ্যে অনেকেই বিদেশী ভাষা জানে এবং বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে বিদেশী রমনীয় আলাপ জমিয়ে তুলতে পারলে এরা খুবই

খুসী হয়। বিদেশীদের খাদ্য পানীয়ের প্রতি এদের কোন অনাসক্তি নেই। কোন বিদেশী তেহেরান, কায়রো অথবা অন্য কোনো ভিনদেশী শহরে অবকাশ কাটিয়ে এলে, তাদের কাছ থেকে সিল্কের মোজা, হাতঘড়ি অথবা পরিচ্ছদ সংগ্রহ করা সম্বন্ধে তাদের মোটেই সলজ্জ বৈরাগ্য নেই।

এমনও ঘটে যায় যে প্রীতির মানুষটি হয়ত বা প্রেমের দেবতাই হয়ে উঠলেন। এই সব মেয়ে হাজারো উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ায়। এদেব নীতি এরা নিজেরাই রচনা করে, নিজেদের বাসনা ও অনুভূতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়। নিজেকে মানিয়ে নেয় বিদেশী বন্ধুর ইচ্ছার সঙ্গে। পুনর্বার উল্লেখ করছি যে, এরা সবাই স্বৈরিনী নয়—যদিও যে মানুষ তাদের অনুগ্রহ করে অথবা যাদের নিয়ে তারা মোহগ্রস্ত হয়, তাদের কাছে আত্মদান করতে এরা কার্পণ্যও করে না বা তাকে অগৌরবেরও মনে করে না।

তবু এই সব মেয়েরা রাশিয়ার নারীদের নীতির মাপকাটিতে তত নিম্নে যত নিম্নে আমেরিকার নারী সমাজের কুলরানীরা। বস্তুতঃ সোভিয়েট পরিকল্পনা রাশিয়ার শিল্প ও কৃষিকে যে ভাবে নূতন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছে, নীতিকেও তেমনি নূতন করে গঠন করেছে। যুদ্ধের অনিবার্যতায়, দুর্দশায়, অনিশ্চয়তায় এবং দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার মধ্যে কোথাও সে ভিত্তিতে নাড়া লেগেছে, হয়ত কোথাও তাতে চিড় ধরেছে। কিন্তু তাও বিচ্ছিন্ন ভাবে এখানে ওখানে। যে সব মাল-মশলায় এই নবতম নীতি গড়ে উঠেছে, আমার ধারণায় রাশিয়ার মূল পরিকল্পনার পিছনেও তেমনি অবিচল চিন্তা ও মাল-মশলা রয়েছে। সেই কারণে এই নীতি কেবল যে অবিনাশী তা নয়, এই নীতিই আগামী বহু যুগ ধরে এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক এবং ঐতিহাসিক ধারাকে নব নব খাতে চালিত করবে।

বিপ্লবের গোড়ার দিকে যখন দেশের উদ্বুদ্ধ জনচেতনা পুরাতন বনিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তখন তরুণ সমাজ কিংবা বলা চলে রাশিয়ার তারুণ্যের এক শ্রেণী জার-শাসিত আমলের প্রচলিত যৌন-নীতির বিরুদ্ধেও পৈশাচিক উল্লাসে বিদ্রোহে মত্ত হয়েছিল। পল্লী অঞ্চলেও এ ঘূর্ণাবর্তের ঝাপট লেগেছিল বটে কিন্তু কিসান সমাজের তরুণরা এ বিদ্রোহে যোগ দেয় নি। বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায় ছিল এই বিদ্রোহের অগ্রদূত। যৌননীতির সব কিছু নিষেধ ও বাধ্যতা ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার দুর্নিবার আক্রোশে জেগে উঠেছিল তারা—যেন নীতিহীনতার তাণ্ডবে মেতে উঠেছিল। এই অভিনব 'মুক্তি'কে ঘিরে সমসাময়িক সাহিত্যেরও এক বৃহৎ অংশ গড়ে ওঠে।

রোমানফের ছোট গল্প 'ফুল ঝরে গেছে' এ সম্বন্ধে সব থেকে প্রামাণ্য সাহিত্য। একটি তরুণ ছাত্র তার এক পরিচিত বান্ধবীর কাছে এসেছে, ছেলেটি এসেছে একটি মাত্র মনোভাব নিয়ে। পতিতালয়ে মানুষ যায় যে উদ্দেশ্যে ছেলেটিরও সেই উদ্দেশ্য। মেয়েটি প্রথমে দুঃখ পেল শেষে তপ্ত হোল রাগে। মেয়েটি কামনা করে সুষ্ঠু জীবন, তপস্যা করে সুন্দরের। কিন্তু ছেলেটির কাছে মেয়ে মাত্রেই ভোগের বস্তু—আর কিছুই নয়। রোমান্সের কথায় তার গা ঘিন ঘিন করে—স্নিগ্ধ হৃদয় বৃত্তির উল্লেখ মাত্র সে সহ্য করতে পারে না।

সে এক যুগ গিয়েছে উত্তেজনাময় দায়িত্বহীন দিন। 'মুক্ত' তারুণ্য সে সময়ের সুযোগও নিয়েছে পূর্ণমাত্রায়। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ও ঘৃণায় লেনিন এদের দায়িত্বহীন আচরণকে নিন্দা করেছেন। লেনিনের চোখে অসংযমী যৌন আসক্তি 'পাঁকের জল পান করার' মতই।

যুবসমাজের এই ধরণের শক্তির অপচয় এবং শৈথিল্যের জন্য অন্য নেতারাও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন—তবু এই সব প্রতিরোধ বাক্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অনেক সময় এই যৌন স্বাধীনতা বীভৎসতায় নেমে আসত। এক দল ছেলে একবার লেনিনগ্রাদে একটি মাত্র মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল। সে বিচারের কাহিনী বিপুল ভাবে প্রচার করা হয়েছিল এবং সেই বিচারের সাক্ষ্যের সময় প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, ঐ অপরাধীদের মধ্যে কতকগুলি ছিল কমসোমোল। এই ধরণের অপরাধের দৃষ্টান্ত একটি মাত্র নয়। সুতরাং রাষ্ট্রের তরফ থেকে আর একবার ব্যাপক জেহাদ চালানো হোল এই ধরণের দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে।

পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর তাকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন হোল প্রত্যেকটি মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাত্রার রীতি, প্রয়োজন হোল সমবায় গঠন ও শিল্পপ্রসারের জন্য একমুখী নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা, তখনই এই আন্দোলন ক্রিয়াশীল ও ফলপ্রসূ রূপ গ্রহণ করল। নিজের ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা অব্যাহতই রইল। দুটি নরনারীর প্রেম যতক্ষণ না অবধি তাদের কর্তব্যের অন্তরায় হচ্ছে যতক্ষণ অবধি সামাজিক রীতির বিপজ্জনক ব্যতিক্রম না হচ্ছে, সে প্রেমিকতা তাদের ঘরোয়া সমস্যা ও সম্পত্তি বলে মনে করা হোতো। যদিও সমাজের ও রাষ্ট্রের বহুমুখী ভ্রূকুটির হাত থেকে তার নিস্তার ছিল না।

অবশ্য একমাত্র গোঁড়া আস্তিকরা ছাড়া সাধারণ মানুষের যৌনজীবনের নীতির উপর ধর্মের কোন অনুশাসনই কার্যকরী নয় এদেশে।

লেনিন বলেছিলেন—'যে নীতি মানব সমাজের বহির্ভূত কোন শক্তির দ্বারা প্রযোজিত, সে নীতি আমাদের কাছে ভুয়ো। সে নীতি আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।'

ধর্মপুস্তকের কোন সূত্রই এখানে কেউ আবৃত্তি করে না, একমাত্র যাজক শ্রেণীর কাছেই যা কিছু শ্রদ্ধা পায় সে সব।

সোভিয়েট সমাজ ব্যবস্থায় যৌননীতির নির্দেশ ও অভিপ্রায় লেনিন দুটি কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন—মানব সমাজকে মহত্তর স্তরে উত্তীর্ণ করে দেবার দায়িত্ব হোল এই নীতির। সর্বপ্রকার শোষণ থেকে এই নীতি সমাজকে রক্ষা করে।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেই এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। সে নূতন সমাজ ব্যবস্থায় নারী সমাজে এবং যৌনজীবনে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে, যে সমাজ ব্যবস্থায় একের নয় বহুর কল্যাণ, সেই পরিস্থিতি সৃজনের মধ্যেই এর সমাধান নিহিত।

সাম্প্রতিক কালে যে যৌন আদর্শকে রাশিয়া সমাজের প্রাণবস্তু বলে গ্রহণ করেছে, সে তার চিরাচরিত নীতিরই মহিম্ন রূপ। রাশিয়ার আইনে ব্যভিচারের কোন উল্লেখ নেই।

তবু যে মানুষ বেপরোয়া জীবন যাপন করে, তার কপালে অনেক দুঃখ। মস্কোর কমসোমোল নেতাদের এক জনকে আমি বলেছিলাম,'আপনারা পিউরিটান বা নীতিবাগীশ হয়ে যাচ্ছেন।'

মেয়েটি হেসে জবাব দিলে—'পিউরিটান মোটেই নয়। ও কথা আমরা পছন্দ করি না। তাছাড়া নারী পুরুষের সম্পর্ককে আমরা পাপ বলে মনে করি না। যৌনশ্লীলতাকেই আমরা বড়ো আসন দিই।'

তর্কের মুখে যত মোহনই মনে হোক, আসলে রাশিয়ায় যে যৌননীতি আজ চালু তাকে পিউরিটানিসম্ ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না। অবশ্য পাপের ধারণা আজ রাশিয়ানদের মন থেকে মুছে গেছে।

কারখানার এক কমসোমল নেতাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম—'মনে করুন আপনি জানতে পারলেন যে, আপনার পার্টির কোন ছেলে নানা মেয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে বেড়াচ্ছে তাহলে আপনারা কি করবেন?'

'আমরা তাকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেবো।'

ঐ একই প্রশ্নের উত্তরে আর একজন শ্রমিক বলেছিল—'শুধু বিতাড়নেই আমরা ক্ষান্ত হবো না। প্রকাশ্যে এবং পত্রিকা মারফৎ তাকে অপমান করাবো, হয়ত বা আমাদের প্রাভদা পত্রিকাতেও তার নিন্দা ছাপা হবে।'

এক সময় ছিল যখন সমগ্র রাশিয়ার সমাজ বেশ্যাবৃত্তির ব্যাপকতায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বিপুল সংখ্যায় কর্মচ্যুতি, হতাশা এবং প্রাগ্‌-বিপ্লবকালীন অভিজাত ধনী পরিবারদের অপমানকর বোধ থেকেই এই দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করে। পরিকল্পনা চালু হওয়ার সাথে সাথেই কেবল যে বারবনিতাদের বিরুদ্ধেই জেহাদ সুরু হয়েছিল তা নয়, অভিসারী পুরুষরাও তা থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। মনে আছে কিয়েভের এক সংবাদপত্রে একবার একটি লোকের ছবি দেখেছিলাম। ছবির নীচে লেখা ছিল, এই লোকটি দলত্যাগী ও নীতিহীন। লোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, এক বারবনিতার সঙ্গে সে ধরা পড়ে। এই ঘটনা প্রেস ফলাও করে বিজ্ঞাপিত করেছিল। সোভিয়েটের অন্যতম মারণাস্ত্র, প্রকাশ্যে অপমান, সর্বশ্রেণীর আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হোতো। বেশ্যাবৃত্তি নিরোধক আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধেও এর প্রয়োগ হয়েছে।

প্রকাশ্যে অপমান এদেশে শুধু মারণাস্ত্রই নয়। যৌনব্যাধি নিবারণ কল্পে আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে জনসাধারণকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় যে রোগ সংক্রামিত হওয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করেই বিনা মূল্যে চিকিৎসার সুযোগ আছে। 'বিনাপ্রশ্নে' এই বলে অধিকাংশ বিজ্ঞপ্তির সুরু অথবা শেষ। কিন্তু রাশিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গী এর বিপরীত। রোগীর প্রশ্নোত্তরে একথা পরিষ্কার করে লেখা চাই-ই কার সঙ্গে সহবাস করে রোগী অসুস্থ হয়েছে। এ প্রশ্নোত্তর অস্বীকার করলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় না।

'এ সম্বন্ধে লুকোচুরির কোন অর্থ হয় না' একজন ডাক্তার আমায় বলেছিলেন—'যে মানুষটি রোগের আধার তাকে যদি রোগমুক্ত করতে না পারা গেল ত একজন সংক্রামিত রোগীকে আরোগ্য করে লাভ কি?'

পতিতালয় আইন করে বন্ধ করে দেওয়ার পর, ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠান গোপনে চালানোর অপরাধে কয়েকজনকে গুলি করে অবধি হত্যা করা হয়। সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েক বৎসরে এই ধরণের মৃত্যুদণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

দেহ বেসাতি অবশ্য আজো সম্পূর্ণ বর্জিত হয়নি এদেশ থেকে। মক্ষিরানীরা আজো শহরগুলির, বিশেষ করে রাজধানী মস্কৌর, হোটেলের আশে পাশে ভেসে বেড়ায়। তবু একথা বলা চলে যে, আজ যখন সমাজের প্রত্যেকটি নরনারী রাষ্ট্রের নিষ্ঠাবান কর্মী, যখন যৌন সম্পর্কের অসংযমের বিরুদ্ধে আইনের মূষল উদ্যত, যখন রাষ্ট্রসম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত বাসা বাড়ীর শৃঙ্খলা কঠিন নিয়মে প্রযোজিত, যেখানে বেশ্যাবৃত্তির বিরুদ্ধে আইনের ক্ষান্তিহীন দৃষ্টি, তখন স্বভাবতই দেশ থেকে এই অগৌরবের বৃত্তি লোপ পাবে এবং পেয়েছেও তাই।

আজ রাশিয়ার রেড আর্মিতে লক্ষ লক্ষ নরনারী রয়েছে, কিন্তু যৌনব্যাধি তাদের মধ্যে বিরল। এই সমস্যা নিয়ে বিব্রত কোন যুদ্ধের ডাক্তার, অফিসার অথবা রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আজো আমার পরিচয় ঘটেনি। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার দিন থেকে প্রেস এ সম্বন্ধে নীরবতার নীতি পালন করে আসছে। এ সমস্যার সূচনা হলেই প্রেস সে সম্বন্ধে মুখর হয়ে উঠত্রই। যে রাশিয়া আজ জীবন মৃত্যুর সংগ্রামে লিপ্ত, জাতীয় শক্তিমত্তাকে একাগ্র করে তোলার মধ্যেই যেখানে জয়ের সম্ভাবনা, সেখানে দেশের সৈন্যদের স্বাস্থ্যচ্যুতি এবং শক্তিক্ষয় হওয়ার সামান্যতম ইঙ্গিতকেই প্রেস গভীর আশঙ্কার সঙ্গে প্রাধান্য দিত। রাশিয়ার সমর নায়ক, রাজনৈতিক নেতা অথবা অন্য কোন কর্ম্মচারীর মুখেই যে আমি এ ধরণের আশঙ্কার কথা শুনিনি, তা প্রেসের উদ্বেগহীনতার দ্বারাই সমর্থিত হোল।

রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সৈন্যশিবিরের সান্নিধ্যে পতিতালয় প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। হোটেল এবং পান্থশালাগুলিও রাষ্ট্রের সম্পত্তি। সুতরাং সেগুলিকে গোপনে পতিতালয়ে পরিবর্তিত করে মোটা মুনাফা করার সম্ভাবনাও যেমন নেই, তেমনি এই উদ্দেশ্যে মেয়ে যোগাড় করাও অসম্ভব। ঘুষ অথবা অন্য কিছুর দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে একটি মাত্র বারবনিতার জন্যও যদি কোন হোটেল ম্যানেজার বা ওয়েটার গোপন ব্যবস্থা করে, তার ধরা পড়তে মোটেই দেরী হয় না। বলসেভিক পার্টির সদস্যরা, কমসোমল, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি নাগরিকের আচরণের উপর যে ভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়, তাতে কোন দুষ্কৃতিই দীর্ঘ মেয়াদী হতে পারে না।

এ ভিন্ন রেড আর্ম্মির সৈন্যদের আত্মগরিমা সম্বন্ধে এমন এক অলিখিত আইন আছে, যার ফলে কোন লোকই, বেশ্যাবৃত্তির প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতে পারে না সে নূতন ভর্তি হওয়া সৈনিক হোক অথবা পোড় খাওয়া জেনারেলই হোক। এ যুদ্ধে জার্মান সৈন্যদের বিরুদ্ধে রাশিয়ানদের পৈশাচিক ঘৃণার মূল কারণই হোল তাই। অধিকৃত শহর এবং শহরতলীতে সৈন্যশিবিরের কাছেই জার্মানরা রাশিয়ান মেয়েদের দিয়ে পতিতাবৃত্তি করাচ্ছে জোর করে। হয়ত কোন সহজ চাতুরীতে কোন মেয়ে রাশিয়ান সৈন্যদের দিকে চলে যায়, কিন্তু যে সৈনিক তাকে প্রশ্রয় দেয় তার কপালে জোটে প্রকাশ্য ধিক্কার ও শাস্তি।

এ যুদ্ধে পারস্যে অবস্থিত রাশিয়ান অফিসারদের মধ্যে এই নীতির কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। তার শাস্তিও হয়েছে দ্রুত এবং চরম। পদের দিক থেকে তাদের চ্যুতি ঘটানো হয়নি, সৈনিক জীবনের কঠিন শৃঙ্খলার শাস্তি দেওয়াও হয়নি, সমস্ত অফিসারদের এক প্রকাশ্য অধিবেশনে তাদের অপমান করা হয়েছিল। এর পর আবার কোন অফিসার যে ঐ ধরণের ঘৃণিত কাজ করবেন, এ সম্ভাবনা কম।

আজো রাশিয়ায় বিশেষ করে গ্রামীন রাশিয়ায় লোক-কথাই মানুষের মানসিকতাকে ঘিরে রেখেছে। যে কোন রূপান্তরেই হোক না কেন, নারীর সতীত্বের ধারণাই আজো সমাজের যৌননীতিকে অনুশাসিত করছে। লেখকের নিজের দেশ শ্বেত রাশিয়ায় আজো নারীর সতীত্বের উপর অবিচল শ্রদ্ধা শুধু দেবতার উপর ভক্তির-মতই একনিষ্ঠ। এর অর্থ এ নয় যে যুবক-যুবতীর সহজ সম্পর্কের মধ্যে কোন বিশেষ বিধি-নিষেধ প্রত্যক্ষ। সমাজের সর্বত্র, বাড়ীতে, পথে, গীর্জায়, বাজারে সর্বত্রই মেয়ে পুরুষ অবাধে মেলামেশা করে। গ্রীষ্মের দিনে যৌথ কৃষিক্ষেত্রগুলিতে যায় এরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একসঙ্গে। ফসলের জমিতে হানাদারি নেকড়ে অথবা কোন কিষাণের বেড়া না দেওয়া জমির উপর ঘোড়ার উৎপাতের জন্য মেয়ে পুরুষ রক্ষীদল আগুন জেলে জেগে পাহারা দেয়। একদল জাগে এক-দল ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমোয় ঘরে বোনা কম্বল গায়ে দিয়ে, মেয়ে ছেলে একসঙ্গে জড়ো হয়ে। কিন্তু এ সব মেলামেশায় সহবাসের ঘটনা ঘটে অতি কম। সমাজের নির্মল শান্তির কথা মেয়েরা ভোলে না। যে মেয়ে কৌমার্য খুইয়ে মা হয়, তাকে সারাজীবন সমাজের ধিক্কার নিয়ে বাঁচতে হয়। এদেশে আইন এই সব ক্ষেত্রে বিবাহকে বাধ্যতামূলক বলে মানে না। আমেরিকার মত এদেশে বাপ-মা কোন কোন ক্ষেত্রে রাইফেল উঁচিয়ে ছেলেকে বিয়েতে বাধ্য করায় না। এদেশে নিজের দুর্ভাগ্যের বোঝা মেয়েরা একা বয়।

প্রাক্ বিবাহ মাতৃত্বের ফলে মেয়ে গাঁয়ের সেরা ছেলেদের শ্রদ্ধা হারায়। এই সব বেপরোয়া ছেলেরা বন্ধুদের কাছে বীরত্বের কাহিনী শোনায়, তার ফলে স্ত্রী হিসাবে আর কোন ছেলেই তাকে গ্রহণ করতে আগ্রহ দেখায় না। এই ধরণের মেয়েদের ভাগ্যে বর জোটে গাঁয়ের বুড়ো অথবা এক পাল ছেলেমেয়ের বাপ কোন বিপত্নীক।

সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার পর দেশে নতুন হাওয়া বইল, পল্লীতে যন্ত্র এল, সুতরাং এই সব লৌকিকতার বন্ধনও শ্লথ হয়ে এল। আজ অবশ্য নিষ্ঠা হিসাবে সতীত্বের অবসান ঘটেছে। আজ সতীত্বকে নিয়ে লোকে ব্যঙ্গ করে, গোঁড়ামীকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু আজ অবধি গাঁয়ের যুব সমাজের নৈতিক জীবনকে পরিচালনা করে ঐ বোধ। যে মেয়ে কুমারী জীবনে পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়, তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করায় কোন ছেলেরই উৎসাহ থাকে না। সে মেয়েকে সবাই বলে অলক্ষ্মী, বিবাহিত জীবনে যে একনিষ্ঠতার সমাদর আজো আছে, সে নীতিভ্রষ্টতার অপরাধ তার গায়ে লাগে। অসংযমী জীবনের পরিণাম চিন্তা করে সব মেয়েই আজকার দিনেও প্রাক্ সোভিয়েট যুগের মনোভাব নিয়ে তাদের কৌমার্য রক্ষা করে।

এ নিষ্ঠার অবশ্য সামান্য ব্যতিক্রম ঘটে কারখানার মেয়ে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। তবু ১৯১৬ সালের ২৭ শে জুন আইন করে যখন থেকে গর্ভপাত নিষিদ্ধ হয়েছে, তখন থেকেই

এই সব মেয়ে মজুর কিছুটা আত্মসম্মান ও নারীমর্য্যাদা অব্যাহত রাখার জন্য, কিছুটা মনের মত পুরুষকে গার্হস্থ্যজীবনে নিজের করে পাবার আশায়, গাঁয়ের মেয়েদের মতই অবিচলিত চেষ্টায়, সব প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করে চলে।

গর্ভপাত নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে রাশিযার মেয়েরা যৌননীতিকে বিবাহ ও বিবাহোত্তর মাতৃত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। মস্কৌ প্রদেশের কমসোমোল সম্পাদিকা ফিওডোরোভার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার খোলাখুলি আলাপ হয়েছিল। এ প্রদেশের সমস্ত তরুণ তরুণীর সামাজিক উপদেষ্টা তিনিই। পঁচিশ বছরের সুন্দরী মহিলাটির একমাথা কালো ঘন চুল, কাজল কালো ডাগর চোখ। মহিলাটির কণ্ঠে ও ব্যঞ্জনায় এমন স্নিগ্ধ মেয়েলি শ্রী যে প্রথম পরিচয়ের পর ধারণাই হয় না যে সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধের শাস্তিতে তিনি কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারেন।

মনে করুন, আপনার কোন কিশোরী বন্ধু মুহূর্তের চাপল্যে বা আনন্দে তার ভালবাসার মানুষটির কাছে দেহদান করে বসল এবং তার ফলে সন্তানসম্ভবা হোল, সে ক্ষেত্রে আপনি কি তাকে এমন সাহায্য করবেন না যাতে অনভিপ্রেত মাতৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সে প্রিয়জনকে বিয়ে করে সুখী হতে পারে?'

এ প্রশ্নের জবাব এল অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জোরালো ভাষায়—'না, কখনই না।'

তবু আমি জিদ করতে লাগলাম—'মেয়েটি হয়ত আশাভঙ্গের ফলে দেখল যে তাকে এমন একজনকে বিয়ে করতে হচ্ছে যাকে সে ভালবাসতে পারবে না—হয়ত মেয়েটি চিরকুমারী থেকে যাবে।'

'তাতে কোন ইতর বিশেষ ঘটে না' ফিওডোরোভা বল্লেন 'যে মেয়ে গর্ভপাত করায় সে নিজের এবং সমাজের শত্রু। এমন মেয়েকে আমরা পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেবো।'

'তবু এ মেয়েটিকে তার গভীর নৈরাশ্যের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনি কি করবেন?'

'আমার সব থেকে স্নিগ্ধ ভালবাসা ও সেবা দিয়ে তাকে আমি ঘিরে রাখব। এ আশ্বাস তাকে আমি দেবো যে সন্তানের জননী হওয়ার মধ্যেই তার নারীত্ব সর্বোত্তম মহিমার অধিকারিনী হয়ে উঠবে। আত্মদৈন্যের মত হীনতা থেকে তাকে আমি মুক্ত করব। বলব যে, কোন পাপ তুমি করোনি, কোন অপরাধও না। ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনের আনন্দ থেকে তাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। তবু গর্ভপাতে আমি তাকে উৎসাহ দেবো না, কখনই না।'

গর্ভপাতের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সমাজ জীবনে এই নূতন বাধ্যতামূলক নির্দেশ তেমনি উদাত্ত কণ্ঠে বাজছে যেমন বাজে রোমান ক্যাথলিক গীর্জার হুকুমৎ।

আমার মনের কথা প্রকাশ করে ফেল্লাম ফিওডোরোভার কাছে। তিনি স্মিত হেসে জবাব দিলেন—'আমাদের ধারণা সত্যিই ঐ রকম আর সেই ভাবেই আমরা কাজ করি।'

রাশিয়ায় প্রবাসী বিদেশীরা, বিশেষ করে মস্কৌয় যারা আছেন, তাঁরা সমাজের লীলাময়ীদের কাছ থেকে রাশিয়ার নারী সমাজ ও তাদের নীতি সম্বন্ধে যে ধারণাই করুন না কেন, এ সত্য প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে যে মূলতঃ বিবাহ এবং তার অবশ্যম্ভাবীতার মধ্যেই

রাশিয়াব যৌন নীতি আশ্রয় পেয়েছে। নবতম নীতিবোধ, গ্রামীন রাশিয়ার সমাজে সনাতন সতীত্ব ধর্ম্মের নবপ্রতিষ্ঠা, নূতন বিবাহ আইনে গর্ভপাত নিষেধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে রাষ্ট্রের অনুদার দৃষ্টি এবং বিশেষ করে পতিতাবৃত্তির উপর নিষেধাজ্ঞা, এই সব কটি মিলে একটি মাত্র মনোভাব এবং একটি মাত্র পরিণতিরই ইঙ্গিত দেয়।

অবশ্য ব্যতিক্রমও ঘটে। বেআইনী গর্ভপাতও হয়। খরচ বেশী পড়লেও তা একেবারে অসম্ভব নয়। প্রবর্তিত আইন অমান্যও করে কেউ কেউ। উরালের এক শ্রেণীর কথা আমি শুনেছি যাদের সমাজে এই নূতন আইন কোন পরিবর্ত্তন আনে নি। প্রাক্-সোভিয়েট-দিগের মত সেখানে আজো মেয়ে পুরুষ যৌন নীতিভ্রষ্টতাকে লজ্জার বা গোপনীয় বলে মনে করে না। জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা তারা কানেই শোনেনি, গর্ভপাত সম্বন্ধে তারা উদাসীন। সেখানে মেয়েরা বহু সন্তানের জননী হয়। তাদের কতকগুলি বাঁচে, কতকগুলি মরে। শিশু মৃত্যুকে গুরুতর দুর্বিপাক বলে সেখানে কেউ মনে করে না, যদিও ছেলেকে কবর দেওয়ার সময় মা হয়ত কেঁদে ভাসায়। কিন্তু আবার নতুন শিশু আসে, মায়ের শূন্য কোল ভরে ওঠে।

হয়ত আজো রাশিয়ার বহু বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আরো এমন বিচ্ছিন্ন শ্রেণী আছে, এই শ্রেণীর মধ্যে মেয়ে পুরুষ আছে যারা যৌন জীবনে সংযমের মর্যাদা দেয় না। রাশিয়া এক বিপুল দেশ, তার বিবিধ ধর্ম, তার বিভিন্ন আবহাওয়া, তার বিচিত্র সংস্কৃতির ধারা। দূরান্তের গাঁয়ে ষ্টীলের কারখানা বসলেই যে নূতন নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা হবে, তা সম্ভব নয়। তবে আজই হোক্ অথবা অদূর ভবিষ্যতেই হোক, উন্নত হোক অথবা অনগ্রসর হোক, রাশিয়ার সর্ববিধ সমাজে একদা এই নূতন নীতির সার্বজনীন প্রতিষ্ঠা ও সমাদর হবেই।

যুব সমাজের পত্রিকায় কখনো কখনো রাশিযার যৌননীতির সম্বন্ধে রোমাঞ্চক সত্যঘটনামিশ্রিত কাহিনী প্রকাশ হয়। এই ধরণের একটি ঘটনা ১৯৪২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর মাসে Komsomalskaya Pravda পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ঘটনাটি সম্পাদকের কাছে চিঠির আকারে লেখা।

কেবল যে সত্যাশ্রিত সাহিত্য হিসাবে সেটি মূল্যবান তা নয়, এর ভিতর দিয়ে রাশিয়ার তরুণ সৈনিকদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

এখানে আমি চিঠিখানিই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

প্রিয় কমরেড সম্পাদক—

আমাদের সৈন্যবিভাগের ডাক্তার ভি—তার স্ত্রীর কাছ থেকে সম্প্রতি যে চিঠিখানি পেয়েছেন, তা এই সঙ্গে পাঠালাম। আমরা অনেকে এই চিঠিখানি পড়েছি এবং চিঠির বিষয় বস্তু আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছে। কমরেড ভি-র অনুমতি নিয়ে আমরা তার স্ত্রীর কাছে একখানি পত্র পাঠাই—তারও একখানি কপি এই সঙ্গে পাঠালাম। চিঠি দুখানি ছাপাবেন।

আমাদের সমাজে লিডার মত মেয়ে বিরল। আমরা জানি যে আমাদের নারী সমাজ আরো নিষ্ঠাবতী আরো মর্যাদাময়ী। তবু পরিস্থিতি হিসাবে এই ঘটনাটিও যেন আমাদের লক্ষ্যচ্যুত না হয়।”

এর পর স্বামীর কাছে লেখা লিডার পত্র।

'আমার পরম শ্রদ্ধার ভ্যালেন্টিন—

আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করো তুমি, আর সেই সঙ্গে আমার দীর্ঘ নৈঃশব্দ্যের জন্য ক্ষমা করো। সারাটোভে আমাদের দিন কেমন কাটছে, বিশেষ করে আমার দিন তারই বিস্তৃত বিবরণী পাঠাচ্ছি তোমায়।

এখানকার যে জীবনের ধারার সঙ্গে তুমি পরিচিত ছিলে তার অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। যুদ্ধ আমাদের জীবনকে কঠিন বাঁধনে বেঁধেছে, কিন্তু তবু আমাদের মন থেকে সে অনুভূতির সব রস নিকড়ে নিতে পারে নি। বিশেষ করে হৃদয়ের সেই পরম স্নিগ্ধ অনুভূতি যাকে আমরা বলি প্রেম।

এই আশ্চর্য দেশে, এই আশ্চর্য সময়ে, আমাদের তরুণ হৃদয়গুলি কি বিপুল শক্তি ও উদ্দীপনা, সাহস ও সৃজনী শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। আমাদেব জীবনকে, আজ আর একবার সহজিয়া সাধনের মধ্যে, জীবনকে আবিষ্কার করতেই হবে। যুদ্ধের অনিবার্যতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে যতই নব নব খাতে চালিত করুক না কেন, মন আমাদের বিমুগ্ধ হয়ে থাকে প্রকৃতির মধুরিমায়, হৃদয় কানায় কানায় ভরে ওঠে পুলকিত রোমাঞ্চে। আজ এই মুহূর্তে যদি তোমাকে আমি জানাই যে, আমি একান্ত করে ভালবেসেছি আব একজনকে, তুমি কি আমার উপর নিষ্ঠুর হবে ভ্যালেন্টিন, তুমি কি ধিক্কার দেবে আমায়?

কি ভাবে কি হোল জানি না। নিজের অজান্তেই কখন কি ভাবে সব ঘটে গেল আজ আর স্মরণ করতে পারি না ভ্যালেন্টিন। আপন মনের সাথে আমি রভস করতাম, তুমি ত জান মন কত চঞ্চল, একদিন আমার সেই মন আর যুক্তি মানল না। একদা তোমায় ঘিরে আমার মনের মাধুরী অক্ষান্ত ঝরত—কিন্তু আজ সে মাধুরীর অবসান ঘটেছে। তাব জন্যে আমায় কি তুমি অপরাধী বলবে। হয়ত তাই সত্যি—কে জানে? তবু এ সত্য স্বীকার করব যে, সেই মানুষটির নিঃশব্দ পদসঞ্চারের সঙ্গে তোমার ছবি আমাব মন থেকে কখন অন্তর্হিত হয়েছে।

লক্ষীটি আমার উপর রাগ কোরো না। আমি সরে যাচ্ছি তোমার জীবন থেকে, তার বেদনা আশা করি গুরুভার হবে না তোমার।

বরং তোমার আকাশে আর একবার কৌমার্যের সূর্য দেখা দিবে। আমি বিশ্বাস করি যে, নিয়তির নিয়মে তুমি পাবে এমন একজনকে যে তোমায় দুঃখ দেবে না। তুমি সুখী হও ভ্যালেন্টিন, তোমার স্বাস্থ্য অটুট থাক, তুমি সফল হও।"

এর পর ভ্যালেন্টিনের সহকর্মী ডাক্তারদের লেখা একখানি চিঠি, বন্ধু স্ত্রীর উদ্দেশ্যে লেখা।

লিডা—

"আমরা যারা এই চিঠি লিখছি, তারা তোমায় না দেখলেও আমাদের বন্ধুর প্রাক্তণ জীবনসঙ্গিনী হিসাবে তোমাকে ভালো ভাবেই জানি। ফ্রন্টে একত্রে বাস করে আমরা পরস্পরের খুব কাছে এসেছি—আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে স্নিগ্ধ। কখনো কখনো অবকাশ মুহূর্তে আমরা ফেলে আসা জীবনকে স্মরণ করি, গল্প করি আমাদের আত্মীয় বন্ধুদের সম্বন্ধে। তোমার কথা বলতে বন্ধু ভ্যালেন্টিনের গলা আবেগে কাঁপত। যখনই কঠিন কাজের চাপ পড়ত, অক্লান্ত পরিশ্রমে সে কাজ শেষ করে ভ্যালেন্টিন নিজেকে এই সান্ত্বনা দিত শত্রুকে পরাস্ত করে আবার ফিরে যাব আমার প্রিয়ার কাছে।

যুদ্ধ আমাদের জীবনের মূল্য শিখিয়েছে। আমরা আজ আরো অভিজ্ঞ হয়েছি, আরো স্বাধীন, আরো গভীর। আমরা এক মহান ব্রত সাধন করছি; সে ব্রত হোল, মানবতার চরম শত্রু ফ্যাসিজমকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করা। রণক্ষেত্রের পিছনে আমাদের যত ভাই, যত বোন, যত পরিচিত আত্মীয়, তারা বিপুল ত্যাগের দ্বারা আমাদের সাহায্য করছে তাদের চিঠি আমাদের উদ্দীপনা যোগায়—তাদের পাঠানো পার্শেল আমাদের আনন্দ দেয়। ভালবাসি আমাদের দেশের মানুষকে। জানি, আমাদের নিয়েও তাদের গর্বের শেষ নেই।

যুদ্ধ চরম ত্যাগ দাবী করে। হয়ত আমরাও দুঃখ পাব। তবু জানি, যুদ্ধে মরলেও দেশ আমাদের ভুলবে না। জানি, যদি ফিরি ক্ষতি নিয়ে, যদি যাই বিকৃতি নিয়ে, কোন বন্ধু স্বজনই সহৃদয় দৃষ্টি থেকে আমাদের বঞ্চিত করবে না। যে মানুষ ফ্রন্টে গিয়ে লড়েছে, তাকে অনাদর করবে, পরিত্যাগ করবে, এমন প্রাণী আমাদের সমাজে বিরল।

সম্প্রতি আমাদের বন্ধু ভ্যানিয় অনেক দিন পরে, অনেক প্রতীক্ষার শেষে তোমার চিঠি পেয়েছে, যে চিঠি আমাদের মহলে ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে।

সোভিয়েট সমাজের মানুষের মত আচরণ করো নি তুমি। তোমার চিঠিতে পলকা আত্মকেন্দ্রিকতার প্রাধান্য। এ কথা আমরা বুঝলাম যে, তোমার উৎসাহ সেই সব বস্তুতে যা তোমাকেই বিস্মিত করে, যা তোমাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়।

যে মেয়ের স্বামী রণক্ষেত্রে লড়ছে, সে মেয়ে অমন কাজ করতে পারে না। তোমার নতুন স্বামীকে সহানুভূতি জানাবার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমরা। রণক্ষেত্রে অগ্রবর্তী একজন সৈনিকের গর্হস্থ্য জীবনকে চূরমার করে দিয়ে তিনি কোন মহৎ কাজ করেন নি। তবু বলব যে তিনি তোমার তুলনায় কম অপরাধী। পূর্বতন স্বামীকে স্নিগ্ধ চিঠি পাঠিয়ে তুমি বর্তমান স্বামীকে আশ্চর্য শৈলীর সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছ। এই ত কিছুদিন আগে ছোট কবিতা দিয়ে নিজের ছবি পাঠিয়েছিলে। কেন পাঠিয়েছিলে বলতে পারো?

নির্লজ্জতা তোমার যে ভ্যালেন্টিনকে লিখেছ যে, তোমার আকাশে কৌমার্যের সূর্য আবার ভাস্বর হবে। অলঙ্কার আমরা বুঝি না। আমরা বুঝি যে তোমার মত মেয়ের সংখ্যা এদেশে বেশী নয়—আর আমাদের দেশের মানুষ তাদের ঘৃণার চোখে দেখে।

এ কথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে আমাদের বন্ধুর অনুপস্থিতির সময়টুকু তুমি অগৌরবে কাটিয়েছ। তোমার যে হৃদয় দুরন্ত যৌবনে জরো জরো, সে হৃদয় প্রতি বসন্তেই নতুন স্বামী খুঁজে বেড়াবে। যে পরিণাম তোমার জীবনে অনিবার্য হচ্ছে, তাতে আমাদের কোন ঔৎসুক্য নেই। এই চিন্তা আমাদের বিচলিত করেছে যে তুমি আমাদের বন্ধুর জীবনে ভাগ্যবিপর্যয় এনেছ।

সেও কি দুঃখ পেয়েছে? পেয়েছে নিশ্চয়ই। এই যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষায় আমাদের দেশের মেয়েরা যখন শৌর্যের পরিচয় দিচ্ছে তখন এ ধারণা দুঃখ দেয় বৈকি যে আমাদেরই মধ্যে এমন মেয়ে আছে, যে তাদের মহিমাকে কলঙ্কিত করতে চায়।

হয়ত ভ্যালেন্টিন এই চিন্তায় ক্ষুব্ধ হচ্ছে যে, একদা সে তোমার মত মেয়েকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিল। তার বিবাহিত স্ত্রী যে এভাবে আচরণ করেছে তাতে তার লজ্জার অন্ত নেই।

আমাদের লেখায় কোন চমক নেই—আর আমাদের লেখার অবকাশই কম। "আনা কারেনিনা" থেকে উদ্ধৃতি তুলে রচনাকে ভারী করে তোলার ইচ্ছাও নেই আমাদের। তোমার গর্হিত আচরণ এবং বন্ধু ভ্যালেন্টিনকে লেখা তোমার সাহিত্য প্রচেষ্টায় ক্ষুব্ধ হয়েই আমরা কলম ধরেছি।

এই চিঠি তোমার কোন অনুভূতিকে আঘাত করবে সে সংশয় আমাদের নেই, কেন না তোমার হৃদয় 'হাজারো' অনুভূতিতে দোলায়মান। তবু এ প্রত্যয় আমাদের রইল যে আগামী কোন দিনে নিজের লজ্জাহীনতা ও আচরণের কদর্য্যতা তোমার নিজের কাছেও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।

[স্বাক্ষরিত] অগ্রগামী সৈনিক গোষ্ঠী—

———

—তেইশ—

রোমান্স

Kuibyshevএ থাকাকালীন একদিন পথে একজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হোল আগে যাকে চিনতাম মস্কোর এক হাইস্কুলের ছাত্র হিসাবে। মানুষটি ছিলেন সৈন্যদলে, পিঠের এক মারাত্মক ক্ষত থেকে নিরাময় হয়ে উঠেছেন সম্প্রতি। আমায় তিনি আমন্ত্রণ করলেন ভলগার ওপারে সূর্যস্নানে। ডাক্তাররা তাকে সূর্যস্নানেরই নির্দেশ দিয়েছেন। যেদিনই সূর্য দেখা দেয়, ফেরী পার হয়ে ওপারের ঘাস জমিতে বা বালুর উপর উপুড় হয়ে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি কাটিয়ে দেন। শহরের কয়েক মাইল উজানে এক চমৎকার বালুভূমি তিনি জানেন, সেখানে দুজনে শুয়ে দিব্যি গল্প করা যাবে, তারই নিমন্ত্রণ পেলাম।

তার সঙ্গী হয়ে ওপারে গিয়ে সাদা কবোঞ্চ বালুর উপর একটু গড়িয়েছি মাত্র, এমন সময় আমার সঙ্গী আবেগের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, মস্কোর আর্ট থিয়েটারে 'আনা কারেনিনার' অভিনয় আমি দেখেছি কি না। আমি যে মস্কো যাই নি সেকথা তাকে জানালাম। তখন সারাটোভে বইটি দেখানো হচ্ছিল। তিনি আমায় বিশেষ করে অনুরোধ করলেন যেন একদিন সেখানে গিয়ে আমি বইটি দেখে আসি।

সঙ্গী বল্লেন—'দর্শকদের দেখে আপনি অবাক হবেন, বিশেষ করে তরুণ দর্শকদের দেখে। এরা হোল নতুন যুগের মানুষ, গত দু'বৎসরে এরা মাথা ঝাড়া দিয়েছে। আনা কারেনিনার অভিনয় দেখছে তারা কি ভাবে, তা লক্ষ্য করলেই আপনি তাদের সব থেকে ভালো ভাবে জানতে পারবেন।

বিস্তৃত বালু বেলায় আমরা দুটি মানুষ মাত্র। নিঃশব্দ পরিবেশ এবং নৈসর্গিক মাধুর্যে আমার সাথীটি প্রগল্ভ হয়ে উঠলেন—'আমার দশ বছরের মেয়ে নিনোচ্কাকে আপনি জানেন না, না?'

'না তো।'

'যতবার বইখানি দেখতে যাই, ইতিমধ্যেই দেখেছি চারবার, প্রত্যেকবার আমার মেয়েটির কথা মনে পড়ে। বড়ো হয়ে কত সুখের মুখ দেখবে ও তাই ভাবি আমি। ওর বাপমার মত হবে না।'

আমি হাসলাম। কোনো পোড় খাওয়া বলশেভিক যে অমন অদ্ভুত আত্মপ্রকাশ করতে পারে, এতে আশ্চর্য হতে হয়।

আমার সঙ্গী অধীর হয়ে বল্লেন—'হাসছেন কেন? হয়ত যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই আমার মনের এই অবস্থা হয়েছে, হয়ত মৃত্যু দেখে দেখে আমি অসুস্থ হয়েছি বলেই আমার মানসের এই রূপান্তর ঘটেছে'—উঠে বসে কয়েকটি নুড়ি জলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি আবার বল্লেন—'আধুনিক যুগের আমরা কত অর্বাচীন। আনা কারেনিনাকে

আমরা উপহাস করতাম, তাকে বলতাম *bourzhuika-beloruchka*, সাদা দস্তানা পরা পুতুল—চরিত্রহীন, সম্ভ্রমহীন, গৌরবহীন। আনার প্রেম, আনার দুঃখ, আনার মহিমা আমাদের চোখে ছিল সামান্য বস্তু। এই কিছুদিন আগেও টলষ্টয়ের নারী চরিত্র, টুর্গেনিভের মানস কন্যা, পুসকিনের তাতিয়ানা সম্বন্ধে আমাদের মতামত কি ছিল তা ত আপনি জানেন।"

মনে পড়ল স্তালিনগ্রাদের এক হাইস্কুলে একবার পুসকিনের 'ইউজিন ওয়ানজিন' সম্বন্ধে এক বিতর্ক সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম, সে কথা আমার সঙ্গীকে বললাম। সে সভায় প্রত্যেকটি মেয়ে নায়িকাকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করেছিল, কেবল একটি মেয়ে যখন তাতিয়ানার পক্ষ সমর্থন করল, সবাই মিলে তাকে ধিক্কার দিলে প্রাচীনপন্থী বলে, তার চিন্তা ধারা জীর্ণ।

'আমরা সত্যিই ঐ রকম ছিলাম', হেসে বল্লেন আমার সঙ্গী।

'কিন্তু আনা কারেনিনার অভিনয় দেখে আমার চোখ খুলে গেল, বুঝলাম আমাদের যুক্তি কত অসঙ্গত ছিল, আর আধুনিক যুগ চিন্তায় কত সুস্থ। আজ টলষ্টয়ের নায়িকাকে পরিহাস করে না কেউ—আজকের দর্শক তার হর্ষবিষাদে চোখের পাতা ভিজিয়ে ফেলে। তারা জানে যে তাতিয়ানা যদি আজকের যুগের মেয়ে হোত, সে হোত ইনজিনিয়র, সে হয়ত ফ্রন্টে আহত সৈনিকদের সেবা দিত। আজ শুধু তার জন্যে দুঃখ পেয়ে ক্ষান্ত হয় না তারা, তারা তাকে আরাধনা করে—কেন না সে মেয়ের মধ্যে রানী, সে পুরো রাশিয়ান, তার জীবন রোমান্সের পূর্ণতম বিকাশ।'

একটু থেমে চোখের পাতা নামিয়ে তিনি বলতে লাগলেন—'নিজে দেখার পর একদিন স্ত্রীকেও নিয়ে গেলাম অভিনয়ে। বিশ্বাস করতে পারেন কথাটা? আশে পাশের তরুণ দর্শকদের দেখে আমরা দুটি মানুষ যেন যৌবন ফিরে পেলাম ·· পরস্পরের হাত সুদৃঢ় ভাবে ধরে নিয়ে বসে রইলাম দুজনে। আমার স্ত্রীর চোখে জল ঝরতে লাগল, আমারও চোখে যেন একটা কুয়াশার পর্দা ঢাকা পড়ল। জানি, কয়েকটি মুহূর্তের জন্য, তবু ঐ একটুখানি সময়ের জন্যও রোমান্সের জগতে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে আশ্চর্য অনুভূতি হোল মনে। এই রোমান্সকে আমরা তরুণ বয়সে নির্বোধের মত উপহাস করে এসেছি। সত্যি আমরা কত অর্বাচীন ছিলাম।' আবার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বল্লেন 'আমাদের নিনোচ্‌কা তেমন হবে না। সে ত ইতিমধ্যেই পুসকিন পড়তে সুরু করেছে।'

এরই কয়েক সপ্তাহ পরে মস্কোর একজন বৈদেশিক সাংবাদিক আলেকজাণ্ডার ওয়েরথ-এর বিখ্যাত বই 'মস্কৌ ডায়েরী' সম্বন্ধে কটু সমালোচনা করে বলছিলেন, 'প্রতি পাতায় ও ভাবে পুসকিন সম্বন্ধে লেখার কোন অর্থ হয় না, পুসকিনই ত রাশিয়ার শেষ কথা নয়।'

তা নয়, সত্য, তবু আজকের রাশিয়া পুসকিন ছাড়া সম্ভব হোত না। ১৯৩৭ থেকে '১৯৪০ এর মধ্যে তাঁর রচনা বিক্রী হয়েছে তিন কোটী কপি। গ্রামেই হোক অথবা

শহরেই হোক প্রত্যেক বাড়ীর টেবিলে, বুক সেলফে পুসকিনের রচনা একখানি চোখে পড়বেই।

'পুসকিনের সব রচনা পড়েছেন?' প্রশ্ন করেছিলাম জয়া ভ্লাডিমিরোভাকে। সপ্তদশী এই মেয়েটির বাড়ী হোল টুলায়। রণক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের স্থানান্তরে বহন করার কাজে মেয়েটি ছ'মাস ছিল এবং ইতিমধ্যেই সে নিজের প্রদেশে খ্যাতি পেয়েছে। আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জয়া 'ইউজিন ওয়ানজিন' থেকে আবৃত্তি সুরু করে দিলে। 'সব মুখস্থ নাকি?'

'প্রায় সব' বলে জয়া সেই অপরূপ রোমান্সের আরো অনেকগুলি আবৃত্তি করে শোনালে আমায়।

সোভিয়েট প্রবর্তনের আগের যুগের মতই আজো ছেলেমেয়েরা পুসকিনের লেখা কপি করে বারবার, কখনো পড়ার তাগিদে কখনো আত্মতৃপ্তির জন্য। সে রোমান্সের সেরা কাব্যাংশগুলি তাদের অনেকরই মুখস্থ।

'পুসকিন ওদের মনকে আশ্চর্য খুসী করে' একজন শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন—'সেই রোমান্সে তাই ওদের অত আকর্ষণ।'

যে কোনও কারখানার শ্রমিকদের ক্লাবে যদি পুসকিনের কথকতা হয়, ভীড়ের আর অন্ত থাকবে না। আজকের মত এমন গভীর ভাবে আর কোন যুগেই পুসকিনের লেখা রাশিয়ার তারুণ্যকে দোলা দেয়নি, তাদের মনকে কল্পনায় ঝঙ্কৃত করেনি, রোমান্সের গভীর অর্থ ও মাধুরী এমন ভাবে ধরা পড়েনি। বালুবেলায় শুয়ে ভল্‌গার দিকে তাকিয়ে তার মেয়ে পুসকিন অধ্যয়ন করছে, এই চিন্তায় যে আমার পুরাতন বন্ধু খুসী হয়ে উঠবেই 'এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই' সত্যি।

রাশিয়ার অন্যতম ছোট গল্প লেখক ও সাংবাদিক য়েলেনা কোনোনেঙ্কো উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখেছেন—'রাশিয়ার তরুণীরা, তোমরা আজো বুঝতে পারোনি যে তোমাদের লেখা চিঠিগুলি ফ্রন্টের ছেলেরা কত আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। শুষ্ককণ্ঠ মানুষ যেমন আকুতি নিয়ে পান করে শীতল ঝরণার জল, তেমনি আকুতি নিয়েই তারা লেখে তোমাদের চিঠির ভাষা—তার প্রত্যেকটি কথায় সুধা। প্রত্যেকটি সুধাকনা তাদের হৃদয়ে নববল ও নবজীবনের জোয়ার এনে দেয়। হৃদয় তপ্ত হলেই, গায়ের হিমশীতল ওভারকোটটিও আর ঠাণ্ডা বোধ হয় না, অনুভূতির নবধারায় উত্তাপের প্রচণ্ডতা আর তত অসহ্য বোধ হয় না, ক্লান্তি যেন ধুয়ে মুছে যায় মন থেকে।'

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় স্তবকে রাশিয়ার জনচেতনা যখন বিদ্রোহে ও শূন্যতাবাদে উন্মত্ত ছিল তখন রোমান্সের এই ধরণের স্তুতিবাদ জারের পুর্ণপ্রতিষ্ঠার মতই অকল্পনীয় ছিল।

য়েলেনা লিখেছেন—'প্রেম ও যুদ্ধের কথা তুলছ তোমরা। বলছ সোভিয়েট সৈন্যরা হোল বীর, তারা রক্ষক, তারা ঈগল—তাদের হৃদয় কখনো বিষন্ন হতে পারে?

কিন্তু বিশ্বাস করো এ দুর্বলতাও নয়, সেন্টিমেন্টের প্রশ্নও নয়। এই হোল জীবন-নীতি। শত্রুর সাথে সংগ্রামে হৃদয় গ্রানাইটের মত কঠিন হলেও, আমাদের সৈন্যদের হৃদয় ত পাথরের নয়। প্রাণচাঞ্চল্যে সেও অধীর। তার ডাগ-আউটের ধারে যদি ফুল ফোটে তার প্রাণও পুলকিত হয়। সৈনিক সাথীর মৃতদেহ কবরস্থ করার সময় সেও কাঁদে, চোখের জলে তার লজ্জা হয় না। বিবর্ণ হয়ে যাওয়া তোমার যে ছবিটি, ক্যামব্রিকের যে রুমালটি সে যুদ্ধের আগুন আর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে বুকের এত কাছে বহন করে বেড়াচ্ছে, সেটিতে সে অধর স্পর্শ করে· · · আমাদের সৈন্যদের হৃদয় মানুষের হৃদয়, আর সেই হোল সব থেকে মহিমাময়।"

য়েলেনার লেখা 'তোমাদের ছোট ফটোগুলি', যার থেকে এই উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হোলো, প্রথম সংস্করণেই সে লেখা ছাপা হয়েছিল দশ লক্ষ কপি।

আমি নিজে আর্ট-থিয়েটারের প্রযোজিত 'আনা কারেনিনা' দেখিনি, কিন্তু 'ইউজিন ওয়ানজিনের' অপেরা এবং টুর্গেনিভের রোমান্স 'এ নেষ্ট অফ্ জেন্টেলফোক্' (সুজন মানুষদের বাসা) দেখেছি। পুসকিনের তাতিয়ানা বা টুর্গেনিভের লিজার সঙ্গে আজকের দিনের রাশিয়ার মেয়েদের দুস্তর ব্যবধান। দুটি যুগের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে অনেক ক্ষেত্রেই তারা বিরুদ্ধবাদী। আপন আপন সমাজ দর্শনের দৃষ্টি ভঙ্গীতে একে অপরের চোখে হীন, হয়ত বা হাস্যকর। তবু বিদ্রূপ বা হাসির প্রশ্নই ওঠে না কখনো। আজকের মেয়েরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বহন করে তাদের স্মৃতি, যাদের নিরপরাধ হৃদয়ের ভালবাসা চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু যারা পরাজয়ে, মর্মবেদনায় অবিশ্বাসিনী হয় নি প্রিয়জনের কাছে।

মস্কো কারখানার কমসোমোলদের সহকারী সম্পাদিকা মেয়েটি আমার কাছে সহজেই স্বীকার করলে—'টুর্গেনিভের বই দেখে আকুল হয়েই কেঁদেছি।'

'কিন্তু ভেবে দেখো, তুমি হলে কমসোমোলকা আর সে মেয়ে মঠ-বিহারিণী।'

'সে কেন তাও বুঝি। এক সময় আমিও ভালোবেসেছিলাম। এলব্রাসের পাহাড়ে আমাদের দেখা হোতো, আমরা পরস্পরের কাছে ছিলাম বাগদত্ত। বিয়েরও সব স্থির হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার মা বেঁকে বসলেন। তিনি বল্লেন যে, আমার মত মিটিং করা সমাজসেবী মেয়ে তিনি পুত্রবধূরূপে চান না, তিনি চান একটি সংসারী মেয়ে। উনি দুর্বল চিত্ত মানুষ ছিলেন, মায়ের কথারই জয় হোল। আমার মন ভেঙ্গে গেল—আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না তখনকার আমার মনের অবস্থা, কি জঘন্য একা একা লাগত। আমি যদি লিজার যুগের মেয়ে হতাম, আমিও মঠে গিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতাম। আর লিজা যদি আমার যুগের মেয়ে হোত সেও আমার মত অফুরন্ত কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে সান্ত্বনা খুঁজত, সব ভুলতে চাইত।'

রোমানফের 'ফুল ঝরে গেছে' গল্পের নায়িকার আর্তনাদের সঙ্গে এই ক্রন্দনের কত আকাশ পাতাল ব্যবধান। রোমানফের নায়িকা এক বান্ধবীকে লিখছে—

'আমাদের দুজনের মধ্যে আজ আর প্রেম নেই, আছে শুধু যৌন প্রয়োজন, ভালবাসার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য আজকের দিনে যারা দেহ ছাড়া অন্য কিছুর আবেদন জানায় তাদের নির্বুদ্ধিতা পরিহাসের চাবুক খায়।'

কিন্তু সম্প্রতি ছেলেরা আর তরুণী বান্ধবীকে প্রেম লিপি পাঠাতে লজ্জা বোধ করে না, তাদের জন্যে ফুল সংগ্রহ করতে হৃদয় আর বিদ্রোহ করে না। যুদ্ধ এই স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়ানুভূতিকে রুদ্ধবেগ করা দূরে যাক, তাকে আরো বেগবান করে তুলেছে।

বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে, এ সত্য স্বীকার করতেই হয় যে, রোমান্সের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ এতটুকুও অস্বাভাবিক হয়নি সে যুগে। গভর্ণমেণ্টের প্রাচীন অচলায়তনকে ধূলিসাৎ করে, প্রাচীন সমাজব্যবস্থা এবং জীর্ণ জীবন রীতির অবসান ঘটিয়ে, সোভিয়েট তন্ত্র তার যুবশক্তিকে অর্পণ করতে পেরেছিল কেবল হৃদয়াবেগ, বিপুল আশা এবং কয়েকখানি ভাবী সনদ, তার চেয়ে বাস্তব আর কিছু নয়। দেশের নেতৃসমাজে তখন বিপুল বিশৃঙ্খলা। দেশকে পরিচালিত করার জন্য বহু বিচিত্র পরিকল্পনা পেশ করা হচ্ছে, কিন্তু কোন পরিকল্পনার খসড়াতেই নেতাদের মধ্যে মতৈক্য ঘটছে না। তাদের মতবিরোধ চিরন্তন। এমন পরিস্থিতিতে, এই বিপ্লবের অগ্রগতি রুদ্ধ হোল রুশ সীমান্তে, সঙ্গে সঙ্গেই এক নূতন পরিপ্রেক্ষিত দৃশ্যমান হয়ে উঠল। স্তালিন এবং ট্রট্স্কির বিরোধ তখন রাশিয়াকে দুই বিপরীত দিকে আকর্ষণ করছে, সময়ের গতি যেন স্তব্ধ হয়ে এসেছে।

পরিকল্পনা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই সব বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল। দুর্বার বেগে এগিয়ে চল্ল সোভিয়েট—তার পরিকল্পনানুসারে দেশকে শিল্প সমৃদ্ধ করে তুলতে, ফসলের জমিকে সমবায় কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত করতে।

সেই সময়ে জীবনের কোমল বৃত্তিগুলির বিরুদ্ধে মানুষের সহিষ্ণুতার বিনাশ ঘটল। মস্কোর রবার কারখানার ডিরেক্টার আমাকে বলেছিলেন—'র‍্যাচমানিনভে আমাদের প্রয়োজন নেই। চেকভকে বাদ দিয়েই আমাদের দিন বেশ চলবে। জীপসি সঙ্গীত নাই বা শুনলাম আমরা। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রেরণা দেবে যে গান, যে বাজনা, তাকেই আমরা গ্রহণ করব প্রাণ দিয়ে।'

এর পর দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রবর্তিত হোল। এই পরিকল্পনা সমাপ্তির শেষের দিকে কিন্তু সেই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল। শুধু রাশিয়ার নয়, বিশ্ব-সাহিত্যের সব লেখক ও কবিদেরই উপস্থিত করানো হোলো জনসাধারণের কাছে। দেশের শিল্প ও কৃষি দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা, সাহিত্য এবং শিল্পবোধের নূতন ভিত্তি স্থাপিত হোল। দুর্বার আকস্মিকতার সঙ্গে মৃত্যু শেল গিয়ে লাগল সেই সব মজদুর সাহিত্যের প্রবর্তকদের উপর, যারা পুসকিন, চেকভোস্কি এবং বেদিয়া সঙ্গীতের বিরুদ্ধে নবতর এক শিল্পভঙ্গীর প্রতিষ্ঠা কল্পে এতকাল বিষোদ্গার করে আসছিলেন। এঁদের মতবাদকে একজন রাশিয়ার সংশয়বাদী সংজ্ঞা দিয়ে বলেছিলেন, 'কাস্তে হাতুড়ীর রূপ ও বাণী জগতের অন্য সব রূপ ও বাণীকে চিরতরে অবলুপ্ত করে দেবে।'

স্কুলে স্কুলে ইতিহাস আবার অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে নির্বাচিত হোল। জন-মনের কাছে পুসকিন হয়ে উঠলেন ঋষিকল্প। রাশিয়ার সঙ্গীতে চেকভোস্কি আবার পুরাতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোলেন। বিপুল শ্রদ্ধালাভ করলেন টলষ্টয়। সাম্প্রতিক সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে সংঘর্ষ চলতে লাগল সমানে। প্রকাশ্যেই ভ্রান্তি স্বীকার করা হোতে

াগল—পাপের ধিক্কার চলতে লাগল অপ্রতিহত। সেন্সর তেমনই কঠিন সতর্ক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে লাগল সাম্প্রতিক যুগের শিল্পী ও লেখকদের অবদানকে। অবশ্য লোকান্তরিত কথা শিল্পী ও রূপ শিল্পীদের সৃষ্টি স্পর্শমুক্তই রইল।

বিপ্লবের অগ্নিময় যুগাবসানে রাশিয়ার তারুণ্য আবার ফিরে পেল কর্তব্যে স্থায়িত্ব এবং স্বাভাবিকত্ব, ফিরে পেল সুষ্ঠু চিন্তা, সামাজিক প্রগতি এবং শিল্পবোধে ফিরে পেল মানসিক সুস্থতা। রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে এ স্বাভাবিকতা আচ্ছন্ন হলেও এবং যুগমানস চরম রূপ পরিগ্রহ না করলেও, অন্ততঃ যে বিদ্রোহ মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে সকল প্রকার সামাজিক শৃঙ্খলা এবং পারিবারিক ঐক্য ধর্মকে পরিহাস ও ব্যঙ্গে অবহেলা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল সেই সর্বময় বিদ্রোহের অবসান ঘটল। যে অনুভূতি প্রবণতা এবং বিদগ্ধ মানস পূর্বতন সমাজের তরুণ তরুণীরা অংশতঃ মাত্র পেতে পাবত, আজকের যুবসমাজ তা বহু উপায়ে লাভ করতে লাগল।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে এক সমবায় কৃষির সাধারণ স্কুলের পরিচালক আমাকে স্কুলপাঠ্য পুস্তকের বিষয়বস্তুগুলি দেখিয়েছিলেন। বিশেষ করে, উচ্চমানের পাঠ্য, সাহিত্য প্রসঙ্গের বইগুলি দেখে আমি বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। এই সব বৃহদাকার পাঠ্যপুস্তকে মজতুর সাহিত্যের একটি পংক্তিও আমি আবিষ্কার করতে পরিনি। এক পংক্তিও নয়! আজকের দিনের রাশিয়ার স্কুলের ছেলেমেয়েরা একদা যারা সত্য এবং শিল্পের একত্বকে খণ্ডন করে, সাহিত্যে নূতন প্রগতি আনবার প্রয়াস করেছিলেন, সেই সব সাহিত্যিক কবিদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, পাঁচ শ' আশী পাতার এই সাহিত্য সঙ্কলনে চার শ' উন'আশী পাতা ভরে আছেন প্রাক্ বিপ্লবের সাহিত্যিকরা আর আছে গোর্কির সেই সব রচনা যা বিপ্লবের পূর্ববর্ত্তী কালের। সোভিয়েট লেখকদের রচনা মাত্র একানব্বইটী পাতায় সীমাবদ্ধ। প্রাক্ বিপ্লব যুগের সাহিত্যরথীদের সঙ্গে যাদের রচনা এক স্তরের মাত্র সেই সব সোভিয়েট সাহিত্যিক নির্ব্বাচিত হয়েছেন এই সঙ্কলনে। তাঁদের নাম হোল মিখাইল সোলোকোভ এবং এলেক্সি টলষ্টয়। কবি মায়াকোভস্কির সঙ্গে চারজন অ-রুশীয় কবির রচনার টুকরোও সঙ্কলিত রয়েছে দেখলাম। রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ মণীষিদের রচনা থেকে জীবনী রস গ্রহণ করছে যে-রাশিয়ার তারুণ্য, তারা স্বভাবতঃই রোমানভের ছাত্র নায়কের মনোভংগীকে ক্ষুব্ধবোধ করবে, যেমন সেদিন করেছিল ভালবাসার নামে উগ্র দেহ লালসার কাছে সমর্পিতা সেই কিশোরী মেয়েটি।

চব্বিশ

প্রেমপত্র

অন্তরের অনুভূতি প্রকাশ করতে রাশিয়ানরা কোনদিন ভীত বা কুণ্ঠিত নয়। স্পষ্টই তারা সব কথা আলোচনা করে বলে, আর এখন আরো বেশী করেই করে। যুদ্ধ, তার ফলে বাধ্যতামূলক বিচ্ছেদ, মৃত্যুর বিভীষিকা প্রভৃতির জন্য রুশ পুরুষের তার প্রিয়তমার প্রতি ও রুশ রমণীর তার প্রিয়তমের প্রতি প্রেমের নিবিড়তা আরো বাড়িয়ে তুলেছে। পরস্পরকে তারা যে পত্র লেখে তা আবেগে ভরপুর।

এই সব চিঠি তারা বন্ধুজনের কাছে গোপন রাখেনা, ফ্রন্টের সৈনিক তার বন্ধুর কাছে নিজের চিঠি পড়তে দিতে লজ্জা বোধ করে না, একজনের কাছ থেকে অপরের কাছে চিঠি চলে যায়, কখনও আবার সমবেত ভাবে সকলে চিঠি পড়ে, এতদ্বারা তামারা, বা কাটিয়া, বা জিনা, তার স্থরা, বা বোরিস, বা পলের প্রতি যে প্রেম নিবেদন করেছে সকলেই তার সংবাদ পায়। ফ্রন্টে সৈনিকদের মধ্যে গভীর অন্তরঙ্গতা বর্তমান। তারা পরস্পরের মধ্যে শুধু যে পার্শেল বিনিময় করত তা নয়, তাদের বান্ধবীর কাছে পাওয়া চিঠি পত্রও বিনিময় হ'ত।

কমসোমলস্কয়া প্রভাদায় এই জাতীয় কিছু কিছু চিঠি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। তদ্বারা রুশ যুবজনের রোমান্স প্রিয়তা ও যুদ্ধ করার সামর্থ্যটুকু বোঝা যায়,—জানা যায় তাদের আশা ও আকাঙ্খা,—কি জাতীয় মানুষ তারা হতে চায়, বা তারা কি জাতীয় মানুষ। পশ্চিম প্রান্তরে সৈনিক আই, পেট্রোভের চিঠিখানি কোমলতা ও সরলতার পরিপূর্ণ। কমসোমলস্কয়া প্রাভদার ১৯৪২ এর ১০ইমে তারিখে চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছিল :

…"অনেকদিন হয়ে গেল, তোমাকে চিঠি দিইনি, তাই মনে আমার উত্তেজনার আর অবধি নেই। শুধু ভাবি আমার অন্তরে যে-আবেগ ও আকুলতা তা সকল যুদ্ধ ক্ষেত্র, সামরিক পথ, গরিলাযুদ্ধের পথ, অতিক্রম করে তোমার কাছে আমাদের পারস্পরিক প্রেমের গভীরতা ও নির্ভরশীলতার নিদর্শন হয়ে পৌছবে।

"যুদ্ধ আমাদের জীবনে পরিবর্তন এনেছে, আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রকৃত বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেনি। আমরা কমসোমল—আমাদের বিবেক কোনোদিনই আমাদের অন্তরকে দংশন করবে না যে আমরা ব্যর্থতায় দিন কাটিয়েছি, এমন কি যুদ্ধ-পূর্বকালীন দিনগুলিতেও বৃথা সময় কাটেনি। মনে পড়ে, আমাদের জীবন কি উত্তেজনায় ছিল? কাজ আর স্বপ্ন আর দুঃসাহসিকতায় ভরা ছিল তখনকার দিন—যা কিছু করেছি কিছুতেই আর তৃপ্তি পাইনি। যা পেয়েছি তার চাইতে বৃহত্তর কিছুর সন্ধানেই ঘুরেছি, আরো ঝটিকাসংকুল, আরো সর্বগ্রাসী।

"যখন ভ্যালেনটাইন গ্রিজোডুবোভা, মেরিনা পাস্‌কোভা, পেলিনা অসিপেংকো 'Rodina' বিমানে সাইবেরীয় অরণ্যে দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় বেরিয়েছিল, তখন তুমি কামনা করেছিলে তাদের অন্যতম হ'বার। বিমানকে উপকথার বস্তু, অথচ প্রকৃত বলেই গ্রহণ করেছিলে। আমাদের স্বপ্নের মধ্যে সর্বদাই কিছু সত্য খুঁজে পেয়েছি—কেমন তাই নয় কি ?

"স্কুল থেকে পাশ করে বেরোবার পর প্রেট্রোজাভোডস্‌কে আমাদের সেই মিলনের কথা মনে পড়ে। আমরা তখন হুকুমের আশায় ছিলাম, মনে ছিল নিবিড় বেদনাভার, জানতাম যে আমরা দেশের অপর প্রান্তে চলেছি, তুমি যাচ্ছো পুডোজ আর আমি সারটাভালা। কিন্তু আমাদের মনে বিষাদ ছিল না, প্রকৃত পক্ষে আমাদের সেই শেষ মিলন ছিল আনন্দময়। পুরাতন স্বভাব বশে আমরা নতুন ছবি The Great Waltz নিয়ে আলোচনা করলাম, আর সত্য গোপন করে লাভ কি? তুমি নিজেকে কল্পনা করেছিল কারলা ডোনার, আর আমি জোহান ষ্ট্রাউস্। মহৎ জীবনের স্বপ্নও মহান্।

"জানলার বাইরে অনেগা হ্রদের জল চক্ চক্ করছিল, অপর প্রান্তে কোথাও ছিল আদিম কালের পুডোজ আর লাডোগার পশ্চিম প্রান্তে পড়ে ছিল সরটাভালা। তুমি পূব দিকে যাবে আমি যাব পশ্চিমে। আমরা বিদায় নিলাম—তরুণ, রোমান্টিক জোহান ষ্ট্রাউস আর তুমি কারলা ডোনার। কে জান্‌ত সেই আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা, এই যুদ্ধের পূর্বে সেই আমাদের শেষ দেখা।

"নূতন কাজের ভিতর দিনগুলি ছিল কঠিন ও কঠোর, সুদূর পুডোজে পরিত্যক্ত অবস্থায় তোমার মনে অশান্তি ছিল, বিরাট কাজের স্বপ্ন দেখেছিলে অথচ দাসী চাকরের মত ছোট্ট একটি কাজ ছাড়া আর কিছুই পাওনি। কিন্তু এতেও তুমি হাল ছাড়োনি। তোমার সহজাত রসজ্ঞান বশতঃ আমাকে লিখেছিলে, "লণ্ডন-পুডোজ-প্যারী"—আমরা একত্রে দেখেছি। তোমাকে বুঝেছিলাম, তবু এই ভেবে উদ্বিগ্ন ছিলাম যে তুমি বুঝি ভেঙ্গে চুরে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে।

"দিন কেটে গেল, আমি লেক্ লাডোগা ও সরটাভালাকে ভাল বাস্‌তে সুরু করলাম। তুমি লেক অনেগা ও পুডোজের ওপর মন বসালে। আর প্রতিদিন প্রেম অনুরাগে মাখানো চিঠি লেক লাডোগা ও লেক অনেগায় ঘোরাঘুরি করতে লাগল। প্রতি সন্ধ্যায় বিশ্রাম নেবার আগে টেবিলে বসে তোমাকে ছোট ছোট চিঠি দিয়েছি। তুমি জানতে দিনে আমি কি করেছি। পরদিনের জন্য কি পরিকল্পনা করেছি। প্রতিদিন প্রাতে সুন্দর ভাবে মোড়া চিঠি তোমার কাছ থেকে পেয়েছি। আমিও জানতাম আগের দিন তুমি কি করেছ আর আজ তুমি কি করবে।

"যদিও দূরত্ব আমাদের বন্ধুত্ব ও প্রেমকে বাধা দিতে পারেনি। আগেকার মতোই আমরা একত্রে স্বপ্ন দেখেছি, সুগন্ধ আমার ঘরের অংশ হয়ে উঠেছে। আমি যখন সৈন্য দলে যোগ দেবার জন্যে বাড়ী ছাড়লাম তখন কারেলো—ফিনিস রিপাবলিকের আদিম অরণ্য ও লেক লাডোগার তুষার কিরিটীনি তরংগের জন্য আমার মন খারাপ হত। তুমি আমাকে বিদায় জানিয়ে গিয়েছিলে ও মাত্র কয়েকটি কথা বলেছিলে। তুমি বলেছিলে

যে আমাকে বিশ্বাস কর, এবং আমি যে সব কিছুর যোগ্য একথা প্রমাণ করব। তোমায় সে কথাগুলি বারবার পুনরাবৃত্তি করেছি আর যতবার তা করেছি তার মধ্যে একটা নূতন সুরের সন্ধান পেয়েছি। যখন জার্মান বোমা সর্বপ্রথম আমার মাথার উপর সুর করে উড়ে গেল। পায়ের তলায় মাটি গুমরে কেঁপে উঠল তখনই আমি বুঝলাম যে একটা কঠিন পরীক্ষার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। তুমি হয়ত এখনও ঘুমিয়ে আছ, কি যে ঘটছে সে বিষয়ে অন্ধকারে আছ, আমি কিন্তু আমাদের লোকের রক্ত দেখেছি। দেখেছি আমাদের জ্বলন্ত ঘরের ধূমায়মান বহ্নি। আমার ছোট্ট চিঠিটি ইতিমধ্যে তোমার কাছে চলে গেছে। কি যে তাতে লিখেছি মনে নেই। কিন্তু একথা মনে আছে যে ঐ চিঠিটি একটি শপথ।

"এ চিঠির কোন উত্তর পাইনি। তখনকার সেদিন ছিল ভয়ংকর দিন। ফ্যাসিস্ত জার্মানির সৈন্যদল গলিত সীসা আর আগুন ঢেলে পথ প্লাবিত করে দিচ্ছিল, আর এগিয়ে যাচ্ছিল। আর আমরা পিছন দিক রক্ষা করছিলাম আর পদে পদে পশ্চাদপসরণ করছিলাম। আমাদের সব গ্রাম হারাতে হল। ছুটিতে তুমি ত সেইখানেই কাটাচ্ছিলে, আর এই কারণেই আমি তোমাকে হারালাম।"

"তোমাকে চিঠি লেখার পর অনেক দিন কেটে গেছে। মনে হচ্ছে কাগজের ওপর কি করে গুছিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করব তা বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি নিয়তই তোমার কথা ভাবি। আর অন্তরকে বিশ্বাস করিয়েছি যে আমাদের আন্তরিক এবং উত্তেজনাপূর্ণ চিঠিপত্র কোন দিনই থামেনি।

"ফ্রন্টে একদিন একটি মেয়ে দেখে ভাবলাম তুমি। আর ঠিক তোমারই মত—শান্ত, সাহসী, নির্ভিক, নম্র। আমার মনে হল আমি যেন তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছি। আর এই চিন্তা আমাকে সাহস ও শক্তি এনে দিলে।

"আর একবার কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান কোন একটি মেয়ে চমৎকার কাজের রেকর্ড করেছে তাই তার ফটোগ্রাফ বেরিয়েছে। আমার মনে হল যেন তুমি ও সেই সংগে আমার দেশের আরো মেয়েরা যুদ্ধে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছ। আমি সযতনে সেই মেয়েটির ছবি সরিয়ে রাখলাম আর মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম সেই মেয়েই তুমি। এতেও আমার সাহস ও শক্তি বাড়ল।"

যখন জয়া কস্‌মোডেমোন্সকয়ার কথা প্রথম শুন্‌লাম তখন তার ভিতর দেখলাম তোমার রূপ। জয়া মারা গেছে কিন্তু সে বিজয়িনী। তার মৃত্যু ভাংকোর* অগ্নিগর্ভ হৃদয়ের মত তার শত সহস্র বন্ধু সাথী ও বালক বালিকাদের বিজয়ের পথ যে আলোকিত করে তুলেছে। আর সকলের মত আমিও তার পৈশাচিক মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার আগুনে জ্বলে উঠলাম। এতেও আমি শক্তি ও বিশ্বাস পেলাম।

"সমুদ্রের আকর্ষণময়ী রূপ ঝড়ের সময় প্রকাশিত হয়, সৈনিকের মহত্ব প্রকাশ পায় যুদ্ধের সময়। প্রত্যেক সোভিয়েট পুরুষ আজ সৈনিক। আজ আমি জানি যেখানেই

*গোর্কীর Old woman Izergill এর একটি ছোট গল্প।

তোমার অদৃষ্ট তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যাক না কেন? তুমি ঠিক পুরোভাগে তোমার স্থান পেয়েছ, সেই কথাই ভাবি। সেই কথাই ত ভাবতে চাই।

"আমি জানি যেখানেই তুমি থাক না কেন, আর যাই তুমি কর না কেন, তুমি তোমার কাজে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট নও। তুমি আরো এবং আরো কাজ করতে চাও। তুমি যদি পিছন ভাগে থাক সেখানে নিজেকে ভুলে গিয়েই দিনরাত্রি কাজ কর, আরও পুরোভাগে যাওয়াই তোমার বাসনা। তুমি যদি পুরোভাগে বা গরিলা বিভাগে থাক, তাহলে তুমি শত্রুর সংগেই, চাও তার সংগে লড়তে, তাকে ধ্বংস করতে।

"এই ভাবেই আমাদের মেয়েরা প্রতিপালিত হয়েছে। জয়া কসমোডেমিনোস্কয়া, লিজা টইকিনা, ডানিয়া পেট্রভ এবং আরও শত শত মেয়েদের রক্ত প্রতিশোধের জন্য আকুল হয়ে আর্তনাদ করছে।

"আমাদের তরুণ মুখে কুঞ্চন রেখা ফুটে উঠুক। আমরা তা শৌর্য্যের চিহ্ন বলে গ্রহণ করব। যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি তা সত্ত্বেও আমাদের চোখে প্রেমের জ্যোতি ও বহ্নি অনির্ব্বাণ থাকবে। আমি জানি তোমার ঐ কালো ও বিশ্বাসভরা চোখের পানে আবার তাকাতে আমার লজ্জা হবে না। আরো জানি যখন আমাদের পরস্পরের আবার চোখাচোখি হবে তখন তোমার সুন্দর ভ্রু আনত হবে না।"

"আমি বড়ই চাঞ্চল্য বোধ করছি। কতদিন আগে তোমায় লিখেছি, কিছু সুন্দর ও মধুর কথা লেখার বাসনা ছিল, কিন্তু বোধ হয় সাফল্য লাভ করতে পারলাম না। বিশ্বাস আছে তুমি আমাকে বুঝবে। মনে রেখো 'প্রিয়তমে' শব্দাংশেই আমরা আমাদের বুঝেছি।"

"আই পেট্রভ।"

গরিলা বাহিনীর কমাণ্ডার গাভ্রুসা (কল্পিত নাম)—তাঁর স্ত্রী নাতাশাকে যে চিঠি লিখেছিলেন ও নাতাশার উত্তর, নাতাশা স্বয়ং আমার হাতে দিয়ে ছিল। আমি নাতাশাকে অনেক দিন ধরে জানতাম! মেয়েটি উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতি সম্পন্ন, সাহিত্য-রসিকা তরুণী। ইংরাজী সমেত কয়েকটি বৈদেশিক ভাষার উপর বেশ দখল আছে। সাত বছর আগে উনি গাভ্রুসাকে বিবাহ করেছিলেন। আর এরকম সফল বিবাহ আমি খুব কম দেখেছি। গাভ্রুসা কলেজে বড় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল তাই গ্রাজুয়েট হতে পারে নি। ব্যবসা হিসাবে সে বিজ্ঞাপন প্রচারের কাজ গ্রহণ করেছিল। যুদ্ধের পূর্বে এই ব্যবসায় কয়েকটী শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে আকৃষ্ট করেছিল। বিজ্ঞাপনের কাজে বিরক্ত হয়ে গাভ্রুসা পরে ক্যামেরা রিপোর্টারের কাজে হাত দেয়। যখন যুদ্ধ লাগল তখন একটা চুক্তি অনুসারে ও কঠোর কাজে ব্যস্ত ছিল। সুন্দর স্বাস্থ্যসম্পন্ন প্রত্যেক রাশিয়ানের মত ও রিজার্ভ ক্যাভার্লি অফিসার হিসাবে সে সৈন্য বিভাগে দু বৎসর কাজ করেছে। কুশলী স্কীয়র ও ভালো ঘোড়সওয়ার বলে সে সর্ব্বদাই নিজের শারীরিক সামর্থ ঠিক রাখত। নিজের যুদ্ধের বুট জুতো সর্বদাই কার্যোপযোগী রাখত। বেসামরিক প্রয়োজনে কাজে লাগত না বটে, কিন্তু আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য সর্বদাই গ্রীজ লাগিয়ে তুলে রাখত। যুদ্ধ লাগার সংগে সংগেই সৈন্যদলে

যোগ দিয়ে সে পুরোভাগে লড়তে লাগল ও একটি গরিলা দলে যোগ দিয়ে শীঘ্রই তার নেতা হয়ে দাঁড়াল। দীর্ঘদিন নাতাশা ওর সম্বন্ধে কিছু শোনে নি, সে জানত না ও জীবিত কি মৃত। তারপর এই চিঠিখানি এল।

"ওগো আমার প্রিয় নাতাশা":

আজ আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দের দিন—আমাদের সোভিয়েট বিমান এসেছে এই চিঠিখানি তোমার কাছে দিয়ে যাবে। কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিনা যে বিমানটিকে আমি দেখতে পাচ্ছি, চিঠিটী তোমার হাতে গিয়ে পৌছবে, তুমি তা পড়বে ও চিঠিটি নিয়ে আলোচনা করবে—অনেক দীর্ঘ বিনিদ্র শীতের রাত তোমার কথা ভেবে কাটিয়েছি। মানস চক্ষে দেখেছি তোমার জীবনের আতংককর মূহূর্ত ও সংকট। কিন্তু আমি তোমাকে কোন সাহায্যই করতে পারিনি। কিন্তু এখন আমি কোনো দুঃখ, কোনো কষ্ট ও কোন সংকটের কথা ভাববনা। আজ আনন্দের দিন। উদ্দাম উচ্ছ্বাসের দিন। এইদিন ও এই মূহূর্তের জন্য মাসের পর মাস আমি অপেক্ষা করে আছি—কখন এক মিনিটের অবসর পাব তোমাকে চিঠি লেখবার, আর নিশ্চিত ভাবে জানব সেই চিঠি তোমার কাছে পৌছবে। আর এখন যখন সেই সময় এল—তখন মনে হচ্ছে বাঁদবাম ছাড়া কিছুই লেখবার ক্ষমতা নেই। হে আমার একেশ্বরী নাতাশা! তুমি কোথায়? কোথায় তুমি? তোমার কি কিছু ক্ষতি হয়েছে? তোমাদের সবাই কোথায়? হয়ত আমার অনেক প্রিয়তম বন্ধু আর বেঁচে নেই কিংবা অসুস্থ বা আহত। এখনকার দিনে কিছুই ত অসম্ভব নয়। দিবারাত্র মনকে আমি এই প্রশ্নই করি...জবাব দাও, সাড়া দাও। তুমি বোধ হয় বুঝতে পারছ না যে ফ্যাসিস্ত শৃগালদের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে ও অনেক দূরে সরে এসে আবার একবার নিজস্ব জোভিয়েট ভূমিতে উপস্থিত হওয়া কতো আনন্দের, কতো বড় ভাগ্যের কথা। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না যে কি পাশবিক উন্মত্ততায় আমাদের জনগণ ও সেই সংগে আমি এই শত্রুর পিছনে তাড়া করে ও ধ্বংস করে আমার স্বদেশ থেকে তাকে তাড়িয়েছি। জার্মানদের উপর আমার এত ঘৃণা যে আমি যে শুধু তাদের যুদ্ধে নিধন করি তা নয় সহসা দেখা পেলে অকস্মাৎ তার ঘাড়ে লাফিয়ে সেই নিরস্ত্র বর্বরকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলি। আমি তাদের বন্দি করি না। তা করলে তাদের নিয়ে যে কি করতুম জানি না। গরিলারা গরিলাই—ওরা যেন জংগলের পশু। ওরা শীকার করে আবার শীকার হয়—ওদের কাছে বন্দীর কোন প্রয়োজন নেই, তাদের সম্বন্ধে চিন্তা করারও কোন অবসর নেই। ক্ষিপ্রগতিতে সোজা বুকের ভিতর ছুরি বসিয়ে বেয়নেট চালিয়ে দিয়ে একেবারে শেষ করে দিই। আমাদের জনগণের ওপর যে বেদনা ও অপমান ওরা এনে দিয়েছে তাতে করে এ কাজ আমি স্বচ্ছন্দে করি। অথচ মনে আছে, যুদ্ধের পূর্বে একটা মুর্গীও আমি কাটতে পারতুম না। বড় আশ্চর্য লাগে না? অবাক হয়ে যাচ্ছ? ঐ ধরণের লোকদের জন্য আমার হৃদয় হল পাথরের। ওরা মানুষই নয়। ভীরু শেয়াল বর্বর। আমার ভাষায় কুলায় না, আর অত কাগজ ও নেই যে ওদের সম্বন্ধে কি মনে করি তা তোমায় খুলে খুলে লিখি। তা ছাড়া অন্ধকার হয়ে আসছে। জ্বালানি কাঠের আগুণের আলোয় বসে চিঠি লিখছি।

প্রিয়তমে নাতাসা শীঘ্রই এমন দিন আসবে যখন আমরা আবার মিলব এবং যুদ্ধের আগেকার দিন গুলির মতো সুখে দিন কাটাবো। বিশ্বাস করো সে শুভদিন আসন্ন। আবার আমরা পরস্পরের বাহুলগ্ন হব।

প্রায় পাঁচ ছয় মাস হোল আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি। তুমি কখনই জানো না কি ভাবে এইদিন কেটেছে। কতবার মৃত্যুর মুখোমুখী এসেছি। তবুও আমি এগিয়ে যাব। আমি এখনও পরাজিত হইনি—আমার দেহে একটাও ক্ষত চিহ্ন নেই। শুধু আমার দুটো দাঁত ভেঙে গেছে। গরিলা যুদ্ধে এই টুকুই আমার মোট ক্ষতি।

অনেক কথাই তোমাকে লেখবার ছিল কিন্তু জ্বলন্ত কাঠ নির্মমভাবে ম্লান হয়ে আসছে। আশা করি শীঘ্রই আমাদের দেখা হবে। বিদায় প্রিয়তমে। বিদায়, যারা আমার প্রিয়!

তোমার সংগে এক মিনিট কাটাতে পারলে কি আনন্দই না হোত। ওগো আমার প্রিয়তমা স্ত্রী আমার চুম্বন নাও।

তোমার স্বামী "গরিলা গাভরুসা।"

নাতাশার উত্তর

... অনেক সময় আমি মনে মনে ভেবেছি "বেচে আছে" এই কথাটুকু তোমার কাছ শুধু যদি শুনতে পেতাম তাহলে আমি কতো আনন্দই না পাব। স্বর্গীয় আনন্দ! এখন তোমার আশীষভরা চিঠি এল। আমি একথা স্বপ্নেও ভাবিনি। কি অপরিসীম সৌভাগ্য। এই চিঠি আমার মনে কি আনন্দ জাগিয়েছে সে কথা আমি কি করে জানাব। আমার অন্তরে নূতন শক্তি সঞ্চার করেছে এই চিঠি। আমাকে যেন পাখনা এনে দিয়েছে। বেঁচে থেকে আজ কি আনন্দ। তুমি জান কি ভাবে আমি আমাদের স্বদেশকে ভালবাসি। তবু যখন শুনেছি তুমি গরিলা দলে যোগ দিয়েছ সেদিন থেকে মনে মনে ভাবি "ও কেমন আছে?" আমি জানি তুমি কতো সাহসী কোন কিছুতেই তোমার ভয় নেই। তবু বহু বিনিদ্র রজনী কত উদ্ভট কল্পনা করে কেটেছে। আমি জানতাম কি গুরুভার তুমি কাঁধে তুলে নিয়েছ, আর কি অসীম পরীক্ষার সামনে তুমি পড়েছ। এ পরীক্ষা সকলের সহ্য করবার শক্তি নেই। এই কারণে তোমার চিঠি অমূল্য সম্পদ হয়ে এসেছে।

তুমি বেঁচে আছ জেনে, তুমি দিবারাত্র আমার কথা চিন্তা কর জেনে, আনন্দে ও গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছে। তুমি আর আমি প্রিয়তম এক অখণ্ড বস্তুর দুটী অংশ। শুধু যুদ্ধেই আমাদের বিচ্ছেদ সম্ভব। যুদ্ধান্তে আমরা আবার পুনরায় মিলিত হব। আর আগের দিনের চাইতে আরো নিবিড় মিলনে বাঁধা থাকব।"

গাভরুসার দ্বিতীয় চিঠি

এপ্রিল ৫, ১৯৪২, সকাল চারটে।

প্রিয়তমা নাতাশা,

এখন ভোর হচ্ছে, চাষীরা ঈষ্টার উৎসব প্রতিপালন করছে আর আমি স্কী পায়ে দিয়ে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একবার কল্পনা নেত্রে ভেবে দেখ অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্যি।

মাঝে মাঝে মনে হয় সব কেমন ওলট পালট হয়ে গেছে—শুধু মানুষের জগতে নয়, প্রকৃতির জগতেও। এখন শেষ কিংবা সুরু খোঁজা শক্ত। শীত আর বসন্তের পার্থক্য বোঝা যায় না।

আমার শাদা কামোফ্লাজ পোষাকে আমাকে যেন একটা জীবন্ত ভূতের মতো দেখাচ্ছে। যে মুহূর্তে জার্মানরা আমার পোষাক দেখতে পায় তখনই তারা চঞ্চল হয়ে উঠে। ওরা জানে আমি কে—গ রি লা, আমার শরীরের সামান্যতম আন্দোলনেও আগুনের ঝড় উঠবে। আমি শুয়ে পড়ি, ওরা ঠাণ্ডা হয়। স্তব্ধতা, এমনি মারাত্মক স্তব্ধতা, ভেবে দেখ শুধু যে তুমি তোমার নিজের হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে পাবে তা নয়, প্রতিটি জার্মান সৈনিকের হৃৎস্পন্দনও শোনা যায়। এইভাবে কয়েক মিনিট কেটে যায়। এক একটি মিনিট যেন একটি ঘণ্টার মত। তারপর আসে মেসিন গানের আগুন। অদৃশ্য ভাবে গুঁড়ি মেরে পাশের খানায় পড়ি। মেসিন গানের অগ্নিবর্ষণ থেমে যায়। তারপরে আমার চারিপাশে একটা স্তব্ধতা বিরাজ করে। এই ভাবেই আমার ঈষ্টারের রাত কেটে গেল। আর কি ভাবে তোমার দিন কাটল। সব কথা আমাকে খুলে লেখ। আমার প্রিয়জন কেউ যদি পৃথিবী থেকে সরে গিয়ে থাকে সে কথা আমার কাছে গোপন রেখনা। তোমাকে সর্ব ব্যাপারে সাহসী হতে হবে। সর্ব বিষয়েই নির্ভয় হবে। আমি সত্যকে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত। অদৃষ্টের আঘাত চোখের পলক না ফেলেই আমি গ্রহণ করতে পারি।

প্রিয়তমা নাতাশা, কবে তোমার প্রথম চিঠি আমার কাছে এসে পৌছবে আমি তারই প্রতীক্ষায় আছি, যে নবজাত সন্তানের প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছ, তার আবির্ভাব সংবাদের জন্য আগ্রহকুল হয়ে আছি।

গাভ্রুসার তৃতীয় চিঠি

প্রিয়তমা নাতাশা।

তোমার মূর্তি সর্বদাই চোখে চোখে আছে। মনে মনে কতবার তোমাকে বিদায় জানিয়েছি—শুধু তুমি নও, মস্কৌ এবং যা কিছু আমার ঘনিষ্ঠ তাদেরই আমি বিদায় জানিয়েছি। অদৃষ্ট করুণাময়। আমি নিরাপদে আছি, এখনও আমি লা কুকারচা* গান গাই—অর্থাৎ এতদ্বারা বোঝা যাবে যে আমি দেহে মনে ভালো আছি। নিজের ওপর এবং অবশ্যম্ভাবী বিজয়ে আমার বিশ্বাস আছে।

মাঝে মাঝে মস্কৌ থেকে সংবাদপত্র এসে হাজির হয়, বুঝি রাজধানীর জীবনধারা কি ভাবে স্বাভাবিক খাতে বইচে, থিয়েটার ও সিনেমা খোলা আছে, আর তাতে দর্শক সমাগম হচ্ছে।

প্রিয়তমা নাতাসা আমার কথা স্মরণ করো, আর মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি দিয়ে জানিও তুমি কেমন আছ। তোমার কাছ থেকে সংবাদ পেলে যুদ্ধের এই গুরুভার,

* মেক্সিকান সংগীত। মার্কিন ফিল্ম মারফত যুদ্ধের পূর্বে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

আমার পক্ষে বহন করা সহজ হবে। নিজের কথা যা ভাব তার চেয়ে অন্তত: অর্ধেক আমার কথা ভেব। ঘুম থেকে উঠে এবং শুতে যাবার সময় আমার কথা স্মরণ করবো। তাও যথেষ্ট নয়। দিনে অন্তত আরও পাঁচবার আমার কথা ভাববে। কারণ আমার শোবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নেই। চোখের পাতায় কদাচিৎ আমার ঘুম নামে। যতবার আমি চোখ বুজোই ততবার তোমার কথা ভাবি। কতদিন যে বিছানা বা বালিস দেখিনি মনে হয়, ওরকম কোন জিনিষ কখনো আমি দেখিনি, কখনো ছিল না।

নাতাশা'র চিঠি গাভরুসাকে

'ওগো আমার অন্তরতম,—

'ছ মাসের ওপর হ'ল তোমার কাছ থেকে আর কোনও সংবাদ পাইনি, আবার কার্ত্তিকর দিন এসেছে, যখন তোমার কাছ থেকে কোনো চিঠি পাইনা, তখন বার বার যে পুরাতন চিঠিগুলি আছে তাই বার করে পড়ি। তাও সংখ্যায় মাত্র পাঁচটি—কাগজের ওপর নজর না দিয়ে এই বহুমূল্য কথাগুলি বার বার মনে মনে আলোচনা করি, এর মূল্য এখন আমার কাছে অনেক বেশী। সব কথাগুলি মনে আছে—শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত, কিন্তু এও আমার কাছে সব নয়। যদি জানতে, তোমার চিঠির কি দাম আমার কাছে, আর কি ভাবে আমি আছি। আর তোমার জন্য কি গর্ব আমার মনে, আর তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে কত কষ্টের, কত কঠিন। আমি চাই এ কথা তুমি জানো, ওগো প্রিয়তম, আশাকরি শীগ্‌গীরই তোমার জবাব পাব, তাহ'লে জানবো এ চিঠি তোমার হাতে পৌছেচে।

"একটা এমন কিছু পেতে চাই যদ্বারা তোমার কথা আমার স্মরণে জাগবে। গতকাল আমাদের বাসায় গিছলাম, ওখানে অবশ্য এখন আমরা থাকি না। তোমার ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম, তোমার "Action of Cavalry in Battle" বইখানার পাতা উলটিয়ে দেখলাম, তোমার ক্যামেরা দেখলাম, ফটো তোলার যন্ত্রপাতি—তবু যেন কিছুই দেখলাম না, আমাদের বাড়ি, আমাদের সেই উজ্জ্বল ছোট্ট বাসা,—এই বাড়ি দেখে বন্ধুরা একদা বলত, সুখ শান্তির যেন গন্ধ ভেসে আসছে—এখন তার আর কোনো অর্থ নেই। সবই যেন ঠাণ্ডা—শূন্য আর শ্রী হীন। তুমি ফিরে এলেও প্রিয়তম, ও বাসায় আর আমরা থাকবো না।

"ছোট্ট সেই উপত্যকাটিতে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে রেল ষ্টেশনে গেলাম, আমাদের বিবাহের সময় যে বাসায় তুমি থাকতে সেই বাড়ির পাশ দিয়েই গেলাম, সহসা মনে পড়ল কবে থেকে আমাদের প্রেম সুরু হ'ল। আমাদের পরিচয়ের প্রথম সপ্তাহ,—প্রথম যেদিন তোমার বাড়িতে আমি এলাম, প্রথম যখন তুমি আমাদের বর্তমান বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলে,—লোহার সিঁড়ির নীচে তুমি দাঁড়িয়েছিলে, সে কথা মনে পড়ে? আর তুমি আমাকে বলেছিলে "নীল স্বপনের" মত তুমি আমার প্রতীক্ষায় ছিলে। আর আমিও সেদিন একটা নীল পোষাক পরেছিলাম!

"তুমি আমাকে নোংরা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে গেলে, সিঁড়িটা মেরামত হচ্ছিল,—অথচ তা সারানো হচ্ছিলনা, নোংরা ছিল তার কারণ সিঁড়িটা পরিষ্কার করা হয়নি।

মাদার রাশিয়া

"যাই হোক্ সেই পুরানো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম, আমি হলের বারান্দায় ঘুর্‌লাম,—সেখানে ঘনীভূত অন্ধকার, অতিকষ্টে আমি সেই ঘোরানো সিঁড়ির পথ দেখে নিলাম। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। সেই পুরাতন ঘোরান সিঁড়ি, এইখানে তুমি দাঁড়িয়েছিলে। তোমার সেই আয়ত চোখদুটি আমার এখনো মনে আছে, অন্ধকারেও তা কত উজ্জ্বল ছিল। আমি দরজায় এলাম, দরজায় ধাক্কা দিয়ে লাভ নেই, কেউত বেরিয়ে আসবে না। কেউ দোর খুল্‌বে না।

"একজন প্রতিবেশিনী ঘরের ভিতর থেকে মুখ বের করে প্রশ্ন কর্‌লেন, কি খুঁজছেন—বিশ্রীভাবে দু একটী অস্পষ্ট কথা বলে নেমে এলাম।

"এত খুসী আমি যে আমার হৃদয়ে আর কিছু গজায় নি, আমার কাজ এতই কঠিন ও সতেজ যে আমি শুধু বেঁচে থেকে সব কিছু অনুভব করব তা নয়, কষ্ট পাব, স্বপ্ন দেখ্‌ব। তুমিও ত স্বপ্ন বিলাসী কম নয় গাভরুসা! আর এইখানেই আমাদের জীবন এত অপূর্ব! জীবন এমন সুন্দর হ'তে পারে? এত মধুর!

"আমার মত একজন বে-সামরিকের কি এত কথা বলা উচিৎ? যতই আমি তোমার কথা শুনি বা যুদ্ধের আতংককর অবস্থার কথা পড়ি না কেন, যার জীবনের সঙ্গে মৃত্যু, ঘণ্টা ও মিনিটের ব্যবধানে বাঁধা, যে স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, জীবন ও মরণের অদৃশ্য সীমারেখায় সামনে যে উপস্থিত তার মত আমি কি জান্‌ব? শুধু তোমার মত লোক, গাভ্‌রুষা, তোমরাই শুধু জীবনকে বুঝবে! তবু না বলে পারিনা জীবনের কথা। জীবন কত বড়, কত মধুর ও আনন্দরসে ভরপুর!

"হে আমার প্রাণের আনন্দ, সব কথা আমাকে খুলে লেখ, কেমন আছ, কেমন তোমাকে এখন দেখ্‌তে, কি ভাবে আছ। কে আজ তোমার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু! কি ভাবে চলছে তোমাদের সামরিক অভিযান! যে সব সংবাদ মাঝে মাঝে কানে আসে তাতে মনে হয় তুমি হয়ত ভালোই আছ!

এগিয়ে চল, প্রিয়তম এগিয়ে যাও,—পরাজয় না মেনে এগিয়ে চলো, এগিয়ে যাও সেই মহালক্ষ্যে, অরণ্যের ভিতর তুমি ও তোমার মতো আরো নর-নারী যে পবিত্র আদর্শের জন্য, আমাদের স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য-জীবনপন করেছ সেই পথেই এগিয়ে যাও। আমার অন্তরের প্রেম তোমাকে সকল অশুভের স্পর্শ থেকে মুক্ত রাখুক—একটা প্রাচীন কথা আছে জানোত' যারা প্রেমের আনন্দে মগ্ন—বন্দুকের গুলি তাদের বুকে লাগে না। তুমিও তাহলে অশুভ ও ক্ষতির হাত থেকে ত্রাণ পাবে। কারণ আমাদের প্রেম প্রকৃত ও অবিনাশী।

"একদিন সহসা তুমি এসে হাজির হ'বে। আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়োনা। একথা সত্যি, মানুষ আনন্দে পাগল হয়। তবু জানিনা আমার কি হ'বে! কি করব তোমার কণ্ঠস্বর শোনার পর।

তোমার প্রিয়তমা পত্নী

"নাতাশা"

কেঁদো না মারিয়ানা

১৯৪২-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের কমসোমল প্রাভদায় এই শিরোনামা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল,—আমি সেই কাহিনীটি পাঠ করলাম, ও তার আক্ষরিক বিবরণ আমার পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য নীচে দিলাম। আমি যতদিন রাশিয়ায় ছিলাম তার ভিতর এমন মর্মস্পর্শী কাহিনী আর আমার চোখে পড়েনি।

"প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

দয়া করে আমার এই চিঠি খানি আপনার সংবাদ পত্রে প্রকাশ করে বাধিত করবেন। কিন্তু তার পূর্বে আমার কমাণ্ডার ও বন্ধু লেফ্‌টেনান্ট্‌ অস্ত্রোভিচ্‌ আর্টসেংকো কর্তৃক তার প্রিয়তমা মারিয়ানা স্লেইয়েভাকে লিখিত এতদসংলগ্ন চিঠিটি পড়ুন: লোকটির অন্তঃকরণ কি পবিত্র ছিল! চিঠিখানি পড়ুন, পরে আমি তাঁর ইতিহাস বলছি:

"অভিনন্দন জেনো প্রিয়তমা মারিয়ানা,

"আজ তোমার চিঠি পেয়েছি আর অতি তাড়াতাড়ি এই জবাব পাঠাচ্ছি। প্রিয়তমে, যদি জানতে আমার কি আনন্দ হয়েছে! যখনই তোমার কাছ থেকে পত্র পাই আমার আনন্দ হয়। আর আনন্দ হয় যখন বন্ধুদের সংগে জার্মানদের ওপর বিজয়লাভ করি, তাদের ধ্বংস করি, আমাদের চোখের সামনে যা পাই নিঃশেষ করি।

"মারিয়ানা! তোমার কাছ থেকে যখনই কোন চিঠি আমার কাছে এসে পৌছায় শত্রুর প্রতি আমার ঘৃণা চরমে পৌছায়,—আর কতদিনে আমাদের বিরহের অবসান ঘটবে? আমার বিশ্বাস সে সময়ের আর বেশী দেরী নেই,—শত্রু শীঘ্রই পরাজিত হ'বে আর আমরা আমাদের স্বদেশ ডনে ফিরব।

"মারিয়ানা! আমার যে বন্ধুটির কথা হাসপাতালে তোমাকে বলেছিলাম তিনি ফিরে এসেছেন,—আমার কাছ থেকে মাত্র ত্রিশ পা দূরে ছেলেদের সঙ্গে বসে আছেন, ওঁর শুভ্র ছোট্ট দাঁতগুলি বার করে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলছেন, ওঁকে তোমার ছবি দেখতে দিয়েছিলাম, ছবি দেখে উনি বল্লেন: ছবিতে যখন এত সুন্দর, জীবনে নিশ্চয়ই সুন্দরতর।" আমি জবাবে বল্লাম: নিশ্চয়ই! ঠিকই বলেছেন! তিনি তোমাকে দেখ্‌তে চান।

"ও, তুমি যদি জানতে যে তোমাকে দেখবার জন্য কি অসীম আগ্রহ নিয়ে বসে আছি, তুমি ও তোমার বন্ধুরা হাসপাতালে আমাকে কি যত্নই না করেছ।" একথা সত্য, কেমন নয় কি, হাঁসপাতালই আমাদের ঘনিষ্ঠ করে দিয়ে ছিল, তোমাকে নিবিড় করে পাবার। মাঝে মাঝে চোখ বুজিয়ে ভাবি, চার পাশে খাটের ভীড়, আমার পাশে লাল চুলওলা ভাসিয়া ক্রেটভ্‌ রয়েছে,—আর তুমি আমাদের মত আহতদের বই পড়ে শোনাচ্ছ, কারো পায়ে কম্বল টেনে দিচ্ছ, বা চুপে চুপে দু একটা কথা বলছ।

"মারিয়ানা তারপর ছ'মাস কাটলো, আমার কাছে যেন দু মাসের বেশী নয়, বলে মনে হয়, এখন আমি নিজেকে সেদিনের চোখে দেখি।—আহত হয়ে পড়ে আছি, পাশে আছ তুমি। সেবা যত্ন করছ, ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছ। আমার ক্ষতের আর কিছু নেই, তুমি ভেবেনা আমার জন্য। আমাদের দলের সৈন্যরা এত ভালো আর—"

লেফটেনাণ্ট চিঠিখানি শেষ করতে পারেননি। চামড়ার বাক্সের উপর রেখে যখন চিঠিটি লিখছিলেন তখন পলিটিক্যাল কমাণ্ডার ইরেনিয়েভ এসে আসন্ন সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা সুরু করলেন। উনি তখন আমাকে মারিয়ানার ফটো দেখিয়ে বল্লেন—আমার যদি কিছু হয়, তাহলে এই ছবিটি আমার বাড়িতে দিয়ে দিও, বলে দিও আমাকে যেমন ভালবাসে ওরা, ওকেও যেন তেমনই ভালোবাসে।" কিন্তু কোনো ঠিকানা দেননি। সময়ও ছিল না ঠিকানা দেবার বা সে কথা চিন্তা করবার। কয়েক মিনিটের ভিতরই উনি আমাদের কোম্পানীর কমাণ্ড নিয়ে তৈরী হলেন, আমরাও এগিয়ে যাওয়ার জন্য যাত্রা সুরু করলাম।

মারিয়ানাকে উনি ডিসেম্বর মাসে হাসপাতালে দেখেছিলেন। তখন উনি আহত। মেয়েটি নার্সের কাজ শিখছিল। তারপর মেয়েটি পাশ করেছে। এখন মস্কৌর কোনো অঞ্চলে হয়ত কাজ করছে। ভ্যানিয়া ওই মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে বলেছিল কি যত্ন ও আগ্রহভরে সে আহতদের দেখত, সে কথাও শুনেছি তাঁর কাছে। আমরা যুদ্ধের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, লেফটেনাণ্ট আমাকে দুর্দান্ত সাহস ও অপরিসীম কৌশল সহকারে এগিয়ে নিয়ে চল্লেন, উনি একজন অভিজ্ঞ অফিসর। আমরা এগিয়ে চলেছি। জার্মানদের আমরা প্রচুর ক্ষতি করলাম, সহসা দেখলাম ভ্যানিয়া পড়ে গেলেন। বুকে লেগেছে আঘাত, দৌড়ে গেলাম তাঁর কাছে, তখনও উনি বেঁচে, একটা ঝোপের নীচে শুয়ে, বুকের উপর মারিয়ানার ছবিটি। কি যেন বলছিলেন, কিন্তু বোঝা খুব কঠিন। কয়েকটি কথা শুনলাম—'মারিয়ানা, নিশ্চয়ই জেনো'··· "তারপর বল্লেন 'ফরওয়ার্ড'—তারপর বল্লেন··· কি যে বলতে চেয়েছিলেন তা জানতে পারিনি। ওঁর কথা শেষ করার পূর্বেই উনি শেষ হয়ে গেলেন।

"অতএব প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, আপনার কাছে অনুরোধ এই কথাগুলি সম্পূর্ণ প্রকাশ করবেন: ভ্যানিয়ার চিঠি—ও আমার কাহিনী। মারিয়ানাকে জানাতে চাই যে তার প্রিয়তম বন্ধু তার ছবি বুকে নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন, তার কথাই স্মরণ করেছেন সেই অভিনব মুহূর্তে।

"ভুলোনা মারিয়ানা, প্রেমের প্রতিদান প্রেমে। ভ্যানিয়া তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসতেন, তোমার চিঠি নিয়েই থাকতেন।

"যখন চিঠি আসত খুসী হয়ে উঠতেন।... ..

এমন অসংলগ্ন ভাবে পত্র লেখার জন্য আমি মার্জনাপ্রার্থী। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছি। স্থির করতে পারিনি প্রথমে যে পত্রটি পাঠাব কিনা। তারপর ভাবলাম পাঠিয়ে

দিই। আমাদের তরুণ—তরুণীরা জানুক তাদের চিঠি কি ভাবে আমাদের সৈন্যদলের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করে। সেই অনুভূতি নিয়ে তারা যুদ্ধে যায় আর তাদের বাঁচানার জন্যই লড়াই করে।······

"ফেদিন"

"প্রিয় বন্ধু ফেদিন···

"আপনার চিঠিটি পড়লাম, আর যে মানুষটি আমার অন্তরের ধন ছিলেন তাঁর অসমাপ্ত চিঠিটাও পড়্‌লাম—আমার ভ্যানিয়া, আমার আনন্দধন। যদি আপনাকে বোঝাতে পারতাম জার্মান বর্বরদের প্রতি আমার কি অপরিসীম ঘৃণা, আজ—ভাষায় তা আমি প্রকাশ কর্‌তে পার্‌বো না।"

"আমি জানি ভ্যানিয়া তার স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়েছে, স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে। ভ্যানিয়া আজ আর নেই। আমার কাছে ওর মৃত্যু একটা নিদারুণ আঘাত। শত্রুরা জানুক—শোক যতই গভীর হোক্‌, যত প্রবল হোক্‌ না কেন, রুশ মেয়েদের সে আঘাত সহ্য করার দক্ষতা আছে। তারা কাঁদে না, তাদের শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নেয়। কোনো জার্মান আমাদের চোখের জল দেখেনা। কম্‌রেড ফেদিন মারিয়ানা, কাঁদেনা—মারিয়ানা প্রতিশোধ নেয়······

"আমি এখন সামরিক বিভাগে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে নির্দেশদানের কাজ কর্‌ছি। সোভিয়েট সৈনিকদের জীবন বাঁচিয়ে আমি জার্মানদের ওপর প্রতিশোধ নেব। আমার দুঃখ তাদের আমি গুলি কর্‌তে পারি না। অতএব প্রিয় ফেদিন ও আমার সৈনিক ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনাদের অনুরোধ, আপনারা জার্মানদের গুলি করুন। ভ্যানিয়া তাঁর মৃত্যুর মুহূর্তে আমার যে ছবিটি বুকে ধরে রেখেছিলেন সেই ছবিটি অনুগ্রহ করে আমায় পাঠিয়ে দেবেন। ছবিটি আমার চাই—সর্বদাই এই কথাই আমার মনে হয়। ওটি আমার চাই। এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবেন না। আর তাঁর মূল চিঠিখানি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।·····

"মারিয়ানা নিকোলায়িভনা সেলিয়েভা।"

—পঁচিশ—

পরিবার

একটা পাউডার কারখানার আওতায় পাউডার স্কোয়ার নামক কারখানা জেলা। এইখানেই আলেক্সি ফিউডরোভের জন্ম। জারের সময়ে এবং সোভিয়েটদের আগমনের পরেও এদের পরিবারের অদৃষ্ট-সূত্র কারখানার সংগেই বিজড়িত। ওর বাবার এখন প্রায় সত্তরের ওপর বয়স। পেনসন নিয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন। এই কারখানাতেই একজন শ্রমিক হয়ে ঢুকেছিলেন আর তেতাল্লিশ বৎসর তারই প্রাচীরের ভিতর কেটে গেছে। সব ছেলেগুলি এখানেই কাজ করেছে। আলেক্সী যখন সর্বপ্রথম সামান্য চাকুরী নিয়ে এখানে এসেছিল তখন ও বালক মাত্র। ইটের ওপর থেকে ধুলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে। এই কাজ থেকেই ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি কাজে ও বদলী হলো। অবশেষে ফ্যাক্টরী ওকে একটা খনি সম্পর্কিত বিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার জন্যে পাঠিয়ে দিলে।

আজও পাউডার স্কোয়ার তার ভৌগলিক গুরুত্ব বা স্থাপত্য নিদর্শনের জন্য খ্যাতি লাভ করেনি। পথগুলি ধূসর। বাড়ীগুলি ছোট্ট ও প্রাচীন। কতকগুলি এত ছোট যে মাটী থেকে বামনের মত দেখায়। এই জেলার আর সব পরিবারবর্গের মত ফিওডরোভ্‌গণ পারস্পরিক উপার্জন ও সঞ্চয় থেকে প্রাক্‌-বিপ্লব কালে কোন রকমে একটা ছোট্ট কাঠের কুঁড়ে নির্মাণ করেছিল। রাশিয়ার কতকগুলি নূতন শিল্পাঞ্চলের বাড়ির মতো এই কুঠিরেও আড়ম্বরের অতিশয্য ছিল না। কয়েকটা ছোট ঘর নিয়ে ছোট্ট বাড়ী। কিন্তু পেছনে একটু বাগান ছিল, সামনে একটু ফাঁকা জায়গা, তাতে একটি যথারীতি পারিবারিক বেঞ্চ। এই হোল বাড়ী, আলেক্সীর বাড়ী, তার দুটী ভায়ের, তার দুটী বোনের আর তার বাবা ও মা'র বাড়ী।

সোভিয়েটদের আগমনের পর ফিওডরোভ পরিবার রাশিয়ার আরো অনেক পরিবারের মতো পাউডার স্কোয়ারে উঠে এসেছিল। ছেলেরা সব কাজ করত বটে কিন্তু তারা পড়াশুনা করতো। বড় লিওনিড ইঞ্জিনীয়ার হয়ে লেনিনগ্রাডের পুটিলোভ ফাক্টরীতে একটা বড় চাকরী পেয়েছিল। ভলডিমির আলেক্সীর চেয়ে ছোট সেও একজন ইঞ্জিনীয়ার হয়েছিল। বড় বোন সোফিয়া পাউডার কারখানায় একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিচালন কর্তৃত্ব পেয়েছিল। ছোট বোন নিনা ইর্কটস্ক সাইবেরিয়া ভ্রমণ করে যুদ্ধের ঠিক পূর্বে বাড়ী ফিরে এল। এখন সে কারখানার উৎপাদন শালায় কাজ করে। আলেক্সী নিজে সৈন্য বিভাগে কাজ নিয়েছে। একত্রিশ বৎসর বয়সেও বিমান বিভাগে কর্ণেলের পদ পেয়েছে। বিয়ে করেছে। ছেলেপুলে আছে।

যুদ্ধের ফলে ফিওডরোভ পরিবারও আর সব পরিবারের মতোই যুদ্ধের করাল গ্রাসে জড়িয়ে পড়েছে। সামরিক প্রয়োজন নির্মম ভাবে পারিবারিক জীবনের মান হ্রাস করে দিয়েছে। বৃদ্ধ পিতামাতা যুদ্ধ পূর্ব দিনে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তুষ্টি ভোগ করে এসেছেন এখন

তারা তা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করছেন। কর্মক্ষম জীবনে বিশ্রাম কাকে বলে জানে না—এতই তারা ব্যস্ত। ইন্‌ফ্যান্ট্রির রিজার্ভ অফিসার লিওনিড যুদ্ধে গেল। টিগভিনে সে যখন তার দল পরিচালনা করে নিয়ে গেল তখন সে নিহত হল।

আলেক্সী নিজেও সুরু থেকেই যুদ্ধের অভ্যন্তরে গিয়ে পড়েছে। অনেক বিভীষিকা ও রক্ত সে প্রত্যক্ষ করেছে। অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অন্তিম যাত্রায় ও যোগ দিয়েছে। অনেক সংঘর্ষেও জড়িত ছিল। আর তার জন্যে সেনা বিভাগ থেকে বিশেষ মর্য্যাদা পেয়েছে। বাবা মা ওর জন্যে গর্বিত আর নিয়মিত পত্র দিয়ে থাকে। মা মহা ধর্মশীলা রমণী। কখনো আশীর্বাদ পাঠাতে বা লিখতে ভোলেন না। "ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।" ইন্দ্রজাল-গুণ সম্পন্ন কোন প্রিয় দেবতার মূর্তির সামনে ওর হয়ে নিশ্চয়ই উনি বাতি জ্বালিয়ে রাখেন। আলেক্সী বলে কেউ বিশ্বাস করুক আর অবিশ্বাস করুক মায়ের আশীর্বাদ সর্বদাই অতি পবিত্র। স্বামী ও পিতা সৈন্যদলে ও দেশে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময়কর সংঘর্ষে একজন অংশগ্রাহী। জীবন ও মৃত্যুর অন্তহীন প্রতিযোগিতার একজন প্রত্যক্ষদর্শী। প্রান্তরে অরণ্যে, আকাশে ও স্থলে, কর্ণেল আলেক্সী ফিওডরোভ নিজেকে বহু প্রশ্ন করেছেন। যুদ্ধের কথা, জীবন ও মৃত্যুর কথা উনি চিন্তা করেছেন, আর চিন্তা করেছেন সেই সব বিষয়ের কথা, যা ঝড়ের মত ভয়ংকরত্ব নিয়ে রাশিয়ার চিন্তাশীলদের মনে ঘা দিচ্ছে।

প্রামাণিক সংবাদপত্র "রেডষ্টার" এ ইনি লিখেছেন, "যখন আমার সহকর্মী কিংবা সহযোগী সৈনিকরা যে অপরিসীম আত্মত্যাগের সংগে লড়াই করছে সেই কথা ভাবি, তখনই আমার চোখে আমার পরিবারের কথা ভেসে উঠে। আমার মনে হয় প্রত্যেক সংগ্রামশীল মানুষের মনের পটভূমিতে রয়েছে তার পরিবারবর্গ—তার বাড়ী, তার বৃদ্ধ জনক জননী, তার ছোট ছেলে মেয়ে। পরিবারবর্গের চিন্তা, তার অন্তরে সাহস ও উদ্দামতা এনে দেয়, যার ফলে সে লড়াই করে—এই সুতীব্র উদ্দামতা সব কিছুকে জয় করতে পারে, এমন কি মৃত্যুকেও।"

এই দুর্ধর্ষ সৈনিক যে সরাসরি কমিউনিষ্ট পার্টির ব্যবস্থানুসারে সোভিয়েট সমাজ কর্তৃক শিক্ষালাভ করেছে, মানুষ হয়েছে, ক্ষমতা ও মর্য্যাদা পেয়েছে, তার কাছে "পরিবার একটা পবিত্র প্রতিষ্ঠান।" প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম প্রচারকদের মতো আবেগে পরিবার সম্পর্কিত সবকিছুকে সে ছন্দে রূপায়িত করেছে। তিনি বলেছেন "পরিবার ও পিতৃভূমি এই দুটি কথা প্রত্যেক রাশিয়ানের হৃদয়ের গভীরে রয়েছে।"

এই নিদারুণ শোক ও জ্বালার দুঃখকর দিনগুলিতে পরিবার সম্পর্কিত এই জাতীয় প্রশংসাসূচক উল্লেখ শুধু তাঁর একার মুখে শোনা যায় না। মস্কোর এক রবার ফ্যাক্টরির একটি মেয়ের সঙ্গে হোয়াইট রাশিয়ার লেফটেনাণ্ট ভ্লাডিমির ডেমিএনোভিচের পত্রালাপ চলত, তাকে একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছেন :—

"আমার স্বদেশ ধূল্যবলুণ্ঠিত, পদদলিত ও রক্ত প্লাবিত...আমার বাবা মা ভাই বোন সবই সেখানে...এক বছরের ওপর হলো তাদের কাছ থেকে কোন চিঠি পাই নি... কোন

বন্ধু বান্ধবীর কাছ থেকে চিঠি পাইনি কারণ তারা সব হোয়াইট রাশিয়ার মধ্যে আছে। এদের মধ্যে হয়ত অনেকে বেঁচে আছে। কিন্তু অনেকে হয়ত আবার হিটলারী দস্যুদের হাতে নিঃসন্দেহে তাদের মাথা হারিয়েছে। আমার সহযোগী সৈনিকেরা তাদের বাড়ী থেকে চিঠি পত্র পায়। একজনের বৃদ্ধা মা তার অপেক্ষায় আছেন। আর একজনের আছে বাবা, তৃতীয়ের আছে স্ত্রী—কিন্তু আমার জন্যে কে অপেক্ষা করে আছে। আমার স্ত্রী নেই, আর আমার বাবা মা বেঁচে আছেন কিনা জানিনা—"

এই রকম বহু ভ্লাডিমির ডেমিয়ানোভিচের সংগে আমার দেখা হয়েছে। শুধু হোয়াইট রাশিয়া নয়, ইউক্রেণ নয়, আরও অন্যান্য যে সব জায়গা জার্মাণরা দখল করেছে সেখানকার লোকেদেরও দেখেছি, তাদের পরিবারবর্গের জন্য তারা অত্যন্ত শোক ও উদ্বেগাকুল। যৌথ কৃষিশালায় দুটী সৈনিকের সংগে দেখা হয়েছিল তারা সেখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য এসেছিল। দু'জনেই বিবাহিত এবং তাদের সন্তান সন্ততি আছে। উভয়েই সংসারের সকল সংবাদ ও সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে। একদিন সন্ধ্যায় জার্মাণ রোম বিধ্বস্ত কালিনিন প্রদেশাগত কৃষাণ রমণীর বাড়ীতে আমরা একত্রে গিয়েছিলাম। বিশদভাবে তিনি বর্ণনা করলেন কি ভাবে তিনি ছেলেদের নিয়ে নদীতীরে ঝোপের ধারে লুকিয়ে বোমার হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়েছেন। আরো অনেক জননী সেই ঝোপেতেই তাঁদের ছেলেদের নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকজন বোমার হাত থেকে পরিত্রাণ পান নাই। আর সেই নদী তীর এক বীভৎস রূপ ধারণ করল। সৈনিক দু'টির চোখ জলে ভরে উঠল।"

তাদের মধ্যে একজন বল্‌ল, "এই যদি আমার ছেলে মেয়েদের অবস্থা হয়ে থাকে তাহলে বেঁচে কি লাভ—তাদের আমি ভালবাসতাম—বড় ভালবাসতাম—

পৃথিবীর আর কোন দেশে পরিবার সম্পর্কে এমন অপূর্ব ও সশ্রদ্ধ অভিব্যক্তি দেখা যায় না। সংবাদপত্রের বক্তৃতামঞ্চে সাহিত্যে পরিবারকে অসীম মর্যাদা দান করা হয়। এখন পরিবার সমাজের স্তম্ভ বিশেষ—ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির প্রাণ স্বরূপ। অন্যত্র কোথাও এ অবস্থা নয়। মস্কোর রেড আর্মি হোমে অনুষ্ঠিত পলিটিক্যাল কমিশনারদের এক সভায় মস্কো জেলার পলিটিক্যাল এডুকেশন ইন-আর্মি বিভাগের প্রধান কর্তা ওসিপেংকো প্রশ্ন করলেন যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা কি সবাই বিবাহিত? একজন তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, 'আমি বিবাহিত নই।" ওসিপেংকো প্রশ্ন করলেন 'তোমার বয়স কত?"

"ছাব্বিশ"?

"একটু দেরী হয়ে গেছে কেমন নয় কি?"

তরুণ যুবক হাসল, আর সবাই সেই সংগে হেসে উঠল।

ওসিপেংকো বললেন নি চে ভো অর্থাৎ ঠিক আছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ও ঠিক ধরে নেবে। ওরও পরিবার পরিজন হবে। রাশিয়ায় ছাব্বিশ বছর বয়সেও স্ত্রীহীন থাকা প্রশংসার উদ্রেক কার না। আনে অনুকম্পা আর জাগায় রাগ।

পাওনীয়ার গোষ্ঠির ঘোষণায় বলা হয়েছে—অভিযাত্রীদল তাদের পরিবার ও

বিদ্যালয়ের গর্বের বস্তু হবে। সোভিয়েট-বাদ কথাটির বর্তমান অর্থ হিসাবে পরিবার ও যৌথ মালিকানা ও সম্পত্তি ভিন্ন সোভিয়েটবাদ অচিন্ত্যণীয়। 'পরিবার' সোভিয়েট তন্ত্রে গৃহিত ও শ্রদ্ধা এবং মর্য্যাদামণ্ডিত। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর সোভিয়েট তন্ত্রের অভ্যুদয়ের দিন থেকে যে পরীক্ষা ও সংঘাতের মধ্যে চাচ ও গোষ্ঠি ও পরিবারকে পড়তে হয়েছে সেই ঝড় ঝাপটা কাটিয়ে উঠে ধর্ম ও চার্চেরই মতো রুশ পারিবারিক জীবন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। গৃহ যুদ্ধ সম্পর্কিত ঘটনাবলীর যে ইতিহাস বাবেল তাঁর The Letter নামক শক্তিশালী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন তদ্বারা এই পরীক্ষা যে কি কঠিন ও কঠোর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। একজন তরুণ রুশাক তার লিখিত চিঠিতে কি ভাবে যে তার ভাই ও লাল ফৌজের অন্যান্য অপরাপর সহকর্মিরা তার বাপকে ধরে ফাঁসি দিয়েছে তার বিশদ বিবরণ দিয়েছে।

সমগ্র দেশে পারিবারিক বিরোধ ছিল ব্যাপক ও বিস্ফোরক। ছেলে বাপের বিরুদ্ধে, মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে, ভাই ভাই এর বিরুদ্ধে। রাজনৈতিক উন্মাদনা আর সকল উচ্ছ্বাসকে ডুবিয়ে দিয়েছে; সামাজিক বোধ যুগ-যুগান্তরে রীতিগত আকর্ষণ ও দীর্ঘদিনের বন্ধন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে।

তৎকালীন উচ্চাংগের কথা সাহিত্যে এই পারিবারিক বিরোধ ও বিচ্ছেদের কাহিনী উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত রয়েছে। কোন সম্প্রদায়—এক কারখানার শ্রমিক ছাড়া—এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। এই সংঘাতের হাত থেকে সহরের চাইতে গ্রামখানি অল্পে নিষ্কৃতি পেয়েছে। তরুণদলের একটি গুপ্ত সমিতি প্রধানতঃ য়ুনিভার্সিটি ছাত্রদের নিয়েই গঠিত বিপ্লবের নায়কদের হত্যা করবার কাজটা নিজেরাই হাতে তুলে নিয়েছিল। এমন কি চেকা ও লেলিনগ্রাডের কয়েকটি উচ্চপদস্থ অফিসারের নাম ওদের সেই তালিকায় ছিল। একজন রাজপুরুষের ছেলে এই গুপ্ত দলের সদস্য ছিল। তার ওপরই তার বাপের জীবন নেওয়ার ভার পড়ল। ছেলেটি তার বাপের কাছে গিয়ে হাজির হল। তার সংগে কথা কইলে ও মুহূর্তে সাহস হারিয়ে ফেলে পালিয়ে গেল। পরে সে এবং আর একটি মেয়ে মস্কোর একটা সরকারী প্রাসাদে বোমা বসিয়ে দিয়ে পোল্যাণ্ডের দিকে পালালো। শ্বেত রাশিয়ার অরণ্যে তারা ধরা পড়ে ও তারপর তাদের গুলি করা হয়। ছেলের পক্ষে নিজের বাপকে হত্যা করতে যাওয়াটা একটা অসাধারণ ব্যাপার তবে এই ঘটনায় শুধু সেই সময়ে দেশের মধ্যে পারিবারিক বিরোধ কি প্রবল আকার ধারণ করেছিল তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

জারের হাতের শক্তিশালী অস্ত্র অর্থডক্স চার্চের মতো প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যক্তিগত পরিবার গুলিকে অবশ্য প্রকাশ্যভাবে খুব বেশী আঘাত করা হয়নি। কোন উল্লেখযোগ্য নেতা বলেননি যে এটা একটা ঘুণধরা প্রতিষ্ঠান। নূতন সমাজ ব্যবস্থায় এর কোন স্থান নেই। জোর গলায় তীব্রকণ্ঠে প্রাচীন পারিবারিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করা হয়েছে বলা হয়েছে যে পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ধনতন্ত্রের যা কিছু কুৎসিৎ তারই প্রতীক। সুতরাং তার ধ্বংস হওয়া উচিত। তরুণদলের কোন কোন গোষ্ঠি পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করে। শুধু তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়—তার নীতি, তার শিল্প, তার সামাজিক ব্যবস্থা এমন কি পরিবার প্রথার বিরুদ্ধেও তারা বিদ্রোহ করছে। কিন্তু বোলশেভিক হোক আর না হোক এই বিদ্রোহীরা কিন্তু উচ্চ পদস্থ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের মতবাদ প্রতিধ্বনিত করেনা। তারা নিজেদের আবেগ-উদ্দাম মিশ্রিত অনুভূতিরই পরিচয় দিয়েছে। লেনিন কিংবা কোন উল্লেখযোগ্য নেতা কোনদিন পারিবারিক ব্যবস্থা সম্পর্কে একটীও কটু বাক্য প্রয়োগ করেন নি।

গৃহযুদ্ধের অবসানে রুশ পরিবারগুলি যেখানে সেখানে ধ্বংস ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিছিল। আবার সেগুলো গাছপালার মতো পুর্নগঠিত হতে লাগল। চার্চ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, ব্যক্তিগত ব্যবসা-প্রচেষ্টা ও নেপ সত্ত্বেও ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু পারিবারিক ব্যবস্থা পুনরায় আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করছিল। যদিও এর উপর আঘাতের অবধি ছিল না—কখনও বা মৃদু কখনও বা কঠোর। কিন্তু পুনরায় সরকারী সমর্থন থাকলেও আইনের দ্বারা সংরক্ষিত না হলেও বা প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের উক্তির দ্বারা সমর্থিত না হলেও পরিবার প্রথা দাঁড়িয়ে রইল।

আইনগত ও অন্যপ্রকার বাহ্যিক চাপ পরিবার প্রথাকে শিথিল করার চেষ্টা করল। ডিভোর্স বা বিবাহ বিচ্ছেদ সহজে চাওয়া মাত্রই পাওয়া যেতে লাগল। কোন কারণ বা অজুহাতের প্রয়োজন ছিল না ইচ্ছাটাই ছিল গ্রহণযোগ্য। নরনারীর এই বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল না। যতবার খুসি ডিভোর্স নেওয়া চলে। পদ্ধতিটা ছিল খুব সহজ ও সরল। বাজারে এক জোড়া জুতা দর করে কেনার চাইতেও ডিভোর্স পাওয়া ছিল অনেক সহজ। স্ত্রী যদি স্বামীকে এই আইনগত বিচ্ছেদ সম্বন্ধে কিছু না বলতে চায় ত না বলতেও পারে। ZAGS বা সংবাদ সরবরাহ কেন্দ্র যে কার্ড পাঠিয়ে দিত তাতেই সব খবর পাওয়া যেত। নিজনি নভগোবডের উকিলের কাছে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত আইন বিশদভাবে শুনলাম।

আমি বললাম "আপনি কি বলতে চান যে সকালে কাজে যাওয়ার সময় স্বামী স্ত্রীতে রেজেষ্ট্রী অফিসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের বিবাহগত মিলন ছিন্ন করে ডিভোর্স পেতে পারে? সগর্বে জবাব এলো "নিশ্চয়ই", তিনি বল্লেন আগেকার দিনের সমাজে যেসব বিধি নিষেধের জালে নিজেকে বেঁধে রেখেছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কি তা সইতে পারে। পারিবারিক জীবনে ব্যক্তি বিশেষের মনোভংগী বা আচরণ একান্তই তার নিজস্ব অভিরুচি ও পছন্দ অনুসারে গঠিত।

বিবাহ রেজেষ্ট্রী করা কোন বাধ্য বাধকতা নেই তবে রাষ্ট্র পরিচালনার সুবিধার জন্য গণ্ডীভুক্ত করা উচিত। কেননা তাহলে বিবাহ ও বিচ্ছেদ সম্পর্কে একটা গ্রহণযোগ্য হিসাব পাওয়া যাবে।

পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত নানাবিধ সুখ সুবিধা মেয়েদের দেওয়া হয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অত্যন্ত সুবিধা, গর্ভনিপাত ব্যবস্থা বিনামূল্যে আইন সঙ্গত ভাবে করা হয়। সাধারণ ধরণের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে নানাবিধ মত থাকায় এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ

সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য যন্ত্রপাতির আমদানি কম থাকায়, তার পরিবর্তে গর্ভনিপাত ব্যবস্থার সুলভ ও সহজ বন্দোবস্ত জনসাধারণ সাগ্রহে গ্রহণ করেছে।

প্রাচীন আইন মেয়েদের ওপর যেসব বিশেষ ধরণের আইন চাপিয়ে দিয়েছিল সে সব তুলে নেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত মতবাদ প্রকাশে বা সামাজিক মর্যাদায় স্ত্রীলোক সর্ববিধ ব্যাপারে পুরুষের সমকক্ষ হিসাবে গণ্য হয়। স্ত্রীর কোনো প্রকার ক্ষমতা হীনতার কথা উল্লেখ করে স্বামীর গর্ব করার কিছুই নেই।

এই নূতন স্বাধীনতার ফলে—প্রধানত সহরে হলেও—বিবাহ বিচ্ছেদ অত্যন্ত প্রবল। কত পরিবার ভেংগে গেছে আবার নূতন করে সুরু হয়েছে তাদের জীবন আবার পাথরে আঘাত লেগে চূর্ণ হয়ে গেছে। যে সব নরনারী বিবাহ ও পরিবার সম্বন্ধে এরকম উচ্ছৃঙ্খল মনোভাব রুশ সংবাদপত্র তাদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালায়। যারা তরুণ বা যারা তত তরুণ নয় তাদের জীবন ধারা ও পথ বদলাবার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু অনেকের কাছে এই নববিধানের সুরা এতই মনোরম যে তারা এ সমস্ত কথা বা তীরস্কারে মন দেয় না। রুশিয় প্রহসন লেখকরা জীবনের এই নব্যনীতিতে নাটকীয় উপাদানের উর্বর ক্ষেত্র পেলেন। যে সব নাটক বর্তমান জীবনধারা সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক সেগুলিতে দর্শক সমাগম হতে লাগল।

মাঝে মাঝে অদ্ভুত এবং বিচিত্র পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। তৎকালে রাশিয়ায় আমার অন্যতম বন্ধু ছিলেন একজন তরুণ হিন্দ্ লেখক। তাঁর নাম আজিস আমাদ (মার্কিনরা ভারতীয় মাত্রকেই হিন্দ্ মনে করেন)। আমি মাঝে মাঝে তার বাসায় যেতাম। একদিন সন্ধ্যায় জানলা থেকে আঙুল দেখিয়ে প্রাংগণের অপর পারে একটা বাসার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে যে অদ্ভুত একটা পরিবার বাস করেন তাদের সম্পর্কে একটা মজার কাহিনী বললেন। পঞ্চাশ বছর বয়সের বৃদ্ধ বাপটা জারের আমলে একটা ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ ছিলেন। তাঁর সেই অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা থাকার ফলে তিনি একটা সরকারী ব্যাংকে মোটা টাকার কাজ পেয়েছেন। তিনি একটা ২ কামরাওলা বাসা নিয়ে স্ত্রী ও ছেলেটীকে নিয়ে থাকেন। প্রতিবেশীরা বরাবরই তাদের সুখী পরিবার বলে জানে। এক গ্রীষ্মকালে বাপটী ছুটী নিয়ে ককেশাসে বেড়াতে গেলেন। সেখানে একটা গ্রীষ্মাবাসে একটী জর্জিয়ান মেয়ের সংগে তার দেখা হল। তিনি প্রেমে পড়ে গেলেন। তাঁর কাছে প্রণয় নিবেদন করলেন। মেয়েটীও তাকে অবশেষে ভালবাসল। তাঁর মস্কোস্থ স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে তিনি একটী রেজিষ্ট্রেসান অফিসে গিয়ে ডিভোর্স নিলেন ও সেই মেয়েটীকে বিবাহ করলেন। অফিসের ভারপ্রাপ্ত কেরাণী এই বিচ্ছেদের কথা সাজিয়ে তাঁর মস্কোস্থিত স্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠালেন।

ওঁর ছুটী ফুরিয়ে এল। ককেশাস ছাড়তে হল। সেই জর্জিয়ান বধূটীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মস্কো চলে এলেন। পোষ্ট কার্ড খানি পৌছে তার স্ত্রীকে সংবাদ দেবার পূর্বেই তিনি চলে এলেন, সেই কারণে তিনি তাঁর স্ত্রীকে যা ঘটেছিল তা সব বললেন। প্রথম স্ত্রীটী সাহসী, যা অবশ্যম্ভাবী তার কাছে নতি স্বীকার করে তিনি সেই বাড়িরই অপরাংশে

চলে গেলেন। ছেলেটীও বাপের ওপর এত চটে গেল যে সেও মার সংগে গিয়ে বাস করতে লাগল। কালক্রমে ছেলেটীর সংগে বাপের মিটমাট হয়ে গেল। সে মাঝে মাঝে তাঁর সংগে ও তাঁর স্ত্রীর সংগে দেখা করতে যেত। শীঘ্রই সেই তরুণী সুন্দরী মেয়েটো ছেলেটীকে আকৃষ্ট করল। ছেলেটী ওর প্রেমে পড়ে গেল এবং মেয়েটীও; তারপর একদিন দুজনেই বেরিয়ে পরল। রেজিষ্ট্রেশান অফিসে জর্জিয়ান মেয়েটী তাঁর স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ নিয়ে ছেলেটীকে বিবাহ করল।

নিজেকে এই ভাবে পরিত্যক্ত ও অসহায় সে বাপটী তাঁর পূর্বতন স্ত্রীর কাছে ফিরে গেলেন। বাড়ীতে ফিরে এসে তাঁর নিজের স্থান গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। মহিলাটী ঘৃণা ভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন আর বৃথা নিসঙ্গ থেকে নিজের ভুলের মাশুল গুণতে লাগলেন।

কাহিনীটির এই প্রকার রূপকথা সুলভ গন্ধ ও নীতি থাকা সত্বেও এই ঘটনাটা বিচিত্র হলেও অনিয়ন্ত্রিত বিবাহ ব্যবস্থার ফলে কি বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তার একটী দৃষ্টান্ত।

তৎকালে রুশীয় নীতি ও রুশীয় অবাধ প্রেম ও পারিবারিক কলঙ্ক সংক্রান্ত অজস্র গ্রন্থ তখনকার দিনে রচিত হয়েছে তবু কিন্তু পরিবার টিকে গেছে। এর শিকড় কোনদিন কাঁপে নি, কোন দিন হবারও শঙ্কা ছিল না। সহজ সভ্য বিবাহ বিচ্ছেদ, ঘন ঘন অবাধ গর্ভপাতের অধিকার সত্বেও অসংখ্য রুশ জনগন বিশেষতঃ গ্রামে প্রায় সবাই প্রেমে পড়েছে আর বিয়ে করেছে আর রেজিষ্টেশান অফিসে সে কথা না লিখিলেও বিবাহিত জীবন যাপন করছে। সন্তান পালন করেছে যথাসাধ্য উপায়ে বাড়ী তৈরী করেছে তাদের পিতৃপিতামহের আমলে যে সমস্ত বাধ্যবাধকতা ছিল তা থেকে মুক্ত হয়ে তারা নিজস্ব ইচ্ছামত পৈত্রিক অভ্যাসও পারিবারিক জীবনের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

আমি যখন তৎকালীন রুশ পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে পরলোকগত হ্যাবলক এলিসের সংঙ্গে আলোচনা করেছিলাম তার মন্তব্য হয়েছিল হৃদয়গ্রাহী তিনি বলেছিলেন:

"পরিবার মানুষের জৈব জীবনের ও মনস্তত্বের এমন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ যে কিছুই এবং কেহই তাকে ধ্বংস করতে পারে না।"

এমন কি কোন স্বাধীনচেতা বলশেভিক—প্রসংগত উচ্চস্তরের মধ্যে একজনও নয়—যিনি গোপনে বা মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে পরিবারকে অতীতকালের অন্ধকার যুগের স্মারক বলে ঘোষণা করলেও তার ওক গাছ তুল্য শক্তিমত্তা দেখে অবাক হয়ে গেছেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে অপ্রত্যক্ষভাবে পরিবারের ওপর একটা নূতন আঘাত হানা হোল। পাভলিক মরোজোভের কথা বিবেচনা করুন। এই ছেলেটীর নামে রাসিয়ায় অসংখ্য ছোটদের প্রতিষ্ঠান আছে। আর এর জীবন কাহিনীকে নিয়ে আইসেনস্টাইন একটী ছায়াছবি গড়ে তুলেছেন। পাভলিক কিষান দলের এগার বছরের ছেলে। ওর বাবা কিছু শস্য লুকিয়ে রেখেছিলেন অথচ আইনতঃ তিনি সেগুলি রাষ্ট্রকে বিক্রী করতে বাধ্য। পাভলিক তার কথা সরকারী ষ্টোরে জানিয়ে দিলে।

তৎকালে ছেলেরা এরকম বলত। অল্পক্ষণ পরেই ওর কাকা পাভলিককে খুন করলেন।

এই এক প্রচণ্ড পারিবারিক ট্রাজেডী। রুশীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগে এরকম বা এ ধরণের ট্রাজেডী মাঝে মাঝে ঘটেছে। এর পরিবর্তে ওদিকে আবার আমি পূর্বেই বলেছি। তবু অপর দিকে মনে হয় এই কালটা যেন গৃহ যুদ্ধেরই অনুবৃত্তি এবং শুধু গ্রামে নয় সহরেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা রদ করার যে সব কর্তব্য তখন শেষ হয় নি এ যেন তারই পরিপূর্তি। গৃহ যুদ্ধ বিরোধী সৈন্যদলের মধ্যে নয়—আর শ্বেত সৈন্যদল ছিল না—কিন্তু একটা তীব্র ও ভীষণ আক্রমণের মত—এ যুদ্ধ ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক ও যা কিছু তার সংগে জড়িত তার সংগে। শুধু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঘৃণা ও সংঘর্ষ বেড়ে উঠেছিল তা নয়। গৃহ যুদ্ধের সময়ে পরিবারের ভিতর পর্য্যন্ত যে আগুন জ্বলেছিল এবং যা নেপের সময় কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হয়েছিল তা এখন পুনরায় গ্রামে ও শহরে নূতন করে অগ্ন্যুৎপাত করতে লাগল।

যে সব ছেলেরা কুলাক, ব্যবসাদার, যাজক বা অন্যান্য যে সব গোষ্ঠী সোভিয়েটরা অস্বীকার করে সেই সব গোষ্ঠীভুক্ত তাদের বাপ মাকে সে সব ছেলেরা প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করতে লাগল সেই সব কথা সারা দেশের সংবাদ পত্রে ঘোষিত হতে লাগল। বাপ-মার বন্ধন এই ভাবে ছিন্ন করে এমন কি অনেক সময় পারিবারিক নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করে তারা য়্যুনিভারসিটী বা অন্য কোন পথে সহজেই প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে ছিল। সমগ্র দেশে পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। ছেলেরা বাড়ী ছাড়ল। বাপ মা নিসংগ ভাবে সাধারণের অবজ্ঞার পাত্র হয়ে রইলেন . যতকাল না নূতন শাসনতন্ত্র দেশকে আন্দোলিত করলে ততকাল দেশের এই পারিবারিক বিরোধ ও বিচ্ছেদের অবসান হোল না।

আমি একজন বয়স্ক ভদ্রলোককে জানতাম তাঁর দুটী চমৎকার ছেলে ছিল। দুজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একদা তিনি এক মস্কো ব্যবসায়ীর বেশ সার্থক সেলস্‌ম্যান ছিলেন। সেই কারণেই ছেলেরা তাঁকে প্রকাশ্যে ত্যাগ করল। পাঁচ বছরের ভেতর একটি ছেলেও বাপ মার কাছে আসেনি। সুতরাং বাপমার সকল প্রচেষ্টাই সাফল্য লাভ করল না। কিন্তু যখন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিল্পিকরণ ও যৌথ কৃষি ব্যবস্থার সংঘর্ষে জয়ী হওয়া গেল। যখন কুলাক নেপমেন ও পরিকল্পনার অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ শত্রু আর রইল না—তখন ১৯৩৫ খৃঃ—এই দুটী ছেলে বাড়ী ফিরে এল ও এক পূর্ণমিলন উৎসব হল।

রাশিয়ায় এই রকম অনেক পূর্ণমিলন উৎসব হল। পরিত্যক্ত অবস্থায় নিসংগতার যে শবাচ্ছদনী একদিন অনেক বাড়ীর ওপর ম্লান ভাবে টাঙান ছিল আজ তা আবার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নূতন সখ্যতা ও বাধ্যতা প্রাচীন দল আর কোন দিন ফিরে পাবেন একথা মনে করেন নি।

পরিবারের ওপর যদিও আবার নূতন আঘাত পড়ল তবুও তা অনমনীয় রইল। সুতরাং প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার সকল ঝড় ঝাপটা সয়ে রয়ে গেল। তার অর্থনৈতিক

ভিত্তি চলে গেলেও প্রাচীন দিনের বিধিনিষেধ আর নেই। আইন গ্রন্থে ব্যভিচারের কোন উল্লেখ নেই। বিবাহের ফলেই হোক আর বিবাহের বাইরেই হোক সব সন্তানই আইন সঙ্গত। ছেলেমেয়ের পছন্দের বাইরে কোন বিবাহের ব্যবস্থা বাপ মার আর করবার অধিকার নেই। নিজেদের যৌন ও নীতিগত ব্যবহার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট নরনারী নিজেরাই তার বিচারক। অবশ্য নিষিদ্ধ এবং অমান্য করলে এক বছরের জন্য স্বাধীনতা হ্রাস ও কঠিন পরিশ্রমের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এর ওপর আবার একশ রুবল জরিমানা হতে পারে। জন্মনিয়ন্ত্রণ ও গর্ভনিপাত বেশ সহজ ভাবেই চলেছে।

যদি কোনো দম্পতি এক সপ্তাহ বা এক মাসের জন্য তাদের প্রেমিক জীবন থেকে বিরতি নিতে চায় তাতে কোন আইনের বাধা নেই। সারা দেশে হাজারে হাজারে নার্শারী বা শিশুশালা এবং কিংডারগর্টেন পাঠশালা গড়ে উঠেছে। মায়েরা' বয়স অনুসারে এর মধ্যে একটীতে তার ছেলে বা মেয়েকে ভর্তি করে দেয়। যাবার সময় এখানে ওদের পৌছে দিয়ে অফিসে বা মাঠে যায় এবং ফিরবার সময় ওদের সংগে করে নিয়ে আসে। ছেলেদের শারীরিক শিক্ষামূলক ও ভাবাদর্শ মূলক প্রতিপালনে ও জীবন গঠনে রাষ্ট্র আগেকার চাইতে অনেক বেশী করে। তবু সকল প্রকার ভবিষ্যৎ বাণীও উপেক্ষা অগ্রাহ্য করে পারিবারিক ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। নরনারী বাইরের প্ররোচনা মূলক পরিবেশের চাইতে ঘরে আবহাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করল। এর অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু পারিবারিক ব্যবস্থার আবেদন ও বন্ধন, সখ্যতা, প্রেম, সন্তানের আনন্দ ও সম্মিলিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা অবিচ্ছেদ্য মৈত্রীর গ্রন্থী বেঁধে দিল। প্রাচীনকালের অনেক বাধ্য-বাধকতা অপসারিত হওয়ার ফলে স্বাভাবিক নির্বাচনের সুবিধা হ'ল। ধর্ম ও চার্চ ধ্বংসের যুগে জনগণের ওপর এদের উভয়েরই প্রভাব কমে গেছে। ওদের বিধান এখন শূন্যগর্ভ। পূর্বে নিয়ম ছিল যে চার্চীয় শ্রেণীভূক্ত ব্যক্তি শুধু তার সমধর্মী বা এই ধর্ম গ্রহণ করতে যে রাজী তাকেই বিবাহ করবে। সে আইনের এখন আর কোন মূল্য নেই। একজন রাশিয়ান এখন একজন ইহুদীকে সহজেই বিয়ে করতে পারে, কোন পারিবারিক বা চার্চের বাধা নেই। মুসলমান যুবকেরও তাই। রিপাবলিক বেড়াতে গিয়ে তাতার ও রাশিয়ান তরুণরা যেভাবে মেলমেশা করে ও পরস্পর বিবাহ করে থাকে তা দেখে আমি বিস্মিত হলাম। একজন মিলিটারীর সংগে আমি কিছুকাল ছিলাম। তিনি এই কুৎসিৎ ও কলংকময় ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন কিন্তু সংস্কার সাধনে তাঁর কিছুই করবার নেই। যুবকেরা আল্লায় বিশ্বাস হারিয়ে এখন যা খুসী তাই করছে।

সবজাতির সমন্বয় ও সম জাতীয়ত্ব সংক্রান্ত ঘোষণা ও তার ব্যবহারের ফলে এই জাতীয় স্বাভাবিক নির্বাচনের সুবিধা হয়েছে। নীতিহিসাবে রাশিয়ানরা কোনদিনই উদ্ধতভাবে বা স্পষ্ট করে জাতিয়তা বোধে সচেতন ছিল না। তবু অসংখ্য লঘু জাতি সমূহের অর্থনৈতিক ও আইনগত ব্যবস্থা তাদের এক জাতির সংগে অপর জাতির বা রাশিয়ানদের সংগে মেলামেশার অন্তরায় ছিল। সে সবের অবসান ঘটেছে। কারখানায় নূতন সহর

গুলিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইউরোপ ও এশিয়ায়, বিশেষতঃ জাতি ও জনগণের মধ্যে নিয়তই সংমিশ্রন চলেছে। তরুণরা সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে মেলামেশা করে, বিশেষ ধরণের স্কুল ক্লাব বা সমিতি নেই। তার ফলে অসবর্ণ বিবাহের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে আগে কখনো দেখা যায় নি।

মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলোপ সাধন এবং যে সব বিশেষ সুবিধা তারা ভোগ করতেন বা নিজেদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলেন সে সবের অবসান ঘটায় অবাধ ও স্বাভাবিক নির্বাচনের পথে আর একটা বাধা বিদূরিত হয়েছে এখন আর বিশেষ ধরণের গোষ্ঠি বা শ্রেণী নেই, কোন জাতি নেই। এককালে কমিউনিষ্টরা বিশেষ সুবিধা পেত ও গন্যমান্য ব্যক্তি হিসাবে গৃহীত হত। এখন আর তা নেই। তার একটু ক্ষমতা বেশী থাকতে পারে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা তার পক্ষে সহজ কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই এর বেশী আর কিছু নেই। তিরিশ শতকের গোড়ার দিকে কমিউনিষ্টের সংগে বিবাহ অনেক পরিবারের বিশেষ ভাগ্য বলে মনে হ'ত এখন আর তা নেই। অদলীয় ব্যক্তিকে যে মর্য্যাদার আসন এখন দেওয়া হয়েছে তা কোনমতেই দলীয় ব্যক্তির চেয়েও কম নয়। ইঞ্জীনিয়ার, লেখক ছাড়া ছবির ডাইরেক্টার বা সৈন্যদলের উচ্চপদস্থ অফিসাররাই মেয়েদের দ্বারা স্বামী হিসাবে অধিকতর গ্রহনীয় ও বরণীয়। সমাজের স্তরে সকলেরই বিশেষ খাতির তা ছাড়া অর্থ উপার্জনেও এদের ক্ষমতা অধিক। এরা একটা বিশেষ জাতি নয় এবং তাদের প্রতিষ্ঠা বা কর্মজীবন বংশানুক্রমিক নয়। তাদের সন্তান সন্ততির ভিতর তারা তাদের উপার্জন ক্ষমতা মর্যাদা বা অন্য কোনপ্রকার গুণাবলী চালিয়ে দিতে পারে না। কোন বিশেষ ধরণের পরিবার বা গোষ্ঠি নেই, বা সামাজিক দল বা পরিবার নেই যারা সংসারের কাছ থেকে দূরে সরে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। ষ্টালিনের ত এত ক্ষমতা ও মর্যাদা কিন্তু তার ছেলেদের কথা সাধারণে শুনতে পায় না বা তারা কোনদিন সবায়ের সামনে এসে দাঁড়ায় নি। এরা পোষাক রীতি নীতি ভংগীমা, খেলাধূলা বা কোন রকমের সামাজিক নব বিধানের প্রবর্তক নয়। সব বিস্মৃতির গহ্বরে ডুবে যায়। তার ভেতর থেকে শুধু বিশেষ ক্ষমতা ও স্বকীয় শক্তির সাহায্যেই উঠতে পারে। বাপের প্রতিষ্ঠার সংগে তার কোন সম্পর্ক নেই।

মস্কৌতে একটী কারখানার মেয়েকে প্রশ্ন করলাম। "তুমি কি ষ্টালিনের ছেলেকে বিয়ে করতে চাও? মেয়েটী শুধু বললে, "যদি প্রেমে পড়ি তা'হলে নিশ্চয়ই।"

বর্তমানে রাশিয়া সর্বপ্রকার সামাজিক শ্রেষ্ঠতা, সামাজিক কপটতা ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্যতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে। দারোয়ানেরা ফাক্টরী ডাইরেক্টারের মেয়েকে বিয়ে করতে পারে এবং করেও। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মেয়ে কয়লার খনির শ্রমিকের পাণি গ্রহণে কুণ্ঠা বোধ করবে না। সবটাই প্রধানতঃ পারস্পরিক আকর্ষনের ওপর নির্ভর করে আর কিছু নয়। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ফলে বিবাহ সম্পর্কিত অবাধ মিলন সম্ভব হয়েছে সেখানে কোন বাইরের বিধিনিষেধ চলে না। আস্ত্রোভস্কীর উপন্যাসের নায়িকার পরিবারবর্গ যেমন সর্বদাই এঁচে আছেন কিভাবে অবস্থাপন্ন বয়স্ক পাত্রদের

সংগে মেয়েদের বিয়ে দেবেন। একালের মেয়েদের কিন্তু যাকে সে অপছন্দ করে বা ভালবাসে না তাকে বিয়ে করতে হয় না। অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্যে স্বামীর ওপর সে নির্ভরশীল নয়। সর্বদাই সে নিজের জীবিকা অর্জন করে নিতে পারে। সমগ্র দেশের উচ্চতম পদ থেকে নিম্নতম পদের দরজা তার কছে উন্মুক্ত। পুরুষেরই মত সেখানে তার সমান অধিকার। সমান বেতন, সমান কাজ।

স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণা, মতলববাজ মেয়ে যারা তারা সেই সব স্বামী শীকার করে যাদের আর্থিক অবস্থা এতভাল যে তাকে বিয়ে করলে আর খেটে খেতে হবে না। এরকম মেয়ে আছে সংখ্যায় তারা কম নয়। কিন্তু তবে এই যুদ্ধকালে তারা যদি কাজ না করে তবে যাকেই তারা কেউ বিয়ে করুক না কেন তাদের ফুডকার্ড বন্ধ হবে আর তারা খেতে পাবে না। সোভিয়েটবাদ মেয়েদের মন থেকে তাদের মেয়েলীপনা মুছে দিতে পারেনি, তবে তা ব্যবহারের ক্ষমতা ও সুযোগ অনেকখানি সংকীর্ণ করে দিয়েছে। তবু ধর্ম, জাতি, পারিবারিক ও জনমতের চাপ বা অন্য কোন বাহ্যিক কারণে যে মানুষকে তারা স্বামী হিসাবে চায় না তাকে বিয়ে কবতে হয় না।

তবু ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে, যে বছব সর্বপ্রথম সরকারীভাবে ঘোষণা করা হোল দেশে শত্রু শ্রেণীর আর কেউ নেই তখন দেশের সর্বত্র একটা সহনীয়তার আবহাওয়া বাড়তে লাগল ও গঠনতন্ত্র যখন অত্যন্ত আনন্দ সহকারে সর্বত্র আলোচ্য বিষয় হল। সোভিয়েটরা পারিবারিক জীবনের ওপর কয়েকটি অপ্রত্যাশিত বিধিনিষেধ আরোপ করল। পারিবারিক প্রথা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ধ্বংস পাবে সেই কারণে নয়। মোটেই তা নয়। ১৯৩৬-এর মে মাসের প্রাভদায় প্রকাশিত এক চমৎকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সগর্বে ঘোষণা করা হল :

"পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব দীর্ঘকাল আগে সোভিয়েটদের দেশে এক গুণ হয়ে উঠেছে। এমন কি বাহ্যত দেখলেও সর্বপ্রথমেই এইটী চোখে পড়বে। কোন বিশ্রামের দিনে মস্কো বা অন্য যে কোন সোভিয়েট সহরের পার্কে বা পথে বেড়াতে যান দেখবেন অসংখ্য তরুণ তরুণী তাদের গোলাপী গালের ফুটফুটে ছেলেদের কোলে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে।"

এই নূতন স্বাধীনতা ও কখন সন্তান ধারণ করতে হবে সে বিষয়ে স্ত্রীলোকের অধিকারের ফলে জাতীয় জন্মহার মোটেই হ্রাস পাবার গুরুতর আশংকা নেই। প্রাভদা সগর্বে ঘোষণা করেছে "জন্মহার ক্রমশই বেড়ে চলেছে আর মৃত্যুহার ক্রমেই কমছে।" তার সংগে যোগ করেছে "বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ ব্যক্তিগত ব্যপার।" এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের স্বীকৃতি অনুসারে বিবাহ ও পরিবার নূতন সমাজে গভীরভাবে ভিত্তি স্থাপন করেছে সুতরাং বাইরে থেকে বিধিনিষেধ আরোপ করা বা নব লব্ধ স্বাধীনতা অগ্রাহ্য করবার প্রয়োজন কি? এই রকম এবং বিভিন্ন ধরণের জবাব আছে। প্রাভদা পুনরায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেছে "সোভিয়েট সমাজে যে খেলোয়াড় ছোকরা বছরে পাচ বার বিয়ে করে সে শ্রদ্ধা পায় না। তেমনি হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে—যে মেয়েরা প্রজাপতির মত এক বিবাহ থেকে অপর বিবাহে অনন্দে ঘুরে বেড়ায়।" এক কথায় এই স্বাধীনতার অসৎ ব্যবহারও আছে। আবার অসংখ্য জনগণ এর সুবিধাগুলি সার্থক ও শোভন করে

তুলেছে। কিন্তু এর অসংখ্য ব্যতিক্রমও আছে। মেয়েরা অবাধ গর্ভপাতের সুযোগ একটু বেশী করেই গ্রহণ করছে। এতদ্দ্বারা তারা তাদের নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে। সমাজের ক্ষতি সাধন করছে। আর উত্তর কালের জনগণের ক্ষতি করছে। যৌন ব্যাপারে এই ধরণের পরীক্ষামূলক Laissez faire সরকারী মতে অসার্থক হয়েছে।

প্রাভদা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলছে "তথাকথিত অবাধ প্রেম ও যৌন জীবনের বিশৃংখলতা সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়া রীতি। সমাজতান্ত্রিক নীতি বা যে বিধি ব্যবস্থা সোভিয়েট নাগরিককে পরিচালিত করে তার সংগে কোন যোগ নেই। এই হোল সমাজতন্ত্রের শিক্ষা। এই হল জীবনের স্বীকৃতি।"

ব্যভিচার ও উচ্ছৃংখলতা সম্পর্কে কোন খৃষ্টান ধর্মযাজকও এর চেয়ে দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে নিন্দা করতে পারতেন না।

তার ফলে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুন নূতন আইন বিধিবদ্ধ হল। পূর্বে অনুমোদিত ও গৃহিত এবং প্রায় পরিবিস্তৃত রীতি থেকে নূতন ব্যবস্থা এতই কঠোর যে উদারনৈতিক বহির্জগতেও রাশিয়ানরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। স্বাস্থ্যবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে গর্ভপাত সম্পূর্ণ পক্ষে নিষিদ্ধ হল। কোন চিকিৎসক এই আইন অমান্য করলে ১ থেকে ২ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। সম্ভবতঃ যে ব্যক্তির সহবাসে তার এই অবস্থা হয়েছে, সে যদি তাকে ভীতি প্রদর্শন করে অস্ত্রোপচার করে তাহলে তাকে আদালতে হাজির করা হয় এবং এক থেকে দুবছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। এইভাবে সকল অপরাধীকেই সাজা পেতে হয়।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ আইন সঙ্গত রইল, কিন্তু এই বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক-পুস্তিকা সহসা সংবাদপত্র ও বইএর দোকান থেকে অন্তর্হিত হ'ল। রোগীদের এই বিষয়ে উপদেশ দানে চিকিৎসকদের বাধা দেওয়া হলনা, আর হৃদয়দৌর্বল্যাক্রান্ত ও অন্যান্য ব্যাধিক্লিষ্ট রমণীদের—এইসব উপদেশ গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হ'ত।

বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থা বা ডিভোর্স আইন কঠোর করা হ'ল, ডিভোর্স দ্বারা বিচ্ছিন্ন স্বামী বা স্ত্রীকে পোষ্টকার্ড দ্বারা সংবাদ জ্ঞাপনের প্রথা বে আইনী ঘোষিত হল। এমন কি এই নূতন আইন প্রবর্তিত হবার পূর্বেই এই হুকুম জারী হয়েছিল। রেজেষ্ট্রী ক্লার্কের ওপর আবেদনকারীদের কয়েকটি প্রশ্ন করার ভার দেওয়া হয়েছিলো, তাঁর কাজ এখন বিচ্ছেদ কারক নয়, মিলন কারক হয়ে দাঁড়াল, বুঝিয়ে বিরোধ মেটাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। উভয় পক্ষের শুনানীর দিন হাজির হতে হয়, উভয়কেই প্রশ্ন করা হয়, নিজেদের, সন্তানের ও সমাজের মঙ্গলের জন্যই বিবাহিত জীবন যাপন করে যাবার জন্য তাদের অনুরোধ করা হয়।

প্রথম ডিভোর্সের খরচ বাড়িয়ে ৫০ রুবল, দ্বিতীয় ডিভোর্সে ১৫০ রুবল এবং তৃতীয় ডিভোর্সে ৩০০ রুবল করা হয়েছে। চতুর্থ ডিভোর্সের জন্য কোনো খরচ বিধিবদ্ধ নেই সম্ভবতঃ তা হয়না।

ছেলেদের জন্য খরচা দেওয়ার হার বাড়িয়ে কঠোর করা হয়েছে। গ্রামে প্রাপ্য টাকা পাওয়ার সঙ্গেই তার থেকে অংশ কেটে নেওয়া হয়। পরিবারে যদি একটি সন্তান থাকে তাহলে লোকটিকে তার আয়ের ১/৪ অংশ দিতে হয়। যদি দুটি সন্তান থাকে তাহ'লে ১/৩ অংশ – তিন বা ততোধিক হলে আয়ের অর্দ্ধেক দিতে হয়। টাকা না দিতে পারলে দু বছর পর্যন্ত জেল হয়। জেল দণ্ড অন্য দণ্ডের অংশ মাত্র। আদালতের দণ্ড তারপর সাধারণের অবজ্ঞা, বন্ধুজনের ঘৃণা, কারখানার ভিতরে বাহিরে সহকর্মীদের উপেক্ষা অসহনীয় হয়ে ওঠে।

একথা জানা ভালো যে সোভিয়েট নীতি অনুসারে ছেলের ভার স্বামীর হাতেও পড়্তে পারে। সে ক্ষেত্রে স্বামীর মতো স্ত্রীকেও টাকা দিতে হয়।

এই সরকার ন' পার্টি, কমশোমল, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তীক্ষ্ণদৃষ্টি সত্ত্বেও সরকারের আশানুরূপ গর্ভপাত চেষ্টা বন্ধ হয়নি। মোটা টাকা ফী নিয়ে কোনো কোন রাশিয়ান ডাক্তার প্রচ্ছন্নভাবে একাজ করতে পারেন। তবে খুব কম সংখ্যক ডাক্তারই এভাবে আইন অমান্য করছেন।

শ্রমিক মেয়েদের শরীরের উপর প্রবল চাপ পড়ায় আইনের অর্থ অত্যন্ত উদার করে নেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে গর্ভপাত ব্যবস্থার এখন অধিকতর অবাধ ভাবে অনুমতি দেওয়া হয়। তবে সর্বদাই স্বাস্থ্যের খাতিরে। যত সরকারী কর্মচারী ও চিকিৎসকের সংগে আমার এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সকলেই দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে যুদ্ধের শেষে এই আইন কোনমতেই উঠিয়ে নেওয়া হবে না বা প্রয়োগ তত টা উদার হবে না তার একমাত্র কারণ যে যুদ্ধের ফলে দেশের প্রচুর লোকক্ষয় হয়েছে। এবং আইন আরো কঠোর করে তোলা হবে।

সরকারী কৈফিয়ৎ ও ঘোষণা যাই হোক না কেন এই লেখকের মতে নূতন বিবাহ বিধির সংঙ্গে তৎকালে ইউরোপ ও এশিয়ার আকাশে যুদ্ধের যে কালো মেঘ উঠেছিল তার যোগাযোগ আছে। সোভিয়েটরা যেদিন হাতে ক্ষমতা পেয়েছে সেদিন থেকেই তার যুদ্ধ ভীতি। জাপানীর মাঞ্চুরিয়া অধিকার ও জার্মাণীতে হিটলারের ক্ষমতা-মুসোলিনীর আবিসিনীয়া আক্রমণ প্রভৃতির ফলে রাশিয়ানদের মনে যুদ্ধের আশংকা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল্। নাৎসী জার্মানী বিরাট পরিবারদের কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করত এবং বহুবিধ উপায়ে নবজন্মে উৎসাহ প্রদান করত। জাপান, ইটালী জার্মানীর Anti Comintern Pact বা রুশ বিরোধী চুক্তি ইতিমধ্যেই গৃহিত হয়েছিল। রাশিয়ানদের কাছে এর অর্থ মাত্র একটী—ফ্যাসিস্ত জাতি সমূহের এই মৈত্রীর অর্থ তাদের সংঙ্গে যুদ্ধ করা।

হিটলার Mein Kampf-এ স্বয়ং সোভিয়েট ইউক্রেন অধিকার করার কথা বলেছেন। নুরেমবার্গে নাৎসী পার্টি কংগ্রেসের এক বক্তৃতায় তিনি উরাল ও সাইবেরীয়ার কথা বলেছেন। অপরাপর ধনতান্ত্রিক দেশ, রাশিয়ানরা তখন তাই মনে করেছিল—যথা আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্স। ফ্যাসিস্ত শক্তিসমূহ হয়ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করলে খুসী হবেন। এমন কি যে দেশ "ধনতান্ত্রিকতার অবসান" ঘটিয়েছে তার বিপক্ষে ধর্ম যুদ্ধে তারা যোগ দিতে পারেন। এঁরা বুঝেছিলেন যুদ্ধ হয়ত খুব শীঘ্র হবে অথবা কয়েক বছর পিছিয়ে যাবে। কিন্তু তাদের শুধু কামান, বিমান ও ট্যাংক নিয়ে তৈরী হলেই চলবেনা। সেই সংগে চাই লোক শক্তি—সংখ্যার বৃদ্ধি। এই কারণেই নূতন আইনের স্থষ্টির প্রেরণা পাওয়া গেছে, বিধিনিষেধ উচ্চ জন্মহার সত্বেও সন্তান ধারণ ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামানো ও বিরাট পরিবারবর্গকে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করতে পেরেছে।

এই অর্থ সাহায্য বা সরকারী বৃত্তিগুলি নূতন বিবাহ বিধির একটা বিশেষ ধারা। যে রমণী সপ্তম সন্তানের জননী তাকে পাচ বছর ধরে ২০০০ রুবল (আনুমানিক দেড় হাজার টাকা) দেওয়া হয়। প্রত্যেক বাড়তি ছেলের জন্য (দশটা পর্যন্ত) তিনি অনুরূপ অর্থ পেয়ে থাকেন। এগার সংখ্যার সন্তান হলে প্রথম বছরের জন্য ৫০০০ রুবল দেওয়া হয় ও পরবর্ত্তী চার বছর ৩০০০ রুবল দেওয়া হয়। বাড়তি ছেলেদের জন্য অনুরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা আছে।

শুধু যে মাতৃত্ব অর্থ সাহায্য পায় তা নয় সংবাদপত্রে, পোষ্টারে, প্রাচীর পত্রে ও সিনেমায় তাকে সম্মানিত ও প্রশংসিত করা হয়। রুশ আদর্শবাদ অনুসারে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব যেন দেশপ্রেমের অন্যতম অংশ হয়ে উঠেছে।

প্রাভদা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলে: "যে রমণীর সন্তানাদি নেই সে আমাদের কৃপার পাত্র। কারণ সে জীবনের পূর্ণ আনন্দ থেকে বঞ্চিত।"

পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবাহিত ছাত্রদের গ্রাজুয়েট হবার পর হয়ত দূরে যেতে হত। উভয়ের মধ্যে থাকত বিরাট ব্যবধান। এখন আর তা হয় না, দু একটী অপরিহার্য দৃষ্টান্ত ছাড়া। ডিপ্লোম্যাট বা কুটনীতিবিদদেরও সেই অবস্থা। কোন নূতন যায়গায় গেলে তাই স্ত্রীরাও সংগে যাবেন। পরিবারের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। পরিবার দুর্বল হয়ে যেতে পারে এমন কিছুই করতে দেওয়া হয় না।

আর সেই কারণেই রোমান্স ও নীতির মত, তার সংঙ্গে যা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট সেই পরিবারও পুরাতন দিনের তার সকল সামর্থ্য ফিরে পেয়েছে। আর সমর্থনের জন্য নূতন আকারে অর্থনৈতিক সাহায্য ও মর্য্যাদা পেয়েছে যা তার প্রাক্ সোভিয়েট যুগেও পায় নি। যুদ্ধ পরিবারকে একটা নূতন গরিমায় উন্নীত করেছে। আর যদি কেউ রাশিয়ান পারিবারিক ব্যবস্থাকে অতীত কালের স্মারক, বা তার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া উচিত এই কথা বলে লোকে তাকে বাতুল বলবে। এখন রুশ ভাষায় Semya (পরিবার) ও Rodina (পিতৃভূমি) কথা দুটী সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা উদ্রেক করে। সূর্য থেকে যেমন আলো ও উত্তাপ বিকীর্ণ হয় তেমনি মানুষের যা কাম্য সেই জীবন ও সুখ এই দুটী সূত্রেই আসে। সূর্য বিহনে যেমন অন্ধকার ও নিশ্চিত মৃত্যু তেমনি পরিবার ও স্বদেশ ভিন্ন সবই শূন্য ও অসার্থক। স্বদেশ পরিবারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে আর এই পরিবারই সেই স্বদেশকে অনধিগম্য ও অনতিক্রম্য করে রেখেছে। এই এখানকার মনোভংগী।

বিশেষতঃ বিবাহিত এবং অবিবাহিত সৈন্যেরা পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব বোঝে।

কোন গ্রাম পুনরধিকার করে ওরা যে কোন বাড়ীতে আনন্দচিত্তে যায়। কোন টেবিলে বসে পড়ে তারপরে দিদি মা ঠাকুমা জাতীয় কেউ এসে তাদের স্থপ খেতে দেন। এর ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্রের বহুদূরের নিজের বাড়ীর স্মৃতি মনে পড়ে। রুশীয় সিনেমার নিউজ রীলে সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য হোল যে পুনরধিকৃত গ্রামে প্রবেশ করে সৈনিকরা শুধু মেয়েদের নয় মা ঠাকুমা জাতীয় মেয়েদের আবেগভরে আলিংগন করে। যে জননী যে কোন কারণেই হোক যুদ্ধক্ষেত্রে কোন কাজে থাকেন তিনি তরুণী নার্স বা বন্দুক ধারিণীর চাইতেও অধিকতর সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেলেভ গ্রামের জননী মেরিয়া আইভেনোভনা কার্পেবস্কোর কথা ধরা যাক। তাঁর স্বামী নেই শুধু একটী ছেলে আঠারো বছরের শাশা। জার্মানরা যখন বেলেভ অধিকার করল তখন ছেলেটী গোরিলা দলে যোগ দিতে চাইল। জননী তাকে বাড়ীতে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। এক রাত্রিতে ছেলেটী আর ফিরল না। মা অত্যন্ত নিসংগ ও নিঃসহায় বোধ করলেন। ভোর বেলা শাশা ফিরল তার গায়ে গাসোলিনের গন্ধ সে জর্মান ট্যাংকের চাকাগুলির মুখে গাসোলিন বার করে সারা রাত্রি কাটিয়ে দিয়েছে। শীঘ্রই একদিন জার্মানরা এসে মেরিয়াকে জিজ্ঞাসা করল যে তার ছেলে কোথায়। মা শপথ করলেন যে ছেলে বাড়ী নেই। আশা করলেন যে শাশা জানলা গলিয়ে এক্ষুনি বাড়ী ফিরবে।

কিছু দিনের মধ্যে ছেলেটী সৈন্যদলে ঢুকল। মা ও তার সংগে যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। যে রেজিমেণ্টে শাশা ঢুকেছিল মা সেইখানে রাঁধুনীর কাজ নিলেন। সদয় ও দৃঢ়চিত্ত রমণী তিনি রেজিমেণ্টের সৈন্য প্রাইভেট ও অফিসারদের সংগে বন্ধুত্ব করে নিলেন। তার ছেলে স্নাইপার হয়ে ছিল। সে Dug out-এ অন্যান্য সৈনিকদের সংগে থাকত। মেরিয়া আইভানেভনা মাঝে মাঝে Dug out-এ যেতেন। বোমা ও বুলেট তার মনে ভীতিসঞ্চার করত না। এসব তাদের দৈনন্দিন জীবন ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের অংশ হয়ে উঠেছিল।

Dug out-টী উষ্ণ এবং শান্ত স্নাইপার রা সেই সংগে শাশাও Matushka কে (ছোট মা) ঘিরে গোল হয়ে বোসত। আর তাঁকে সে দিনের সাফল্যের কাহিনী বলে যেত। আর তাঁর মুখের প্রশংসা ও পরামর্শ শুনত। তিনি অনেক রাত্রি অবধি থাকবেন। আবহাওয়া যেমনই হোক না কেন—জল ঝড় তিনি ঠিক সময়ে কোয়ার্টারে ফিরে ছেলেদের জন্যে ব্রেকফাষ্ট করতেন।

পর দিনে রাত্রে তিনি আবার আসতেন। শাশার মা সবায়ের মা। নূতন অভিযানের সংবাদ শুনতেন স্নাইপারের নূতন উৎসাহ বাণী দিতেন। তাঁর উপস্থিতি গৃহ থেকে দূরে এক নির্জন Dug out-এ গৃহ ও পরিবারের সৌরভ ও পরিবেশ এনে দিত। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র মেরিয়া আইভনোভ্না নন।

যৌবন ও সংস্কৃতি

যে সময় রুশো-জার্মান যুদ্ধ বাধলো তখন জয়া ভ্যাদিমিরোভার বয়স ষোলোর কিঞ্চিৎ বেশী। সে হাই স্কুলের ছাত্রী, কবি ও অভিনেত্রী। তার দেশ তুলায় সে আনা কারেনিনার পুত্র সেরিয়োজার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল—টলষ্টয়ের উপন্যাস অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত।

তার দিকে দেখলে মনে হবে না যে এই নরম বাদামী চুল, সুদৃঢ় গোলাকার মুখ, সাদা দুধের মত দাঁত, ছোট্ট মেয়েটী কোথা থেকে যুদ্ধে যাবার এত সাহস পেল। কোথা থেকে পেল প্রকৃত সংঘর্ষের ভেতর গিয়ে আহতদের নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে যাবার সাহস। তবুও দু'মাস সেই কাজ করেছে। গোলাগুলির ভেতর দিয়ে সে একশ ষোল জন আহত সৈনিককে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আমি প্রশ্ন করলাম, "তোমার কি ভয় করে না?" সে মাথা নেড়ে হেসে বলল: ভয় পাবার সময় কৈ।"

মেয়েটী পুনরায় হাসল, যেন এই রকম প্রশ্ন কেউ করতে পারে তা শুনে সে আমোদ বোধ করছে।

তৎক্ষণাৎ সে আমাকে তার যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা বলতে সুরু করল। ১৯৪৩-এর ২২শে জুন সে তুলার বাইরে এক গ্রামে পিসীর বাড়ি গিয়েছিল। সকাল বেলা ব্রেকফাষ্ট খেতে দেরী হয়ে গিছল। খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবার পর সে ডিশগুলি সংগ্রহ করে ধুতে আরম্ভ করল। রেডিও চলছিল, সে প্রোগাম শুনছিল। সহসা যুদ্ধের সংবাদ ঘোষিত হল।

মেয়েটি বলতে লাগল, 'আমার হাত থেকে বাসনগুলি ঝন ঝন করে পড়ে গেল। চোখের সামনে যেন আলো নিভে গেল। একটু সুস্থ হয়ে আমি পিসীকে বললাম আমি যুদ্ধে যাব।"

পিসী বিস্মিত হলেন। কিন্তু এতটুকু সময় নষ্ট না করে জয়া তার জিনিষপত্র গুছিয়ে না নিয়ে তুলায় ফিরে এল। সোজা বাড়ী না ফিরে সে সৈন্য দলে নাম লেখাবার চেষ্টা করল। সৈন্যদল বা কমসোমল কেউই তাকে গ্রহণ করতে রাজী হল না, তার বয়স ও সাইজের জন্য।

জর্মানরা যখন তুলার কাছাকাছি এসে পৌছল তখন কর্তৃপক্ষরা অপরাপর বৃদ্ধা ও ছোট ছেলেমেয়েদের সংগে তাকেও সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। জয়া যেতে অস্বীকার করল। সে বাড়ীতে থাকবে, যুদ্ধ করবে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে সে নাম লেখাবার জন্যে চেষ্টা করল। তারপর একদিন তাকে বলা হল:

"বারোটার সময় তৈরী থেক।"

দৌড়ে বাড়ী চলে গিয়ে সব জিনিষপত্র গুছিয়ে নিল। পাছে মা হৈ চৈ করে সেই ভয়ে কিছু তাকে বলল না। যখন তৈরী হয়ে দোর গোড়ায় পৌছল তখন মার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল:

"মা আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।"

দৌড়ে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল আর পিছন ফিরে তাকাল না। মার কাকুতি ভরা নয়ন বা আবেদন ভরা কথা সে দেখতে বা শুনতে চায় না।

জয়া মিলিটারী ডিপোতে গিয়ে হাজিরা দিলে। আর তাকে সদ্য গঠিত তুলার স্বেচ্ছাবাহিনীতে গ্রহণ করা হল। সৈন্যরা তাকে বিরক্ত করে বলতে লাগল: "খুকু বরং মার কোলে ফিরে যাও বা খুকীরাণী একটা গোলার আওয়াজ শুনলেই তুমি ফিরবে।" এর উত্তরে তার জবাব, "আচ্ছা দেখা যাবে।"

সে একাকী ষ্টাফ হেড কোয়াটার্সে চলে গেল, ভাবতে লাগল সত্যিই কি যুদ্ধে ভয় পাবে। সহসা একটা তীব্র আওয়াজে সে ওপর দিকে চেয়ে দেখলে মাথার ওপর প্রকাণ্ড কালো মেসারসমিট উড়োজাহাজ। তৎক্ষণাৎ সে তুষারের ভিতর লুকিয়ে পড়ল। মেসিন গানের আওয়াজে সে ভয় পেল না, তখনই সে বুঝ্লো যে গোলা গুলির আওয়াজেও তার ভয় করবে না।

হেড কোয়াটার্সে ওকে উলের কোট, ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট, ফেলট্ বুট, একটি গ্রেট কোট ও একটী শীতের টুপি, অস্ত্র শস্ত্রও দেওয়া হল, একটি বন্দুক, বারুদ, হাত বোমা প্রভৃতি। নতুন পোষাকে তাকে অনেক বড় দেখাতে লাগ্ল, তার ভারী আনন্দ হোল, সৈনিকেরা আর তাকে ছোট বলে পরিহাস করতে পারবে না। কিন্তু তবু সে ছোটই। গ্রেট কোটের সাইজ ওর চেয়ে অনেক বড়। প্রথমটা চলা ফেরা করতে গিয়ে তার ঢিলে ঝুলে ওর পা জড়িয়ে যেতে লাগ্ল, আর সৈনিকরা আরো বেশী ঠাট্টা করতে লাগ্ল। কিন্তু সে তবু—লেফটেনাণ্টের পিছু পিছু যুদ্ধের জায়গায় চল্ল।

একটি স্কাউটের মুখে যখন যখন শোনা গেল একটি জার্মান ট্যাংক কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তখনই লেফটেনাণ্ট সেটি ধ্বংস করার হুকুম দিলেন। জয়া দেখ্ল একটি রাশিয়ান সৈনিক ট্যাংকের ওপর লাফিয়ে উঠে একজন জার্মানকে বেয়নটে আহত করল, তারপর মেশিনটি উড়িয়ে দিল—সহসা ওদের মাথার ওপর দিয়ে বুলেট উড়্তে লাগ্ল। রাশিয়ানরা তুষারে লুকিয়ে পড়ল, সেই সংগে জয়াও, আর পুনরায় তার মনে ভয় জাগ্লোনা বলে সে আনন্দিত হ'ল।

ভাগ্যক্রমে সেবার দলের কেউই আহত হ'ল না। গুলিবর্ষণ শেষ হতেই ওরা আবার মার্চ সুরু করল, কালুগার পথে ওদের সঙ্গে একজন দলভ্রষ্ট জার্মান সৈনিকের দেখা মিল্ল। নোঙরা ও তুষারমণ্ডিত সেই জার্মানটি তুষারের ভিতর হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে আত্মসমর্পন করল। তাকে যখন প্রশ্ন করা হ'ল জার্মান সৈন্যরা কোথায় সে বল্ল: তুলা, কালুগা tup tup—"অর্থাৎ তারা দৌড়ে পালাচ্ছে" জার্মানরা যে অবশেষে পালাচ্ছে তা জেনে রাশিয়ানরা খুসী হ'ল। তারা হাস্তে লাগ্ল ও tup tup কথাটি বরাবর উচ্চারণ করে আমোদ বোধ কর্ছিল।

এত ঠাণ্ডা যে ওরা তুষারাক্রান্ত হ'বার ভয়ে মুখে আমেরিকান পেট্রলিয়ম জেলি মেখেছিল। অবশেষে সবাই এসে ওতা নদীর তীরে পৌছল। জার্মানরা ওদের দেখে

গুলি চালাতে সুরু করল, এবারও ভাগ্যলক্ষ্মী ওদের প্রতি প্রসন্ন—কেউই আহত হ'ল না। অবশেষে, রাতের অন্ধকারে নদী পার হয়ে ওরা একটি শূন্য কারখানা বাড়ীতে আশ্রয় নিল, সেখানে সিমেণ্ট করা শীতল মেঝে বিছানা করে শুয়ে রইল।

জার্মানরা তখনও কালুগা অধিকার করেছিল, আর রাশিয়ানরা আক্রমণের হুকুমের অপেক্ষায় ছিল। দ্বিপ্রহরে হুকুম এসে পৌছল। আক্রমণ সুরু হ'ল আর জয়া সেই কারখানাতেই লেফ্‌টেনাণ্টের হুকুমে রয়ে গেল, আহতদের আনা হলে শুশ্রূষা করার জন্য। জয়া কামান বন্দুকের আওয়াজ শুনে আর ঘরের ভিতর থাকতে পারে না, বাইরে বেরিয়ে আসে। একটি গাছের তলায় তুষারের ওপর একটি বিরাট পুরুষ আহত অবস্থায় শুয়ে আছে, লোকটি সার্জেণ্ট। জয়া তাকে তোলার চেষ্টা করতে লোকটি কিন্তু বলল ..

—"চার পাউণ্ডের খুকী, আমার মত দৈত্যকে তোলা তোমার সাধ্য কি! জয়া বলল···দেখুন পারি কি না"—তারপর সে তাকে তুলে নিয়ে এসে তার ক্ষতের পরিচর্য্যা করতে লাগল।

কৃতজ্ঞ সার্জেণ্ট বল্লেন—"চার পাউণ্ডের খুকী— সত্যিই তুমি অপূর্ব!"

ক্রমে আরো আহতেরা আসতে লাগল, জয়া একটির পর একটির ক্ষত শুশ্রূষা করে তাদের বাহবা দিতে লাগল।

এখন ওরা বলতে লাগল—"ব্রেভ্ লিট্‌ল সিস্‌টার" "কাইণ্ড লিট্‌ল সিস্‌টর"—

বিশ্রীভাবে আহত এক ব্যক্তি ভাঙা গলায় বল্লেন: "জয়েচকা আমাকে মরতে দিয়োনা"—জয়া হেসে তার মাথায় হাত দিয়ে বলে উঠ্‌ল—আপনি আমার পরে মরবেন।

বেচারী কিন্তু মারা গেল।

ছ'জন আহত ব্যক্তি এসে হাজির হ'ল, কমাণ্ডারের লেগেছিল তারা তাকে বাচাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু জার্মানরা আঘাত হানলো, সবাই পড়ল।

জয়া প্রশ্ন করে—উনি কোথায়?"

সবাই তাকে জানালো কমাণ্ডার কোথায় শুয়ে আছেন, জয়া দৌড়ে তাঁকে বাচাবার জন্য ছুটে গেল। ছোট বলে সে যখন বনের ভেতর গুঁড়ি মেরে চলত তখন তাকে একটুক্‌রো কাষ্ঠ খণ্ড ভিন্ন আর কিছু মনে হ'ত না, এই তার সুবিধা ছিল।—লোকটি কিন্তু ইতিমধ্যে মৃত।

জার্মানরা তাকে দেখে মেশিন গান ছোটালে। গাছের পাতা খসল। কতকগুলি গাছ উড়ে গেল। জয়া মৃতদেহের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করল। আশ্চর্য চিরদিন সে মৃতদের এত ভয় করে এসেছে যে রাতের বেলা সে গোরস্থানের কাছ দিয়ে যেতে সাহস করত না, এখন তার কোন বিষয়ে বা কাউকে ভয় নেই।

ফিরে এসে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল কিন্তু ও তবু আহতদের শুশ্রূষা করতে লাগল। তারপর শেলের আঘাতে ওদের ঘরটা ভেঙে পড়ল, মাথার উপর ছাত খসে পড়ল। ভগ্নস্তূপ ছড়িয়ে পড়ল। প্রথমটা জয়া কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ভ হয়ে গিছল, ওর

চোয়াল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল তার আর কিছু ক্ষতি হয় নি। তাড়াতাড়ি সে স্তূপের ভেতর থেকে আহত সৈনিকদের সরাতে লাগল। মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বে যাদের সংগে কথা কয়েছে তার মধ্যে দু'জন মারা গিয়েছে।

তাদের আর একটি ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াহোল। ঘরটা এত ঠাণ্ডা যে সিমেণ্টের মেঝেতে আগুণ জ্বালতে হল। আহতরা তবু ঠাণ্ডার কথা বলতে লাগ্‌ল। ওর অবশ্য গরম হচ্ছিল কেননা ও কাজ করছিল। সে তাড়াতাড়ি মেষচর্মের জ্যাকেট ও পশমের অন্তর্বাস খুলে ফেলে ওদের গায়ে জড়িয়ে দিল, এক মুহূর্ত ইতস্তত না করে। তবু আরো অনেকে কাঁপছিল। ও মৃতদেহ দুটীর দিকে তাকিয়ে দেখলে। তাদের গায়ে সব রকমের জামা আছে ও একটু ইতস্তত: না করে ঝুঁকে পড়ে তাদের গায়ের জামা কাপড় খুলে নিল। আহতেরা সে দিকে প্রতিবাদ করে বলে উঠল "ছিঃ বোনটী ওরা আমাদের ভাই।"

এ প্রতিবাদে জয়া কান দিল না। জীবিত মানুষদের শীতের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ওকে কিছু করতেই হবে।

জার্মানরা যখন কালুগা থেকে বিতাড়িত হল তখন সমস্ত অঞ্চলটী ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। ভগ্ন ও ভস্মীভুত বাড়ী সত্ত্বেও জনগণ অত্যন্ত খুশী। তারা কাঁদতে লাগল এবং আতংককর কাহিনী বলতে লাগল। জয়া বলল একটী স্ত্রীলোক আমার কাঁধের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কি করে জার্মানরা তার সতের বছরের মেয়েকে মেরে ফেলেছে সেই কথা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল। আমার জার্মানদের উপর এত ঘৃণা হল যে আমি পিস্তল বার করে তাদের মৃতদেহের ওপরই গুলি চালাতে লাগলাম। কালুগাগে কোনদিন ভুলব না। সে থামল, মুখখানি গম্ভীর ও চিন্তাশীল যেন ক্রমে ক্রমে তার রাগ দমন করছে। আবার সে দম নিয়ে আরম্ভ করল।

বলল: "আমি আপনাকে লিয়োভা ভলকোভের কথা বলব।"

আমি বললাম, "তিনি আবার কে।"

"আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু—না না আমার সুইটহার্ট বা প্রেমাস্পদ নয়—আমি আর একটী ছেলের ওপর আমার আগ্রহ আছে আর এ ছেলেটী অন্য মেয়েতে আগ্রহশীল। তখন আমরা হাইস্কুলে একসংগে পড়তাম। ও আমার চেয়ে বড়ো। আমরা বরাবরই পরস্পরকে জানতাম। আমরা দীর্ঘ পথ পায়ে হেটে বেড়াতাম। অনেক গল্প করতাম। নিয়তই কলহ করতাম—সবই কিন্তু মজা। আমাদের তুলা কমসোমলে ও ছিল একজন সুদক্ষ লক্ষ্যভেদকারী। এবডোমেনে গুলি লাগার আগে ও একাই পঁচিশটী জার্মানকে সাবাড় করেছে। আমরা তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিয়ে আসবার জন্যে দৌড়ে গেলাম ও কিন্তু কিছুতেই আসবে না। একটী পাহাড়ের প্রায় ধারে ও পড়েছিল। ওর ধারণা ওর তেমন বেশী লাগে নি। সে ওর দলকে পাহাড়ের ওপর পরিচালনা করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সে জোর করে মাথা তুলতে গেল। ও চীৎকার করে বলে উঠল "onward for the Fatherland"—"পিতৃভূমির জন্যে

এগিয়ে চল।" ওর মাথায় একটী বুলেট এসে আঘাত করল, ও পড়ে গেল। আমি কোন দিন লিয়োভাকে ভুলব না—কি চমৎকার আর অদ্ভুত ছেলে।"

জয়ার চোখ বেয়ে আর একবার জল গড়িয়ে পড়ল……

জয়ার সংগে আমার কুইবাসবে দেখা। কমসোমল তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে ডেকে নিয়ে এসেছে। ভল্‌গা সহরে সমার ইস্কুলে লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্যে পঠিয়েছে। আমার সংগে ওর কয়েকবার সাক্ষাৎকার হয়েছে। যে বিষয়ে ওর অক্লান্ত উৎসাহ সে বিষয়ে আমরা দীর্ঘকাল কথা বলেছি। শুনে ও ক্লান্তি বোধ করে নি। আমি শুনতে ক্লান্তি বোধ করি নি—রুশীয় যুবশক্তি, ওদের কাল, জয়া কমসো ডেমোনস্কয়া ও স্থবা চেকলিনের কাল বা যুগ সম্বন্ধে আলোচনা চল্‌ল। রাশিয়ায় জারের আমল বা সোভিয়েট আমলের যে কোনও কালের হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ওরা ছাড়িয়ে গেছে, এবং শুধু নিজেদের নয় রাশিয়ার ইতিহাস এরা নূতন করে গড়ে তুল্‌ছে। এ এক উৎসাহী সংগ্রামশীল যুবশক্তির যুগ। এরা বাঁচতে চায় এবং জীবন যাপনের মান নীচু হলেও অসংখ্য উপায়ে তাকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করে। যখন যুদ্ধ এল তখন ওরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য সকলে আগ্রহ দেখিয়েছে। হাজারে হাজারে ছেলেমেয়ের দল একটা না একটা কাজ নিয়ে যুদ্ধে গেছে। আরো কয়েক হাজার গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। যারা পিছনে ছিল তারা উৎপাদনের কাজে অমানুষিক সাহায্য করছে।

১৯৪২-এ শরৎকালে আমি যখন তুলা ভ্রমণ করছিলাম তখন জয়া ভ্লাডিমিরোভার সম্বন্ধে খোঁজ নিলাম, আমি শুনলাম সে আর কুইবাসেভে নেই। সমার ইস্কুলের পড়া শেষ করবার পর তুলা প্রদেশের একটী গ্রাম্য জেলায় তাকে ফসল তোলা ও শীতের ফসল বপন করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে।

এই যুদ্ধে নির্ভীক চিত্তে অংশ গ্রহণ করার জন্যে নয়, জ্ঞানের সন্ধানে বিরাম বিহীন প্রচেষ্টায় (সশস্ত্র সংঘর্ষকালেও রাশিয়ানরা এই কাজে বিরত থাকে না) জয়া যে উদ্যম ও উৎসাহ দেখিয়েছে তৎদ্বারা সে বর্তমান রুশ তরুণগণের প্রতিনিধিত্ব করেছে। পরিকল্পনা শিল্প বিষয়ে, কৃষিতে, পারিবারিক জীবনে, নীতিতে ও অপরাপর সামাজিক সম্বন্ধে, এবং সর্বোপরি শিক্ষা ব্যবস্থার যে ভাবে ভিত্তি গঠন করেছে তার ফলেই রাশিয়ার এই কালের তরুণদের মনোভাব ও উদ্যম নূতন ধারায় গঠিত হয়েছে। তাদের কাছে সংস্কৃতি এখন শুধু একটা শব্দ বা সাধারণ কথা মাত্র নয়। নেতাদের মধ্যে তার অর্থ ও ও উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। যে সব প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতি প্রচার করে তারা সংখ্যায় অগণিত। এই সব প্রতিষ্ঠানের একটা হিসাব নিলে—রুশীয় জীবন ও চরিত্রের ধারা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় ৮৫৯টি সংবাদপত্র ছিল, তন্মধ্যে ৭৭৫টি রুশ ভাষায় লিখিত। এদের সমবেত প্রচার সংখ্যা ছিল ২,৭০০,০০০; ১৯৩৮ খৃঃ সংবাদপত্রের সংখ্যা ৮,৫০০, অর্থাৎ প্রাচীনকালের চাইতে দশগুণ বেশী। এর মধ্যে মাত্র ৭০টি অ-রুশীয় ভাষায়। এই

সব সংবাদপত্রের সমবেত প্রচার সংখ্যা ৩৭,৫০০,০০০ ; কাগজের তীব্র অভাব না থাকলে এর সংখ্যা আরো কয়েক গুণ বেড়ে যেত।

পরিকল্পনার ফলে ব্যাঙের ছাতার মত গতিতে বিদ্যালয় গড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তাদের সরঞ্জাম অসচ্ছল। শিক্ষকরা সর্বদা উপযুক্ত ভাবে তালিমপ্রাপ্ত নন। অনেক সময় কর্তব্যের হিসাবে তারা অনেক কাঁচা। কিন্তু দেশের আর সব বিষয়ের মত, শিক্ষা ব্যবস্থাতেও সেই mass procedure বা সর্বগ্রাসী ব্যাপক নীতি। পরে কমবেশী ঠিক করে নেওয়া যাবে, আপাততঃ কাজ চলুক। এই ছিল সাধারণের বিশ্বাস। সব চেয়ে বড় কথা ছিল জাতির কোটি কোটি জনগণকে নব চেতনা, নব সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ করা।

১৯১৪-এ উচ্চ শিক্ষার জন্য রাশিয়ায় ৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এর মধ্যে ৩০টি সেণ্ট পিটসবার্গে, কুড়িটি মস্কৌতে। সর্বসাকুল্যে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১১২,০০০ ছাত্র ছিল। এখন এমন একটিও শহর নেই যেখানে এক বা ততোধিক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় নেই। উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব্ব-পশ্চিমে রুশীয় ও অ-রুশীয় জনগণের শত শত বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়তন দ্রুতগতিতে গড়ে উঠ্‌ল, ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিসিন ও এগ্রিকালচার, অর্থাৎ গঠনশিল্প, ওষুধ ও চিকিৎসা এবং কৃষিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এই সব শিক্ষায়তন ও রুশিয়ার যুবশক্তির বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে তুলেছে যার ফলে লালফৌজ আজ এত শক্তিশালী সংগ্রামশীল বাহিনী হয়ে উঠেছে। এই সৈন্যদলের সমস্যাবলী অসীম,—যানবাহন, সরবরাহ, সামরিক দ্রব্যসম্ভার সবই চাই. আর শুধু উচ্চ শিক্ষিত ও তালিমপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই রাশিয়ানদের মত এমন নিপুণতার সংগে ও সার্থকভাবে সে সমস্যা সমাধান করতে পারে।

১৯৩৯-এ রাশিয়ায় ১১১,০০০ ক্লাব হাউস ছিল, সেখানে জনগণের সামাজিক ও চিত্তবিনোদক প্রয়োজন মিটত, বিশেষতঃ যুবজনের। সেই বছরে ৮৬,২৬৬টি পাব্লিক লাইব্রেরী আর ১৬৬ মিলিয়ন বই ছিল।

জার ও সোভিয়েট আমলে রাশিয়ায় পুস্তক প্রকাশনা একটা বিরাট উদ্যম ও প্রচেষ্টা। ১৯১৩ খৃঃ ২৬,২০০ পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল, সমবেত সংখ্যা ৮৬,৭ মিলিয়ন কপি। ১৯৩৮-এ গ্রন্থ সংখ্যা ৪০,০০০এ পৌছল, মোট সংখ্যার বই ৬৯২·৭ মিলিয়ন। এই সংখ্যার ভিতর অনেক রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক বিষয়ের বইও ছিল—এই সব বইয়ের প্রতি সংস্করণে ছয় থেকে সাত হাজার পর্য্যন্ত বই ছাপা হয়।

সৃজনীমূলক সাহিত্যের অংক উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ১৯১৭-৪০ পর্যন্ত রাশিয়ার গদ্য রচনা। রুশ সাহিত্যের দৃষ্টান্ত প্রথমে ধরা যাক, সমস্ত উল্লেখযোগ্য লেখকের কথাই বলি, এঁদের মধ্যে এক গর্কী ও মায়াকোভস্কী উনিশ শতকে লিখেছেন—সোভিয়েট বিপ্লবের কথা যখন স্বপ্নেও ভাবা যেত না তার পূর্বেই তারা লিখেছেন, কিন্তু তাঁদের সাহিত্য ও বিদগ্ধ পরিবেশ, বিপ্লবাত্মক ভাবধারায় পরিপূর্ণ।

এ কথা উল্লেখযোগ্য যে তথাকথিত "সর্বহারার সাহিত্য", যা একদা RAPP বা প্রলেটেরিয়ান লেখক সমাজ কর্তৃক বিশেষভাবে সমর্থিত হয়ে চালু করা হয়েছিল, তারা আজ

রুশ সাহিত্যে ও সাহিত্যিকের যে হিসাব-নিকাশ সোভিয়েট আমলে প্রকাশিত গ্রন্থ সম্পর্কে হচ্ছে তার ভিতর স্বীকৃত হয়নি।

লেখক	কপি (হাজার করা)	যে কয়েকটি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তার সংখ্যা
এ, পি চেকভ্	১৫,৩২৬	৫৬
এ, আই, হারজেন	১,৩১২	২
এন, ডি, গোগোল	৭,৭৩১	৩৩
এ, এম, গোর্কী	৩৯,৮৭৬	৬৫
এ, এস, গ্রিবোয়েডভ্	৭৭১	৩
এম, ওয়াই, লারমনটফ্	৫,৭৮১	৪২
ভি, ভি, মায়াকোভেস্কি	৭,১৫০	৩১
এন, এ, নেক্রাসভ্	৮,২৫০	২৭
এ, এস, পুস্কিন	২৯,৮৪০	৭২
এম, ই, সলটিকভ স্খেবদিন	৬,৭৭৫	২৬
এল, এন, টলষ্টয়	২০,৯১৬	৫৭
আই, এস, টুর্গেনিভ	৯,৯০৬	৩৯
টি, জি, সেভসেংকো	৪,৮১৭	৩৩

বৈদেশিক সাহিত্য বরাবরই রাশিয়ার পাঠকসাধারণের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু সোভিয়েট আমলের মত কোন দিনই হয় নি। হয়ত দেশে তখন তত বেশী শিক্ষিত লোক ছিল না কিংবা এত বেশী পাঠক ছিল না। এই গ্রন্থের পাঠককে খুব বেশী সংখ্যা দেখিয়ে ভারাক্রান্ত না করে আমি শুধু কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈদেশিক উপন্যাসিক নাট্যকার কবির কথা উল্লেখ করছি এবং পুনরায় বলছি এই সব বইগুলি বর্তমান কালের ক্লাসিক। আমি পরপর দুটী স্তম্ভে সোভিয়েট আমলের পূর্বের ও পরের হিসাব দিচ্ছি।

লেখক	(হাজার হিসাবে কপির সংখ্যা)	
	১৮৯৪—১৯১৬	১৯১৭—৪০
বায়রণ	১৭৮	৪৮৮
ব্যালজাক	১০৬	১,৭৪৩
ডিকেন্স	৮৫০	২,০৮৬
গ্যয়টে	২৪৬	৪৮২
হাইনে	১২৪	১,০৭০
হুগো	৪৬৬	২,৮৮৬
জোলা	৯৩৯	২,১০৯
মোঁপাসা	১,৫১৭	৩,২৩৪
রোঁলা	২৪	২,০৩৬

মাদার রাশিয়া

লেখক	(হাজার হিসাবে কপির সংখ্যা)	
	১৮৯৪—১৯১৬	১৯১৭—৪০
সার্ভেন্টিস	১২৬	৫৬৭
স্টেণ্ডহল	২৫	৭৭৪
আঁনাতোল ফাঁস	৫২৩	১,৭৮৮
সেক্সপীয়ার	৬১১	১,২০৯
শীলার	৪৫৫	৫২৫

১৯১৭ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত বিখ্যাত আমেরিকান লেখকরা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছেন। আর তাঁদের প্রকাশিত (রাশিয়ায় তার অর্থ বিক্রীত) গ্রন্থের সংখ্যা দেওয়া হ'ল—

সেরউড এ্যাণ্ডারসন	৪৫,০০০	জন ষ্টেইনবেক(গ্রেপস্ অব্ রাথ)	৩০৫,০০০
পার্ল বাক	১৪০,০০০	রিচার্ড রাইট	৭৫,০০০
আরস্কিন কল্ডওয়েল	৭৩,০০০	য়ুজিন ও'নীল	২৫,০০০
পল ডি ক্রুইপ	৯০০,০০০	ষ্টিফেন লি কক	২৩০,০০০
হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো (আনকল টমস কেবিন)	১৩৫,০০০	ও হেনরী	১,১৪৪.৩১০
		থিয়োডর ড্রেইসর	২৬৩,০০০
অপটন সিনক্লেয়ার	২,৬৩৩,০০০	সিনক্লেয়ার লিউস	১৯৪,৮০০
ফেনিমোর কুপার	২৮৪,০০০	মার্কে টোয়েন	২,০০৪৮৫০
ব্রেট হার্টি	২২০,০০০	জন ডস প্যাসোস্	৯৭,৮৫০
লংগ ফেলো'র হিয়োতা	১২৩,৮৩৫	জ্যাক লণ্ডন	৬,৪২৮,০০০
আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে	৭০,০০০		(সংখ্যা অসম্পূর্ণ)

রাশিয়ানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে থিয়েটার বড় কম অংশ গ্রহণ করে নি এবং যুবগণের মানসিক উৎকর্ষ ও ভাব প্রবণতার সাহায্য করেছে। সাধারণের চিত্ত বিনোদন ও সামাজিক উৎসবে এই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। চার্চে যাওয়ার প্রথা উঠে যাওয়ায় খুব কম সংখক উপাসক দল ভিন্ন থিয়েটার যাওয়াটা ক্রমশই একটা ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে গেছে, প্রায় একটা রীতি হয়ে উঠেছে। আরামদায়ক বাড়ীর অভাব অবশ্য থিয়েটারের জনপ্রিয়তার কিছু কারণ। প্রান্তরের ভিতর যখন শহর গড়ে ওঠে, সে উরালের পর্বতেই হোক বা সাইবেরীয়ার পর্বতকন্দর বা অরণ্যেই হোক, কারখানার সংগে সংগেই একটা করে নাট্যশালা গড়ে ওঠে।

১৯৪১-এর জানুয়ারীতে রাশিয়ায় ৮৫০০ থিয়েটার ছিল। সবগুলি স্থায়ী ও পেশাদার। ভাষার ভিত্তিতে না হলেও, আঞ্চলিক হিসাবে সেগুলিকে নিম্নভাবে ভাগ করা যায়:—।

রাশিয়ান রিপবলিক	৪৬৯	জর্জিয়ান "	৪৮
উক্রেনীয় "	১১৯	আর্মেনিয়ান "	২৭
হোয়াইট রাশিয়ান "	১৬	তুর্কমেনিয়ান রিপাবলিক	১৪
আজার বাইজান "	৩১	উজবেক "	৪৫

এই সব থিয়েটারের মধ্যে শুধু মাত্র ১৭৩টী ছেলেদের ও যুবকদের জন্য অভিনয় ব্যবস্থা করে। বাকী ২৭৬টী গ্রামাঞ্চলে রংগমঞ্চ সংক্রান্ত ষ্টুডিয়োগুলি নূতন থিয়েটারের চাহিদা অনুসারে অভিনেতা অভিনেত্রী যোগান দিতে পারে না। যুদ্ধের পূর্বে বিশেষ কমিটিগুলি নিয়তই মস্কৌ যাতয়াত করত। থিয়েটারে, নাট্য সমিতিতে, কমসোমলে, ট্রেড ইউনিয়নের নূতন গায়ক, অভিনেতা নর্তক প্রভৃতির সন্ধান করে বেড়াত। সরকার থেকে থিয়েটারকে বিশেষভাবে উৎসাহিত ও সমর্থন করা হত। পার্টি বা কমসোমল ও বিশেষতঃ ট্রেড ইউনিয়নও তাই করে।

যুদ্ধের পূর্বে স্থপতিরা থিয়েটারের জন্য বিশেষ নক্সা আঁকতেন। তাকে অধিকতর কারুমণ্ডিত ও লোকের কাছে সুদৃশ্য করে তোলা হত। একথা অবশ্য বলা বাহুল্য যে পূর্বে যে সব প্রেক্ষাগৃহ তৈয়ারী করা হয়েছিল তা মোটেই এমন মনোহর হয়নি। এর অবশ্য ব্যতিক্রম আছে—নভোসিবিরস্ক ও রষ্টোভের থিয়েটার গুলি ও মস্কৌর চেইকোভেস্কী কনসার্ট হল প্রভৃতি সাধারণ গৃহাদির স্থাপত্যনিদর্শনের যেন ভূমিচিহ্ন। বহুবিধ নূতন প্রভাবে বিজড়িত হয়ে—বাড়ীতে কিংডারগার্টেন থেকে স্কুলের উচু ক্লাশ পর্যন্ত এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবাদপত্র, সাহিত্য, থিয়েটার বা সংগীত সম্পর্কিত গঠন বিধি গৃহীত হবার পর একটা নূতন জগতের সন্ধান পেয়েছে যেখানে তাদের কল্পন', জীবন ধারা তাদের সামাজিক দৃষ্টিভংগী, রুচি, প্রেমাত্মক পরিবেশ, সকল কিছুর ভিতরই সংস্কৃতিমূলক ভাবধারা চর্চা করা যায়। অথচ পূর্ববর্তিকালে যা নিয়ে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল, সেই সংঘাত বা অনিশ্চয়তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার এখনকার তরুণের আর কোন সম্ভাবনা নেই, সকল প্রকার ত্রুটী সত্ত্বেও বিশেষতঃ, বিদেশ ও বিদেশী সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ার যুবশক্তি এই লেখকের বিচারে অত্যন্ত সংস্কৃতি সম্পন্ন, ভব্য, ভদ্র ও স্বাভাবিক আর এতই কল্পনা প্রবণ যা সোভিয়েটরা কোনদিন দেখেনি।

সৌখীন শিল্পের (বা রাশিয়ানরা যাকে বলে *Samodeyatelnost*) সারা দেশব্যাপী প্লাবন রুশীয় যুবশক্তির সাংস্কৃতিক উন্নতিতে সহায়তা করেছে। বিশেষতঃ সঙ্গীত, নাটক ও নৃত্য ব্যাপারে এই উৎকর্ষ বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। এদেশের ক্লাব বাড়ীগুলি *Samodeyatelnost* এ পরিপূর্ণ; স্কুল এমন কি কিণ্ডারগার্ডেনও তাই। পৃথিবীর কোনো দেশ আমার জানা নেই যেখানকার ছেলেমেয়েরা রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের মত নৃত্যকলা এত ভালবাসে বা কঠিন ও জটিল পদক্ষেপ এত সহজে আয়ত্ত করতে পারে।

ভৌগলিক অবস্থান তার যেখানেই হোক না কেন, এমন কোনো যৌথ কৃষিশালা বা কারখানা নেই যেখানে সৌখীন অভিনেতা নেই। এদের মধ্যে অনেকে কাঁচা ও একেবারে আনাড়ি। এদের শেখাবার ও নির্দেশ দেওয়ার মত কোনো উপযুক্ত লোক নেই। একটা নূতন ও জনপ্রিয় বৃত্তির উদ্ভব হয়েছে ও বৃদ্ধি পেয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনার সময়, সেটি হ'ল Semodeyatelnost এর শিক্ষকতা। এরা কোন কালে সংখ্যায় অধিক নয়,—এই আন্দোলন দেশের সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎসাহিত, আর এই কারণে মোটা টাকার বন্দোবস্ত করা আছে। "এই সৌখীন প্রচেষ্টার বিশেষত্ব এই যে লোকশিল্প ও লোকসঙ্গীতের বিশেষ ভাবে এরা পুর্ণপ্রবর্তন করছেন, প্রধানতঃ সঙ্গীত ও নৃত্য। সমবেত সঙ্গীতের (choirs) পক্ষে বিশেষ করে এই কথা খাটে—সেগুলি সংখ্যায় এত বেড়েছে যা রাশিয়া কখনো দেখেনি। কারখানা, ট্রেড ইউনিয়ন, সৈন্য ও নৌ-বিভাগ কমসোমল, পাইয়োনীয়ার দল, স্কুল—সবই এই সমবেত সঙ্গীত চর্চা করে। সমবেত সংগীতের ঐক্যতান অত্যন্ত জনপ্রিয়—এই সব দলের সকলেই লোক সঙ্গীত গায় আর সেই সময় দর্শক বৃন্দ সোৎসাহে যোগ দেয়। রাশিয়ায় অনেক জনপ্রিয় সংগীতকারের গানের সুর এই ধরণের লোক সঙ্গীতের সুরে বাধা, যেমন জ্যাকারোভের চাঞ্চল্যকর প্রেমগীতি "And who knows"। কিংবা সাম্প্রতিক গান "She is So little, She is So Lovely, our Darling Little girl"—এই সব গানের সমাপ্তির পর ঐক্যতান বা সমবেত সঙ্গীত প্রচুর প্রশংসা পায়। এগুলি প্রাণবান্, হাস্যকর ও বেশ সুরেলা, সৈনিকরা ক্যাম্পে এই গান গুলি গেয়ে অট্টহাস্য করে ওঠে। শ্রোতাদের অবস্থাও অনুরূপ।

এই সব সমবেত সঙ্গীতে শুধু গায়ক নয়, নর্তকও আছে, তাই শুধু লোক সঙ্গীত নয়, লোক নৃত্যও হয়ে থাকে। আর এই রকম একটি অনুষ্ঠানে যোগ না দিলে প্রাচীন রুষীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের যথার্থ রস গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যে সব বৈদেশীকরা রুশ সুর ও সঙ্গীতকে অন্তহীন বিরক্তির কারণ বলে মনে করেন তাঁরাও আধুনিক রাশিয়ান সমবেত সঙ্গীত শুনে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হবেন।

১৯৪২-এর এক দুঃখকর মুহূর্তে জার্মানরা যখন রসটোভ ঘিরে ফেলেছিল তখন আমি ও একজন ব্রিটিশ সংবাদিক মরিস লোভেল সেণ্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়নের প্রযোজিত এমনই এক সমবেত সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলাম। যুদ্ধের বিষাদময় সংবাদের ভিতরও শ্রোতারা আনন্দিত চিত্তে হাসছিল। একটি ছোট ছেলে ও মেয়ে কর্তৃক অনুষ্ঠিত নাবিক-নৃত্য এমনই পুলকিত করল সকলকে, মনে হ'ল যেন আমরা থিয়েটারে বসে আছি। তেমনিই হ'ল একজন বারিটোন একক গায়কের লোক সঙ্গীত। লোভেল ও আমি না বলে থাকতে পারলাম না যে বাইরে বিষাদকর মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার পটভূমিতে এই আনন্দ হুল্লোড় কতখানি বেসুরো ও বেমানান।

সংঘর্ষ, শোক, অ-পুষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ ক্লেশের ভিতর রাশিয়ায় যেখানেই গিয়েছি সেখানেই শত্রুকে বাধা দেওয়ার সঙ্গে দেখেছি সংস্কৃতির যোগাযোগ। সংস্কৃতি বলতে রুষ অর্থে যা বোঝায়।

পঞ্চম খণ্ড

রাশিয়ার নারী

সাতাশ

নূতন ভূমিকা

যখন মস্কোতে ছিলাম, তখন একদিন একটি মহিলার কাছে গিছলাম, মহিলাটি এক সপ্তাহের ভিতর নারীর কাছে যা সবচেয়ে দুঃখকর সংবাদ সেই নিদারুণ সংবাদ পেয়েছেন। তাঁর একটি ছেলে, বৈমানিক, যুদ্ধে নিহত হয়েছে, আরেকটি পদাতিক বাহিনীতে ছিল ক্ষত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।

যদিও শোকাকুলা, তবুও তিনি ভেঙে পড়েন নি। যাদের আর কোনোদিন দেখবেন না সেই সন্তানদের ফটো আমাকে দেখালেন। ফটো দু'টিকে চুম্বন করে, অতি কষ্টে অশ্রুরোধ করে আমাকে বললেন:

"বিগত গ্রীষ্মে স্বামী গেছেন; এখন ছেলে দু'টিও গেল। তবে আমিও রাশিয়ান নারী, সহ্য করবার শক্তি আমার আছে।"

১৯৪২-এর গ্রীষ্মে একটি রেল ষ্টেশনে ছিলাম, কাছাকাছি গ্রাম থেকে সদ্য সংগৃহীত সৈন্যদল যুদ্ধে চলেছে। জায়া, জননী,, ভগিনী ও সন্তান দল ভীড় করে ষ্টেশনে এসেছে তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। তাদের সকরুণ কান্নায়—হৃদয় বিগলিত হয়। ট্রেন ছাড়ার সময় তাদের মা ও স্ত্রীদের তীব্র কান্না আমার কানে যেন এখনও বাজছে। রাশিয়ান কিষানরা বড় গৃহমুখী, গ্রাম ছেড়ে তারা বড় একটা বাইরে যায় না, সুতরাং পরিবার থেকে দীর্ঘকালের বিচ্ছেদে তারা অভ্যস্ত নয়,—যে কোনো ধরণের যাত্রা বিশেষতঃ সুদূরে যাত্রার কারণ ঘটলে বৃদ্ধারা কেঁদে ফেলেন। এইবারকার যাত্রা ত' আর সাধারণ যাত্রা নয়, সবাই চলেছে রণক্ষেত্রে। হয়ত আর কোনোদিন ফিরবেই না—এই নিদারুণ অবস্থার তুলনা নেই। সেই কারণেই তরুণী ও বৃদ্ধদের হৃদয় বিদারক ক্রন্দনে বসুমতীও বুঝি বিদীর্ণ হয়ে পড়ছিল।

এই বিস্ফোরক সদৃশ ক্রন্দনান্তে মেয়েরা সকলে বাড়ি ফিরে গেল। অনেকের আবার কোলে ছেলে। একটা সদ্য জাগরিত বাৎসল্যে তারা শিশুগুলিকে অধিকতর চুম্বন ও সোহাগ করতে লাগল, মিষ্ট করে তাদের সঙ্গে কথা বলে। যেন তাদের মধ্যেই রয়েছে সেই শান্তি ও সান্ত্বনা যা ওদের কাম্য। বাড়ি পৌঁছে সকলে চোখ মুছে, মুখ ধুয়ে যে যার কাজে লেগে গেল। আমি কয়েকদিন গ্রামটিতে ছিলাম সেই কালে কয়েকটি মহিলার বাড়ি গিছলাম,—সকলকারই এক কামনা—"যদি যুদ্ধটা শেষ হয়, যদি যুদ্ধ থামে"—একমাত্র babushkiরা (ঠাকুমা) ছাড়া আর কেউ বিশেষ কাঁদলো না। তারা সবাই বেশ শক্ত সমর্থ যে যার কাজ করে চলেছে।

অনভ্যাতপূর্ব কঠোর কাজ, কিন্তু অসীম ধৈর্য ও সাহস ভরে ওরা তা সম্পন্ন করছে। ওরা যে নিঃসঙ্গ তা বেশ ভালোই জানে। গ্রীষ্মের সমস্ত কাজ সামনে,—আগাছা নিড়োন, চাষ করা, বীজ বোনা, তোলা, ঝাড়া সব কাজই ওদের করতে হবে, ওরা এই কঠিন কাজ করতে এতটুকু দুঃখিত হবে না বা পিছিয়ে যাবে না। ওরা অনেকেই জানে, আর জীবনেও স্বামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে না, এ কথা তারা বলে আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত তারা বিরাম বিহীন গতিতে কাজ করে চলেছে। এর ওপর নিজেদের সংসার দেখতে হয়। দিনের বেলা, সাধারণতঃ শিক্ষিত ধাত্রীর পরিচর্য্যায় ছেলেরা মাঠে-ঘাটে খেলা করে বেড়ায়। প্রজাপতির পিছনে ঘোরে, ডেইজী তোলে—ফুল, পাতা সংগ্রহ করে, বুনো পেঁয়াজ তোলে; রেস করে দৌড়ায়, ছেলেরা বাইরে খেলাধূলা করার সময় যেমন করে তেমনই কখনও উল্লাসভরে, কখনো বা ক্রোধভরে চীৎকার করে। মাঠ থেকে ফিরে এলে পর মায়েরা তাদের গা হাত মুছিয়ে দেন—রাঁধেন, ধমকান তারপর খাইয়ে দাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন। ক্লান্তি বা দুঃখ গৃহরক্ষার কাজে এতটুকু বাধা দেয় না। গৃহ বলতে অবশ্য এই বিষাদময় অথচ রোমাঞ্চক কালে যা বোঝায়। যুদ্ধের বোঝা ও আতংক যতই তাদের মাথায় চাপুক না কেন তারা কিন্তু অবনত হচ্ছেনা।......

রাশিয়ায় কত বিধবা আছেন? এর কোনো সরকারী বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু একটা আনুমানিক হিসাব করা যায়। রাশিয়ানরা অল্প বয়সে বিবাহ করে, অনেক মেয়ের সতের বছর বয়সেই বিয়ে হয়। অনেক পুরুষ কুড়ির পরে অবিবাহিত থাকতে ঘৃণা বোধ করে। বিপ্লব বা যন্ত্র যুগ এইভাবে বাল্য বিবাহের প্রেরণা রোধ বা ব্যাহত করতে পারেনি। পঁচিশ বছর বয়সের অবিবাহিত পুরুষ বা রমণী বলশেভিক সমাজেও কাণাকানি সৃষ্টি করে—বন্ধুমহলে এই নিয়ে ঠাট্টা তামাসা চলে।

রুশসৈন্য বিভাগের অফিসার দল—সার্জেণ্ট থেকে জেনারেল এমন কি মার্শাল পর্যন্ত সবাই বিবাহিত লোক। বিশ বছরের সৈনিকের স্ত্রী থাকার সম্ভাবনাই বেশী। প্রায় চার মিলিয়ন রাশিয়ান সৈন্য যুদ্ধে মারা গেছে, সুতরাং একথা ধরা যায় যে অন্ততঃ তিন মিলিয়ন বিধবা আছে—আমি কদাচিৎ এমন রাশিয়ান বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছি যেখানে অন্ততঃ দুএকজন বিধবা নেই। বিশেষতঃ মস্কোর পক্ষে একথা প্রযোজ্য। রাজধানীর সহরতলী থেকে যে সব স্বেচ্ছাবাহিনী জার্মাণ বিতাড়নের জন্য লড়েছে তাদের মধ্যে বহু নিহত হয়েছে।

তবু এই বিধবারা রাশিয়ারই মেয়ে। তারা সব সহ্য করতে পারে। তাদের সেই সহনশীলতা এমনি মর্য্যাদামণ্ডিত যে তা দরদী বিদেশীর মনে অধিকতর শ্রদ্ধা জাগায়।

কি ভাবে এই কর্মঠ ও গভীর অনুভূতিসম্পন্ন কাজ তারা করে কে জানে! তারা মোটেই অলস নয়, তারা জাতির লঘুতম ও গুরুতর কাজ করে থাকে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে তারা লাখে লাখে পুরুষের পরিবর্তে কাজ করছে, আরো বহু লক্ষ যৌথ কৃষিশালায় কাজ করছে, রাশিয়ার যে কোন অঞ্চলে যে কেউ বেড়াক না কেন সেই লক্ষ্য করবে রাশিয়ার

মেয়েরা জাতীয় রথচক্র শুধু "ঘোরায়" না "চালায়"ও। ওদের ভিতর অন্ততঃ ত্রিশ মিলিয়ন নীচু ধরণের কাজ ও অন্যান্য সৃজনী মূলক কাজ করে থাকে। ত্রিশ মিলিয়ন! ওরা না থাকলে রাশিয়ায় যান বাহন ব্যবস্থা বান্‌চাল হয়ে যেত, রাশিয়ায় শিল্প ব্যবস্থা ছত্রাকার হয়ে যেত, রাশিয়ায় কৃষি দুঃস্বপ্নে পরিণত হ'ত। কারখানার বেঞ্চে ওদের উপস্থিতির কালে গোলা বারুদ সকল রণক্ষেত্রেই সমান ভাবে সরবরাহ হচ্ছে। ওরা মাঠে লাঙ্গল ধরেছে, মাঠে ও গোশালায় গো সেবা করুছে, তাই যুদ্ধরত সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা অটুট আছে। মাংস, মাখন, বীজ ও সব্জী সমান ভাবে এদেশে ফুটে। রাশিয়ার পিছনে ওরাই শক্তি, ওরাই বল, ওরাই গরিমা। ওদের উৎসাহ, কৌশল, সার্বজনীনত্ব প্রভৃতির জন্যই সৈন্যবিভাগ অক্ষম ছাড়া আর সবাইকেই যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে পেরেছে। রাশিয়ার নারীদের জাতীয় জীবনের এই সহযোগীতা অতুলনীয়।

ওদের মধ্যে যে হিসাবী বা রাশিয়ান ভাষায় "Vipers" যে নেই তা নয়—যথেষ্ট আছে। রাশিয়ায় মেয়েরা নীচ ঈর্ষাকাতর, নিষ্ঠুর ও শঠ হতে পারে। আমি যখন মস্কোর একটী হোটেলের ধার দিয়া যাচ্ছিলাম, তখন দেখি জাঁকজমকপূর্ণ বেশ-বাসে সজ্জিত একটি তরুণীকে এমবুল্যান্সে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তরুণীর মুখখানি দেখতে পেলাম। সবটাই লাল ও পুড়ে গেছে—চোখদুটী যেন কোটরে ঢুকেছে। কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

কেউ কিছুই ভালো ভাবে জানে না, দরজায় যে দাঁড়িয়ে ছিল সেই ফাজিল ছোকরাটি বল্‌ল, "একজন ঈর্ষাকাতর স্ত্রীলোক ওর মুখে এসিড ছুঁড়ে দিয়েছে, দেখুন না কি করেছে—একেবারে পশু।" পুরুষের চোখে পড়ার প্রতিযোগিতায় স্ত্রীলোকের এই ধরণের কদর্য মনোবৃত্তি রাশিয়ায় এখনও আছে।

রাশিয়ায় নারীর নিজস্ব দোষ ও ত্রুটী আছে। আমি একজন বৈদেশিক সংবাদপত্র প্রতিনিধির সেক্রেটারীকে জান্‌তাম যিনি যে কোনো দেশে শ্রেষ্ঠ "ছলনাময়ী" নারী বা ততোধিক হিসাবে গণ্য হবেন। আর কাউকেই দেখিনি বা কারো সম্বন্ধে শুনিনি যে এমন তীব্রভাবে দুষ্টামি করতে পারে। অনেক 'দুশ্চরিত্রা' রমণী "বৈদেশিক উপনিবেশে" পতঙ্গের মত ঘুরে বেড়ায়, তারা তাদের মার্কিন ও ইংরাজ সমধর্মিণীদের হার মানিয়ে দিতে পারে।

অনেক রাশিয়ান এই—দুর্দিনেও কারখানায় ও অফিসে যাওয়ার চাইতে আয়নায় হাজার বার মুখ দেখ্‌বে। মাঝে মাঝে সংবাদ পত্র, বিশেষ করে "কমসোমলস্কয়া প্রাভদা" এই ধরনের দু একটি বর্তমান কালের সঙ্গে বেসুরো, বেতালা মেয়ের নাম প্রকাশ করে প্রকাশ্যে তাদের নিন্দা করে।

তাদের এই জেহাদের অন্যতম একটি বিষয় হল সেন্ট্রাল এশিয়ার, আসকাবাদ শহরের মাসা বি—। মাসার বয়স কুড়ির ওপর, টাইপিষ্টের কাজ করে। মাসাকে কাজ করতেই হয়। নইলে তার রেশন কার্ড পাবে না। আস্‌কাবাদের অন্যান্য মেয়েরা সন্ধ্যায় কোনো অফিসে বা স্কুলঘরে এসে সৈনিকদের জন্য উষ্ণ বস্ত্র সেলাই করে—মাসা কিন্তু করেনা। মাসা শুনেছে ইলেট্রিক আলোর নীচে কাজ করলে কপালে অকালে কুঞ্চিত

রেখা পড়ে—আর এই কুঞ্চিত রেখায় ওর ভীষণ আতংক। ছুটির দিনে অন্যান্য মেয়েরা রেল ষ্টেশনে গিয়ে মাল খালাস করে, মাসা করে না—তার হাত দুটি নরম ও কোমল। কাঠ নিয়ে নাড়চাড়া কর্‌লে সে হাত পুরু ও কর্কশ হয়ে উঠ্‌বে; এই ধরণের হাতের কথা ভাব্‌লে মাসা শিউরে উঠে। আস্‌কাবাদের সকল মেয়েই, বিশেষতঃ যারা অফিসে কাজ করে, একটু বেশী সময় কাজ করে,—মাসা করে না। সে বলে—'ওভার টাইম' বা বেশী কাজ কর্‌লে ক্লান্তি হয়, আর ক্লান্তিতে গায়ের রক্ত মলিন হয়। "কমসোমলস্কয়া প্রাভদা"র মতে মাসা—(ওরা সম্পূর্ণ নামটি অবশ্য প্রকাশ করে) শুধু নিজের কথাই ভাবে ও চিন্তা করে। নিজেকেই শুধু ও ভালবাসে। সে স্ত্রীলোক-সুলভ দুর্বলতায় এতই আচ্ছন্ন যে তার জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করা বা তার স্বদেশকে শত্রুর অধিকার থেকে ত্রাণ করার কোনো আকুলতাই নেই। মাসা শুধু ওর সৌন্দর্যেই আত্মহারা কিন্তু মক্ষিরাণীর বিয়োগান্ত জীবনে সৌন্দর্য কোথায়?"

মাসা বি—'র ছবি তাই তিক্ত ও নির্মমভাবে আঁকা হয়েছে। "কমসোমলাস্কয়া প্রাভদা" যে স্ত্রীলোকের প্রসাধন ও আলঙ্কারিক বাহুল্যের বিরোধী তা নয়। দীর্ঘকাল ধরে ব্যক্তিগত আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষভাবে এরা প্রচার করে আস্‌ছেন। এখন অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর ভীড়ে পত্রিকায় এই সংক্রান্ত পৃষ্ঠাটি চাপা পড়ে গেছে, ঠিক ভাবলে এরা সৌন্দর্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি।

মস্কৌতে অনেক নারী সামরিক কর্মচারী আছেন। তাদের মধ্যে অনেকে,—দৃষ্টান্ত স্বরূপ লেনিন লাইব্রেরীর কথা উল্লেখ কর্‌ছি—কোরাস বা অপেরার রঙ্গমঞ্চ থেকে উঠে আসার যোগ্য। এরা এঁদের কর্তব্য ভালোই জানেন—সুন্দরী ও সুশ্রী এই 'মিলিসিয়ামেন'দের কাছে ফাঁকী চলেনা। পাসপোর্ট বা পরিচয় পত্র এরা খুব ভালো-ভাবেই পরীক্ষা করে। তবু এই মেয়েরা 'লিপষ্টিক' অগ্রাহ্য করে না বা ব্যবহার করতে ভোলে না। আমি গোলাবারুদ বোঝাই ট্রাক চালিয়ে তরুণী সোফারকে রণাঙ্গনে যেতে দেখেছি, তারা যখন ড্রাইভারের সীট থেকে মুখ বার করে দেখে তখন তাদের মুখ দেখে মনে হয় যেন নাচ্‌তে চলেছে।

প্রসাধন-সামগ্রী ব্যবহারের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়,—এমন কি গ্রামেও। রূপচর্চার দোকানগুলি বন্ধ হয়নি, সেখানে যে রকম ভীড় জমে তাতে মনে হয় যে দুঃখ ও এই সংকটকালের গুরু ভার সত্ত্বেও তারা ফিট্‌ফাট্ থাক্‌তে চায়।

মস্কৌর কমসোমলের সেণ্ট্রাল কমিটিতে যান, সেখানে আদিম অরণ্য ব্রিয়ানস্কের বা কালিনিনের জলার গরিলা বাহিনী থেকে যে মেয়েটি সদ্য ফিরেছে তার মুখশ্রী ও সাজসজ্জা দেখ্‌লে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।' শহরে পৌঁছে ওদের প্রাথমিক কাজ হয় নিজের রূপ সজ্জা নিখুঁত করা। কমসোমলের সুন্দরী তরুণী সেক্রেটারী ওলগ্ মিসাকোভ আমেরিকা বা ইংলণ্ডের যে কোনো সৌখীন সমাজে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারে। তাঁর ঘাড়ের সকল রকম বোঝা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নারীত্বের রমণীয়তা অটুট রাখার অবসর পান। 'কমসোমলস্কয়া প্রাভদা' বা আর কেউ তার ভিতর ত্রুটী খুঁজে পাননি।

আমার রাশিয়া

একবার আমি ব্রিটিশ সাংবাদিক এ্যালেক র‍্যাথের ঘরে ঢুকেছিলাম। তিনি 'কমসোমলস্কয়া' প্রাভদার, একজন তরুণ সম্পাদককে আপ্যায়ন করছিলেন। মস্কোর কোনো বৈদেশিক সাংবাদিককে এতখানি জাঁকজমকপূর্ণ বেশবাসে সজ্জিত হতে দেখেনি। পরিকল্পনার শেষের কয়েক বছরে প্রচারের ফলে ষ্টাইল, বেশভূষার সৌন্দর্যের দিকে রাশিয়া মন দিয়েছে, এর প্রমাণ থিয়েটারে গেলেও দেখা যায়।

কিন্তু তবু ওই মাসা বি—', যে এই বিস্ফোরক কালেও শুধু "কাগজের ফুল" হয়ে থাকতে চান—নেতা ও অন্যান্য ব্যক্তিবৃন্দের ঈর্ষা ও ঘৃণা উদ্রেক করেন। এই ধরণের মেয়েরা, বা যে সব বিলাসিনী ও চপল মেয়েদের কথা বা যে চটুল সেক্রেটারীটির কথা পূর্বে বলেছি তারা—নিজেদের নিয়েই সমাজ রচনা করেছে—সেখানেই তারা বিচরণ করে। যে অসংখ্য নারী রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী সাফল্যের জন্য প্রাণপাত করছে তাদের সঙ্গে এদের কোনো যোগই নেই।

যে-আত্মপ্রতিষ্ঠা ও স্বাধীন মনোবৃত্তি আজ রাশিয়ার নারী সমাজ পরিপূর্ণভাবে লাভ করেছে, রাশিয়ার ইতিহাসে তা নূতন নয়। প্রাচীনকালেও রামধনু বা সাময়িক বৃষ্টিপাতের মত সময় ও কাল অনুসারে তাদের উদ্ভব হয়েছে। উপকথা ও গাথায় মহিলা বীরবৃন্দ তাঁদের জনগণের সংরক্ষণের জন্য রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ লোক সাহিত্যের নায়ক হিসাবে খ্যাত ইলাইয়া খুরমেদের মতন শত্রু নিধন করেছেন।

রাশিয়ার এমন কোন গ্রামাঞ্চল নেই যেখানকার নিজস্ব লোককথার নায়ক বা নায়িকা নেই। কাহিনীমূলক হোক আর নাই হোক এতদ্বারা গ্রামাঞ্চলের সাধারণ নরনারী স্ত্রীলোকের শারীরিক শক্তি ও জনপ্রীতি মেনে নিয়েছে তা বোঝা যায়। একজন রুশ সাহিত্যশিক্ষক বললেন: আমাদের ইয়ারোস্লাভনার কথাই ধরুন না কেন তার পড়তির দিনেও সে কি না দেখিয়েছে। প্রিন্স ইগোরের স্ত্রী ইয়ারো স্লাভনা যেমন কতকগুলি গুণ ছিল যা এই স্কুল মাষ্টারের মত কঠোর হৃদয় বলশেভিককে শ্রদ্ধানত চিত্তে স্মরণ করতে হচ্ছে। সাহিত্য ও ইতিহাসের সোভিয়েট টেক্স বুকের ইয়ারো স্লাভনা সম্বন্ধে কম কথা লেখা নেই। এই রোমাঞ্চপ্রিয় দেশপ্রাণা মহিলা শুধু যে তার স্বামীকে ভালবাসেন তা নয় তাঁর অনুচর ও সৈন্যবাহিনীর জন্য তিনি শোক প্রকাশ করেছেন। ইগোর যখন তার দুর্দান্ত শত্রু পলোভটস্কী কর্তৃক ধৃত ও কারারুদ্ধ হলেন তখন তিনি নীপারের জলতরংগে তাঁর চোখের জল মিশিয়ে দিলেন। ইগোর শক্তিমান দেহে ক্ষত মুছিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি নীপার, বাতাস, সূর্য প্রভৃতি সকলের কাছে আকুল আবেদন ও প্রার্থনা জানালেন তার স্বামীকে মুক্তি দানের ইন্দ্রজাল ঘটানোর জন্য তাঁর লোকজনের এবং তাঁদের বাড়ীর লোকজনের দুঃখে তিনি চোখের জল ফেলতে লাগলেন। পতিপ্রেম, পরিবারে অনুরক্তি ও জনগণের মংগলচিন্তা, যে সব গুণ আজ মানুষের জীবনের ভিত্তিগত গুণাবলী হিসাবে এবং বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক নাগরিকের অবশ্য করণীয় গুণ হিসাবে প্রচারিত হচ্ছে—এই ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট রমণীর জীবনে ও চরিত্রে তা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ডিসেম্বর বিদ্রোহের পর বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের স্ত্রীরা,

(এদের মধ্যে অনেকেরই সামাজিক খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল অসীম)। তাঁদের স্বামীর সংগে সুদূর সাইবেরিয়ার নির্বাসনে অনুগমন করেছেন। এতদ্বারা তাঁরা শুধু যে রুষসম্রাট প্রথম নিকোলাসকে স্তম্ভিত করে দিলেন তা নয় তাঁদের পরিবারবর্গও কম বিস্মিত হন নি। এদের মধ্যে অনেকে আবার ছিলেন সম্রাটের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহচর তারা এমন একটা ঐতিহ্য ও ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছিলেন যা আজও যুগান্তকারী ও বীরত্বব্যঞ্জক বলে স্বীকৃত হয়।

সাইবেরীয়ার চিতা সহরে যে ম্যুজিয়ামেতে ফটোগ্রাফ গৃহস্থালীর জিনিষপত্র এবং এই ডিসেম্বর বিপ্লবীদের জীবন ইতিহাসের কিছু কিছু নিদর্শন প্রদর্শিত হচ্ছে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। এ ধরণের হৃদয় আলোড়ক প্রদর্শনী সামগ্রী আমি কদাচিৎ দেখেছি। আর কুজেনটসভ, একজন প্রাচীন বিপ্লবী এই ম্যুজিয়ামের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তিনি আমাকে এই সব স্মরণীয় নরনারীর জীবনের অসংখ্য অপূর্ব কাহিনী শোনালেন। সাইবেরীয় সভ্যতার বিস্তারে তাঁরা কি সাহায্য করেছেন তাও শোনা গেল।

নেক্রাসভের দীর্ঘ কবিতা Russian women এই ডিসেম্বর বিপ্লবের মহিলাদের বীরত্বের অভিনন্দনে রচিত। প্রাক সোভিয়েট কালের মত আজও তা রুষ তরুণ তরুণীর প্রাণে আবেগ ও প্রেরণা জাগায়। এই সব উচ্চবংশজাত নারীদের স্ব স্ব পরিবার ও সম্প্রদায় থেকে কোন সামাজিক কারণে নয়, নেহাৎ নিতান্তই ব্যক্তিগত কারণে এইভাবে সম্পর্ক ত্যাগ করে যাওয়া চিরদিনই প্রাক সোভিয়েট বুদ্ধিজীবি মহলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করে এসেছে। নারীদের বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের অসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের ধারণা গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে রাশিয়ার স্ত্রীশিক্ষা ও উন্নয়ন সম্পর্কে আন্দোলন তার মুখপাত্র হলেন পুরুষরা। সমগ্র উনিশ শতাব্দী ধরে যেকালে রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দেশ হিসাবে গণ্য হয়েছিল তৎকালে রুষীয় প্রচারকবৃন্দ, সাহিত্য সমালোচক উপন্যাসকার এবং অন্যান্য সকলে স্ত্রীলোকের বুদ্ধিমত্তা ও সামাজিক গুণ জানার জন্য পৃথিবীর সকল কাজে তাদের পুরুষের সমকক্ষ আসনের দাবী জানিয়ে ছিলেন।

শুধু একদিক দিয়েই রুষীয় "Feminism" (বা নারী আন্দোলন) পাশ্চাত্য দেশ সমূহের অনুরূপ আন্দোলনের সংগে বিভিন্ন। অতীতকালের রাশিয়ায় সৃজনীমূলক রচনা ও সামাজিক চিন্তা ধারায় পুরুষই নারীর সমনাধিকার সম্পর্কে আন্দোলন চালিয়েছে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তি ও শক্তিমত্তা সম্পর্কে শুধু যে তাদের বিশ্বাস ছিল তা নয় তারা চেয়েছিল যে মেয়েরাও পুরুষের সমকক্ষ হয়ে এসে দাঁড়াক। সকল কাজে পূর্ণদায়িত্ব নিয়ে তাদের অব্যবহৃত শক্তির পরিচয় দেবে।

সাইবেরীয়ার নির্বাসনে যিনি জীবনের অনেক দিন কাটিয়েছেন সেই বিখ্যাত জেরধন সেভস্কী তার বিখ্যাত উপন্যাস "What is to be done ?"—এ বলেছেন—"যে পরিণত মননশীলতা ও নিষ্ঠায় নারীজীবন গঠিত তাদের যদি স্বাভাবিক কর্মধারায় বঞ্চিত না করতাম, মানুষের সভ্যতার ইতিহাস দশগুণ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হত।"

মাদার রাশিয়া

গঞ্চারোভ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "*Oblomov*"—এ রুষীয় ভদ্র সম্প্রদায়ের অক্ষমতা, অপুটুত্ব ও অসহায়ত্ব চিত্রণ করেছেন, একমাত্র নায়িকা চরিত্রের মধ্যে প্রতিশ্রুতি, প্রেরণা ও উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায়। ডবরোলুবোভ, যিনি মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে মারা যান এবং রাশিয়ার নব্য সমাজ জীবনে ঋষি হিসাবে যার রচনা পঠিত হয় তিনি গঞ্চারোভের নায়িকা সম্পর্কে বলেছেন, "তার মধ্যে আমরা রাশিয়ার নবজীবনের একটা ইংগিত পেয়েছি; তাঁর কাছ থেকেই আমরা এমন বাণী প্রত্যাশা করি যা Oblomovism ধ্বংস করবে। ব্যক্তিগত জীবন তাঁকে সন্তুষ্ট রাখে না। শান্ত এবং সুখের জীবন তার মনে ভীতি সঞ্চার করে……যেমন কর্দমাক্ত পংকিলতা মানুষকে গ্রাস করে ফেলে।"

রাশিয়ায় পুরুষের সংগে সমনাধিকার লাভের জন্য আইন ও সমাজের কাছে মেয়েদের লড়াই করতে হয় না। জারের আমল জনগণের পুরুষ অংশের চাইতে নারী অংশের ওপর কিঞ্চিৎ বিশেষ ব্যবস্থাই করেছিল। দীর্ঘকাল উক্ত শিক্ষায়তনের দ্বার তাদের কাছে উন্মুক্ত ছিল না। কিন্তু সংখ্যায় সম্প্রদায়, চাষী, কারখানা শ্রমিক প্রভৃতি সমান পদস্থ জনগণের অদৃষ্টেও অনুরূপ দুর্দ্দশা ঘটেছে। ভদ্র সম্প্রদায়, উন্নতশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ধর্মযাজকরা তাদের অর্থনৈতিক পদমর্যাদার খাতিরেই প্রাচীন রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধার অংশভাগী হতে পেরেছিল।

রাশিয়ার বৈপ্লবিক দলগুলির জারতন্ত্রের অবসানে রাষ্ট্রনীতি কি আকার গ্রহণ করবে সে বিষয়ে যতই কেন মতদ্বৈধ থাকুক না নরনারীর সম মর্যাদা সম্পর্কে কোন মত-বিরোধ ছিল না। এইসব দলে নেতা ও তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অপকর্ষতা সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা ছিল না। তারা বলত বৈপ্লবিক যুদ্ধে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সমকক্ষ ও সহচরী ও সেই সংঘর্ষের ফলাফলে সম অংশ ভাগিণী।

এই কারণেই সমগ্র উনিশ শতক ও তারপরে এবং জারকে সমূলে উৎপাটিত করার সময় পর্যন্ত পশ্চিম অঞ্চলে এবং আমেরিকায় যাকে "Feminism Movement" বলে তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। তার কোন প্রয়োজনও ছিল না তার কারণ পুরুষরাইত মেয়েদের অধিকারের স্বপক্ষে লড়ছিলেন।

অপূর্ব ও অনন্যসাধারণ এই দৃষ্টান্ত। পশ্চিম প্রান্তের আর কোথাও এর তুলনা নেই। পুরুষের নারী সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগী যাদের দ্বারা গঠিত হয় রুষ ইতিহাসে তাদের অনুপস্থিতির ফলেই এই অবস্থা সম্ভব হয়েছে।

রাশিয়ায় সিভালরি এসে পৌছায়নি। রুষো পোলিশ সীমান্তে এসে তা থেমে গেছে। এটি সম্পূর্ণভাবে এবং বিশেষ করে একটা পাশ্চাত্য আন্দোলন। পাশ্চাত্য জীবন ও পাশ্চাত্য ইতিহাসে এর শিকড় নেমেছিল। সেই কারণেই নরনারীর মধ্যে যে ব্যবধান তা রাশিয়ায় কোনোদিন বিস্তারলাভ করেনি।

শুচিবাদ সেই কারণেই কোনদিন রুষীয় চিন্তাধারা বা রুষীয় সমাজ জীবনকে অভিভূত করতে পারে নি। রাশিয়ায় অবশ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত সম্প্রদায় তখনও ছিল এখনও আছে। তবে তাদের প্রভাব স্থানীয়, কোনদিন জাতীয় বা ব্যাপক আকার লাভ করে নি।

রাশিয়ার অর্থডক্স চার্চ এই শুচিবায়ুর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। চার্চগামী কিষাণেরা প্রাক্ সোভিয়েট কালে পুরোহিতদের সম্পর্কে যে সমস্ত গল্প বলত তদ্দ্বারা তাদের নীতি সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণা খুব উঁচু বলে মনে হয় না। স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে শুচিবাদ যে পার্থক্য বা উঁচু নীচুর মাপকাটি রেখেছিল তা কোনদিনই রাশিয়ার সমাজ বা ধর্মমতের অংগ হয়ে উঠেনি। অন্ততঃ বুদ্ধিনীতি মনকে এতটুকু আচ্ছন্ন করতে পারে নি। যখন পাশ্চাত্য প্রগতিশীল ও বিপ্লবাত্মক ভাবধারা এমন কি নরনারীর সমনাধিকার পর্য্যন্ত রাশিয়ায় এসে পৌছল তখন যেন তার ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। পাশ্চাত্য দেশসমূহে, স্কুল চার্চ সামাজিক বিধি ও গার্হস্থ জীবন এই জাতীয় প্রগতির পথ থেকে যে বাধার সৃষ্টি করছিল রাশিয়ার বিদগ্ধ সমাজ তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। লোভী যেমন নবলব্ধ রত্নসম্ভার সযত্নে নিজের ঘরে এনে রাখে রাশিয়াও সেইভাবে এই নবভাবধারা গ্রহণ করল।

এই লেখকের মতে সবচেয়ে বড় কথা এই যে রুশীয় বুদ্ধিজীবিদের ওপর লোক সংস্কৃতির প্রভাব অধিক। Narodnichestvo কথাটির মানে জনগণ—জনগণের প্রতি ভালোবাসা বা কিষাণ প্রীতি। তাদের সদগুণ ও চরিত্রে বিশ্বাস এবং যে-অসহায়ত্বের দুর্বিপাকে তারা বিজড়িত তার হাত থেকে তাদের মুক্তি দেওয়ার প্রচেষ্টা সমগ্র উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবি মহলে ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল। পাশ্চাত্য দেশবাসী ও স্লাভ জাতি সমূহ এই অবহেলিত ও অপহৃত মৌজিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধারার অনন্ত সম্ভাবনায় বিস্মিত হয়েছিল।

গ্রাম্য গাথার অসংখ্য শ্লোকের ভিতর হয়ত "মুর্গী আবার পাখী, মেয়ে মানুষ আবার মানুষ" এই ধরণের উক্তি পাওয়া যায়; কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতায় এই শ্রমিক ও চাষীরা শুচিবাদের বাণী শোনেনি বলেই স্ত্রীলোক সেখানে পুরুষের সমকক্ষ হয়েছিল। একই কুঁড়ের একই ঘরে তারা একত্রে থাকত একত্রেই তারা মাঠে ময়দানে কাজ করত, একই টেবিলে বসে আহার করত, অনেক সময় আবার মাটিতেই উনানের ধারে বা বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকত, একত্রে চার্চে যেত, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ভজন সাধন করে আবার একত্রেই ফিরে আসত। অবিবাহিত ছেলে মেয়েরা অবাধে একে অপরের বাড়ীতে বেড়াতে যেত বা পথে বা বাজারে বেড়িয়ে বেড়াত। রবিবার বা ছুটির দিনে—আর রাশিয়ায় ছুটীও প্রচুর তারা প্রকাশ্য অঞ্চলে নাচ গান হল্লা করে আনন্দ উপভোগ করত। মেয়েরা ছিল পুরুষদের সমকক্ষ, তাই সেই অধিকার তারা বেশ অবাধেই ভোগ করত। যে ছেলেকে হয়ত কোন মেয়ের ভাল লাগল না তাকে স্পষ্টস্পষ্টি ধমক দিতে তার বাধত না। হয়ত তাকে গালাগালি দিয়ে মুখের ওপর চড়ই কসিয়ে দিত। এই জাতীয় কার্যের জন্য তাকে আইনের হাতে শাস্তি পেতে হবে না বা সমাজের চোখ রাঙানি সইতে হবে না।

বাপ মা অনেক সময় যে-পুরুষকে মেয়ে ভালোবাসে না তাকেই বিয়ে করতে বাধ্য করতেন, কিন্তু সেইভাবেই ছেলেদেরও ভালোবাসার বাইরের মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হত। সতীত্বহীনা মেয়ে বা বিবাহ বন্ধনের বাইরে যার সন্তান

জন্মেছে সেই শুধু তার পরিবারের কাছে ভারস্বরূপ আর তাকে গ্রামের কোন তরুণই সহজে বিয়ে করতে রাজী হবে না।

সতীত্ব অক্ষত থাকলে গ্রামের কারো পক্ষে তাদের সম্পর্কে কোন পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন উঠে না, বিবাহের পর সন্তানের জননী বা শ্রমিক বা চাষী হিসাবে, এই গৃহলক্ষ্মী তখন বাড়িতে বা গ্রামবাসীদের কাছে এমনই মর্যাদা মণ্ডিত হয়ে ওঠেন কাজের খাতিরে, আর তা থেকে মুক্তি পান শুধু শারীরিক দুর্বলতা ও অপটুত্বের দরুণ। কিন্তু দুর্বল শরীর ও অপটু দেহের মানুষের ওপর প্রভুত্ব চালায় তাদের স্ত্রীরা।

সুতরাং এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কিষাণ রমণী চিরদিনই শ্রমিক থাকায় এবং পুরুষের সংগে সমানভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে বলেই রাশিয়ায় তাদের মর্যাদা অসীম। রুশীয় ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যজীবিদের স্ত্রীরাও এই সৌভাগ্যের অধিকারিণী হননি। তাতার আক্রমণ হয়েছে ও তার অবসান ঘটেছে, চতুর্থ আইভানের সময় Domostroy কঠোর কণ্ঠে স্ত্রীলোকদের বিরুদ্ধে আইন ঘোষণা করেছেন; জারতন্ত্রের অবসান হল কিন্তু গ্রামাঞ্চলের নরনারীরা সমানাধিকারের ভিত্তিতেই ঘোরা ফেরা করে কাজ করে বা লড়াই করতে যায়। এই সমকক্ষতা যতই অসম্পূর্ণ হোক না কেন রুশ বুদ্ধিজীবিদের কল্পনা প্রবণতায় একটা আবেদন সৃষ্টি করে। আর এই কারণেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমতুল্য স্থান দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক কারণ যাই হোক না কেন রাশিয়ার নারী প্রগতি পুরুষের প্রগতির সংগে পরস্পর গ্রথিত। পশ্চিম অঞ্চলের মেয়েদের মত রাশিয়ায় তাদের পুরুষের সংগে সমনাধিকারের ভিত্তিতে লড়াই করতে হয় না। অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্রের মতবাদে বিশ্বাসী বলশেভিকবাদ কারখানায় মাঠে অফিসে গবেষণাগারে নারীকে স্ত্রীলোকের সহকর্মী হিসাবে গ্রহণ করায় সর্বাগ্রেই নরনারীর সমনাধিকার মেনে নিয়েছে।

মেয়েরা বিভিন্ন কাজে শিল্পে, বাণিজ্যে, পার্টিতে, সোভিয়েটে সর্বত্রই তাদের ছড়িয়ে দিয়েছে। ক্রেমলিনের নিয়ামকতন্ত্র যেমন কঠিন ও কঠোর তদ্দারা নিয়ত বর্দ্ধমান সংখ্যায় নারীকে কাজে নামাবার প্রচেষ্টা কোনদিন শিথিল হয় নি। শিল্প ব্যবস্থায়, শিক্ষায়, কৃষিতে, পার্টির কাজে বা সোভিয়েট পরিচালনায় মেয়েরা যেভাবে কাজ করেছে তার ব্যতিক্রম হলে পরিকল্পনা কোন দিনই এতখানি সার্থক হত না। মেয়েদের রোজগার ব্যতীত রুশ পরিবারবর্গ সেই দারুণ দুর্দিনে রুষীয় জীবন যাত্রার মাপকাঠি অনুসারে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারত না। প্রতি ঘরে এবং প্রতি পরিবারে মেয়েরা এক একটী যেন স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াল। মেয়েদেরও যে কাজ করবার আছে এই প্রচার ও ডবরোলুভবের ভাষায় "শান্ত এবং সুখের জীবন কর্দম পংকিলতার মত সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করবার ত্রাস সঞ্চার করে" এই ভাব কিন্ডারগার্টেন ক্লাসের মেয়েদের মনেও, তারা বড় হয়ে কি কাজ করবে, এই বিষয়ে আলোচনার সৃষ্টি করে।

টলষ্টয়ের ওয়ার এ্যাণ্ড পীস্ রাশিয়ায় বিশেষ জনপ্রিয় গ্রন্থ, বিশেষতঃ এই যুদ্ধের পর আরও তার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেছে। বড়দের মত সমান আগ্রহে স্কুলের ছোট

ছেলেরাও এই বই পড়ে। জনৈক রাশিয়ান মহিলা আমাকে বলেছিলেন আমি সাহিত্য পড়াচ্ছি আজ পঁচিশ বছর আর প্রতি বছরেই আমি ওয়ার এ্যাণ্ড পীস্ পড়ি। যখন ছোট ছিলাম তখন আমার নিজেকে নাতাশার মত হতে চাইতাম আর আমার মেয়ে জন্মানোর পর সেও বালিকা হিসাবে নাতাশার মত হোক এই কামনাই করেছি। রুশীয় নরনারীর কাছে এই উপন্যাসের আবেদন অসীম।

টলষ্টয়ের নায়িকার উষ্ণত্ব, রমণীয়তা, সৌন্দর্য, উচ্ছলতা ও রোমাঞ্চকর গভীরতা হাইস্কুলের মেয়েদের পর্য্যন্ত অভিভূত করে তোলে--অবশ্য কুমারী নাতাশার চরিত্রেই তারা অভিভূত হয়—বধূ নাতাশায় নয়। একটী পনের বছরের রুশীয় কুমারী বলছিল শুনলাম "ওর ভেরা পেভলোভনর মত হওয়া উচিত ছিল।" মেয়েটী কেরনিসেভস্কির হোয়াট ইজ টু বী ডান-এর নায়িকার কথাই বলছে। শিল্প ব্যবসার যৌথ পরিচালনা রুশীয় তরুণের মনকে যেমন আচ্ছন্ন করেছে তেমনি করেছে মেয়েদের কাজে যোগ দেওয়ার এই নূতন হিড়িক .....

রাজনীতি বা শাসন ব্যবস্থায় মেয়েরা অবশ্য এখনই উচ্চ আসন লাভ করতে পারেনি। সোভিয়েট তন্ত্রের একবারে সুরু থেকে যে সর্বশক্তিমান Politbureau প্রকৃত পক্ষে দেশের শাসক তাতেও একটীও স্ত্রীলোক আজও নির্বাচিত হয় নি। খুব সামান্য সংখ্যক মহিলাই কমিশারীতে পদ লাভ করেছেন। এই পদ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী সভার সদস্যপদের সমতূল্য। তবু এই দুটী পদ এবং সৈন্যবিভাগ ছাড়া জীবনের আর সকল পথেই কাজের ভিতর ছড়িয়ে আছে। সুপ্রীম ন্যাশন্যাল সোভিয়েটে ১৮৯ জন হলেন মহিলা। বিভিন্ন রিপাবলিকের সুপ্রীম সোভিয়েটে ওদের সম্মিলিত ডেপুটীর সংখ্যা হল ১৪৩৬। সকল স্থানীয় সোভিয়েটে—সহর, গ্রাম, জেলা ও প্রদেশগুলিতে—৪২২, ২৭৯ মহিলা আছে। সোভিয়েটের চাইতেও ট্রেড ইউনিয়নে ওদের সংখ্যা অনেক বেশী। পার্টিতে মোট সদস্যসংখ্যার শতকরা ২৯ ভাগ হল মহিলা। রাষ্ট্রে ও পার্টিতে কার্যকরী পদের একের পঞ্চমাংশ হল ওদের।

সকল প্রকার শিল্প ব্যবস্থা ও কৃষিতে এবং অন্যান্য উদারনৈতিক কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতিনিধির সংখ্যা অনেক বেশী। ১৯৩৯-এ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে দশ মিলিয়ানেরও বেশী মেয়ে কাজ করেছে। ওদের মধ্যে ১০০,০০০ সংখ্যার ওপর মেয়ে ছিল ইঞ্জিনীয়ার বা যন্ত্রবিদ কারিগর। রাশিয়ার সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে ওরা এক-তৃতীয় অংশ। যুদ্ধের পূর্বে কৃষি মজুরের অধিকাংশ ছিল ওরা। তাছাড়া কৃষিতত্ত্ব, পশুচিকিৎসা গবাদি পশু বিশেষজ্ঞ ও যৌথ কৃষিশালার কার্যকরী কর্তৃপক্ষের পদে ছিলেন হাজার হাজার মহিলা। ১৯৩৯-এর রেলের মহিলা ষ্টেশন এজেণ্ট (স্টেশন মাষ্টার)-এর সংখ্যা ছিল ৪০০, ১৪০০ ছিল এ্যাসিটাণ্ট ষ্টেশন এজেণ্টের সংখ্যা। চিকিৎসা ব্যবসায়ে মেয়েদের ভীড় এখন সমগ্র দেশের ১৫০,০০০ সংখ্যক চিকিৎসকের মধ্যে অন্তত অৰ্দ্ধেক হলেন মহিলা। বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, আইন ব্যবসা, শিক্ষকতায়, মেয়েদের সংখ্যা প্রচুর ও উল্লেখ যোগ্য।

যুদ্ধের ফলে শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে ওদের প্রতিনিধিত্ব আরো বেড়ে গেছে।

মাদার রাশিয়া

বয়ন শিল্পের কারখানা যা পৃথিবীর সর্বত্র স্ত্রীলোকরাই একচেটে করে রেখেছেন বলে জানা আছে তার বাইরেও বহু কারখানায় যে সব পুরুষ শ্রমিকদের সামরিক প্রয়োজনে চলে যেতে হয়েছে তাদের স্থান মেয়েদের নিতে হয়েছে। কৃষিতে অধিকাংশক্ষেত্রে সর্বপ্রধান দায়িত্ব ভার নিয়েছে মেয়েরা। মেয়েরা কৃষিশালা ও কারখানায় এইভাবে দায়িত্ব নিয়ে যদি কাজ না করত তা হলে রাশিয়ার পক্ষে এতবড় শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করা হত না।

চক্র শক্তি বা মিত্র শক্তি প্রভৃতি যুদ্ধরত জাতিদের ভিতর কোন পক্ষেই রাশিয়ার মত মেয়েরা এতখানি ভার হাতে তুলে নেয় নি। সর্বত্র এবং সবস্থানে ভিতরে এবং বাহিরে সুদূর প্রসারি রুষীয় ভূমিতে তারা কাজ করে যাচ্ছে। কোন কাজই তাদের কাছে তেমন কঠিন নয়। কোন দায়িত্বই বিপজ্জনক বা উৎকট নয়। শারীরিক অনুশীলনের কর্তৃপক্ষদের মস্কো সহরে অনুষ্ঠিত এক সভায় একজন সাধাসিধে ধরণের মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম— যুদ্ধের জন্য তিনি কি কচ্ছেন?

মহিলাটী জবাব দিলেন আমি গত আট বছর ধরে সীমান্ত রক্ষীদের বেয়নেট চালনা শেখাচ্ছি।

বৈদেশিক সাংবাদিকদের যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এই কথা শুনছিলেন তারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন; মেয়েটীর বাড়ি লেনিন গ্রাডে, বিবাহিত ও তিনটী সন্তানের জননী; তার মত ক্ষুদ্রাকৃতি ও শারীরিক সামর্থ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণা মেয়ে কি করে দুর্ধর্ষ পুরুষদের বেয়নেট পরিচালনার মতন গুরুতর ও মারাত্মক যুদ্ধ কার্য শেখায় ভাবতে বিস্ময় লাগে। মেয়েটীর কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। মেয়েটী শান্ত ভাবে মন্তব্য করে মেয়েরা যদি পুরুষদের বেয়নেট চালনা শেখায় তাতে ক্ষতি কি। না শেখাবার ত কোন হেতু নেই।

সাইবেরিয়ার রাজধানী নভোসিভিরিস্কের ওপর দিকে নারিম জেলা। জারের আমলে এটি প্রধানতঃ নির্বাসনের দেশ ছিল। ১৯১৩-তে কর্ষিত ভূমির আয়তন ছিল সাত হাজার একরের কম। স্থানীয় অধিবাসী ও নির্বাসিত ব্যক্তিদের উপযুক্ত যথেষ্ট খাদ্য নারিমে উৎপন্ন হত না। শিকার, মাছ ধরা, বুনোজাম সঞ্চয় করা এই সব ছিল এখানকার অধিবাসীদের সর্বপ্রধান কাজ। ১৯৩৯-এ নারিম অন্যতম প্রধান কৃষি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হল। কর্ষিত জমির আয়তন দাঁড়াল ৩৭৩,৮৫৫ একর। হৃতসর্বস্ব কুলাক ও অন্যান্য বহু শরণাগত এদেশে এল। আর ষাট অশ্বশক্তি বিশিষ্ট কাটারপিলার ট্রাক্টার জংগল পরিষ্কার করে প্রচুর জমি কর্ষণ করে ফেললে এখন নারিমে শীতের গম ও রাই শস্যের ফসল যা উৎপন্ন হয় তা প্রয়োজনের উদ্বৃত্ত। এই জনসাধারণ অবশ্য পশু পক্ষী শীকারও করে থাকে। সাইবেরিয়ার শীকারির বাস নারিমে।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর এই শীকারিদের মধ্যে অনেকেই যারা কুশলী তীরন্দাজ ও লক্ষ্যভেদী তাদের সৈন্যবাহিনীতে স্নাইপার হিসাবে ভর্তি করে নেওয়া হল। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে গেল। অন্য সব অঞ্চলের মত যৌথ কৃষি শালার মেয়েরা এসে স্থান নিল। ট্রাক্টর কমবাইণ্ড বা অন্য কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি চালাতে তারা অনেকেই

জানত না। তাদের মধ্যে গবাদি পশু বিশেষজ্ঞ ও কৃষিতাত্ত্বিকের সংখ্যা কম ছিল কিন্তু সময় ছিল অমূল্য। সংক্ষিপ্ত গ্রীষ্মকালীন সময়ের জন্য সাইবেরীয় কৃষিশালার সময় সর্বদাই অমূল্য। এই কারণে নারিমের ওপর দিকে ভারখনিইয়ার নামক গ্রামে মেয়েরা তাদের নূতন কাজে শিক্ষিত হবার জন্য আন্দোলন সুরু করল। ভারখনিইয়ার খুব স্বল্প কালের মধ্যে আট হাজার মেয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিল। এবং কৃষিশালা সম্বন্ধিয় নানবিধ কাজে নিজেদের শিক্ষিত করে নিল।

নারিম-ই একমাত্র ব্যতিক্রম নয়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও অনুরূপ আন্দোলনের ঢেউ প্রবাহিত হয়েছে। ১৯৪১-৪২-এ ৩৭০,৪২৬ সংখ্যক ট্রাক্টর ড্রাইভারের মধ্যে সদ্য শিক্ষিত মেয়েদের সংখ্যা ছিল ১৭৩,৭৯৩। বাকী সবাই সামরিক বয়সের কম ছেলেদের দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। ৮০,৫৭৭ কমবাইন-অপারেটারের মধ্যে ৪২৯৬৯ হল স্ত্রীলোক। কৃষিশালা সম্পর্কিয় যন্ত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে গেল হাজার হাজার মেয়ে। আর ১৯৪২ সাল রাশিয়ার কৃষি উৎকর্ষের গৌরবময় বৎসর।

যুদ্ধপূর্ব কালে নারিমের ছেলে মেয়েরা বয়স্কদের মত না হলেও প্রচুর পরিমাণে শীকার করত। এখন কিন্তু তারা নূতন কাজ নবীন উৎসাহে বরণ করে নিয়েছে। জাতীয় প্রতিরোধের ব্যপারে পশু লোমের অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই জন্যে শীকারের কাজে মেয়েদের উৎসাহিত করা হয়। সাইবেরীয় কাঠ বেড়ালী শীকার করা বড় সোজা কথা নয়। তাকে বধ করতে হলে অত্যন্ত কুশলী লক্ষ্যভেদী হিসাবে তার চোখে গুলি করতে হবে যাতে চামড়াটা অক্ষত থাকে। তবু বহু বালিকা ও তরুণী তাদের দেয় সংখ্যা ৩ মাসে ৫০০ চামড়া পূরণ করেছে। তরুণী জননী তাতিয়ানা কায়লোভা তার শিশু সন্তানদের নার্সারীতে রেখে সমস্ত সময় শীকারেই পাঠিয়ে দিতেন। এমনই তিনি কুশলী যে এক মাসে তিনশ' ছাল সরকারকে দিয়ে দেন। তার মধ্যে একটীও ক্ষত চিহ্নিত হয় নি। নারিমের অন্যান্য মেয়েরাও অনুরূপ রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

জার্মানরা যখন মস্কো ও টুলার দিকে এগিয়ে আসছিল হাজার হাজার মেয়ে তখন ট্রেঞ্চ খনন করেছে ও প্রাচীর রচনা করেছে। প্রাচীনা ও নবীনা সকলেই সমান উৎসাহে সাবল, কোদাল, কুড়ুল করাত চালিয়েছে। হিমে ও তুষারে শত্রুর গুলির মুখে দিবারাত্র তারা কাজ করেছে। শত শত মাইল ব্যাপী যে খাদ তারা খনন করেছে ও যে প্রাচীর তারা রচনা করেছে তা সামরিক ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে।

১৯৪২-৪৩-এর শীতে অন্যান্য বড় শহরের মত মস্কোতে কাট জ্বালিয়ে উত্তাপ সৃষ্টি করতে হয়েছে। গ্রীষ্মের সুরু থেকেই হাজার হাজার মেয়েরা কাঠ কাটবার জন্যে দলবদ্ধ হল। মস্কোর একজন নারী কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করলাম, "আপনার মারুশিয়া কোথায়?"

তিনি বললেন: "কাঠ কাটতে গেছে।"

কোন গৃহিণীই রাজধানীতে ছিলেন না। উপযুক্ত স্বাস্থ্য সম্পন্ন যে সব মহিলা ও যে সব তরুণীকে অন্য কাজ থেকে ছাড়া যায় তারা সকলে জংগলে গিয়ে ২।৩ মাস

ক্যাম্পে থেকে কুড়ুল দিয়ে কাঠ কেটে মস্কো ও অন্যান্য সহরের স্কুল বাড়ী ও হাসপাতালের জন্য সংগ্রহ করেছিল।

জাতীয় প্রতিরোধ সংক্রান্ত পুরুষের করণীয় এমন কোন কাজ নেই যে অপেক্ষাকৃত কম সাফল্যের সংগে মেয়েরা না সম্পাদন করেছে।

মেয়েরা চাষী, শীকারি, কয়লা ও ইস্পাতের খনির শ্রমিক, কামার, রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, কারিগর, শাফর, রংমিস্ত্রী ও নর্দমা মিস্ত্রী, রেলের শ্রমিক, নাবিক ও বৈমানিকের কাজ কচ্ছে। তারা শুধু পিছনে নয় সামনেও আছে, ওরা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ স্নাইপার ও গোরিলা। সৈন্যবাহিনী, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অপারেটার ওরাই। সৈন্যবাহিনীতেও ওদের রেজিমেণ্ট ডিভিসান গড়ে উঠত যদি সোভিয়েট সরকার তাদের গ্রহণ করতেন। উৎসাহ ও উদ্দমে, সাহস ও আত্মত্যাগে তারা এতটুকু পিছিয়ে নেই।

তাদের জীবন ও কর্মের নাটকীয় কাহিনী যা আমি জানি না শুনেছি না পড়েছি রুষীয় সমরকালীন সেই সব মেয়েদের কিছু কিছু পরিচয় তাদের বিবরণ থেকে পাওয়া যাবে।

আঠাশ

শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী

তার নাম ফেডোসিয়া আইভানোবনা। ইউক্রেইনের গভীরতম অঞ্চলে নীপারের এক গ্রামে থাকতেন। তিনি অত্যন্ত কোপনস্বভাবা রমণী ছিলেন। তাঁর জিবে বিষ ছিল। আর প্রকৃতি ছিল অতি কর্কশ। তাঁর ছেলে মিশার সংগে যে মেয়েটির প্রেম চলছিল সে তাকে ভয় ও ঘৃণা করত। গ্রামের অপর মেয়েরাও তাই করত। যে ভাবে তিনি আশপাশের লোকজনের ওপর হুকুম চালাতেন ও কর্তৃত্ব ফলাতেন তা বিস্ময়কর। তিনি ছিলেন গ্রামের কলখোজের ফোরম্যান বা সর্দ্দারনী. অধিকতর কাজ পাবার আশায় ও কঠোর ভাবে কাজ করানোর জন্য তিনি তাঁর অধস্তন কর্মীদের নিয়তই তাড়া লাগাতেন ও ধমকানি দিতেন। স্বভাবতই তারা তাকে ভালবাসত না।

কলখোজের পরিচালকবৃন্দ কিন্তু তাঁর কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর নিয়ম নিষ্ঠা, পরিচালন ক্ষমতা কর্মীদের দ্বারা প্রচুর পরিমাণ উৎপাদন বাড়ানো ও কাজ আদায় করার কৌশলে তাঁরা অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তাঁরা ওকে বেশী অর্থ, দুটী আলোকোজ্জল কামরা, একটি রান্নাঘর ও ছোট ঘর সমেত একটী নূতন বাড়ী ওকে দিয়েছিলেন। ফেডোসিয়া আইভানোবনা অধিকতর উদ্ধত হয়ে উঠলেন। নিজের কর্ম ক্ষমতায় তিনি দম্ভ প্রকাশ করতেন। যে উচ্চ প্রশংসা তিনি পেয়েছেন তার জন্য তিনি গর্ব প্রকাশ করতেন। নিজেকে তিনি অপরের অনুকরণীয় আদর্শ বলে দৃষ্টান্ত দেখাতেন। বিশেষ করে তাদের কর্মক্ষমতা সাধারণের মংগলের জন্য চেষ্টা ও কলখোজের প্রতি আনুগত্য দেখাতে বলতেন।

ক্ষেতের কর্মীদের প্রতি যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার চাপ দিতেন বাড়ীতেও তার ব্যতিক্রম হত না। বাড়ীর দোরগোড়ায় একটী পাপোশ রেখেছিলেন যে কেউ তাতে জুতার কাদা বা পায়ের ময়লা না মুছে প্রবেশ করত তার আর রক্ষে ছিল না। বাড়ী সম্বন্ধে তাঁর এতই গর্ব ছিল যে প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠে নিজের হাতে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়াল ও আসবাবপত্র চকচকে করে সন্তুষ্ট হতেন। বাড়ীটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ ছিল।

এই রকম কোপন ও কর্কশ স্বভাবের জন্ত গ্রামে তাঁর কোন বন্ধুই ছিল না। আর তাঁর পুত্রবধু, যার সংগে তাঁর ছেলের পূর্বরাগ চলছিল তার ত কথাই নেই। ফেডোসিয়া আইভানোবনার সংগে একই বাড়ীতে থাকা সেই তরুণীর পক্ষে একটা বোঝা হয়ে উঠল। ইউরিস্লায়োজকিন, রাসিয়ান লেখককে সেই মেয়েটী ফেডোসিয়া আইভানোবনার সম্বন্ধে এই কথাই বলেছিল। স্বামীর কাছে প্রায়ই সে এ বিষয়ে অনুযোগ করত। ছেলেটী মার প্রতি সহনশীল ছিল। আর যাই হোক ও তারই ত' মা। সে তার স্ত্রীকে বলত

উনি যা করেন ভালোর জন্যই করেন। তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন হওয়া কঠিন। তার তরুণী স্ত্রীকে বৃদ্ধার সম্পর্কে একটু ধৈর্য ধরে থাকতে বলত।

উনিশ শ একচল্লিশের মে মাসে মিশার স্ত্রীর একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করল। পরিবারে অত্যন্ত আনন্দ রোল পড়ল আর ফিডোসিয়া আইভানোবনা নাতিটিকে পেয়ে গর্বিত হলেন।

এর পর যুদ্ধ এলে মিশাকে যুদ্ধে যোগ দিতে হল। স্বামীরা যখন যুদ্ধে যান কিষান রমণীদের রীতি অনুসারে গ্রামের পথ ধরে এই তরুণী রমণী কাঁদতে কাঁদতে ও দুঃখ প্রকাশ করতে করতে অনুগমন করল। কিন্তু ফেডোসিয়া আইভানোবনা তা করলেন না। এতখানি শোক প্রকাশ করবার জন্য তিনি পুত্রবধুকে অত্যন্ত তিরস্কার করলেন। তরুণীটিকে কাঁধ ধরে বাড়ীতে টেনে নিয়ে এসে তাঁর ভগ্ন হৃদয়ে সন্তানের মন এইভাবে চোখেরজল ফেলে ভেংগে দেওয়ার জন্য তিরস্কার করলেন। জাতির এই নিদারুণ দুর্যোগের দিনে ফেডোসিয়া আইভানোবনার মত এতখানি নির্মম ও আত্মতৃপ্ত নীপাবের এই সুন্দর গ্রামে আর কেহ ছিল না।

একদিন পুত্রবধূটী সকল ভয় ও আতংক দূর করে আত্ম সংবরণ করতে না পেরে দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত দুঃখ ও বেদনার জ্বালার উত্তরে যতদূর সম্ভব কঠোর ও তীব্র ভাষায় শাশুড়ীকে আক্রমণ করল। এ ধরণের উপেক্ষায় অনভ্যস্ত ফেডোসিয়া আইভানোবনা অত্যন্ত আহত হলেন, এবং বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন আর গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরলেন এরপর যদিও দুজনে একই বাড়ীতে থাকতেন তবু পরস্পর কেউ কারো সংগে আর কথা বলতেন না।

গ্রামের এত লোককে যুদ্ধে যেতে হয়েছিল যে কলখোজে মাত্র চারজন পুরানো লোক অবশিষ্ট ছিল। চৌত্রিশ জন স্ত্রীলোক ও শিশুর সংগে তারা জমিতে কাজ করত। দিবারাত্র তারা কঠোর পরিশ্রম করত এবং তাদের স্বেদ ও ক্লেদের ফলে সে বছর অভূতপূর্ব ফসল হয়েছিল। তারা মাঠেতেই গমের শীষ এবং গম ঝাড়া এঞ্জিনের মধ্যে বাস করত।

আগষ্ট মাসের একদিন ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক গ্রামে এল। লোকটি জেলা সোভিয়েট থেকে আসছে। আর অশ্রুতপূর্ব দুঃখের সংবাদ সে বহন করে নিয়ে এসেছে। রুষীয় সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করছে। গ্রামটিকে জনশূন্য করতে হবে। যে শস্য আহরণ করা হয়েছে তা সংগ্রহ করে অন্য জেলায় পাঠিয়ে দিতে হবে। আর অকর্তিত ফসলে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। গবাদি পশুগুলিকে তাড়িয়ে আরো ভিতরে পাঠিয়ে দিতে হবে। রাখাল গোয়ালিনী প্রভৃতিকে গো-গাড়ী চড়ে দুধের ভাঁড়, ছাঁকনী, দুধের কেঁড়ে প্রভৃতি নিয়ে সংগে যেতে হবে যাতে কলখোজে থাকার মতোই নিয়মিত ভাবে দুধ দোহন করা যায়। সোভিয়েট দূতটী আরো বলল, গ্রামের সকলেই যতটা সম্ভব ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংগে নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

আবার শোকের সুর উঠলো, এবারও ফেডোসিয়া আইভানোবনা শান্ত ও আত্ম সম্মানিত হয়ে রইলেন। অধিকন্তু তিনি জানালেন কিছুতেই গ্রাম ত্যাগ করবেন না।

গ্রামেই তাঁর বাড়ী এই একমাত্র ঘরই তাঁর পরিচিত এইটুকুই তিনি জানেন। এইখানেই তাঁর শিকড় বাঁধা। কিছুতেই সে শিকড় টেনে বার করা চলবে না। তিনি জার্মানদের ভয় করেন না। তিনি ত আর তরুণী নন। আর যখন জমি ও জমির কাজ ভিন্ন তিনি কিছুই জানেন না তখন তারা আর কি করবে? না তিনি কিছুতেই যাবেন না। কিছুতেই তাঁর শিশুপুত্র—তাঁর দেহের রক্তকে নিয়ে যেতে দেবেন না। তারা নীপারের এই গ্রামের লোক। পৃথিবীর আর কোথাও তাদের যোগ নেই। সুতরাং ফেডোসিয়া আইভানোবনা তাঁর বাড়িতেই রয়ে গেলেন আর তাঁর পুত্রবধূ একটা তীব্র সংঘাত এড়ানোর উদ্দেশ্যে শিশুটির সংগে রয়ে গেল।

একদিন অপরাহ্ণ শেষে জার্মানরা এল। তারা দলে ছিল পাঁচজন। মোটর সাইকেলে গর্জন তুলে তারা গ্রামে এসেছিল। ফেডোসিয়ার বাড়ি অচিরেই তাদের নজরে পড়ল। তারা এসে বন্ধ দরজায় ঘা দিতে লাগল। ফেডোসিয়া নিজে বেরিয়ে দরজা খুলে দিল। দেখল একজন তার দিকে বন্দুক উচিয়ে রয়েছে। সে শান্তভাবে বলল যে সে সামান্য রমণী মাত্র—শুধু একজন রমণী—শুধু একটি বুলেটেই যখন তাকে শেষ করা যায় তখন আর তার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে লাভ কি?

জার্মানরা বাড়িতে এসে উঠল। পুত্রবধূ ও ছেলেটি পাশের ঘরে এসে রইল। সে শুনতে পেল জার্মানরা কথা বলছে ও মদের বোতল খুলছে। একটির পর একটি করে বোতল তারা শেষ করে। যতই তারা খায় ততোই তাদের চীৎকার ও উল্লাস বেড়ে উঠে। তারা ফেডোসিয়ার কাছে খাবার চাইল এবং সে তা এনে দিল। তারা আরো মদের বোতল খুলল ও পান করল। খাবার খেল—উক্রেনীয় খাবার—ফেডোসিয়া এগুলি স্বেচ্ছাতেই এনে দিয়েছিল।

এর পর পুত্রবধূ শুনতে পেল তারা আরো খাবার চাইছে। আর ফেডোসিয়া বলল তাদের জন্য উক্রেনীয় বরশথ রেঁধে দেবে। সে উনুনে আগুন দিয়ে বরশথ রাঁধতে বসল। ঘৃণায় পুত্রবধুটির অন্তর জ্বলতে থাকে। কিন্তু তবু সে প্রতিবাদে কোনো কথা বলতে সাহস করে না। এর পর সে আরো শুনতে পেল যে জার্মানরা ভডকা চাইছে এবং তার শাশুড়ী বলছেন তিনি তা এনে দেবেন।

রাগে পুত্রবধুটি কাঁপতে লাগল। তার আপন শাশুড়ী ঠাকরুণ, উক্রেনীয় রক্ত সম্ভূত নারী, উক্রেনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তার যে স্বামী মিশা, যুদ্ধে গেছেন তারই জননী কিনা পাঁচজন জার্মান আক্রমণকারীকে অতিথি ও বন্ধুর মতো সৌজন্য প্রকাশ করছে। ফেডোসিয়া আইভানোবনার কুৎসিত অভিসন্ধি সম্পর্কে তার ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হল, অতি কুৎসিত অভিসন্ধি। তাঁর প্রতি অভূতপূর্ব ঘৃণার উদ্রেক হল।

যখন শুনল শাশুড়ী ঠাকরুণ ভাঁড়ারের দিকে যাচ্ছেন তখন সে তাঁর অনুসন্ধান করল। তারপর যখন দেখল যে তিনি সিন্দুকের ভিতর থেকে ভডকার বোতল বার করছেন তখন সে রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠল। কিছুতেই সে ঐ জার্মানদের সেবার জন্য

ভডকার বোতল বার করতে দেবেন না। এই ভডকা সে তার বিবাহের যৌতুক থেকে সঞ্চয় করে রেখেছে। তার আপন সন্তানের যখন দন্তোদ্‌গম হবে তখন তার সেই বেদনা উপশম করবার জন্য এই ভডকা তুলে রাখা হয়েছে। বৃদ্ধার হাতদুটি সকল শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরে বলে রেখে দিন নইলে আপনাকে খুন করব। বৃদ্ধা বোতলটি আঁকড়ে ধরে থাকে। বলে :

"বোকা মেয়ে ওরা শুনতে পাবে চুপ করে থাক।" তরুণী এতোই ক্ষেপে গিয়েছে যে সে কথা শুনতেই পায় না। উভয়ে মিলে বোতলটি কাড়াকাড়ি করে অবশেষে পুত্রবধূ ছিপিটি খুলতে সমর্থ হয়। তারপর ভিতরের পদার্থ ঢেলে ফেলতে সুরু করে। একটু গন্ধ নাকে যেতেই তরুণী বুঝল যে পদার্থটি ভডকা নয়—কেরোসিন।

তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বোতল থেকে হাত সরিয়ে দিনে ফেডোসিয়া আইভানোভবনাকে বোতল ছেড়ে দেয়। শাশুড়ী ঠাকরুণকে নিয়ে সে যে কি করবে ভেবে পায় না। তবে একথা সত্য যে তিনি শত্রুদের মিত্র নয়। আরো স্পষ্ট হল যখন ফেডোসিয়া বললেন, "আমি তোমাকে এখানে আটকে রেখে ভুল করেছিলাম। খোকাকে কোলে নিবে দৌড়ে পালাও। ওকে শালে জড়িয়ে নিয়ে দৌড়াও। ছাতের ওপর গুড়ি মেরে যাও। কোলে একটা মই নামানো আছে। মই দিয়ে নেমে সোজা দৌড়াও।" জীবনে এই প্রথম বোধহয় তরুণী শ্বাশুড়ী ঠাকরুণেরব কথা প্রতিবাদ করতে পারল না। সত্যই সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। উনি তার একান্ত আপন জন। ওঁর প্রতি সেইজন্য ওর চিন্তা···

কিন্তু কেনো ইনি তাঁকে এখানে থাকার জন্য জেদ ধরে ছিলেন? কেনো উনি তাঁকে এখান থেকে চলে যেতে দেন নি? ফেডোসিয়া এখন স্বীকার করেন যে ওটা তাঁর ভুল হয়েছিল। কিন্তু কেন তা করেছিলেন? তরুণী এ প্রশ্নের কোন জবাব পায় না। বিশেষ করে তাঁকে এ ক্রুটীর জন্য দোষী বলা যায় না। পরিবর্তে তরুণী প্রশ্ন করে "আর আপনার কি হবে মা?" শ্বাশুড়ী ঠাকরুণকে আগে কখনো এতখানি দরদ দিয়ে ও সম্বোধন করে নি। তার স্বভাবসিদ্ধ শান্তভংগীতে ফেডোসিয়া শুধু হাত দিয়ে ইংগীত করে সামনের একটা জানালা বন্ধ করে দেন।

সেই অন্ধকার রাতে তরুণী তার শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে ছাতের ওপর ওঠে তারপর মই বেয়ে নেমে নিকটস্থ জংগলে নেমে পড়ে। সারারাত সোভিয়েট অঞ্চলে যাওয়ার জন্য সে হাঁটতে থাকে। প্রভাতে সবিস্ময়ে দেখল গ্রামেরই একপ্রান্তে সে পৌছেছে। কি করে যে সে ফিরে এল জানে না। সে নিশ্চিত জানত যে জংগলের গভীরে সে প্রবেশ করেছে এবং ভয়ংকর শত্রুর নিকট হতে সে দূরে চলে এসেছে। কিন্তু সে অনভিজ্ঞ বলেই ভুল পথে চালিত হয়ে আবার গ্রামের দিকে চলে এসেছে।

পরমুহূর্তে কেরোসিনের বোতলটীর কথা স্মরণ করে তার হৃদয় আকুল হয়ে উঠে। যতই সে ওসব ব্যাপার ভাবে ততই আতংকিত হয়ে ওঠে। ফেডোসিয়া

আইভানোভবনার শান্ত ভংগী ও ঔদ্ধত্যের কথা মনে পড়ে। তিনি সব করতে পারেন—এমন কি—সে অসম্ভব। বাড়িটী যে তাঁর বড়োই প্রিয়—সেই কারণেই ত তিনি সেটী ছেড়ে যেতে পারেন নি...তবু—

উদ্বেগ আকুল হয়ে তরুণী গ্রামে ফিরে এল তারপর যখন নিজেদের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছল তখন তার মনে হল যে পায়ের তলা থেকে মাটী সরে যাচ্ছে। সেখানে আর বাড়ি নেই আছে শুধু ধ্বংসাবশেষ আর ধূম কলংকিত চিমনী থেকে উদ্ধত ভংগীতে আকাশে ধোঁয়া উঠছে। অদূরেই জর্মানরা যে মোটর সাইকেলে চড়ে গ্রামে এসেছিল সেগুলি পড়ে আছে। কাছাকাছি কোথাও ফেডোসিয়া আইভানোভনা নেই। জার্মানরাও নেই—সবাই ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

উনত্রিশ

কাশ রোগিণী

মেয়েটীর নাম নীনা বোগোরোজোভা। বয়স কম, ছোটো দেখতে, উজ্জ্বল চোখ, আর অবিরাম কাশি। তার গায়ে সৈনিকদের একটা ছোট কোট, আর পায়ে একটা ফেল্ট বুট। তার ব্যক্তিগত চেহারার এটুকুই আমার জানা আছে। রাশিয়ান সংবাদদাতা ভাদিম কোশেভনিখভ এক অখ্যাত রুশ সাময়িকপত্রে তাঁর কথা লিখেছিলেন, কিন্তু এর বেশী বলেন নি।

রণাঙ্গনের একটি কুঁড়ে ঘরে সে বসেছিল, আর গ্রেট কোট গায়ে জড়ালো অবস্থায় অসংখ্য সৈনিক চার পাশে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তার কাশির আর বিরাম নেই। সেই কাশির আওয়াজ যাতে নিদ্রিত সৈনিকদের ঘুমের ব্যাঘাত না করে সেইজন্য সে তার মুখে হাত চেপে রইল। সন্ধ্যার জন্য সে অপেক্ষা করছে, তখন সৈনিকরা জেগে উঠবে। সে ইতিমধ্যেই সেনা বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের তরুণ লেফটেন্যান্টকে তার উদ্দেশ্য জানিয়েছে শত্রু বাহিনীর পিছনে সে একটা ছোট দল গঠন করে নিয়ে যাবে ও সেখান থেকে লাল ফৌজের জন্য অমূল্য সংবাদ সংগ্রহ করে আনবে। লেফটেন্যান্ট তাকে বিস্তারিত প্রশ্ন করার পর তার প্রদত্ত সংবাদের গুরুত্ব বুঝেছেন ও তার অনুরোধ মেনে নিয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় লেফটেন্যান্ট এলেন আর সৈনিকদের জাগিয়ে দিলেন। কুঠরীতে কোনো আলো ছিল না, সুতরাং লোকগুলিকে অন্ধকারে মুখ হাত ধুয়ে পোষাক করে নিতে হল। নীনা তাঁদের সংগেই খেলে। ধীরে ধীরে অতি অল্প গ্রাস সে মুখে তুলল। যেন চিবোতে ও গিলতে তার কষ্ট হচ্ছে। আহার শেষ হতে তারা উঠে দাঁড়ালো। নীনার প্লেটে তখনো অর্ধেক খাবার আছে। সে তবু উঠে দাঁড়ালো। পার্টির নন্ কমিশনড অফিসর চেভডাকভ তাকে খাবারটুকু খেয়ে নেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু সে বলল, না তার খাওয়া হয়ে গেছে এখন সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

অসহ্য ঠাণ্ডা, সকলের যাত্রার জন্যে প্রচুর সাজ পোষাক পরে তৈরী হল। নীনা তার গলার চারিদিকে একটা পশমের শাল জড়িয়ে দিল।

আকাশে পূর্ণ চন্দ্র। চেবডাকফ গালাগাল দিয়ে ওঠে। আরো দুইজন তাই করল রাশিয়ান ইগনাটফ ও জর্জিয়ান রামিশভিলি। চন্দ্রালোকিত রাত্রি সৌন্দর্যের দিক দিয়ে হয়ত মনোহর কিন্তু শত্রুর পিছনে হানা দিতে যে অভিযাত্রী বাহিণী চলেছে তাদের কাছে নয়। চাঁদের সৌন্দর্য হয়ত ওদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। নীনা কিন্তু অনুদ্বিগ্ন, সে নীরবে ওদের সংগে পথ চলতে লাগল। সে এতই ছোট, তার গ্রেট কোট এত লম্বা, তুষার এতই গভীর, কাশি এমন বিরাম বিহীন যে ইগনাটভ তার জন্য বেদনা অনুভব করে তাকে হাত ধরে নিয়ে যাবার প্রস্তাব জানাল। নীনা সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করল।

সে বলল, "কেনো এমন করতে চাইছেন?"

ইগনাটভের কথা হারিয়ে যায়। এমন ধমক সে আশা করে নি। বাচাল রামিশভিলি তাড়াতাড়ি তার সাহায্যে এগিয়ে আসে।

সে বলে, "ককেশাশে পুরুষের পক্ষে এই রকম হওয়াই রীতি।"

শান্তভাবে নীনা বলে, "এটা হল রণাঙ্গন।"

অধিকাংশ রাশিয়ান সৈন্য বিভাগেও মেয়েরা এইরকম—অত্যন্ত কঠোর ও কর্কশ। চেভডাকভ সংগীদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তারা অভিযাত্রী বাহিনীতে রয়েছেন এখানে কথা বলার অনুমতি নেই, আর তা অনুচিত। মধ্য রাত্রে তারা রণাঙ্গণের সীমানা পার হয়ে শত্রুর এলাকার গভীর অরণ্যে গিয়ে পৌছল। নীনা নেতৃত্বভার নিল। গ্রেট কোটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে এগিয়ে চলল। পুরুষরা তাদের অনুসরণ করছে, সকলেরই কোমর পর্য্যন্ত ডুবে আছে। পরিশ্রমে নীনার শক্তি নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল, সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, তার বুক ধুক ধুক করতে লাগল, কাশি আরো বেড়ে উঠল। সর্তক চেভডাকভ তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো।

অবিলম্বে তাদের পথ শেষ হয়ে এল। সামনে জ্যোৎস্নালোকিত সুন্দর উপত্যকা। তারা শত্রু বিবরের এত কাছাকাছি এসে পড়েছে যে আর অগ্রসর হওয়াও বিপজ্জনক, চাঁদের আলোয় তারা হয়ত ধরা পড়ে যাবে আর জার্মান বন্দুক ধারীরা গুলি করে দেবে। এই উপত্যকা হামাগুড়ি দিয়ে পার হওয়া শুধু সম্ভব। সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে বুকে হেঁটে পার হতে লাগল। যত তারা অগ্রসর হয় ততই নীনা কাতর হয়ে ওঠে। কিন্তু সে একবারও বিশ্রামের জন্য থামল না বা তার কষ্টের কথা জানালো না। উপত্যকাটুকু পার হতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগল। আর নীনা প্রায় যায় আর কি।

সৌভাগ্যক্রমে তার নেতৃত্বের আর প্রয়োজন ছিল না। শত্রুর অবস্থান স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তাই চেভডাকভ সে যেখানে পৌচেছে সেইখান থেকে বিশ্রাম করতে বললেন। তাদের কাজ শেষ করেই তারা আবার মিলিত হবে।

যখন তারা ফিরল তখন তারা আমোদে আটখানা হয়ে উঠেছে। শত্রু এলকায় কোনো অভিযান ইতিপূর্বে এত ফলদায়ক হয় নি। যে তথ্য সংগ্রহ করা গেল তা শুধু লেফটেন্যান্ট নয় জেনারেলের পর্যন্ত আনন্দবর্দ্ধন করল। নীনার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাদের অন্তর ভরে উঠল। বাচাল রামিশভিলি নীনার শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবার কথা প্রস্তাব করল কিন্তু ইগনাটভ এখনো পূর্ব কথা স্মরণ করে তাকে সাবধান করে দিল। তবুও মেয়েটী ইগনাটভকে যেন অভিভূত করে তুলেছে। তার মধ্যে কেমন যেন একটা আশ্চর্য সৌন্দর্য ও বীরত্বের ভাব আছে।

রামশভিলির দিকে তাকিয়ে ও বলে, "তোমার কি মনে হয় ওর বিবাহ হয়েছে।"

চেভডাকভ নিঃশব্দে ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ওদের চুপ করতে বলে। শত্রু অতি নিকটে, রাত নিঃশব্দ! সুতরাং ওরা অতি সাবধানে চলে, বিস্ময়কর নীনার কথা চিন্তা করে। কি অপূর্ব দেশের কাজ সে করল। লালফৌজ ও স্বদেশের এ

এক অপূর্ব মেয়ে…এমন মেয়েকেই ভালোবাসতে হয়। ওরা সবাই তাই তাকে ভালবাসে।

অচিরে ওরা তার কাছে এসে পৌছয়। সে কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভ করেছে। তার জন্য শান্তি অনুভব করেছে। সকলেই বাড়ির দিকে যাত্রা করল। তুষার ভেদ করে পুরুষদের মতই সমান সাহসভরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। অরণ্যপথ শুধু একমাত্র তারই পরিচিত।

ওরা ঝিমলস্টগ্রামে এসে পৌছয়। গ্রামটী জার্মাণদের অধিকারে। জংগলের ভিতর দিয়ে দেখা গেল কিছুদূরে একদল রুষীর যুদ্ধবন্দী পথ থেকে তুষার পরিষ্কার করছে আর একদল জার্মাণসৈনিক রুষীয় কম্বল গায়ে জড়িয়ে, রুষীয় রুমাল হাতে করে তাদের ওপর পাহারা দিচ্ছে। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল, উত্তেজিত রামশভিলি হাতবোমা ঠিক করতে শুরু করে দিল। রামশভিলির হাতের গতিভঙ্গী লক্ষ্য করে নিয়মনিষ্ঠ চেভডাকভ বললেন :

"বিনা হুকুমে কোনো কাজ চলবেনা।"

তারপর সকলকে বিশেষ করে রামশভিলিকে বিস্মিত করে নীনা এগিয়ে এসে দৃঢ় কণ্ঠে বলে, "কোনো হুকুম দেওযা চলবে না।" পুরুষরা পরস্পরকে দেখতে লাগল কারোরই একথা যেন বিশ্বাস হয় না। ঐ উজ্জ্বল চোখ ওলা ছোট্ট মেয়েটা যে অবিরাম কাশে সে কিনা জার্মানদের সমর্থনে এসে দাঁড়িয়েছে। চেভডাকভ জানতে চাইলেন 'তার মানে?"

"যা বলেছি তাই। কখনোই অমন করা চলবে না। আপনি কি চান ওরা আমাদের মেরে ফেলুক।"

চেভডাকভের হাসি পেল। সে বলল :

"ঐ বারোটা হিমে জমা জার্মানের কথা বলছ? "আমরা ওদের সব কটাকেই ঘায়েল করব। তাড়াতাড়ি একবার আঘাত হানতে হবে তা হলে সব কটাই ঘায়েল হবে।"

নীনা কিছুতেই সে কথা মানতে চায় না। সে তবু জেদ করে বলে "আমি বলছি আমরা এসব কিছুই করব না।"

এইবার চেভডাকভ রেগে উঠলেন তিনি বললেন, "আর তর্কের প্রয়োজন নেই আমাদের এখন কাজ শুরু করতে হবে।" তারপর লোকেদের দিকে ফিরে তাঁর লোকেদের দিকে ফিরে বলেন"সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হও।"

সবিস্ময়ে সকলে দেখে নীনা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে তার চামড়ার থলি থেকে রিভলবার বার করছে। তারপর সকলের দিকে ফিরে তার মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলে "আমি তোমাদের গুলি করব।" এখন এমন কি সেই রামশভিলি পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এই বাধায় চেভডাকভ দমলেন না। তিনি বললেন "ওটি নামাও"। কিন্তু তিনি নীনাকে চিনতেন না। তাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে নীনা তার রিভলবার তাদের বিরুদ্ধে উঁচু করে তুলে দাঁড়ায়।

রাগে উন্মত্ত হয়ে চেভডাকভ ঝুকে পড়ে কমুয়ের এক ধাক্কা দিয়ে পিস্তলটা ফেলে দেন। রুষ যুদ্ধ বন্দীরা জর্মানদের রসদ ও বারুদবাহী যানবাহন চলাচলের সুবিধার জন্য এইভাবে পথ করেছে দেখে তারা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এইভাবে আকুল হয়ে উঠল। চেভডাকভের থামবার মত মেজাজ ছিল না। তিনি বললেন, "দেখছ না, আমাদের লোকেরা কি ভাবে কষ্ট করছে ?"

নীনা কিন্তু অবিচল। তার হাতে অস্ত্র নেই বটে তবু সে অসহায় নয়।

সে বলে, "সাহস দেখাবেন না। আমি এখনই চিৎকার করব।" চিৎকার করে উঠবে! যাতে ঐ হতভাগা জার্মানরা শুনতে পায় আর ওদের ঘাড়ের উপর পড়ে ছিঁড়ে খায়। তাহলে এই আপাত দৃষ্টিতে নিষ্পাপ ও সরল আকৃতি মেয়েটী বড সোজা নয়। সর্বনাশা মেয়ে; ওর প্রতিজ্ঞার তীব্রতা সম্বন্ধে ভুল করার কিছু নেই।

চেভডাকভ বরফের ওপর থেকে নীনার পিস্তলটী তুলে নিয়ে অশান্ত ভংগীতে তাঁর লোকদেব প্রতি বলেন, "আমাদের এই হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকটীর কথা শুনতে হবে। নতুবা যে বহু মূল্য তথ্য সংগ্রহ করেছি এমনকি আমাদের জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা" যে ইগনাটভ কয়েকঘণ্টা আগে এই মেয়েটীর প্রতি প্রীতি ও ভালবাসার কথা বলছিল সে রাগে ফেটে বলে "সর্বনাশ !"

বিরক্তিতে রোমান্টিক রামিশভিলি বিড়বিড় করে বলে, "অতি পাজী মেয়ে।" বিনা বাক্যব্যয়ে এই সব অপমান নীনা সহ্য করে।

গম্ভীর ভাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধচিত্তে তারা চলতে লাগল। এখন সবাই ঐ মেয়েটীকে ঘৃণা করে। কেউ আর ওর সংগে কথা বলে না। যখন ওরা পিছনে পড়ে যায় তখন কেউই ওকে সাহায্য করতে আসে না। সে এখন শত্রু—ওদের সকলের শত্রু।

স্টাফ সদর দপ্তরে পৌছানোর পর চেভডাকভ তাকে কুটীরে গিয়ে ঘুমিয়ে নিতে বললেন। নীনা তাই করল আর পুরুষরা সবাই গোয়েন্দাবিভাগের অফিসারের কাছে তাদের নামে রিপোর্ট পেশ করতে গেল।

তরুণ লেফটেন্যান্ট এ সংবাদ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। দীর্ঘকালের মধ্যে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাঁর কাছে আসে নি। আর এ সব কিনা ঝিমলস্ট গ্রামের কৃশাঙ্গী রুগ্না মেয়েটীর দৌলতে পাওয়া গেছে। তাকে বিশ্বাস করেছিলেন বলে তিনি আনন্দিত, খুবই তাঁর আনন্দ। গম্ভীর ভাবে চেভডাকভ বলে "ও কিন্তু আমাদের ভারী কষ্ট দিয়েছে। তারপর যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়। যত বলে ততোই লেফটন্যান্টের মুখ লাল হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই তিনিও ঘৃণা ও বিরক্তিতে আকুল হয়ে উঠছেন। চেভডাকভের কথা যখন বলা হয়ে গেল তখন কিন্তু তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন :

"ও ঠিকই করেছে। এক ডজন জার্মানের সংগে যুদ্ধ করার লোভে তোমাদের এই মূল্যবান তথ্য নষ্ট করার কোন অধিকার নেই।"

চেভডাকভ বজ্রাহত। তার সঙ্গীদের ও সেই অবস্থা। লেফটেন্যান্ট কিনা সেই

মেয়েটীকে সমর্থন করছেন। যার জন্য একটু হলে সব গিছল। শুধু সংবাদ নয় ওদের জীবন নিয়ে পর্য্যন্ত টানাটানি হতে পারত। লেফটেন্যাণ্ট বলে চলেন :

"তোমরা কি লক্ষ্য করনি ও সর্ব্বদাই কাশে ?"

চেবডাকভ মাথা নাড়ে।

"ওর গলায় কতখানি ঘা আছে দেখেছ ?"

চেবডাকভ মাথা নাড়ে। গলায় অমন শাল জড়ানো অবস্থায় সে কি করে দেখবে ? লেফটেন্যাণ্ট গম্ভীর কণ্ঠে বলেন :

"দুদিন আগে এই ঝিমলোস্ট গ্রামেই জার্মানরা ওর ফাঁসি দিয়েছিল। গরিলারা কোন রকমে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে।

লেফটেন্যাণ্ট আর কিছু বললেন না। তিনি তাদের ছেড়ে দিলেন। তিনজন সৈনিক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ তারা কথা বলল না। কেউ কারো সংগে কথা বলতে চায় না। তারপর ইগনাটভ প্রস্তাব করে এখনই ঐ মেয়েটীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসা উচিত। রামিশভিলি এ প্রস্তাব আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করে। কিন্তু চেবডাকভ গভীর ভাবে চিন্তা করছে। তার কাছে কথার কোন দাম নেই, কাজ আসল।

ইগনাটভ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা তা হলে কি ওকে আমরা দেখতে যাব ?" অদম্য রামিশভিলি বলে :

"হ্যাঁ চল যাওয়া যাক।" চেবডাকভ মাথা নাড়ে।

রামশাভিলি হতাশা ভরে জানতে চায়, "কি যাবে না ?"

চেবডাকভ "এখন নয়" তারপর সে বেশ শান্তভাবে বলে "সর্বাগ্রে আমাদের ঝিমলস্টে গিয়ে ঐ জার্মানদের দেখে নিতে হবে।"

সবাই নীরবে চিন্তা করে ইগনাটভ বলে : "হয়ত নীনা তাই চায়।"

চেবডাকভ বলে, "ফিরে এসে আমরা মুখ হাত ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে সাজসজ্জা করে ওর সংগে দেখা করতে যাব। কিন্তু তার আগে ঐ জার্মানদের একবার দেখে আসি। অবশ্য একরাত্রি ঘুম হবে না তা না হ'ক আগেও ত কতোদিন হয় নি। চল, ঝিমলোস্ট চল।

তিনটী প্রাণী যেখান থেকে এসেছিল সেইদিকেই আবার যাত্রা করল।

ত্রিশ

ক্যাপ্টেন ভেরা ক্রিলোভা

জার্মানদের মস্কো আক্রমণ কালে যে কোম্পানীতে ভেরা ক্রিলোভা ছিলেন তা জার্মাণ সাঁড়াশী বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হ'ল। সবাই বিশেষ আতংকগ্রস্ত হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন পদবী ধারিণী একমাত্র উচ্চপদস্থ অফিসার হিসাবে ভেরাই শুধু বেঁচে রইল। কখনও যুদ্ধ পরিচালনা বা পুরুষদের পরিচালনা ভেরা করেনি। একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে সাহস ও রণ-কৌশলে বলবতী হয়ে ভেরা জার্মাণ সাঁড়াশী বাহিনী ভেদ করল ও তার দলের লোকজনকে সেরপুকভে রাশিয়ান মেন লাইনে ফিরিয়ে নিয়ে এল।

লাল ফৌজে ও দেশের যুবসমাজে তার নাম যুদ্ধের রোমান্টিক উপকথায় দাঁড়িয়েছে। তাই যখন আমার টেলিফোন বেজে উঠল ও শোনা গেল তার সঙ্গে দেখা করা যাবে, আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুট্‌লাম।

ব্রিটিশ সাংবাদিক মার্জরী শ' ওর নাম দিয়েছিলেন "The girl with pigtails" বেণী দোলানে মেয়ে, কারণ সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তার সকল ছবিতেই যে জিনিষটি আগে চোখে পড়ে সেটি ওর দোলানো বেণী। বেণী দোলানো মেয়ে আর সাহসিকা সৈনিক, এই খ্যাতনামা তরুণীতে পুরুষত্ব ও নারীত্বের সারভাগ সংমিশ্রিত হয়েছে।

আমি ওকে বল্লাম: "আপনি ত' সফল সৈনিক।" নম্র ও শান্ত কণ্ঠে জবাব এল "তেমন সফল ত' নই।"

আমি শুনেছিলাম ও একাই স্বহস্তে বহু সংখ্যক জার্মাণের জীবনাবসান করেছে, এই রকম কয়েকটি কাহিনী উল্লেখ করে ওর হিসাবের সঙ্গে মেলে কিনা জান্‌তে চাইলাম।

তার জবাবে বল্ল: "আমি ওদের অনেককেই খতম করেছি।"

যেরকম শান্তকণ্ঠে ও জবাব দিল, তাতেই আমি বুঝ্‌লাম ওরা যখন জার্মাণ সৈনিক সম্পর্কে কথা বলে তখন ওরা কত কঠিন হয়ে ওঠে। তবু কেমন অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে যে এই বেণী দোলানো মেয়ে, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৪২ এ যার বাইশ জন্মোৎসব পালিত হয়েছে, সে কিনা স্বহস্তে এতগুলি জার্মাণ নিধন করে সরকারী ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। ওর মনোরম ক্যাপ্টেনের পোষাকে, দীর্ঘায়তন নীল চোখে, বা যে কালো চুল তার মুখের মসৃণতা ও ম্লানিমা বর্ধন করেছে, তার কোথাও ওর মধ্যে ভয়ংকর বা কঠোর কিছুর পরিচয় পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য জগতের জনগণের কাছে "নারী সৈনিক" এই কথাটিতেই হয়ত এমাজন (পুরুষালি মেয়ে) জাতীয় নারীর কথা স্বভাবতই মনে হবে। অথচ ক্রীলোভার এক গ্রেট কোট পরিহিত অবস্থা ব্যতীত (কারণ রাশিয়ান মোটা গ্রেট কোটে সকলের শরীরেরই আয়তন বাড়ে), তার আকৃতি বা দেহ ভঙ্গিমায় এতটুকু এমাজনত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। মাথার বেণী শাদা ঘাড়ে

লুটিয়ে পড়েছে, মিলিটারি টুপি খোলা অবস্থায় ওকে যখন আমার সাম্‌নে ক্লান্ত অবস্থায় বসে থাকতে দেখলাম, তখন ওযে জার্মাণ অফিসারদের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করে জীবন মরণের যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

মাঝারি খাড়ায়ের চেহারা, প্রশস্ত পিঠ নয়ত তার ঘন কৃষ্ণ ভ্রু, চপল ভঙ্গী, ও অপূর্ব ঘন কৃষ্ণ চুলে (যা কপালে এসে ভেঙ্গে পড়েছে), তাকে রমণীয় ও মাধুর্য মণ্ডিত করে তুলেছে, এমনই করুণা মাখানো নারী সুলভ তার আকৃতি যে মনে হয় না যুদ্ধের নীচতা ও নিষ্ঠুরতা তার ভালো লাগে।

প্রশ্ন করলাম : "তুমি নাচো নাকি ?"

"নাচতে ভালো লাগে, সারা রাতই নাচ্‌তে পারি।" এই বলে ভেরা আমেরিকার নাচ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন সুরু করে। আমেরিকান জাজ নৃত্যের জন্য আমেরিকা আজ সামাজিক নৃত্য ও আধুনিকতম যন্ত্রপাতির ক্লাসিক দেশ।

আমি বল্লাম : "আর কি প্রতিক্রিয়া আপনার মনে জাগে ?"

"থিয়েটর, ব্যালে, পার্টি, কনসার্ট, বই আর বাইরের খেলাধূলা।"

ভেরা আমুদে ক্রীড়াপরায়ণা মেয়ের মত হেসে উঠ্‌ল।

তবু সে একজন প্রখ্যাতনামা সৈনিক, পোষাকে দুটি মিলিটারি সম্মানচিহ্ন ও আহত হওয়ার চারটি স্মারক সাজানো।

আমি তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম।

যুদ্ধের সময় একটুকরা ইস্পাত তার পিছনে লেগেছিল—সেইখানেই রয়ে গেছে, মস্কৌতে চিকিৎসার জন্য এসেছে। একজন বিখ্যাত সার্জন বলেছেন ওকে অপারেশন করতে হ'বে। সেরে উঠ্‌তে কতদিন লাগবে সার্জনকে জিজ্ঞাসা করেছিল ভেরা।

জবাবে সার্জন বল্লেন :—তিন থেকে বারমাস।

ভেরা জবাব দেয়—না : আমি অতদিন অলসভাবে বসে থাক্‌তে পারব না। আমি ফ্রণ্টে ফিরে যেতে চাই।"

যুদ্ধের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপারেশন স্থগিত থাক্‌ছে। ভেরা বলে : অর্থাৎ শত্রুর গুলি থেকে যদি ততদিন পরিত্রাণ পাই—আর ওরা যদি তা না করে,—ভেরা হাস্‌ল, হেসে কাঁধ নেড়ে অঙ্গভঙ্গী করল, কথা আর শেষ করল না। ভেরা পেট্রভনা ক্রিলোভা কখনো মিলিটারি একাডেমিতে যায়নি, কোনোদিন পেশাদার সৈনিক হওয়ার বাসনাও ছিল না তার। যুদ্ধান্তে সে যদি বেঁচে থাকে তাহলেও তার সামরিক পোষাক খুলে ফেলবে, স্বাভাবিক বে-সামরিক জীবনে ফিরে যাবে। কুইবাসেভের কারখানা শ্রমিকের মেয়ে ভেরা তার শৈশব থেকে কামান বন্দুক নয় বই ও সামাজিক কাজ কর্মের ওপরই বেশী আগ্রহ দেখিয়েছে। প্রথমে ভেরা স্থির করেছিল চিকিৎসা ব্যবসা শিক্ষা করে feldshar —হ'বে। ইংলণ্ড বা আমেরিকার শিক্ষিত নার্সদের সমতুল হল—feldshar।

কিন্তু রোগীর পরিচর্যা করার কাজ আর তার মনে তেমন আবেদন জাগালো না। লেলিনগ্রাদের এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে পত্রালোচনায় শিক্ষালাভ

করতে লাগল। এই পাঠ সমাপ্তির পর উক্রেইনে স্কুল মাষ্টারীর কাজ পেল, ভূগোল ও ইতিহাস পড়ানোর কাজ, এই বিষয় ছুটি পত্রালাপের ভিতর ও শিখেছিল আজো তা ওর কাছে প্রিয় বিষয় হয়ে আছে।

ভেরা সাইবেরিয়ার গেল, সেখানে ইতিহাস ও ভূগোল শেখাতে লাগল, ও পরে শিক্ষা বিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারভাইসারের পদে প্রমোশন পেল। দায়িত্বপূর্ণ কর্তৃত্ব ভার ভালো লাগত, তাই শিক্ষা ব্যাপারে ক্রমশঃই তার উল্লেখযোগ্য পদোন্নতি হ'তে লাগল। কিন্তু আরো লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মত যুদ্ধ-তার শান্তিময় জীবনের গতি ব্যাহত করল। যুদ্ধ ঘোষণা করে মলোটভ যেই বক্তৃতা দিলেন অমনই ভেরা সৈন্যদলে নাম লেখাল। তার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হ'ল, বহু মেয়ে দরখাস্ত করেছে,—অসহিষ্ণু ও উদ্বিগ্ন হয়ে মস্কোর সেণ্ট্রাল কমিটিতে আন্দ্রেয়িভের কাছে ভেরা তার এই আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাঁকে এই বিষয়ে নভোসি পেট্রভনায় সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ জানালো। চিঠির পুরস্কার মিলল, ভেরা পেট্রভনাকে সৈন্যদলে নেওয়া হ'ল তবে শুধু চিকিৎসা বিভাগে। ফার্ষ্ট এড্ নার্স ও ষ্ট্রেচার-বাহিকা থেকে ক্যাপ্টেন পদবীতে উন্নীত হয়ে মেডিক্যাল ইন্সপেক্টরের পদ পেল।

সে সৈন্য বিভাগে বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞদের আনল, তা যে শুধু ওর সামরিক কাজে লাগল তা নয়, সৈন্য বিভাগীয় কাজের ও সুবিধা হ'ল। চিরদিনই ভেরা খেলাধুলা ভালো বাসত। ওর দাদামশায় ককেসসে থাকতেন, ছুটিতে যখন তাঁর কাছে যেত তখন ঘোড়ায় চড়তে শিখল। কালে ও কুশলী ও দুঃসাহসী ঘোড়সওয়ার হয়ে উঠল। গুলি ছোঁড়ার ক্লাসে বা খেলার মাঠে লক্ষ্যভেদকারী হিসাবে ও দক্ষতা অর্জন করল, আর লক্ষ্যভেদকারী হিসাবে ভরোশিলভ ব্যাজে ভূষিত হল। স্কী ও স্কেটিং উভয়বিধ খেলাতেই তার সমান দক্ষতা। যুদ্ধের ঠিক পূর্বে সাইবেরিয়ায় অনুষ্ঠিত শীতকালীন স্কী প্রতিযোগিতায়, সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে—স্কী খেলার পক্ষে এই সম্মান সর্বোচ্চ, কারণ ঘন-তুষারাবৃত সাইবেরীয়া কুশলী স্কী খেলোয়াড়ের জন্য বিখ্যাত।

এর ওপর, যন্ত্রপাতি সম্পর্কে তার প্রকৃত জ্ঞান ছিল; খুব স্বল্পকালের ভিতরই মেশিন-গান, অটোমেটিক রাইফেল,—পিস্তল ও বেয়নট পরিচালনা শিখল। যুদ্ধের বিভিন্ন বিভাগ লক্ষ্য করে ও শিক্ষালাভ করতে লাগল।

ষ্ট্রেচার বাহিকা ও চিকিৎসা বিভাগীয় পরিচারিকা হিসাবে অনেক সময় ওকে জার্মান লাইনের ত্রিশ গজের ভিতর কাজ করতে হয়েছে। চারিদিকে আগুনের ঝলক, বুলেটের শব্দ, সেলের কর্কশ আওয়াজ,—কিন্তু ভেরা পোকার মত মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে, আহত সৈনিকের পাশে গুঁড়ি মেরে গিয়ে বসে তার পরিচর্যা করে, তারপর তার সার্টের কলার ধরে টেনে এনে পর্বত কন্দরে বা খাদে রেখে দিয়ে আবার 'ফায়ারিং লাইনে' এগিয়ে যায়—আহত আর একজনকে নিয়ে আসে।

সৈনিকরা ওকে বলত "ডার্লিং লিটল্ সিস্টার—ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!"

তাদের কথা ওর অন্তরে উৎসাহের সঞ্চার করে। মনে হয় কোনো কাজই কঠিন বা অতি বিপজ্জনক নয়।

ইতিহাস ভূগোলের এই সাইবেরীয় স্কুল মাষ্টার আগ্রহশীলা তরুণী, কাজ ও আত্মত্যাগের প্রেরণা নিয়ে শত শত আহত সৈনিককে 'ফায়ারিং লাইন' থেকে সরিয়ে এনেছে।

"আমার মা বলেন যে আমার অন্তত একশবার মরে যাওয়া উচিত ছিল।" তারপর সে হেসে বলে—"গুলি গোলা বোধকরি আমাকে স্পর্শ করতে ভয় পায়। এ বিষয়ে আমি অসীম সৌভাগ্যবতী।"

এর পরেই ওর জীবনের, ওর যুদ্ধকালীন পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা লাভ হোল। অসীম সাহস ও অপূর্ব সামরিক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি যে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সাহস করতেন না সেই কর্মভারই সহসা তার ওপর ন্যস্ত হোল।

জার্মানদের মস্কো অভিযান তখন পূর্ণোদ্দমে চলছে। যে কোম্পানীতে সে সংযুক্ত ছিল তারা বাহিনী নিয়ে আরো বহু রাসিয়ান বাহিনীর সংগে পশ্চাদপসরণ করছিল। দীর্ঘবাহু জার্মান সাঁড়াশী বাহিনী আশ্চর্য দ্রুততার সংগে অগ্রসর হচ্ছে। আর ভেরার দল মূল রাসিয়ান বাহিনী থেকে সহসা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। জার্মান বাহিনী তাদের ঘেরাও করল! কম্যাণ্ডার ও কমিশার অবরোধের হাত থেকে নিজেদের বাচাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। রসদসম্ভার পূর্ণ কারাভান নিয়ে ওরা পূর্বাভিমুখে এগিয়ে চলেছে। ছয়দিন ধরে তারা কর্দ্দম ও জলপূর্ণ মাঠের ওপর দিয়ে মার্চ করে জার্মাণদের হাত থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করছিল। মুষল ধারায় বৃষ্টি হচ্ছিল, সকলেই ভিজে গিছল কিন্তু তবু তাদের অগ্রগমন ব্যাহত হয় নি।

ভেরা ক্যারাভানের পিছন দিকে একটী গাড়ীতে বসেছিল। একটী উড়ন্ত বুলেটে সে আহত হয়েছিল। তাই তার অত্যন্ত খারাপ লাগছিল। গ্রেট কোটের ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে জলে ভিজে সে চোখ বুজে বসে ছিল। তার মন সম্পূর্ণ ফাঁকা। ভাবছিল যে হয়ত একটু ঝিমিয়ে নিলে কষ্টের হাত থেকে আরাম মিলবে। তারা একটা গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছিল এমন সময় সহসা গুলীর আওয়াজ পাওয়া গেল। একটা বাড়ীর পত্রাচ্ছাদিত চিলে কোঠা থেকে জার্মানরা অটোমেটিক রাইফেল ছুঁড়ছিল। কোম্পানীর অধিনায়ক নিহত হলেন কমিশার তাড়াতাড়ি এসে সব রসদ ধ্বংস করে দিতে বললেন। তিনি বল্লেন; আর ওরা দল হিসাবে অগ্রসর হ'তে পারে না, তাই ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বা ব্যক্তিগত ভাবে যথাসাধ্য নিজেদের রক্ষা করতে হ'বে। যে সব রসদ ওরা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না তা ধ্বংস করতে হ'বে, কারণ জার্মানরা যেন তা ধরতে না পারে। কমিশারের অর্ডারে স্তম্ভিত হয়ে ভেরা বলে "তার অর্থ কি চিকিৎসা সংক্রান্ত দ্রব্য সম্ভার ও ধ্বংস করতে হবে?" কমিশার আর সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। বুলেট-বিদ্ধ অবস্থায় ভেরার চোখের সামনেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

সে এক ভীষণ পরিস্থিতি! সৈনিকরা নেতৃহীন!

তৎক্ষণাৎ ভেরা তার শীতকষ্ট, আঘাত বা দুঃখ ভুলে গেল। ইতিমধ্যেই লোকজনের

ভিতর আতংকের সঞ্চার হয়েছিল, তারা সব জঙ্গলের ভিতর পালাতে লাগল। জার্মাণরা তাদের প্রতি আগুন আর মৃত্যু বর্ষণ করেছে। এই আতংক যদি অবিলম্বে প্রতিরোধ না করা যায় তা'হলে এই আতংক অগ্নিশিখার মত চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়বে আর তারা সবাই ধরা পড়ে মারা যাবে। এক সেকেণ্ডও সময় নষ্ট করার নেই। যে-পরিস্থিতি তাতে সেই মুহূর্তেই কর্তব্য স্থির করে ফেল্‌তে হবে। যদিও কর্তব্যের খাতিরে ভেরাকে হাতবোমা ও পিস্তল ব্যবহার করতে হয়েছে, সে কোনোদিনই ফায়ারিং লাইনে সক্রিয় সেনানী ছিল না। অথচ এখন সেনাবাহিনীতে সেই সর্বোচ্চ অফিসর; আর সবাই মারা গিয়েছে।

আর এক মুহূর্তও ইতঃস্তত না করে সে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল, খাপ থেকে রিভলবার বার করে নিল, তারপর সেটি সামনে আন্দোলিত করে বলে ওঠে "আমাকে অনুসরণ কর।" এই বলে যুদ্ধের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তার এই কার্যে যারা ইতঃস্তত: কর্‌ছিল তাদের ভিতর বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চারিত কর্‌ল,— তারা ওকে অনুসরণ কর্‌তে লাগ্‌ল, দু চারজন যারা জঙ্গলের ভিতর পালাবার উদ্যোগ কর্‌ছিল তারাও আবার এদিকে ফিরে এগিয়ে চল্ল। এখন আর কেউ তাকে সামান্য নার্স বা মেডিক্যাল ইন্‌সপেক্টর মনে কর্‌ছে না। ওদের প্রতি আক্রমণশীল জার্মাণদের বিরুদ্ধে অভিমানে আজ সে নেতৃত্ব কর্‌ছে। ভেরা অচিরেই জার্মাণদের রণকৌশল বুঝে নিল, যে গ্রামখানি ওরা রোধ করেছে সেটি দুদিক থেকে অরণ্যে ঢাকা। তাদের অভিসন্ধি হ'ল রাশিয়ানদের বিপর্য্যস্ত করে যাতে অরণ্যাভিমুখে না পালায় সেই চেষ্টা করা!

ভেরা তার বাহিনীটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে তার সহকর্মীদের বলল সকল শক্তি নীয়োগ করে জার্মাণ সাঁড়াশী বাহিনীর মতলব বিফল করার চেষ্টা কর। যাদের ও ঘনিষ্ঠভাবে জান্‌ত তারাই ওর দিকে এল,—ওর যদি শুধু তাদের আঘাতগুলি পরিচর্য্য করার অবসর মিলত! কিন্তু তখন যুদ্ধে হুকুমজারি করার নেতৃত্ব পেয়েছে, এক মুহূর্তও নষ্ট করার মত সময় নেই, তাই আহতের ক্রন্দন বা বেদনাকাতর গোঙানি শোনার অবসর নেই,—তার ঘোড়াটি গুলির আঘাতে মর্‌ল, সে আর একটা ঘোড়ায় উঠে সকলকে হুকুম দিয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। তার অধঃস্তন কর্মীদের উৎসাহ প্রদান কর্‌তে লাগ্‌ল।

প্রত্যাঘাত এমনই সার্থক হল যে জার্মাণরা পিছু হট্‌তে লাগ্‌ল, তবে টিলকোটাস্থ সেই অটোমেটিক রাইফেল চালকরা গুলি চালিয়ে যেতে লাগল। শুধু কামানের গোলাই তাদের ঠাণ্ডা কর্‌তে পারে কিন্তু ভেরাদের যথেষ্ট গোলা-বারুদ নেই।

কিন্তু জার্মাণের মূল বাহিনীকে এইভাবে বিতাড়িত করা একটী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। ভেরা জান্‌ত জার্মাণরা তখনই আবার অস্ত্র সম্ভার সংগ্রহ করে ফিরে এসে একটা নূতন আঘাত সুরু কর্‌বে। একমাত্র অরণ্যে প্রবেশ করে ভেরা তার কোম্পানীটি বাঁচাতে পারে। পেট্রনিন নামক এক সৈনিকের হাতে নেতৃত্ব ভার দিয়ে তাকে হুকুম দিল জার্মাণ বাহিনীকে যে কোনো উপায়েই হোক্ হটিয়ে রাখতে হবে। সে ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যারাভেনের কাছে গিয়ে সেগুলি অরণ্যাভ্যান্তরে পাঠিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত কর্‌ল।

গাড়িগুলি পরিদর্শন করে ফেরার পথে ভেরা কয়েকটি ট্রেঞ্চমরটার ও কামান দেখ্‌তে পেল, তাড়াতাড়ি কামানগুলিকে সে নামিয়ে রাখ্‌ল, ইতিমধ্যে সমভাবে অবরুদ্ধ অপর রাশিয়ান সৈনিকরা এসে পড়্‌ল। তাদের গোলাবারুদ ছিল। ভেরা তাদের যুদ্ধ স্থরু করতে আদেশ দিল, তারপর সেই চিলেকোঠা লক্ষ্য করে আঘাত হান্‌তে বল্‌ল। বড় বড় কামানের আওযাজ হতে লাগ্‌ল আর অবিলম্বে সেই চিলে কোঠা আর বার্চগাছ শূন্যে উড়ে গেল। জার্মাণরা ধাঁধাগ্রস্থ হয়ে পড়্‌ল। রাশিয়ান গোলাবারুদ এইভাবে কাজ স্থরু কর্‌বে তারা আশা করেনি। বহুসংখ্যক জার্মাণ সৈনিক নিহত হল, কিন্তু তবু আহতেরা পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কর্‌তে লাগ্‌ল।

গোলা-বারুদের এই সাফল্যে, রুশীয় পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে জার্মাণ বাহিনীকে হটিয়ে দিল। কিন্তু রাশিয়ানদের ঘেরাও করে অরণ্য থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জার্মাণ পরিকল্পনা সাফল্যলাভ কর্‌ল না।

ভেরা অরণ্যের ভিতর চলে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি আয়োজন করল,—

জার্মানবাহিনী তাদের মূল সৈন্য সমাবেশের কাছেই ছিল, তাদের পাশ কাটিয়ে একটু ঘোরানো পথে লুকিয়ে পড়ার জন্য ভেরা চেষ্টা কর্‌ল, পাছে তারা বৃহত্তর বাহিনী এসে আবার লড়াই বাধায় এই আশঙ্কা। সব লোকজন জড়ো করার সময় গ্রামের ভিতর ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে ভেরা পেট্রুনিনকে ডাক্‌তে গেল, সেখানে তাকে একটা কাজে পাঠানো হয়েছিল। অবশ্য অসাবধানের মত কাজ হয়েছিল। অন্য কাউকে দিয়ে সে সংবাদ পাঠাতে পার্‌ত। কিন্তু যেখানে ব্যক্তিগত সাবধানতার প্রশ্ন ছিল সেখানে ভেরা কোনোদিনই সাবধান হ'তে পারত না। এইবার নিজের হঠকারিতার জন্য তার ষোলো মাসের সৈনিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'তে হল।

গ্রামে ঢোকার মুখেই পাঁচজন সৈন্য নিয়ে একজন জার্মান অফিসর—জনৈক চাষীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ওকে আক্রমণ কর্‌ল। পূর্বাভিমুখে আরো পশ্চাদপসরণের সমস্ত পরিকল্পনা নিয়ে সে অশ্বপৃষ্ঠে তৈরী, আর কিনা পাঁচজন সৈন্য বন্দুক উঁচিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে! অফিসর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেল্লেন আর সৈন্যগণ তাকে টেনে মাটিতে নামাল। যে বাড়ি থেকে অফিসার ও তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদল বেরিয়ে এসেছিল, ভেরাকে সেইখানে যাওয়ার জন্য হুকুম দেওয়া হল। সে সোজাসুজি হুকুম অমান্য কর্‌ল। সে জান্‌ত একবার বাড়ির ভিতর ঢুক্‌লে উদ্ধার বা পলায়নের ফন্দী ব্যর্থ হয়ে যাবে।—এখন তার বন্দীকারকদের দয়ার উপরই তাকে নির্ভর কর্‌তে হ'বে। তাই সে স্থির কর্‌ল নিজস্ব পন্থায় তাদের সঙ্গে লড়াই কর্‌বে।

তারা ওকে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর্‌ল। তবু সে তীব্র ভাবে বাধা দিতে লাগ্‌ল। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাকে এমনই ভীষণ ভাবে আঘাত করা হ'ল। যার ফলে তার তিনটি দাঁত পড়ে গেল। রক্তে তার মুখ পূর্ণ হয়ে গেল। যদিও সে মাটিতে দাঁড়াতে পার্‌ছিল না—তবু সে সামর্থ সঞ্চয় করে—অফিসরের মুখে রক্ত বমন কর্‌ল। তাকে ভয়ঙ্কর মারা হল, যার ফলে সে অচৈতন্য হয়ে পড়্‌ল।

এবারও কিন্তু ভাগ্য তার নিষ্কৃতির পন্থা করে দিল। স্থলবানভ নামক গ্রামের একজন রুষ সৈনিক ঘটনাটি লক্ষ্য করছিল। সে তার স্বয়ংক্রিয় বন্দুক দিয়ে জার্মানদের ঘায়েল করল। ভেরার কাছে স্থলবালভ পৌছাতে ভেরা—জল চাইল'। জল পান করে ভেরা সুস্থ বোধ করল, তারপর স্থলবানভ আর ভেরা বনের ভিতর ফিরে গিয়ে দলে যোগ দিল। যদিও তার মুখে যন্ত্রনা হচ্ছিল, মারের ফলে দেহে বেদনা বোধ হচ্ছিল, তবু—সে দলের সকলকে বল্ল—"গান করো।" সে নিজেও গান করতে লাগল। আরও সুস্থ বোধ করল।

ভেরা পেট্রভনা বল্ল; "যুদ্ধের পর সঙ্গীত মানুষকে যে কি করে তোলে। তাদের মেজাজ ভালো করে—সাহস ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। শত্রুর সঙ্গে পরবর্তী লড়ায়ের জন্য তৈরী করে দেয়। যুদ্ধান্তে আমি কখনই আমার সৈন্যদের গান করতে বলতে ভুলিনা।"

শত্রুর সঙ্গে প্রথম পাল্লা ত' শেষ হল—এখন ওরা বনের ভিতর এবং উপস্থিত মত বিপন্মুক্ত। তবে তবু তারা তখনও জার্মান সাঁড়াশী বাহিনীর ভিতরেই রয়েছে—সন্নিকটস্থ সকল গ্রামগুলিই জার্মানদের হাতে, আর তার অধিকাংশের ভিতরই গরিলা বাহিনীর সঙ্গে লড়ায়ের জন্য জার্মান গ্যারিসন ছিল। পূর্বাভিমুখের পথ অনুসরণ করে—গ্রামগুলির সংস্পর্শ কাটিয়ে নিলে ভেরা অবশ্য নিজেকে ও দলের সকলকে বাঁচাতে পারে—তবু তা সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে এক একটা গ্রাম সোজা ওদের পথের ভিতরেই পড়ে।

ক্রমেই এই রকম একটা গ্রামের ভিতর ওরা এসে পড়ল। ভেরা জানত, জার্মানরা গ্রামটি অধিকার করে আছে, কিন্তু তারা সংখ্যায় কতগুলি, কি ধরণের তাদের অস্ত্রশস্ত্র তা তার জানা ছিলনা। প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহের জন্য—সে দুজন সৈনিককে পাঠাল। সৈনিক দুটি আর ফিরলনা—এখন সে কি করবে? আরো অপেক্ষা করবে? ধরা যাক্ জার্মানরা হয়ত তাদের 'কথা বলিয়েছে। জেনে গেছে ভেরার সৈন্যদলের সামর্থ—কত তারা ছোট ও কত দুর্বল, তাহলে? আর যাই হোক্, ওরা সর্বদাই শক্তিশালী সৈন্য আনতে পারে, কিন্তু সে মূল রাশিয়ান বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, কোনো রকম বাইরের সাহায্য আশা করতে পারে না। যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার যদি কোনো উপায় নাই থাকে তাহ'লে শত্রুর ওপর যুদ্ধ চাপানোই ভালো, যতক্ষণ না তার--সাহায্যকারি বাহিনী এসে পড়ে ততক্ষণ তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করা যাক্।

সাতজন লোক নিয়ে সে গ্রামের দিকে এগিয়ে চল্ল, আর বাহিনীকে হুকুম দিল ধীরে ধীরে অনুগমন করতে। গ্রামে পৌছতেই একটা কুকুর ডেকে উঠল, ভেরা তাকে গুলী করল। পথের প্রান্ত থেকে তৃতীয় বাড়ির জানলায় আলো জ্বলতে দেখে ভেরা সেই দিকে এগিয়ে চল্ল। সে নিশ্চিৎ ছিল যে এই বাড়িতে কোনো জার্মান নেই; কারণ কোনো জার্মান-ই এভাবে নিজেকে জাহির করে বিপদ ডেকে আনবে না।

বাড়ির ভেতর ঢুকে ভেরা একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে দেখতে পেলে। স্ত্রীলোকটী রুশ সৈনিকদের দেখে এত আনন্দিত হল যে সে কাঁদতে লাগল। ভেরা তাকে জিজ্ঞেস করল 'সামোভারে' (চা রাখার রুশীয় পাত্র) একটু জল গরম করে দিতে পারেবে কি না।

স্ত্রীলোকটী সানন্দে রাজী হল কিন্তু ওদের সতর্ক করে দিল যে ওর ছাতের ওপর মেশিনগান রয়েছে। ভেরা কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না বলে ছাতে উঠে দেখতে গেল। মেশিন-গানের আগুন তাকে অভ্যর্থনা জানালো। অন্ধকারে জার্মানরা ঠিকমত লক্ষ্য না করাতে ভেরা বা তার দলের কেহ-ই আহত হল না।

গ্রামের ভেতর তার যে সৈন্য দল ছিল তারা এর পাল্টা জবাব দিল। অনেক জার্মান ঘুমিয়ে পড়েছিল কিন্তু এই শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দৌড়ে এল। ঘনান্ধকারাবৃত রাত্রি, তবু তীব্র ভাবে যুদ্ধ চলতে লাগল। রাশিয়ানরা বন্দুক ছোঁড়ে, জার্মানরা জবাব দেয়। জার্মানরা দৌড়ায়, রাশিয়ানরাও দৌড়ায়। এ ওর দলের ভেতর ঢুকে পড়ে। সে এক বিপজ্জনক অবস্থা। ভেরা তার ঘোড়ার পিঠে উঠে সেই অন্ধকারের ভেতর একটা শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করে। সে আবার গোলা বারুদ ছুড়তে লাগল। জার্মানরা তদ্দ্বারা অবস্থা বুঝল। কামান বন্দুকের আওয়াজ, চারিদিকে সচকিত হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলল, যখন শেষ হল তখন ভেরা ওর বাহিনীকে আহতদের তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বনের ভেতর ঢুকতে আদেশ দিল। শত্রুর নাগালের বাইরে গিয়েই ঘোড়া থেকে নেমে, যদিও নিজে এবং দলের অন্যান্য সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তবু ভেরা সকলকে গান করতে হুকুম দিল। সমস্ত অরণ্য চমৎকার সুর ও রুশীয় মার্চের অপূর্ব সুর মাধুরীতে রমণীয় হয়ে উঠল।

ভেরা যখন গান করছিল তখন দলের কয়েকজন জনকয়েক বন্দী নিয়ে হাজির হন।

দলের মধ্যে একজন বলল, "কমরেড কাপ্টেন আমরা তোমার জন্যে এই উপহার এনেছি।"

বন্দীদের মধ্যে একজনের কাঁধে একটা বড় ক্রুশ ছিল। লোকটা কবর খনক, বোঝা গেল যে কোন মৃত অফিসারকে কবর দিয়ে দিয়ে তার ওপর এই ক্রুশটা বসাতে যাচ্ছিল এমন সময় রুষ সৈন্যরা তাকে ধরেছে।

সাতজন বন্দীর মধ্যে দুজন ছিলেন অফিসার।

আমি ভেরা ক্রিলোভাকে জিজ্ঞেস করলাম তাদের নিয়ে তুমি কি করলে?

সে বলল "কি আর করতে পারি? আমরা ঘেরাও হয়েছিলাম আমাদের খাবার অনেক কমে গিয়েছিল। তার ওপর মার্চ করে যাচ্ছিলাম। তাদের দলে নিয়ে হেড কোয়ার্টাসে দিয়ে আসবার সময় ছিল না। আর তাছাড়া বিপদের সময় ওরা খুবই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। তাই—জার্মাণরা ত' জার্মাণ ই, যা করবার করা গেল।"

ওরা অরণ্যে বিশ্রাম করে আবার মার্চ সুরু করল। লোকগুলি খুব আনন্দে ছিল। বিশেষ করে তাদের গোলাবারুদও ছিল। জার্মাণদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার ও সাফল্য সম্পর্কে ভেরার কোনো সংশয় ছিল না।

Nichevo, doydyom rebyata" (কোনো ভয় নেই আমরা ঠিক পৌছব) এই ছিল ভেরার যুদ্ধকালীন বাণী ও মার্চের ধ্বনি।

যতই তারা এগিয়ে চলল, ততোই অসহায় রুশ সৈন্যদের সংগ্রহ করতে লাগল। সংখ্যায় ওরা অনেক বেড়ে গেল বটে কিন্তু ওদের রসদ ফুরিয়ে এসেছিল। যদি তা পূর্ণ করার উপায় থাকত!

পুনরায় ওরা একটা অপরিহার্য গ্রামে এসে পৌছল। অচিরেই তারা জানল যে দু'মাইলের মধ্যে কোথাও জার্মাণ নেই। গ্রামটী যেমন দেখাচ্ছে যেন প্রবল ঘূর্ণীবাত্যায় সব উড়িয়ে নিয়ে গেছে—এমনি শূন্য ও অসার হয়ে পড়েছিল গ্রামটী। যখন ওরা অনুসন্ধান করছিল সেই সময়ে একটী সাত বছরের ছেলে বেরিয়ে এসে জার্মাণরা কিভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে তা বলল। তারা সব কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে আর যারা বাধা দিয়েছে, তাদের সকলকে মেরে ফেলেছে। পাঁচজন জার্মাণ ওদের বাড়িতে ঢুকে দেওয়ালের গা থেকে বস্ত্রাদি খুলতে লাগল। ছেলেটীর মা প্রতিবাদ করাতে তারা ওকে গালাগাল দিতে লাগল। ছেলেটী এককোনে বেঞ্চের তলায় বসে রইল। সেইভাবেই সে বেঁচে গেছে।

ছেলেটী ভেরার সংগে গ্রামের সর্বত্র ঘুরে গাছের সংগে ঝোলানো মৃতদেহ দেখাতে লাগল।

ভেরা গ্রামের মৃতজনদের সামরিক অন্ত্যেষ্টির আদেশ দিল। সৈন্যরা মিলে একটা কবর খুঁড়ে তাতে সবাইকে কবর দিল। সৈন্যদের বর্ষাতি দিয়ে মৃতদেহ আচ্ছাদিত করা হল।

"আমি একটা বক্তৃতা দিলাম। সৈন্যদের মুখে যে ঘৃণার ছাপ উঠেছিল তা দেখার মত। আমরা মৃতদের সম্মানার্থে জার্মাণদের দিকে লক্ষ্য করে তিনবার গুলি ছুড়লাম।"

পুনরায় যাত্রা সুরু হল। অচিরেই সকলে নদীর ধারে এসে পৌছল। এইখানে চব্বিশঘণ্টা ধরে ভীষণ যুদ্ধ হল। এবারো ভাগ্য ওদের সহায়। কেননা জার্মাণ সৈন্যদল সংখ্যায় কম ও তাদের মূল বাহিনী থেকে দূরে ছিল। কিন্তু তারা তীব্রভাবে লড়াই করে রাশিয়ানদের নদী অতিক্রম করতে বাধা দিয়েছিল।

রাশিয়ানরা জানত নদী পার হতে না পারলেই তাদের সর্বনাশ। তারা আরো জানত যে একবার কোনো মতে নদীর ওপারে পৌছতে পারলেই জার্মাণ অবরোধের হাত থেকে মুক্তি পাবে। তাই ওরা জার্মাণরা না পালানো পর্য্যন্ত যুদ্ধ করল। ঘোড়ার উপর থেকে ভেরা চীৎকার করে "আমাকে অনুসরণ কর।" রুশীয় পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী তৎক্ষণাৎ তাকে অনুসরণ করে নদী অতিক্রম করল। পালাবার সময় জার্মাণরা এক লরী বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র ফেলে গেল, রাশিয়ানরা তা পরমানন্দে নিয়ে নিল।

জার্মাণদের সংঙ্গে ভেরার এই সর্বশেষ যুদ্ধ। পথ এখন পরিষ্কার, ওরা সেরফুকভের কাছে পৌছে গেছে। দু সপ্তাহ ধরে মার্চ ও লড়াই করার পর রক্ত ও কাদা মেখে তারা জার্মাণ অবরোধের হাত থেকে ত্রাণ পেল। আবার তারা গান গাইতে আরম্ভ করল। এবারকার সঙ্গীতে জোর বেশী।

সেরপুকভের কাছ থেকে কিছু দূরে ভেরা তার বাহিনীকে থামালো। ষ্টাফ হেড

কোয়াটার্স বা সদর দপ্তরে তাদের বিস্রস্ত বাসে নিয়ে যাবে না, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে, দাড়ি কামিয়ে যেতে হ'বে। রসুইকারদের হুকুম দেওয়া হ'ল যুদ্ধকালীন রান্নাঘর ওখানেই বসিয়ে যা রসদ আছে তাই দিয়ে ভূরিভোজের ব্যবস্থা করতে হ'বে।

ক্যাম্প যখন আনন্দ কোলাহলে মুখরিত, শিবিরস্থ রান্নাশালা যখন উনানের আগুনে গম গম করছে, ভেরা স্বয়ং ষ্টাফ হেড কোয়াটার্সে ছুটল জেনারেল যাঘরকিনকে সংবাদ দেওয়ার জন্য। গার্ডেরা কিছুতেই তাকে জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না। রেগে ভেরা চেঁচাতে লাগল লোকটিও চেঁচিয়ে উঠল, আর এই উচ্চ কোলাহলের ফলে জেনারেল বাইরে বেরিয়ে এলেন,—নারী কমাণ্ডারকে দেখে তিনি ত' হেসে উঠলেন। সেবপুকভের পথে তার বিনুনী বেরিয়ে পড়েছিল। তার কাঁধে আর ঘাড়ে চুল ছড়িয়ে পড়েছিল। সে বলল: "আমাকে নিশ্চয়ই বিশ্রী দেখাচ্ছিল। তার গ্রেট কোট ছিন্ন ভিন্ন ও রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল, সে খোঁড়াচ্ছিল। ভেরা কিন্তু তাল ভোলেনি, সে এটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে অরণ্যের ভিতর দিয়ে কি ভাবে জার্মানদের সঙ্গে লড়েছে, কি ভাবে অবরোধের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে তার বিবরণ বলে। তখনই জেনারেল তার বাহিনীকে নূতন করে মদ্য সিগারেট আর রুটী সরবরাহ করতে বললেন। আর সেপ্রুকভে কোথায় শিবির বসানো উচিত—তাও বল্লেন।

ঘোড়া ছুটিয়ে দলের সৈন্যবাহিনীর কাছে পৌছে ভেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলার ব্যাপারে তাগিদ দিতে লাগল। সেরপুকভের পথে অন্ততঃ যুদ্ধকালে সৈন্যদের যতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার ততটুকু পরিচ্ছন্ন না হলে সে কিছুতেই মার্চ করতে দেবে না। দুদিন ধরে কোম্পানী ঘষে মেজে ঝকঝকে তকতকে হয়ে উঠল। তারপর তারা সার বেঁধে শহরে মার্চ করতে সুরু করল। পদাতিক, গোলন্দাজ, রসদবাহী প্রভৃতি বাহিনী মার্চ করে চলল—কয়েক সপ্তাহ ঐ ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চময় যুদ্ধের পর ওদের এই ভাবে দেখতে "সে যে কি আনন্দ!" শিবির সংস্থাপনা করে ওরা বিশ্রাম ও আহার করতে লাগল। শুধু যে ওরা সিগ্রেট, মদ প্রভৃতি পেয়েছিল তা নয়, গরম খাবার, চকোলেট, ও নানান জিনিষ। ভেরা গর্বিত ও আনন্দিত হ'ল। ঐ সময়েই ওকে "অর্ডার অফ দি রেড ব্যানার" (লাল পতাকার সম্মান চিহ্ন) দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এই দলবলের বিজয়ে যে ভেরার যুদ্ধ শেষ হ'ল তা নয়, ১৯৪১—৪২ এর শীতকালে রুশ অভিযানের সময় অভিযাত্রী বাহিনীর প্রহরী দলের ক্যাপ্টেন হিসাবে সে কনদ্রোভে পৌছে স্কী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল।

রেলপথের কাছাকাছি একটা জার্মাণ বাহিনীকে অবরোধ করার সময় পর্য্যন্ত ও তাদের সঙ্গেই ছিল। এ এক অতি কষ্টকর অভিযান। বরফ জমা জলা, নদী প্রভৃতির ভিতর দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে, তবুও সে হাল ছাড়েনি, পুরুষদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সমান তালে চলেছে।

'এন—'গ্রামের কাছাকাছি ভেরা দেখল কম্যাণ্ডারের এ্যডজুটাণ্ট ঘোড়া চেপে

আসছে তার সঙ্গে একটি আরোহীহীন ঘোড়া। ভেরা জিজ্ঞাসা করল—কার ঘোড়া, লোকটি বলল—কমাণ্ডারের।

সে বলল—'তিনি কোথায়!"

উত্তর এল—"মৃত!"

প্রতিবাদ করে ভেরা বলে—"না"। সে বিশ্বাস করতে চায় না যে কমাণ্ডার ব্রাইনিন আর বেঁচে নেই।

এডজুটাণ্ট বল্লেন: "আমি বলছি, তিনি আর নেই। তাঁর আঘাত লেগেছে, এখনও রণক্ষেত্রে তাঁর দেহ পড়ে আছে, কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারলাম না।

তৎক্ষণাৎ ভেরা সেই আরোহীহীন অশ্বপৃষ্ঠে উঠে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটল। সৈন্যরা যেখানে প্রান্তরেখা রচনা করে অবস্থান করছে সেখানে পৌছে ভেরা জিজ্ঞাসা করল "কর্ণেলের মৃতদেহ কোথায়?"

একজন সৈনিক রণক্ষেত্র দেখিয়ে বলল: "ঐ যে কালো চিহ্নটা দেখছেন—ঐ তিনি—।"

সেখানটায় যাওয়া অতি বিপজ্জনক। বাহিনীর কমাণ্ডার ভেরাকে এই প্রচেষ্টা না করতে উপদেশ দিলেন। কারণ ক্ষেত্রটী জার্মাণ দৃষ্টি ও কামানের অন্তর্ভুক্ত। ভেরা এই উপদেশ অগ্রাহ্য করল। একটা গাউন পরে সে তুষারের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে চলল, এবং পরিশেষে আহত কর্ণেলের কাছে গিয়ে পৌছাল। লোকটী অচৈতন্য বটে কিন্তু তখনো জীবিত। চীৎ হয়ে শুয়ে ভেরা তার আঘাতগুলির পরিচর্যা করল ও মেষচর্মের কলার ধরে তাকে টেনে নিয়ে সেই ভাবে ফিরে এল।

ভেরা আমাকে বলেছিল আহত হওয়ার সংগেই যদি তাকে পাওয়া যেত তাহা হলে তাহাকে সহজে বাঁচানো যেত! তাঁর হাতে একটা বুলেট লাগে ও তিনি পড়ে যান। তাঁকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এডজুটাণ্ট তাঁকে মাটী থেকে টেনে তুলেছিল, ভেরা বলল, "একাজ করা তার মোটেই উচিত হয়নি। শত্রুর গুলি যখন কাছাকাছি থাকে তখন আহত লোককে মোটেই টেনে তোলা উচিত নয়, তাহা হইলে তা সহজেই শত্রুর লক্ষ্য বস্তু হয়ে পড়ে।" জার্মাণরা পুনরায় তাকে আঘাত করে—এবার পায়ে আঘাত করল। পুনরায় এ্যাডজুটাণ্ট তাকে তুলে ধরে অমার্জনীয় অপরাধ করল। জার্মাণরা তৃতীয়বার আঘাত করল—এবার আঘাত হল মাথায়। এ্যাডজুটাণ্ট মনে করলেন এবার আর তিনি বেঁচে নাই।

ভেরা নির্বিঘ্নে তাকে রুশ সীমানায় নিয়ে এল। গাড়ীতে তুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দিল। চীফ সার্জেন কাজানজেফ তাকে পরীক্ষা করলেন কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে, ভেরার হাতের উপরেই কম্যাণ্ডারের মৃত্যু হয়েছে। সেইদিনই তাকে অর্ডার অফ লেলিন উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা দীর্ঘ দিন উপভোগ করতে পারলেন না।

শীত কেটে গেল। গ্রীষ্মকাল এল। ভেরা সক্রিয় ভাবে নিজের কর্তব্য করে যায়।

মস্কো আসবার পূর্বে ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২ খৃঃ পশ্চিম সীমান্তে সে শেষ যুদ্ধ করেছে। রাশিয়ানরা অস্থায়ী ভাবে একটা অঞ্চলে সরে গিয়েছিল। কিন্তু সে আহতদের সংগ্রহ করার জন্য রইল। ভেরা জানত যে জার্মাণরা তাদের মেরে ফেলবার জন্যেই ফেলে রাখে বা তাড়াতাড়ি মৃত্যু ঘটিয়ে দেবে। সে একটীর পর একটী আহতদের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে তাদের আঘাত পরিষ্কার কোরে, উৎসাহ দিয়ে, রণক্ষেত্র থেকে হঠানো হবে এই আশ্বাস দিয়ে বেড়াতে লাগল। কয়েকটী জার্মাণ বেরিয়ে পড়ল, ভেরা তৎক্ষণাৎ চুপ করে শুয়ে পড়ল। জার্মাণদের প্রতি পদক্ষেপ সে লক্ষ্য করে। সে দেখল দুটী লোক খুবই কাছে এগিয়ে এসেছে। রুশ মৃতদেহগুলির ওপর পড়ে তারা ঘড়িগুলি খুলে নিচ্ছিল। তার কাছে একটী অটোমেটিক বন্দুক ছিল তাই দিয়ে সে দু'চারটীকে অনায়াসে সাবাড় করতে পারত। কিন্তু তাহলে তীব্র বিপদ ডেকে আনা হত। তাই ও চুপ করে শুয়ে রইল। ভাবতে লাগল ওরা কি ওকে ধরতে পারবে? জার্মাণরা ধীরে সুস্থে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর ভাবতে লাগল—সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে ওদের কোনো ধারণা নেই।

মাঠটি যে শুধু হতাহতে পরিপূর্ণ ছিল তা নয় প্রচুর গোলা বারুদ ছড়িয়ে ছিল। মাঠে লক্ষ্য করে ভেরা দেখল কাছাকাছি অনেকগুলি হাত বোমা ও ট্যাঙ্ক প্রতিরোধকারী কেরোসিনের বোতল রয়েছে। সাবধানে ভেরা সেগুলি একত্রিত করে অপেক্ষা করতে লাগল। জার্মাণ ট্যাংক যখন তার কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন সে একটী বোতল খুব জোরে ছুঁড়ল, ট্যাংকে আগুন লেগে গেল। সে আবার চুপ করে শুয়ে পড়ল, হাতে একটি হাত বোমা রেখেছিল, প্রয়োজন হলে নিজের ওপর বা জার্মাণদের ওপর চালাবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে। কিন্তু রাশিয়ানরা এগিয়ে এল তখন ও এগিয়ে সেই অগ্রগামী বাহিনীতে যোগ দিল।

আমি প্রশ্ন করলাম, "তোমার মা কি এই সব ঘটনা জানেন?"

"না, সব জানে না—শুধু যা কাগজে পড়ে তাই জানে।"

"তাঁর উদ্বেগ নেই?"

"নিশ্চয়ই, তিনি বলেন যে বুলেট চিরদিন আমাকে বাঁচাবে না। কিন্তু কি জানেন—আমার বাবা যুদ্ধে গেছেন, আমার ভাই যুদ্ধে গেছেন, আমার বোন যুদ্ধে গেছে আমরা হলুম যুদ্ধকারী পরিবার।"

"তুমি কি আবার রণক্ষেত্রে ফিরে যাবে?"

"নিশ্চয়ই, আমি যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার পিঠে অস্ত্রোপচার করব না। আমাকে ত আবার লড়তে হবে!"

"যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তুমি কি করবে?"

"আবার স্কুলের মাষ্টার হব।"

"আর বিয়ে করবে না?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই।" সে মধুর ভাবে হাসতে লাগল। স্বামী পুত্র সংসার—আমার মতে এই ত স্ত্রীলোকের সাংসারিক জীবন।"

ষষ্ঠ খণ্ড

রুশীয় ছেলেমেয়ে

একত্রিশ

ক্ষুদে দেশপ্রেমিক

অকর্মণ্য ও অলস ভিন্ন রাশিয়ায় নন্ কমব্যাটান্ট বা অ-সামরিক কেউ বড় নেই। লাঙলের পিছনের মানুষও মনে করে রণক্ষেত্রের সৈনিকের চাইতে তার দায়ীত্ব কোনো অংশে কম নয়। যে মেয়েরা কাঠ কাটে তারাও নিজেদের লডমিল, পাভ্‌লিসেংকোর সমকক্ষ মনে করে, এই পাভ্‌লিসেংকো অপূর্ব লক্ষ্যভেদী, প্রায় তিন শ জার্মাণের সে প্রাণ নিয়েছে।

সার্বজনীন সমর সচেতনত্ব ও তীব্রতম ভাবে তা লড়ে যাওয়ার বাসনা ছেলে বুড়ো সকলের প্রাণেই সমভাবে প্রেরণা এনে দিয়েছিল। আমি কখনো কোনো স্কুলে যাইনি বা মস্কোর পথে ভ্রমণ করিনি, তবু জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে কি অসাধারণ ভূমিকা এই ছোটদের তা আমি বুঝেছি।

রাজধানীতে পৌঁছানোর কিছু পরেই এক প্রকাণ্ড বালির চাপের পিছনে দেখি ছেলেরা ঝুঁকে রয়েছে। তারা এতই উত্তেজিত ভঙ্গীতে কথা বলছিল যে আমি তাদের কথা শোনার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমি একটি প্রাণ-রসে উচ্ছল ছ' বছরের মেয়েকে প্রশ্ন করলাম! "কি করছ তোমরা ?" মেয়েটি বল্‌ল "বোমা নিভিয়ে দিচ্ছি।" আমি বল্‌লাম, "কই বোমা ত দেখছিনা—বার্চ গাছের একটি ছোট গোলক তুলে নিয়ে মেয়েটি বল্‌ল "এই ত।" তারপর একমুঠো বালি নিয়ে কি ভাবে সেটি নিষ্ক্রীয় করতে হয়, আমাকে দেখাল।

দেখতে দেখতে পথের আর সব ছেলেমেয়েরা এসে হাজির, বুড়োরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর অনেক উত্তেজনাপূর্ণ আলাপ ও বিতর্ক চল্‌ল, রাশিয়ান জনতা একত্রিত হলেই এমন কলরব হয়। এই আলোচনা থেকে জানলাম প্রবল জার্মাণ আক্রমণ কালে ছোট এই ছেলেমেয়েরা কি ভাবে বোমা নিভিয়ে মস্কোকে আগুনের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। খুব ছোট ছেলেমেয়েদের অবশ্য এ কাজ করতে দেওয়া হয় না। তবু তারাও বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ছাউনিতে ছিটকে বেরিয়ে বয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে এসে ভিড়ে যায়। যাদের চোদ্দ বা ততোধিক বয়স তারা একটা দল বেঁধে নিয়ে ছাতের ওপর, প্রাঙ্গনে বা রাস্তায় পাহারা দেয়। সাইরেণের আওয়াজ বা বোমার শব্দ কিছুই তাদের বিহ্বল করে না। তারা এতটুকু ভয় করে না, আকাশ থেকে হাজার হাজার বোমা পড়ছে, নানা

আকারের বোমা। কিন্তু সৈনিকের মত তারা যে যার জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটার পর একটা আগুনে বোমার কাছে দৌড়ে গিয়ে ওরা তা নিভিয়ে দিচ্ছে। এমনি ওদের সাহস হয়েছিল যে বোমার লেজে হাত দিয়ে সেটিকে তুলে নিয়ে তারা জলে ফেলে দিতে পারত।

ছেলেদের এই সাহস সম্পর্কে পথের ভিড়ের ভিতর আমি অসংখ্য কাহিনী শুনেছিলাম। ওদের অনেকেই একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে—কারো হাত গেছে, কারো পা,—কিন্তু এই সব দুর্ঘটনা সত্ত্বেও অপরে তার কর্তব্য পালন করতে বিরত থাকে না। আগুন থেকে এত কম ক্ষতি যে মস্কৌতে হয়েছে তার জন্য এই ছোট ছেলেদের সতর্ক পাহারা ও বীরত্বের ফলে. এই সব স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা রাতের পর রাত পাহারায় থেকে হাজার হাজার আগুনে বোমা পড়া মাত্রেই নিভিয়ে ফেলেছে।

জাতীয় প্রতিরোধ কাজে যে অসংখ্য উপায়ে ছেলেরা সহায়তা করেছে আগুনে বোমা নেভানো তার অন্যতম। আমি সম্প্রতি মস্কৌ-এ একটা শীর্ষ স্থানীয় স্কুলে গিয়েছিলাম। প্রিন্সিপাল আমাকে একটি ঘরের ভেতর নিয়ে গেলেন তার ভেতর দেখি লাইনে সারবন্দী সেলায়ের কল আর সব দর্জীর যন্ত্রপাতি; তিনি বললেন "এই ঘরে আমাদের ছেলেরা সৈনিকদের জন্য সেলাই করে।"

তারা অন্তর্বাস, সার্ট ও সামরিক সাজ পোষাক তৈয়ার করে। আহতদের জন্য কম্বল, মোজা ও ইউনিফর্ম সেলাই করে। শুধু মস্কৌতে নয় দেশের সর্বত্র তারা এই কাজ করছে। কুইবাসেভ্ সহরে শুধু একটি মাত্র হাঁসপাতালে ছেলেরা ৪৫০ জোড়া মোজা ১২০টি কম্বল ও ২৭৫টি সার্ট সেলাই করেছে।

স্কুলের ছেলেরা অবশ্য সৈনিকদের জন্য উপহার সামগ্রী সংগ্রহ করে—সেফ্‌টিপিন থেকে সেফ্‌টি রেজার ও বই পর্যন্ত। রাশিয়ার সকল স্কুলে এই রকম উপহার সামগ্রীর জন্য ছেলেরা অনেক উৎসাহ পূর্ণ অভিযান করেছে। খাদ্য একটি ভীষণ সমস্যা, প্রচুর জমি আছে কিন্তু তাতে কাজ করা দরকার। তাই ১৯৩২ এর গ্রীষ্মে ছেলেরা ক্যাম্পে না গিয়ে মাঠে গেল। তারা আগাছা উপড়ে ফেলল। সৈন্য বাহিনীর জন্য তারা ব্যাঙের ছাতা জাম ও সেড়েল গাছের পাতা সংগ্রহ করল। রাশিয়ানরা এই দিয়ে সুপ তৈরী করে। তারা হাজার হাজার টন ঔষধি গাছপালা সংগ্রহ করেছে। সাইবেরিয়ার আর এক অঞ্চলে তারা হাজার হাজার টন গাছ সংগ্রহ করেছিল। বাগান করে তারা বাঁধা কপি, শশা, আলু ও পেঁয়াজ প্রভৃতি সৈন্যদের জন্য তৈয়ার করল। নগরে গ্রামে সর্বত্র তারা অস্ত্র কারখানার জন্য লোহা লক্কড় সংগ্রহ করল।

তারা দিনের বেলায় অনেক কিছু করে—বিভিন্ন উপায়ে আহতদের সেবায় সাহায্য করে।

হাঁসপাতালে যায়, মেঝে ধোয়, হরকরার কাজ করে, আহত লোকদের চিঠি পত্র লিখে দেয়। তারা তাদের কাছে গল্প ও কবিতা আবৃত্তি শোনাত। তারা অভিনয় করে, গান গেয়ে, নেচে ও অন্যান্য উপায় উদ্ভাবন করে এদের মন প্রফুল্ল রাখে ও চিত্ত বিনোদন

করে! তারা এই সব লোকজনদের বা যারা রণক্ষেত্রে আছে তাদের স্ত্রীদের সংগে দেখা করে তাদের ছেলে মানুষ করা, সংসারের কাজ করা বা তাদের হয়ে দোকানের লাইনে দাঁড়ানো প্রভৃতি করত। তারা এই কাজ খুসী হয়ে তাড়াতাড়ি করত। আর শুধু সহরে নয় দেশের সর্বত্রই এই কাজ চল্‌ত।

কিন্তু তাদের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক কাজ হোল গরিলা ও সাধারণ সৈন্যদলের হয়ে সামরিক গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা। সেনাবিভাগ অবশ্য ছেলেদের নিয়মিত বাহিনীতে নেয় না তবু তারা আসে—শুধু যে হাই স্কুলের ছেলে তা নয় গ্রামের স্কুলের ছোট ছেলেরাও আসে—বহুমূল্য সংবাদ নিয়ে আসে। অফিসারগণ তা সানন্দে গ্রহণ করে। গরিলা বাহিনী ছোট ছেলেদের সক্রিয় সদস্য হিসাবে গ্রহণ করে। অনেক সময় ছেলেরা তাদের বাপ মা ভাই বোন প্রভৃতি সবাইকে নিয়েই দলে যোগ দেয়। প্রকৃত পক্ষে তারা অতি চমৎকার গরিলা হয়ে ওঠে।

একবার গরিলা স্কাউটরা একটা প্রধান রাজপথে জার্মান ট্যাঙ্ক ও সৈন্য বাহিনী চলাচল করছে দেখতে পেল। এতগুলি শত্রুর ট্যাঙ্ক বাহিনী ছিল যে গরিলারা তাদের সংগে যুদ্ধ করতে সাহস করল না কিন্তু তাদের অগ্রগমন ব্যাহত করতে চেষ্টা করল। তাই তারা কয়েক মাইল দূরে নদীর ওপরকার লম্বা কাঠের ব্রীজ ধ্বংস করে দিল। রাজপথ এমন ভাবে জার্মানরা পাহারা দিচ্ছিল যে বয়স্ক লোকের পক্ষেও নদীর দিকে যাওয়া বড় কঠিন। দুটি ছেলে এগিয়ে এল। তাদের মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে পুরানো জামা পরে তারা যেন মাছ ধরতে যাচ্ছে। পকেটে কেরাসিনের টিন নিয়ে ব্রীজের কাছে পৌঁছে তারা চারদিকে কেরাসিন ছড়িয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল।

জার্মানরা যখন ব্রীজের কাছে পৌঁছল তখন আর উপর দিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

হয়ত সকলের জানা আছে জার্মানরা প্যারাসুট বাহিনী নিয়মিত ব্যবহার করে। কখনো তারা সংখ্যায় বেশী কখনো বা কম কখনো বা একজনকে নামায়। লাল ফৌজের কাজ হলো তাদের অনুসন্ধান করা এবং তারা মাটিতে নামার সংগে সংগেই তাদের শেষ করা, যাতে তারা তাদের ধ্বংসকারী কাজ না করতে পারে। ছেলেরাই হল সব চেয়ে সতর্ক সন্ধানী। তারাই শত্রুর প্যারাসুট বাহিনীর বা স্কাউটদের খবর রাখে। বড় সহর ছাড়া কোনো বিদেশী, বিশেষ করে সে যদি ভাঙ্গা রুশভাষায় কথা কয় তা হলে ছেলেদের তার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

পশ্চিমাঞ্চলের একটী গ্রামে একদল মেয়ে মাঠ পরিষ্কার করছিল। এমন সময় তারা একজন অচেনা মানুষকে চলে যেতে দেখল। লোকটী ওদের সংগে কথা কইল আর আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। আলোচনা প্রসংগে লোকটী গ্রামের কথা উল্লেখ করল। তৎক্ষণাৎ মেয়েদের মনে সন্দেহ জাগল। কিন্তু তারা বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে কথা বলতে ও ঠাট্টা তামাসা করতে লাগল। দুজন উঠে পড়ে বললে তারা জল আনতে যাচ্ছে। তারা কিন্তু তার পরিবর্তে গ্রামের ভিতর গিয়ে সদর দপ্তরে তার খবর জানিয়ে দিল। সৈনিকরা তাড়াতাড়ি মাঠে এসে তাকে গ্রেপ্তার করল। লোকটী শত্রু বলে প্রমাণিত হল।

অপর একটী গ্রামে রুশ সৈনিকের পোষাক পরে ভাসিয়া নামক একটী ছেলের কাছে একজন এসে বললে যে সে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আর দলে যোগদান করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে! ছেলেটিকে সে বলল কাছাকাছি গ্রামের যে সৈন্যদল অবস্থান করছে তারা চলে গেছে কি না। ভাসিয়ার তখনি সন্দেহ হল, সে বলল সে সৈন্যদল চলে গেছে! কিন্তু সে তাকে সেই দল যেদিকে গিছল তার উল্টোদিক দেখিয়ে দিল। ভাসিয়াকে বিস্মিত করে লোকটি আগুণ ছুঁড়ল। এক মূহূর্ত চিন্তা না করে ভাসিয়া দৌড়তে লাগল। আগন্তুক গুলি করে ওর হাতে আঘাত করল। তবু ভাসিয়া থামল না। এই আগুণের জবাবে মেঘের অন্তরাল থেকে একটী জার্মান যাত্রীবাহি বিমান দেখা দিল আর তার ভেতর থেকে প্যারাশুট বাহিনী লাফিয়ে পড়তে লাগল। ভাসিয়া প্রাণপণে দৌড়তে লাগল। গ্রামে পৌছে সে চাষীদের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বলল। চাষীরা সৈনিকদের মাঠে নিয়ে এল আর সব কটি লোককে গ্রেপ্তার করল। রাশিয়ায় একশতের উপর বিভিন্ন জাতি বসবাস করে। আর ছেলেদের সম্বন্ধে সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে যুদ্ধ সচেতনত্ব শুধু এই শ্লাভ্ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই।

নর্থ ককেশাসের এক উপনিবেশবাসী, আশলান স্থমভাটোভের কথা ধরা যাক! তার বয়স তখনো তেরো হয় নি, কিন্তু সে দেশ প্রেমিক ক্ষুদে নাগরিক। জার্মাণরা যখন এই শান্তিপূর্ণ উপনিবেশে এসে তা ধ্বংস করল তখন ওর সারকেশিয় রক্ত রাগে ফুটতে লাগল। প্রতিশোধের কাজ নিয়ে ও লালফৌজের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

একদিন যখন বৃক্ষপুঞ্জের অন্তরালে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে তখন সে দেখলে যে তার মাথার ওপর দিয়ে একটা প্লেন চলে গেল। তার কাজ বেশ সক্রিয়। আওয়াজেই সে বুঝল যে এটি রাশিয়ান প্লেন নয়। সে দেখল যে বিমানটী বৃত্তাকারে পাক দিচ্ছে। তারপর তার ভেতর থেকে কালো কালো বোঝা পড়তে লাগল। সেগুলি যতই মাটির দিকে আসে ততই যেন বড় হতে লাগল। এরপর আরো কতকগুলি বাণ্ডিল পড়ল প্লেন থেকে। আশ্লান গুনল—সংখ্যায় আঠারোটি।

সে জানত যে এরা জার্মান প্যারাসুটিস্ট, কিন্তু লালফৌজকে খবর দেওয়ার পূর্বে ওদের সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তারই চেষ্টা করতে লাগল। হাঁটু গেড়ে ক্রমশঃ ও তাদের কাছে গিয়ে পুনরায় গণনা করতে লাগল। ওরা সংখ্যায় আঠারো জন। প্রত্যেকের হাতে একটী ছোট বন্দুক। যতক্ষণ না ওরা একটা খন্দরের ভিতর জেঁকে বসল ততক্ষণ আশ্লান তাদের লক্ষ্য করতে লাগল। সে দৌড়তে লাগল। বনজংগলের ভিতর দিয়ে দৌড়তে গিয়ে তার মুখ কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। কিন্তু তবু সে দৌড়তে লাগল আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখতে লাগল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কি না। অনেক ক্ষণ পরে সে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও হাতবোমা হাতে করে কতকগুলি রুশ সৈন্য আসছে দেখতে পেল। আশলান সোজা তাদের দিকে এগিয়ে গেল। বেলো বোরোডভ নামে একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট এই দলের অধিনায়ক ছিল। উত্তেজনায় হাঁফাতে

হাঁকাতে আশলান এই প্যারাশুট বাহিনীর কথা তাদের আদ্যোপান্ত বলতে লাগল। কোথায় তারা লুকিয়ে আছে, সংখ্যায় তারা কত, কি তাদের অস্ত্রশস্ত্র।

তারা এসেছে রুশীয় চলাচলের পথ ধ্বংস করতে, যাতে পাহাড়ের ওপর ওদের লোক না পৌঁছতে পারে। লেফটেন্যাণ্ট আশলানকে জিজ্ঞাসা করলেন এমন কোনো রাস্তা ওর জানা আছে কিনা যাতে একেবারে যে খন্দরে জার্মানরা রয়েছে তাতে গিয়ে হানা দেওয়া যায়। আশলান বললে পাহাড়েতে এমন কোনো রাস্তা নেই যা ওর জানা নেই। লেফটেন্যাণ্টের সংগে পা ফেলে সেই দলের পুরোভাগে এই সারকেশিয় বালকটী সৈন্যদের নিয়ে যেখানে খন্দরটী আছে সেখানে নিয়ে গেল।

রাশিয়ানরা শুয়ে পড়ে শুনতে লাগল। জার্মানদের কথা তারা শুনতে পাচ্ছে।

বেলো বরোডভ বল্লে: "আমরা ওদের জীবন্ত ধরে নিয়ে যাব; শুধু যারা বাধা দেবে তারা মরবে।

রাশিয়ানরা আক্রমণ সুরু করাব সময় বলে, হুর্‌রে, হুর্‌রে—এখনও সেই 'হুর্‌রে' ধ্বনি করে—তারা ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল জার্মানদের উপর। তারা আত্মসমর্পনের দাবী জানাল। কয়েকটি জার্মান গুলি চালাল, তাদের মধ্যে দু'জন ত' তখনই মারা গেল, বাকী সবাই অস্ত্র নামিয়ে রেখে আত্ম-সমর্পন কর্‌ল, যুদ্ধান্তে, ক্ষুদে আস্‌লান পুনরায় ব্রতী বালকের কাজে যোগ দিল!

জাতীয় দেশরক্ষা বাহিনীতে আসলানের মত অগণিত বালক এইভাবে কাজ করেছে। যে সব ছেলেরা অদম্য ভাবাবেগের বশে মনোভাব দমন কর্‌তে না পেরে জার্মানদের হাতে শাস্তি পেয়েছে তাদের সংখ্যাও কম নয়। 'জনযুদ্ধে'র ব্যাপারে ছেলেরা কি করেছে সেই বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে,—এই সাহিত্য—দুঃসাহসিকতা ও রসিকতা, বিজয় ও বিয়োগ গাথায় পরিপূর্ণ। এই সব সাহিত্য পাঠ করে ও রুশ ছেলে-মেয়েদের দেশাত্মবোধের নমুনা দেখে মনে মনে প্রশ্ন জাগে রুষ সভ্যতা ও প্রকৃতিতে কি এমন জিনিষ আছে যার ফলে এই রকম ক্ষুদে সৈনিকরা এমন সব কাজ করে যা পৃথিবীতে দায়ীত্বপূর্ণ বয়স্ক লোকেদের জন্যই নাকি সংরক্ষিত।

রুষীয় ছেলে মেয়েরা তাদের জাগরিত অবস্থার বেশী অংশই বাড়ির বাইরে কাটায়,—স্কুলে, পার্কে, ক্যাম্পে, খেলার মাঠে, পাইওনীয়ার হোমে ও অন্যান্য ইনষ্টিটিউশনে তাদের সময় কাটে, তাতেই তাদের প্রয়োজন ও বাসনা মেটে। খেলাধুলার আর শেষ নেই! ছেলেমেয়েদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান পাইওনীয়ারের অন্যতম নির্দেশবাণী হ'ল "পাইওনীয়ারের (অভিযাত্রীর) চোখ তীক্ষ্ণ, পেশী সিংহ সম, আর স্নায়ু ইস্পাত তুল্য।" ছেলেদের নিয়তই বলা হয় শরীর সুস্থ রাখতে, আর নিয়মিত ব্যায়াম করে দৃঢ় হতে। ভ্রমণ, দৌড়, স্কেটিং, উদ্যান রচনা, নৃত্য, সকল প্রকার সামরিক ক্রীড়া, আর বহু পরিচিত ও সাধারণ শরীর চর্চার ভিতর তাদের দিন কাটে। বৈচিত্র্য ও মনোহারিত্বে পূর্ণ চিত্ত বিনোদনের বহু ব্যবস্থা তাদের আছে। যে কোনো স্কুল বা পাইওনিয়ার হোমে গেলে

এ বিষয়ে ধারণা হবে। যান্ত্রিক বিদ্যা, নাটক ও চিত্রাঙ্কন, সমবেত সঙ্গীত, বক্তৃতা, লোকনৃত্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে। শিশুদের ক্ষমতা ও প্রতিভা অনুসারে তারা তা গ্রহণ করে। শিক্ষক বা প্রদর্শকের অভাব নেই।

গঠনতন্ত্র গৃহীত হবার পর বাজে পরিবার বা বাজে শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনোরকম শ্রেণী বিচার নেই। এখন একজন পুরোহিতের, প্রাক্তণ কুলাক বা ব্যাঙ্কারের ছেলেমেয়ে কারখানা শ্রমিকের ছেলেমেয়ের মতোই সমভাবে গৃহিত হয় তাই এই সবজনিনত্বে জাতির ছেলেমেয়েদের চিন্তায় ও জীবনে অধিকতর ঐক্য ভাব এনেছে। এখন তারা সবই এক শ্রেণীর, একই তাদের অভিসন্ধি, তাদের এইটুকু বোঝানো হয়েছে যে, যে বৈচিত্র ও সুযোগ তারা উপভোগ করে তা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। আর পৃথিবীর মধ্যে তারা সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান ছেলেমেয়ে।

অবশ্য যে সব ছেলেমেয়েদের বাপ-মা ১৯৩৬-৩৮-এ বিতাড়ন কালে ধরা পড়েছিল তারা নিজেদের অত্যন্ত ভাগ্যহীন বলে মনে করে।

ছেলেরা গোষ্ঠী জীবন পছন্দ করে এবং আর কোনো দেশে সেই ধারা এমন ভাবে পালিত হয় না। ব্যক্তিগত বিশ্রাম বা কাজ, সর্বদাই নিন্দিত হয়ে থাকে। যে ছেলে, স্কুলে, রাস্তায় বা বাড়িতে একা একা থাকতে ভালোবাসে—নিজেকে পাঁচজনের চেয়ে বিচ্ছিন্ন মনে করে তাকে সবাই অচ্ছুতের মতো দেখে। এই "নিরালা-নেকড়ে" জাতীয় মনোভাব মোটেই সমর্থন করা হয় না। জাতির দিক দিয়ে বিচার করে রাষ্ট্র যা কিছু ভালো করেছে এবং যা কিছু ভালো অনাগত কালে করবে এই বিবেচনা করে ছেলেরা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে জীবন ও আত্মনিয়োগ করে।

রুশীয় ছেলেমেয়েদের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাব বিস্তার করে—তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা। শৈশব থেকে সুরু করে—যতই বয়স বাড়ে ততই সেই জ্ঞান অধিকতর সর্বব্যাপী, গভীর ও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। সোভিয়েটবাদ বলতে যা কিছু বোঝায় সেই ভাবাদর্শ আরো বেড়ে ওঠে। বাক্যে, প্রতীকে, অনুশীলনে, অভিজ্ঞতায় ছেলেদের মনে ইস্পাত, যন্ত্রনির্মাণ, ট্রাক্‌টার ও সমবায় গঠনান্দোলন সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মায়, তারা তাদের নিজস্ব কল্প-লোকে বিচরণ করে। অনেক দিন আগে যা আইন সংগত করা হয়েছে তারা সেইসব উপকথা শোনে বা রুশীয় ইতিহাসের বীরদের উত্তেজনাময় জীবন কথা শোনে। তারা নিজেদের এই সব বীরদের আসনে কল্পনা করে নেয়। রুশ জাতির সেই সব শত্রুদের ওপর তারাও বিজয়ী হ'তে চায়, তবু তারা জাগতিক ও দৈনন্দিন সেই রূঢ় বাস্তবতার পানেও ঝোঁকে, উৎকট শান্তিময় কালে বা প্রধূমিত যুদ্ধকালে বাস্তবতা বলতে যা বোঝায়।

এই রাজনৈতিক শিক্ষার ফলে ওরা তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে। কায়মনোবাক্যে তারা সোভিয়েট রীতিকে মানুষের কাছে সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা পূত বলে মনে করে, তাই সে রীতি ওদের শুধু সমর্থন নয়,—সকল প্রকার আত্মত্যাগের দাবী রাখে। অবশ্য তাদের তুলনা করার কিছুই নেই, তা চায়ও না। আর যাই হোক, ওরাও ত শিশু, যাদের

কথায়, ওরা বিশ্বাস রাখে, যারা ওদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায়,—তাদের ভাবধারা, তাদের রুচি ওদের কাছে আইন ও সত্য।

পাইওনীয়ারের দ্বিতীয় ঘোষণা—"পাইওনীয়ার (অভিযাত্রী) তাদের দেশকে আন্তরিক ভালোবাসে আর শত্রুদের ঘৃণা করে। শিশুরা স্বভাবতই মাতৃভূমি সম্পর্কে অনেক কিছু শোনে,—বাপ-মা, পরিবার বা পার্থিব যা কিছু কাম্য, তার চেয়ে এই মাতৃভূমির ভিতরই শিশুর ব্যক্তিগত সুখ সৌভাগ্যের সব কিছু, আজ ও আগামী কালের সর্বসুখ বিজড়িত। একে বাদ দিয়ে—জীবন নেই, কিছুই নেই।

দেশপ্রাণতার আবেদন শিশুর কাছে, বহুমুখী ও অত্যন্ত নাটকায়িত। পতাকা, উৎসব, সংগীত, কুচ-কাওয়াজ, অভিবাদন করা, এ্যাটেনশান বা প্রস্তুতের ভংগীতে দাঁড়ান উপদেশ বা ধ্বনির চাইতে তাদের মনে কম আবেদন জাগায়না। আর ছেলেরা শুধু মৌখিক সম্মতি জানিয়েই ক্ষান্ত হয়না, তারা সব কিছু বিপন্ন করে—এমন কি প্রাণ দিয়ে কাজ করে তার পরিচয় দেয়!

যুদ্ধ ও বিমান আক্রমণের জন্য ১৯৪১-৪২-এ মস্কোর সমস্ত স্কুল বন্ধ ছিল। এক বছর বন্ধ রাখার পর সেগুলি আবার খোলা হল। ফসলের মাঠে ছেলেদের প্রয়োজন হ'ত তাই তারা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারত না। স্কুল যেতে তাদের আনন্দ হ'ত—যেদিন স্কুল খোলা হল সেদিন মস্কোতে যেন উৎসব দিবস।

কিন্তু পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে যখন জীবন মরণ পণ করে যুদ্ধ চল্ছে তখন ত' আর স্কুল যুদ্ধ-পূর্ব কালের মত আনন্দময় হতে পারে না, যুদ্ধ-পূর্ব কালে বৃদ্ধদের ওপর যে ভার ন্যস্ত হ'ত সেই গুরুভার এখন ছেলেদের হাতে।

সহরের বুকের ওপর ২৫৫ নং স্কুল। নতুন স্কুল, পথ থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে, তাই পথচারীদের চোখে পড়ে না। ক্লাসঘরগুলি বড, হাওয়াদার, আর প্রশস্ত। এক বছর সৈন্যদল এটি ব্যবহার করত। এখন আবার স্কুল হ'ল। উদ্বোধন হওয়ার অনেকদিন আগে থেকেই দলে দলে ছাত্রেরা শিক্ষক সমভিব্যহারে—মেঝে ধোওয়া, দেয়াল পরিস্কার করা, জানলা মোছা, ছবি পরিস্কার করা, আসবাব পত্র সরানো প্রভৃতি কাজ করতে সুরু করল। শিক্ষকরা যে শুধু উপদেশ আর নির্দেশ দিচ্ছেন তা নয়, তাঁরাও ছাত্রদের সঙ্গে মাটিতে উবু হয়ে বসে কাজে লেগেছেন।

দরোয়ান, চাকর বা তত্ত্বাবধায়কদের দেখা নেই, তাদের অন্য কাজে লাগতে হয়েছে—কয়লা তোলা, গোলাগুলির তোড়জোড় করা, মাঠে কাজ করা—প্রভৃতি তাদের নুতন কাজ।

তবু স্কুল যেদিন খোলা হ'ল, একটিও ডেস্ক হারাচ্ছে না বা কোনো ছবি ওলোট-পালোট করা নেই। সব ক্লাশঘর গুলি এমনই পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন যে দেখ্‌লে মনে হবে পেশাদার কর্মীরা যখন তা ঠিক করতেন তখনকার মতই সব ঠিক আছে।

ছাত্র ও শিক্ষকরা এখন নিজেরাই নিজেদের দরোয়ান বা প্রতিহারী। ক্লাস শেষ হলে তারা তাদের পুরানো কাপড় পরে—উবু হয়ে বসে মেঝে সাফ করতে বসে যায়।

পরদিনের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তারা কাজ থামায় না। কেউ গজ গজ করে না, কেউ অভিযোগ করে না। ছাত্রেরা জানে তারা আর শিক্ষকরা ব্যতীত এই সব কাজ করার আর কেউ নেই, তাই তারা নিজেদের মধ্যে দল ঠিক করে কাজ ভাগ করে নেয়।

মস্কোর শীত বড় কঠোর।—স্কুল গরম রাখার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের নিজেদের ইন্ধন ব্যবস্থা করতে হয়,—ডনবাসের কয়লা জার্মানদের হাতে, মস্কো জেলার কয়লা জার্মানদের হাতে, মস্কো জেলার কয়লা কারখানার জন্য প্রয়োজন,—স্কুল শুধু কাঠের আগুনে গরম রাখা যায়। শহরবাসীরা নৌকা বা বজরায় বা মালগাড়ি বা ট্রলিবাসে করে কাঠ নিয়ে আসে। ছাত্র ও শিক্ষকদের সব সংগ্রহ করে—স্কুলে নিয়ে আসতে হয়।

এই সব পরিশ্রম করা সত্ত্বেও—হাসপাতালে আহতদের দেখতে হবে, সৈনিকদের বস্ত্রাদি সেলাই করতে হবে, তাদের স্ত্রী, বা বিধবাদের দেখতে হবে—তবু স্কুলের পাঠ্য ব্যবস্থার এতটুকু হ্রাস নেই। ছেলেরা অনুযোগ করে না। এক বছর ছুটি ভোগ করার পর ক্লাসঘরে—ফিরে এসে গ্রন্থ জগৎ পুনরাবিষ্কার করতে তাদের সে কি আনন্দ।

যুদ্ধের অর্থ তারা ঘনিষ্ঠ ভাবেই জানে। ২৫৫ নং স্কুলে এমন কোনো ছাত্র ছিলনা যার—বাপ বা ভাই রণক্ষেত্রে সৈনিকের কাজ করছেনা।—যারা অনাথ হয়েছে তাদের সংখ্যাও বড় কম নয়। বাকী অনেকেই মাসের পর মাস ধরে বাপ-ভাইএর সংবাদ পায়নি, তারা ধীরে ধীরে চরম অশুভের প্রতীক্ষায় আছে। শিক্ষকরা বলেন, ছাত্রেরা আগে কখনও এত বিবেচক ও এত অভিমানী ছিল না। তাদের স্নায়ুশিরা শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছোয়। তাই তাদের বকতে বা ধমক দিতে হলে শিক্ষকরা সতর্ক হয়ে কথা বলতেন। কড়া কথায় ছেলে মেয়ে সবাই কেঁদে ফেলত।

আমি যখন স্কুলে গেলাম তখন তারা সৈন্যদের জন্য উপহার সামগ্রী সংগ্রহের প্রচেষ্টায় রত ছিল। সোভিয়েট বিপ্লবের বাৎসরিক উৎসব দিবস সাতই নভেম্বর শিক্ষক ও ছাত্রেরা উভয়ে মিলে ফ্রন্টে গিয়ে এই উপহার সামগ্রী বিতরণ করে আসবেন। যে ঘরে উপহার দ্রব্যাদি রাখা ছিল অধ্যক্ষ সেই ঘরটিতে আমাকে নিয়ে উপহার দ্রব্য দেখতে বল্লেন। প্রত্যেকটি হয় চমৎকার বাক্সে প্যাক করা বা ভালো করে কাগজ দিয়ে বাঁধা। জিনিষপত্র দুষ্প্রাপ্য থাকা সত্ত্বেও ছেলেরা কি করে যে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বহুমূল্য দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করল তা ভাবা যায় না।—দাড়ি কামাবার ক্ষুর, ব্লেড, পেনসিল, লেখার কাগজ, বই, চকোলেট, সাবান, রুমাল, কাঁচি, ছুরি—বহুমূল্য না হলেও প্রত্যেকটি অত্যন্ত উপযোগী।

প্রেরকরা বাক্স বা প্যাকেটে চিঠি ভরে দিয়েছে। ভেলমিরা নাম্নী ন'বছরের একটি মেয়ে লিখেছে:—"প্রিয় সৈনিক, আমার বাবা, মা ও আমার ছোট্ট বোন সফচকার মৃত্যুর প্রতিশোধ নাও।"

রাশিয়ায় প্রচুর ভেলমিরা আছে, তাদের উপস্থিতি জনগনের মনে যুদ্ধ-প্রেরণা ও উৎসাহ জাগায়। এই যুদ্ধের রীতি ও নীতি সবই আমরা আরো জানতে পারব। যুদ্ধকালীন রুশ ছেলেমেয়ের যে কাহিনী আমি সংগ্রহ করেছি তাতে আরও অনেক কিছু জানা যাবে।

— বত্রিশ —

ভ্যা নি য়া এ ন্দ্রি য়ো ন ভ্

ভ্যানিয়া এন্দ্রিয়োনভ্ মস্কো প্রদেশস্থ নভোমিখাইলোসকয়ার গ্রামে থাকৃত. এক শীতের দিনে ভ্যানিয়া—তার ছোট বোন নদীয়া আর জিনাকে নিয়ে ইটের উনানের ধারে শুয়ে আছে, এমন সময় অদূরে কামানের আওয়াজ শোনা গেল। মার পানে তাকিয়ে সে বল্ল :—

"মা,—জার্মানরা আস্ছে।"

একটু পরেই জার্মাণরা গ্রামটি অধিকার করে বস্‌ল্। ভ্যানিয়া তার নূতন ওভার কোট মাটিতে পুঁতে ফেল্‌ল,—মাকে দিয়ে—কয়েক বস্তা আলু ও ডাল কড়াই মাটিতে পুঁতে ফেল্‌ল। ইচ্ছা করেই ছিন্ন ও ঢিলে জামা কাপড় পরে পথে ঘুরতে লাগ্‌ল, যাতে জার্মানরা লোভে পড়ে তার জামা কাপড় খুলে না নেয়। অন্ধকার হলে ভ্যানিয়া যেখানে আলু লুকিয়ে রাখা ছিল সেখান থেকে পকেট ভর্তি আলু গরিলা ও তাদের সংসারের খরচের জন্য নিয়ে আসৃত,—ভ্যানিয়া দেখ্‌ত জার্মাণরা গ্রামের ভিতর মুর্গী মারত, গরু ও শূয়ার জবাই করত। সে জার্মাণদের এতই ঘৃণা কর্‌ত যে তাদের দিকে তাকাতে পারত না,—তাদের নজর এড়িয়ে চল্‌ত।

একদিন সে দেখ্‌লে জার্মাণ সৈনিকরা গ্রামপ্রান্তে একটি গোলাবাড়িতে গর্ত তৈরী কর্‌ছে, তারপর সে দেখ্‌ল সেই গর্তে মেশিন গান সন্নিবেশিত করা হচ্ছে—ভ্যানিয়া জান্‌ত ওরা একটা কিছুর জন্য তোড়জোড় কর্‌ছে।

সেই একটা কিছু হ'ল রুষ প্রত্যাঘাত।—ভ্যানিয়া অসহিষ্ণুর মত লাল ফৌজের আগমন প্রতীক্ষায় রইল, একদিন শরীর তাতাবার জন্য উনানে শুয়ে থাকৃতে থাকৃতে জানলা দিয়ে দেখ্‌ল কতকগুলি লোক মাথায় শাদা ওড়না, স্কী করে আস্‌ছে। সে জান্‌ত ওরা রুশ সৈন্য, তাই তার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে উঠল। তারা সোজা জার্মাণদের মেশিন গানের আড্ডার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে,—উনান থেকে লাফিয়ে উঠে সে অন্ধকারের পানে ছুটে চল্‌ল, তারপর সেই অগ্রগামী স্কী বাহিনীকে চীৎকার করে বল্লে—"এ পথে এসোনা—।" কিন্তু তার কণ্ঠস্বর তাদের কাছে পৌছালো না, তারা এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, মেশিন গানের আগুন তাদের ধরাশায়ী করে ফেল্‌ল। ভ্যানিয়া তাদের তুষারের বুকে লুটিয়ে পড়্‌তে দেখ্‌ল।

এর পর আরো অসংখ্য বাহিনী এই অগ্রগামী বাহিনীর পথ অনুসরণ করে—ওরা যদি এসে পড়ে তাহলে অচিরেই ভূমিস্যাৎ হতে হবে—ভ্যানিয়া ওদের সতর্ক করবে স্থির করে, কাউকে কোনো কথা না বলে যে দিক থেকে ওরা আস্‌ছে ভ্যানিয়া সেই দিকে অগ্রসর হয়। গভীর তুষারাবৃত পথ, রাশিয়ার—অসংখ্য ছেলে মেয়েদের মত—সেও—

মেশিন গানকে ফাঁকি দিয়ে গুঁড়ি দিয়ে চল্‌তে পারে। গভীর তুষার—তার গতিবিধি সহায়তা করে। সে গুঁড়ি দিয়ে চলে; তারপর সে এক পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে পড়ে, যখন বুঝ্‌ল জার্মাণদের দৃষ্টি ছাড়িয়ে গেছে তখন সে দৌড়তে লাগ্‌ল। রাশিয়ানদের কাছাকাছি পৌঁছেই ও চীৎকার করে ওঠে "এ পথে আস্‌বেন না!" রাশিয়ান অফিসার ডেকে ওকে দীর্ঘকাল প্রশ্ন কর্‌লেন, কিন্তু একজন সৈনিক সন্দিহান হয়ে বল্‌ল। "তুমি ত' মিথ্যা বল্‌তে পার?" আহত ও ক্ষুব্ধ হয়ে ভ্যানিয়া জবাব দেয় "চিরদিন আমি পকেটে আলু নিয়ে গরিলা বাহিনীকে যোগান দিয়ে এলাম, আর আজ কিনা আমি মিথ্যাবাদী!" তখন অফিসার বল্লেন: 'বেশ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি আমাদের ওদের মেশিন গানের বাসার পিছন দিককার পথটা দেখিয়ে দাও।" সানন্দে ভ্যানিয়া বল্‌ল—"দিচ্ছি।"—জার্মাণদের অগোচরে জলার ওপর দিয়ে ভ্যানিয়া ওদের সেই দিকে নিয়ে চল্‌ল। রাশিয়ান আক্রমণ এমনই তীব্র হল যে জার্মাণদের আর তা রোধ করার ক্ষমতা রইল না।

গোলাগুলির আওয়াজে ভীত হয়ে ভ্যানিয়ার পরিবারস্থ সকলে গহ্বরে লুকিয়েছিল। যখন জান্‌ল যে তাদেরই লোক আবার গ্রাম অধিকার করেছে তখন তারা বিজয়ী সৈনিকদের পাশে এসে ভীড় করে দাঁড়াল। অফিসার ভ্যানিয়ার পিঠে হাত রেখে বল্লেন:

"ভ্যানিয়া আমাদের পথ দেখিয়ে এনেছে। শত্রু নিপাতের পথ বলে দিয়ে সাহায্য করেছে। ও বীর বালক!"

ভ্যানিয়া হাস্‌ল, ওর ছোট বোন দুটি গর্বভরে ওর পানে তাকিয়ে রইল।

রাশিয়ার সমর পরিষদ,—ষ্ট্যালিন তার সভাপতি, ভ্যানিয়াকে 'অর্ডার অফ্‌ দি রেড ষ্টার' এই পদটীতে সম্মানিত কর্‌লেন।

— তেত্রিশ —

এ্যা লে ক সী আ ন্দ্রে ই চ,

একদা এক সন্ধ্যায় জনৈক স্কুল শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে রুশ ছেলে মেয়েদের যুদ্ধ সংক্রান্ত কর্মপ্রচেষ্টা আলোচনা কর্‌ছিলাম।

সে বল্‌ল: "এ্যালেকসী আন্দ্রেইচের কথা শুনেছেন নাকি?" নামটি এমন, এবং এখন বয়স্কের মত শোনালো যে সে নাম যে অল্পবয়সী কারো হ'তে পারে তা মনে করিনি। তাই বল্লাম—"না, তিনি কে?"

তিনি বল্লেন "মার্ক টোয়েন হ'লে ওকে নিয়ে আর একখানি 'হ্যাক্‌লবেরী ফিন্‌' রচনা কর্‌তে পার্‌তেন।"

মহিলাটি তাঁর বুক্‌সেল্‌ফ থেকে ছোট্ট একখানি হলদে কাগজের মলাট দেওয়া লেভ কাসিল রচিত বই বার করে—নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন।

"পড়ুন,—জান্‌বেন সামরিক কারণে—এ্যালেকসী আন্দ্রেইচের কাহিনী সম্পূর্ণ বলা সম্ভব নয়। সামান্য অংশই এই কটি পাতার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, মনে হয় কোনো মার্ক টোয়েন এই কাহিনীটুকু গড়ে আর একটি হ্যাকলবেরী ফিন রচনা করেন।

বাড়ি ফিরেই আমি এ্যালেকসী আন্দ্রেইচের চমকপ্রদ কাহিনী পড়ে ফেল্লাম। এমনই অবিশ্বাস মনে হল যে আমি সেই শিক্ষয়িত্রীর কাছে আবার গিয়ে আমার প্রতিক্রিয়া জানালাম। তিনি যেন একটু চিন্তিত হয়ে বল্লেন "যাই হোক্‌, আমেরিকানদের 'এ্যালেকসী আন্দ্রেইচের' কাহিনী জানা উচিত, বর্তমান যুদ্ধের সে অন্যতম নায়ক হয়ে উঠ্‌ছে। ওর সম্বন্ধে এবং ওর মতো আগামীকালে আরো শত শত ছেলের কাহিনী নিয়ে অসংখ্য বই লেখা হ'বে।" আমি সেই শিক্ষয়িত্রীর উপদেশানুসারে রাশিয়ান লেখক লেভ কাসিল বর্ণিত এ্যালেকসী আন্দ্রেইচের সম্পূর্ণ পাঠকের কাছে ধরে দিলাম।

ছেলেটি দীর্ঘ কাল ধরে, এমনই রহস্যময় হয়েছিল যে পশ্চিম প্রান্তের কোনো অঞ্চলের জনৈক রুশ কমাণ্ডার তার সম্বন্ধে অনেক কথা শুন্‌লেও লোকটা যে কে জান্‌তো না। এই অঞ্চলে রুশ ও জার্মাণ সৈন্যদলের মধ্যে শুধু একটি নদীর ব্যবধান, স্বভাবতঃই রুশ কমাণ্ডার অপর তীরের জার্মাণ পক্ষের সৈন্যসংখ্যা জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

একদা একজন লাল ফৌজের সৈনিক অরণ্যের চারপাশে যখন ঘোরা ফেরা কর্‌ছিল তখন নগ্নপদ একটি রুশ বালকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল ছেলেটি তার সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে তাকে দাঁড় করাল। ছেলেটি পকেট থেকে সাতটি ছোট শাদা রঙের পাথর, পাঁচটি কাল পাথর, তিন খণ্ড কাঠ, আর চারটি গাঁট দেওয়া এক টুকরা দড়ি বার কর্‌ল। মৃদুকণ্ঠে বালকটি জানালো শাদা পাথর হল ট্রেঞ্চ মর্টার, কালোর অর্থ ট্যাঙ্ক, কাষ্ঠখণ্ড হল মেশিনগান, আর দড়ির গাঁটগুলি হল সৈন্য বাহিনীর হিসাব। সৈনিক প্রশ্ন কর্‌ল কোথা থেকে আস্‌ছ, ছেলেটি জবাব দিল—"আলেকসী আন্দ্রেইচ আমাকে পাঠিয়েছে।" সে কিন্তু বল্‌বে না আলেক্‌সী আন্দ্রেইচ্‌ কে বা কোথায় সে থাকে।

পরদিন বালকটি আবার এল, পকেট থেকে তেমনই পাথরের টুকরো বার করল, শাদা, কালো, কাষ্ঠখণ্ড, আর অনেক গাঁটওলা দড়ি। ছেলেটির সংগৃহীত তথ্যাবলীতে বিস্মিত হয়ে সৈনিক তাকে আলেক্‌সীর কথা জিজ্ঞাসা করল। ছেলেটি শুধু বলল : "এখন যুদ্ধের সময়, বেশী কথা বলা বিপজ্জনক—তা ছাড়া আলেকসী আন্দ্রেইচ্ আমাকে চুপ করে থাকতে বলেছে।" এইভাবে প্রতিদিনই ছেলেটি খালি পায়ে অরণ্যের ভিতর এসে জার্মাণদের সম্পর্কে আরো সংবাদ দিয়ে যেত আর বলত আলেক্‌সী তাকে পাঠিয়েছে। রুশীয় কমাণ্ডারের ধারণা হ'ল, এ্যালেক্‌সী একজন গুপ্ত তথ্য সংক্রান্ত সমরনীতিকুশল পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি।

একদিন সন্ধ্যায় তিনি যখন তাঁর তাঁবুতে ঢুক্‌ছেন তখন একজন সংবাদ দিল যে তের চৌদ্দ বছরের একজন অজ্ঞাতকুলশীল বালক তাঁকে খুঁজ্‌ছে। তিনি ছেলেটিকে ভিতরে এগিয়ে আস্‌তে বল্লেন। নগ্নপদে খাটো পাৎলুন পরা একটি বালক তাঁবুর ভিতর এল।

সে বলল "আমার পরিচয় জানাচ্ছি, আমার নাম আলেক্‌সী আন্দ্রেইচ্।" কমাণ্ডার ত' বিস্ময়ে হতবাক্। তিনি তখনও কল্পনা করেন নি যে কাব্যময় আলেক্‌সী আন্দ্রেইচ একজন বালক মাত্র। প্রশ্ন করে তিনি জান্‌লেন আটটি বালক নিয়ে গঠিত একটি বাহিনীর সে অধিনায়ক। ওরা জার্মাণ ও রাশিয়ান বাহিনীর মধ্যবর্ত্তী নদী পারাপার হয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করে আনে। একটি ভেলায় চড়ে ওরা পারাপার হয়—ভেলাটির নাম "ফ্যাসিস্তদের সমাধি"। এইবারের যাত্রায় তারা জার্মাণ অঞ্চল থেকে তিনজন আহত রুশ সৈনিক উদ্ধার করে এনেছে। লোকগুলি এত ভারি যে ছেলেদের তাদের বহন করার শক্তি নেই, তাই তারা সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছে।

কমাণ্ডার ও ষ্ট্রেচার বাহকদের যে বনের ভিতর নিয়ে গেল সেখানে আহত সৈনিক তিনটিকে গোপন করে রাখা ছিল। ষ্ট্রেচার বাহকরা তাদের তখনই হাসপাতালে নিয়ে এল। কমাণ্ডার কিন্তু এই অদ্ভুত বালকটির কার্যকলাপে এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি অনেকক্ষণ ধরে তার সেই অদ্ভুত 'ভেলা' আর তার 'মাঝি'দের সম্বন্ধে নানা বিষয় প্রশ্ন করতে লাগলেন। শান্তকণ্ঠে বালকটি বলল যে নদীর বাঁকের পাহাড়টিতে ওদের অনেক সাহায্য হয় কারণ তার পাশে চলে এলেই জার্মাণদের দৃষ্টির বাইরে চলে আসে, কোন বিপদ ঘটে না। এই পাহাড়ের কাছে যাওয়া বিপজ্জনক ও কঠিন। কিন্তু কিছুকাল ধরে তারা এই কার্যই করছে আর জার্মাণরাও তাদের ধরতে পারছে না।

পরদিন আলেক্‌সী পুনরায় তার 'হিসাব রক্ষক' কোলকাকে নিয়ে এল—এই ছেলেটিই সর্বপ্রথম রাশিয়ানদের কাছে নুড়ি আর গাঁঠা দেওয়া দড়ি নিয়ে এসে হাজির হয়েছিল, সঙ্গে আর একটি ছেলে "সহকারী হিসাব রক্ষক" তার নাম সেরিওজা। আলেক্‌সী কমাণ্ডারকে জার্মান সৈন্যদের নূতনতম অবস্থানের একটা নক্সা দেখাল। কমাণ্ডার জান্‌তে চাইলেন জার্মানদের কি কি আছে—অস্ত্র শস্ত্র। অমনই আলেক্‌সী কোলেকাকে ডেকে পকেট থেকে শাদা, কালো নুড়ি গুণে হিসাব করতে বলল।

কমাণ্ডার বল্লেন "আর্মড ট্যাঙ্কের" খবর কি—আলেক্‌সী তার সহকারী হিসাব রক্ষককে তার পকেট থেকে ঝিণুকের টুক্‌রো বার করতে বল্‌ল। সেরিওজা তেরটি ঝিণুক দেখাল। আলেক্‌সী বুঝিয়ে দিল যে সামরিক তথ্য একজনের কাছে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়, কারণ জার্মানদের হাতে পড়্‌লে এত কষ্টের হিসাব নিকাশ সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাই সে কয়েকজনের মধ্যে সব তথ্য ছড়িয়ে রেখেছে।

সেইদিন সন্ধ্যায় আলেক্‌সী রাশিয়ান কমাণ্ডারের কাছে আশীটি জার্মান রাইফেল ধরে দিল। কি ভাবে সেগুলি সংগ্রহ করেছে প্রশ্ন করাতে সে বল্‌ল: জার্মানদের উৎসব অনুষ্ঠানকে সে সর্বদাই লক্ষ্য করে। সাধারণতঃ জার্মানরা অত্যন্ত মাতাল হয়ে পড়ে, আর তাদের প্রহরীও যদি মাতাল হয় বা কাছাকাছি না থাকে তাহলে তারাও শিবিরের ভিতর ঢুকে পড়ে যা পায় হাতিয়ে নিয়ে চলে আসে। একদা একবোঝা রাইফেল নদীতে ফেলে দিতে হয়েছিল। প্রায় ধরা পড়ে আর কি—ভেলাতে যে জার্মান রাইফেল ধরা পড়ে এ তার অভিপ্রেত ছিল না।

আলেক্‌সী আন্দ্রেইচ বলল আমাদের একটা "কামান ছিল", বুঝিয়ে দিল জার্মানদের একটা বড় কামান জলায় আটকে গিছল। সারাদিন ধরে ওরা সেটিকে তোলবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। অন্ধকার হয়ে যেতে ওরা সেগুলি বেখে দিয়ে চলে এল—ভয় পাছে গরিলারা আঘাত করে। কিন্তু কামানটী সেইখানে রয়ে গেছে। যদি বেশী লোক পাওয়া যায় তাহলে "ফাসিষ্টদের সমাধি"তে চড়িয়ে সেটা নিয়ে আসা যায়। কম্যাণ্ডার কামানটীকে নিয়ে আসবার জন্যে সাতটী লোক পাঠালেন। তারা সেটিকে তুলে ভেলায় ছড়িয়ে দিলে। এই কাজ করতে ওদের সারা রাত লেগে গেল। যখন ওরা নদীর বুকে তখন জার্মানরা ওদের দেখতে পেয়ে গুলি ছুঁড়ল। ততক্ষণে কিন্তু তারা পাহাড়ের আড়ালে চলে এসেছে।

সৈনিক ও বালকেরা সকলে সিক্ত ও কর্দমাক্ত হয়ে গিছল। কম্যাণ্ডার তাদের ভালো করে খাইয়ে নিজের টেণ্টে শুইয়ে দিলেন। তাদের ঘুম ভাঙবার পর কম্যাণ্ডার বললেন লালফৌজ ও স্বদেশের জন্য তোমরা যা করেছ তার জন্য আমি কি পুরস্কার দিতে পারি। এই সর্ব প্রথম আলেক্‌সী আন্দ্রেইচ বাক্যহীন হয়ে রইল।

সে নির্বাক। কম্যাণ্ডার তাঁর রিভলবারের খাপ খুলে তাঁর নিজস্ব রিভলবারটী বার করে তার ছেলেদের উপহার দিলেন। আর সব ছেলের সংগে ছেলেটী বুভুক্ষু এবং লুব্ধ দৃষ্টিতে উপহারটীর প্রতি তাকিয়ে রইল। উপহারের মত উপহার—বিশেষতঃ কম্যাণ্ডারের নিজের জিনিষ।

কিন্তু আলেক্‌সী আন্দ্রেইচ ওটী গ্রহণ করবে না, কারণ তা অতি বিপজ্জনক হবে। সে বলল "আমি যদি ওদের হাতে পড়ি আর ওরা যদি এটী হাতে পায় তাহলে বুঝে নেবে আমি একজন প্রকৃত স্পাই।" আলেক্‌সী আন্দ্রেইচ তার দলবল নিয়ে সেই ভেলায় চড়ে নদীর ওপারে চলে গেল। তারপরে যে আলেক্‌সী আন্দ্রেইচের কি হল তার খবর আমি পাইনি।

চৌত্রিশ

বুলবুলের গান

ডিনার শেষ হতেই জার্মান সৈনিকেরা গ্রামের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রকৃত পক্ষে গ্রামের আর গ্রামত্ব নেই। পেটরাস্ টভির্কা, ইভেস্তিয়া সংবাদ পত্রে যিনি এই কাহিনী লিখেছেন, জানিয়েছেন যে একটীও বাড়ি দাঁড়িয়ে নেই—আছে শুধু ছাইয়ের গাদা, রাবিশ আর পোড়া গাছ। আশ পাশে একটীও প্রাণী নেই এমন কি কুকুর পর্যন্ত নয়। গ্রাম থেকে যেন তার প্রাণ নিষ্কাষিত করে দেওয়া হয়েছে এবং এমন ভাবে করা হয়েছে যে মনে হবে সেখানে কোনদিন কেহ ছিল না।

শান্ত ও ঘর্মাক্ত কলেবরে জার্মানরা সেখানে বিশ্রামের জন্য দাঁড়াল। লেফটেন্যাণ্ট তাঁর বায়নাকুলার নিয়ে পল্লীটির চারিদিকে দেখতে লাগলেন। যে গ্রামে যাওয়ার কথা সেই গ্রামটীর তিনি সন্ধানী করেছেন।

সহসা বাতাসে বুলবুলির গান ভেসে উঠল। অপূর্ব সুর মাধুরীতে বুলবুলের গান বেড়েই চলল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট ও সৈনিকরা নিকটস্থ কুঞ্জের দিকে তাকিয়ে দেখলে। কিন্তু পাখী দেখা গেল না। পরিবর্তে তাঁরা দেখলেন খালি পায়ে খালি মাথায় একটা ছোট ছেলে খানার ধারে বসে আছে। একটা ছোট্ট লাঠী চাঁচছে। আর শিষ দিচ্ছে।

জার্মানরা ওর কাছে এল। ছেলেটীর ভীত দৃষ্টিতে তাদের পানে তাকাল।

জার্মানরা কাছে এগিয়ে আসতে ছেলেটি ভয় পেয়ে মুখ তুলে তাকাল। তাড়াতাড়ি সে পকেটে ছুরীটা রেখে দিয়ে ছড়িটা জামার ভিতর রাখল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট তাকে কাছে আসতে বললেন। সেই সময়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট দেখলেন ছেলেটা মুখের ভিতর কি পুরছে।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট বললেন ‘ওটা কি, দেখি।”

ছেলেটা মুখ থেকে বাঁশীটা বার করে দেখায়। থুতুতে ভেজা ছোট্ট একটি বাঁশী। এই বাঁশী বাজিয়েই সে বুলবুলের সুর নকল করছিল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট ও সৈনিকরা সকলে তাকে নিয়ে গভীর কৌতুহল ভরে বাঁশীটা লক্ষ্য করতে লাগ্‌ল। লেফ্‌টেন্যাণ্টের কঠোর দৃষ্টি ক্ষণতরে লঘু হয়ে এল পরিতৃপ্ত হয়ে তিনি বল্লেন, “বা খোকা চমৎকার! চমৎকার!” তিনি ছেলেটীকে আবার সেই বাঁশী বাজাতে বল্লেন। তের বছরের সেই ছেলেটি জার্মান অফি-সারকে খুসী করার জন্য বাঁশী বাজাতে লাগ্‌ল। সে বল্ল “আমি কোকিলের কণ্ঠস্বরও নকল করতে পারি।” সঙ্গে সঙ্গে সে কোকিল কণ্ঠের ধ্বনি করতে লাগ্‌ল। সৈনিকবৃন্দ ত এই রকম চিত্ত বিনোদনের ব্যাপারে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করতে লাগ্‌ল। কিন্তু লেফ্‌-টেন্যাণ্ট তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন, তিনি ছেলেটীকে বল্লেন; সারমোণ্টাস্ গ্রামের পথ জানা আছে নাকি?”

ছেলেটি বল্ল! হ্যাঁ, জানি, আমি ওখানে আমার কাকার সঙ্গে মাছ ধরতে যেতাম।

অফিসার একটি ছোট্ট সিগারেট কেশ বার করে বল্লেন, যদি সেই গ্রামের পথ দেখিয়ে

দিতে পার তাহলে এইটি উপহার পাবে। আর যদি ঠকাও, তাহলে কাঁধ থেকে মাথাটা উড়ে যাবে।"

ভ্যানের সঙ্গে জার্মান যুদ্ধক্ষেত্রোপযোগী রান্নাঘর রয়েছে, লেফটেন্যান্টের পাশাপাশি মার্চ করতে করতে সেই ছেলেটীও সৈন্যদলের সহিত চলল। পথ চলতে জার্মান অফিসার আরো প্রশ্ন করতে লাগলেন। কয়েকটি গাছ দেখিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন;

"এই বার্চের জঙ্গলের ভিতর গরিলারা আছে নাকি?

অজ্ঞানের ভঙ্গী করে ছেলেটি বলে "এঁ্যা! ব্যাঙের ছাতা?" তারপর অপরের অপেক্ষা না রেখে জঙ্গলে কত রকমের ব্যাঙের ছাতা পাওয়া যায় তার হিসাব দিতে বসল।

অফিসারটি আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

খেলাচ্ছলে ছেলেটি আবার বাঁশী বাজানো সুরু করল। বত্রিশবার বুলবুলের মত, দুবার কোকিল-কণ্ঠ। মার্চকারী জার্মানরা ছেলেটির আনন্দময় প্রকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে কিছু বলছিল না। কিছু গভীর জঙ্গলাভ্যন্তরে গরিলারা জানত যে পথের উপর ত্রিশটি জার্মান সৈনিক আর দুটি মেশিনগান রয়েছে।

অরণ্যের ভিতর সেই দল প্রবেশ করতেই ছেলেটি খরগোসের মত দ্রুতগতিতে দৌড়াল আর বার্চগাছের অভ্যন্তরে লুকানো গরিলারা গুলি ছুড়তে লাগল।

একটিও জার্মান সৈনিক বাঁচলো না।

সপ্তম খণ্ড

শত্রুর সন্ধানে

পঁয়ত্রিশ

টলষ্টয়ের পুরানো বাড়ী

টলষ্টয়ের যাশনায়া পলিয়ানায় বাড়ীর সদর দরজার পুকুরধারে যখন আমরা পৌছি, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বড় বড় গাছের ভিতর দিয়ে আমরা একটা ঘাস খুজে শ্যামল জায়গায় এসে পড়লাম। এই বাড়ীটাও একদা টলষ্টয়ের আবাসগৃহের অংশ ছিল। এখন এটি সাহিত্যিক যাদুঘর নামে পরিচিত। টলষ্টয়ের সাহিত্যিক সৃজনী প্রতিভার বহুবিধ নমুনা এখানে সংরক্ষিত।

গাড়ি থেকে নামা মাত্র একটি কৃশ সার্জেণ্ট আমাদের অভিবাদন জানালো। তাঁর বাহিনী নিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছেন পরিদর্শনের বাসনায়। লোকটি লম্বা, বেশ প্রশস্ত চোয়াল, ঘন কালো কেশ আর এই যুদ্ধ-কালীন সকল রাশিয়ানের মতই কথায় ভরপুর। যেন একটি জনসভা সম্বোধন করছেন এইভাবে তিনি বলতে লাগলেন, টলষ্টয়—রাশিয়ার গৌরব গরিমা। আর তাঁর এই বাসগৃহ বা তার ভিতর যা কিছু আছে তার জন্য তিনি বা তাঁর মত আরো অনেকে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করতে পারেন।

তরঙ্গ প্রবাহের মত বলে চলেছেন "হ্যাঁ আমরা সত্য ও সরলতার জন্য লড়াই করব।"

না ভেবে পারলাম না যে এই বিরাটাকায় সৈনিকের আন্তরিকতায় টলষ্টয় কতখানি আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। টলষ্টয় সম্পর্কে "সারল্য ও সত্য" এই দুটি কথা ছাড়া কোনো ভাষাতেই আর কোনো উপযুক্ত কথা নেই। তিনি তাঁর সেবাস্তপোল কাহিনীতে লিখেছেন:

"আমার নভেলের নায়ককে আমি আমার আত্মার সকল শক্তি দিয়ে ভালবাসি, আমি তাকে পরিপূর্ণ গরিমায় এঁকেছি, যা চিরদিন গরিমামণ্ডিত হয়েই থাকবে সে হ'ল সত্য।"

"সত্য, সারল্য ও আন্তরিকতা" এই ত্রিবিধ কথার ভিতরেই টলষ্টয় তার জীবন ও সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। শক্তিশালী যন্ত্রের মত এই দ্রব্যটুকু নিয়েই তিনি নিজের বাসনা ও মানুষের সৌহার্দের বাঁধন পরিপূর্ণ করেছিলেন। সাহিত্যে তাঁর এই অস্ত্র তাঁকে বিজয়ী করেছিল, আর বিরতি বিহীন সংঘর্ষ থাকা সত্ত্বেও এতদ্বারা জীবনে নিদারুণ হতাশ মিলেছে। তবু ধর্মগুরু যেমন তাঁর দেবতাকে আঁকড়ে ধরে থাকেন, তেমনই তিনিও তাঁর জীবনে সত্যকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন।

আলেকজাণ্ডার ওয়ারথ (তিনিও আমার সঙ্গে যাসনায়া পলিয়ানায় এসেছিলেন)—আর আমার কাছে সৈনিকটির এই কথা যেন যাশনায়া পলিয়ানার মাটির অভিনন্দনের মত শোনালো। অবশ্য সৈনিকের 'সত্য' আর টলষ্টয়ের সত্য এক জিনিষ নয়—তবে তার Prostota—(সারল্য) আর টলষ্টয়ের সারল্যে প্রভেদ নেই। Prostota কথাটি গভীর

অর্থপূর্ণ-রাশিয়ান লোক বাক্য, ইংরাজী ভাষায় অনুরূপ মূল্যবান কথা নেই। তাই টলষ্টয়ের সময়ে যেমন ছিল আজকের দিনেও রুশীয় জনগণের মনের সুরেই এই কথায় প্রতিধ্বনিত। আজ সব জাতীয় সংঘর্ষের এই ভয়ংকর মুহূর্তে যখন লোকে অন্তরের অনুসন্ধান করছে তখন এই কথাটি যে নিয়তই রাশিয়ান নর-নারীর মুখে ধ্বনিত হবে এ আর বিচিত্র কি ?

টলষ্টয়ের ঘর বাড়ী আজ জাতীয় কলাশালায় পরিণত হয়েছে ও একাডেমি অফ সায়ান্সের নিজস্ব তত্বাবধানে টলষ্টয়ের পৌত্রী সোফিয়া আন্দ্রিয়েভনা টলষ্টয়ার নিজস্ব পরিচালনাধীনে পরিচালিত।

প্রায় ৮৬৬ একর জমি নিয়ে টলষ্টয়ের সম্পত্তি। তার মধ্যে ৭৫০ একর অরণ্য আর বাকীটা বাগান, মাঠ, জমি প্রভৃতি। এই জমি চিরদিনের জন্য কলাশালাকে দান করা হয়েছে, আর সব কিছুই, বাড়ি, গাছ পালা, বই টলষ্টয়ের আমলের মতই সযত্নে রাখতে হবে।

সম্প্রতি লেখকের সমাধির ওপরকার পঞ্চাশ বছরের ওক শুকিয়ে গিছিল। তার শিকড় পর্যন্ত তুলে নিয়ে সেখানে একটা নতুন ওক গাছ বসানো হয়েছে। ১৯৩৯-৪০ এর ভীষণ শীতে টলষ্টয়ের বাগানের প্রায় ৫০০০ গাছ শীতের তাড়নায় মারা গেছে।

আমি দেখলাম সার দিয়ে শুকনো গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কতকগুলি টলষ্টয়ের নিজের হাতে পোঁতা। কিছু তাঁর পিতামহের আমলের। সেগুলি মারা গেলে সব বদ্‌লিয়ে দেওয়া হবে। একডোমি ওভ্ সায়ান্সের কৃষিবিদ্‌রা স্বয়ং তা দেখা শুনা করবেন।

টলষ্টয়ের বাড়ির চার প্রান্তে—“গরীবদের গাছ” দাঁড়িয়ে আছে—এই নামকরণ হওয়ার কারণ, কাছাকাছি গ্রামের চাষীরা, দূর অঞ্চলের যাত্রীরা এই গাছের তলায় রাখা নীল রঙের বেঞ্চে বসে উপন্যাসিক টলষ্টয়ের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতেন। আর টলষ্টয় তাদের আবেদন নিবেদন অভাব অভিযোগ শুন্‌তেন। অনেক উল্লেখযোগ্য অতিথি এই গাছের তলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে টলষ্টয়ের সঙ্গে কথা বলে গেছেন। ম্যাক্সিম গোর্কী সেই সব অতিথিদের অন্যতম।

‘গরীবদের গাছ’টি একটি প্রাচীন এলম গাছ, বিরাট গাছ, শাখা উর্ধ্বপানে উত্তোলিত, যেন বিধাতাকে প্রণতি জানাচ্ছে, আর একটি শাখা নীচের দিকে বিস্তৃত যেন অতিথিদের আহ্বান জানাচ্ছে। টলষ্টয়ের জীবনের উল্লেখযোগ্য ও নাটকীয় বহু ঘটনা এই এলম গাছের নীচে ঘটেছে—তবে গাছটি এখন বুড়া হয়েছে অবনত হয়ে পড়েছে, তবু এই যুদ্ধকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা যাসনায়া পলিয়ানায় ছুটে আসছেন এই দুর্বল গাছটিকে নতুন ঔষধ দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টায়, টলষ্টয়ের সম্পত্তির আর সব কিছুর মতই এই গাছটিও পূত ও পবিত্র, তাই বিজ্ঞান তার সর্বশক্তি নীয়োগ করে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

যতদিন রাশিয়া থাকবে ততদিন যাশনায়া পলিয়ানা ও তার যা কিছু সম্পদ সবই উপন্যাসকারের জীবদ্দশায় যেমনটি ছিল তেমন থাকবে। টলষ্টয় নিয়তই যে

'সত্য ও সরলতা'র আদর্শ প্রচার করতেন, তাকে মূর্ত রাখার উপযোগী যোগ্যতব আর কিছুই হতে পারে না।

টলষ্টয়ের পৌত্রী সোফিয়া এন্দ্রিয়েভনা আমাদের দেখতে এলেন,—সুন্দরী রমণী বয়স বিয়াল্লিশ বৎসর প্রশস্ত ললাট, উর্দ্ধনাশা, গভীর চোখ যেন টলষ্টয়ের আকৃতি মনে জাগায়। তাঁর ইংরাজী ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে মার্জনাভিক্ষা করলেও, বেশ গড়গড় করে বলে গেলেন তিনি ফরাসীও বলতে পারেন, কিন্তু স্বীকার করেন তাঁব জার্মান তিনি ভুলেই গেছেন। তিনি বল্লেন টলষ্টয়ের পরিবাবে ইংরাজী ভাষা অতি প্রিয়। সবাই ইংরেজী পড়্‌তে ও বল্‌তে পারে। টলষ্টয়ের জীবদ্দশায় ডাকে প্রায়ই ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা থেকে নানাবিধ সংবাদ ও সাময়িক্ পত্র আস্‌ত। টলষ্টয়ের লাইব্রেরীর দুর্থাংশই ইংরাজী ভাষায রচিত। আব কোন দেশের চাইতে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাই টলষ্টয়ের কাছে প্রিয় ছিল, আর তাঁর জীবনের শেষের দিকে এই দুটি দেশ থেকে বহু বিশিষ্ট অতিথি আসতেন ও অভ্যর্থিত হতেন।

পুরান বাড়ির সব কিছুই সোফিয়া আমাদের দেখাতে লাগলেন আমবাও দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলাম। কারণ ১৯৪১ এর ২৯শে অক্টোবর থেকে ১৪ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই আবাসগৃহ জার্মানদের কবলে ছিল। যে অংশে টলষ্টয় থাক্‌তেন সেইখানে গিয়ে লক্ষ্য করলাম কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু জার্মানরা চলে যাওয়ার পরই বাড়িটা ঠিক করে ফেলা হয়েছে। রাবিশ ও আবর্জনা স্তূপ সরিয়ে ফেলা হয়েছে, দেয়ালে রঙ করা হয়েছে। মেঝে, দরজা, ও জানালা মেরামত করা হয়েচে। কিন্তু অনেক পুরাতন আসবাব পত্র চলে গেছে, জার্মানরা হয়ত পুড়িয়ে ফেলেছে বা নিয়ে গেছে কিন্তু তা আর বদলানো যায়নি, শুধু সোফিয়া আন্দ্রিয়েভনার মত যারা গোড়া থেকে আছে তারাই বলতে পারে কোথায় কি হারিয়েছে।

আমরা কাঠের সিঁড়ি অতিক্রম করে টলষ্টয়ের তেতালার থাকার ঘরে গিয়ে পৌছলাম, চমৎকার ঘর—অবশ্য আসবাব পত্র মাঝারি ধরণের তবে চমৎকার আলো আস্‌ছে জানালা দিয়ে। মধ্যে চাকচিক্যময় ডাইনিং টেবল, চার পাশে চেয়ার গাত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর দুটি সুন্দর আয়না। দরজার ডানদিকের কোণে একটি চমৎকার মেহগিনি টেবল। এই টেবলের চারপাশে ডিনার শেষে টলষ্টয় ও তাঁর পরিবারবর্গ বসে গল্প সল্প করতেন। টলষ্টয়ের স্ত্রী সেলাই করতেন। টলষ্টয় নিজে বা পরিবারস্থ কেউ গল্প পড়তেন শুধু রুশভাষায় লিখিত গল্প বা প্রবন্ধ নয় জার্মান ও ইংরাজী ভাষায় রচিত কাহিনী।

টলষ্টয় দাবা ভালবাসতেন, অতি সুকৌশলে টলষ্টয় খেলেন, এই দাবার টেবল রুশ লেখক সার্জেয়েনকো তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন, উপহার সামগ্রীটি ঠিক যেখানে রাখা ছিল সেইখানেই রয়েছে।

ডাইনিং রুমের মধ্যে দুটি পিয়ানো রয়েছে, একটি জানালার পাশে, অপরটি দোরের ধারে দেওয়ালের গায়ে লাগানো। কালো পালিসে দুটি পিয়ানো চক্‌চক

করছে দুটিতেই পুরাতন রুশীয় দোকান বেকার কোম্পানীর ছাপ মারা। তানায়েভ, ওয়ানদা লাণ্ডোষকা, গোলডেন উইসার এবং আরো বহু খ্যাতিসম্পন্ন বাদক যাশনায়া পলিয়ানায়ায় এসে পিয়ানো বাজিয়ে গেছেন। কিছু দূরে দেয়ালের গায়ে একটি গদি-মোড়া চমৎকার চেয়ার, তলায় পাদানি কনসার্টের সময় টলষ্টয় তার উপর বসতেন। তিনি নিজেও মাঝে মাঝে পিয়ানো বাজাতেন তার পরিবারস্থ অপরাপর ব্যক্তিবৃন্দও বাজাতেন। তাঁরা সকলেই সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাই তাঁরা রস উপভোগ করতেও পারতেন।

দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি বাঁধানো রয়েছে। কতকগুলির ফ্রেম আছে ছবি নেই, জার্মানেরা নিয়ে গেছে বা পুড়িয়ে দিয়েছে। এই ঘরটি জার্মান আক্রমণ কালে খুব কমই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জার্মানরা ঘরটি তালাবন্ধ করে বাইরে লিখে দিয়ে ছিল, "জার্মান হাইকমাণ্ড কর্তৃক বাজেয়াপ্ত"—রিখরাষ্ট্রের বাসনা ছিল টলষ্টয় আবাসের মূল্যবান দ্রব্যগুলী জাহাজে তুলে জার্মানীতে পাঠিয়ে দেবে তাই এই ঘরটীতে সবকিছু বহুমূল্য সম্পদ একত্রিত করে রেখেছিল কিন্তু তারা এই বাসনা পুরণ করবার জন্য যথেষ্ট সময় পায় নি। সোফিয়া আন্দ্রিয়েভনা বললেন, জার্মান অফিসার বহুমূল্য দ্রব্যাদি সরিয়ে ফেলেছে সে সব আর হয়ত কোনোদিন ফিরে পাব না। আমাদের ভাগ্যক্রমে এই ডাইনিং রুমে যে সব জিনিষ দেখছেন সেগুলি নীচের তলায় সরিয়ে রাখা হয়েছিল। জার্মানরা ভাবত যে নীচের তলায় হয়ত মাইন লুকিয়ে রেখেছি। তাই তারা নীচে নামতে সাহস করত না।

আমরা টলষ্টয়ের পড়বার ঘর, লাইব্রেরী শয়ন কক্ষ তার স্ত্রীর অধ্যয়ন ও শয়ন কক্ষের ভিতরে বেড়ালাম। লাইব্রেরী কক্ষের ১৯০৭ খৃঃ টমাস এডিসন টলষ্টয়কে যে ডিকটা-ফোন উপহার পাঠিয়েছিলেন তার দণ্ডটী রয়েছে দেখলাম। ডিকাটাফোনটি অবশ্য সমর কালে অন্য কোথায় সরিয়ে রাখা হয়েছে। শয়ন কক্ষে একটি কুঁজা ও জলপাত্র রাখা রয়েছে। এটী টলষ্টয় পৈত্রিক সম্পত্তি হিসাবে লাভ করেছিলেন। আর তাঁর বাবা ১৮১২ খৃঃ যুদ্ধে যখন ফরাসীদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন তখন যেখানেই গিয়েছিলেন সেখানেই এটীকে সংগে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। শয়ন কক্ষে কালো দেওয়ালের গায়ে যে কৌচে টলষ্টয় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সব ছেলেরা জন্মেছিল সেই কৌচটী সাজান রয়েছে। জিনিষটি একশ বছরের পুরানো। টলষ্টয় এটিকে বড় পছন্দ করতেন তাই তার Childhood, Adolescence, Youth, Family Happiness, A Russian Proprietor, Annakarenina এবং War and Peace গ্রন্থে আবেগভরে বর্ণনা করেছেন। বিশ্ব সাহিত্যে এটী মূল্যবান আসবাব।

এখন কালো চামড়ার আবরণিতে একটা বড়ো গর্ত হয়েছে। আর সোফিয়া বললেন এটী নাকি সম্প্রতি হয়েছে। একজন জার্মান ডাক্তার কৌচটী নেওয়ার মতলবে ছিলেন। টলষ্টয় সম্পত্তিসমূহের দুজন চৌকিদার ফোকানভ ও ফিলাটফ, দুজনেই তারা কিষাণ, শক্ত হয়ে রইল, কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবে না। রীতিমত 'টগ-অফ-ওয়ার'

বধে গেল, একদিকে জার্মান ডাক্তার, অপরদিকে এই দুটি রাশিয়ান। মেরিণা কসেগালোভা, ম্যুজিয়মের বৈজ্ঞানিক পরিচারক, তিনি জার্মান চিকিৎসককে একটু বিবেচক হতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু সে লোকটি সকল প্রকার আবেদন নিবেদনে বধির হয়ে রইল। মরিয়া হয়ে পথচারী কয়েকজন জার্মান অফিসারকে ব্যাপারটা জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করল। এই বহুমূল্য কৌচটিকে চোরের হাত থেকে রক্ষা করতে অনুরোধ জানাল। তাঁরা জার্মান চিকিৎসককে কি যেন বল্লেন—আর লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে সেই জার্মান চিকিৎসক জিনিষটি দখল করার লোভ সংবরণ করল। সৌভাগ্য ক্রমে কাড়াকাড়ির ফলে চামড়ার আবরণীর ঐ গর্তটুকুই একমাত্র ক্ষতি।

টলষ্টয়ের স্ত্রী, সোফিয়া আন্দ্রিয়েভনার অতিথির কক্ষে একটি বিখ্যাত টেবল রয়েছে। এত ছোট হাল্কা ও অনাড়ম্বর যে টলষ্টয়ের পৌত্রী যদি তার কথা উল্লেখ না করতেন তাহলে আমারা সে দিকে না তাকিয়েই চলে যেতাম। এই টেবিলে বসে টলষ্টয়ের স্ত্রী "War and Peace" এর পাণ্ডুলিপি সাতবার নকল করেছিলেন। টলষ্টয় বারবার তাঁর রচনা পরিবর্তন ও পরিমার্জিত করতেন। এ বিষয়ে তিনি অক্লান্ত ছিলেন। টাইপ রাইটার ও টাইপিস্ট উদ্ভব হওয়ার পূর্বে বা তাঁর মেয়েরা বড় না হওয়া পর্যন্ত টলষ্টয়ের স্ত্রী ছিলেন একমাত্র 'নকলকারিণী'।

টলষ্টয়ের পড়বার ঘরে কোনো ছবি নেই। সোফিয়া আন্দ্রিয়েভনা আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখালো যেখানে টলষ্টয়ের তিন জন প্রিয় আমেরিকানের ছবি টাঙানো থাকত আর এক জায়গায় থাকত তিন জন ইংরেজের ছবি। এই তিন জন হলেন হেনরী জর্জ, আর্নেষ্ট ক্রসবী ও উইলিয়াম লয়েড গারিসন। ফটোগ্রাফের উপর লেখা আছে স্বাধীনতা সকলের জন্য, প্রত্যেকের জন্য এবং চিরদিনের জন্য। এই কথাটী টলষ্টয়ের বড়ো ভালো লাগত। টলষ্টয়ের প্রিয় ইংরেজ লেখক ছিলেন ডিকেন্স। সোফিয়া আন্দ্রিয়েভনা বললেন যে টলষ্টয় ব'লতেন যে পৃথিবীর সকল সাহিত্য যদি সরিয়ে রাখা হয় তা হ'লে যে লেখক বর্তমান থাকবে তার নাম চার্লস ডিকেন্স। ডিকেন্সের সব লেখা সরিয়ে নিয়ে যদি একটী বই রাখা হয় তবে তার নাম ডেভিড কপারফিল্ড। ডেভিড কপারফিল্ডের যদি সব সরিয়ে নেওয়া হয় তবে সেই পরিচ্ছদটী থাকবে যেখানে ঝড়ের বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো লেখক সম্বন্ধে এর বেশী কি প্রশংসা হ'তে পারে? তা ছাড়া ডিকেন্সের মধ্যে এমন কিছু আছে যা চিরদিন রাসিয়ানদের মনে ভাবাবেগ জাগিয়েছে।

টেবিলটির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম লেখার টেবিল হিসাবে এটী কিভাবে কাজ দিয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে এই লেখার টেবিলটী বিখ্যাত লেখার টেবিল-গুলির অন্যতম। এর ওপরে দুটী রুপার বাতিদান রয়েছে আর ঘোড়ার কালো বালাঞ্চি, তাতে কালি পোঁছা হ'ত।

আমি টেবলের ধারে বসলাম হাত দিয়ে সেটি স্পর্শ করলাম। তার নৈশব্দঃ ও নীরবতা ভঙ্গ করার প্রতিবাদে সেটি যেন নড়ে উঠ্ল। নীচের তলায় সরিয়ে রাখা হয়েছে বলেই জার্মানদের হাত থেকে সেটি রক্ষা পেয়েছে।

জার্মান অফিসাররা টলষ্টয়ের স্ত্রীর শয়নকক্ষকে ক্যাবঘরে পরিণত করেছিলেন, দ্বারপ্রান্তে একটি সাইনবোর্ড মারা হয়েছিল "ক্যাসিনো", এইখানে বসে ওরা ফরাসী ও জার্মান মদ্যপান করত, তাস খেলত, ফূর্তি করত। এখন আর তাদের উপস্থিতির চিহ্ন মাত্র নেই। উপন্যাসিকের স্ত্রী যেভাবে সেটিকে পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তেন সেই ভাবেই রাখা রয়েছে। দেয়ালে ছবি টাঙানো হয়েছে, অবশ্য যে ছবিগুলি জার্মান অধিকারের পূর্ব্বে ও প্রথম অবস্থায় বাঁধানো গিয়াছে। টলষ্টয়ের স্ত্রীর কাছে যে সব গৃহস্থালী দ্রব্য বহুমূল্য ছিল তা আবার যথাস্থানে রাখা হয়েছে। ঘরটি দেখে টলষ্টয়ের স্ত্রী কেমন গোছালো ছিলেন তা বোঝা যায়। এই পুরাতন বাড়ির এটির একটি চমৎকার ঘর উজ্জ্বল অথচ অলঙ্কার প্রাচুর্যে মণ্ডিত নয়।

যাশনায়া পলিয়োনায এসেই জার্মানরা ত' ওদের প্রিয় কাজ রুশীয় গ্রাম অধিকারে লেগে গেল। মুর্গীর পিছনে ধাওয়া করে তাদের গুলী করে মারতে লাগ্‌ল। চীৎকার করে মুর্গীগুলি এদিক ওদিকে, বেড়ার ধারে গাছের আড়ালে পালাতে লাগ্‌ল। পিস্তল হাতে করে জার্মানরা তাদের পিছনে চলেছে, টলষ্টয় আবাদের মাঠঘাট যেন শীকার ভূমিতে পরিণত হ'ল। মুর্গীর ডাক, পিস্তলের আওয়াজ, চাকরদের প্রতিবাদ, সব জড়িয়ে একটা বিশ্রী হট্টগোল। এই শান্তিকুঞ্জে কখনও এমন ঘটে নি। ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মুর্গীগুলি মরণ কামড় দেওয়ার চেষ্টা করে। লন, ফুটপাথ, ফুলগাছের খেত সব রক্তে বোঝাই হয়ে গেল। সবগুলি মুর্গী নিহত না হওয়া পর্যন্ত ওদের এই বিক্রম থামলো না।

অধিকৃত অঞ্চলে জার্মানদের এই ধরণের শীকার জার্মান আক্রমণের সূচনার লক্ষণ। খাদ্যদ্রব্য, তা সে গোলাবাড়ি, ভাঁড়ার, ছাত যেখানেই থাকুক না কেন সেইটাই হবে তাদের প্রথম লক্ষ্য। টলষ্টয় আবাসে বারোটি গরু ছিল, চাকরেরা তিনটিকে কোনো রকমে লুকিয়ে ফেলতে পেরেছিল। বাকীগুলি জার্মানরা জবাই করেছিল। গরু বাছুর, ভেড়া, শূয়োর, প্রভৃতি যা কিছু জার্মানরা ধরত তা সবই এই টলষ্টয় আবাসে তাড়িয়ে আনত, টলষ্টয় বাড়ি যেন জবাইখানায় পরিণত হ'ল। প্রতি গাছে মৃত পশুদের দেহ ঝুলছে, যে মানুষ শেষ জীবনে মাংস স্পর্শ করতেন না, তাঁরই দোর গোড়াতে জীবন্ত পশু হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পশুহত্যা করার আরো জায়গা ছিল কিন্তু জার্মানরা এইখানেই ঐ কার্য করার জন্য জেদ ধরেছিল।

এই জমিদারীতে বারোটি ঘোড়া ছিল, কিন্তু চুরীর হাত থেকে একটিকে মাত্র বাঁচানো গিছল। শস্য, খড়, জব, আলু, কপি প্রভৃতি যা কিছু জার্মানরা হাত দিতে পেরেছিল সবই তারা নিয়েছিল। এইখানকার রাশিয়ানরা প্রধানতঃ আলু খেয়েই থাকে, আলুই তারা সরিয়ে রাখতে পেরেছিল।

আমি প্রতিহারিণী মরিয়া পেট্রভনাকে প্রশ্ন করলাম "তোমরা কোথায় আলু রাখো!"

জবাব এল: "বিছানার গদীর তলায়" জার্মানরা যতদিন এখানে ছিল ততদিন আমিই একমাত্র রাশিয়ান এখানে ছিলাম। যতবার বাইরে যেতাম ভাবতাম ফিরে এসে

দেখ্‌বে আমার গদী ওলোট পালোট করে ওরা আলু বার করে নিয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে ওরা ভাবতে পারেনি যে আমি ওখানে আলু রেখেছি।"

জমিদারী থেকে আধ মাইল দূরবর্তী গ্রামেও জার্মানরা এই মিউজিয়ামের মতোই অবাধে বাড়ীর ভেতর ঢুকে লুটপাট করেছে। তারা বাড়ীর ভেতর ঢুকে বালিশ, কম্বল, আর্শী প্রভৃতি যা কিছু পেয়েছে সবই উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। একটি গ্রাম্য দোকান থেকে তারা একশ বাক্স জুতার কালী দুশ জোড়া জুতোর ফিতে চুরি করে তাদের জার্মানস্থ পরিবারবর্গ ও বন্ধুদের পাঠিয়েছে।

ষষ্ঠ দশ শতকে টল্‌টয় মক্ষিকা পালনে আগ্রহান্বিত হন। তিনি বনের ভিতর একটি মক্ষিকাগার করেন। এই নূতন প্রচেষ্টায় তিনি এতই মেতে উঠেছিলেন যে সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে তিনি সারাদিনই মৌমাছিদের পেছনে কাটিয়ে দিতেন। তিনি খেতে যাবার সময় পেতেন না এবং লেখার কাজেও অবহেলা হত। তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত বিরক্ত হতেন।

সেই সময় থেকেই এই মক্ষিকাশালা টলষ্টয় আবাসের বাগিচাগুলির অন্যতম হয়ে আছে। জার্ম্মানরা যখন এসেছিল তখন প্রায় পঞ্চাশটা মৌচাক ছিল। প্রত্যেকটীতে যথেষ্ট মধু ছিল। শীতকালে অন্ততঃ মৌমাছিরা সেই মধু পান করে তাদের অলস মুহূর্তগুলি কাটিয়ে দিতে পারত। সুকৌশলে এবং দ্রুতগতিতে কর্মচারীরা উনিশটা মৌচাক বনের ভিতর লুকিয়ে রাখতে পেরেছিল। অপর একত্রিশটি জার্ম্মানরা নিয়ে গিয়েছিল, ও তার ভিতর থেকে সমস্ত মধু আহরণ করে নিয়েছিল। কতকগুলি মৌচাকের অবস্থা তারা এমনি করেছিল যে মধু অভাবে মক্ষিকাগুলি মরনোন্মুখ হয়ে পড়েছিল আর কতকগুলিতে জল ঢেলে মৌমাছিদের মেরে ফেলেছিল।

নীচের তলায় টলষ্টয়ের পুরানো বাড়ীর একখানি ঘরে তাঁর বড় ছেলে সর্জিলুওভিচ গ্রীষ্ম যাপন করেন। তাঁর উনআশী বছর বয়স। জার্ম্মানরা যখন যশনায়া পলিয়ানাতে এসেছিল তখন তিনি মস্কোতে। একত্রিশে অক্টোবর একজন জার্মান অফিসার নিজেকে সদর দপ্তরস্থ একজন জার্মান ডাক্তার বলে প্রচার করেছিলেন কিন্তু তিনি নিজের নাম ব্যক্ত করেন নি। বললেন যে এই ঘরটি জার্ম্মানদের বাসের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। ম্যুজিয়ামের একজন ডাইরেক্টর এ কথার প্রতিবাদ করে বললেন যে ঘরটি ম্যুজিয়ামের একটা অপরিহার্য অংশ সেটিকে ছাড়া যায় না। তখন সেই জার্মানটি প্রশ্ন করলেন স্যরজি লুওভিচ এখন কোথায়? যখন শুনলেন স্যরজি লুওভিচ মস্কোতে রয়েছেন তিনি পকেট থেকে একটি মূল চাবি বার করলেন। মনে হয় সকল জার্মানকেই এই রকম একটী করে চাবী দেওয়া হয়েছে। সেই চাবী দিয়ে তিনি চোরের মতন সিন্দুক খুললেন। এইসব দেরাজে লুওভিচ কাপড় চোপড়, তোয়ালে, তাকিয়ার ঢাকনি পুরাণো পোষাক সংগ্রহ করে রাখতেন। জার্মান দপ্তরের সামনেই সেই সব লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ বাঁটোয়ারা করতে লাগলেন। সেই ঘরে রক্ষিত একটী দুষ্প্রাপ্য মদের গেলাস ধীরে ধীরে পকেটে পুরলেন।

জার্মান অফিসার ও সৈনিকরা প্রয়োজনোপযোগী যা কিছু পেয়েছে সবই নিয়ে

গেছে। টলষ্টয় যে জীনের উপর বসে ঘোড়ায় চড়ে প্রতিদিন বেড়াতে যেতেন ম্যুজিয়ামের চুয়ান্নটী মূল্যবান চিত্র, টলষ্টয়ের স্ত্রীর ওজন দাঁড়িপাল্লা, লাইব্রেরী ও বসার ঘরের পর্দা, একটা দুষ্প্রাপ্য পুরাতন ঘড়ি, কম্বল, তাকিয়া সব চুরি করে নিয়ে গেছ্‌ল।

টলষ্টয় হাইনের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। তাঁর লাইব্রেরীতে এই জার্মান ইহুদী কবির অনেকগুলি জার্মান ও রুষ ভাষার গ্রন্থ ছিল, সব বইগুলি অন্তর্হিত হল। পাঁচখণ্ড য়্যুনি-ভার্সাল জিয়োগ্রাফী ক্ষুর দিয়ে নষ্ট করা হয়েছিল। রঙীন ছবিগুলি ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছিল। দেওয়ালের গায়ে জমিদারের বিরুদ্ধে কিষাণের বিদ্রোহের একখানি আঁকা ছবি ছিল। সেই ছবিখানি জার্মান অফিসারদের এতই উত্তেজিত করেছিল যে তারা সেটিকে পুড়িয়ে ফেললে। কানভাস সহজেই পুড়ে গেল দেওয়ালে একটা দাগ রইল।

টলস্টয় আবাসে অবস্থান কালে জার্মানরা আসবাব পত্র, বই, ছবি, ফ্রেম, বুককেশ, এমন কি, তাহার মধ্যে টলস্টয়ের নিজের হাতে তৈরী একটী বুককেশও ছিল সব পুড়িয়ে ফেলেছিল। জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব ছিল বা কাছাকাছি বনের অস্তিত্ব ছিল না তা নয়। টলস্টয় আবাসে এত জ্বালানী কাঠ ছিল যা দুবছর চলতে পারে। রাশিয়ানরা বার বার ওদের অনুরোধ করেছিল আসবাব বই ও ছবি যাতে না পোড়ানো হয় কিন্তু সে অনুরোধ বৃথা গেল। ডাক্তার সথ ওয়ার্জ (সামরিক জার্মান ডাক্তার) স্পষ্টই একদিন স্বীকার করলেন "আমাদের ত কাঠের দরকার নেই, আমরা টলস্টয় সম্পর্কিত যা কিছু সব পুড়িয়ে ফেলব।"

তারা প্রায় এই অবস্থা করে তুলেছিল। সাহিত্য ম্যুজিয়ামে তারা ফ্রেম থেকে সব ছবি খুলে ফেলে নিজেদের আঁকা অশ্লীল ছবিতে দেওয়াল ভরিয়ে ফেলেছিল। ছয় সপ্তাহ জার্মান অবরোধের ভিতর সমস্ত টলস্টয় আবাস যেন অশ্লীলতায় ভরে গিছল। তারা চলে যাবার পর সেই সব সচিত্র ছবি মুছে ফেলতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। এর মধ্যে দু' একটা জার্মান ভদ্রলোকদের যশনায়া পালিয়ানায় অবস্থানকালীন ভব্যতার নিদর্শন স্বরূপ রেখে দেওয়া হয়েছে।

টলষ্টয় যখন শিশু ছিলেন তখন তাঁর বড় ভাই নিকোলাই প্রায়ই বলতেন টলষ্টয়, আকাশে একটা সবুজ ছড়ি পোঁতা আছে। কথিত ছিল সেটি ইন্দ্রজালের দণ্ড—যে সেটির সন্ধান পাবে সে অনন্ত শান্তির অধিকারী হবে। টলষ্টয়ের দাদা Stary Zakas—বা পারিবারিক সংরক্ষিত অরণ্য দেখিয়ে দিতেন, সেইস্থানেই চারা গাছের নীচে সবুজ ছড়ি পোতা আছে। সারা জীবন টলষ্টয়ের এই কাহিনীটি ভালো লাগত। মৃত্যুর পর এই জায়গাটি তাঁর সমাধি ক্ষেত্র হিসাবে নির্ব্বাচিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে এইখানেই কবরস্থ করা হয়। সারা পৃথিবী থেকে যাত্রীরা এসে এই সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন। এই রকম অনাড়ম্বর কবর আর দেখিনি—না আছে পাথর, না আছে ক্রস, শুধু কফিনাকৃতি স্তূপের ওপর কিছু ফুল, ও ফার্ণ গাছ আছে। অস্থায়ী যাশনায়া পালিয়ানায় এসে জার্ম্মানরা সাহিত্য মুজিয়ামটিকে হাসপাতালে পরিণত করেছিল। অবশ্য তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিছু দূরেই

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট—যাসনায়া পালিয়ানোয় সন্নিহিত অঞ্চলের চাষীবৃন্দের জন্য আদর্শ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। আহতদের জন্য সেই হাসপাতালটিই যথেষ্ট হ'ত। কিন্তু ঘৃণা ও ঈর্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত জার্মানরা যা কিছু অজার্মান ও বিশেষতঃ রাশিয়ান তা ধ্বংস করার দিকেই আগ্রহান্বিত, তাই তারা টলস্টয়ের আবাসের একাংশে হাঁসপাতাল গড়েছিল।

বহু আহত সৈনিকের মৃত্যু হয়েছিল। যাশনায়া পালিযানার চারিদিকে খোলা মাঠ আছে, সেখানে কবর খোঁড়া খুব সহজ, কারণ পাথর নেই, শিকড় নেই, নরম মাটি। তবু জার্মানরা টলষ্টয়ের কবরের চারদিকে জার্মান সৈন্যদের কবর দিয়েছিল। রাশিয়ানরা আবার প্রতিবাদ করল, পুনরায় জার্মানরা কলা দেখাইয় তাচ্ছিল্যভাবে তাদের উপেক্ষা করল। প্রত্যেকটি কবরে একটি বার্চগাছের ক্রস লাগানো হল, আর প্রতিটি ক্রসে স্বস্তিকা বিন্দু আঁকা হ'ল।

জার্মানরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক ও কৃষকরা শাবল ও কোদাল নিয়ে ছুটে এসে জার্মান মৃতদেহগুলি কবর থেকে তুলে ফেলল—পঁচাত্তরটি কবরে জার্মানরা তিরাশীটা মৃতদেহ পুঁতেছিল—তাদের দেহগুলি কিছুদূরে নিয়ে গিয়ে বোমায় বিধ্বস্ত গহ্বরে পুঁতে ফেলল।

যখন আবার ওপরে উঠ্‌লাম তখন সোফিয়া আন্দ্রিয়েভনা টলস্টয়ের পাঠগৃহের কাঁচের দরজা খুলে বল্লেন:—"এইখান থেকে লেভ নিকোলাইভিচ্—তাঁর দুটি প্রিয় জিনিষ দেখ্‌তেন—"প্রকৃতি ও জনসাধারণ।"

এতদ্বারা যাশনায়া পালিয়ানা গ্রামটির কথা বোঝায়, নীচে সুন্দর লন তার ভিতর ফুল গাছের ক্ষেত। ফুলগুলিতে তুষার পড়েছে। লনের পাশে সুন্দর ফার গাছ।—তার পাশে ঘন কৃষ্ণছায়ায় ঘেরা সীমানা।

টলষ্টয় এইখানে বেড়িয়ে বেড়াতেন। সুদূরে প্রশস্ত মাঠ আর আকাশ আর প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যার ছায়া। এই বাতায়ন পথে যে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে এখন এই গোধূলীর আলোয় তা অতি চিত্তাকর্ষক। কল্পনা না করে পারা যায় না যে টলস্টয় এই বাতায়ন পথে বসে বা দাঁড়িয়ে সম্মুখস্থ প্রকৃতি, মানুষ বা জগৎ সংসারের কথা ভাবতেন বা তাঁর কোনো নভেল বা নাটকের কোনো দৃশ্য কল্পনা করতেন কিংবা তাঁর রচিত অসংখ্য চরিত্রের কথা কল্পনা করতেন। যাই হোক এই বাতায়ন পথ বিশেষ ভাবে পবিত্র তার কারণ এইখানে দাঁড়িয়ে লেখক যে দুটি জিনিষ ভালোবাসতেন—প্রকৃতি ও মানুষ—তা পরিদর্শন করতেন।

তবু অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব মনে হলেও শুনে বিস্ময় লাগে যে জার্মান অফিসারগণ যারা সব শিক্ষিত জংকার বংশ সম্ভূত ছিলেন তাঁরা এটিকে প্রস্রাবখানায় পরিণত করেছিলেন। যারা জার্মানদের কথা শিখেছে বা পড়েছে তাদের কাছে German এই কথাটী পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক। আশা করা যায় যে জার্মান অফিসারগণ যাদের শিক্ষা ও

ঐতিহ্য কোনো অংশে কম নয় তারা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ পশু জনোচিত ভব্যতা মেনে চলবে। কিন্তু তারা তা করে নি।

এ কথাও বলা যায় না যে তাদের এ রকম করার জন্য রুশীয় শীতের প্রখরতা বা প্রকৃতিগত অলসতা দায়ী। এই যুদ্ধে তাদের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তার ভিতর অলসতার স্থান নেই। আর এই উন্মুক্ত বাতায়নে শীত কিছু কম নয় উপরন্তু এ বাড়ীর মধ্যে সর্বোচ্চ শীত এইখানেই—তাছাড়া গরিলাদের লক্ষ্য পথের মধ্যে পড়ে। সুতরাং এই অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে এসে পড়তে হয় যে রুশীয় শ্রেষ্ঠত্বকে বা যে শ্রেষ্ঠত্বের ভিতর জার্মান ছাপ নেই তাকে হেয় করার জন্যই এই চেষ্টা।

কর্মচারীরা যখন তাদের জার্মান সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তখন তারা শীষ দিয়ে আঙুল নেড়ে তা নিষেধ করেছে। প্রতিহারীনী মরিয়া পেট্রোভনা বললেন যেন কুকুরকে হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ঘনায়মান সন্ধ্যায় আমরা উপত্যকা অতিক্রম করে পাহাড়ের দিকে চললাম। তার উপরেই গ্রাম্য স্কুল বাড়ী। এটী রুশিয়ার খ্যাতনামা স্কুল। টলস্টয়ের শততম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে এটী স্থাপন করা হয়। পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, কৃষি প্রভৃতি সংক্রান্ত গবেষণাগার আছে, নিজস্ব পাঠাগারও আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষে বৃহত্তম পাঠাগার। প্রায় ত্রিশ হাজার খণ্ড গ্রন্থ আছে। রুশীয় প্রাচীন গ্রন্থ ও বিশ্ব সাহিত্যের রুশ ভাষান্তরিত সংস্করণ।

সাদা দোতালা, পাকা বাড়ী, চারদিকে দেওয়াল। ক্লাশঘর, ষ্টুডিয়ো, সভাগৃহ কনসার্ট, অভিনয় মঞ্চ প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ এই পল্লী বিদ্যায়তন যাশনায়া পলিয়ানা ও তৎ-সন্নিহিত অঞ্চলের কৃষকদের গর্ব স্থল। দেশের যে কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়, এখানে ছ শ' কিষাণ ছেলে মেয়ে শিক্ষা পায়। প্রাঙ্গনে সেই পাহাড়ের উপরেই কাঠের আটচালা আছে, দূরাগত ছাত্রদের আবাস, কিছুদূরে শিক্ষকদের বাসস্থান।

আমরা সিমেণ্টের সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠলাম। সামনেই স্কুল-বাড়ী, কিন্তু শুধু বিরাট ধ্বংস স্তূপ মাত্র পড়ে আছে, একটা দোর বা জানালা নেই। একদা যা দোর ছিল সেই পথ দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। মেঝে নেই, বেঞ্চ বা ডেস্ক নেই, ঘর পর্যন্ত নেই, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শুধু ভাঙ্গা কাঁচ, ছত্রাকার ইঁট, ধুলা আর ছাই পড়ে আছে। লাইব্রেরী ঘরের ত্রিশ হাজার বই ধ্বংসের হাত থেকে ত্রাণ পায়নি, সব ধোঁয়া হয়ে গেছে। লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক, বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীতকার কারো ছবি নেই। এই সব সঙ্গীতকারদের মধ্যে জার্মান সঙ্গীতকার মোজার্ট বা বীটোফেনের ছবি ছিল। তারাও অন্তর্হিত হয়েছে। একদা প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় আজ ধ্বংসস্তূপ। পঁচিশটি অনুবীক্ষণ যন্ত্র গবেষণা গারের গর্ব ছিল—তাও নেই হয় চুরী হয়ে গেছে নয় ধ্বংস করা হয়েছে। শুধু যেন ইন্দ্রজাল প্রভাবে টলস্টয়ের বিরাট প্রতি-

মূর্তিটা নষ্ট হয়নি। সেই ছায়া ঢাকা অন্ধকারে এই প্রতিমূর্তিটা যেন মাইকেল এঞ্জেলোর ক্রুদ্ধ মেজাজের মূর্তি বলে মনে হয়।

আটচালাটার একটিও দেওয়াল খাড়া নেই। কাঠের তৈরী তাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেইভাবে শিক্ষকদের আবাসগৃহটাও নষ্ট হয়ে গেছে। শিক্ষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা সরানো সম্ভব হয় নি, যথা আসবাবপত্র কাপড় চোপড় বা বই। সবই ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। স্কুল বাড়ীর মত এটিও ভুতুড়ে বাড়ীর মত দাঁড়িয়ে আছে।

গ্রামটির প্রধান অংশ ধ্বংসের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে তার কারণ তার ভৌগলিক অবস্থান। রাজপথের উপর গ্রামের প্রধান অংশ, জার্মানরা সেদিন অগ্নিবৃষ্টি করার সুযোগ বা অবসর পায়নি।

সেইদিন সন্ধ্যায় আমরা এক তরুণী রাশিয়ান কিষাণ রমণীর বাড়ি গেলাম। তার স্বামীকে রাশিয়ানরা প্রকাশ্যে ফাঁসী দিয়েছিল। আমরা যখন তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করলাম, বাড়ীটা তখন অন্ধকার, রমণীটি তাড়াতাড়ি কেরাসিনের কুপি জ্বালিয়ে দিল। মেয়েটি লম্বা, প্রশস্ত কাঁধ, টানা চোখ আর পাতলা বাদামী চুল মাথায়। কিষাণদের ভংগীতে প্রচুর মিষ্টি কথায় অভ্যর্থনা জানাল।

তার কোলে ছোট তিনবছরের মেয়ে গলিয়া ; এমন হাসি খুসী ভরা চটুল ও কথায় দড় ছোট মেয়ে আমি আর দেখিনি। বেশ মোটা সোটা চেহারা, নীল চোখ, মেয়েটী চুপ করে বসতে বা দাঁড়াতে পারে না। মেয়েটী খিল খিল করে হাসতে আর বক বক করে বকতে লাগল যেন অতিথির আগমন তাহার জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দকর ঘটনা। গিলান্দর ওয়ার্থ তাকে কোলে তুলে নিল। সে ওয়ার্থকে জড়িয়ে ধরে তার গালে গাল ঠেকিয়ে হাসতে ও কলকল করতে লাগল। এই মেয়েটির এই উচ্ছ্বাস এমনই সংক্রামক যে এই বাড়িটি শোকাবহ পরিবেশ তাকে দেখে ও তার সংগে খেলা করে আমরাও ভুলে গেলাম।

জননী তাঁর স্বামীর ফাসীর কথা বলিতে সুরু করলেন। সেইদিনে তিনি আবার বাড়ি ছিলেন না অপর গ্রামে বোনের বাড়ি গিছলেন। এই বিপদের কথা তার কানে পৌছতেই তিনি যাশনায়া পলিয়ানার দিকে ছুটলেন। পথে য়্যুনিফর্ম পরা একজন জার্ম্মান তার পথ রোধ করল। এক গ্রাম থেকে অপর গ্রামে যাবার ছাড়পত্র দেখতে চাইল। চোখের জলে আকুল হয়ে মেয়েটি কেন এমন ব্যাকুল হয়ে ঘরে ফিরছে সে কথা বলল। জার্মানটী কিন্তু তাকে রাখল চার ঘণ্টা ধরে তারপর তাকে বাড়ি যাবার অনুমতি দিল।

যখন সে বাড়ি পৌছল—এইখানে মেয়েটী থামল, থমকে গেল আর তার কাহিনী বলতে পারে না। তার কথা জড়িয়ে গেল। গলার স্বর বাধা পাচ্ছে, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ সে হাসল। নিজেকে সংযত করে নেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। সে সেই কেরাসিনের আলোটা পিছন দিকের দেওয়ালে তুলে ধরল। সেখানে পারিবারিক ফটোগ্রাফগুলি টাঙ্গানো রয়েছে। একটীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল এই হোল কোলকা। কোলকা

তার স্বামীর নাম। লোকটীর প্রশস্ত মুখ, মাথার উপর হালকা ভাবে রাখা টুপী দেখে তাকে চাষীর চাইতে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে মনে হয়।

যখন তাকে ফাঁসী দেওয়া হয় তখন তার বয়স উনত্রিশ, মেয়েটী আলোটী কিছুক্ষণ ধরে রইল। যেন সে মানুষটীকে সে ভালবাসত তার ভেতর একটা নতুন কিছুর সন্ধান সে পেয়েছে। পুনরায় সে কথা বলার চেষ্টা করল। পুনরায় তার কথা হারিয়ে গেল। এদিকে বিছানার ওপর দাঁড়িয়ে খাটের রেলিঙ ধরে সেই ছোট মেয়েটি আবার আগেকার মতো হল্লা সুরু করল। সে নাচছে হাসছে আর কল কল করছে যেন আমাদের মন থেকে তার মার বেদনাময় বাণী মুছে দিতে চায়।

আমরা তার শ্বাশুড়ীর জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। তিনি মাঠে কোলখোজের জন্য শস্য ঝাড়ায়ের কাজে সাহায্য করতে গেছেন। অবশেষে তিনি এলেন, মাঝারী খাড়াই-এর চেহারা। বেশ সচেতন ভংগী তিপান্ন বছর বয়সের পক্ষে বেশ সক্রিয় দেখায়। অবশ্য তার পাতলা রৌদ্র তপ্ত মুখের জন্য তাদের বয়স কম বলে মনে হয় তিনি বললেন কলখোজের ঝাড়ায়ের কাজ এত প্রয়োজনীয় যে তাঁর জন্য তাকে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত কাজ করতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত চোখের দৃষ্টি চলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তারা কাজ করে। সেইজন্য তার বাড়ি ফিরতে দেরী হল…তিনি ও তাঁর পুত্রবধুর বাড়িতে অতিথি দেখে আনন্দ পেয়েছেন। তিনি বাড়ির অপরাংশে থাকেন।

ধুম মলিন আলোর ধারে বসে তিনি কথা বলতে শুরু করলেন যেদিন জার্মান সৈনিকরা এসেছিল সেদিন তাঁদের বাড়িতে কয়েকজন রুশ সৈনিক ছিল। সহসা গ্রামের মাথায় এরোপ্লেনের গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল। তারপর মেশিনগানের আওয়াজ পাওয়া গেল।

উনি সৈনিকদের বললেন, "তোমরা বাছা বরং বনের ভিতর পালাও আমি ঘোড়া গুলোকে দেখব।" তারা সব ঘোড় সওয়ার ছিল। বাড়ির পিছন দিকে সাতটী ঘোড়া রাখা ছিল। তারা তৎক্ষণাৎ বনের দিকে চলে গেল, তারা তুলার পথে গেল। আর মেসিন-গানের অগ্নিবর্ষণ হওয়া সত্বেও উনি সব ঘোড়াগুলিকে বাঁচাতে পারলেন। তাদের পিঠের ওপর কম্বল ফেলে দিয়ে কোনো রকমে আচ্ছাদন দিয়ে নিরাপদ জায়গায় এক এক করে সরিয়ে রাখলেন।

তারপর ট্যাঙ্কের গর্জ্জন শোনা গেল। প্রথমে একটী, তারপর একটী, তারপর একটী……

উনি দেখলেন সমস্ত পথ জার্মান ট্যাঙ্কে বোঝাই হয়ে গেল। তিনি বললেন "হা, ভগবান! আমরা যে জার্মানদের বন্দী হলাম।"

তিনি দরজায় একটা ধাক্কা শুনতে পেলেন। দরজা খুলে দেখেন একটা জার্মান দাঁড়িয়ে। সে বলল্ এইখানে ছ জন সৈনিক আশ্রয় দিতে হবে আর বললেন এখানে কোনো গরিলা নেই ত? তিনি অবশ্য শোনালেন তা নেই।

যে ছ জন এল, তারা ফিনদেশীয়, ফিনরা "পৃথিবীর মধ্যে ভয়ংকর জাত, জার্মানদের

চাইতেও বেয়াড়া।" এই প্রথম যে আমি রাশিয়ানদের কাছে জার্মানদের নৃশংশতার কথা শুন্‌লাম তা নয়, আরো বহুবার শুনেছি অসামরিক ব্যক্তিদের প্রতি তাহাদের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী। পোহরলয় গোরডিসথের লটোসিনো অঞ্চলের চাষীদের কাছেও তাদের কথা শুনেছি। জার্মান শিক্ষকতা রাশিয়ায় সংগ্রাম রত ফিনদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকরী হয়েছে।

বৃদ্ধা বল্‌তে লাগলেন: "আমি তাদের কাপড় কাচতাম, তাদের দেখাশোনা করতাম আর ওরা নিয়মিত ভাবে আমাকে অপমান কর্‌ত, মারত, আমাকে উপহাস কর্‌ত।"

ফিনরা যে জার্মানদের অনুকরণ কর্‌ছে একথা শুনে বেদনানুভব কর্‌লাম,—বিশেষ করে আমার মত যারা ফিনল্যাণ্ড ভ্রমণ করে ফিন দেশ সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমভবে লিখেছেন তাঁদের পক্ষে এসব শোনা বেদনাদায়ক। তবু—একথা বল্‌ব রুশীয় গ্রামে কয়েকটি ফিন্‌দেশীয় সৈনিকের দৌরাত্মে সমগ্র ফিন্‌ল্যাণ্ড বাসীকে দায়ী করা চল্‌বে না।

কিষান রমণী বল্‌তে লাগ্‌লেন: ওরা দল বেধে বেড়াত, এক সঙ্গে দু তিন জন আর সর্বদাই সেই দলে ফিনরাই থাক্‌ত। তারা ওর আটাশ বস্তা আলু চুরী করেছিল, আর যা কিছু খাদ্য দ্রব্য দেখ্‌তে পেয়েছে সবই চুরী করেছে, বৃদ্ধা প্রতিবাদ কর্‌লে বা বাধা দিলে চীৎকার করে বা তাকে মেরে ঠাণ্ডা কর্‌ত।

একদিন বৃদ্ধা গ্রামের পথে বেড়ানোর সময় লক্ষ্য কর্‌লেন জার্মান ও ফিনরা দুটি টেলিফোনের খুটির মাঝে একটি লম্বা তক্তা মার্‌ছে, উনি ভাব্‌লেন, হয়ত পর্দা খাটিয়ে বাইরে সিনেমা দেখানো হবে। তারপর ওর বাড়ীর বাসিন্দা একজন ফিন মোটা এক গাছা দড়ি নিয়ে এল। ওর সামনে সেই দড়ি উঠিয়ে বলে: এইবার তোমার ছেলেকে ফাঁসীতে ঝোলাবো। শংকিত জননী দরজার পানে দৌড়লেন, কিন্তু ফিনরা ওদের ঘরে পুরে দরজা বন্ধ করে দিল, বৃদ্ধা কি আর কর্‌তে পারে জানালা দিয়ে লক্ষ্য কর্‌ল যে ডাকঘরের ভিতর থেকে ওর ছেলে ও আর একটি অপরিচিত ছেলেকে নিয়ে যেতে, আমার কোল্‌কা ত' জার্মানদের কোনো ক্ষতি করেনি। গৃহপ্রিয়, স্ত্রী পুত্র পরিজনপোষক, কর্ত্তব্যপরায়ন সন্তান। কেন ওকে ফিন বা জার্মানরা ক্ষতি কর্‌বে? জার্মান বা ফিনরা কোনো অপরাধের জন্য ত' ওর নামে অভিযোগ আনেনি। কিন্তু—'

প্রাঙ্গনে রাখা একখানি জার্মান মোটরকার হাত বোমা দিয়ে নষ্ট করেছে। ফিন্‌দের সহায়তায় জার্মানরা ২৫ জন রাশিয়ানকে বন্দী করেছিল, সেখান থেকে চারজনকে বেছে ছিল, তারপর ঘোষনা করে অভিযোগকারী যদি স্বয়ং এসে অপরাধ স্বীকার না করে তাহলে সকলকেই ফাঁসী দেওয়া হবে, ৪ ঘণ্টার ভিতর।

এই চার জনের ভিতর দু' জন ছিল বৃদ্ধার সন্তান, বৃদ্ধা কিন্তু দড়ি হাতে ফিনকে দেখার পূর্বে কিছুই জান্‌ত না এ বিষয়ে। জার্মানরা চার জনের ভিতর দু জনকে ছেড়ে দিল তারপর সেই দিন চব্বিশ ঘণ্টা শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনটে তিরিশ মিনিটে দু' জনকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে ছিল।

বৃদ্ধা অবশ্য ফাঁসী দিতে দেখেনি। কারণ ফিনরা ওকে ঘরের ভিতর চাবী বন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু সবাই বল্লে ওর ছেলে এতই সংকিত হয়ে পড়েছিল যে মাথা নীচু করে ছিল, অপর ব্যক্তির ফাঁসী যাতে না আর তাকে দেখ্‌তে হয়। একজন জার্মান ওকে এক চড় মেরে ধমকে মাথা সোজা করে রাখতে বল্ল—বল্ল মাথা নীচু করে অন্য অন্য জনের ফাঁসী দেখ।"

ফাঁসী হয়ে যাবার পর একজন জার্মান একে নিজের গলায় হাত লাগিয়ে ফাঁসীর ইঙ্গিত জানিয়ে বল্ল···

বুড়ি তোর ছেলে খতম (kaput)।

বুড়ী চীৎকার করে কাঁদতে লাগ্‌ল, ফিনরা চীৎকার করে বল্ল "কাঁদিস্‌নি চুপ কর।

বুড়ী নিজেকে সংযত রাখতে পারে না তবু কাঁদে—ফিনটা তখন বল্ল: চুপ কর, নইলে চোখ টেনে উপড়ে দেবো।

বৃদ্ধা রমণী থাম্‌ল। মাথা নীচু করে দাঁড়াল, শোকে সে মুহ্যমানা। ছোট্ট মেয়েটি নাচ্‌ছে, হাস্‌ছে, ও কল্‌কল্‌ কর্‌ছে, কিন্তু এবার ওর উচ্ছ্বাস যেন শোকবহ পরিবেশকে আরো নিবিড় করে তুল্‌ল।

কিষান-রমণী আত্মস্থ হয়ে ভাঙা গলায় আবার বল্‌তে থাকেন—

"১৪ই নভেম্বর বেলা ৩-৩০ মি: ওরা আমার কোল্‌কাকে ফাঁসী দিয়াছিল। কিন্তু ১৭ই নভেম্বর সকাল এগারোটার আগে আমার ছোটছেলেকে লাস নামাতে দেয়নি। যতবার আমরা জানালা দিয়ে দেখতাম—ততবার কোলকার দোদুল্যমান দেহটি নজরে পড়ত।"

পুনরায় উনি থামলেন। আমি কলহাস্যপরায়ণা ছোট গালিয়ার মুখের পানে তাকালাম। সে তখন হাস্‌ছে, নাচছে, গান গাইছে। পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মেয়ের মত আনন্দ পরায়ণা। তবু সেও তার বিছানার ওপর থেকে তার বাপের ঝুলন্ত লাসটা দেখতে পেত।

বৃদ্ধা বল্লে "তখন থেকে যখনই আমি ওপথ দিয়ে যাই—টেলিফোনের লম্বা খুটির পানে তাকাতে পারি না—চোখ নামিয়ে রাখি।"

বৃদ্ধার ছোটছেলে দেহদুটী নামিয়ে ঘরে নিয়ে এল, শীতে জমে গিছ্‌ল—ঘাড় ভেঙে গেছে—আর হাতদুটি বেঁকে গেছে। আগুনের পাশে তাদের দেহদুটি রাখা হ'ল।

বৃদ্ধা বল্লে: "আমি আমার ছেলের হাত দুটি টেনে ঠিক করেছিলাম। ফেটে গেছে —যেন মাংস নয়, কাষ্ঠ খণ্ড। ছেলেটি গরম হতে অল্প ঘাম বেরুতে লাগ্‌ল। আমরা ঘাম মুছিয়ে ওদের ভালভাবে কবরস্থ কর্‌লাম।"

আমরা টলষ্টয় ধামে ফিরে গেলাম,—তুষার ও চন্দ্রালোকে বাতাস মনোরম হয়েছিল। আমরা পদাতিক ও অশ্বারোহী সকল সৈনিক অতিক্রম কর্‌লাম। সারাদিনের কঠোর অনুশীলনের পর তারা তাদের শিবিরে বা গ্রামস্থ কিষানদের ঘরে ফির্‌ছে। কেউ কেউ ইউনিফর্ম পরা মেয়েদের হাতে হাত জড়িয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে উচ্চ চীৎকার, মেয়েদের

হাসি শোনা যাচ্ছে—অদূরে মেয়েরা একটা চটকদার উক্রেনিয় গান ধরেছে। এই কলরব, হাসি ও গান শুনতে ভালো লাগে। রুশ কিষানদের অপূর্ব্ব প্রাণশক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জার্মান অধিকারকালীন আতংক ওরা হাসিমুখে সহ্য করেছে।

এই স্লাভদেশে সঙ্গীতের অপূর্ব্বশক্তি। একটা চেক সঙ্গীত আছে "আমাদের সঙ্গীতের যেদিন মৃত্যু হবে—সেদিন আমরাও আর থাকব না।" রুশীয়, ইউক্রেনীয়, পোল, স্লোভাকস্ যুগোস্লাভ ও চেক প্রভৃতি জাতিসমূহের পক্ষে সঙ্গীতই সব। সঙ্গীত তাদের ধূলি কর্দম থেকে তুলে ধরে, অতীতের জ্বালা ভুলিয়ে দেয়, সাময়িক হতাশা ও আতঙ্ক দূর করে।

লেলিনগ্রাদ সম্পর্কে প্রসস্তি প্রসঙ্গে—নিকোলাই টিকোনভ্ লিখেছেন "সঙ্গীতই আমাদের জীবন। নিদারুণ শোকেও সঙ্গীত ভয় পায়নি।"

লেলিনগ্রাদ সম্পর্কেও যেমন যাসনায়া পালিয়ানার পক্ষেও কথাগুলি তেমনি প্রযোজ্য। সঙ্গীত সব কিছু ছাড়িয়ে আপন গরিমায় মাথা তুলে আছে।

ছত্রিশ

"নব-বিধান"

পুনরাধিকারের পর আগসট্ মাসে আর্জেভ ফ্রন্টে পহরেলয় গ্রামে গেলাম। দশ সপ্তাহ পরে পুনরায় এই গ্রাম ও জেলাটিতে জার্মান "নব-বিধানের" প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে গেলাম। জার্মানরা তাদের দশমাস কাল অবস্থানে কি 'নব-বিধান' চালু করেছে তা দেখার বাসনা। আমি সহর অঞ্চল অপেক্ষা ইচ্ছা করেই গ্রামাঞ্চল বেছে নিলাম।

১৯৪১এর শরৎকালে মস্কৌ অভিযানের মুখে জার্মানরা প্রায় সব গ্রামগুলি অধিকার করে ফেলেছিল, তাদের সেই অগ্রগমন এতই দ্রুত যে অল্পসংখ্যক গ্রামবাসী রুশ অঞ্চলে পালাতে পেরেছিল, অবশিষ্টাংশ গ্রামেই পড়ে রইল। ১৯৪২-এর জানুয়ারী মাসে পুন-রাক্রমনের মুখে রাশিয়ানরা অষ্টআশীটা গ্রাম অধিকার করল। প্রায় দুমাস কাল ধরে সেই গ্রামগুলি জার্মান অধিকারে ছিল। বাকী চৌষট্টিটি গ্রাম (পহরেলয় সমেত) দশমাস কাল জার্মান 'নব-বিধান' ভুক্ত হয়েছিল। জার্মান 'নব-বিধান' ব্যবস্থা লক্ষ্য করার উপযুক্ত ক্ষেত্র এই গ্রামগুলি। দশমাসে শুধু বহিরেখা নয়—'নব-বিধান' এর আকৃতি বুঝে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সময়। পহরেলয়ে পৌছে দেখ্লাম গ্রামটি কর্দমাক্ত- রুশ ভ্রমণকালে কখনও আর এত কাদা দেখিনি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও বলছি জার্মানরা এখানে এসে সর্বাগ্রে যা কিছু উন্নয়নকল্পে সৃষ্ট হয়েছিল সব ধ্বংশ করে দিয়েছিল। ব্রীজ ভেঙে, ফুটপাথ উড়িয়ে নর্দমা বুজিয়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যেন যা কিছু উন্নতি গ্রামগুলির হয়েছিল তা নষ্ট করাই ওদের লক্ষ্য ছিল। তার ফলেই পথে জলপ্লাবন ও এত কাদা।

অল্পদিন রাশিয়ায় থেকে বাহ্য আকৃতিতে ও দেশবাসীর মুখে শুনে জান্লাম যে যা কিছু উন্নয়ন, শিক্ষা, যন্ত্র বা অন্যবিধ উন্নয়ন ব্যবস্থা পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় করা হয়েছিল তা উল্টে দেওয়াই ছিল জার্মানদের লক্ষ্য। সেই আদিমযুগে রাশিয়াকে টেনে নিয়ে যাওয়াই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। এই সব কর্দমাক্ত নদী ও গ্রাম দেখে আমার প্রাচীনকালের কথা মনে হ'ল। যেন টলষ্টয়ের The Power of Darkness, চেকভের The Peasants, আইভান বুনিনের "The Village" বা পিসেমস্কীর করুণ ভ্রমণ কথা মনে পড়ল। ১৯৪২—পহরলয়ে দেখে প্রাচীনকালের যে রাশিয়া দেখেছি বা যার কথা পড়েছি— পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ব্বে যা দেখেছি তাই কেবল মনে পড়তে লাগল। আদিমযুগের অনগ্রসরত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই হয়ত জার্মান 'নব-বিধান'।

মনে হতে পারে যা কিছু উৎপন্ন দ্রব্যাদি দেশ থেকে জর্মানরা লুট্ নিয়ে নিজেদের জীবন অধিকতর সুখময় করার জন্য রাশিয়ার যান্ত্রিক যুগের যা কিছু সুফল তা সংরক্ষণ করল। কিন্তু পহরলয় জেলার এই গ্রামটীতে তারা ঠিক সেই কার্য্যটীই করেনি। তারা যান্ত্রিক যুগের সব কিছু ধ্বংস করেছে আর সেই ধ্বংসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পদে পদে চোখে পড়বে।

উনিশশো চল্লিশ শো পর্য্যন্ত নিকটবর্ত্তী দেবূজহা নদী থেকে গ্রামে পানীয় জল-

সংগ্রহ করে আনতে হয়েছে, শীর্ণা খরস্রোতা নদী। স্রোতের মুখে গ্রাম ও মাঠের অনেক আবর্জনা ধুয়ে নিয়ে যায়। অনেক পরিকল্পনা ও চেষ্টার পর পহরলয় ইঞ্জীন সহ একটা কূয়া কাটিয়েছিল তাতে একটা স্বয়ংক্রিয় পাম্প ও চার হাজার বালতি জল ধরার মত একটা কাঠের চৌবাচ্চাও করা হয়েছিল। গ্রামের বিভিন্ন অংশে পাইপ বসানো হয়েছিল। পল্লীবাসীরা সেখান থেকে পানীয় জল আহরণ করতো।

পহরলয়ে এসে জার্মানরা সেই পানীয় জলের ব্যবস্থা ধ্বংস করে ইঞ্জীনটা সরিয়ে নিয়ে যায় পাম্পটা ভাংে আর কাঠের চৌবাচ্চাটা পুড়িয়ে ফেললে। গ্রামেতে তাদের দশ মাস ব্যাপী অবস্থানকালে ওরা দেব্জাহা নদীর অপরিচ্ছন্ন ও কর্দমাক্ত জলই ব্যবহার করেছে। স্বাস্থ্যতত্ব এবং সুরুচীর খাতিরে তাদের পক্ষে ঐ কূপের জল পান করাই সুবিধা-জনক ছিল। কিন্তু যান্ত্রিক দ্রব্যাদি ধ্বংসকরার ঝোকে সুরুচী ও স্বাস্থ্যতত্বের বালাই বিসর্জন দিতে হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তার সর্বপ্রধান শক্তি। বাণিজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যের দিকেই নিয়োগ করেছিল। যার ফলে গৃহ নির্মাণ কাজ বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবোত্তর কালের তুলনায় সামান্যই উন্নতি লাভ করেছিল। কিন্তু পরিকল্পনা অনুসারে সর্বজনীন স্নানাগার নির্মিত হয়েছিল। পহরলয়ে পাচশো লোকের উপযুক্ত একটা স্নানাগার তৈয়ারী হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যদল এই রকম একটা আধুনিক ধরণের স্নানাগার ব্যবহার করতে পারার সুযোগ একটা ভাগ্যের কথা। কাজে কাজেই মনে হয়েছিল যে জার্মানরা সেটা স্বাস্থ্যের খাতিরে সদ্ব্যবহার করবে। উল্টে গ্রামে আসার সপ্তাহের মধ্যেই তারা সেটিকে ধ্বংস করে ফেললে।

পহরলয়ে একটা বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদক যন্ত্র ছিল। প্রত্যেক বাড়িটাতে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত ছিল। জার্মানরা সেটা ধ্বংস করেনি। শুধু অফিসারদের কোয়ার্টার আর দু' একটা প্রতিষ্ঠানে আলোর ব্যবস্থা রেখেছিল। শীতের সংগে সংগে তাই ইঞ্জীনটা জমে শক্ত হয়ে গেল আর ওরা যাবার সময় ডায়নামোটা সংগে করে নিয়ে গেল, আর ইঞ্জীনটা নষ্ট করেছিল বটে কিন্তু ধ্বংস করতে পারেনি।

গ্রামে একটা দোতলা পাথরের স্কুল বাড়ি ছিল। নীচের তলাটাতে জার্মাণদের ঘোড়ার আস্তাবল ছিল।

উনিশশো বেয়াল্লিশের চৌঠা আগাষ্ট গ্রামের চেয়ারম্যান ও অপরাপর সোভিয়েট রাজপুরুষ যারা অবরোধকালে গেরিলা হিসাবে কাজ করেছিল তারা পহর্লয়ে ফিরে এসেছিল। স্কুল বাড়ির ভিতরে ঢুকে তারা দেখেন হলের ভিতর আটটা মরা ঘোড়া ধূলা চাপা অবস্থায় পড়ে পচ্চে।

পহ্রলয়ের চারদিক খোলা মাঠে মৃত জার্মাণ অফিসার ও প্রাইভেটদের কবর দেওয়ার উপযুক্ত জমি ছিল গ্রামের ভিতরেও অনেক বাগান প্রভৃতিতে ভালো ভাবেই এ কার্য সুসম্পন্ন করা যেত। জার্মাণরা কিন্তু তার পরিবর্তে গ্রামের মধ্য ভাগের চারটে কাঠের বাড়িকে অফিসারদের কবরখানা করেছিল।

মাদার রাশিয়া

প্রথম যখন ওরা গ্রামে এল তখন একদিন রাস্তার কাদায় ওদের ট্যাঙ্কের চাকা বসে গেল। গ্রামের ঝোপঝাড়ে ইট কাঠ প্রভৃতির অভাব ছিল না তা দিয়েই গর্ত বোজানো যেত। জার্মাণরা কিন্তু তার পরিবর্তে বই ব্যবহার করত। স্কুল আর লাইব্রেরী থেকে তারা বই এনে রাস্তায় ফেললে। টলষ্টয়, পুসকিন, মার্ক টোয়ে, ডিকেন্স সব গর্তয় গিয়ে পড়ল।

পহরলয় গ্রামে জেলার একটী কেন্দ্রীয় পাঠাগার ছিল। ঐ এলাকার ছাপ্পান্নটী স্কুলে সেই পাঠাগার থেকে বই বিতরণ করা হোত। আশ্চর্য তার কোন সেল্‌ফে একখানি বই নেই। শুধু একটী বাড়ির এক প্রান্তে আঠারো ভলম লেলিন অক্ষত অবস্থায় ছিল। লাইব্রেরিয়ানরা জার্মাণরা আসবার আগে সেগুলি লুকিয়ে ফেলেছিল। এ ছাড়া সারা জেলার যে কোনো বিষয়ের যে কোনো লেখকের যে কোনো বই আগুনে পুড়িয়ে বা অন্য কিছু কোরে নষ্ট করেছে।

সর্ব প্রথম যে গ্রামে জার্মাণরা ঢোকে খাদ্য দ্রব্য আর বই সর্বাগ্রে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খাদ্যদ্রব্য তারা বাজেয়াপ্ত করে আর বই ধ্বংস করে। রাশিয়ার অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চলে তারা যে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল তা নয় অনেক জায়গায় তারা যৌথ কৃষিশালা বা রাষ্ট্রীয় কৃষিকর রাশিয়ান প্রতিষ্ঠান হিসাবে নয় জার্মাণ সম্পত্তি বা কোনো জার্মাণ জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে রক্ষা করেছিল। পহরলয়ে জার্মাণরা তাদের নববিধান চালু করার বেশী সময় পায় নাই। তবে যে আদিমত্বের হাত থেকে রাশিয়া মুক্তি পেয়েছিল বহুমূল্য রক্ত ও বিত্তের বিনিময়ে পুনরায় সেই আদিমত্বে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই রাশিয়ায় জার্মাণ নব বিধান।

আদিমত্ব, জাতীয় সংস্কৃতির বিলোপ সাধন, আর লোকক্ষয় করাই বোধ হয় রাশিয়ায় জার্মান নব-বিধানের মূলনীতি। অন্ততঃ পহরলয়ে গিয়ে আমার-ও উইনটারটনের তাই মনে হ'ল।

পহরলয়ে একজন সোভিয়েট অফিসার বল্লেন: "জোলোটিলভো গ্রামের নাম শুনেছেন?"

বল্লাম: "না ত'!"

'অতি অপরূপ গ্রাম—একটিও বাড়ী আর সেখানে খাড়া নেই জনগন স্বগ্রামে খানা খন্দরে অতি কষ্টে দিন কাটায়। আমরা তাদের শীতকালটা অন্যত্র পাকাবাড়িতে থাকতে বলেছিলাম, কিন্তু ওরা যেতে চায়নি। স্বগ্রাম যেখানে হোক্ মাথা গুঁজে থাক্‌বে তবু অন্য কোথায় গিয়ে আবাসে থাক্‌বেনা। নিজ বাস্তুভূমির প্রতি রুশজাতির প্রীতি ও চরিত্রগত দৃঢ়তার এই পরিচয়।"

আমরা তাই জোলোটিলভো গ্রামে গেলাম, পথ এমনই কর্দ্দমাক্ত যে আমরা সোভিয়েট প্রদত্ত ঘোড়া ত্যাগ করে পায়ে হেঁটেই চল্‌তে লাগ্‌লাম। আবহাওয়া ওর চেয়ে ভালো হওয়া অবশ্য সম্ভব ছিল না। প্রায় দু সপ্তাহকাল ধরে প্রতিদিন গ্রামাঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছিল, সেই বৃষ্টি সৌভাগ্যক্রমে সহসা থেমেছে। আকাশ পরিষ্কার, প্রসন্ন সূর্যালোক, ভিজে ঘাস, শারদীয় ফুল আর শুখনো পাতার গন্ধ বাতাসে ভেসে আস্‌ছে। গ্রামের

পথ ছেড়ে আমরা Derzha River এর বাঁক ধরে আমরা উপত্যকা বেয়ে চল্‌তে লাগ্‌লাম।

জমি ভিজা, তবু কঠিন ঘাস থাকায়—পথ চলার স্থবিধা হ'ল। আমার পথ প্রদর্শক সোভিয়েটের একজন কর্ম্মচারী। আমরা ভেবেছিলুম যুদ্ধকালীন গ্রামাঞ্চলের সংবাদ সকলের চেয়ে তিনি ভালই জানেন। তবু আমরা বাঁকের পথে একটু পা বাড়াতেই নারীকণ্ঠে আবুল চীৎকার শুন্‌লাম।"

"ওপথে যাবেন না, মাইন লেগে উড়ে যাবেন, মাইন, মাইন-মাইন।" আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকালাম। একটি বাড়ীর জানালা থেকে জনৈক মহিলা হাত নেড়ে বল্‌তে লাগলেন: "মাইন আপনাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে। অন্য পথ ধরুন।"

সোভিয়েট অফিসারটি বিরক্ত হয়ে বল্লেন: "ওরা ঘাসের ভিতর মাইন বসিয়েছে। দেখবেন ব্যাপারটা! দশ সপ্তাহ ওদের আমরা তাড়িয়েছি। বহু মাইন খুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তবু এখনও চারিদিকে মাইন ছড়িয়ে আছে।"

সত্যই বহু মাইন পড়েছিল, পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্র বেয়ে যাওয়ার সময় আমরা চারদিকে পথিকের জন্য সতর্কবাণী দেওয়া রয়েছে দেখলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু মাইন টিনের কৌটার ভিতর ঘাসের মাঝে লুকিয়ে রয়েছে, তাদের সন্ধান করাই মুস্কিল।

শুধু মাইন নয়, হাত বোমা, ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী বোমা ঘাসের ভিতর জঙ্গলে ঝোপের ভিতর লুকানো রয়েছে। একজন সৈনিক সেগুলি পরিষ্কার কর্‌ছে, তবু এখনও অনেক পরিষ্কার করার আছে।

একজন সৈনিককে থামিয়ে কথা শোনা গেল "জামানদের মৃতদেহও পাওয়া যায়, প্রতিদিন মেশিনগানের ঝোপের ভিতর দুটা একটা মৃতদেহ পাই।"

সোভিয়েট অফিসারটি বল্‌লেন—"বুঝুন কি ঘন জঙ্গল এই মেশিনগানের- এইখানে ওরা প্রচণ্ড অগ্নিদাহের ব্যবস্থা রেখেছিল।"

সৈনিকটী গর্বভরে বলে, "কিন্তু আমাদের গোলা বারুদ ওদের সোজাসুজি বাসার ভিতরেই মেরে ফিরেছে। মেরে একেবারে মাঠ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা ওদের লাস খুঁজে বেড়াচ্ছি এখন।"

আমি বল্লাম, "লাসগুলি নিয়ে কি কর?"

"ট্রেঞ্চের ভিতর ফেলে দিয়ে কাদা চাপা দিই।"

"কাপড় চোপড়, জুতা এ সব খুলে নাও নাকি?"

"না শুধু দলিল পত্র ছাড়া আর কিছুই নিই না, সব শুদ্ধ ফেলে দিই। পচে মরুক।"

"অফিসারটী বল্লেন, আমাদের রুশ জমি ওদের সারে আরও উর্ব্বর হোক।"

আমরা সৈনিকটীকে বিদায় জানিয়ে আবার পথে চলতে লাগলাম। চারিদিকে আগাছা আর জঙ্গল। রাশিয়ান অফিসারটি বল্‌লেন, "আগাছা নিড়ানো বড় কঠিন ব্যাপার, সারা বছর কেটে যাবে এক একটী মাঠের আগাছা নিড়োতে।"

আগাছা নিড়ানোর কাজ রাশিয়ানদের অসংখ্য কাজের অন্যতম। আমরা নদী

তরঙ্গের উপর একটি কাঠের সেতুর কাছে এসে পৌঁছলাম। নীচে কাদার ওপর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত শাদা নর কঙ্কাল পড়ে আছে। প্রতিদিন কতলোক এই সেতুর উপর যাতয়াত করে, এই সেদিন দু পক্ষের সৈন্যদল এ ওর পিছে ধাওয়া করে ছুটেছে তবু কেউ এই নর কঙ্কালকে স্পর্শ করেনি যেন পবিত্র স্মারক, ভয়াবহ অশুভ বস্তু। এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে এই কঙ্কালটির উপস্থিতি বিশেষ করে ও এই ভাবে ও এই প্রকাশ্য স্থানে নাটক, কাহিনী আতঙ্ক ও ইন্দ্রজালের বিষয় বস্তু হতে পারে।

মাথাটা উঁচু, মুখটি খোলা, দু পাটি সাদা দাঁত, তাতে বয়সের কোন ছাপ নেই। কঙ্কালটি বুকের কাছে বাঁকানো। বোধকরি গুলির আঘাত পেয়ে লোকটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়েছিল। তারপর আর ওঠেনি।

লোকটি জার্মাণ না রাশিয়ান কেউ বলতে পারে না। পতঙ্গ বা পিঁপড়ে বাতাস বা জল কুকুর বা শিয়াল কে এই শরীরের মাংস এত পরিষ্কার করে খেয়েছে কেউ বলতে পারে না।

আমাদের সঙ্গে যে সুশ্রী তরুণ লেফটেন্যাণ্টটি ছিলেন তিনি এই অজ্ঞাতনামা কবরহীন সৈনিকের দেহাবশেষ ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর চিন্তাভরে যেন আত্মগত হয়েই বল্লেন :—

"একদিন তুমি বেঁচেছিলে, ভাল বেসেছিলে, কাজ করেছিলে আর এখন—"

জার্মান দগ্ধ বহু গ্রাম দেখেছি কিন্তু জোলোটিলভোর মত গ্রাম আর দেখিনি। মাত্র কয়েকখানি বাড়ি আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, কয়েকটি ইটের উনান ও তার চিমনী—মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। সব গেছে—পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা ছিল তা টেনে রাস্তায় ফেলে দিয়ে সরল রাস্তা তৈরী করা হয়েছে।

সার্জে আইভানোভিচ্ আইভানভ, এর চাইতে রাশিয়ান নাম আর কি হ'তে পারে? বাহান্ন বছর বয়স, কলখোজের হিসাব রক্ষক। নীলচোখ, কালো চুল, মুখে সামান্য ঘন দাড়ি, দূর থেকে দেখলে শীতকালীন ঝুসকুড়ি বলে মনে হবে। তিনি জারের বাহিনীতে ছিলেন, তাছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধে তিন বছর লড়েছেন। এই তিন বছরে রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার বহু স্থানে তিনি অনেক জার্মান দেখেছেন, কিন্তু সে সব জার্মানের সঙ্গে হিট্‌লারের সৈন্য বাহিনীর কোনো মিল নেই। অনেকে হয়ত নিষ্ঠুর ছিল, কিন্তু রুশ জাতের প্রতি মানুষ হিসাবে তাদের শ্রদ্ধা ছিল। তারা লোককে কষ্ট দিয়ে আনন্দ উপভোগ করত না। মজার খাতিরে লোকের বাড়ি ঘর নষ্ট করত না। তাদের হাতে যা কিছু পড়ত সবই তারা সযত্নে রক্ষা করার চেষ্টা করত।

সার্জে আইভানোভিচ বল্লেন: "কিন্তু এই জার্মানগুলো যে কি তা শুধু শয়তানই বলতে পারে। বাড়ির ভিতর ঢুকে যা কিছু সামনে পাবে সবই এমন ভাবে ব্যবহার ও অপব্যবহার করবে যেন ওদেরই জিনিষ। যদি কোনো জিনিষ ব্যবহার যোগ্য না হ'ত তাহলে তা জ্বালিয়ে বা নষ্ট করে দিত। তুমি যদি কিছু বলো তাহলে মাথা ভেঙে দেবে, বা পিছনে বেত মারবে।

"বাড়িতে একটা পুরাতন ঘড়ি ছিল, পৈতৃক ঘড়ি। তাতে দম দিলে দু সপ্তাহ

চল্‌ত। একজন জার্মান যুবক বাড়ির ভিতর ঢুকে ঘড়িটা দেয়াল থেকে টেনে খুলে নিয়ে ভিতরকার কলকব্জা খুলে ভেঙে, ঘড়িটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল। শূয়ারেও ত' ঘড়ি খায় না। কাকেও ছোঁয় না। তার সেটা নষ্ট করে কি লাভ হ'ল? যদি বাড়ি নিয়ে যেত তাহলে মানে হত চোর চোরই, কিন্তু জার্মান চোরের কাছে কেউ নয়।

তিনি একটু থাম্‌লেন, হাতের দস্তানা দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন:

"ভেবে দেখুন, ফ্রিজরা (জার্মানরা) বাড়ি এসে ঢুক্‌ল, বুটে কাদা মাখা। ঘরে ঢোকার পুর্বে স্বচ্ছন্দে আমাদের মত ঝাঁটা দিয়ে জুতা পরিষ্কার করে আস্‌তে পার্‌ত—কিন্তু ফ্রিজের চরিত্র বিচিত্র, সে সেই কাদামাখা জুতো নিয়েই ঘরে ঢুক্‌বে। ঘরের ভিতর এসে বস্‌বে, বাড়ির মেয়েদের পানে তাকিয়ে শীষদেবে, যেমন লোকে কুকুরকে শীষ দেয়। মেয়েরা যখন ওর দিকে তাকায় তখন বলে "এস Matka—আমার পা থেকে জুতোটা খুলে পরিষ্কার করে দাও। আমাদের মেয়েদের দিকে চাকর-দাসীর মতো ওরা কথা কয়—কি যে ভাবে, কে জানে?"

সার্জে আইভানোভিচ বল্লেন "কিংবা ভেবে দেখুন—বাড়ির ভিতর এল, আগুন নিভন্ত, আগুনটাকে উস্‌কিয়ে দিতে হ'বে, কেউ-ত আর একে সাহায্য করার নেই,—বাইরে বেরিয়ে যায়, একটুক্‌রা কাঠ সংগ্রহ করে মেঝের উপর রেখেই সেটাকে কাট্‌তে সুরু করে,—বাইরে কাঠটা কাটতে কি হয় বলুন ত'? প্রথম যুদ্ধের জার্মানরা হলে তাই কর্‌ত। যদি কিছু বলেন তাহলে যেন কুকুর বিড়ালের এই ভাবে আঙুল দেখাবে—শীষ দেবে, হাস্‌বে।"

শীতকালীন বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে একদল ছেলে মেয়ে আমাদের চারপাশে এসে জমেছিল।—সার্জে আইভানোভিচ সহসা তাদের সকলের মুখের পানে তাকিয়ে একজনকে বেছে নিয়ে বল্লেন:—"এই দেখুন, মেরিয়া, মাত্র সাত বছর বয়স, আট হ'তে চলেছে, ফ্রিজরা দুটো বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়ে রোজ দু বালতী করে জল আনিয়েছে, বেচারী ভারের চাপে নুয়ে বেঁকে পড়েছে,—সে কাঁদত, আর ফ্রিজগুলো তার পানে তাকিয়ে হাস্‌ত আর চীৎকার করে বল্‌ত: 'চালাও চালাও" যেন ও গরু বা ঘোড়া,—কি অদ্ভুত মানুষ ওরা!"

কলখোজের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের ফরাসী নীল নয়না স্ত্রী আমাদের তাঁর খন্দরে আমন্ত্রিত কর্‌লেন, ছোট্ট একটা ইঁটের উনান আছে, একটা খোলা জানলা তার ভিতর দিয়ে সূর্যালোক আসে—সাতজনে মিলে এই খন্দরটিতে থাকে। তিনি বল্লেন:—আমরা কোনো ক্রমে চালিয়ে দিই। উনানের উপরিভাগ দেখিয়ে বল্লে এর উপর ও পাশে শুয়েই কাটাই, এক রকম চলে যায়, তবে মেজেটা বড় ভিজা—"

নীচে পা দিয়ে নাড়তে জলের আওয়াজ পেলাম—রমণীটি বল্লেন "এখানটা বড় ভিজা—জল আছে, তবু জার্মানদের তাঁবে থাকার চাইতে ভালো,—ওরা কি আর ফির্‌বে? ফিরতে পারে?"

তরুণ লেফটেন্যাণ্টটি বল্লেন : "না মাসী তা আর হ'তে দেব না।"

"তোমাদের মত লোকই ওদের বাধা দিতে পারে লেফটেন্যাণ্ট।"

তরুণ অফিসারটি বল্লেন "আমরা বাধা দেব, আর ওরা ফিরবে না।"

অফিসার এমনই দৃঢ়তার সঙ্গে বল্লেন যে, যে-দুটি শিশু অদূরে বসেছিল তাদের মুখে আনন্দের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

আমি বল্লাম : "শুন্‌লাম সোভিয়েট নাকি পহরলয়ে জলোটিলোভোর অধিবাসীদের জন্য অন্যত্র বাসা ঠিক করেছেন, তাহলে আর পায়ের নীচে এমন জল প্লাবন সহ্য করতে হবে না।"

রমণীটি দৃঢ় কণ্ঠে বল্লেন : না-না, আমরা জলোটিলভো ছাড়তে চাই না, নিজের বাড়ির মত মধুর আর কি আছে ?

সোভিয়েট অফিসারটি হেসে বল্লেন—"কেমন বলেছিলুম না ?"

আমি বল্লাম : "জলোটিলভোয় স্বগ্রাম প্রীতি অতি প্রবল দেখছি।"

"কেন হবেনা ? আমরা বাইরে গিয়ে চারিদিক দেখি, সবই বেশ প্রীতিপ্রদ ও মনোরম, আপনি যে এখানকারই, সব কিছুই আপনার, এই ধারণা মনে আনন্দ জাগায়। না, আমরা আর কোথাও যেতে চাইনা, এখনত' জার্মানরা চলে গেছে, তারা যদি আসেও —মানুষত' আর বেশী দিন বাচেনা, আমরাও আর বাঁচতে চাইনা।"

আমরা সেই খন্দর ত্যাগ করে পুনরায় বাইরে এলাম, আবহাওয়ার উষ্ণতা, উজ্জ্বল সূর্যালোক, গ্রাম প্রীতি সম্পর্কে সেই রমণীটির মনোরম কথা আর পারিপার্শ্বিক বিধ্বস্ত অবস্থা যেন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। আমাদের চারিপাশে মৃত্যুর খোলসের মত ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে। আরও বীভৎস লাগে, কারণ তা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় মনে হয় বলে।

একটা কেমন একঘেয়ে চাপা আওয়াজ শুনে বিস্ময় বোধ কর্‌ছিলাম, আমাদের কৌতুহল দেখে খন্দর থেকে রমণীটি বল্লেন :

"কেউ আটা ভাঙছেন। আসুন না আমরা কেমন করে আটা ভাঙ্গি দেখে যান।"

আমরা ছাউনীর নীচে গিয়ে দেখি, ময়দার ধূলায় যেন পাউডার-চর্চিত হয়ে সাদা হয়ে গেছে, কাঠের পেরেকের সঙ্গে লাগান একটা লম্বা দণ্ড ঘোরাচ্ছে। মেয়েটি কাজ থামাল, স্ত্রীলোকটি বল্ল :

"আমরা উদ্ভাবনাশীল,—এই যন্ত্র আমরা স্বহস্তে তৈরী করেছি, জার্মানরা এ অঞ্চলের সব ময়দার কল ধ্বংস করাতে আমাদের এই সব নতুন করে কর্‌তে হ'ল।"

দীর্ঘকাল রাশিয়া ভ্রমণ কালে আমি বহু প্রাচীন ধরণের যন্ত্রপাতি দেখেছি কিন্তু এই দিন সন্ধ্যায় যেমনটি দেখ্‌লাম তেমন আর কখনও দেখি নাই। পাথরের অভাবে দুখণ্ড ভারী কাঠ দিয়ে যাঁতার মত তৈরী করা হয়েছে।

স্ত্রীলোকটি বল্লেন : "আমাদের এখন সবাইকেই আবিষ্কারক হতে হয়েছে।" কথাটির প্রতিধ্বনি করে বল্‌তে ইচ্ছা করে নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই !

মাদার রাশিয়া

হেসে মেয়েটিকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে—সেই গুরুগম্ভীর আওয়াজের ভিতরই ছাউনি ত্যাগ করলাম।

ছোট মেয়েটীকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে, সেই যান্ত্রিক শব্দ শুনতে শুনতে আমরা বেরিয়ে এলাম। যুদ্ধ পূর্ব্বকালে গ্রামের ভিতর এই জাতীয় শব্দ শোনা যেত না, তখন কেউ কল্পনাও করতে পারত না যে আবার ঐ শব্দ শোনা যাবে, হাতে চালানো মেশিনের শব্দ ইঞ্জিনের গুঞ্জন মুছে দিয়েছিল। এখন আর ইঞ্জিন নেই, সেই হাতে চালানো যন্ত্র আবার ফিরে এসেছে। জনতা ও আমাদের যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে এ কালের জার্মানদের মত সর্বগ্রাসী ও সর্ববিধ্বংসী জাতের কাছে সব কিছুই নশ্বর, কিছুরই মূল্য নেই।

ইতিমধ্যেই গ্রামেব ভিতর কয়েকটি নূতন বাড়ী তৈবী হয়েছে, একটি বাড়ী চোখে লাগল, গ্রামের ঠিক মধ্যভাগেই বাড়ীটি তৈরী হয়েছে, কাঠের জানলা দরজায় ছাতা ধরেছে, মাথায় পাতার ছাউনি ঝুলে আছে। বাড়ীটি দেখে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাঘর বলেও মনে হতে পারে। কিন্তু চতুর্দিকের ধ্বংসস্তূপের ভিতর ছোটদের খেলাঘরের বিলাসিতা কেউ কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু ঘরটি গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান ঘর, গ্রামের শস্যাগার। আকার দেখে শস্যের যে পরিমাণ অভাব তা অনুমান করা যায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী শরৎকালে যে পরিমাণ রাইশস্য আহরণ করা হয়েছিল কলখোজের সেই সঞ্চয়ের ভরসায় জার্মাণরা ছিল। তারা স্বীকার করে রাশিয়ানদের বলেছিল যে এত প্রচুর শস্য সম্ভারে তারা আনন্দিত, অধিকাংশ শস্যই গোলাগুলির আঘাতে ও জার্মাণ সৈনিক কর্ত্তৃক পদদলিত হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু অত্যন্ত তাড়াতাড়ি থাকায় তারা সে কার্য সাধন করতে পারে নি। যখন দেশের লোক আবার ফিরে এল অর্থাৎ যারা জীবিত ছিল এবং সহজে ফিরে আসতে পেরেছিল—তারাই সর্বাগ্রে এই বহুমূল্য শস্য আহরণ করতে সুরু করল। মাসের ওর মাস যারা অভুক্ত ছিল তাদের পক্ষে নিজেদের আহরণের জন্য শস্য সংগ্রহের মত আনন্দদায়ক আর কি আছে।

ওদের না ছিল ঘোড়া, না ছিল ট্রাকটার, না ছিল গরু, কিছুই ত ছিল না। বুভুক্ষ ও ক্লান্ত কাস্তে মাঠে নিয়ে আহার্য সংগ্রহ করতে গেল। তারা গোড়া থেকে সবটাই কেটে নিল। ছোট ছেলেরা যা কিছু পড়ে থাকছিল তা সংগ্রহ করছিল, কিছুই যাতে নষ্ট না হয়।

"ও সোনার খোকারা! ও ধন মনি!" পথের প্রান্ত থেকে একটি কম্পিত কণ্ঠ ভেসে এল।

একটি বৃদ্ধা আমাদের সম্বোধন করছেন। আমরা তাঁকে পূর্ব্বে আর দেখিনি। সহসা তিনি খাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, কাদা আর ধূলা ভেদ করে উঠেছেন। পায়ে উঁচু বুট জুতা, কালো রুমাল হাতে, গায়ে মেষ চর্মের জামা, তার অতি সামান্য চামড়ার অংশটুকুই আছে। হাতে একটী দণ্ড—প্রায় দাড়িতে গিয়ে ঠেকেছে। আমাদের যতই সামনে আসছেন ততই তাঁর মুখ দিয়ে মধুস্রাবী মিষ্টকথা বেরিয়ে আসছে। তিনি

ঘন ঘন শ্বাস ফেলছেন, কিন্তু এমনই তিনি কথায় ভরপুর, যে কথা না বলেও পারছেন না, গোঁড়া ভক্তের ভঙ্গিতে গায়ে ক্রস চিহ্ন এঁকে নিয়ে তিনি প্রাচীন শ্লাভভাষায় আমাদের জন্য প্রার্থনা জানালেন।

"হে বিধাতা! এদের মঙ্গল কর। এরা তোমার প্রিয়তম সন্তান। হে ভগবান, এদের স্বাস্থ্য, শক্তি ও আনন্দ দাও! হে বিধাতা, করুণাময় ভগবান!"

আনন্দে বৃদ্ধা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, তাঁর সেই চমৎকার সবুজ চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

তিনি বলতে লাগলেন, "আমার বয়স সত্তর বৎসর। আমি শহরে, কালিনিনে বা মস্কো গিয়েছি। আমি শহরের রেঁস্তরায় চা পান করেছি। আমার বৃদ্ধ স্বামী যতদিন বেঁচে ছিলেন কটু পানীয়ের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। আমার অবশ্য তা ছিল না। সারা জীবন কাজ করেছি, কাজ আর কাজ। আর বৃদ্ধ বয়সে শহরের রেঁস্তারায় গিয়ে চা পান করাটাই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা আনন্দের। চুপ করে বসে গ্লাসের পর গ্লাস চা পান করি।"

স্ত্রীলোকটি একটু থাম্‌ল একটু হাঁফ ফেল্‌ল, নিশ্বাস নিয়ে আবার গায়ে ক্রস চিহ্ন এঁকে নিয়ে বলে।

যখন—যখন ওরা এখানে এল, শয়তান বদমাইসের দল, আমি ভেবেছিলাম এইবার আকুলিনা কনড্রাটিয়েভ্‌না ইয়োগোরোভা আর রেঁস্তোরায় বসে চা পান করতে পারবে না। শীগ্‌গীরই কবরস্থ হয়ে যাবে।—সত্যি সোনা মনিরা আমি তাই ভেবেছিলাম। সত্যি আমি যখন আমাদের নির্দোষ রুশ জনগণের ওপর ওদের অত্যাচার করা দেখছিলাম তখন একথা না ভেবে থাকতে পারি নি। কিন্তু তার পরেই এল স্বর্গের দূতের মত আমাদের নিজেদের সৈন্যদল—তোমাদের মতো সোনার ছেলে। লেফটেন্যান্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লেন, "তারপর ওরা আমাদের নিপীড়নকারী সেই শয়তানদের তাড়িয়ে দিল। ও স্বর্গ ও মর্ত্তের সে এক অপূর্ব্ব দিন—আর আমি কেবল প্রার্থনা আর প্রার্থনা করতে লাগলাম!" তার চোখ ঝিমিয়ে এল। খালি হাত দিয়ে তিনি মুখ পুঁছলেন তারপর একটু ঢোঁক গিলে পুনরায় বললেন,

"ওরা কেন পৃথিবীতে এমন শয়তান হয়ে জন্মেছে? কাকে রাই শস্য খায় আবার পোকাও খায়। মাকড়শায় মাছি খায়; ভগবান যা কিছু তুনিয়ায় তৈরী করেছেন তা যতই কেন খারাপ হোক না কিছু না কিছু ভালো কাজ তারা করে, জার্মাণদের মতো শয়তান কেউ নয়। যখন আমি দেখলাম আমাদের লোকজন আমাদেরই ভাষায় আমাদের নিজেদের গ্রামে ফিরে যেতে বলছে, বাড়ীতে নয়—গ্রামে, বাড়ী শয়তানরা ধ্বংস করে ফেলেছে। আর যখন ওদের দেওয়া রুটী—রাশিয়ান রুটী—খেলাম, যেন আমি কেঁদে ফেল্লাম, কাঁদ্‌লাম আর বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানালাম। বিধাতা কত সদয়, কত করুণাময়, এই বৃদ্ধার প্রতিও তাঁর কি অসীম করুণা! বিধাতা মঙ্গলময়।"

বার বার মাথানত করে বৃদ্ধা ক্রসচিহ্ন আঁকতে লাগ্‌ল। আর তারপর বাছারা,

দেখ্‌লাম আমাদের ছেলেরা, স্বর্গের দূতেরা দুটো জার্মান শয়তানকে টেনে নিয়ে চলেছে।' আমি লাঠিটা নিয়ে দৌড়ে গেলাম, কমাণ্ডারকে বল্লাম—"বাছা একবার আমার হাতে হতভাগাদের ছেড়ে দাও, ঠেঙ্গিয়ে বেটাদের মাথা ভেঙে দিই।" কিন্তু কমাণ্ডার বল্লেন—"না ঠানদি, তা হয়না, তা দিতে পারি না।" ভেবে দেখুন একজন রাশিয়ান কমাণ্ডার কি না এই কথা বল্লেন। আমি বল্লাম "কেন বাপু! ঐ কি ওদের পাওনা নয়? গ্রামের দিকে তাকিয়ে দেখ পুড়িয়ে থাক্‌ করে দিয়েছে"—তিনি গম্ভীর গলায় বল্লেন—"হ্যাঁ, সেই ওদের শাস্তি বটে, কিন্তু আপনাকে নিজ হাতে দণ্ড দেওয়ার অনুমতি দিতে পারি না। ওরা ওদের উপযুক্ত শাস্তি পাবে। আমি আর কি করি আমার লাঠিটা তুলে নিয়ে আমি পালালাম—বাহুতে যেন অসীম শক্তি লাভ করলাম। কিন্তু ঐ শূয়ারদের আঘাত করতে পারলে কি আনন্দই না হ'ত—" আশেপাশে যে সব ছেলেরা দাঁড়িয়েছিল তারা হাস্‌তে লাগ্‌ল, আমরাও হাস্‌লাম, কিন্তু বৃদ্ধা থামার পাত্রী নয়, আবার বলতে থাকে :—

"আমি আবার কমাণ্ডারকে বল্লাম, আমার সত্তর বছর বয়স হয়েছে, রাশিয়ার মেয়ে, ভগবানে বিশ্বাসী, ভগবানকে ভয় করি, আমি শুধু ঐ শয়তানকে দেখাতে চাই যে আমাদের দেশের বৃদ্ধারাও ওদের সঙ্গে লড়তে পারে, হাতে বন্দুক বা অন্য হাতিয়ার না থাক্‌লেও আমরা কম নই।" কিন্তু সেই রাশিয়ান কমাণ্ডার শুধু বল্লেন—"না, ঠানদি। ওকে মারা চল্‌বে না।" তখন তাই বল্লুম—"তাহলে প্রতিজ্ঞা কর ওদের পেট ভরে খেতে দেবে না।" তিনি তাই প্রতিজ্ঞা করলেন, কিন্তু তাকে বিশ্বাস হয় না। আচ্ছা, আমরা কেন ওদের খেতে দেব?"

তরুণ লেফটেন্যাণ্টটি হেসে বল্লেন "আমরা ওদের মত নই বলে!"

"ও সোনামনি! —ওরা আর ফির্‌বে না, কি বল?"

"না, ঠান্‌দি, আর—ফির্‌বে না।"

"যদি না ফেরে তাহলে আমি কালিনিন বা মস্কো গিয়ে গ্লাসের পর গ্লাস চা খেতে পারি, কেমন?"

"—নিশ্চয়ই পারেন।" লেফটেন্যাণ্ট বল্লেন।

"তাই যাব, নিশ্চয়ই যাব। আমার টাকা রয়েছে, পেনসন পাচ্ছি, প্রতি মাসেই পাচ্ছি, নব্বই রুবল পাই, তারপর কালিনিনে আমার ভাই জজ তিনিও একশ রুবল দেন। ঐ হতভাগারা যখন এসেছিল তখন হাতে একহাজার রুবল ছিল—যা ওরা কেড়ে নিয়েছে। এখন যখন ওরা বিদায় হয়েছে, আর আস্‌তে পার্‌বেনা তখন আর ভয় কি! হোটেলে গিয়ে সাদা চাদর ঢাকা টেবিলে বসে জ্যাম দিয়ে বিস্কুট খেতে খেতে চা খেতে ভারী ভালো লাগে। কালিনিন আর মস্কো গিয়ে প্রাণ ভরে চা খাব।"

পুনরায় দেহে ক্রসচিহ্ন এঁকে তিনি আমাদের মঙ্গল কামনা করলেন। তাঁর সেই প্রার্থনায় শুধু যে আশা আর বিশ্বাস সূচিত হ'ল, তা নয়, দুর্দশা ও দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব ও সম্ভ্রম অক্ষুন্ন রাখার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আর নির্ভরতা লক্ষিত হ'ল।

অষ্টম খণ্ড

রুশীয় অভিপ্সা

সাঁইত্রিশ পরিচ্ছেদ

"আমাদের কি রাশিয়ার সঙ্গে লড়তে হবে?"

এশিয়া, আফ্রিকা, সাউথ আমেরিকা প্রভৃতি যে কোনো জায়গাতেই বাড়ি ফেরবার পথে গেছি মার্কিন ও ইংরাজ সকলেই রাশিয়া সম্পর্কিত সংবাদ শোনার জন্য আগ্রহান্বিত। এর মধ্যে কেউ কেউ যুদ্ধোত্তরকালে রাশিয়া কি করবে সেই বিষয়ে তাদের উদ্বেগ ও মনোভাব স্পষ্টই প্রকাশ করে ফেললেন। ইংরাজী ভাষাভাষী দেশ সমূহের সংগে রাশিয়ার সম্ভাব্য সংঘর্ষের কথা অনেকে বললেন। অনেকক্ষেত্রে এই উৎকণ্ঠা শুধু একটী মাত্র প্রশ্নেতেই এসে থামত—"আমাদের কি রাশিয়ার সংগে লড়াই করতে হবে?"

সম্ভবতঃ এ প্রশ্ন নেহাতই আকস্মিক। তবু এ কথা বলে দেওয়া ভালো যে আমেরিকানরা এই প্রশ্ন নিয়ে ইংরাজদের চাইতেও অধিক চিন্তিত। খুব কম ইংরাজই এই প্রশ্ন করেছেন। অথচ এই প্রশ্ন করেননি এমন আমেরিকানের সংখ্যা খুব কম।

এই সব আমেরিকানরা উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তারা ষ্টালিনগ্রাদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে রাশিয়ানদের সাফল্যে খুশী। তারা রাশিয়ানরা যে প্লেন, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি দিয়ে এই ব্যাপারে সহায়তা করতে পেরেছে এতে তারা খুসী। তারা আশা করে যে একদিন আমেরিকান ও ইংরেজ সৈন্যবাহিনী জার্মাণদের সংগে লড়াই সুরু করে জার্মাণদের বোঝা অনেক হাল্কা করে দেবে। তারা চায় যে যুদ্ধোত্তরকালে একটা শান্তিপূর্ণ পারস্পরিক প্রীতি ও মৈত্রীতে সমৃদ্ধ জগৎ গড়ে উঠবে। সব কিছু বিবাদ ও মতভেদ পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যেই মিটে যাবে।

কিন্তু তারা সকলেই রাশিয়া সম্বন্ধে চিন্তাকুল। রাশিয়ার সম্ভাব্য বিশ্বগ্রাসী বিপ্লব প্রচেষ্টা ও রুশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার তাদের আতঙ্কিত করে তোলে। সারা বিশ্বের কমিউনিষ্ট পার্টি এমন কি আমেরিকায় পর্য্যন্ত তাদের মতে সব ছেড়ে দিয়ে রুশীয় পররাষ্ট্র নীতি প্রচার করছে। আর সুযোগমত রাশিয়ার সম্ভাব্য বিপ্লবের অস্ত্রে শান দিচ্ছে। অঘোষিতব্য লাল ফৌজের শক্তি মত্তায় তারা রুশ জাতীয়তার আক্রমণাত্মক দিকটুকুই ভাবছে। হয়ত তার ফলে আগামী কালে ইউরোপ বা এশিয়ার রাজ্য বিস্তার কল্পে রাশিয়ার লোভের ফলে ইউরোপীয় দেশগুলির সংগে রাশিয়ার সংঘর্ষ বাধবে তাই সকলেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করছে তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠ। সেই যুদ্ধে কোনো মৈত্রীর বাঁধন থাকবে না। উল্টে রাশিয়ার সংগে আমেরিকা এবং ইংরাজদের হয়ত লড়াই করতে হবে।

আমার রাশিয়া

সবে মাত্র রাশিয়া থেকে ফিরছি ক্রম বর্ধমান রুশীয় সংশয়ের কথা না ভেবে পারি না, কতবার রাশিয়ানদের বলতে শুনেছি "ওরা (ইংরেজ ও আমেরিকানরা) ১৯৪২-এ সেকেণ্ড ফ্রণ্ট খুলবে বলেছিল কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তারা রাখে নি। নর্থ আফ্রিকায় তারা আটটী কি দশটী শত্রুর ডিভিসানের সংগে লড়ছে এদিকে আমাদের লড়তে হচ্ছে ২৪০টী ডিভিসানের সংগে। ওরা চায় যে আমরা একাই জর্মাণদের সংগে লড়ে ভোৎ হয়ে যাই আর ওরা বেশ মজা করে সারা পৃথিবীটা ভোগ দখল করুক।"

উনিশশো বেয়াল্লিশের গ্রীষ্মকালে সেকেণ্ড ফ্রণ্ট খোলা যখন সম্ভব হোল না রাশিয়ানরা তখন ভল্‌গার দিকে পিছন কোরে লড়ছে। আর উনিশশো তেতাল্লিশের শীতকালে যখন তারা একটীর পর একটী অবস্থান থেকে জার্মানদের হঠিয়ে দিচ্ছে তখন ক্রোধ, অবিশ্বাস ও সংশয়ের আর কোন স্থান হোলো না। নর্থ আফ্রিকা ও স্পেনে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি এই ভাবাবেগ ও চিন্তাধারা সংশয় বাড়িয়ে তুলল।

মিত্র পক্ষের যুদ্ধোত্তর কালীন অভিপ্সা সম্পর্কে রুশীয় সংশয়ের মত অপর পক্ষেরও সংশয় কিছু কম নয়। বিশেষ করে তার যুদ্ধোত্তর কালীন অভীপ্সা সম্বন্ধে আমেরিকা অত্যন্ত সন্দিগ্ধ।

এই সব সন্দেহ ও সংশয় পারস্পরিক এবং এর মূল রয়েছে অতীতের শত্রুতায়। কারণ পচিশ বছর রাশিয়া ধনতান্ত্রিক অবরোধের আশংকা করে এসেছে; আর ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহ স্বদেশের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টীর উপস্থিতিতে উৎপীড়িত বোধ করেছে। কারণ কমিউনিষ্ট পার্টীর অর্থ হোল বিশ্বগ্রাসী বিপ্লবের প্রতীক। আর ধনতান্ত্রিক প্রচেষ্টার বিলোপ সাধনে রাশিয়ার প্রচেষ্টা এই সন্দেহ আরো বাড়িয়ে তুলেছে। লাল ফৌজের অপ্রত্যাশিত সামরিক শক্তি মত্তার প্রকাশে রুশিয় সাম্রাজ্যবাদের প্রসার সম্পর্কে এই সব দেশের মনে ভীতির সঞ্চার করেছে। এদিকে আবার, আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি বিশেষতঃ নর্থ আফ্রিকা ও স্পেন সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাব ধনতান্ত্রিক অবরোধ সম্পর্কে তার মনে একটা সংশয় জাগিয়ে তুলেছে।

আসন্ন মিত্র পক্ষের বিজয়ে রাশিয়ার পক্ষে তার বিরুদ্ধে এই জাতীয় একটা অভিযোগের আশংকা করা যে ভিত্তিহীন এই অভিলাষ যদি এই মাত্র হেতু হয় যে জার্মাণীর পরাজয়ের পর সে যুদ্ধোত্তর পূনর্গঠন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং তাকে আক্রমণ করার মত অবস্থা থাকবে না এ কথা রাশিয়ানদের মনে কোনো অর্থ বা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। তারা বরাবরই দীর্ঘকালীন সম্ভাবনায় নিরিখে পৃথিবীটা দেখে এসেছে। নিজেদের অভিজ্ঞতা ও হিটলার অধীন জার্মাণীর অভিজ্ঞতায় ওরা বুঝেছে যে এই যান্ত্রিক ও শিল্প বিজ্ঞানের যুগে যে কোনো দুর্বল রাষ্ট্র বৈদেশিক সহায়তা পেলে দ্রুতগতিতে সামরিক শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। উনিশশো ত্রেত্রিশের লণ্ডন কনফারেন্সে যে সব জর্মাণ সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন তাঁরা নাৎসী জার্মাণীর সংগে রাশিয়ার সম্ভাব্য সংঘর্ষের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা উচ্চ কণ্ঠে বলেছিলেন এ জার্মাণী এতই দুর্বল ও ক্ষীন যে কারো সংগে লড়াই করার মতো শক্তি বা সামর্থ তাদের নেই। আমিও সেই কনফারেন্সে

উপস্থিত ছিলাম এবং এই সব গোপন আলোচনার কথা আমার স্পষ্টই মনে আছে। এই দিনের ঘটনা হিসাবে জার্মাণদের সম্পর্কে রাশিয়ায় সেই দিনকার ধারণা কত যে যুক্তি সঙ্গত তাই ভাবি।

যুদ্ধোত্তর কালীন জগৎ সম্পর্কে সম্ভাব্য অবরোধ সম্পর্কে রুশ-ভীতি ও শংকা যে অমূলক তা বোঝানো কঠিন। তারা স্প্যানীশ গৃহযুদ্ধ, স্প্যানিশের দিকে আঙুল দেখায়, হিটলার ও মুসোলিনী সেখানে বিরাট বিজয়লাভ করেছে। অসফল হলেও তাদের মতে রাশিয়ার বিপক্ষে অবরোধ ব্যবস্থা পুনপ্রবর্ত্তনের জন্য এই সব প্রচেষ্টা।

এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ উপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই, এর ফলেই এই যুদ্ধকালেও সংশয় সংকুচিত আমেরিকান মনে প্রশ্ন জাগে—"আমাদের কি রাশিয়ার সংগে লড়তে হবে?" আর রাশিয়ানরা প্রশ্ন করে "আবার কি একটা ধনতান্ত্রিক অবরোধের সম্মুখীন হয়ে ধনতান্ত্রিক জগতের সংগে আমাদের লড়তে হবে?"

এই সব প্রশ্নের ফলে রাশিয়া ও আমেরিকা উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনার ভয়ংকর সম্ভাবনার কথাটাই মনে জাগে। দুঃখকর হলেও, অতীতের শত্রুতা ও উভয় দেশে নব জাগ্রত আতংকের কথা বিবেচনা করলে অন্য কিছু ঘটবে বলা চলে না। 'কমিনটারণ' ভেঙে দিয়ে রাশিয়া মিত্রপক্ষের মন থেকে অবিলম্বে সন্দেহ দুরীকরণের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রয়াস, আর অবিলম্বে জার্মাণ নিধনকল্পে মিত্রপক্ষীয় প্রচেষ্টা না কার্য্যকরী হলে রুশীয় সন্দেহ ঘুচবে না।

এর ফলে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে আসন্ন যুদ্ধের কথা নিছক কষ্ট কল্পনা। কারণ ভৌগলিক অবস্থানের ফলে এই ধরণের যুদ্ধ অসম্ভব। ধরা যাক্ রুশীয় ফৌজ আলাস্কা দখল করল, তারপর? আমেরিকান ফৌজ কামচটকা, ভ্যাডিভস্টক, পূর্ব সাইবেরিয়া—বৈকাল হ্রদ পর্য্যন্ত দখল করল—তারপর?

আমেরিকার বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিজয়ী হওয়ার একমাত্র আশা ক্ষীণতম আশা—যদি শুধু লাটিন আমেরিকা নয় রাশিয়া যুদ্ধকালীন মিত্ররূপে ইংলণ্ড ও অপরাপর য়ুরোপীয় জাতিসমূহকে পায়। কোন রাশিয়ানই কল্পনা করবেনা যে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রোমান কাথলিক অধিবাসীবৃন্দ যাদের হাতে প্রচুর জমিজমা,—তারা রাশিয়া বা অন্য কোন জাতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে লড়বে। যদি শুধু লাটিন আমেরিকা নয় ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহযোগীতা চায় তবেই রাশিয়া বিজয়ী হ'তে পারে কিন্তু আমেরিকা তার ফলে কি করবে? ওয়াসিংটন সরকারের বিরুদ্ধে কি কম্যুনিষ্ট বিপ্লব সুরু হবে? যেদিন সে বিপ্লব সুরু হবে রক্তপাতেই তার অবসান ঘটবে। আমেরিকা কি ইংলণ্ড, সাউথ আমেরিকা ও অপরাপর দেশ সমূহের সঙ্গে এমন কি চীনকে নিয়ে রাশিয়ার বিপক্ষে ধর্মযুদ্ধ সুরু করবে। রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি যাই হোক্ না কেন, একথা অবিশ্বাস্য মনে হয় যে আমেরিকা সম্ভাব্য রুস যুদ্ধের জন্য এতো উদ্বেগাকুল হয়েও এই রকম একটা ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবে।

অবশ্য অদৃষ্টপূর্ব এবং অচিন্তনিয় পরিস্থিতির জন্য হয়ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যার

ফলে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে তীব্র কূটনৈতিক সংঘর্ষ সম্ভব হয়ে উঠবে। সংঘাত, সংঘর্ষ ও সংশয়াচ্ছন্ন এই পৃথিবীতে অসম্ভব কিছুই নেই। কিন্তু পুনরায় সেই প্রশ্ন জাগে যে আমেরিকা রাশিয়ার বিরুদ্ধে বা রাশিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করবে। তাই যদি আমাদের রাশিয়া জয় করার কোনো আশা না থাকে বা রাশিয়া যদি আমেরিকা জয় করার কোনো আশা না রাখে তাহলে কি লাভ হবে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করে? তবু এই প্রশ্নের একটা চূড়ান্ত অভিমত দেওয়া বা ইংগমার্কিণ যুদ্ধোত্তর নীতি সম্বন্ধে কোনো ভবিষ্যৎ বাণী করা মূর্খতার পরিচায়ক। রাশিয়া সম্বন্ধে বহু ভবিষ্যৎ-বক্তা ছিলেন। তাঁদের সেই সব ভবিষ্যৎ-বাণী এখন ধূল্যবলুণ্ঠিত। ভবিষ্যতে যে কি আছে তা কেউ জানে না, কারণ কেউ জানে না কেমন করে কখন কি ভাবে এই যুদ্ধের অবসান ঘটবে। রাশিয়ার অবস্থা সম্পর্কে একটা অনুমান করা তখনই সম্ভব হবে যুদ্ধান্তে তার প্রয়োজন ও অভীপ্সা এবং বিগত ২৫ বছরে তার বিবর্তন লক্ষ্য করে। বিশেষতঃ ১৯২৮ খৃঃ থেকে রুশ ইতিহাসে এই বছরটি ক্রমশঃই জাজ্বল্যমান হয়ে উঠছে, কারণ এই বছরেই প্রথম পরিকল্পনার সূচনা এবং সুদূরবর্তী অঞ্চল সমূহে যান্ত্রিক যুগের আবির্ভাব হয়েছিল।

আটত্রিশ

যুদ্ধাবসান—ততঃ কিম? ততঃ কিম?

উনিশশো সতেরো খৃঃ; প্রথম মহাযুদ্ধ তখনো চলছে। তখন সোভিয়েটরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেছিল। এক বছরের মধ্যে কেন্দ্রিয় শক্তি বলশেভিক বা অন্য কোন বৈপ্লবিক প্রচার বা অন্দোলনের ফলে ধ্বংস হয় নাই। ধ্বংস হয়েছিল মিত্রশক্তি। মিত্রশক্তির প্রতাপে পরাজয় ও বুভূক্ষা অষ্ট্রিয়া, জার্মাণী ও হাঙ্গেরীতে বিদ্রোহ সুরু করেছিল। কমিউনিষ্ট প্রতিপত্তি ও প্রভাব বেড়ে গেল। মস্কৌতে লেনিন গভর্ণমেণ্ট তার আভ্যন্তরীন বিপক্ষতা ও বৈদেশিক আক্রমণের বিপক্ষে আত্মরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তখন মনে হয়েছিল বিপ্লব বুঝি সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলবে। ১৯১৯ খৃঃ ৭ই নভেম্বর সোভিয়েট তন্ত্রের দ্বিতীয় সমাবর্তন উপলক্ষে লেনিন বলেছিলেন "সমগ্র বিশ্বে সোভিয়েটদের জয় নিশ্চিৎ। শুধু কিছু সময়ের অপেক্ষা।"

কিন্তু উনিশশো একুশে য়ুরোপে সোভিয়েট বিপ্লব শেষ হয়ে গেল। রাশিয়ার বাহিরে একটিও কমিউনিষ্ট তন্ত্র বেঁচে রইল না। সবই রক্তের প্লাবনে নিমজ্জিত হল। এক বছরের মধ্যে ইটালীতে ফ্যাসিসম্ মাথা তুলে দাঁড়ালো, রাশিয়া শুধু মাথা তুলে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সে অ-ধনতান্ত্রিক হয়ে রইল। কিন্তু এর শক্তি অবিচল রইল। তীব্র গৃহ বিবাদ; বৈদেশিক আক্রমণ ও ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রাশিয়া বাঁচল, এর লক্ষ লক্ষ জীবন নষ্ট হল; শিল্প বাণিজ্য ও কৃষিবিদ্ধস্ত; জনগণ দ্বিধা-বিভক্ত; তারা বুভূক্ষু ও বস্ত্রহীন কিন্তু সোভিয়েট তন্ত্র অপ্রতিহত ক্ষমতায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রশ্ন উঠল রাশিয়া কি ভাবে বাঁচবে। কি করে সে তার শিল্প বাণিজ্য কৃষি গড়ে তুলবে, লেখা পড়া শিখবে, জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্ত কোরে দেশ রক্ষা করবে। কিভাবে তার বিজ্ঞান সাহিত্য ও শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। জনগণ জাতি ও রাষ্ট্র হিসাবে কি ভাবে তারা কাজ চালাবে।

এর জবাব এল N. E. P (নব অর্থনৈতিক নীতি)। গ্রাম ও সহরে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানকে নেপ আইনসঙ্গত কোরে তুলল। তাই এক আঁচড়ে রাশিয়ায় সামরিক কমিউনিজম বিলুপ্ত হয়ে গেল, অধিকন্তু লেনিনের বিশ্বগ্রাসী বিপ্লবে সকল আশা ও ভবিষ্যৎ-বাণী সত্বেও তা যে সফল ও সার্থক হোল না, লেনিনকে তা মেনে নিতে হল। আর তিনি বুঝলেন রাশিয়াকে বাঁচতে হলে তার স্বক্ষেত্রে তার কার্যাবলী সীমাবদ্ধ রাখতে হবে অন্ততঃ কিছু দিনের মতো।

উনিশশো চব্বিশে লেনিনের মৃত্যুর পর নেপের অর্থ আরো অর্থগূঢ় হয়ে উঠল তার কার্যাবলী বহুমুখী হল। বোলশেভিকরা প্রকাশ্যভাবে দুটী বিভিন্ন বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে উঠল। একটীর নেতা হলেন ট্রটস্কী, তার মতে আভ্যন্তরীন উন্নতির সংগে রাশিয়াকে বিশ্বগ্রাসীবিপ্লবের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নতুবা ধ্বংস হয়ে উঠবে। ষ্টালিনের নেতৃত্বে অপর দলের অভিমত হোল যে রাশিয়াকে যদি বাঁচতে হয় তা হলে বিশ্বগ্রাসী

বিপ্লবের কথা ভুলে গিয়ে স্বদেশকে সার্থক সোস্তালিষ্ট রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এই সেই ষ্টালিনের "স্বদেশে সোস্তালিসম" বনাম টট্স্কীর "চিরস্থায়ী বিপ্লব" সংঘর্ষ—এর কথা আমি পূর্বেই লিখেছি।

ষ্টালিন বিজয়ী হলেন। নির্বাসন কারাদণ্ড ও প্রাণদণ্ড দিয়ে বিভিন্ন বিরোধীদলকে চুপ করানোর ভিতরেই রাশিয়ার সংগে ট্রটস্কির মতবাদের চূড়ান্ত বিরোধ সূচিত হল।

আজ রাশিয়া যা হয়েছে, বা যুদ্ধে সে যা করছে তার মূলে রয়েছে সেই ষ্ট্যালীনিয় "স্বদেশে স্তোসালিজম" নীতি। ষ্ট্যালিনের কথায় জানা যায় যে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে রুশীয় শিল্প সম্পদের মোট উৎপাদন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের চাইতে ৯০৮·৮ গুণ বেশী। এই যুগান্তকারী সাফল্য "স্বদেশের জন্য স্তোসালিজম" নীতির অর্থ সম্পূর্ণ নাটকায়িত করেছে। পরিকল্পনা-বলী, বিরাট শিল্প কেন্দ্র, যৌথ কৃষিশালা, নূতন রেল পথ, বিমান বহর, জলপথ, বহু নূতন নগরী, লালফৌজ, সোভিয়েট নৌ-বাহিনী, স্কুল কলেজ—রাশিয়ায় সকল অর্থনৈতিক, সামরিক ও ১৯৪৩-এর আধ্যাত্মিক শক্তি —সবই রাশিয়ায় অতীতের পুনরাবিষ্কার নীতির ফল। এর পিছনে বহির্বিশ্ব সম্পর্কে রাশিয়ার নব্য-নীতি, অর্থাৎ—সর্বগ্রাসী বিপ্লবের পরিকল্পনার বিলোপ সাধনও বহির্জগতের প্রতি অধিকতর নির্ভরশীলতাই লক্ষণীয়।

এই যুদ্ধ (এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করছি) রাশিয়াকে গুরুতর পরীক্ষায় ফেলেছে কোনো জাতই এমন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি,—এই যুদ্ধ য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ যান্ত্রিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ, যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান সেই দাঁড়াবে। রাশিয়া সেই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছে। ব্যাক্তির জীবনেও যেমন জাতির জীবনেও তাই। বেঁচে থাকাটাই সব চেয়ে বড় কথা, তাই এতদ্বারা রাশিয়া তার বাঁচার শক্তির প্রমাণ দিয়েছে—আর স্বদেশবাসীর চোখে পবিত্র রূপ নিয়েছে। বহির্জগৎ রাশিয়া সম্পর্কে যাই কিছু ভাবুক না কেন—ষ্ট্যালিনের 'স্বদেশের জন্য স্তোসালিজম' এই নীতি সমগ্র দেশকে ধ্বংস ও বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে—নিষ্ঠুরতম পরিনতির হাত থেকে পরিত্রাণ করেছে।

ষ্টালিন বা তার অন্য কোনো অনুগামী ধনতন্ত্রের সম্ভাব্য অবসান বা যে বিপ্লবের ফলে সম্ভব হবে তার আসন্নতা সম্পর্কে তাদের অভিমত পরিবর্তন করেনি। তারা এখনো বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর সকল গুরুতর বেকার সমস্যা, সাম্প্রদায়িক অত্যাচার, আন্তর্জাতিক বিরোধ প্রভৃতি যা কিছু পৃথিবীর অশুভ তার মূল কারণ যে ধনতন্ত্রবাদ একথা তারা এখনো বিশ্বাস করে না। অর্থ নীতির একটা ধারা হিসাবে ধনতন্ত্রবাদ সম্পর্কে তাদের ঘৃণা এখনো কমে নি বা তারা পরিহার করেনি। রাশিয়ায় তারা কিছুতেই এ সব গ্রহণ করবে না। এই বিষয়ে কোনো অনুতাপ বা পরিবর্ত্তনের লক্ষণ নেই। বরং এই মতবাদই বার বার গ্রহণ করা হচ্ছে। একথা সত্য যে সমাজতন্ত্রবাদ, (অন্ততঃ জমির যৌথ মালিকানা ব্যাপারে) রুশীয় জাতীয়তার প্রধানতম উপাদান।

এখন প্রশ্ন এই যে যুদ্ধোত্তর কালে স্বদেশের জন্য সোস্তালিজম এই মতবাদ পরি-বর্তিত হয়ে বিশ্বগ্রাসী বিপ্লবের নীতি গ্রহণ করবে।

এখন আর কোমিনটার্ন নেই, সেই কারণে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে অকমিউ-

নিষ্টদের চোখে রাশিয়ার খাতির অনেকটা বেড়ে গেছে। এখন আর কমিউনিষ্ট মতবাদের মালিকানা শুধু রাশিয়াতেই সীমাবদ্ধ নেই, কিন্তু আমাদের একথা ধরে নিলে ভুল হবে যে যে বৈপ্লবিক মনোভঙ্গী কমিউনিষ্টপার্টির ভিতর থেকে অন্তর্হিত হচ্ছে তা আর থাকবে না। নিশ্চয়ই অন্যত্র তা পথ খুজে পাবে, কোনো নূতন সংগঠনে বা ট্রট্স্কীয় ফোর্থ ইণ্টার ন্যাশানালে। মুফ্‌তি জমির বন্দোবস্ত থাকা সত্বেও বা য়ুরোপের সাধারণ মানুষ যে প্রগতির সম্মুখীন হয়নি সে প্রগতি লাভ করলেও আমেরিকায় চিরদিন বৈপ্লবিক গোষ্ঠি আছে, তবে তাদের প্রকৃতির ভয়ংকরত্ব হয়ত কিছু কম বা বেশী হতে পারে। কমিউনিষ্টের রংগমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে I. W. W. ছিল। দুর্ব্বল হলেও স্যোসালিষ্ট গোষ্ঠি ছিল এবং এখনো আছে। Molly Maguires ছিল অন্য সামাজিক সূত্রে, Know Nothing party তারপর ku klux klan ছিল। তারপর খৃষ্টান ফ্রণ্টার্স আছে। এ সম্ভাবনাও কম নয় যে যখন রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে জনগণের সমর্থনের দায়িত্ব কমে আসবে তখন কমিউনিষ্ট বা তাদের স্থলাভিষিক্তরা (তাদের নাম যাই হোক বা যে কেউ তাদের নেতা হন) তারা তাদের প্রগতিবাদী মনোভাব প্রকাশ করার জন্য হয়ত অধিকতর আক্রমণশীল হবে। অবশ্য আমেরিকানরা একথা বোঝে যে এই আহ্বান পেলে আমেরিকানরা তাদের বাহুবল প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হবে না। বিপ্লবাত্মক মনোভংগীর মূলে গিয়ে আঘাত করবে। কিন্তু সে অন্য জিনিষ।

রাশিয়ার শান্তির প্রয়োজন—ভীষণ প্রয়োজন—অর্থ নৈতিক ও সামাজিক নীতি সুদৃঢ় করার জন্য রাশিয়ার শান্তির প্রয়োজন,—তা সার্থক ও সফল করতে হলে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের সহযোগিতা চাই,—এই সহযোগিতায় রাশিয়ারই বিশেষ প্রয়োজন—তাই অন্ততঃ আমার মনে হয় না যে রাশিয়া সেই সম্প্রীতি নষ্ট করে এখন বিশ্বব্যাপী বিপ্লবে মাতবে।

যে বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে রাশিয়াকে যেতে হয়েছে, যে ভাবে তার লোকক্ষয় হয়েছে, যে অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ জনগণকে করতে হয়েছে, এখন সেই ব্যক্তিগত ক্ষত নিরাময় করার জন্য রাশিয়া চায় নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি। জাতীয় বা বৈপ্লবিক কারণে আরো যুদ্ধ ও সংঘাতের ফলে আরো ধ্বংস ও রক্তপাত সম্ভব।—এই যুদ্ধে জার্মানদের গলা টিপে মারার জন্য যদিও রাশিয়ানরা জীবন পণ করে লড়ছে, তবু তাদের জাতীয় স্বার্থ ও দেশ রক্ষার প্রয়োজন ভিন্ন যুদ্ধ করার আর বাসনা নেই। শান্তির আকাঙ্খা ও আবার বেঁচে থাকার সুযোগ অনেকখানি শান্তি ও স্বস্তি মনে আনে। রাশিয়ান জনগণের কামনা ও প্রার্থনা "যুদ্ধটা যদি তাড়াতাড়ি শেষ হয়।"

অবশ্য ফরাসী বিপ্লবে নেপোলিয়ানের উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সোভিয়েট রীতি অনুসারে যতই কেন কুশলী ও বুদ্ধিমান হন্‌না, কোনো জেনারেলই সর্ব্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বৈপ্লবিক দিগ্বীজয়ে বেরোতে পারেন না। সাধারণ সৈনিক বা অফিসাররা যারা যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তিমত্তা ও কৌশলের পরিচয় দেন তাঁরা প্রায়ই সংবাদপত্র, রেডিয়ো ও জনসভায় জেনারেলদের চাইতেও প্রশংসা পেয়ে থাকেন। বিশেষ ধরণের কোনো বিজয় লাভ না করলে কোনো জেনারেলের নাম সংবাদ পত্রে উল্লেখিত হয় না।

ইংলণ্ড বা আমেরিকার মত রাশিয়ান সেনানায়কদের শৌর্য্য বীর্যের কথা অতিরঞ্জিত বা নাটকায়িত করা হয় না। প্রকৃত পক্ষে আর কোনো জাতি সেনানায়ক বা সৈন্যাধ্যক্ষের গুণপনার প্রচার এত চেপে রাখেন না।

ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের সময় রাশিয়া যখন ভলগার দিকে পিছন করে লড়ছে তখন বৈদেশিক সংবাদদাতারা যে সব ব্যক্তিরা রুশ-সেনাবাহিনী পরিচালনা করছেন তাদের সংবাদ সংগ্রহের অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের অনুসন্ধান সফল হয়নি। বৃটিশ ও জার্ম্মান রেডিয়ো প্রচারিত টিমোসেংকো সম্পর্কিত সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করা সম্ভব হল না। শুধু বিজয় লাভের পর সমরনায়কদের নাম প্রকাশিত হল। তবুও বৈদেশিক সংবাদদাতার সমর নায়কদের জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অতি অল্প সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

আমি পুনরায় বলছি রাশিয়ায় অতি নাটকায়িত যুদ্ধনায়ক সৈন্যাধ্যক্ষ বা সেনানায়ক বা সৈনিকরাও নয়—সেই যুদ্ধ নায়ক নায়িকা হ'ল স্কুলের ছোট ছেলেমেয়েরা, গরিলা বাহিনীর যারা জার্ম্মানদের হাতে পড়ে ফাঁসীর মঞ্চে ঝুলেছে তারাই। সুরা চেকালীন, লিজা চোকিনা, জয়া কসমোডেমিনসকয়া দেশপূজ্য সমর নায়ক নায়িকার আসন গ্রহণ করেছে।

তা ছাড়া রাশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা অ-সামরিক ব্যক্তিবৃন্দের হাতে, আর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এতই কঠিন ও কঠোর যে কোনো সামরিক শক্তির পক্ষে সেই ক্ষমতা অধিকার করে নেপোলিয়ানের মত সামরিক বিজয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।— শুধু মাত্র অদৃষ্ট পূর্ব্ব ঘটনা সংযোগেই তা সম্ভব। কিন্তু সে অবস্থা অচিন্ত্যনীয়।

এ ছাড়া রাশিয়া যে আমেরিকার সঙ্গে লড়বে না, তার আরো অনেক কারণ আছে। রাশিয়া আমেরিকাকে চটাবে না, তাকে তার প্রয়োজন, কারণ শিল্প উন্নয়ন-ব্যাপারে আমেরিকার অভিজ্ঞতা অসীম—সব কিছু পরিকল্পনা সম্পর্কে রাশিয়া আমেরিকাকে তার পথ-নির্দ্দেশ বলে মেনে নিয়েছে। তার বিশাল শিল্প সম্পর্কিত প্রগতি সত্বেও এখনও আমেরিকার কাছে রাশিয়াকে অনেক কিছু শিখতে হবে।

যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে রাশিয়ানরা বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় টিনেকরা খাদ্য দ্রব্যের প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা করে, টমাটো জুস, অন্যান্য সব্জি ফলের রস, কর্ণ ফ্লেক, জমানো মাংস, প্রভৃতি দ্রব্যাদি রুশীয় মুদিখানায় আসতে সুরু করেছিল—রুশ জনসাধারণের এই খাদ্য গ্রহণে যে বিতৃষ্ণা ছিল তা প্রতিরোধ করার জন্য—বিজ্ঞাপন, প্রচার পত্র, বৈদ্যুতিক সাইন বোর্ড, প্রভৃতি মার্কিনী ধরণের প্রচারব্যবস্থায় দ্রব্যগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছিল।

বড় বড় শহরের হোটেলে মার্কিনী ধরণের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হচ্ছিল। 'আমেরিকায়ানা' যা সবে সুরু হয়েছিল তা যুদ্ধের ফলে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। এমন একজন ফ্যাক্টরীর ডিরেক্টার, ইঞ্জীনিয়ার বা ছাত্র রাশিয়ায় দেখা যায় না যে একদিন আমেরিকায় গিয়ে আমেরিকার বিরাট শিল্প-সম্পদ ও যন্ত্রাবলী সচক্ষে দেখার বাসনা না রাখে।

ষ্টালিনের বয়স এবং ব্যক্তিত্বের কথাও বিবেচনা করতে হবে, তিনি অত্যন্ত নিস্পৃহ, জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাঁর কথা লোকে খুব কমই জানে। ১৮৭৯ খৃঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, এখন তাঁর বয়স তেষট্টির বেশী। তাঁর পাপ বা ত্রুটী বিচ্যুতি যাই হোক না কেন একথা ধরা যায় যে জীবনের শেষ দিকে রাশিয়া যুদ্ধে যেতে থাকবে এ অবস্থা তিনি দেখতে চান বিশেষ করে আমেরিকা ও যে জাতিপুঞ্জ তার মিত্রপক্ষে থাকবে তাদের সংগে। এই সংঘর্ষ রাশিয়া এবং সমাজকে যাহার সহিত ষ্টালিনের নাম সংযুক্ত অধিকতর ধ্বংস ও ক্ষতির মুখে নিয়ে যাবে।

পরিকল্পনাবলী এবং জাতীয় শক্তি, জাতীয় জীবন, জাতীয় অভীপ্সা, জাতীয় স্থিতি প্রভৃতি যা কিছু রাশিয়া এবং সমাজের ভিত্তিস্বরূপ বোঝায় এবং ষ্টালিন সকল প্রকার ক্ষতি ও ক্ষয় স্বীকার করে তা গড়ে তুলেছেন তারা রাশিয়াকে পরাজয় এবং অধীনতার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তারা আজ ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে রাশিয়াকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন। তারা রাশিয়ার জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছেন, যুদ্ধোত্তরকালে প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য জিনিষের ক্রমশঃই সু-প্রাপ্য হয়ে উঠছিল। গৃহ সমস্যা অবশ্য পেছিয়ে ছিল, খাদ্য দ্রব্যের তেমন সমস্যা ছিল না এমন কি দেশের সুদূরতম অঞ্চল ভিন্ন ডিম, মাংস, চিনি সবই পাওয়া যাচ্ছিল। জার্মাণরা যে সব গ্রাম ধ্বংস করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছে সে সব অঞ্চলে আমি বলতে শুনেছি, "আমরা আলুর মতো সুলভে ডিম খেয়েছি।"

বস্ত্রাদিও প্রচুর পাওয়া যেত, বারবার রাশিয়ানরা আমাকে ইংলিশ উলের তৈরী স্যুট দেখিয়েছেন। সবে এই ধরণের কাপড় তারা আমদানি করতে সুরু করেছিলেন। দাম অবশ্য বেশী পড়ছিল কিন্তু লেখক বা ইঞ্জীনিয়াররা যাঁরা তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে বেশী অর্থ উপার্জন করে থাকেন তাঁরা ইংরাজী কাপড়-চোপড়ে বেশী ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হতেন না। ইলাইয়া এরেম্বুর্গ আমাকে একদা অনেকগুলি চিঠি এবং ডায়েরী দেখিয়েছিলেন সেগুলি তিনি ডন এবং কিউবান অঞ্চলের জার্মাণদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সব জার্মাণ লেখকরা দম্ভ ভরে কশাক উপনিবেশ থেকে যে সব শাল ও পশমী জিনিষপত্র লুঠ করে গেছেন যে সব কথা লিখে গেছেন। যুদ্ধোত্তর কালে সাধারণ জীবন-যাত্রার মান আমেরিকান নিরীখের চাইতে কম হলেও ক্রমশঃই উঠছিল এবং যুদ্ধের জন্য অস্ত্র শস্ত্র বাবদ এই ব্যয় না হলে তা হয়ত আরো বাড়ত।

যুদ্ধ শুধু যে জীবনযাত্রার মান নামিয়ে দিয়েছে তা নয় তা দমিয়ে দিয়েছে। তাই বেসামরিক রাশিয়ানদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে কম নিয়েও সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। সুতরাং আরো যুদ্ধ বিগ্রহ, বিপ্লব বা সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে হলেও সেই অভাব আরো গভীরতর করে তুলবে। সুতরাং সেকথা ধরে নেওয়া যায় যে শুধু বয়সের খাতিরেই অন্ততঃ ষ্ট্যালিন যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থাকবেন। তিনি রাশিয়া পুনর্গঠনের কাজে আবার মত দেবেন এবং জনগণকে বিপ্লবের ফলভোগী করার জন্য চেষ্টা করবেন। ষ্ট্যালিনের মতো লোক যিনি দেশকে যান্ত্রিক শিল্পে সমৃদ্ধ করার জন্য বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন, বিভিন্ন জাতি ও জনগণকে একতাবদ্ধ

করেছেন, তাদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, একটা নূতন শক্তি ও নূতন গৌরব এনে দিয়েছেন, তিনি জীবনের এই অন্তিম মূহূর্ত্তে আর রাশিয়ার ইতিহাসের এই সংকটময় কালে তাঁর স্বীয় জীবনের সাধনালব্ধ ফল নষ্ট কোরবেন না। তিনি সকল শক্তি নিয়োগ করে তা রচনা করবার চেষ্টা করবেন এবং তাকে অধিকতর সুদৃঢ় কোরে তুলবেন। ষ্ট্যালিন চিরদিনই "স্বদেশে সোস্যালিজম" ও পরিকল্পনার উন্নয়ন বলতে অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহকে উৎপাদনে ছাড়িয়ে যাবেন এই ধারণাতেই বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর ঘোষণাবলী সুস্পষ্ট। উনিশশো উনচল্লিশের ১০ই মার্চ্চ তারিখে অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসে তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন "প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে যদি আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ছাড়িয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের দেশকে ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহে সরবরাহ বাড়িয়ে তুলতে হবে, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে, অন্যান্য দেশসমূহকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কাবু করতে হলে অগ্রসর হবার ঐকান্তিক বাসনা থাকা চাই। সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আর আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নয়ন ব্যবস্থা বাড়িয়ে তোলার জন্য মূলধন খাটাতে হবে। আমাদের কি প্রয়োজনীয় সব কিছু আছে? নিশ্চয়ই আছে। উপরন্তু আমাদের প্রয়োজন উৎপাদনের কৌশল বৃদ্ধি করা ও শিল্পোন্নয়নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা—এসব কি আমাদের আছে? নিশ্চয়ই আছে। সর্ব্বশেষে আমাদের চাই সময়। বন্ধুগণ সময় চাই। আমাদের নূতন নূতন কারখানা তৈরী করতে হবে। শিল্প কার্যে শিক্ষিত শ্রমিক গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু তার জন্য সময়ের প্রয়োজন, অল্প সময় নয়, দু'তিন বছরে প্রধান ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অবদমিত করতে আমরা পারব না। তারজন্য আরো সময়ের প্রয়োজন।"

এই বক্তৃতা এবং পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত অন্যান্য বক্তৃতাবলী মূলতঃ রুশীয় উন্নয়ন, রুশীয় শিল্প, রুশীয় কৃষি, রুশীয় শিক্ষা এবং রুশীয় জনগন ও জীবন বলতে যা বোঝায় সেই সম্পর্কিত……।

এই যুদ্ধে রাশিয়ার ক্ষতি—অধিকৃত অঞ্চলের দুর্দশা, জীবনযাত্রার অবদমিতমান জনগণের শান্তির বাসনা, ষ্ট্যালিনের "স্বদেশের জন্য সোস্যালিজম" নীতি বিবেচনা করে, এবং সেই সংগে তাঁর বয়স এবং তাঁর মতো পদস্থ ব্যক্তির স্বাভাবিক ইচ্ছা ও অভিসন্ধি বিবেচনা পরে, এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে রাশিয়াকে গড়ে তোলার যে বিরাট কর্মসূচী রয়েছে তা বিবেচনা করে মনে হয় না যে রাশিয়া আরো ক্ষয় ক্ষতি ও রক্তপাত করে নূতন সংঘর্ষে নামবে।

দীর্ঘকাল ধরে রাশিয়া অ-ফ্যাসিষ্ট দেশ সমূহের সংগে হাত মিলিয়ে দিয়ে যুদ্ধ দমনের চেষ্টাই করে আসছে। ১৯৩৪ খৃঃ রাশিয়া লিগ্ অব্ নেশানে যোগ দিয়েছে। ১৯৩৫ খৃঃ তারিখের সামরিক সাহায্য সম্পর্কে রাশিয়ার সংগে ফ্রান্সের একটা চুক্তি হয়েছে। সেই সংগে চেকোশ্লোভাকিয়ারও অপরূপ চুক্তি হয়েছে। ১৯৩৭এর আগাষ্টে চায়নার সংগে অনক্রামনাত্মক চুক্তি করেছে। এমন কি মিউনিকের পর লিটোভিনোর ছয়শক্তি সামরিক

মৈত্রীর জন্য অনুনয় করেছেন। হিটলারের আক্রমনাত্মক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধের বাধা দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

শুধু যুদ্ধ সুরু হবার পর রাশিয়া যখন জার্মাণদের দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা করেছিল, তখনই পূর্ব্ব পোলাণ্ড পর্যন্ত এগিয়ে তার সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ফিনল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার কাছ থেকে কিছু আঞ্চলিক সুবিধা গ্রহণ করেছে।

যুদ্ধান্তে রাশিয়া আর যাই কিছু চাক না চাক্ তার আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বড় হওয়ার চেষ্টা করবে। তবে একথা ধরে নেওয়া যায়, সেই কার্য সমাধা করার জন্য তারা অন্যান্য দেশের বিরাগভাজন হবে না।

একথা বলে রাখা প্রয়োজন যে সোভিয়েট ক্ষমতা-প্রাপ্তির পর তারা তাদের চিন্তা ও কার্যধারা বহিঃ শত্রুর আক্রমণেরই আশঙ্কা করছে।

এই ভীতি লেনিন, ট্রটস্কী ও ষ্ট্যালিন সকলকেই উদ্বেগাকুল করেছে। ষ্ট্যালিনের কথায় বলতে গেলে "ধনতান্ত্রিক অবরোধ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজে তার প্রতিক্রিয়া", সকল সোভিয়েট বক্তৃতা, সোভিয়েট কূটনীতি। সোভিয়েট আভ্যন্তরিক নীতি এমনকি সোভিয়েট শিল্প উন্নয়ন অবস্থার অন্তর্নিহিত মূল স্বর।

একথাও নিশ্চিতরূপে ধরে নেওয়া যায় যে যে-কোনো রাজনৈতিকতার বিরোধীতা করার উদ্দেশ্য সংগঠিত হবে তাকে রাশিয়া বাধা দেবে। কোয়ালিশন বা সম্মিলিত এই কথাটী রাশিয়ানদের মনে গভীর ভাবাবেগ উদ্বেগ করে, কারণ রাশিয়ায় গোড়ার যুগে Clemenceau's cordon sanitaire (স্বাস্থ্য রক্ষাকর বেষ্টনী) স্মৃতি এই কথাটীর সহিত বিজড়িত। তাছাড়া যেসব দেশ একদা সোভিয়েটদের উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল সেই ফরাসী, ইটালিয়ান, বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যরা এখন সোভিয়েট অঞ্চলে উপস্থিত রয়েছে।

অনেকগুলি পারস্পরিক চুক্তি ও পরিকল্পনা সাক্ষরিত হয়েছে। আরও হয়ত অনেক হবে, কিন্তু রণক্ষেত্রে লুকান বোমার মত কোন অচিন্তনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।—যার ফলে রাশিয়া বা অপরপক্ষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই চুক্তি ও পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যেতে পারে, যদি এই অবস্থা প্রতিরোধকল্পে সংযুক্ত ও সাধু সংকল্প সম্মিলিত পক্ষেরা না করেন।

রাশিয়া, সেই সংগে ইংলণ্ড ও আমেরিকার এই সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই কারণেই চুক্তি ও অন্যান্য সনদাবলী পারস্পরিক যুদ্ধোত্তরকালীন নীতি নির্দ্দেশক। ১৯৪১-এর ১৪ই আগষ্ট তারিখে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও প্রধান মন্ত্রী চার্চিল কর্ত্তৃক সমুদ্রবক্ষে প্রিন্স অব ওয়েলস জাহাজের উপর সাক্ষরিত আতলান্তিক সনদ এইসব সনদাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই সনদ অনুসারে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত আন্তর্জাতিক নীতি নিম্নলিখিত আট দফায় নির্দ্ধারিত হয়:—

(১) তাঁদের দেশ কোন সীমানা অতিরিক্ত দেশের দাবী করেন না।

(২) জাতি সমূহের স্বাধীন ইচ্ছা ভিন্ন কোনপ্রকার সীমানা পরিবর্তনে তাঁদের ইচ্ছা নাই।

(৩) নিজস্ব শাসন ব্যবস্থানুসারে নির্বাচনে জাতিগণের স্বাধীনতা; বলপ্রয়োগের ফলে যাদের স্বাধীনতা হানি ঘটেছে, তাদের স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

(৪) কাঁচামালে পৃথিবীর বাণিজ্যে সকলের অধিকার।

(৫) সকল জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগীতা।

(৬) সকল জাতি নিজস্ব সীমানার ভিতর নিরাপত্তায় বসবাস করবে, ভয় ও অভাব থেকে মানুষ মুক্ত থাকবে।

(৭) সমুদ্রে সকলজাতির বাধাহীন বিচরণ।

(৮) যে সব জাতি অপরের সীমানায় আক্রমণ করবে, তাদের অস্ত্রহীন করা হবে ইত্যাদি। যে সময়ে এই অতলান্তিক সনদ সাক্ষরিত হয় সেই সময় ইংল্যাণ্ড জার্মাণীর সংগে যুদ্ধে রত, যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়াও লিপ্ত।

প্রশ্ন উঠল রাশিয়া এই লিপিবদ্ধ ধারাগুলি কিভাবে গ্রহণ করবে। ১৯৪১এর ২৪শে সেপ্টেম্বর রাশিয়ার জবাব পাওয়া গেল। লণ্ডনস্থ সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত আইভান মেইস্কী "নিম্নলিখিত ঘোষণায়" বললেন:

"যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেণ্ট ও গ্রেট বৃটেনের প্রাইমমিনিষ্টার মিঃ চাচিল কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই সনদের মূল নীতি বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

"অবস্থানুসারে এই চুক্তিতে লিপিবদ্ধ ধারাগুলি বিভিন্ন দেশে প্রযোজিত হবে এই বিবেচনা করে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সোভিয়েট জাতিসমূহের পক্ষ থেকে এই সনদ গ্রহণ করছেন।"

এই ঘোষণা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট আতলান্তিক সনদের নীতি মেনে নিচ্ছেন। কিন্তু তা প্রয়োগ করা সম্পর্কে তাঁহাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মতভেদ সম্ভব, সেই ইংগীত দিয়েছেন। ১৯৪২এর ৬ই নভেম্বর, যুক্তরাষ্ট্র তখন যুদ্ধে নেমে পড়েছে রাশিয়া ও গ্রেটবৃটনের মিত্র হিসাবে সেইদিনের অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চবিংশ বার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ষ্ট্যালিন এ্যাংলো-সোভিয়েট-আমেরিকান গোষ্ঠীর পারস্পরিক যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেছেন:

"জাতিগত অনন্যসাধারণত্ব বর্জন।

সর্বজাতির সমত্ব ও তাদের ভৌগলিক সীমানার অখণ্ডত্ব স্বীকার;

পরাধীন জাতিসমূহের মুক্তি ও তাদের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা।

প্রত্যেক জাতির স্বেচ্ছানুসারে নিজস্ব ঘরোয়ানীতি পরিচালনার অধিকার প্রদান।

দুর্গত জাতিসমূহকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান ও তাদের লৌকিক মংগল কল্পে সহায়তা করা।

গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

হিটলারী শাসনতন্ত্রের ধ্বংস সাধন।

আতলান্তিক সনদের টীকা বা ষ্ট্যালিনের ঘোষণার ভাষ্য নিয়ে পারস্পরিক মতভেদ হওয়া সম্ভব। প্রশ্ন উঠে এইসব মতভেদ সম্মিলনে মিটবে না এই থেকে যুদ্ধের উৎপত্তি হবে।

রাশিয়ার সর্ববিধ ঘোষণা যুদ্ধের কথা উপেক্ষা করে, ইংরাজ ও মার্কীন ঘোষণাবলীও তাই। এই যুদ্ধের পর যদি ইংরাজী ভাষাভাষী অঞ্চলের সংগে কিংবা রুশ বিরোধী কোন সম্মিলিত দলের সংগে রাশিয়া বা তার মিত্রপক্ষের যুদ্ধ বাধে তাহা হলে তার চাইতে সর্বনাশকর আর কিছু হবে না। একযোগে সর্বত্র আন্তর্জাতিক যুদ্ধ এবং বহু যুদ্ধরত জাতিসমূহের স্বদেশে গৃহযুদ্ধ সুরু হয়ে যাবে। তার চাইতে পাশবিক আর কিছুই নেই।

আমি এইখানে রাশিয়া সম্পর্কে একজন নিরপেক্ষ কূটনীতিবিদের বাণী যা আমি ভূমিকায় পূর্বেই উল্লেখ করেছি তা পুনরুল্লেখ করছি।

"এই যুদ্ধে এবং তারপরে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়া একটা সর্বদলীয় সম্মিলিত পন্থা যদি উদ্ভাবন না করে তা হলে ভগবান ওদের রক্ষা করুন।" উপরোক্ত বাণীর সংগে কারো মতভেদ হবে না। বিশেষতঃ রাশিয়ানদের, (অন্যান্য মিত্রশক্তির চাইতেও), যারা এই যুদ্ধের নীতি লাভ করেছে তারা জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার নীতিতেই দীক্ষিত হয়েছেন। আমি ত কল্পনা করতে পারি না, রুশীয় জনসাধারণ বিশেষতঃ রুশীয় যুবশক্তি জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজন ভিন্ন আবার একটা যুদ্ধে নামবে।

বিভিন্ন দেশের যা কিছু নীতি হোক না কেন বহির্বিশ্বে বিশেষতঃ আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে ১৯১৭ বা ১৯৩২ বা ১৯৩৭ এমন কি ১৯৪১-এর হিসাবেও বিবেচনা করা ঠিক হবে না।

রাশিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র এবং ইউরোপ ও এশিয়ার পুনর্গঠনে তাকে অত্যন্ত প্রয়োজন। সেই কারণে রুশীয় রাজনীতি সম্পর্কে ঘৃণা বা রুশীয় ব্যুরোক্রেসী সম্পর্কে উপেক্ষা বা ব্যক্তিগত বা ভাবগত দিক দিয়ে রাশিয়া বা রাশিয়ানদের বিচার করা ঠিক হবে না।

উনচল্লিশ

বিশ বছর পরে

আফ্রিকাস্থ এক মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে গভীর রাত্রে আমাদের বিমানটী এসে পৌছল। আট মাস পূর্বে এই বিমান ঘাঁটিতে এসেছিলাম। তখন আমি রাশিয়ায় যাচ্ছিলাম। এখন পুনরায় আমেরিকায় ফিরছি। এই আঁধার মহাদেশে প্রথম যখন এসেছিলাম তখন অত্যন্ত স্বল্পকালের মধ্যে সম্পন্ন এই আমেরিকান প্রচেষ্টার অভিনবত্বে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। মাইলের পর মাইল পিচ ঢালা রাস্তা। আধুনিক মার্কিন সম্প্রদায়ের উপযুক্ত খাবার ঘর, ছায়াচিত্রের মঞ্চ, নাপিতের দোকান, ব্যবহার-যোগ্য প্রচুর জিনিষ পত্র। টেনিস্ কোর্ট, ফুটবলের মাঠ, হাসপাতাল, সবই বন্দোবস্ত রয়েছে।

এখন আবার ফিরে এলাম। এই ক মাসের ভিতর সব যেন আর চেনা যায় না। ক মাসের অনুপস্থিতিতে যেন সবই বদলে গেছে। এখানে সৈন্যদের জন্য ছাউনী বসেছে। আরো অনেক পিচ ঢালা রাস্তা হয়েছে, আরো বাড়ি, ঠিকে ঘর তৈরী হয়েছে। সামরিক পোষাক পরা আমেরিকানদের ভিড় বেড়ে গেছে। তারা সবাই খেয়াল খুশীতে দিন কাটাচ্ছে। অফিসার আর তার অধঃস্তন সৈনিকদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক বর্তমান। এই ছাউনী থেকে দু মাইল দূরেই অতলান্তিক মহাসাগর। পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্নান-তট। নিয়মিত ভাবে একটা ট্রাক ছাউনী থেকে সমুদ্র তটে যাতায়াত করে। স্থানীয় নিগ্রো নরনারী একটা সমুদ্র তটে ছোট্ট বাজার বসিয়েছে। সেখানে তারা জিনিষ পত্র বেচা কেনা করে। কলা, লেবু, নারকোল, আনারস প্রভৃতি নানাবিধ ফল বিক্রী করে। দীর্ঘকাল রাশিয়ায় থাকার পর এই সব ফল দেখে চোখ আনন্দে ভরে ওঠে। সেখানে এ সব চোখেই পড়ে না। আমি হাত ভর্তি ফল কিনলাম সব কি খাওয়া যায়। এই সব ফল ফুলুরী দেখে মনে হয় পৃথিবীর এই সুদুর প্রান্ত কত সমৃদ্ধ।

যে রাশিয়া থেকে ফিরে এলাম, তার কথা মনে জাগে—যখন প্লেনে চাপি সেখানে তখনও বরফ পড়ছে—যাঁরা আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এসেছিলেন, তাঁদের দেহ মন ফার পশমের জামায় আবৃত। রুশীয় আবহাওয়া অতি কঠোর যারা, সেই দেশে থাকে তারাও কঠিন ও কঠোর।

আমরাও মস্কো-এ শেষ কয়েক দিন ও যাদের সংগে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম তাদের কথা মনে পড়ল। ক্রীসমাস এসে পড়েছে। তবু বাসাবাড়ি গুলিতে আগুন দিয়ে ঘর গরম রাখবার কোনো ব্যবস্থা হয় নি। স্কুল, হাসপাতাল, লাইব্রেরী এবং থিয়েটার প্রভৃতিতে উত্তাপের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাসা বাড়িতে নেই। বৈদ্যুতিক শক্তি বা জ্বালানী দ্রব্যাদি অস্ত্র শস্ত্র তৈয়ারীর কাজে লাগছে তাই ঘর বা আফিস বাড়ি উত্তপ্ত রাখার কোন ব্যবস্থা নেই, এমন কি পররাষ্ট্র দপ্তরে সেন্সার কর্তৃপক্ষ ওভার কোট পেতে বসে আছেন। আমি একটী স্কুল ডাইরেক্টারের বাড়িতে

বেড়াতে গিছলাম তারা একটা দু'কামরা বাসা বাড়িতে থাকতেন। রুশীয় গৃহ ব্যবস্থা অনুসারে বন্দোবস্ত ভালোই বলতে হ'বে। আমি যখন তাদের ঘরে ঢুকলাম তখন দেখি তারা ওভার কোট পেতে বসে আছেন। ঘরের আবহাওয়া শীতল থাকায় তারা অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করছিলেন। শীগ্‌গিরই ঘর গরম করার ব্যবস্থা হবে আমাকে এই আশ্বাস দিলেন।

তারা আমাকে নৈশ আহার শেষ করার জন্য আহ্বান করলেন। আমি জানতাম তাহাদের নিজেদেরই র‍্যাশনের অভাব কিন্তু রুশীয় আতিথেয়তার শেষ নেই। সেইজন্য আমরা গরম স্যুপ, রুটী, কেক ও কামসকাটকার ক্যাকড়া খেলাম। আমরা চা খেলাম কিন্তু তাতে চিনির বদলে গুড় দেওয়া হল। এই স্কুল মাষ্টারদের পরিবারে তেমন কিছু দুর্ঘটনা ঘটে নাই কিন্তু তাঁরা বার বার বলতে লাগলেন আমরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করছি বটে কিন্তু প্রচুর মূল্যের বিনিময়ে, রাশিয়ায় সহর গ্রাম সব ধ্বংস হয়ে গেছে। বিজয়ের জন্য রাশিয়ানরা খুশী কিন্তু সর্বদাই তারা মনে রাখে উহার জন্য তাদের কি দিতে হয়েছে। খুব কম সংখ্যক রাশিয়ানই শোক পরিচ্ছদ পরিধান করে, যদিও কোনো আইনগত বাধা নেই তবুও যখন সারা দেশ শোকে বিহ্বল তখন আর তার বহিঃপ্রকাশের কি প্রয়োজন। আমাকে একজন অফিসার বলেছিলেন আরজেব একটী কসাইখানা হয়ে গেছে। আমরা প্রচুর জার্মান নিধন করছি কিন্তু তারাও আমাদের প্রচুর লোক— আমাদের যুব শক্তির যারা প্রাণ-স্বরূপ তাদের তারা নিধন করেছে।

শুধু যে আরজেভ্‌ তা নয়, সর্বত্রই রুশীয় যুবশক্তি এই ভাবে ধ্বংস হয়েছে।

আমি প্রথম যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলাম, রুশীয় গ্রাম ও রুশীয় কৃষানদের সোভিয়েট তন্ত্রাধীনে জীবন যাপনের ধারা সম্বন্ধে কাহিনী রচনার উদ্দেশ্যে, তার পর বিশ বছর কেটে গেছে। তখনকার গ্রাম থেকে ১৯৪৩এর গ্রাম কতো বিভিন্ন। নগর গ্রাম, চাষী মজুর, বিদগ্ধ সমাজ ও সরকারী কর্মচারী বোলশেভিক ও অ-বোলশেভিক নর-নারী, শিশু ও যুবা সকলেরই পরিবর্তন হয়েছে। কি দ্রুত গতিতে রাশিয়ার এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

রাশিয়া পুণরাবিষ্কৃত হয়েছে, জননী রাশিয়া, বিগত দিনের রাশিয়া, উপ কথার রাশিয়া, সুদূর পুরাতন দিনের রাশিয়া।

এই সবই কিন্তু বিশ্ব-ব্যাপী বিপ্লব এই ধুয়ায় সম্ভব হয়নি, সম্ভব হয়েছে "স্বদেশের জন্য সোসালিজম" এই ধুয়ার ফলে। এই রাশিয়া ষোল বছরের ছেলে সুরা চেকালিনের বাইশ. বছরের লিজা চৈকিন ও আঠারো বছরের জয়া কসমোডেমিনোস্কায়ার জন্মদাত্রী। তাদের শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী প্রাচীন কালের উপ কথার নায়ক-নায়িকার মতো তাদের মনে নব চেতনার সঞ্চার করেছে। ১৯৪৩এর রাশিয়া, ১৯১৭র রাশিয়ার সে রাশিয়ার কথা শুধু পড়েছি ও ১৯২৩এর রাশিয়া যা আমি দেখেছি তার চেয়ে কতো বিভিন্ন। সব অনিশ্চয়তা থিতিয়ে একটা দৃঢ়তার রূপ নিয়েছে।

রাশিয়াকে এখনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে অনেক কিছু শিখতে হবে। তার রাষ্ট্রনৈতিক গঠনতন্ত্র অতি চমৎকার; স্কুলে, সৈন্য শিবিরে, কারখানায়, যৌথ কৃষিশালায়

সর্বত্র তা পড়ানো হয়। তবু দৈনন্দিন জীবনের পরিপূর্তির জন্য এখনো, তার অনেক খানি বাকী।

১৯৩৯এর ১০ই মার্চ ষ্ট্যালিন তার ঘোষণায় বলেন:—আমাদের দল এখন শক্তি লাভ করায় দলীয় সদস্তেরা রাষ্ট্রের অধিনায়কত্বের পদাভিষিক্ত হয়েছে।

এক কথায় দল সর্বপ্রধান এবং তারা কোনো বিরোধিতা ধারা (স্বদেশ বা বিদেশ থেকে) যে তাদের পরিকল্পনাকে ধ্বংস করবে তা হতে দেব না।

রাশিয়ায় (এই লেখকের মতে) শিল্প সম্বন্ধীয় অভিযান সম্ভব হয়েছে পরিকল্পনা ও কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা ও কঠিন নিয়ামক ব্যবস্থায়। শুধু ডিক্টেটারশিপ বা নিয়ামক ব্যবস্থাতেই জনগনের উপর এই ভাবে চাপ দিয়ে প্রগতি ও সংস্কৃতির দিকে মাত্র তের বছরের মধ্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

তবু রাশিয়ার এই অভিযাত্রা বিশেষ করে ১৯২৮ থেকে আভ্যন্তরীন উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে নীতি আমেরিকান অভিযাত্রীদল গৃহীত নীতি অপেক্ষা বিভিন্ন। কালও বিভিন্ন, ঐতিহাসিক পটভূমি জাতীয় প্রয়োজনের জরুরী অবস্থা, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ, শিল্প সংক্রান্ত জোর জবরদস্তি, এবং ভাবগত অভীপ্সা সবই বিভিন্ন।

আমেরিকার স্বাতন্ত্র্যবাদের পটভূমি ভিন্ন, রাশিয়ার এই যৌথ ব্যবস্থার অভিযান কল্পনাতীত।

কিন্তু এর চাইতেও বিচিত্র ও বিরাট রুশীয় অভিযানের কথা।

রক্তাক্ষরে জননী রাশিয়ার অরণ্যে পর্বত কন্দরে শৌর্যের ও বীর্যের অপরূপ কাহিনী তেসব কিছু ছাড়িয়ে চিরদিনের জন্য লিখিত রহিল।

সমাপ্ত

MOTHER RUSSIA

and the critics

'Mr. Hindus is probably the best living interpreter of Soviet Russia to the Anglo-Saxon world. He is singularly just in his judgment.'

THE SPECTATOR

'Mr. Maurice Hindus is the possessor of one of the finest and most acute minds of our generation.'

PHILIP JORDAN in the NEWS CHRONICLE

'Mr. Hindus writes with the strength and sincerity of one who is very earnestly "on the side of the angels" but has the wisdom and artistic integrity to present his case without exaggeration or any forcing of the issue.'

J. D. BERESFORD in the MANCHESTER GUARDIAN

'Mr. Hindus is a brilliant reporter. His skill in observing significant detail is accompanied by a fluent style and a capacity for presenting situations and incidents with dramatic vividness.'

THE SCOTSMAN

'Mr. Hindus is a writer of great distinction.'

THE TIMES

'Thoughtful men who had the patience and the brains to study objectively the fascinating story of Russian progress and development had an abiding faith in the destiny of the Russian people. One of them...is Maurice Hindus, who is now recognised as an authority on Russia and her problems. His MOTHER RUSSIA is a stimulating book.

AMRITA BARAR PATRIKA

'Maurice Hindus retains a shrewd judgment. His discussion in MOTHER RUSSIA of the new attitude to religion, for example, is objective and firsthand. There are many statistics.'

THE STATESMAN

'Maurice Hindus is an American who has been writing on Russia for twenty years. He has been so often right about Russia, when others were wrong, that his testimony can scarcely be questioned. He writes of his subject with sympathy and understanding, the best way to write about other countries.'

THE HINDU

'Hindus has written eloquently and prolifically on Soviet Russia. MOTHER RUSSIA is the fruit of his journey in 1942. It is a picture ....of a people triumphant in their suffering.........the canvas is broad.........but it is a convincing picture.'

THE TIMES OF INDIA